উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

Original Abode of Man-kind.

OR

PRATNATATTVA VARIDHI.

PART III

মানবের আদিজন্মভূমি

বা

প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি

তৃতীয় ভাগ।

কবিতাকৌমুদী, ব্যাকরণমঞ্জুষা, বাচ্যান্তরদীপিকা, বৈশ্যকায়স্থমোহমুদ্গর
(জাতি-তত্ত্ব-বারিধি প্রথম ভাগ), বল্লাল-মোহ-মুদ্গর (ঐ দ্বিতীয়
ভাগ), শান্তিলতা, সূত্রধর-তত্ত্ব, সুয়াপুর-গুপ্ত-বংশাবলী (সংস্কৃত),
ও পৈতা-দর্পণ-প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ; ভারতী, বঙ্গভাষা
বঙ্গ-দর্শন, সাহিত্য-সংহিতা, অর্চ্চনা, পথিক, উপাসনা
ও পরিচারিকা-প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার
প্রবন্ধ-লেখক এবং আরতি ও মন্দার-
মালা পত্রিকার সম্পাদক এবং
ঋগ্বেদের প্রকৃতার্থ-বাহিনী
সংস্কৃত ব্যাখ্যা-প্রণেতা
ও বঙ্গানুবাদক
এবং বক্তা
শ্রীউমেশচন্দ্রবিদ্যারত্নপ্রণীত।

৩৯।১ নং শিবনারায়ণ দাসের লেনস্থ
"কাত্যায়নী প্রেসে"
শ্রীঅমৃতলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা, ৩২নং শিমলা ষ্ট্রীট সারস্বত গেহহইতে
শ্রীআশুতোষদাশদ্বারা প্রকাশিত।
জ্যৈষ্ঠ—১৩২৬ শাল।

মূল্য কাগজে—২।০
উৎকৃষ্ট বাইণ্ডীং—৩

স্বর্গীয় বামড়াধিপতি সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব

উৎসর্গপত্র।

যিনি চারিত্রগুণে মানব দেবতা, দানে মূর্ত্ত দাতাকর্ণ
ঔদার্য্যে শান্তচেতাঃ বশিষ্ঠ, বিনয়ে সব্যসাচী,
যিনি অতুল বিভবের অধীশ্বর হইয়াও
নিরহঙ্কার, যিনি উৎকল, বাঙ্গলা
সংস্কৃত, ও ইংরাজী ভাষায়
পারদৃশ্বা এবং সুকবি,
যিনি বিদ্বদ্গণের
উৎসাহদাতা, যাঁহার রাজ্যে মদ্যপায়ী ও শৌণ্ডিকালয়
নাই, সেই অনন্তগুণাধার স্বর্গত

বামড়াধিপতি সচ্চিদানন্দ

ত্রিভুবনদেববর্ম্মা

এবং তদীয় "জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার সর্ব্বগুণাধার বর্ত্তমান
বামড়াধিপতি বিদ্বদ্বরেণ্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত দিব্যশঙ্কর সুঠলদেব বর্ম্মা

মহোদয়ের পবিত্র নামে

মানবের আদিজন্মভূমির

দ্বিতীয় সংস্করণ

কৃতজ্ঞতানতকন্ধরগ্রন্থকারকর্ত্তৃক

উৎসর্গী-কৃত

হইল।

(এতদর্থে দান ১১০০ টাকা)

১৩২৬ শাল।

মানবের আদিজন্মভূমি

দ্বিতীয়বারের ভূমিকা।

ভগবানের অপার করুণা, বামড়ার স্বর্গত মহারাজ অবদান কল্পতরু জ্ঞানভাণ্ডার সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেববর্ম্মা এবং তদীয় উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত দিব্যশঙ্কর সুঠল দেববর্ম্মা বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে (১১০০) এবং পাঠকগণের কৃপায় এতদিনে মানবের আদিজন্মভূমির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল।

প্রায় ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর গভীর গবেষণার পর, প্রথম সংস্করণের বস্তু সকল সমাহৃত হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমি আমার গ্রন্থের শৃঙ্খলা বিধান করিতে অবসর প্রাপ্ত হই নাই। এবার অধ্যায় বিভাগদ্বারা বিশৃঙ্খলা সকল দূরীকৃত করিয়া দিলাম। পূর্ব্বে বহু স্থলে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটিয়াছিল, তাহা পরিহৃত হইল। আর পূর্ব্বে যে সকল বেদ মন্ত্র উপেক্ষিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া এবার সেগুলি সাদরে গ্রহণ করিলাম। ফলতঃ আমাদিগের বেদ ও শাস্ত্রসমূহ যে মহার্ঘ্য বস্তু, তাহা এতদিনে বুঝিতে পারিয়া ঋষিগণের শ্রীশ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণত হইয়া জীবন সার্থক বোধ করিলাম। হে ভ্রাতৃগণ! বেদ ও শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাদি সম্পূর্ণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কিন্তু ভট্টোজী দীক্ষিতের মতন সেই বিশৃঙ্খল প্রমাণসমূহকে একত্র সমবেত করিতে সমর্থ হইলাম বলিয়া আমার আনন্দের আর সীমা নাই। এইক্ষণ এতৎপাঠে আমার স্বদেশীয় অধীয়ানগণ কিঞ্চিৎ সুখী হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। আমি কেমন করিয়া এই তেয়াত্তর বৎসর বয়সে এই কঠিন কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিলাম, তাহা ভাবিয়া আমিই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছি। ফলতঃ

আমার স্বদেশবাসিগণ আমাকে উৎসাহিত করাতেই আমার দেহে যেন কি এক দৈব বলের সঞ্চার হইয়াছিল। এজন্য আমি তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম ও স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করি। পাশ্চাত্য মনীষিগণ আমার দেশবাসীদিগকে মিথ্যা পুরাতত্ত্ব শিক্ষা দান করিয়া এতদিন কুপথগামী করিতেছিলেন, এইক্ষণ আমার এই গ্রন্থ যে তাঁহাদিগকে সুপথে আনয়ন করিতে সম্যক্ সমর্থ হইবে, ইহা ভাবিয়া আমার আত্মা আজি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হে ভ্রাতৃগণ! স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা বা ব্রাহ্মণগণ ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে "ইরাণে গমন করিয়াছিলেন," আর তোমরা এ মিথ্যা সংবাদদ্বারা প্রতারিত হইবে না, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। ফলতঃ যখন আমরা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াহইতে ভারতে প্রবেশ করি, তখন জগতে এই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোনও তৃতীয় জনপদ ছিল না। সুতরাং মিশর, মেষপটেমিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, পণ্টাস ও ইরাণপ্রভৃতি সদ্যঃ প্রসূত স্থান সকল যেমন মানবের আদিজন্মভূমি নহে, তদ্রূপ জগতের চতুর্থ জনপদ ত্রিদিব বা উত্তর-কুরুপ্রভৃতিও জগতের আদি নিকেতন হইতে পারে না ও পারিবে না। এই ৫২ বাহান্ন বৎসর যাবৎ চারি বেদ ও চৌদ্দ শাস্ত্র হইতে অমোঘ প্রমাণ সকল সমাহৃত করিতে সমর্থ হইয়া আজি আমি আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করিলাম।

হে ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলেই পূর্ব্বে মঙ্গলিয়ান ছিলাম। আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণের সকলেরই হনু প্রশস্ত, নাসিকা আনত ও দৈহিক বর্ণ পীত ছিল। ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে আমরা কেহই আর্য্যনামা ছিলাম না, পাশ্চাত্যগণ যে আমাদিগের মধ্যে বহু মঙ্গলিয়ান চিহ্ন দেখিতে পান, উহা সম্পূর্ণই সত্য কথা। তাঁহারা ও আমরা সকলেই সেই ভূতপূর্ব্ব মঙ্গলীয়ান। তবে আমরা মঙ্গলিয়া হইতে আসিয়া

আর্য্যনাম গ্রহণ করিয়াছি,তাঁহারা আমাদের এই ভারত হইতেই আর্য্য-নাম লইয়া তুরুস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, আফ্রিকা, আরব, ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান ও পূর্ব্বোপ দ্বীপ এবং অন্যান্য দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমন করিয়াছিলেন। এবং মঙ্গলিয়া ও ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, আচার ব্যবহার এবং সভ্যতা ভব্যতাই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও পড়িয়াছে। এবং ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃতের বিকারেই গ্রীক্, লাটিন, জেন্দ, হিব্রু, জর্ম্মাণ ও লিথুনিয়ান প্রভৃতি সমগ্র ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। তবে কেবল আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানগণ এবং নাগবংশীয়গণই এক ছের স্বর্গহইতে আমেরিকায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

যাহা হউক যদি আমার এই গ্রন্থপাঠে অধীয়ানগণ পাশ্চাত্য-গণের কুহক হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া জগতের আদিগ্রন্থ বেদে শ্রদ্ধাবান্ হয়েন, তাহা হইলেই আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিব।

আমার প্রথম সংস্করণের সমগ্র ব্যয় (৫৫০ টাকা) কাশিম বাজারের বর্ত্তমান মহারাজ অবদানকল্পতরু মানবদেবতা শ্রীলশ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দিমহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংস্করণের সমগ্র ব্যয় (১১০০৲) বামড়ার মহারাজদ্বয় প্রদান করাতে, আমি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচার করিতে সমর্থ হইলাম। এজন্য আমি আজীবন ইহাঁদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকব।

বিনয়াবনত

শ্রীউমেশচন্দ্রদাশশর্ম্মা বিদ্যারত্ন।

সূচীপত্র।

অবতরণিকা

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল গভীর গবেষণা ও শাস্ত্রালোচনার পর আজি শুভ বা অশুভক্ষণে আমার প্রত্নতত্ত্ববারিধির তৃতীয়ভাগ বা "মানবের আদি জন্মভূমি" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আমি এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, আমার শ্রম সফল হইয়াছে কি না, তাঁহা প্রবীণগণের বিচার্য্য।

পাশ্চাত্য মনিষিগণ সমস্বরে বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন যে হিন্দুদিগের বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে এমন একটা কথাও নাই যে তাঁহারা ভারতের বাহিরের কোনও জনপদহইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ বা বলিতেছেন যে আর্য্যগণ বাক্‌ট্রিয়া বা ঐরূপ কোনও তথাকথিত মধ্য আশিয়া হইতে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া একদল ককেশশের পার্শ্ব দিয়া ইউরোপ ও অন্য দল পারস্যে। ইরাণে আসিয়া উপনীত হয়েন। পরে গৃহবিবাদনিবন্ধন একদল ইরাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে যাইয়া হিন্দুজাতির ভিত্তি সংস্থাপন করেন, ইরাণ-স্থিত অন্যদলের নামান্তরই আজি পার্শীজাতি।

কিন্তু আমরা একমাত্র বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহের পর্য্যালোচনাদ্বারা ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে পাশ্চাত্য মনীষিগণের কোনও একটি কথার মূলেই কোন প্রকৃত ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই। তাঁহারা গ্রীক্ প্রভৃতি জাতির বয়ঃক্রমের পূর্ব্ব সময়টাকে Prehistoric বা প্রাগৈতিহাসিক সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে আমাদিগের কোনও কোন তন্ত্রছাড়া অন্যান্য সমগ্র শাস্ত্রগ্রন্থই গ্রীকৃসভ্যতার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী, এবং আমাদিগের বেদ, উপনিষৎ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহই জগতের প্রকৃত ইতিহাস। অবশ্য ঐ সকল গ্রন্থ একালের মার্জ্জিত প্রণালীতে বিরচিত নহে, কিন্তু অন্য দেশের নাই মামা অপেক্ষা আমাদিগের দেশের এই সকল কাণামামার দ্বারা আমরা জগতের প্রাচীনতম যুগের বহু প্রকৃত ঐতিহ্য জানিতে পারিতেছি।

তোমরা বেদসমূহকে কেহ "হ্রেব্বাক্," কেহ বা 'অসারকৃষকগান' ও কেহ কেহ বা প্রলাপবাক্য বলিয়া পূজা বা গর্হা করিতে পার, কিন্তু আমরা ক্রমাগত

৫০ বৎসরকাল তন্নতন্নভাবে পুনঃ পুনঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে তদানীন্তন পূর্ব্বপুরুষগণ যখন যাহা হইত, যখন যাহা ঘটিত, তাঁহাদিগের মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, অনুসন্ধানে যখন যাহা জানিতে পারিয়াছেন, প্রকৃতির বৈচিত্র্যসন্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রসন্নহৃদয়ে যে সকল ভাব ও জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তাঁহারা বেদে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেদ না ঈশ্বরবাণী এবং না ইহা কর্ণপীড়াদায়ক চাষার গান বা প্রলাপবাক্য। ইহা জগতের মহান্ আদি ধর্ম্মগ্রন্থ, আদি মহাকাব্য ও মহান্ আদি মহাপুরাণ।

ফলতঃ কি হিন্দু কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান্, কি পার্শী বা কি হিব্রুজাতিসনাথ সেমিতিক জাতি, বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ মহাভারত ও প্রাচীন এবং প্রধানতম তন্ত্রপুরাণসমূহ, উক্ত সর্ব্বজাতির সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ। প্রকৃত মধ্য এশিয়া বা মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়াহইতে গ্রীক্, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ, শাকসন ও ইংরাজপ্রভৃতি কোনও জাতির কোনও পূর্ব্বপুরুষ একছের ককেশশ হইয়া ইউরোপাদিতে প্রবেশ করেন নাই, আমরাও পার্শীদিগকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে আসিয়া বদ্ধমূল হইয়াছিলাম না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, তাহার কোনও প্রমাণই নাই। পক্ষান্তরে দেবতাখ্য ব্রাহ্মণেরা পিতৃলোক আদিস্বর্গ বা মঙ্গলিয়াহইতে ভারতে আসিয়া আর্য্য (লড) নামে সমলঙ্কৃত হয়েন। সেই ভারতীয় আর্য্যগণের একদল গৃহবিবাদনিবন্ধন আর্য্যাবর্ত্ত বা Aryanem Vaejo পরিত্যাগপূর্ব্বক পারস্যের উত্তরভাগ ও তুরুস্কের দক্ষিণভাগে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বৃত্রাসুর পারস্যের উত্তরভাগে যাইয়া যে রাজ্যের পত্তন করেন, উহা ভারতীয় আর্য্যগণের নাম হইতে "আর্য্যায়ণ" নামে বিশেষিত হইয়া শেষে উহার অপভ্রংশে আইরাণ বা ইরাণনামে প্রখ্যাত হয়। ঐরূপ বাইবেলের ইস্রায়েল্, তুরুস্কের অর্জরম ও আরমাণী, আলবেনীয়া, ককেশশের উপত্যকার আইরণ, গ্রীশের উত্তরদিকৃস্থ আরীয়া, জর্ম্মাণদিগের আরিয়াই এবং এরিণ বা আয়ারল্যাণ্ড শব্দ ভারতীয় আর্য্যশব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত। আর বৃত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাসুর বল যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই আজি জগতে আসুরীয় (অসুরস্য ইদং) বা Assyria নামের বিষয়ীভূত, এবং উক্ত অসুরগণের অনুচর দুর্দ্দান্ত পণিগণই ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া তুরুস্কে যাইয়া ফিনিশীয়ান্ জাতির পত্তন করেন।

এবং সগরাদেশে হিন্দু যবনগণ মুণ্ডিতশিরস্ক ও মুক্তকচ্ছ হইয়া লাঞ্ছিত হইলে তাঁহারা প্রথমতঃ মিশরে যাইয়া মৈশর যবনজাতির দেহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই যবনগণই কালে ইথিওপীয়াননামের বিষয়ীভূত হয়েন। সেই মৈশর যবনগণের যে শাখা আশিয়িক তুরুস্কে যাইয়া যে একটী পল্লীস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই Palestine বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং উক্ত যবনগণ, যবনশব্দের বিকারে (যবন-জোন, জু) ক্রমে জুনামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। মিশরগত উক্ত যবনজাতির এক শাখা আরব ও অন্য এক শাখা গ্রীশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই ভারতীয় মৈশর যবনগণ হইতেই আরব ও গ্রীকযবনগণের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়। তাই এখনও গ্রীকেরা আপনাদের নামের অন্তে ভারতীয় রাজা নহুষের নাম যোজিত করিয়া আসিতেছেন। আরবগত যবনগণও তাঁহাকেই "নু" এবং হিব্রুযবনগণ তাঁহাকে বাইবেলে "নোওয়া" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র পুরাতন পৃথিবীর প্রায় সমগ্র জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান।

মহামতি পোকক তাঁহার India in Greece নামক গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে আফ্রিকার সকল সভ্যজাতিই আপনাদিকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমরা তাহাই সত্য বলিয়া মনে করি এবং আমরা ইহাও মনে করি যে ভারতের সেই "পুরীমঠ" শব্দই বিকারগ্রস্ত হইয়া মিশরের "পীরামিড" শব্দ গড়িয়া দিয়াছে। আর আফ্রিকার মুরগণও ঋগ্বেদের "মূরদেব" বা ভারতীয় অসুরদিগের শাখান্তরবিশেষ। তাই মিশরাদিদেশে ভারতীয় মনু (Manus) ও ভারতীয় ভগবতী ঈশার মূর্ত্তিপূজার সঞ্চার দেখা যায়। এনছাইক্লোপিডিয়া Moor শব্দের যে নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অমূলক কল্পনামাত্র। ইউ-রোপের ড্রুইডদিগের ধর্ম্মকর্ম্মও ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্মের সংস্করণবিশেষমাত্র। উঁহাদিগের Rod (রড) আমাদিগের রুদ্র ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ইউরোপের কেলট বা কেলটিকগণ, ভারতীয় কিরাত বা কৈরাতিকগণের অনন্তরবংশ্য। ইউরোপের Teuton শব্দও বেদের "ত্রিতন" শব্দহইতে ব্যুৎপাদিত। পাশ্চাত্যেরা শকদিগকে অনার্য্য ও ভারতের বহিঃশত্রু বলিয়া থাকেন। কিন্তু শক বা শক সুহ্মগণ অযোধ্যার বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্তের অনন্তরবংশ্য। যদাহ—বি, পু।

ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগোধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভানেদিষ্ঠ এব হি॥ ৩৪।

করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ।

মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে নব পুত্রাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ॥ ৩৫। ১অ। ৩অং।

ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নাভানেদিষ্ঠ, করূষ, পৃষধ্র, বসুমান্ ও নরিষ্যন্ত, এই নয়জন বৈবস্বত মনুর নয় পুত্র।

নরিষ্যন্তঃ শকাঃ পুত্রা নাভাগস্য তু ভারত।

অম্বরীষোঽভবৎ পুত্রঃ পার্থিবর্ষভসত্তমঃ॥

২৮—১০ অ, হরিবংশ।

উক্ত নরিষ্যন্তের পুত্রের নাম "শক"। উক্ত বংশে জন্মগ্রহণনিবন্ধন মহাত্মা মানদেবতা বুদ্ধদেব 'শাক্যসিংহ' বিশেষণের বিষয়ীভূত। এই শকগণের সূনুরা সগরকর্ত্তৃক পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইয়া (অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্—২১—৩ অ—৪ অংশ বিষ্ণু পুরাণ) প্রথমতঃ অন্তরীক্ষের একদেশ ভূরুক্ষে গমন করেন।

যং শকা বাচ মারুহন্ অন্তরিক্ষম্। অথর্ব্ববেদ।

এবং তথায় তাঁহারা আর্য্যরম (আর্য্যা রমন্তে যত্র) জনপদ ও আর্য্যমানব (আরমাণি) জাতির দেহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইউরোপে গমন করেন। তথায় তাঁহারা কাশ্যপীন সাগরের পশ্চিমবেলায় যে জনপদের পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই আজি ভাষার বিকারে (শকাবসথ হইতে) 'শিদিয়া' নামের বিষয়ীভূত এবং তাঁহাদিগের গুরুপুরোহিত শর্ম্মন্‌গণ ইউরোপে সর্ব্বাদৌ যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তখন

শর্ম্মেশিয়া Sarmesia)

নামে প্রথিত হয়। এই শর্ম্মন্‌দিগের দ্বিতীয়রাজ্যের নামই জর্ম্মাণী ও জাতির নাম জর্ম্মাণ। জর্ম্মণেরা এখনও আপনাদিগকে মনুর অন্তরবংশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। (এনছাইক্লো পিডিয়ার জর্ম্মাণ শব্দ ২য় পেরা দেখ)। এখনও পোলাণ্ডে শর্ম্মন্ নামে একটী জাতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং উক্ত শকসূনু-দিগের দ্বিতীয় রাজ্যের নামই শাক্‌সনী ও জাতির নাম শাকসন। উক্ত লো জর্ম্মাণ ও শাকসন জাতিহইতে ইংরাজজাতি সমুদ্ভূত এবং ভারতের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কিরাতহইতে কেলট ও গলজাতির সমুদ্ভব।

গ্রীকগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যবনসন্তান (তুর্ব্বসো র্যবনা জাতাঃ) কিন্তু তাঁহারা

আপনাদিগকে Heleenes জাতিও বলিয়া থাকেন। উক্ত হেলেনিস্ শব্দ সূর্য্যার্থক হেলিস্ শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত। গ্রীকেরা যে সূর্য্যকে Helios বলিয়া থাকেন, উহারও নিদান সংস্কৃত হেলিস্ (হেলি + সি = হেলিঃ বা হেলিস্) শব্দ। Heleenes শব্দের অর্থ সূর্য্যবংশীয়। কিন্তু গ্রীক যবনেরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, সুতরাং বোধ হয় অপোগস্থানের রোমকপত্তনবাসী সূর্য্যবংশীয় কম্বোজ ক্ষত্রিয়গণ গ্রীশে যাইয়া প্রথমে উপনিবিষ্ট হয়েন, তজ্জন্য গ্রীকদিগের প্রাথমিক জাতীয় নাম Heleenes হইয়াছিল। পরে কম্বোজেরা ইটালীতে যাইয়া দ্বিতীয় রোমক পত্তনের পত্তন করিয়া লাটিনজাতিতে পরিণত হয়েন। এইজন্যই গ্রীক ও লাটিন ভাষা সংস্কৃত বহুল ও গ্রীক ও লাটিনজাতির মাইথলজী এবং দেবগণ ভারতীয় ভাবাপন্ন।

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরাও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। এখনও তথায় ভারতবিতাড়িত বলির সদ্ম (বলিসদ্ম-রসাতলং) রসাতল বা বলিভূমি (বলিভীয়া) বিরাজমান। এখনও দক্ষিণ আমেরিকায় "রামসীতোয়া" উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ম্মার মগেরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও জাতিতে কিরাত। সমগ্র পূর্ব্বোপদ্বীপ ভারতসন্তানে পরিপূর্ণ; উহা ত্রিভূমি ভারতেরই অংশ ও অঙ্গবিশেষ। নেপালের প্রাচীন নাম চীন। এখানহইতে চীননামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ বর্ত্তমান চীনে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। চীনের পূর্ব্বনাম জনলোক।

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্। অথর্ব্ববেদ।

এখনও চীনের বহুলোক প্রকৃত হিন্দু এবং তথায় বহু গৃহে দশ মহাবিদ্যার পূজা ও আরতি হইয়া থাকে। এই চীনগণদ্বারাই জাপানজাতি গঠিত জাপানদিগের দেবালয়ের সাইনবোর্ড সকল ত্রিহুতী বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। তবে কেবল উত্তর আমেরিকাই স্বর্গ ও নরকের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী দৈত্যদানবগণ দ্বারা অধ্যুষিত। উহারা এইক্ষণে তথায় "রেড ইণ্ডিয়ান" নামে পরিচিত।

সুতরাং পাশ্চাত্যগণ যাহা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহার একটী কথাও প্রকৃত নহে। আমরা "ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান" এই প্রবন্ধে বহু প্রামাণ্য প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের মতের খণ্ডন করিয়াছি।

মহামতি উইলিয়ম এফ ওয়ারেন সাহেব যে "প্যারাডাইজ ফাউণ্ড" নামে একখানি গ্রন্থ লিখেন, পূজনীয় বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক উহারই অনুগামী

হইয়া North pole বা উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্বসম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিলক আমাকে তাঁহার Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পুণাতে তাঁহার সহিত আমার এ বিষয়ে বহু আলাপও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ও ওয়ারেণ সাহেবের উক্তিপরম্পরা সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

অনেকে ভারতের আদিগেহত্বসম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন! যেমন পূজনীয় ৺সত্যব্রতসামশ্রমিপ্রভৃতি। কিন্তু তাঁহাদিগের উক্তিও প্রমাণশূন্য ও পৃথিবীর ইতিহাসপ্রণেতা শ্রদ্ধেয়শ্রীযুক্তদুর্গাদাসলাহিড়ী মহাশয়ের বাক্যাবলীও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আমাকে তৎসমুদয় পরিহার করিতে হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত শর্ম্মা এম্ এ (ত্রিপুরা ব্রাহ্ম-সমাজের এক বক্তৃতায়) ইরাণকে আদিগেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মূল গ্রন্থে ইরাণের আদিগেহত্ব নিরাকৃত করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, মহোদয় মডারেণ রিভিউতে মে ও আগষ্ট মাসে আসিয়ার দক্ষিণের কোনও স্থানকে আদিগেহ বলিতে অভিলাষী হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয়শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ (প্রত্নতত্ত্বকর্ম্মচারী কাশ্মীর) মহাশয়ও ব্যাবেলোনিয়া প্রভৃতি অর্বাচীন দেশের আদি গেহত্ব-সিদ্ধি-জন্য বক্তৃতা করিতেছেন, তাঁহাদিগের মতও খণ্ডিত হইল। যখন বেদাদি কোনও শাস্ত্রই হিমালয়ের পশ্চিম বা দক্ষিণের কোনও স্থানকে পিতা বা পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দেশ করে না, যখন "দ্যৌঃ" ই পিতৃপদবাচ্য, তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের পক্ষে সাহেবদিগের কথায় বিচলিত হওয়া সমীচীন হয় নাই।

আমি মঙ্গলিয়ার মধ্যগত আলটাই (ইলাস্থায়ী) বা মেরু পর্ব্বতের সানুদেশকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং জগদ্বরেণ্য বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রহইতে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি, বোধ হয়, তৎপাঠে কেহ আর আমার মতের পরিপন্থী হইবেন না। অবশ্য আমি নির্ঘণ্টু কোষ, যাস্ক, শাকপূণি ও ঔর্ণনাভের নিরুক্ত এবং উবট, সায়ণ, মহীধর ও শঙ্করভাষ্যের বহু কথাই অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে বেদব্যাখ্যা করিয়াছি, কিন্তু আশা করি তথাপি কেহ—

"ওরে মূর্খ আটলাণ্টিকেরও কি আবার পাড় আছে?"

"তাতস্য কূপোদকমেব পূতম্।"

এই সকল ভ্রষ্টবুদ্ধির পদতলে স্বাধীন আত্মা বিলুণ্ঠিত হইতে দিয়া আমার কথাগুলি উড়াইয়া দিবেন না। অবশ্য, সম্প্রতি কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে,যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জানেন না—তাঁহাদিগের কথা গ্রহণীয় নহে। কিন্তু বেদজ্ঞানশূন্য স্থূলদর্শী ইউরোপীয়গণ কেবল অনুমান বলে যাহা বলিয়াছেন—তাহার নিকট মস্তক হেট না করিয়া কি জগন্মান্য বেদের নিকট—নতমূর্দ্ধা হওয়া উচিত নহে! এম এ বি এ উপাধিধারী যুবকেরা কেন যে ইউরোপীয়-দিগের ঝঙ্কারে এত গদগদ, তাহা তাঁহারাই জানেন। "বেদ জগতের আদি ইতিহাস" যুবকেরা অগ্রে উহার খবর লউন। তবে সায়ণ ও যাস্ক মানিতে গেলে চলিবে না। যদি প্রকৃতার্থবাহিনী সাধীয়সী হয়, তবে উহার অনুগামী হইতে বাধা কি?

আমরা মূলগ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, বামনবিষ্ণু আমাদিগের পূর্ব্ব-পিতামহ বৈবস্বতমনু ও শযুপ্রভৃতিকে লইয়া অপোগস্থানের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তজ্জন্য অন্তরীক্ষের একদেশ অপোগস্থান "সুরবর্ত্ম" নামের বিষয়ী-ভূত। কিন্তু দেবকুলধুরন্ধর বিষ্ণুকে উপদ্রুত দেবগণের জন্য তিনবার (ত্রিশ্চিৎ) ভারতে আসিতে হইয়াছিল। আমরা মনে করি তিনি প্রথমবার আফগানি-স্থানের পথে আসিয়া পশ্চিমসমুদ্র পার হইতে কষ্ট পাইয়া শেষ দুইবার বদ্রিনারায়ণের পথে ভারতে আগমন করেন। তাই আমরা কনখলের প্রান্তে হিমালয়পাদদেশে "হরিদ্বার" ও "স্বর্গদ্বার" নামক তীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। তাঁহার প্রথমপাদবিক্ষেপস্থান "বিষ্ণুপাদভূমি" ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান "বিষ্ণুপদ সরঃ", এই হরিদ্বারেরই সুদূর উত্তরে সনবস্থিত। শাস্ত্রপ্রবীণ পূজনীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বিষ্ণুর ভারতাগমন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :—

The 'three strides of Vishnu are noticed in the Rig Veda, in language which clearly points to the place whence the Aryans commenced there migratory march to India, perhaps uuder the guidance of Vishnu himself. Aryan Winess, P. 22.

কিন্তু ইহাই প্রকৃত ঐতিহ্য, পরন্তু বোধ হয় বা perhaps নহে। শতপথের সেই "উত্তরগিরেঃ মনোরবসর্পণম্"ও বিষ্ণুসহ মন্বাদির ভারতাগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ যেন ইউরোপীয়দিগের কৃত সংস্কৃতগ্রন্থানুবাদ মূলপুঁজি করিয়া পদার্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত না হয়েন। আমি কোনও কথাই নূতন বলি নাই, ঋষিরাই বলিয়াছেন স্বর্গ ও নরক ভৌম, দেবতারা নর ও মর এবং ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, পিতৃভূমি স্বর্গের দেবাখ্য (ব্রাহ্মণাখ্য) নরেরাই ভারতে আসিয়া আর্য্যজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। যেমন সেই ভারতীয় আর্য্যজাতি-দ্বারা অন্যান্য দেশসমূহ অধ্যুষিত, তেমনই ভারতীয় সংস্কৃতভাষার বিকারেই গ্রীক্ লাটীন, জেন্দা, হিব্রু ও জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষা গঠিত। বাইবেলও ভারতীয় হিন্দু যবনগণদ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের সত্য ও ভ্রান্তিদ্বারা বিরচিত। এবং মহাত্মা যিশুও ভারতে আসিয়া বেদ, উপনিষৎ, গীতা ও মনুসংহিতাপ্রভৃতি পাঠ করিয়া তন্ময় হইয়া আপনাকে "কৃষ্ণ" নামে প্রখ্যাপিত করেন। তাঁহার 'খৃষ্ট' নাম সেই ভারতীয় কৃষ্ণনামেরই বিকারবিশেষ। বাইবেলে খৃষ্ট (Christ) নাম নাই।

আমি বেদহইতে "দৈবতকাণ্ড," "ভৌমকাণ্ড" "মানবের আদিজন্মভূমি" ও "সারস্বতকাণ্ড" এই চারিখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি। তন্মধ্যে প্রয়োজনবোধে প্রথমে তৃতীয়খণ্ড প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি বা এই গ্রন্থের প্রচার করিলাম। মানব-দেবতা অবদানকল্পতরু মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের প্রদত্ত ৫৫০ টাকা সাহায্যে ও সাহিত্যজগতে সর্ব্বজনবিদিত বহুশাস্ত্রে কৃতশ্রম ও পারদৃশ্বা পূজনীয় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইল, এইজন্য ইঁহাদিগের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমার এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের ভার আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জনের হস্তে বিন্যস্ত হইয়াছিল কিন্তু, সহসা তাহার উপরতিতে উহাতে বাধা পড়িল। যখন তাহাকে লইয়া আমি শোণনদতীরস্থ কৈলোয়ারে ছিলাম, তখন সে একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে স্বপ্ন দেখে যে কে এক বৃদ্ধ তাহাকে বলিতেছেন যে "তুই আর আঠার দিন এই পৃথিবাতে আছিস"। ঠিক সেই আঠার দিনের দিন সে দেওঘরে শেষ যাত্রা করে। আমিও তথায় তাহার মৃত্যুর দিন দিবা দ্বি প্রহরে—

তন্দ্রাবেশে খোলাচক্ষে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিলাম। আমার চক্ষু খোলা ছিল, আমি একতাননয়নে সেই সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইতেছিলাম, কিন্তু আমার কনিষ্ঠা কন্যা সরযূবালার ডাকে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরদিনও অপর এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে স্বপ্নে দেখি। ইহাতে আমার মনে হইতেছে যে, প্রথম জন মনোরঞ্জনকে লইয়া যাইতে ও দ্বিতীয় জন যেন আমাকে সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন? কে জানে ইহার ভিতর কি আছে?

সারস্বতগেহ,
২৮শে আশ্বিন, ১৩১৯ শাল।
৪৫।৫, শিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

হতভাগ্যধেয়
শ্রীউমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা

PREFACE

Western scholars have classified men as Caucasian, Mongolian, Ethiopian etc., or as Aryan and Non-Aryan. But why, we consider the whole human race as the descendants of one primitive pair? This riddle has been solved in this work.

If the whole human race be the descendant of a single pair, it follows that they had a certain original home in a certain region of the world. The object of my present work is to shew that this original home was Mongolia. The first man, Viràt, lived on the slopes of Mount Meru or Altai in Mongolia. This place is referred to in the Hindu Scriptures as "Vairàja-bhavana" or the abode of Viràt. Western scholars state that the cradle-home of the human race could not be fixed and that it has not been alluded to in the Hindu Scriptures.

But I have attempted to show that the original home is not only named but its location too, is clearly described in the Vedas Upanishads, Smritis, Puràṇas, Ràmàyana, Mahàbhàrata etc., or, in other words, in the ancient literature which is the common inheritance of the Hindus, Pàrsis, Buddhists, Christians and Moslems alike This original home was

Mongolia which was known as '*Pità*,' '*Pitriloka*' (the abode of the fathers), *Dyo* (the original heaven), or *Nábhi* (navel, so named because it is situated in the middle of Asia). I have also pointed out that '*Svarga* (heaven), *Naraka* (hell) and *Pitriloka* (the abode of the fathers) mentioned in the ancient Sanskrit literature refer to actual countries and not to any mythical "other worlds" visited by the departed souls. The original *Svarga* or *Pitriloka* is identical with Mongolia, the abode of the *Devas* ; *Naraka* is the country inhabited by the *Daityas* and *Dánavas* the step-brothers of the *Devas*. It was situated to the North of Lake Mànasa.

Neither Bactria, nor the banks of the Amu or the Jaxartes, nor the slopes of the Hindukusha, or Persia could properly be designated as Central Asia ; and there is no foundation of the view expressed by western scholars that one branch of the Aryans dwelling in one of those countries migrated to Europe via Caucasus, while the other settled in Persia, and that a part of the second branch settled in India and became known, as the Hindus. There is no authority in support of the above view or of the view of Messrs. Latham, Poesche, Penka and other scholars that the shores of the Baltic sea were the original home of the Aryans, nor are they based on sound reasoning. On the other hand my theory is supported by the Vedas and other Hindu Scriptures.

Being dislodged by the Daityas and Dànavas from the Paradise (original home), our ancestors, the Devas, migrated to India and having extended their power over the dark-skinned aborigines, became known as the "A′ryas" or Lords. They became known as A′ryas only when they came to India and not formerly. Their earlier designation was Bràhmana or Deva. The land occupied by them was A′rya′varta or "Aryanem Va′ejo" (Varta of Aryas).

There having arisen among the A′ryas or the Devas settled in India a dispute as to the form of worship, eating and drinking etc., they were split up into the Asuras and Devas or Suras.

সুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ সুরাখ্যা ইতি বিশ্রুতা ।

"Having drunk wine, they became *Suras*". The *Asuras* being defeated in the conflict that ensued, were forced to take shelter in what is now known as Persia and Turkey-in-Asia. This conflict is known in the Hindu Scriptures as the *Devi-juddha*.

The Asuras were thus Aryans, Devas and Bra'hmanas also (Bra'hmana does not here mean Brahmin by caste but "performer of austerities"). Vritra, the leader of the Asuras, founded a country in Northen Persia which became known as A'rya'yana (the abode of the A'ryas or Aryàns). His younger brother, Bala, founded the kingdom of A'suriya (Assyria) in Turkey and the country founded by the Pœnis, a clan of the Asuras, was Phœnicia. The exodus of the Asurs from India is fully described in the Rigveda. Not advancing mere theories, but relying on our authoriative holy Scriptures, we must take the Parsis, Assyrians, Carthagians, Phœnicians and the Pœnis (which is the Latin form of Sanskrit Pani) and Moors of Northern Africa as migrators from India having their original home in Mongolia.

Prince Yavana was the son of Turvasu, the grandson of King Nahusha of the Lunar Race, His descendants were the Yavanas and their country was Ya'vanina (Yunani, Junan etc.). Being defeated by king Sagara, they were forced to shave their heads, give up their religion and flee from their country. They settled themselves in Palestine and became the Jews (the word Jew being derived from Sanskrit *Yavana* through the Prákrita from of *Jona*). One branch of them went to Arabia and another to Egypt and became the ancestors of the Moslems and the Egyptians respectively. Hence the Arabs desciibe themselves as the descendants of Nu, who is identical with our Nahusha. This Nahusha and his son Yayáti are also referred to in the Bible as Noah and Japhet. The Egyptians followed the Puranic religion of the Hindus. Thus their chief deity was the bull-banneted Isis (Skr. Isa—Siva). The word "Pyramid" also refers to Sanskrit "Puri-matha."

Mr. Pococke has recorded, in his 'India in Greece," that the Ethiopians of Africa claimed to be the sons of India.

The Greeks are descended from a colony of the Egyptians in Europe. So the Greeks still use the word Nahush as a surname. (This fact has been made known to me by my third son, Mr. H. L. Gupta who visited Greece). Hence also the affinity of the Greek mythology and language with those of India. Thus the people of Turkey, Persia, Arabia, Egypt, Abyssinia, Carthage, Moroccoo and Greece are migrators from India and so remotely from Mongolia.

Being disgraced by king Sagara, the Kambojas, a tribe of Kshatriyas of the Solar (or rather of the Vaivasvata) race fled to Europe. These are the ancestors of the Helenics of Helas or the Greek as they called themselves (Sans. Heli, Nom. Sing. Helis, or Helin meaning the "sun"). A band of Yavanas of the Lunar race and of Kambojas of the Solar race founded a city on the Tiber, named Rome after the original city of Romaka (in Apogasthána, a country in Ketumála) and became the fore-runners of the Roman or Italian nation, the original home of which was thus Mongolia.

Saka was the son of Narishyanta, one of the nine sons of Manu Vaivasvata, the king of Ayodhyá. Lord Buddha is known as Sákyasinha (the Lion of the race of Saka) owing to his birth in this line. The larger portion of the Sakas, the descendants of the prince Saka, had to leave India, and they settled on the slopes of Mount Caucasus owing to their disgrace (of having to shave one half of their heads) and their defeat by king Sagara.

যৎ শকা বাচমারুহন্ অন্তরীক্ষম্ ॥ অথর্ববেদ।

These migrators carried with them Indian culture, religion, custom and the *Sa'ka'ri tongue*, a dialect mid way between Sanskrit and Anglo-saxon.

শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ ॥ সাহিত্য দর্পণ।

Thus Sanskrit *Pa'thas*, *Bengali Pa'tha'ra*, Sa'ka'ri *Va'tha'r*; whence *Oathura* used in Lanka' and A. S. *Wa'ter*, English *Water*, German *Wasser* and Greek *Hyder* are derived.

This Saka-sunu ("son of Saka") tribe of the A'rya race established the Kingdom of A'rya'rama (Erzeroum).

(আর্য্যা রমন্তে অত্র আর্য্যারমঃ)

in Turkey and became known as A'rya Ma'navas (Armenians). Then they left the slopes of the Caucasus and proceeded to Europe. So the Europeans describe them as of the Caucasian race. But though Caucasus was their home just before their entrance into Europe, their original home was in Mongolia. Scythia is only a corruption from *Saka'vastha* or 'the abode of the Sakas on the west bank of Kásvapina (Caspean) Sea. Hence the Northern Saka-sunus

proceeded still more to the North-west and thus became the Saxons of Saxony.

The Sakas were Hindus and so they persuaded their preceptors and priests, the Sarmans, to accompany them, The settlement of these Sarmans was Sarmmesiya (Sarmetia). Thence they proceeded to the North-west and became the progenitors of the modern Germans. The word *German* is simply *Sarman* with the change of the sound of *G*. "German" may also be derived from "*Jarama'na*" which occurs in the Veda and has been explained by Sa'yana as meaning "worthy of reverence." Though there is no caste system in Europe, the Germans rank very high in nobility and it is most probably due to their being the descendants of Bra'hmans. Thus the Saxons, Germans, and thence their kinsmen) the English are descended from an Indian race having their original home in Mongolia.

The kingdom of the Kira'tas, a degraded Kshatriya race, was to the south east of Nepal. Thence proceeded to Burma, a band of Kira'tas described in the Ra'ma'yana as gold-coloured and fine-looking. These were the ancestors of modern Burmese. Another band of the same people proceeded to the south-west and founded the "kingdom of Kirátas" or Khilat. The Kelts of Spain, portugal, France and Ireland are sons of the Kira'tas who migrated to Europe from Khilat. The word Gaul is only a variant of "Kelt". The Slavs were the inhabitants of the Uttara (Northern) Kuru where they migrated directly from Mongolia (and not via India as the other nations of Europe did). Thus it follows that Mongolia is the original home of all the races of Europe. It is needless to add that the Encyclopædia, Britannica and other authorities derive the words Saxon, Kelt, etc., in other ways. But scholars will judge which of these sets of derivations to prefer—that without any authority or that supported by authoritative Hindu Scriptures.

The Chinese, a race of degraded Kshatriyas, lived in Nepal, the old name of which was China. These Chinese migrated to the country the ancient name of which was "Jana-loka" but which is now known as China after them. Even now relics of Hindu religion, e. g., the worship of the ten Maha'vidya's are to be met with in China. Japan was settled by some Chinese tribes and also by hundreds of Bengalis proceeding there to preach Buddhism, as is proved by the

fact that sign-boards of the temples in Japan are even in the present day written in "Trihuti" Bengali characters. Thus Mongolia is the original home of the Chinese and Japanese also.

The Malaya Peninsula, Siam, Burmah, Anam, Cambodia etc., ary only a division of "the three divisioned" (Vedic *Tribhumi*) India. Hindus are to be found in the Isle of Bali, Java etc., even to the present day. It is also a known fact that Lanka´ (Sarana Dvipa), Ceylon and other islands are occupied by Indian tribes. Thus Mongolia is the original home of the inhabitants of Farther India, Malaya Archipelago, Lanká, Ceylon etc.

That Bharata conquered Ga´ndha´ra (Kandahar) from the Gandharvas and founded two cities, Pushka´ra´vati (Ghazni) and Takshasila´ (Taxila) named after his two sons is known to all readers of Ra´ma´yana (Uttaraka´nda, 101).

The Ya´davas reigning in the city of Pratishtha´na to the east of Praya´ga (and not the city of the same name in the Deccan) fled to Kabul from fear of Jara´sandha (see Mahábha´rata). Their descendants are the Pathans derived from Pratishthana through the intermediate from of Pustana). Thus Mongolia is the original home of the people of Afganistan also.

America is the seven Pa´ta´las (nether regions) of the Hindu Scriptures which state that the Daityas, Da´navs and Na´gas migrated from Mongolia, Tibet and Middle Siberia to Pa´ta´la or America. Some Asuras or Parsis (e. g. Mahishasura, were forced to proceed to America from India also.

দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি।

নিশুম্ভে চ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ॥ চণ্ডী।

The kingdom of Va´suki, the Na´ga (Serpent) king was patagonia and that of the Daitya King Bali was Bolivia (Skr. Balibhumi—the land of Bali). Thus the Red Indians are the descendants of the people of Mongolia.

The celebration of the festival of Ramsitoya in many parts of South America and the fact that the ancient American temples were built after Hindu model prove the existence of a Hindu Colony there.

Recently a stone image of Krishna or Buddha has been dug out in America. American scholars have come to the opinion that it was carried there by the Aryas of Central Asia. But there never was, nor now is, any race known as the Aryas in Central Asia: nor can the image of the purely Indian Krishna or Buddha originate there. Thus we must conclude that the image is that of Krishna who flourished some 2500 years before the time of Buddha and that it was carried to America by Hindus. Thus the cardle of all the Americans was Mongolia.

I have thus tried to show that Mongolia was the original home of the whole of human race. Of course the ancient traditions of the Kaffris, Kukis, Garos, Abors, Esquimaus etc., are not known, but as the Hindu Scriptures point out that the Ra'kshasas, Kinnaras, Gandhrvas etc. migrated from Svarga (heaven)to India and other countries there original home must be takenas Mongolia. They came so long before the advance of the ancestor of the Aryas that there skin was scorched into black by the burning climate. The languages of the Garos etc. show traces of there being derived from a corrupted from of Sanskrit.

Now I appeal to you, my Indian brethern, and all Aryan brethren of Asia, Europe, America and Africa, who are late inhabitants of India, to think freely and to study the Vedas and other ancient literatures of India which you have inherited and I am sure that you all will come to my conclusions.

After a laborious study, extending over 45 years, in the various departments of Sanskrit Literature, and having devoted myself for more than 25 years specially to the Vedas, the Upanishads and other important works related to them, and collected materials from these original sources, I have compiled a book of research on the antiquities of India entitled the "Pratnatattva-Va'ridhi' of which the first Volume, the "Daivata Kanda", treats of the Devas ; the second, the "Bhauma Kanda", of the geography of the Vedic Age and the Ethnology of the world ; the third (the present work), the 'Ma'naver A'di Janma-bhumi' or the original home of mankind; and the fourth, the 'Sa'rasvata Kanda", or the civilisation of the ancient Hindus, their Religion, Philosophy, Philology and Science and Art and they attempt to prove that the Hindus were the first teachers of mankind, * and the world's civilisa-

* এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ মনু

tion is immensely indebted to them. It, moreover, goes to point out, in addition, to their proficiency in Physical Science, Astronomy, Chemistry, Botany and Mathematics, their high progress in the modern Mechanical Science, notably in their invention of Steam and Locomotive Engines, Balloons, Guns, Iron Ships, etc., etc. In the section on Philology, I have shown that Sanskrit is the parent of all the Languages, ancient or modern, of the whole human race.

Heaven is in the next world, the Devas are adorable, Antariksha or Nabhas (which really refers to Turkey, Persia and Afghanistan) is the region of air, A'ka'sa or Vyoma (which realy means Mongolia) the void sky, and we Hindus, are the orginal inhabitants of India these mistakes led all the Indian commentators out of the way. Therefore I am writing a Sanskrit Commentary of the Rigveda called "Prakrita'rtha-Va'hini" with a Bengali translation giving a new and true interpretation.

The Hon'ble Maharaja Manindra Chandra Nandi Bahadur of Kasimbazar, who is famous for his charity and kind-heartedness, has very kindly helped me with the princely donation of Rs. 500 to defray the costs of publishing this work. But want of funds prevents me from publishing my other works. Is there not such a real rich man who can help me ?

UMESH CHANDRA DASH SHARMA,

VIDYARATNA.

Sarasvata-Geha.

45/5, Simla Street, Calcutta

মানবের আদি জন্মভূমি

প্রথমাধ্যায়

সমগ্র মানবজাতি একনিদানসমুত্থ

"কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্"

ঋগ্বেদ বলিতেছেন, কোদদর্শ প্রথমং জায়মানং? প্রথম উৎপন্ন ব্যক্তিকে কে দেখিয়াছে? ন কোঽপি। কোন ব্যক্তিই প্রথম জায়মান ব্যক্তিকে দেখে নাই। কেন? যখন জগতের সকল নরনারীর আদি মাতাপিতা অথবা প্রথম মানবদম্পতি জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন জগতে আর কোন মানব ছিল না, সুতরাং দেখিবে কে? তখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্গেরাই যাহারা নিকটে ছিল, তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং সেই আদি মানবমিথুন জন্মপরিগ্রহদ্বারা কোন্ স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা দুর্জ্ঞেয় নহে, পরন্তু অবিজ্ঞেয়। তবে আর এ বিষয়ে লেখনী-ধারণের আবশ্যকতা কি? হাঁ কোন মানবই, সেই আদি সূতিকাগারের অবস্থানবিন্দু অঙ্গুলিনির্দ্দেশদ্বারা দেখাইয়া দিতে সমর্থ নহে, এবং সমর্থ হইতে পারিবেও না, কিন্তু জগতের আদি মহাকাব্য আদি মহা পুরাবৃত্ত ও আদি মহাধর্ম্মগ্রন্থ বেদচতুষ্টয়, সেই আদি সূতিগেহসনাথ আদি প্রত্নোকের স্থাননির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পৃথিবীর আর কোন জাতির

আর কোন গ্রন্থই সেই আদি পিতৃভূমির নাম ও সীমানির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

আচ্ছা জগতে যখন শ্বেত, কৃষ্ণ, খর্ব্ব, স্থূল, উন্নতনাসিক ও অবনতনস এবং প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত-হনুইত্যাদি নানা পৃথক্‌শ্রেণীর লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জগতের সমগ্র নরনারী যে একমানবদম্পতি-প্রভব, তাহা কি প্রকারে মনে করা যাইতে পারে? কেনেরী দ্বীপের লোকেরা অদ্যাপি শিশ দিয়া কথা কহিতেছে, ভাষাহীন মনুষ্যের সত্তাও জগতে বহু দেখিতে পাওয়া যায়, আর যত লোক রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও একের ভাষার সহিত অন্যের ভাষার কোন সমতাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না, সুতরাং মনুষ্যগণ একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মানবদম্পতিহইতে প্রসূত হইয়াছিল, যদি ইহাই প্রকৃত ঐতিহ্য হয়, তাহা হইলে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান কিরূপে থাকিতে পারে?

হাঁ পাশ্চাত্যকোবিদবৃন্দের হৃদয়ে একদা এ জিজ্ঞাসারও সমুদ্রেক না হইয়াছিল, তাহা নহে। তাঁহারা তজ্জন্যই মনুষ্যদিগকে ককেশীয়, মঙ্গলীয়, ইথীওপীয়, কাফ্রী ও নিগ্রো-প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহার মূলে কোনও সত্য আছে বলিয়া মনে করিয়া থাকি না। কেন?

পশু-পক্ষি-প্রভৃতির ন্যায় মানুষ কোন বদ্ধমূল সংস্কার বা ভাষা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না; ভাষা তাঁহারা নিজেরাই গড়িয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং সেই ভাষা প্রণয়ন করিবার মহাশক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে যে সকলজাতি সেই আদিপ্রত্নৌকঃপরিত্যাগপূর্ব্বক কেনেরিপ্রভৃতি দ্বীপে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, অথচ নিজেরাই চেষ্টা করিয়া কোন ভাষার সৃজন করিয়া লয়েন নাই বা লইতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহারাই আজি জগতে ভাষাহীনজাতি বলিয়া পরিজ্ঞাত। তৎপর সেই আদি পিতৃভূমিতে ভাষার কতক সৃষ্টি হইলে, যাঁহারা সেই অপরিণত ভাষা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভাষার সহিত আমাদিগের তদানীন্তন প্রাচীনতম ভাষার আংশিক মিল থাকিলেও নানাকারণে বিকারগ্রস্ত তাঁহাদিগের ভাষা ও অত্যুন্নত আমাদিগের বর্ত্তমান ভাষার সহিত সমতাপ্রদর্শনও অসম্ভব। তবে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে উহার মধ্যেও যে অসীম সমতা রহিয়াছে, তাহা অনুভূত হইতে পারে।

"যোজনান্তর ভাষা," যেমন ভাষা যোজনান্তরে যাইয়া বিকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির সহিতও ভাষা কালে কালে পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে, তজ্জন্য একই ভাষাভাষী একই মনুষ্যজাতির মধ্যে আজি ভাষাগত এত গভীর বৈষম্য সমাগত। জগতের আদি ভাষা গীর্ব্বাণবাণী বা সংস্কৃত ভাষার বিকারে জগতের আর্য্য, অনার্য্য, সমগ্র জাতির ভাষাই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু নানা বিকারের সংঘটন ও নানা প্রাদেশিক ভাষার স্বাতন্ত্র্যবশতঃ এবং ঔপনিবেশিকগণের ভাষায় নানা নূতন নূতন শব্দের সমাগমনিবন্ধন আজি মানুষ, "আদিতে জগতের সমুদয় লোক একই সংস্কৃতভাষাভাষী ছিল", ইহা অনুমান করিতেও সমর্থ নহেন। কিন্তু সমুদয় পৃথিবীর সভ্য মানবজাতির আদি পৈতৃক সম্পৎ বেদ, জগতের দ্বিতীয় যুগের গ্রন্থ রামায়ণ ও চতুর্থ যুগের গ্রন্থ বাইবেলে মানবগণ যে পূর্ব্বে একই ভাষা-ভাষী ছিলেন, তাহা বিশদাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে। সেই একই ভাষা যে প্রকার আবহাওয়া ও অন্যান্য নানা কারণে নানা বিকারের ভিতর দিয়া নানা স্থানে যাইয়া নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তদ্রূপ জগতের একই মানব নানা স্থানে যাইয়া আবহাওয়া, আহার্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ব্যবসায়-প্রভৃতির পার্থক্যবশতঃ এই দৈহিক আকৃতিগত বৈষম্য ভজনা করিয়াছে। ভাষার ন্যায় মনুষ্যের আকারও যোজনান্তরে পার্থক্য-ভাজী। কলিকাতার লোক হইতে নদীয়া ও যশোহরের লোকের আকার স্বতন্ত্র, আবার বরিশালের লোকের সে স্বাতন্ত্র্য যেন আরও একটু স্বাতন্ত্র্যবান্। ফলতঃ মানবজাতির মধ্যে শ্বেত, কৃষ্ণ বা ককেশীয়, নিগ্রো অথবা আর্য্য, অনার্য্য বলিয়া কোন ঐশ্বরিক ভেদ নাই।

এরূপ জনশ্রুতি যে আদি মানবদম্পতি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। একালেও আমরা সাক্ষর ও সভ্যলোক অপেক্ষা নিরক্ষর ও অসভ্য লোকদিগের বর্ণগত ও আকারগত বহু বৈষম্য দেখিতে পাইয়া থাকি। পাঁচ সহোদর ভ্রাতার মধ্যে পণ্ডিত ও কৃতবিদ্য ভ্রাতার যেরূপ আকার, নিরক্ষর বা দস্যুতস্কর কিংবা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ভ্রাতার আকার ঠিক তদ্রূপ নহে। আবার সমতলক্ষেত্রবাসী লোকদিগের আকৃতির সহিতও পর্ব্বতপ্রধানস্থানবাসীদিগের আকারগত বৈষম্য স্বতই অত্যধিক। পাঞ্জাব ও রাজপুতনার যে ক্ষত্রিয়গণ উন্নতনাসিক ও পরিমিততনু, সেই ক্ষত্রিয়গণেরই যে সকল নেদিষ্ঠ দায়াদ নেপাল বা মণিপুরে

যাইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের নাসিকা অনুন্নত ও হনু দ্রাঘিমসনাথ। চীন ও জাপানীদিগের আদি নিবাসভূমি ভারতবর্ষের নেপাল ও বঙ্গদেশ, কিন্তু আজি আবহাওয়ার পার্থক্যনিবন্ধন তাঁহাদিগের মধ্যেও যেমন ভাষাগত বৈষম্য ঘটিয়াছে, তদ্রূপ আকারগত বৈষম্যও ঘটিয়াছে। কিন্তু জাপানবাসীরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যেরূপ অত্যুন্নতি লাভ করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদিগের নাসিকা অচিরেই উন্নতি লাভ করিবে। এই ভারতবর্ষের মধ্যেও বহু পরিবারে ক্ষতনাসিক প্রশস্তহনু লোক শতকরা পঁচিশ জন বিদ্যমান, ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও এ হেন অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আকার বা ভাষাগত বৈষম্যদ্বারা মনুষ্যগণকে ভিন্নপিতামাতৃক ভিন্ননিদানজ মনে করা সমীচীন নহে। প্রথম যুগের লোকেরা বহুদিন বর্ব্বর ছিলেন, তাঁহা-দিগের দৈহিক বর্ণও কৃষ্ণ ছিল, তাই আফ্রিকার কাফ্রী, ভারতের গারো ও সাঁওতালপ্রভৃতি জাতিতে কালিমার এত প্রবলতা। শীত ও গ্রীষ্মের প্রভেদও দৈহিক বর্ণের নিদান হইয়া থাকে। শীতপ্রধানদেশের বহু লোক মূর্খ বা বর্ব্বর হইলেও শুক্লিমা ভজনা করিয়া আসিতেছে। ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর লোক ও আমাদিগের কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটান প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক তাহার উদাহরণ-ভূমি। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগের উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যেও অধিকাংশ লোক কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ। ইহার কারণ ভারতের গ্রীষ্ম-প্রধানতা। বেদের বহু স্থলে বিবৃত রহিয়াছে যে, আমরা আমাদিগকে শ্বিত্ন্যা (১৮—১০০ সূ—১ম) বা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ও এ দেশের আদিমনিবাসী বর্ব্বর লোকদিগকে তাহাদের বর্ণের কৃষ্ণত্বনিবন্ধন "কৃষ্ণত্বচ্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই শ্বেতকায় আমাদিগের বর্ণগত কালিমার একমাত্র প্রধান কারণ বা নিদানই আমাদিগের দেশের গ্রীষ্মাধিক্য। সুতরাং ভাষা ও বর্ণগত বা আকারগত প্রভেদ থাকিলেও মনুষ্যগণকে পৃথক্‌নিদানসম্ভূত মনে করিবার কোনও হেতুই দেখা যায় না। সেরূপ হইলে আমাদিগের বেদ বা বাইবেলাদি গ্রন্থে উহার কোনও না কোন আভাস থাকিতই।

ইহাও জাতি [illegible] ও ইউরোপ মহাদেশ এবং আরব দেশ ও বহু দ্বীপ উপদ্বীপ সদ্যঃপ্রসূত। আফ্রিকার মধ্য ভাগ এখনও আপনার বাল্যাবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাহারা মহা

মরু, শুষ্কদেহ মহাসাগরের বক্ষঃস্থলবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাচীনতম বেদ-গ্রন্থে হরিযূপীয়া বা ইউরোপ মহাদেশের সমুল্লেখ থাকিলেও উহা সপ্তদেব লোক-সনাথ কাশ্যপীয় মহাদেশ বা আশিয়া ও সপ্তপাতাল বা আমেরিকা হইতে বহু অবরজবয়াঃ। ঐ সকল দেশে যে সকল সভ্য জাতি বসবাস করিতেছেন তাঁহারা আমাদিগের ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী। আফ্রিকার কৃষ্ণত্বচ্ লোকেরা তথাকার আদিমনিবাসী হইলেও সে দেশের অর্ব্বাচীনতানিবন্ধন কাফ্রীদিগকে পিতৃভূমির প্রাথমিক যুগের লোক ভিন্ন আফ্রিকার ভূইফোড় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ঐরূপ আরব, তুরুষ্ক, পারস্য বা অপোগ-স্থানবাসীরাও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান।* ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম, চীন, জাপান ও বালীপ্রভৃতি দ্বীপ এবং লঙ্কা ও সিংহলদ্বীপবাসীরাও ভূতপূর্ব্ব ভারত সন্তান। আমেরিকার পেরুপ্রভৃতি দেশের অধিবাসীরাও ভারতহইতে ঐ সকল দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানগণও উক্ত মহাজনপদের আদিম অধিবাসী নহেন। আজি তাঁহারা সভ্যসমাজের বহিষ্কৃত হইলেও একদিন তাঁহারা শৌর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধিবলে জগতে সমগ্র সভ্য সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রে দৈত্য ও দানব প্রভৃতি বলিয়াই সমাখ্যাত, সুতরাং তাঁহারা আমাদিগের মাতৃষস্রেয় বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহারাও স্বর্গৈকদেশ কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বতের প্রত্যন্ত ভূমি "নরক" নামক জনপদ হইতে পাতাল বা আমে-রিকায় যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। রুশিয়ার শ্লাভনিকগণও উত্তর কুরু (North Sibiria) বা ব্রহ্মলোকের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী ও দেবকুলপ্রভব। খুব সম্ভব কোনও হিমপ্রলয়কালে তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া রুশিয়ায় যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা হিন্দুগণ ও পারসিকেরা ভারতের অধিবাসী হইলেও আমরা কেহই ভারতের আদিম অধিবাসী নহি। সুতরাং মনুষ্যগণ যে সর্ব্বাদৌ একটি নির্দ্দিষ্ট পিতৃভূমিতেই উৎপন্ন হইয়া বসবাস করিতেছিলেন, উহা যেন বস্তুতই স্বতঃসিদ্ধ। যদি জগতের আমূল মানবজাতি, ভিন্নভিন্ননিদান-প্রভব হইতেন, তাহা হইলে আমরা জগতের নানাদিকে

* মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি কেহ কেহ কেবল পিতৃভূমি হইতে পারস্য ও অপোগস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

নিশ্চিতই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাচীনতম পিতৃভূমি দেখিতে পাইতাম, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাচীনতম গ্রন্থ সমূহেও উহাদের কোন না কোনও প্রকারে সমুল্লেখও থাকিত, কিন্তু কুত্রাপি সেরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, জনশ্রুতিও উহার কোনও রূপ সমর্থন করে না। কি ভারতবর্ষ বা আরব, পারস্য, তুরুষ্ক, কি ইউরোপ কিংবা কি আফ্রিকা, অথবা কি আমেরিকা, ইহার প্রত্যেক স্থানের অধিবাসিগণই আপনাদিগকে এই সকল দেশের ঔপনিবেশিক বা আগন্তুক বলিয়াই অবগত, পরন্তু আদিম অধিবাসী বলিয়া নহে। পৃথিবীর সভ্যজাতির কোনও প্রাচীনতম বা আধুনিক গ্রন্থেও এই সকল স্থানের মধ্যে কোনও একটি স্থান সমগ্র মানবজাতির বা কতিপয় মানব সম্প্রদায়ের আদি পিতৃভূমি বলিয়া প্রখ্যাপিত বা প্রখ্যাত নহে।

"পিতা", "পিতৃভূমি" বা "পিতৃলোক"

প্রভৃতি শব্দও জগতের অন্য কোনও জাতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জগতের সমগ্র মানবজাতির আদি সাধারণ পৈতৃক গ্রন্থ বেদসমূহে যেমন ইহা রহিয়াছে যে—

"স্বর্গ ও ভারতবর্ষই জগতের মধ্যে প্রাচীনতম জনপদ"

তদ্রূপ সমগ্র বৈদিক গ্রন্থে "পিতৃলোক" বা "পিতৃভূমি" বলিয়াও একটি পবিত্র প্রত্নৌকঃ বা পুরাতন স্থানের নাম বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তকে সেই মহান্ প্রত্নৌকঃ পিতৃলোক বা মানবের আদি জন্মভূমির কথাই বিবৃত করিব। এবং সাহসভরে আশা করি সকলকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই পিতৃভূমির অবস্থানবিন্দুও দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইব। ঋগ্বেদের একত্র বিবৃত রহিয়াছে যে—

সনা পুরাণ মধি এমি আরাৎ
মহঃ পিতু র্জনিতু র্জামি তন্নঃ।
দেবাসো যত্র পনিতার এবৈঃ
উরৌ পথি ব্যুতে তস্থু রন্তঃ॥ ৯—৫৪ সূ—৩ম।

তত্র সায়ণভাষ্যং…হে দ্যৌঃ! মহো মহত্যাঃ পিতুঃ সর্ব্বস্য পালয়িত্র্যাঃ জনিতুঃ জনয়িত্র্যাঃ তব সনা সনাতনং পুরাণং পূর্ব্বক্রমাগতং নঃ অস্মাকং যদেতৎ জামিত্বং

"সর্বম্ একস্মাৎ জাতম্"

ইতি দ্যৌ র্ভগিনী ভবতি। তাদৃশং ভগিনীত্বং তৎ আরাৎ অধুনা অধ্যেমি স্মরামি দিবঃ পিতৃত্বে জনয়িতৃত্বে চ মন্ত্রবর্ণঃ

"দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র" ইতি।

৩৩—১৬৪ সূ—১ম।

যত্র যস্যাং দিবি অন্তর্মধ্যে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যুতে বিবিক্তে পথি নভসি পনিতারঃ ত্বাং স্তুবন্তো দেবাসো দেবাঃ এবৈঃ গমনসাধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ বাহনৈঃ সহিতাঃ সন্তঃ তস্থুঃ তত্র স্থিতাঃ দেবা মদীয়ং স্তোমং শৃণ্বন্তু ইতি ভাবঃ।

দত্তজানুবাদ আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা করি। তাঁহার বিস্তীর্ণ নির্জ্জন পথে স্তুতিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের সহিত অবস্থান করেন।

আমরা এই ভাষ্য ও অনুবাদের সকল কথা তথ্যবাহিনী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। "পিতা" পদের প্রকৃত পদার্থগ্রহ যে কি করিতে হইবে তাহা ভাষ্যকর্ত্তা ও দত্তজ মহাশয়ের নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় কেহই ঠিক করিতে পারেন নাই, কেবল প্রতিশব্দ বসাইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া গিয়াছেন মাত্র। তথাপি আমরা ভাষ্য অপেক্ষা বরং অনুবাদের বহু অংশ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করি। আমাদিগের মতে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ এইরূপ হওয়াই যেন সঙ্গত।

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা…কেনচিৎ ভারতবাসিনা ঋষিণা পিতৃভূমি মুদ্দিশ্য এবমুক্তম্ অহম্ আরাৎ দূরাৎ (আরাৎ দূরসমীপয়োঃ ইত্যমরঃ), নঃ অস্মাকং ভারতাগতানাং দেবানাং আর্যীভূতানাং ভারতবাসিনাং মহঃ মহতঃ জনিতুঃ জনয়িতুঃ (জনিতা মন্ত্রে ইতি পাণিনিঃ) জন্মভূমেঃ পিতুঃ পিতৃভূমেঃ তৎপূর্ব্বক্রমাগতং সনা সনাতনং পুরাণং প্রাচীনতমং জামি জামিত্বং জ্ঞাতিত্বং "স্বর্গবাসিনো দেবা অস্মাকং জ্ঞাতয়ঃ" ইতি অধ্যেমি স্মরামি সততং চিন্তয়ামি। যত্র পিতৃভূমৌ যদন্তঃ মধ্যে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যুতে বিবিক্তে পথি দেবযানে পথি পনিতারঃ স্তুতিকারিণঃ, যাগযজ্ঞপরায়ণাঃ দেবাসঃ দেবাঃ এবৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ আয়ুধৈঃ উপলক্ষিতাঃ সন্তঃ সততং শত্রোরাগমনভয়াৎ ইতি ভাবঃ তস্থুঃ স্থিতবন্তঃ।

অনুবাদ—আমি আজি বহুদূরহইতে বহুদিনের পর আমাদের পূর্ব্ব জন্মভূমি পিতৃলোকবাসীদিগের সহিত আমাদিগের সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্বের কথা ভাবিতেছি। যেখানে আমাদের জ্ঞাতি দেবতারা দেবযান পথে সশস্ত্র থাকিয়া যজ্ঞাদিতে স্তুতিপাঠ করিতেন।

যাহা হউক দেবগণের বাসস্থান স্বর্গই যে এই মহতী পিতৃভূমি, তাহা আমরা যথাস্থানে বলিব। তবে এখানে সায়ণ যে—

সর্ব্বম্ একস্মাৎ জাতম্

এই একটী মহাবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা তৎপ্রতি সামাজিক-গণের দৃষ্টির আকর্ষণ করিতে চাহি। যদি ভারতসন্তানেরা "আমরা সকলেই এক স্থানের অধিবাসী ছিলাম" এই সত্যটি গুরুপরম্পরাক্রমে জানিয়া ও শুনিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে সায়ণ কখনও এরূপ কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে অবসর পাইতেন না। অতএব সকল মনুষ্যেরই যে পূর্ব্বে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান সাধারণ পিতৃভূমি ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

তবে জগদ্বরেণ্য সেই পবিত্র "পিতৃভূমি" বা "আদি প্রত্নৌকঃ" কোন্ দেশ? আমাদিগের বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রেই সেই পুণ্যতম পিতৃভূমির পবিত্র নাম বহুশঃ সঙ্কীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা উহার নাম ও অবস্থানবিন্দু নির্দ্দেশ করিয়া দিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। ভারতীয় আর্য্যগণ আপনাদিগের সেই আদি পিতৃভূমির কথা যথাযথভাবেই অবগত ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রহইতে তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বাদৌ পরিপন্থিগণের বিকৃত মতের খণ্ডন ও নিরসন করিতে প্রয়াস পাইব।

দ্বিতীয়াধ্যায়

ককেশশ পিতৃভূমি নহে

পাশ্চাত্যকোবিদবৃন্দ জগতের সমগ্র আর্য্যজাতিকে "ককেশীয়ান রেস" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি বহুসংখ্যক ভারতসন্তানও ককেশশ পর্ব্বতের পাদদেশকে সেই আদি প্রত্নোকঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অভিলাষী। কিন্তু ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ হিন্দু বা পাশ্চাত্যজাতি, কি সেমেতিক জাতির কোনও গ্রন্থেও বিদ্যমান নাই। জর্ম্মাণ ও শাকসন-প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষ শর্ম্মন্ ও শক-সুনুরা ভারতহইতে যাইয়া কিয়ৎকাল ককেশশের পাদদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। আর্য্যমানব বা আর্ম্মাণীগণ তাঁহাদিগেরই দায়াদবান্ধব, কিন্তু ঐ সকল জাতি ভিন্ন গ্রীক বা রোমক কিংবা শ্লাভনিকপ্রভৃতি জাতি ককেশশের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী নহেন। আমরা হিন্দুগণও যে কোন দিন ককেশশ বা তাদৃশ কোনও প্রতীচ্য জনপদহইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এরূপ কোনও জনশ্রুতি বা শাস্ত্রপ্রমাণ শ্রুত বা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহার অক্ষর ও লিপিবিষয়ক প্রবন্ধের একত্র বলিতেছেন যে—

In my opinion the Aryans, when they separated themselves from each other about 2,000 B. C., possessed a crude kind of writing, from which grew up the alphabets of India, ancient Persia and Europe. In all probability the primitive Semitic people, the Aryans and the Semitics were neighbours of each other, the former having lived round the Cacasus mountains, and the latter below Mount Ararat, between the Tigris and the Eupharates. My view about the dispersion of the Aryan pepole and their borrowing of the alphabet from the Semitics falls in with the Hebrew scripture, according to

which Noah was the progenitor of both the Aryans and the Semitics. Noah had three sons, named Shem, Ham and Japheth respectively.—The Indian world, page 387.

"একদিন আমরা ও সেমেতিকেরা ককেশশ ও আরারাট পর্ব্বতের পাদদেশে পরস্পর প্রতিবাসিরূপে বাস করিতেছিলাম। তৎপর আমরা খৃষ্টের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে উক্ত সেমেতিকগণের নিকট অক্ষর ও লিখনপ্রণালী ধার করিয়া নিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছি। নোওয়া আমাদের উভয় জাতির সাধারণ পূর্ব্ব পিতামহ।"

হাঁ সেমেতিকগণ নোওয়ার সন্তান বটেন, নোওয়া বা নহুষ একই ব্যক্তি, সুতরাং তিনি আমাদিগের দেশের চন্দ্রবংশীয় রাজগণেরও পূর্ব্বপুরুষ হইতেছেন, কিন্তু তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির পূর্ব্বপুরুষ নহেন। আর নোওয়া বা নহুষ যে কবে তুরুস্কে বসবাস করিতে গিয়াছিলেন, কবে যে আবার ককেশশ ছাড়িয়া ভারতে আগমন করিলেন, তাহাও জগতের কেহ অবগত নহেন, কোনও শাস্ত্রেও এ কথা নাই, পরন্তু সেমেতিকেরাই বরং ইহা বলিয়া থাকেন যে জন ও জ্ঞান-স্রোতঃ পূর্ব্বহইতেই পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পেলেষ্টাইন-প্রভৃতি ভূখণ্ডে প্রবাহিত হইয়াছিল; ককেশশ সকলের নিদান ভূমি হইলে বাইবেল উত্তরদিকের নামই করিতেন। জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীও সতীশবাবুর এই উক্তির সমর্থন-জন্য অঙ্গুলি উত্তোলন করে না, তথাপি সতীশবাবু কেন যে এই ব্যাহত পাশ্চাত্য মতের অবতারণা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। বাইবেলে বিবৃত আছে যে—

1. And the whole earth was of one language, and of one speech. 2. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar and they dwelt there.—Genisis Chap. XI.

অর্থাৎ পূর্ব্বে সমগ্র পৃথিবীর ভাষা এক ছিল, উচ্চারণও এক ছিল এবং মনুষ্যেরা পূর্ব্বহইতে পশ্চিমে গমন করিতেছিলেন এবং পশ্চিমে চলিতে চলিতে তাঁহারা শীনার দেশে এক প্রান্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শীনার দেশ ককেশশের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। সুতরাং যদি ককেশশ আদি স্থান হইত, তাহাহইলে বাইবেল নিশ্চিতই লিখিতেন যে মনুষ্য সকল

উত্তরপশ্চিমহইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে চলিতেছিলেন। তাহা না লেখাতেই বুঝিতে হইবে যে, বাইবেলের লেখকেরা ককেশশকে আদি প্রস্থোকঃ বলিয়া অবগত ছিলেন না।

বলিতে পার যে বাইবেলের অর্থ ত উহা নহে। পাদ্রীসাহেবেরা, এমন কি বিলাতের পাদ্রী ডাক্তার Daddi সাহেব পর্য্যন্ত যথাক্রমে উহার এইরূপ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

অনুবাদ—অপর লোকেরা পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনার দেশে এক প্রান্তর পাইয়া সে স্থানে বসতি করিল।

ব্যাখ্যা—1. All the inhabitants of the earth, befor they were divided and despersed, spoke one common language, as descended from one common parent- 2. (As they journeyed from the east) and it came to pass as they journeyed thus east word, more and more towards the east.

কিন্তু আমরা মনে করি এই অনুবাদ ও টীকা সম্পূর্ণ বাইবেলগন্ধি, পরন্তু প্রকৃত নহে। মূলে আছে "From the east" সুতরাং যেন বুঝা যাইতেছে যে লোক সকল পূর্ব্বহইতে উহার বিপরীতে ঠিক পশ্চিমেই চলিতেছিল। মহামতি মুইরসাহেব তাঁহার Sanskrit Text book নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এলফিনষ্টোন সাহেবের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও আমাদিগের উক্তিই সমর্থিত হইয়া থাকে।

Mr. Elphinstone, as we have seen, dose not decide in favour of either theory, but leaves it in doubt wheather the Hindus were an autochthonous or an immigrant nation. As a justification of his doubt, he refers to the circumstance that all other known migrations of ancient date have proceeded from east to west.— Page 322.

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই যে আগন্তুক মানুষ সকল পূর্ব্বদিক্‌হইতেই পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং এতদ্দ্বারা ককেশশের পিতৃভূমিত্ব নিরাকৃতই হইতেছে। প্রাচ্যসৌভাগ্যাসহিষ্ণু ওয়েবার সাহেবও বলিয়াছেন যে—

In the picture just now drawn, positive signs are after all almost entirely wanting, by which we could recognise the

country in which our forefathers dwelt, and their common home. That it was situated in Asia is an old historical axiom ; the want of all animals especially Asiatic in our enumeration above seems to tell against this, but can be explained simply by the fact of these animals not existing in Europe, which occasioned their names to be forgotten or at least caused them to be applied to other similar animals ; it seems, however, on the whole, that the climate of that country was rather temperate than tropical, most probably mild and not so much unlike that of Europe ; from which we are led to seek for it in the highland of Central Asia, which latter has been regarded from time in memorial as the cradle of the human race.

Modern Investigation on Ancient India, Page 10.

অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার কোনও এক উচ্চভূমিই মানবের আদি জন্মভূমি। মহামতি মোক্ষমূলরপ্রভৃতিও এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমরা পশ্চিমহইতে পূর্ব্বে আগমন করি নাই, ইহাও যেমন সর্ব্ববাদিসুসম্মত স্বীকৃতসত্য, তেমনই সেমিতিকের নিকট অক্ষর ধার করা ও ককেশশের পিতৃভূমিত্বও অব্যাহত নহে। অবশ্য শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার Aryan witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে—

We find that the Aryans who emigrated to India were once familiar with the lofty citadel of Bel. and **must have then** lived not very far from the Euphartes.—Page 62.

কিন্তু ইহার মূলেও কোনও সত্য বিনিহিত নাই। মধ্য এশিয়াহইতে মানুষকে ভারতে আসিতে হইলে কেন যে ইউফ্রেটিশের বেলাভূমি তাঁহাদিগের স্বপ্নেরও সুগোচর হইবে, আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও অসমর্থ। পক্ষান্তরে দেখ সত্যনিষ্ঠ বিলাতী পোকক সাহেব বলিতেছেন যে—

In the scriptures the second origin of mankind is referred to a mountainous region eastward of Shinar ; and the ancient books of the Hindus fixed the cradle of our race in

the same quarter. **The Hindu paradise is on Mount Meru** on the confines of Cashmir and Tibbet.

Indian in Greece, Page 127.

অর্থাৎ বাইবেলে লিখিত আছে যে শীনার দেশের পূর্ব্বদিকৃস্থ পার্ব্বত্য-ভূখণ্ড মানবজাতির দ্বিতীয় প্রস্তোকঃ এবং হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদাদিতে লিখিত আছে যে ঐ দিকেরই কোনও স্থান মানবজাতির আদি জন্মভূমি বলিয়া কথিত। তবে হিন্দুরা বলিয়া থাকেন যে মেরুপর্ব্বতই তাঁহা-দিগের স্বর্গধাম, উহা কাশ্মীর ও তিব্বত দেশের সীমায় অবস্থিত।

আমরা পোকক মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তেও সম্মত নহি, সীনার দেশের পূর্ব্বের কোনও স্থান যেমন "ইডেন উদ্যান" মানবজাতির দ্বিতীয় প্রস্তোকঃ নহে, ভারতবর্ষই জগতের "দ্বিতীয় প্রস্তোকঃ," তদ্রূপ ইডেন উদ্যান বা ভারত-বর্ষের কোনও স্থানও মানবজাতির আদি নিকেতন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রসমূহ বিনির্দ্দেশ করেন নাই। এবং মেরুপর্ব্বত আমাদের স্বর্গভূমি হইলেও উহা কাশ্মীর বা তিব্বতের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থিত বলিয়া জানা যায় না। যাহা হউক তথাপি পাশ্চাত্য পোকক বা বাইবেল কেহই এ কথা বলিতেছেন না যে ককেশশ পর্ব্বতের পাদদেশ মানবের আদি জন্মভূমি, কিংবা হিন্দুরা তথা হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তবে ভারতবর্ষ জগতের দ্বিতীয় প্রস্তোকঃ বটে, আর সীনার, বাবিলন, পেলেষ্টাইন ও ককেশশ প্রদেশের লোকেরা যে ভারতহইতে তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, পোকক তাহাও মানিয়া লইতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

The same system was evident in the Indo—Saurian settlements of Palestine, where the children of Israel found the numerous tribes of the Hivite, Amorite, Perizzite, Jebusite, and many others, exactly analogous to the habits of these same Indians, whether under the name of Britons, Sachas, or Sacasoonoos (Saxan) Page 158—59.

অর্থাৎ যে প্রকার ভারতের শকসূনুগণ ইংলণ্ডে যাইয়া ব্রিটন বা শকস্ প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তদ্রূপ ভারতের সূর্য্যবংশীয় লোকেরা

পেলেষ্টাইনে যাইয়া ইস্রাইলবংশীয় হীবাইত, এমোরাইত, পেরিজাইত ও জেবুছাইত-প্রভৃতি শাখার পত্তন করিয়াছেন।

ফলতঃ আর্য্যশব্দের অপভ্রংশেই ইস্রাইল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যগণই যে পেলেষ্টাইনের ইস্রাইল বা আর্য্যবংশের নিদান, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। পোকক স্থানান্তরেও বলিতেছেন যে—

That a system of Hinduism pervaded the whole Babylonian and Assyrian empires ; scripture furnishes abundant proofs, in the mention of verious types of the sun-god.

Page 178.

অর্থাৎ সমগ্র বেবিলিয়ান্ ও আসীরিয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যে যে হিন্দুদিগের সূর্য্যোপাসনার বহুল প্রচার হইয়াছিল, ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। পোকক স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

It is only of late years that any relationship was allowed between Hebrew and Sanskrit ; but Furst and Delitzach have abundant proof ; it is now universally acknowledged.

অর্থাৎ হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এ বিষয় লইয়া কতিপয় বৎসর বিতর্ক চলিতেছিল। পরে ফার্ষ্ট ও ডেলিটজাচ সাহেব অতি উত্তমরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উক্ত উভয় ভাষা পরস্পর নিকট সম্পর্ক বিশিষ্ট এবং এ মত এখন সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীতও হইয়াছে।

সংস্কৃত ও হিব্রু ভাষাতে এত সমতা কি প্রকারে হইল? পোকক বলিতেছেন যে—

ভারতের যদুবংশীয় লোকেরা সীরিয়া দেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে সেই দেশের নাম Judia ও ঔপনিবেশিকগণের নাম যাদবের অপভ্রংশে Jew হইয়াছিল এবং ভারতবাসীরা সীরিয়াতে আসিয়া যে পল্লীর স্থাপন করেন, তাহারই নাম পেলেষ্টাইন (পল্লী)।—identity of idolatry is proved between Judia the old country and Palestine the new.

Page 230.

Its other name, Palestine, is derived from the term "Palistan." Page 214.

He has already remarked extraordinary spectacle of a people of a high northerly latitude in the Vicinity of the Himalayan mountains and the province of Ladakh, settled in the fertile land of Egypt, and bringing thither its religious rites and the various usages of a society that stamp an Indian orginal. That population is again to be distinctly seen in Palestine.—Page 214.

The tribe of Judah is in fact the very Yadu, of which considerable notice has been taken in my previous remarks.
Page 22.

আমরা মহামতি পোককের সকল মতের সমর্থয়িতা নহি, যদু বা যাদব শব্দ হইতে "জু" শব্দ ব্যুৎপাদিত হইতে না পারে তাহা নহে, কিন্তু জু শব্দের নিদান প্রকৃত পক্ষে যেন যবন শব্দ। মেদিনীকরগুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন যে—

জুরাকাশে সরস্বত্যাং
পিশাচে যবনেঽপি চ।

আমরাও বলি জুডিয়া শব্দ যদু শব্দের বিকার হইলেও জু শব্দ যাদবশব্দ-সম্ভূত নহে, উহার জনয়িতা যবন শব্দ। তবে তিনি যে পেলেষ্টাইন, সিরিয়া, এসেরিয়া বা বেবিলন ও ফিনিশীয়া প্রভৃতি দেশবাসিগণকে ভূতপূর্ব্ব ভারতবাসী বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই সত্যগর্ভ। যে প্রকার ভারতের "পল্লীস্থান" শব্দ বিকৃত হইয়া "Palestine" শব্দের জন্মদান করিয়াছে, তদ্রূপ ভারতের অসুর হইতে আসুরীয় ও পণিহইতে ফিনিশীয়া শব্দের সমুদ্ভব হইয়াছিল। Assyria শব্দ আসুরীয় শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতের আর্য্যবংশীয় বৃত্রাসুর ও তদীয় ভ্রাতা বলাসুর ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া যথাক্রমে পারস্যের উত্তরভাগ ও তুরুষ্কে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তাই পারস্যের উদীচ্য ভূমি ইরাণ (আর্য্যায়ণ) ও তুরুষ্কের একদেশ আসুরীয় নামের বিষয়ীভূত হয়। ~~বলাসুরের বাসস্থান-উক্ত উপনিবেশভূমি Assyriaই বাবিলনের সহিত অভিন্ন বক্তা~~ সুতরাং এহেন ভারতীয় উপনিবেশভূমি, ভারতের অধিবাসিগণের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না, ভারতীয়গণ এসিরিয়া বা ককেশসহইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন, এ বৃথা কুচিন্তাও মনোমধ্যে জাগরিত হইবার কোন

হেতুও দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিতে পার যে ভারত হইতে যে এছেরিয়ার লোক যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? ঠিক ঐরূপ প্রমাণ বিদ্যমান নাই, কিন্তু ভারত হইতে বৃত্রাসুরপ্রভৃতি যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সে প্রমাণ রহিয়াছে।

সুদস্ব অদেবয়ুং জনম্। ২৪—৬৩সূ—৯ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্——হে সোম স ত্বং অদেবয়ুম্ অদেবকামং জনং রাক্ষস বর্গং সুদস্ব প্রেরয়।

দত্তজানুবাদ———হে সোম তুমি দেবদ্বেষী লোককে অপদস্থ কর।

এই ভাষ্য ও অনুবাদের সর্ব্বাংশ সাধীয়ান্ নহে। "অদেবয়ু" শব্দের অর্থ যাহারা দেবকামনা করে না, দেবদ্বেষী, সুতরাং সুরবিরোধী অসুর, আর "সুদস্ব" অর্থও "অপদস্থ কর" নহে, পরন্তু প্রেরয় দূরীকুরু। অর্থাৎ হে সোম তুমি দেবদ্বেষী অসুরগণকে দূর করিয়া দেও। স্থলান্তরে রহিয়াছে—

বজ্রিন্ ওজসা পৃথিব্যাঃ
নিঃশশা অহিম্। ১—৮০সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্———হে বজ্রিন্ ইন্দ্র! ত্বং ওজসা বলেন পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ অহিং বৃত্রং নিঃশশাঃ নিরগময়ঃ।

দত্তজানুবাদ———হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র তুমি বলদ্বারা পৃথিবীর নিকট হইতে অহিকে তাড়িত করিয়াছিলে।

এখানেও এই ভাষ্য ও অনুবাদ ঠিক হয় নাই। মূলে "সকাশাৎ" কথাটি নাই। সুতরাং উহার অবতারণা করা অন্যায় হইয়াছে। আর এই "পৃথিবী" শব্দের যে প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও ভাষ্যকার বা অনুবাদক বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার অর্থ Earth বা ভূমণ্ডল হইলে উক্ত মন্ত্রের কোনও অর্থই হইতে পারে না, কেন না ইন্দ্র কি বৃত্রকে পারলৌকিক কোনও স্বর্গাদি স্থানে নিঃসারিত করিয়াছিলেন? বস্তুতঃ এই পৃথিবী শব্দের প্রকৃত অর্থ পৃথুর পৃথুল রাজ্য এই ত্রিকোণ ভারতবর্ষ। ইন্দ্র বৃত্রকে বলদ্বারা সেই ভারতবর্ষহইতে নিঃসারিত করিয়াছিলেন। কোথায়? তাহা বেদে নাই, কিন্তু বেদে আছে ইন্দ্র অন্তরিক্ষে যাইয়া তথায় বৃত্রকে বধ করেন। যদুক্ত মৃচি—

বৃত্রং নিরদ্ভ্যো জঘন্থ বজ্রিন্। ২—৮০সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ———হে বজ্রিন বজ্রবন্ ইন্দ্র ত্বম্ ওজসা বলকরেণ অন্ত্যঃ অন্তরিক্ষ সকাশাৎ বৃত্রং নির্জঘন্থ হতবান্ অসি।

দত্তজানুবাদ—হে বজ্রিন্ তুমি সেই বলদ্বারা অন্তরিক্ষের নিকটহইতে বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলে।

এখানেও "সকাশাৎ" শব্দের অকারণ যোজনা করা হইয়াছে। ফলতঃ ইন্দ্র অন্তরিক্ষ (অন্ত্যঃ) অর্থাৎ উহার একদেশ পারস্যে (ইরাণে) যাইয়া তথায় বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন অন্যচ্চ—

অহিং বিবৃশ্চৎ বজ্রিন্ পরিষদঃ জঘান
আয়ন্ আপো অয়নম্। ১—৩৩সূ—৩ম

ইন্দ্র অন্তরিক্ষে গমনপূর্ব্বক (আপঃ অয়নম্ আয়ন্) বজ্র বা কামানদ্বারা বৃত্রকে সদলবলে নিহত করিয়াছিলেন।

সুতরাং বৃত্র ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া যে অন্তরিক্ষের একদেশ উত্তর পারস্যে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা ধ্রুবই। তাহাতেই ঐ স্থান ইরাণনামের বিষয়ীভূত হয়। ঐরূপ ভারতহইতে বিতাড়িত বৃত্রভ্রাতা বলাসুর যাইয়া যে স্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আসুরীয় বা Assyria নামে বিশেষিত হয়। সুতরাং এহেন Assyria বা বাবিলন ভারতীয়গণ বা পৃথিবীর কোনও মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। বলিতে পার ভারতের বল যে বাবিলনে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? বাবিলনে কি বলনামে কোন রাজা ছিলেন? পূজনীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Aryan Witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

If now we compare the Indian narrative with the records of Cuniform Inscriptions, there can scarcely remain a doubt that the Vala of the Rigveda was the Belus or Bel of the Inscriptions—that the lofty capital of Vala, in the Rigveda, was the lofty citadel of Bel in the Inscriptions, that the Asuras Panis, (Sanskrit Panayas) of the Veda, were identical with the Phinides of classical history or mythology—that the river crossed by Sarama, or whatever detective was indicated by that term, was the Euphrates. As far then as the subject

of this chapter is concerned, we find that the Aryans who emigrated to India were once familiar with the lofty citadel of Bel, and must have then lived not very far from the Euphrates—Aryan Witness. Page 62.

আসিরীয়া~~বা বাবিলনের~~ ক্ষোদিত লিপিতে বেলাস বা বেল নামে এক রাজার নাম বিবৃত আছে। ঋগ্‌বেদেও বলনামক অসুরের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ও ক্ষোদিত লিপি উভত্রই ইহা উক্ত যে বলের বাসস্থান দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। এবং উক্ত বেদের পণিগণ আর প্রচলিত ইতিহাসের ফিনিডেশগণও একই। দেবশুনী সরমাই গুপ্তচররূপে ইউফ্রেটিশ নদী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এবং বোধ হয় ভারতের আগন্তুক আর্য্যগণ নিশ্চিতই এই সকল স্থানের সহিত পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহারা ধ্রবই ইউফ্রেটিশের কোনও নিকটবর্ত্তী স্থানহইতে ভারতে আগমন করেন।

আমরা পূর্ব্বেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি। তথাপি পুনরায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ অনুমানের সমর্থক কোনও প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থে অবতারিত করা হয় নাই। আর তিনি একজন বেদজ্ঞ বা বেদজ্ঞাভিমানী ব্যক্তি হইয়াও কেমন করিয়া যে এই বেদবিরুদ্ধ কথাগুলি বলিলেন তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ভারতের বল ও বাবিলনের Bel যে একই ব্যক্তি, তাহা আমরাও স্বীকার করি, ভারতের বৃত্র ও বলই যে পণিগণসহ ভারতহইতে পারস্য ও বাবিলন-প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহমাত্রই নাই। আমরা "অসুর বা পার্শীজাতি" প্রবন্ধে ইহার সমর্থক বহু বেদমন্ত্রেরই সমাহার করিয়াছি। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই প্রকৃত তথ্যের নির্ণয় করিতে পারিবেন। এ পুস্তকেও প্রসঙ্গাধীন বহু বেদমন্ত্র অধ্যাহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইউফ্রেটিশসনাথ কোনও প্রতীচ্য ভূখণ্ড মানবের বা ভারতীয় আর্য্যগণের পিতৃভূমি, একথা নিরাকৃত হইতেছে। ঐরূপ ককেশশ পর্ব্বতের যে পাদদেশকে ইউরোপীয়গণ মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া অবগত, তথায়ও তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ শর্ম্মন্ ও শকস্ন্‌গণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই অথর্ব্ববেদে এইরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

যৎ শকা বাচ মারুহন্ অন্তরিক্ষম্। ৪র্থ খণ্ড—৭৩৪পৃঃ

যেহেতু শকগণ (শকস্থমুসমূহ) সংস্কৃত ভাষা (বা শাকারিভাষা) লইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন।

এই শকেরাই আরমানিয়াতে আর্য্যমানব জাতি বা আর্ম্মানীজাতির পত্তন করিয়া ইউরোপে যাইয়া শাকসনজাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদিগের গুরুপুরোহিত শর্ম্মণেরাই ইউরোপের শর্ম্মেসিয়া ও জর্ম্মাণরাজ্যের প্রতিষ্ঠাপয়িতা। ইঁহারা ককেশশপ্রদেশহইতে ইউরোপে যাওয়াতেই ইঁহাদের অনন্তরবংশ্য ইউরোপীয়গণ আপনাদিগকে ককেশীয়ান জাতি বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ ককেশীয়ান জাতি হইলেও জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ ভারতবাসী আমরা ককেশীয়ানপদবাচ্য হইতে পারি না। শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু কেন যে এরূপ কাহিনীর অবতারণা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর ককেশীয় জাতি ভারতহইতে যে ককেশশে গমন করেন তাহার বয়ঃক্রম তিন চারিহাজার বৎসর হইতে পারে, কিন্তু আমরা আদি পিতৃভূমিহইতে যে ভারতে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার বয়ঃক্রম অন্যূন লক্ষ বৎসর বা বহুসহস্রবৎসর হইবে, পরন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর বা ৩৯১১ বৎসর নহে। যাহা হউক পাশ্চাত্যগণ যে পৃথিবীর সমগ্র আর্য্যজাতিকে ককেশীয়ান বিশেষণের বিষয়ীভূত করেন, তাহা ঠিক নহে। ইউরোপের শ্লাভনিক, গ্রীক্ ও রোমকগণও ককেশীয়ান পদবাচ্য নহেন বা হইতে পারেন না। কেননা উঁহারা কেহই ককেশশে বাস করিয়া ইউরোপে গমন করেন নাই। গ্রীক যবনেরা ভারত হইতে মিশর হইয়া গ্রীশে ও শ্লাভনিকেরা ব্রহ্মলোকহইতে রুশিয়ায় এবং কম্বোজেরা আফগানিস্থান হইতে ইটালীতে যাইয়া লাটিন জাতিতে পরিণত হয়েন।

তৃতীয়াধ্যায়

বালটিক্‌বেলা পিতৃভূমি নহে

এরূপ শুনিতে ও দেখিতে পাইয়া থাকি যে, এখন নাকি ইউরোপীয়গণ আশিয়াটিক "ককেশীয়ান" নামও অবমাননাসূচক মনে করিয়া আপনাদিগকে "ইউরোপীয়ান" রেস নামে সমাখ্যাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেন ইউরোপই মানবের আদিজন্মভূমি ও আমরা হিন্দু ও পারসীকেরাও যেন উক্ত ইউরোপহইতেই ভারতে ও পারস্যে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতা-ভব্যতা সকলই যেন ইউরোপমূলক, তাঁহারাই যেন প্রকৃত আর্য্য, আর আমরা So-called আর্য্যমাত্র এবং বাল্‌টিক সাগরের দক্ষিণবেলাই যেন মানবের সেই আদি সূতিকাগার!!

কিন্তু আমরা তারস্বরেই বলিতেছি যে পাশ্চাত্য মনিষীরা কখনই যেন এই সকল অমূলক দুঃস্বপ্নের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। বালটিকসাগরের কর্দ্দমক্লিন্ন দক্ষিণবেলা দূরে থাকুক, ইউরোপের অত্যুচ্চ মহাশৈলনিচয়ের কোনও সানুদেশও সেই পবিত্র আদি সূতিকাগারের মহিমার প্রতি লোভ করিতে পারে না। অবশ্য ইউরোপও একটি প্রাচীনতম জনপদ বটে, নতুবা আমাদিগের ঋগ্‌বেদে উহার সমুল্লেখ থাকিতে পারিত না, কিন্তু তথাপি উহা যে আশিয়া ও আমেরিকাহইতে অতীব আধুনিক স্থান, তাহা ঋগ্বেদের বর্ণনা দ্বারাই অনুমিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে বিবৃত রহিয়াছে যে—

বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষঃ,
অভ্যাবর্ত্তিনে চায়মানায় শিক্ষন্।
বৃচীবতো যৎ হরিয়ূপীয়ায়াম্
হন্ পূর্ব্বে অর্দ্ধে ভিয়সা পরো দর্ত্ত্॥ ৫—২৭ সূ—৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্‌·· ···অয়ম্ ইন্দ্রঃ চায়মানায় চয়মানস্য রাজ্ঞঃ পুত্রায় অভ্যাবর্ত্তিনে এতন্নামকায় রাজ্ঞে শিক্ষন্ ঈপ্‌সিতানি বস্থনি প্রযচ্ছন্ বরশিখস্য

অসুরস্য শেষঃ পুত্রান্ বধীৎ অবধীৎ। বরশিখস্য পুত্রান্ কথমবধীৎ? ইত্যুচ্যতে যৎ যদা অয়মিন্দ্রঃ হরিয়ূপীয়ায়াং হরিয়ূপীয়া নাম কাচিৎ নদী কাচিৎ নগরী বা তস্যাং পূর্ব্বে অর্দ্ধে প্রাগ্‌ভাগে স্থিতান্ বৃচীবতঃ বৃচীবন্নামবরশিখস্য কুলোৎপন্নঃ পূর্ব্বঃ তদ্‌গোত্রজান্ বরশিখস্য পুত্রান্ হন্ অবধীৎ তদা অপরঃ অপরভাগে স্থিতো বরশিখস্য শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ ভিয়সা ভীত্যা দর্ত্ত্ দীর্ণোঽভূৎ।

ইন্দ্র চয়মান রাজার পুত্র অভ্যাবর্ত্তীকে ধনদান করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন হরিয়ূপীয়া জনপদের পূর্ব্বভাগে বৃচীবদ্বংশীয় বরশিখনামক দৈত্যের পুত্রগণকে বধ করিলেন, তখন তাঁহার অপর পুত্র ভয়ে ভীত হইয়াছিল।

এই হরিয়ূপীয়াই বর্ত্তমান ইউরোপ মহাদেশ। ঋগ্বেদের সময়ে ইহা কেবল মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছিল মাত্র। ঐ সময়েও তথায় লোকের প্রকৃত বসবাস হইয়াছিল না। কেবল দেবগণনির্ব্বাসিত দুই একঘর দৈত্যদানব যাইয়া তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বরশিখ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। উক্ত হরিয়ূপীয়ার অপভ্রংশেই "ইউরোপীয়া" ও ইউরোপীয়ার অপভ্রংশে "ইউরোপা" হইয়া শেষে তাহাহইতে ইউরোপ (Europe) শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসুগণ ইউরোপের প্রাচীন মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই উহাতে "Europia" শব্দের সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। সুতরাং এহেন আর্ব্বাচীন স্থান বা তাহার কোনও অবান্তরভূমি মানবের আদি সূতিকাগার হইতে পারে না। অপিচ কেবল ইহাই নহে, পরন্তু ভারতবর্ষহইতে লোক সকল যাইয়া উপনিবেশসংস্থাপন করাতেই যে গ্রীক্, লাটিন, জর্ম্মাণ, শাকসন, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজপ্রভৃতি সমগ্র জাতির দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা আমরা

"ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান"

এই প্রবন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। মহামতি পোককসাহেবও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুকূল মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

The great aggregate of the colonists of Greece has already been shown to consist of these two great bodies, the Solar and the Lunar races. Page—254,

অর্থাৎ যাঁহারা গ্রীশদেশের প্রধান অধিবাসী, তাঁহারা ভারতবর্ষের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সমবায়সমুত্থ পদার্থমাত্র।

আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে এই মতের সমর্থন করিয়া থাকি, তবে ইহার মধ্যে আইওনীয় বা যবনগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারা তুর্ব্বশুসন্তান, আর যাঁহারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারা কেহ শকসন্তান ও কেহ কেহ বা কম্বোজক্ষত্রিয়-প্রসূতি। পোকক পুনরপি বলিতেছেন যে—

A very considerable portion of this people was of the Budhistic faith ; and by their numbers and their martial prowess ultimately succeeded in expelling from northern Greece the clans of the Solar race. Page. 238.

অর্থাৎ উত্তর গ্রীকগণের সংখ্যাধিক্য, রণনৈপুণ্য এবং বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস সন্দর্শনে তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রীয় ভিন্ন আর কিছু বলিয়াই মনে হয় না। পোকক স্থলান্তরে বলিয়াছেন যে—

The primitve history of Greece is the primitive history of India, (page 30) I come now to one of the strongest evidences of mythology—mythology first Indian, then Greek. (page 89). The great heroes of India are the gods of Greece (page 142).

অর্থাৎ ভারতের প্রাথমিক ইতিহাস ও পৌরাণিক গল্পসমূহ যাহা, গ্রীশেরও তাহাই, ঐ সকল বিষয়ে ভারত আদি ও আদর্শ, গ্রীশ দ্বিতীয় ও অনুকারী। আর ভারতের যাঁহারা বীর ছিলেন, গ্রীকগণ তাঁহাদিগকেই দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করিতেন। ইহা বলিয়াই পোকক শেষে বলিলেন যে—

The case may be stated as follows :—The picture is Indian—the curtain is Grecian and that curtain is now withdrawn.—Introduction, Page 8.

অর্থাৎ কথাটা এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, গ্রীকগণের ছবিটা ভারতীয়, আর আবরণটা গ্রীশীয়, কিন্তু সে আবরণও সম্প্রতি উন্মোচিত হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রীকগণ যে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান তাহা বুঝিতে কাহার আর বাকি নাই। আমরাও ত গ্রীকগণকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না। তাঁহাদের "নহুষ" উপাধি তাঁহাদের চন্দ্রবংশীয়ত্ব সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাঁহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহারও ভারতীয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এদিকে গ্রীক-

দেশের লোকেরাই ইটালীতে যাইয়া রোমরাজ্য ও লাটিনজাতির পত্তন করিয়াছিলেন, সুতরাং রোমকগণও ভারতসন্তানভিন্ন আর কিছুই নহেন। কেন ?

ভারতের তুর্ব্বশুসন্তান যবনগণ যাইয়া গ্রীশে আইওনীয় (যাবনিক) জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করেন ; আবার ভারতসম্রাজ্যের রোমকপত্তনবাসী কম্বোজক্ষত্রিগণও যাইয়া গ্রীশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারাই ইটালীতে যাইয়া আপনাদিগের আদি রোমক পত্তনের অনুকরণে টাইবরতীরে দ্বিতীয় ও তুরুস্কে তৃতীয় রোমক পত্তন বা রুমসহরের প্রতিষ্ঠা করেন, কাবুলের অন্তর্গত রোমকপত্তন কম্বোজ ক্ষত্রিয়গণের বাসভূমি ছিল। উহা অন্তরিক্ষ বা কেতুমালবর্ষের একটি প্রধান নগর এবং অন্তরিক্ষের একদেশ অপোগস্থান (আপঃ) একদিন ভূ বা পৃথিবী অর্থাৎ ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া উহা বৈদিককোষ নিঘণ্টুতে অন্তরিক্ষ পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। আপগানিস্থান অন্তরিক্ষের এক দেশ হইলেও উহা ভারতের অধিকৃত হইয়া ভারতসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তাই পৌরাণিকেরা আফগানিস্থানকে ভারতের পশ্চিম সীমা না বলিয়া যবনদেশ পারস্যকেই পশ্চিম সীমান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এবং উহা যদুবংশীয় শকুনী-ভগিনী গান্ধারী, মহর্ষি পাণিনি ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কম্বোজগণদ্বারাই সতত অধ্যুষিত ছিল। সুতরাং ভারতের তুর্ব্বশুসন্তান যবন ও কম্বোজগণের সমবায়-সমুত্থ গ্রীক ও লাটিনেরা নির্ব্যূঢ় ভারতসন্তানই বটেন। মহামতি Neibuhr সাহেবও বলিয়া গিয়াছেন যে "রোম" কথাটী লাটিন ভাষার নহে।

'That Rome,' writes Neibuhr, 'was not a Latin name.'

India in Greece.

তবে উহা কোন্ ভাষা ? উহা ভাস্করাচার্য্যের ভুবনকোষধৃত রোমক-পত্তন, সুতরাং সংস্কৃতভাষা। আমরা ঐরূপেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে, ভারতের ব্রাত্যক্ষত্রিয় কিরাত জাতিই ইউরোপের স্পেন, পর্টুগাল, ফ্রেঞ্চ, আইরিশ ও অষ্ট্রীয়গণের প্রধান উপাদান। সংস্কৃত কিরাত ও কৈরাতিক শব্দহইতেই প্রতীচ্য Kelt ও Keltic শব্দ ব্যুৎপাদিত। তাঁহারা কেহই বাল্‌টিকবেলার ক্লিন্নভূমিপ্রভব ভুইফোড় বস্তু নহেন।

ঐরূপ ভারতের শকসূনু ও শর্ম্মন্ যাইয়া ইউরোপের শাকসন ও জর্ম্মাণ জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং এই লো-জার্ম্মাণ ও শাকসন জাতি

হইতেই ইংরাজ জাতি সমাগত, সুতরাং বালটিকবেলা কি প্রকারে, এহেন ইউরোপীয়গণের আদি জন্মভূমি হইতে পারে? অবশ্য জর্ম্মাণ ও শাকসনজাতির কতকগুলি লোক ইংলণ্ডপ্রভৃতি স্থানে প্রবেশের পূর্ব্বে কিয়ৎকাল বালটিক বেলায় যাযাবরভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেই সেই অর্ব্বাচীন বালটিকবেলা কি প্রকারে জগতের সমগ্র নরনারীর আদি পিতৃভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইবে? পোকক‌ও বলিতেছেন যে—য়ুরোপের শাক্‌সনগণ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান।

With these warlike pilgrims on their journey to the Far West,—bands as enterprising as the race of Anglo-Saxons, the descendants, in fact, of some of these very *Sakas* of Northern India. Page 29.

অর্থাৎ এই রণদুর্ম্মদ যাত্রিগণ যাইতে যাইতে অতি সুদূর পশ্চিমে যাইয়া উপস্থিত হইয়া একটি সাহসী এঙ্গলো শাকসন জাতির সৃজন করেন। উঁহারা উত্তর ভারতের শকজাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পোকক স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

The *Aswamedha* was practised on the Ganges and Sarjoo by the Solar Princes, twelve hundred years before Christ * * when the rocks of Scandinavia and the shores of the Baltic, were yet untrodden by man. Page 51—52.

অর্থাৎ যে সময়ে গঙ্গা ও সরযূ নদীর তীরদেশে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে (বস্তুতঃ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন আমাদিগের ইউরোপের স্কেণ্ডিনেভিয়ার পর্ব্বতসঙ্কুল বন্ধুর ভূমিখণ্ড কিংবা বালটিক সাগরের বেলাভূমি, মনুষ্যের পদচিহ্নদ্বারাও অঙ্কিত হইয়াছিল না।

সুতরাং এহেন অজাতশ্মশ্রু বাল্‌টিকবেলা জগতের আদি পিতৃভূমিত্বের দাবি করিতে পারে কিনা, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখুন। অবশ্য বেলজিয়ম ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও বালটিকবেলার নিম্নদেশে বহু প্রাচীনতম যুগের জীবকঙ্কাল সকল দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যদি প্রতীচ্যগণ উপযুক্ত খননযন্ত্রের সাহায্যে মধ্যে এসিয়ার উচ্চভূমিসমূহের বহু নিম্নতল পর্য্যন্ত খনন করিয়া

দেখিবার শক্তি লাভ করিতেন ও খনন করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এমন সকল অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব জীবকঙ্কাল ও লৌহবর্ম্মের লৌহখণ্ড সকল দেখিতে পাইতেন, যাহাতে তাঁহারা বিস্ময়ে বিহ্বল ও স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সম্প্রতি এক সাহেব মঙ্গলিয়া অঞ্চলে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত বহু অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় ক্ষোদিত লিপি সংযুক্ত কতিপয় প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, খনন করিলে যে তথায় জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম জীবকঙ্কাল সমূহও পাওয়া যাইবে, ইহাও ধ্রুব সত্য। ফলতঃ কি বালটিকবেলা, কি ভল্গানদীর সৈকত ভূমি, ইহার একটিও পবিত্র আদি সূতিকাগার নহে। যদি বালটিকবেলা বা ইউরোপের অন্য কোনও ভূখণ্ড মানবের আদি জন্মভূমি হইত, তাহা হইলে ভারতবিদ্বেষ্টা ওয়েবরপ্রভৃতি পাশ্চাত্যকোবিদগণ কি প্রাণান্তেও মধ্য এশিয়াকে আদি নিকেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন?

চতুর্থাধ্যায়

মিশর পিতৃভূমি নহে

অতঃপর আমরা মিশরের কথা বলিব। পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি কতিপয় ভারতীয় যুবকেরও অভিমত ইহাই যে, পৃথিবীর মধ্যে মিশরদেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। হিন্দুর বেদের বয়ঃক্রম চৌত্রিশ শত বৎসরের অধিক নহে, পক্ষান্তরে মিশরের হাইরোগ্লিফিকলিপিপাঠে জানা গিয়াছে যে উহার বয়ঃক্রম সাড়ে পাঁচ হাজার কি ছয় হাজার অথবা বিশ হাজার বৎসর। সুতরাং এহেন প্রাচীনতম মিশরদেশই মানবের আদি জন্মভূমি।

আমরা এই সকল অরণ্যরোদনে কাণ না দিলেই পারিতাম, কিন্তু এরূপ বহুলোক আছেন, যাঁহারা সোণা অপেক্ষা সীসার কদর বেশী করিয়া থাকেন। "একথার উত্তর নাই," ইহা ভাবাও মানুষের পক্ষে বিচিত্র নহে, তাই অর্ব্বাচীন মিশরের পিতৃভূমিত্বনিরাসজন্য দুচার কথা বলিতে হইল।

বেদের বয়ঃক্রম কত, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে সপ্রমাণ করিয়াছি· আমরা ভারতে প্রবেশ করিবার বহু পূর্ব্বেই স্বর্গে সামবেদের প্রণয়ন হইয়াছিল, বেদ তিন যুগ ধরিয়া প্রণীত। আমরা সামগান করিতে করিতে ভারতে প্রবেশের পর যে সকল মন্ত্রের প্রণয়ন করি, তাহারই সমবায়সমুখ পদার্থের নাম ঋক্ ও অথর্ব্ববেদ। সামবেদের বয়ঃক্রম লক্ষবৎসরের ন্যূন হইবে না, ঋগ্বেদের বয়ঃক্রমও প্রায় পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগকর্ত্তা ঋষিদিগের মধ্যে অষ্টাবিংশতম ব্যক্তি। আমাদিগের পঞ্জিকা ও পুরাণাদির গণনানুসারে সেই শেষ বেদব্যাসের বয়ঃক্রমই পাচহাজার একাদশ বৎসর। তিনি কলিযুগের প্রারম্ভকালের ব্যক্তি, সুতরাং আর গোটা তিনটা যুগের পরিমাণ যথাক্রমে যদি ৬০, ৩০ বা ১৫ হাজার বৎসরও হয়, তাহা হইলে স্বর্গের সভ্যতার যুগের বয়ঃক্রম মিশরের বয়ঃক্রমের কতগুণ অধিক তাহা ভাবিয়া দেখ। তৎপর মানবসৃষ্টির যুগ, বর্ব্বর মানবের অন্ধতামস যুগ, ভাষা ও কবিত্ববিকাশের যুগসমূহের সমষ্টি করিলে যদি তোমাকে অন্ততঃ সমষ্টিফল লক্ষ বৎসরও মনে করিতে হয়, তাহাহইলে মিশর তখন কোথায় পড়িয়া থাকে? পাশ্চাত্যগণই এখন রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কারের পর বলিতেছেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি অন্ততঃ দশকোটি বৎসর হইয়াছে। এখন যদি মনুষ্যসৃষ্টির বয়ঃক্রম এককোটি বা অন্ততঃ একলক্ষ বৎসরও কল্পনা কর, তাহা হইলে মিশরের দাবিময় খরচাই ডিশমিশ হইবে কি না?

ফলতঃ আফ্রিকা অতি আধুনিক মহাদেশ, উহার অভ্যন্তরভাগ অদ্যাপি মনুষ্যবাসের উপযুক্ততা লাভ করে নাই, বেদে বিবৃত আছে যে, আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান এবং ভারতবর্ষ প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় স্থানীয়। সমগ্র আশিয়া স্থলে পরিণত হইলে উহার বহুকাল পরে মিশর স্থলে পরিণত হয়। এখানেও জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ ভারতের আর্য্যগণ যাইয়া সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং উহা মানবের আদি

জন্মভূমি হইতে পারে না। বেদাদি কোন গ্রন্থেই আফ্রিকার নাম উল্লিখিত হয় নাই, সুতরাং উহা আদি সভ্যতার বহুকাল পরে স্থলে পরিণত হইয়াছিল। তৎপর আদি পিতৃভূমিহইতে কতকগুলি কৃষ্ণম্লেচ্ছ বর্ব্বর যাইয়া উহাতে সর্ব্বাদৌ গৃহপ্রতিষ্ঠা করে, তাহারাই জগতে কাফ্রী বলিয়া সুবিদিত। ভারতের আর্য্যগণও যে মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তৎসমর্থক কতকগুলি প্রমাণের সমাহার করিব। পোকক বলিতেছেন যে—

I must beg the reader to bear in mind the distinct assertion which I have already made, of the National unity of Egyptians, Greeks, and Indians.—Page 122.

অর্থাৎ আমি ভারতবর্ষ, ঈজিপ্ট ও গ্রীশদেশবাসিগণের সমতাবিষয়ে যে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হইয়াছি, পাঠকগণকে সে বিষয়ে মন দিতে বলিতেছি। কেন? কেন প্রকৃত ইউরোপিয়ান পোককের মনেও এই ভাবের উদয় হইল? যেহেতু তিনি সত্যভীরু, সত্যবাদী ও সত্যান্বেষী, তিনি পুনরায় বলিতেছেন যে—

This fact distinctly recognised, and surveyed without prejudice, even so far as to accept Hellenic authorities, when speaking of the colonisations from Egypt and Phœnicia, will prepare the mind for the reception of much valuable, but often rejected history.—Page 122.

অর্থাৎ ঈজিপ্ট ও ফিনিশিয়া হইতে লোক যাইয়া যখন গ্রীশের হেলেনিক জাতি গঠিত করিয়াছিল, এবং ঈজিপ্ট ও গ্রীক্ জাতির সহিত যখন ভারতীয় হিন্দুগণের সম্পূর্ণ সমতা রহিয়াছে, তখন ঈজিপ্টবাসীরা যে ভারতসন্তান তাহাতে আর সন্দেহমাত্রই নাই। "ঐতিহাসিকেরা ইহা তুচ্ছজ্ঞানে গ্রাহ্য করিতে না পারেন, কিন্তু আমি ইহা সত্য বলিয়াই মনে করি। বলিতে পার ভারত ও ঈজিপ্টে কি সমতা আছে? পোকক বলিতেছেন যে—

The prevalence of the Solar tribes in Egypt, Palestine, Peru and Rome, will be evident in the course of the following rapid survey.—Page 162.

অর্থাৎ আমরা নিম্নে যে সকল কথা বলিব, তাহাতে ইহাই সপ্রমাণ হইবে যে ইজিপ্ট, পেলেষ্টাইন, পেরু ও রোমে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পোকক বলিতেছেন যে—

The reader will not readily forget the renowned "City of the Sun," "Helispolis," nor Menes, the first Egyptian king of

the race of the Sun, the Menu Vaivaswata, or patriarch of the Solar race, nor his statue, that of "The great Menoo", whose voice was said to salute the rising sun.—Page 178.

এতদ্দ্বারা জানা গেল যে, মিশরের রাজারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া প্রখ্যাপিত করিতেন এবং তাঁহারা আমাদের ভারতের আদিরাজ বৈবস্বত মনুকেই আপনাদিগের আদিপুরুষ ও আদিরাজ বলিয়া জানিতেন ও মিশরে তাঁহার এক প্রস্তর বা ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তিও স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐরূপ মিশরের রাজা Rameses এর নাম হইতেও জানা যায় যে উক্ত নামটি আমাদিগের রামের নামের অনুকরণে রক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং এতদ্দ্বারা বেশ জানা যাইতেছে যে, মিশরে যে ভারতের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সমবায়দ্বারা উপনিবেশ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যদাহ পোকক:—

For Rome, Egypt-like, was colonised by a conflux of the Solar as well as Lunar Race.—Page 180.

কেবল ইহাই নহে, আফ্রিকার নদনদী ও পর্ব্বতাদির নামও ভারতের অনুকরণে রক্ষিত হইয়াছিল। যেমন নীলহইতে নাইল নদ, 'পুরীমঠ'হইতে Pyramid প্রভৃতি ব্যুৎপাদিত। মিশরের পুরোহিতগণ Piromis নামে কথিত হইতেন, উহাও সংস্কৃত 'পরমেশ' শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আচ্ছা মৈশরগণ যে ভারত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? পোকক বলিতেছেন যে—

Philostratus introduces the Brahmin Iarchus, stating to his auditor, that the Ethiopians were originally an Indian race, compelled to leave India, for the impurity contracted by slaying a certain monarch, to whom they owed allegiance.
Page—205.

ফাইলোষ্ট্রাস বলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ আচার্য্য (Iarchus) তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন যে—

আফ্রিকার ইথীওপিয়ান অর্থাৎ ইথীওপিয়া (মিশরের দক্ষিণস্থ) দেশবাসী লোকেরা মূলতঃ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। তাঁহারা তাঁহাদিগের কোনও সম্রাট্‌কে সমুচিত রাজভক্তি প্রদর্শনের বিনিময়ে তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট উপায়ে হত্যা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

আমাদিগের মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণাদি বহু শাস্ত্রেও এই কথাগুলি বিবৃত রহিয়াছে যে, শক, যবন কম্বোজ, হৈহয় ও তালজঙ্ঘপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ অযোধ্যারাজ বাহুকে রাজ্যচ্যুত করিলে তিনি সগর্ভা পত্নীসহ অরণ্যে যাইয়া ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমসন্নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজ্যনাশঘটিত মনস্তাপ ও বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি তথায়ই উপরত হয়েন, তৎপর তৎপুত্র সগর উক্ত শক, যবনকম্বোজাদি ক্ষত্রিয়গণকে ধর্ম্মভ্রষ্ট, মুণ্ডিতশিরস্ক, মুক্তকচ্ছ ও অর্দ্ধশিরো মুণ্ডনাদি দ্বারা লাঞ্ছিত ও দেশনির্ব্বাসিত করেন, তাহাতেই তাঁহারা তুরুস্ক, আরব, মিশর ও ইউরোপে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হয়েন। সুতরাং ফাইলোষ্ট্রাটস ও পোককের উক্তির কোন অংশই অলীক বা অতিরঞ্জিত কিংবা অবিশ্বাস্য নহে। তবে শকাদিই যে রাজাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা সত্যও না হইতে পারে। যাহাহউক এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ইথীওপিয়গণ আফ্রিকার আদিমনিবাসী নহেন, কাফ্রী ও তাঁহারা আফ্রিকার ঔপনিবেশিক, সুতরাং উপনিবেশভূমি উক্ত আফ্রিকা বা মিশরও মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। পোকক তৎপরই বলিতেছেন যে—

An Egyptian is made to remark that he had heard from his father, that the Indians were the wisest of men, and that the Ethiopians, a colony of the Indians, preserved the wisdom and usages of their fathers, and acknowledged their ancient origin. We find the same assertion made at a later period, in the third century, by Julius Africanus, from whom it has been preserved by Eusebeus and Syncellus ; thus Eusebeus states, that the Ethiopians. emigrating from the river Indus, settled in the vicinity of Egypt.—Page 205.

প্রত্যেক মিশরবাসীই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, তিনি তাঁহার পিতামহের নিকট ইহা শুনিয়াছেন যে, ভারতবাসী লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন। এবং ইথিওপিয়ানগণ উক্ত ভারতীয় ঔপনিবেশিক ও তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণের জ্ঞান ও আচার ব্যবহারই অদ্যাপি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং ভারতবর্ষকেই তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরাও দেখিতে পাইতেছি যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয়

শতাব্দীতেও জুলিয়স এফ্রিকানুস ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং ইউসেবিউস ও সীনছেলসও উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। ইউসেবিউস বলিয়াছেন যে ইথীওপিওগণ সিন্ধুনদের বেলাভূমি হইতে ঈজিপ্টের নিকটে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন।

মিঃ মরে (Muray) তাঁহার ইজিপ্টের হেণ্ডবুকনামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

"Behind the temple of Venus", says Strabo, "is the Chapel of Isis ;" and this observation agrees remarkably well with the size and position of the small temple of that goddes ; consisting as it does, merely of 1 central and 2 lateral adyta and a transverse chamber or corridor in front ; * * It is in this temple that the cow is figured, before which the Sepoys are said to have prostrated themselves when our Indian army landed in Egypt. Much have been thought of this ; but the accidental worship of the same animal in Egypt and India is not sufficient to prove any direct connection between the two religions. Page 316.

মিশরদেশে "আইছিছ" নামে এক দেবতা আছে, উহার সম্মুখে একটী গাভীর মূর্ত্তি বিরাজমান। যে সকল ভারতীয় সিপাই সৈন্ত আরবীপাশার যুদ্ধে মিশরে গিয়াছিল তাহারা সেই আইছিছের মন্দিরের নিকট যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে লাগিল। কেন ভারতবর্ষ ও মিশরে গাভী ও উক্ত দেবতার অর্চ্চনাবিষয়ে এই সমতা ঘটিল ? ইহা কি কাকতালীয়বৎ হঠাৎই ঘটিয়াছে ? না তাহা কখনই নহে। নিশ্চিতই প্রতীতি হইতেছে যে এই উভয় দেশবাসীদিগের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ সংস্রব ছিল।

সে প্রত্যক্ষ সংস্রব কি ? আমরা পূর্ব্বেই পোককের গ্রন্থহইতে দেখাইয়াছি যে মিশরবাসীরা ভারতবর্ষকে আপনাদের পূর্ব্বনিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সাগর-সন্তাড়িত শক, যবন, কম্বোজ ও তালজঙ্ঘ-প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দিগের কেহ কেহ যে মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিধামাত্রও নাই। মিশরের এই আইছিছ দেবতা আমাদের বৃষভধ্বজ ঈশঃ

(ঈশস্) অর্থাৎ শিব ভিন্ন আর কেহই নহেন। একদল ভারতীয় শিবোপাসক যে মিশরে যাইয়া এই ভারতীয় তান্ত্রিক দেবপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা যেন ধ্রুবই।

কেবল ইহাই নহে, ঈজিপ্টের "মিশর" নামও আমরা ভারতগন্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অভিলাষী। উহা সংস্কৃত "মিশ্র" শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেরূপ শকসূনুদিগের সহিত কতকগুলি শর্ম্মন্ (গুরুপুরোহিত) ইউরোপে গিয়াছিলেন, তদ্রূপ সগর-লাঞ্ছিত ভারতসন্তানদিগের সহিত কতকগুলি চিকিৎসাব্যবসায়ী মিশ্রব্রাহ্মণও আফ্রিকায় যাইয়া থাকিবেন তাঁহাদিগের "মিশ্র" নাম হইতে তদধ্যুষিত জনপদের মিশ্র বা মিশর নাম হওয়া অসম্ভব নহে। মরে সাহেব বলিতেছেন যে—

The hatred of the Tentyritis for the crocodile was the cause of serious disputes with the inhabitants of Ombos, where it was particularly worshipped ; and the unpardonable affront of killing and eating the godlike animal was resented by the Ombites with all the rage of a sectarian feud.—P. 318.

কায়রো দেশের নিকটে "অম্বোস" নামে একটী জনপদ আছে। উহার অধিবাসীদিগের নাম "অমবাইট"। তাহারা কুম্ভীরদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। পক্ষান্তরে টেণ্টিরাইটগণ কুম্ভীরভোজী। তজ্জন্য এই উভয় জাতির মধ্যে চিরবিদ্বেষ বিরাজমান। মরে স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Between 2 and 3 miles to the east of Seuwah is the temple of Amun. now called Om Baydah. Page 231.

শিউয়ানগরের দুই তিন মাইল পূর্ব্বে আমুন দেবের মন্দির। উক্ত শিউয়া নগর এইক্ষণ ওমবৈড্হা নামে প্রখ্যাত।

আমরা পাঠকগণের নিকট এই বিষয়গুলি উপাস্থাপিত করিয়া ইহাহইতে সত্যোদ্ধার করিতে প্রার্থনা করি। সাহেবেরা এই

Om Baydah

শব্দের অনুবাদ "Mother white" করিয়াছেন। ওম—অম্বা ও বয়েড্হা শ্বেত। কিন্তু যদি কেহ অম্বোস্ ও ওমবৈড্হা নগর এবং আম্বাইট জাতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন, তবে কি তাঁহারা ইহাদের সহিত ভারতীয় অম্বষ্ঠদেশ

ও অম্বষ্ঠজাতির কোনও সমতা স্বীকার করিতে আকৃষ্ট হইবেন না? শিউয়া শব্দও কি শৈব শব্দের অপভ্রংশ নহে? মরে স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Near Balla's should be the site of Contra Coptos. Kobet or Koft, the ancient Coptos, is a short distance from the river, on the east bank. The proper orthography, according to Aboolfeda, is Kobt, though the natives now call it Koft. In Coptic it was styled Koft, and in the hieroglyphics, Kobthor a name recalling the Cophtor of Scripture. P. 319.

বল্লাসনগরের নিকটে কোপটোস নামে একটী নগর আছে, উহা নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত এবং ইহার অধিবাসীদিগের নাম কোপ্ট। এই কোপ্ট শব্দের নিদান লইয়াও সকলে বিবদমান। অধ্যাপক আবুলফেদারের মতে উহা কেবট সংজ্ঞার বিষয়ীভূত, পক্ষান্তরে তদ্দেশবাসিগণ উহা কোফট বলিয়া থাকেন। আবার কপটিক ভাষাতে উহা কেফ্‌ট বলিয়া বিবৃত। পক্ষান্তরে হাইরোগ্লিফিক লিপিতে উহা কোবতর বলিয়া অভিহিত।

আমরা পূর্ব্বোক্ত অম্বোস, অম্বাইট ও অমবৈড্‌হা এবং এই কোপ্ট শব্দের একত্র সন্নিবেশনিবন্ধন এই কোপ্ট শব্দটী ভারতের "গুপ্ত" শব্দ হইতে উৎপাদিত বলিয়া মনে করিতে চাহি, আমাদিগের এ অনুমান ব্যাহত কি সত্যগন্ধি, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন। প্রাচীনেরা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈদ্য, ধনী, রাজা ও নদী দেখিয়া বাসের উপদেশ করিয়াছেন। আফ্রিকাগত ভারতসন্তানেরাও আপনাদিগের সহিত একদল "গুপ্তোপাধিক" বৈদ্য লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা একাবারেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। মরে স্থলান্তরে লিখিতেছেন যে—

And though, as in Strabo's time, the Myos—Hormos was found to be a more convenient port than Berenice and was frequented by almost all the Indian and Arabian fleets, Coptos still continued to be the seat of commerce. P. 319.

অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও আরবদেশের বাণিজ্য জাহাজ সকল সর্ব্বদা মাইওস-নামক বন্দরে যাতায়াত করিত। কপ্টনগর এখনও বাণিজ্যবন্দর বলিয়া পরিচিত।

সুতরাং কেন এই বিতর্ক করা যাউক না যে ভারতবাসীরা কখনও মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন নাই, পরন্তু তাঁহারা কেবল সময়ে সময়ে বাণিজ্যোপলক্ষেই তথায় যাইতেন, তাহাতেই ভারতীয় দেবদেবী তথায় প্রতিষ্ঠাপিত ও উপাসিত হইয়াছে ?

না এরূপ হইলে সমগ্র মিশরপ্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম্ম ও আচারব্যবহার, অপিচ দৈহিক সমতা এত বিস্তৃতভাবে প্রসৃত হইতে পারিত না। মিশরবাসীরাও বলিতেন না যে আমরা ভারতের পূর্ব্বাধিবাসী, ইহা আমাদের বাপদাদার নিকট শুনিয়া আসিতেছি। সার উইলিয়াম জোন্স সাহেব তাঁহার এশিয়াটিক সোসাইটীর রিপোর্টেও বলিয়াছেন যে মিশরদেশ ভারতীয় আর্য্যগণদ্বারা উপনিবেশিত। অবশ্য মিশরের হাইরোগ্লিফিক লিপি পাঠকেরা মিশরের বয়ঃক্রম খৃষ্টপূর্ব্ব ৬।৭ হাজার বৎসর কি ততোঽধিক বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের তাম্রফলক ও পার্শীগণের জেন্দাভস্তার পাঠোদ্ধার যেরূপ অদ্যাপি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তদ্রূপ মিশরের উক্ত লিপিপাঠও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে একই লিপির পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া কেহ মিশরের বয়স খৃষ্টপূর্ব্ব ২০ হাজার, কেহ ৬।৭ হাজার বৎসর, কেহ ৪।৫ হাজার, কেহ ৩।৪ হাজার ও কেহ কেহ বা দুই হাজার বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। ধরিয়া লও মিশরের বয়স যেন খৃষ্টপূর্ব্ব ২০।২২ হাজার বৎসরই বটে, কিন্তু যখন উহা তান্ত্রিকযুগের ভারতীয়গণের উপনিবেশ ভূমি, তখন মিশরের ঐরূপ বয়ঃক্রম হইলেও উহা যে জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ বর্ষীয়সী ভারতভূমিহইতে কত অবরজবয়াঃ তাহা ভাবনারও অতীত পদার্থ। অতঃপরও যদি কেহ ভারতহইতে মিশরের প্রাচীনত্বের দাবি করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা

তিষ্ঠ নিঃশস্ত যামঃ

বলিয়া দূর হইতেই তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদের দেশ মঙ্গোলিয়া ও জগতের দ্বিতীয় গ্রন্থ ঋগবেদের দেশ ভারতবর্ষহইতে কি আর কোনও জনপদ প্রাচীন হইতে পারে ?

পঞ্চমাধ্যায়

মিডিয়া পিতৃভূমি নহে

আমরা অতঃপর Medea বা Harar আদিজন্মভূমিত্বের কথা ভাবিয়া দেখিব। বাইবেলবিনোদী ,পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার Aryan Witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

"And thus in our search for the original Aryan home, we already find unmistakable vestiges in Central and Western Asia which cannot fail to place us on the right track. P. 68.

অর্থাৎ আমরা এইরূপে মানবের আদিজন্মভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে আশিয়ার পশ্চিম ও মধ্যভূমিখণ্ডে উহার অবস্থান বিন্দু দেখিতে পাইতেছি, যাহা প্রকৃতই ভ্রান্তিপরিশূন্য।

কিন্তু আমরা পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই দৃঢ়তাতেও সহানুভূতি বা আস্থা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না। এসিরীয়ায় বলাসুরের বাড়ী ছিল, দেবশুনী (কুকুরাখ্য নরশ্রেণী) সরমা তথায় অঙ্গিরাদিগের অপহৃত গরুর অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন,কিন্তু তাহা সত্য হইলেও ঐদিগের কোনও প্রতীচ্য আশিয়াঠিক ভূখণ্ড যে মানবের আদি জন্মভূমি নহে, তাহা বেদবাদবৎ ধ্রুবই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পরই বলিতেছেন যে—

Considering that India, which, long before its time, had become the most important of Aryan countries, was ignored in the East, and that Media which, as we shall see afterwards, was the original seat of the Aryan family, was excluded in the West, the word Aryana used by the geographers must have been meant distinctively for Irania or "Iran," though Persia itself seems to have been put out of the enclosure. P.—15.

আমারা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কথাগুলির মধ্যেও কোনও সত্যের সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না। ভৌগোলিকেরা যদি পারস্যের উত্তরভাগকে ইরাণ বা এরিয়ানা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি দেখা যায় না। উহার ঐ নামের ব্যুৎপত্তি ও উহার অর্ব্বাচীনত্বের কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি ও যথাসময়ে আরও বলিব। কিন্তু পার্শী বা অসুরগণের Aryana vaejo কথার "এরিয়ানা" ভাগ লইয়া যদি কোনও কথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিব পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উহার অনুবর্ত্তন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। কেন না পার্শীদিগের জেন্দাভেস্তাতে ঐরূপ কোনও শব্দ নাই, উহাতে ছিল "Aryanam vaejo" এবং উহার অর্থও স্বতন্ত্র। পরন্তু উক্ত Aryanam vaejo কথার দ্বারা যে স্থানের প্রকৃত অববোধ হইয়া থাকে, সেস্থানও প্রকৃত পিতৃভূমি নহে, পরন্তু উহাও কেবলমাত্র আর্য্যগণের আদি অধ্যুষিত স্থান পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। আর Media নামক কোনও স্থানের কথা পূর্ব্বদেশ ভারতাদিতে অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ভারতবাসীরা আদি প্রত্নৌকঃ পিতৃভূমির কথা অনবগত ছিলেন না। এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বলিতেছেন যে—

The Brahmins were desirous of considering themselves as dead to the Iranians, and the Iranians to themselves. Hence they formally recorded nothing about the ancient exploits or adventures of their forefathers in Central Asia.

P.—40.

ব্রাহ্মণেরা পার্শীদিগহইতে আপনাদিগকে ও পার্শীরা ব্রাহ্মণদিগহইতে আপনাদিগকে মৃত বা নিঃসম্পর্ক ভাবিতেন। তাই তাঁহারা মধ্য এসিয়াতে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ যে সকল বীরত্ব বা অভিযানের কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

কিন্তু ইহা ঠিক প্রকৃত কথা নহে। তাঁহারা সেই প্রাচীনতম যুগে যাহা সম্ভবপর তাহা বেদমন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ঐ সকল মন্ত্রের অধিকাংশই রাষ্ট্রবিপ্লবে, গৃহদাহে বা কীটদংশনাদিনিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহারও প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত না হওয়াতে আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহেরা এই আদি পিতৃভূমির কথা যে প্রকৃতই লিপিবদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছিলেন, তাহা অর্ব্বাচীন যুগের আমরা জানিতে অসমর্থ হইয়াছি। অধ্যাপক কুর্জন প্রভৃতিও নিরপরাধ ঋষিদিগের স্কন্ধে এইরূপ বৃথা দোষ চাপাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঋষিগণ বেদে ও পার্শীরা জেন্দাভস্তাতে আদি জন্মভূমির কথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বা সাহেবেরা কেন বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়াও এরূপ দোষারোপ করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর বলিতেছেন যে—

We think sufficient traces of Aryan connection have been discovered in the West of Asia to encourage us to persevere in the inquiry after the original settelment of our ancestors in that directon, and this will be our business in the next chapter. P. 77.

কিন্তু আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে এমন একটী প্রমাণেরও অবতারণা দেখিতে পাইলাম না, যাহাতে এসিয়ার কোনও প্রতীচ্য ভূখণ্ড পিতৃ-ভূমি বলিয়া কল্পনায়ও আসিতে পারে। তবে পশ্চিমএসিয়া ও আফ্রিকা এবং ইউরোপের সর্ব্বত্রই ভারতীয় আর্য্যগণ যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সকলদিকে কেন আর্য্যচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে না? কিন্তু তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে উহারাই পিতৃভূমি। ইরাণ (এরিয়া), অর্জরম ও আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের নাম ত আর্য্যশব্দহইতেই উৎপাদিত ও ব্যুৎপাদিত? তাহা ঠিক, কিন্তু তাহাহইলে ত আর্য্যাবর্ত্তসনাথ ভারতবর্ষকেও পিতৃভূমি মনে করা অধিক সঙ্গত হইতে পারে? ইহারা প্রত্যেকেই বা কেন সে দাবি করিতে পশ্চাৎপদ হইবে? ফলতঃ ভারতের এই আগন্তুকেরা ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে যে আর্য্যনামধারী ছিলেন না, তখন যে তাঁহারা দেবোপনামা ছিলেন, ইহা জানা থাকিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "এরা" শব্দ লইয়া এত হাঙ্গামা করিতেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Bochart proves by a learned dissertation that Media was called Ara or Aria from Hara, a place where the Assyrian Kings Pul and Tiglathpilnesar had banished the Reubenites, the Gadites, and half the tribe of Manasseh. "Hara," he says, "Stands in 1 Chron. V. 26 for Media in Ezra. Omitting

the aspirate, Jerome reads it Ara. Indeed by the Greeks also, Media is called Aria, and the Medes, Arians" P. 85.

আমরা ইহা পাঠ করিয়াও মিডিয়ার পিতৃভূমিত্বের অনুকূলে মত গঠিত করিতে পারিলাম না। বোচার্টসাহেব যে কি পাণ্ডিত্য বা কি হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক মিডিয়ার পিতৃভূমিত্ব সমর্থিত করিলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। পূর্ব্ববাঙ্গলার লোক ও হিব্রুরা হরিকে "অরি" বলিয়া থাকেন, ইহাতে এই "অরি" অর্থ যেমন শত্রু হইতে পারে না, তদ্রূপ যদি কেহ হেরাকে এরা বলিয়া থাকেন, তবে সেই এরাও কখনই আর্য্যার্থসমর্থক হইতে পারে না। পৌসানিয়াস (pausanias) জেনোফন (Xenophon) ও বোচার্ট প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অযৌক্তিক ও প্রমাণশূন্য। ফলতঃ এই 'এরা' শব্দ সংস্কৃত "আর্য্য" শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। ভারতীয় আর্য্য পার্শীরা পারস্যের উত্তরভাগে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করাতেই উহা আর্য্যায়ণ, আইরাণ, ইরাণ বা এরা নামে বিশ্রুত হয়। মিডিয়া এরার ভূতপূর্ব্ব বা আধুনিক নাম। পোকক বলিতেছেন যে—

Aria, whence the modern name of Iran takes its name, as is well known, from the Arii, an ancient Median people. It is a name derived from the Sanskrit Vocable "Arya,"

Indian in Greece. Introduc. P.—8

কিন্তু তথাপি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে—

Here we have a chain of evidence leading us to Media as the original home of the Arians. P. 85.

কিন্তু কোন্ প্রমাণনিবহ যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে Mediaর পিতৃভূমিত্বে নিঃসন্দেহ করিল, আমরা তাহা ভাবিতেও অসমর্থ। পাছে কেহ মনে করেন, আমরা প্রমাণ গোপন করিলাম, একারণ আমরা এখানে বোচার্টের প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

He then cites the passage in Herodotus to which we have already referred. He next cites Pausanias in Corinthiacis de Medea, where he says that Medea went to the region then called Aria and gave to the people thereof the name

of Medea. Apollodorus is then quoted, who says, that Ariania was a country near Cadusia. Xenophon is referred to after this, whose testimony is as remarkable as it is curiously satisfactory. He says, "The Thamnerians of Media are near Cadusia," Now Thamneria is derived from "the man" South, and Aria, meaning the southern Arians. And so Bochart concludes:—"Porro Aria est Hara." P.—85.

বলা বাহুল্য কতকগুলি লোকের নাম ও কতকগুলি অমূলক কথার সমাহার করিলেই তাহা যে কি প্রকারে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে তাহা আমরা অবগত নহি। ফলতঃ মিডিয়া মানবের আদি জন্মভূমি হইলে বাইবেল, কোরাণ, বেদ ও জেন্দঅভেস্তা ইহার নাম লইতে বিস্মৃত হইতেন না। তাহা হইলে বাইবেল East না বলিয়া মিডিয়া বলিতেন। আর পুরাতত্ত্ববিৎ এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবও কথন

from east to west

বলিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতেন না। ফলতঃ প্রকৃত কথা এই যে এই ঈষ্টশব্দ দ্বারা একমাত্র ভারতবর্ষ লক্ষিত হইয়াছিল, কেন না পারস্য, তুরুষ্ক, আরব, আফ্রিকা ও ইউরোপের সভ্যজাতিরা সকলেই ভারতের সভ্যতা ভব্যতা লইয়া ঐ সকল দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই আদি পিতৃলোক হইতে ঐ সকল দেশে গমন করেন নাই। প্রকৃত পিতৃভূমি কোন্ স্থানে? তাহা বেদাদিতে বিশদাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে, আভেস্থা উহার নাম লইয়াও পদার্থগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাইবেলের ইডেনগার্ডেনও কল্পনামহাসাগরের ফেনবুদ্বুদ বিশেষ। আদম ও হবার নামও সংস্কৃত আদিম মনু ও শতরূপার নামের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ষষ্ঠাধ্যায়

ইরাণ পিতৃভূমি নহে

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পারসিকদিগের ইরাণই আদি পিতৃগেহ, কিন্তু মিডিয়ার স্থায় একথার মূলেও কোনও প্রকৃত সত্য বিনিহিত দেখা যায় না। পারসিকেরাও কখন এরূপ কথা মুখেও আনয়ন করেন নাই। লাঙ্গলোইশ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মাত্র বলিয়াছেন যে—

It is my opinion that the Indian colony conducted by Monu, which established itself in Aryavarta, came from the countries which lie to the west of the Indus, and of which the general name was Aria, Ariana, Hiran.

P. 353 Sanskrit Text Book—Vol. II.

কিন্তু এ বিষয়ের সমর্থনজন্য লাঙ্গলোইশ কোনও প্রমাণেরই অবতারণা করেন নাই, ইহা তাঁহার "I thank so" ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার তত্ত্ববিৎ পোকক Dabistan সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে—

That in the earliest times, primitive nations, related by language to each other, had their origin in the common elevated country of Central Asia, and that the Iranians and Indians were once united before their emigration into Iran and India.—Indian in Greece P. 132.

কিন্তু কোনও ব্যক্তিই প্রমাণদ্বারা তাঁহাদিগের এই সকল মতের সমর্থন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কেবল

I think so, He thought so.
and perhaps it may be so.

এই তিনটি আপ্তবাক্যই তাঁহাদিগের একমাত্র সম্বল। যখন ঋগ্বেদ তারস্বরেই বলিতেছেন যে, অসুর বা পার্শীরা ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন আমরা প্রকৃত আপ্তবাক্য বেদ অগ্রাহ্য

করিয়া কি প্রকারে পাশ্চাত্যগণের মুখের কথায় বিশ্বাস করিব? অপিচ যদি মধ্যএশিয়াই পিতৃভূমি হয়, তাহাহইলে ইরাণের পিতৃভূমিত্ব ত আপনা হইতেই নিরাকৃত হইয়া যায়? আর "ইরাণ" শব্দ আর্য্যগন্ধি বলিয়াই যদি উহাকে কেহ পিতৃভূমি বলিতে চাহেন, তাহাহইলে "আয়ার্লাণ্ড" কেই বা পিতৃভূমি মনে করা যাইতে পারিবে না কেন? কেন না উহা আর্য্যদিগের Land বা অনন্তা (ভূমি) বা বাসভূমি? এবং ইরাণ ও আর্য্যাবর্ত্ত. শব্দের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত কথাটি যখন নিঃসন্দেহরূপেই 'আর্য্যনিবাস' অর্থের অভিব্যক্তি করিয়া থাকে, তখন কেন আর্য্যাবর্ত্তকেই পিতৃভূমিত্বের পদে বরণ করিব না? ফলতঃ ইরাণের পিতৃভূমিত্ব সংসিদ্ধিবিষয়ে কোনও যুক্তি বা প্রমাণই বর্ত্তমান নাই। উহার ইরাণ নাম কেন হইল, ইহা তলাইয়া দেখিলে তন্মতাবলম্বীরা কখনই ঐরূপ ব্যাহত মতের অবতারণা করিতেন না। ইরাণের ইরাণ নাম হইল কেন? পণ্ডিতপ্রবর রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিতেছেন যে—

In Asia, ancient Aryan races lived for long centuries in the Punjab. Social and religious differences however soon broke out among these, and divided them into two sections. One secton called their gods by the name of Asura, and abjured animal sacrifices and the use of the unfermented Soma; while the other section called their gods by the name of Deva, and rejoiced in animal food and fermented drink. These differences end in the final separation of these sections. The Asura-worshippers retired into Persia, and were the ancestors of the modern Persians; the Deva-worshippers remained in the Punjab, and where the ancestors of the modern Hindus of Northern India. * P. 2

History of India, 5th Revision.

তাহা হইলেই জানা গেল যে পার্শীগণ ও আমরা ইরাণে একত্র ছিলাম না, তাঁহারা ও আমরা ভারতেই ছিলাম, পরে তাঁহারা ইরাণে চলিয়া যান। এই

* পার্শিগণ আমাদিগের সহিত পঞ্জাব বা ভারতের অন্য কোন স্থানে একত্র ছিলেন ইহা পাশ্চাত্য মত নহে, আমার প্রবন্ধ পাঠ ও আমার সহিত আলাপের পূর্ব্বে দত্তজ মহাশয়েরও এই মত ছিল না।

আর্য্যনামধারী অসুরগণ ভারতহইতে পারস্থে গমন করাতেই উক্ত আর্য্যদিগের অধ্যুষিত 'অয়ন' উক্ত উত্তর পারস্ত 'আর্য্যায়ণ' (আর্য্য + অয়ন = আর্য্যায়ণ) নামের বিষয়ীভূত হয়। সেই আর্য্যায়ণ শব্দই বিকৃত হইয়া আইরাণ ও ক্রমে ইরাণ এবং এরিয়াতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ইরাণ কোনও আদি প্রস্তোকঃ নহে। তবে দত্তজ মহাশয় যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত ঐতিহ্য সম্যক্ বিবৃত হয় নাই। প্রকৃত ঐতিহ্য ইহাই যে আমরা ভারতের বাহিরে অন্ত কোনও স্থানে বা পিতৃভূমিতে আর্য্যনামে বিশেষিত ছিলাম না। আমরা দেবতারা আদি পিতৃভূমিহইতে বিষ্ণু ও অগ্নিপ্রভৃতি দেববৃন্দের সহায়তায় ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের কৃষ্ণত্বক্ আদিম নিবাসিগণের উত্তর প্রভুত্ববিস্তারপূর্ব্বক শোচনীয় অবস্থাপন্ন উহাদিগকে "শূদ্র" ও প্রভু আমাদিগকে "আর্য্য" (Lord) উপাধিতে সমলঙ্কৃত করি।

"অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ।" ৩।১।১০৩ পা

এবং সেই আর্য্যগণের অধ্যুষিত বিন্ধ্যহিমালয়মধ্যবর্ত্তী পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত (আ—সম্যক্ বর্ত্তন্তে অত্র ইতি আবর্ত্তঃ স্থানং, আর্য্যাণাম্ আবর্ত্তঃ বাসস্থানং আর্য্যাবর্ত্তঃ) নামের বিষয়ীভূত হয। ইহাই জগতের আদি আর্য্যনিকেতন ও ইরাণ দ্বিতীয় আর্য্যভূমি। ঐ সময়ে আর্য্যগণ কেবল পঞ্চনদ বা পঞ্জাবের ক্ষুদ্র সীমামধ্যে সংরুদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা সিন্ধু, সরস্বতী ও সরযূনদীর সমুদায় অববাহিকাভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রমে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল। অনন্তর দেববংশীয় সেই আর্য্যগণের মধ্যে একদল অসুরপক্ষপাতী ও অসুরোপাসক এবং অন্যদল পূর্ব্বপুরুষগণোদ্দেশে পিণ্ডদান ও আপনাদিগের জ্ঞাতি ইন্দ্রাদি নরদেবগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে এবং পানভোজনাদি বিষয়েও তাঁহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিয়া উঠিলে উভয় দলের মধ্যে মহাসংঘর্ষ ও সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং সেই সংঘর্ষনিবন্ধনই আর্য্য ও দেববংশীয় অসুরগণ ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। আমরা "অসুর বা পার্শীজাতি" প্রবন্ধে এ বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি।

এই "দেবাসুরযুদ্ধ" প্রথমতঃ দেবগণ (স্বর্গস্থ ও ভারতাগত) সনাথ ইন্দ্র ও ভারতবাসী দেববংশীয় অসুর বৃত্র, বল ও তাঁহাদের অনুচর পণিপ্রভৃতির সহিত হইয়াছিল এবং এই প্রথম যুদ্ধের কারণান্তর সুরাপান। এই প্রথম যুদ্ধে পরাকৃত

হইয়াই অসুরেরা কেহ কেহ তুরুস্কে, কেহ কেহ আমেরিকায় বা পাতালে (শেষাঃ পাতাল মাযযুঃ। চণ্ডী) ও কেহ কেহ বা পারস্যের উত্তর ভাগে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ ইন্দ্রের উপরতির বহু পরে ইন্দ্রোপাসনাপ্রভৃতি লইয়া ঘটিয়াছিল। উহার একপক্ষে শুম্ভ নিশুম্ভ ও পক্ষান্তরে চণ্ডীসনাথ দেবগণ ছিলেন, ইহারও নাম দেবাসুরসংগ্রাম বা দেবীযুদ্ধ। এই যুদ্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভ-প্রভৃতি অসুরনেতৃবৃন্দ নিহত হইয়াছিলেন। মহাবীর মহিষাসুর আমেরিকা-হইতে আসিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভের প্রধানসেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। পারস্য ও তুরুস্কগত অসুরগণের মধ্যে বৃত্র ও তদীয় ভ্রাতা বলাসুর প্রধান ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। বেদের পণিনামক অসুরগণ তুরুস্কের যে স্থানে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা তাঁহাদিগের নামানুসারে Phœnicia নামে প্রখ্যাতি লাভ করে এবং বল প্রভৃতি অসুরগণকর্ত্তৃক অধ্যুষিত অন্য কোনও কোনও ভূখণ্ড অসুরীয় ও আসুরীয় নামে বিশেষিত হয়। কালে উক্ত দুই শব্দের বিকার হইতেই Syria ও Assyria নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলাসুরের সেই এসেরিয়ার নামান্তরই বাবিলন। আর বৃত্রপ্রভৃতি অসুরেরা পারস্যের উত্তরভাগে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলে আর্য্য তাঁহাদিগের অধ্যুষিত উক্ত স্থান 'আর্য্যায়ণ' নামে প্রখ্যাতি লাভ করে। সুতরাং এহেন উপনিবেশভূমি ইরাণ 'আদি জন্মভূমি,' কিংবা অন্ততঃ ভারতবাসিগণেরও ভূতপূর্ব্ব বাসস্থান বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

অবশ্য তোমরা বলিবে যে, অসুর বা পারসিকগণ যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, তাহার প্রমাণ কি? আমরা উপাসনাতে "অসুর বা পার্শীজাতি" প্রকরণে এ বিষয়ে প্রভূত প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছি, এখানেও প্রসঙ্গতঃ কতিপয় প্রমাণের অবতারণা করা গেল।

প্রথম প্রমাণ। তাঁহাদিগের অগ্ন্যুপাসনা ও সোমরস বা হওমা পান।

দ্বিতীয় প্রমাণ। তাঁহাদিগের মধ্যে ভারতীয় চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রথা ও ভারতীয় উপবীতের প্রচলন।

তৃতীয় প্রমাণ।—তাঁহাদিগের জেন্দাভস্তা গ্রন্থে ভারতীয় জনপদসমূহ ও ভারতীয় নদনদীর সমুল্লেখ। অবশ্য তাঁহারা অগ্নির উপাসনা ও সোমপান মধ্যএসিয়া বা অন্য কোনও স্থানসংস্থ পিতৃভূমিহইতেও পারস্যে লইয়া যাইতে

পারেন, কিন্তু যে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও উপবীতধারণের প্রথা ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের আর অন্য কোনও স্থানেই নাই, পিতৃভূমিতেও ছিল না, পারসিকদিগের মধ্যে সেই প্রথাদ্বয়ের অস্তিত্বনিবন্ধনই আমরা তাঁহাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারি না। এখনও তাঁহাদিগের নরনারীগণ কটিদেশে উপবীত বা Sacred thread ধারণ করিয়া থাকেন ও এখনও তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ম্মন্ বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা চত্রী, বৈশ্য বা বাঁশ, শূদ্র বা শুদিন কিংবা শুদ নামে শ্রেণীচতুষ্টয়ের সত্তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা যে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, ইহা নির্ব্যূঢ় সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তাঁহারা কি তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে আমাদিগের ভারতবর্ষের নাম গ্রহণ করিয়াছেন? না তাহা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের আভেস্তায় গো (Gou) নাম বিবৃত রহিয়াছে। ভারতের নাম বহু ছিল। যেমন অজনাভবর্ষ নাভিবর্ষ; হিমাহ্ববর্ষ, পৃথিবী, ভূ, গো ও বসুন্ধরা প্রভৃতি, তন্মধ্যহইতে উঁহারা কেবল 'গো' শব্দের পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই কার্য্যতঃ ভারতের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও ভারতী ও পৃথিবীশব্দের সমাবেশ রহিয়াছে, বেণতনয় পৃথুর নামহইতে পৃথ্বী বা পৃথিবীনাম ব্যুৎপাদিত। ঐরূপ ভরতহইতে ভারত বা ভারতী, নাভিহইতে নাভিবর্ষ, অজনাভহইতে অজনাভবর্ষ, হিমালয়-হইতে হিমাহ্ববর্ষ প্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। খুব সম্ভব, 'ভারতবর্ষাদি' নাম অসুরগণের ভারত ত্যাগের পরে হইয়াছে। জেন্দায় এই সকল নাম না থাকিলেও উহাতে যে সকল ভারতীয় স্থানের নাম রহিয়াছে, তৎপাঠে জেন্দ (হিন্দু শব্দের অপভ্রংশ) জাতিকে ভারতের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী ভিন্ন আর কিছুই ভাবা যাইতে পারে না। আমরা আভেস্তাগ্রন্থহইতে কিয়দংশের সমাহার করিয়া আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিব।

I, 2, (1-4) :—Ahura Mazda spake to the holy Zarathustra :—I formed into an agreeable region that which before was nowhere habitable. Had I not done this, all living things would have poured forth after Aryana Vaejo.

বলবন্তরাও তিলক তাঁহার Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থের ৩৫৭ পৃষ্ঠাতে জেন্দাভেস্তার এই সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—

The paragraphs are marked first according to Darmesteter, and then according to Spiegel by figures within brackets.

অর্থাৎ আমি নিম্নে যে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা ডারমেষ্টেটারের মত, তবে বন্ধনীগত সংখ্যাদ্বারা স্পাইগেলের মতও বিজ্ঞাপিত হইতেছে। আভেস্তায় লিখিত আছে যে—

অহুর মজদা পবিত্র জরাথুস্ত্রকে কহিলেন, আমি একটি মনোজ্ঞ স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, যাহা পূর্ব্বে কোনও স্থানের মনুষ্যগণদ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল না। যদি আমি ইহার সৃষ্টি না করিতাম, তাহা হইলে সমুদয় জীবজন্তু এরিয়ানা ভেইজোর দিকে ধাবিত হইত।

ডর্ম্মেষ্টেটার জেন্দার যে বাক্যটির অনুবাদ poured forth after Aryana Vaejo করিয়াছেন, হাউগ ও স্পাইগেল তাহার অনুবাদ করিয়াছেন departed to Aryana Vaejo, সুতরাং জানা গেল এই এরিয়ানা ভেইজো সেই মনোজ্ঞ আদিসৃষ্টস্থানহইতে স্বতন্ত্র ও অন্য দ্বিতীয় জনপদ। অতএব জেন্দাভস্তার এই "এরিয়ানা ভেইজো" মানবের আদি জন্মভূমি নহে। পরে অনূদিত হইয়াছে।

3. 4. (5-9), :—I, Ahura Mazda, created as the first best region, Aryana Vaejo, of the good creation (or, according to Darmesteter, by the good river Daitya.) There are there ten months of winter, and two of summer. Page 357.

আমি অহুর মজদা এরিয়ানা ভেইজো নামে একটি উত্তম জনপদের সৃষ্টি করিলাম, যাহাতে দৈত্যা নদী প্রবাহিত। আমি যত উত্তম স্থান সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এরিয়ানা ভেইজোই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে বৎসরে দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম।

এই বর্ণনা দৃষ্টে তিলক প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই এই আরিয়ানা ভেইজোকে সুদূর উত্তরে উত্তর মেরুতে লইয়া যাইতে অভিলাষী। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা উচিত ছিল যে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণের ভাষ্য ও বিলাতী সাহেবদিগের অনুবাদ নির্দ্দোষ নহে। নির্দ্দোষ হইলে উপরি উদ্ধৃত স্থলে ডারমেষ্টেটার একই কথার স্বতন্ত্র অনুবাদ করিবেন কেন? যাহা হউক তিলক দশমাস শীতের কথা পাঠ করিয়াই বলিলেন যে—

Shows that the Aryana Vaejo must be located near the North Pole and not to the east of Iran. Page 353.

কিন্তু আমরা তিলকের গ্রন্থহইতেই দেখাইব যে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দের জেন্দাভেস্তার এই দশমাস শীতের কথা প্রমাদসঙ্কুল। তিলকই বলিতেছেন যে—

All the translators again agree in holding that the statement "Seven months of summer are there and five months of winter" is a later insertion. Page 366.

কেন সাহেবেরা দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম ছাড়িয়া আবার সাতমাস গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীতের কথা বলিলেন? যেহেতু জেন্দার পারশীয়ান টীকাকারগণই এই মতের অভিব্যক্তি করেন।

But the Zend commentators have stated that there were seven months of summer and five of winter therein; and this tradition appears to have been equally old. Page 371.

সুতরাং বুঝা গেল যে বৈলাতিক অনুবাদকগণের দোষেই এই ও অন্য সকল গোলযোগ ঘটিয়াছে। উত্তর মেরু বা North poleএ দশমাস শীত, দুইমাস গ্রীষ্ম বা বারমাস শীত বলিলেই হয়, কিন্তু যখন মূলের বচনাবলী তৎসমর্থক নহে, পরন্তু কোনও গ্রীষ্মপ্রধানস্থানসমর্থক, যেখানে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত, তখন সে স্থান সুদূর উত্তরকেন্দ্র বা হিমালয়ের পর পারে হওয়াও সম্ভবপর নহে, ফলতঃ উহা আমাদিগের আর্য্যাবর্ত্তসনাথ এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের নামগন্ধও ত জেন্দাভেস্তাতে নাই? অবশ্যই নাই, কিন্তু এরিয়ানা ভেইজো আছে? উহাই আমাদিগের ভারতের পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। আর জেন্দাভেস্তায় যে "gau" কথাটি আছে, উহাই আমাদের গোরূপধারিণী ভারতবর্ষ। কেন? জেন্দভাষার সমুদয় পণ্ডিতগণই বলিয়া গিয়াছেন যে, "এরিয়ানা ভেইজো আমাদের ইরাণের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।"

The recent scientific discoveries have, however, proved the correctness of the Avestic traditions, and in the light thrown upon the subject by the new materials there is no course left but to reject the erroneous speculations of those Zend scholars that make the Aryana Vaejo the eastern boundary of ancient Iran. Page 379.

অর্থাৎ সম্প্রতি যে বিজ্ঞানসম্মত আবিষ্কার-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে জেন্দাভেস্তার কোনও মূল কথাই পরিত্যক্ত হয় নাই। জেন্দাভেস্তার পণ্ডিতগণ ইহা স্থির করিয়াছেন যে, এরিয়ানা ভেইজো প্রাচীনতম ইরাণের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত।

তথাপি তিলক কেন এমতে দোষারোপ করিতেছেন? নতুবা তাঁহার উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব সংসিদ্ধ হয় না? তিনি এই মতের খণ্ডনজন্য যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে কোনও দৃঢ়ভিত্তিই বিনিহিত নাই, বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা ও যাস্ক এবং উইলিয়ম ওয়ারেণ প্রভৃতির বিকৃত মতই তাঁহাকে কুপথগামী করিয়াছে। তিলকের পথপ্রদর্শক সাহেবরাও ভ্রান্ত? ভ্রান্ত না হইলে অন্যান্য অনুবাদকেরা 'দৈত্যা' নদীর পরিহার করিবেন কেন? কিন্তু ডার্ম্মেষ্টেটার উহা গ্রহণ করিয়া সত্যের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছেন।

এই "দৈত্যা" নদী আমাদিগের 'দৃষদ্বতী' নদী ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদিগের আর্য্যাবর্ত্তে উক্ত দৃষদ্বতী নদী অদ্যাপি প্রবাহিত রহিয়াছে। এবং

Aryana Vaejo, of the good creation, by the good river Daitya. P 357.

তজ্জন্যই আরিয়ানা ভেইজো ও আমাদের আর্য্যাবর্ত্তকে অভিন্ন মনে করাই সমীচীন।

বলিতে পার আর্য্যাবর্ত্ত শব্দ হইতে Ariyana Vaejo কথাটি আসিল কি প্রকারে? মধ্য এসিয়া বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্যভূমির কুত্রাপি "আর্য্য" নামসংস্পৃষ্ট কোনও জনপদের নামই দৃষ্ট হয় না। ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বেও দেবতারা উক্ত "আর্য্য" নামে সমলঙ্কৃত ছিলেন না। সুতরাং উক্ত আরিয়ানা ভেইজো ভারতাগত আর্য্যীভূত দেবগণের পরিচিত বা অধ্যুষিত কোনও স্থান ভিন্ন অন্য কোনও স্থান হইতে পারে না। তৎপর তিলক যে বলিতেছেন যে—

The Aryana Vaejo is the first created happy land, and the name signifies that it was the birth-land (Vaejo-seed. Sans, beeja) of the Aryans (Iranians), or the Paradise of the Iranian race. Page 360.

এরিয়ানা ভেইজো প্রথমসৃষ্ট সুখময় স্থান, ইহার অর্থ ইহাই যে পরমেশ্বর যত ভাল স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এরিয়ানা ভেইজো সর্ব্বপ্রথম (first) স্থান।

পরন্তু উহার অর্থ ইহাই নহে যে, উহা আদি স্থান, তাহা হইলে অহুরমজদা কেন বলিবেন যে আমি প্রথমে একটি মনোজ্ঞ স্থান সৃষ্টি না করিলে জীবজন্তু সকল এরিয়ানা ভেইজোর অনুসরণে ধাবিত হইত? সুতরাং এরিয়ানা ভেইজো জগতের দ্বিতীয় স্থানই বটে, পরন্তু মানবের আদি সূতিকাগার নহে।

তৎপর তিলক Aryana Vaejoর Vaejo কথাটির যে ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশ করিতেছেন, উহা অতীব কষ্টকল্পনাসম্ভূত মাত্র। যথা—

Vaejo = Seed বা বীজ

কিন্তু ইহা ঠিক নহে। উহা সংস্কৃত 'আবর্ত্ত' শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। আর্য্যাণাম্ আবর্ত্তঃ = আর্য্যাবর্ত্তঃ। আ সম্যক্ বর্ত্তন্তে আর্য্যা অত্র = আর্য্যাবর্ত্তঃ। আবর্ত্ত = আবত = বত = বদ = বজ = বেইজ = Vaejo. বলিতে পার এরিয়ানা হইতে "আর্য্যণাং" পাওয়া গেল কি প্রকারে? এখানেও ডার্ম্মেষ্টেটারপ্রভৃতি বৈলাতিক বহু পণ্ডিত জেন্দ আভেস্তার প্রকৃত পাঠ কাটিয়া এই বিকৃত "এরিয়ানা" খাড়া করিয়াছেন। তিলকই বলিতেছেন যে—

The Zend phrase Aryanem Vaejo vanghuyao daityayo, which Darmesteter translated as "the Aryana Vaejo. by the good (vanghuhi) river Daitya. Page 362.

অর্থাৎ জেন্দাভেস্তার প্রকৃত পাঠ "এরিয়ানেম ভেইজো" ভেঙ্ঘুয়াও দৈত্যয়াও ছিল। কিন্তু ডার্ম্মেষ্টেটার উহার অনুবাদে "এরিয়ানা ভেইজো" করেন। তাহা হইলে জানা গেল মূলে ছিল—Aryanem Vaejo?

যাহা "আর্য্যাণাম্‌আবর্ত্তঃ" ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সাহেবেরা এই 'ম' টির কি মূল্য তাহা জানিতে পারিলে ইহার মুণ্ডপাত করিতেন না। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ Bunsen উহার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও উহার অঙ্গচ্ছেদ ঘটান নাই। তিনি প্রকৃত সত্যই সকলের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। যথা—

Bunsen (cited by Bleeck Vol. I, Page—9) thus annotates on 'Aryana Vaejo'—The name of the first country is Aryanem

Vaejo. By this is to be understood the original Aryan home, the paradise of the Iranians. The ruler of this happy land was King Jima, the renowned Jemshid of Iranian legend. Thus Aryana Vaejo becomes altogether a mythical country, the seat of gods and there is neither sickness nor death, frost nor heat, as is the case in the realm of Jima.

Page 14, Aryan Witness.

পণ্ডিত বানসেন বলেন যে প্রথম স্থানের নাম এরিয়ানেম ভেইজো এবং ইহাই মানবের আদি জন্মভূমি এবং ইহা পার্শীদিগের স্বর্গধাম (পরদেশ)। দেবতা যম এই আনন্দজনক জনপদের শাস্তা ছিলেন। তবে এই এরিয়ানা ভেইজো এখন কল্পিত বস্তু বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহা দেবগণের বাসস্থান, এখানে রোগ, মৃত্যু, হিমানী বা গ্রীষ্ম ছিল না।

জেন্দাভেস্তার একজন টীকাকারও "আরিয়ানা ভেইজো"কে কল্পিত বস্তু বলিয়াছেন। কিন্তু এই এরিয়ানা ভেইজো কোনও পৌরাণিককল্পনামহা-সাগরের ফেনবুদ্বুদ নহে। বেদ ও আভেস্তার বার আনা কথাই ঐতিহ্যমূলক, ভাষ্যকার ও অনুবাদকদিগের দোষে আজি জনসাধারণ বহু সত্যকে গন্ধর্ব্বের মায়ানগর বা রাজদ্বারবিশোভী কুষ্মাতঙ্গরূপ অভাব পদার্থে পরিণত করিয়া বসিয়াছেন। ইহা ইরাণীয়গণের প্যারাডাইজ বা স্বর্গভূমি কিংবা ভূতপূর্ব্ব নিবাসভূমি বটে, কিন্তু সমগ্র আর্য্যজাতির আদি পিতৃভূমি নহে, তবে আর্য্যীভূত দেবগণের আদি আর্য্যনিকেতন মাত্র। ইরাণ জগতের দ্বিতীয় আর্য্যনিকেতন। ইরাণীয়দিগের ইহা পরদেশ বা স্বর্গ হইবে কি প্রকারে?

যেমন জাপানীরা এখনও আর্য্যাবর্ত্তসনাথ ভারতবর্ষকে স্বর্গ বলিয়া থাকেন, * ঐরূপ ইরাণীয়গণও ইহাকে স্বর্গ বলিয়া জানিতেন। কেন না, ইহা সপ্তদেবলোকের অন্যতম দেবলোক। যদুক্তং মৎস্যপুরাণে --

* এ কথার সমর্থনজন্য আমরা এখানে হিতবাদীহইতে একজন জাপানপ্রবাসী ভারত-সন্তানের পত্র সমুদ্ধৃত করিব। "জাপানের পত্র"—ভারতবাসী আর দেবতা নয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় প্রচারকগণ জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে জাপানীরা ভারতবর্ষকে চিনে। এবং সেই সময়হইতেই ভারতবাসীদের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ। কিন্তু প্রাচীন সম্বন্ধ লোপ পাইয়া এখন

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ভূলোক—ভরতবর্ষ, ভুবর্লোক—অন্তরিক্ষ বা তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান, স্বর্লোক—তিব্বত, চীনতাতার এবং মঙ্গলিয়া, মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া (চন্দ্রলোক), জনলোক বা বর্ত্তমান চীন, তপোলোক বা বিষ্ণুর বাসস্থান বৈকুণ্ঠ বা মধ্য সাইবিরিয়া, আর সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরু, এই সাতটী দেবলোক বা সপ্ত স্বর্গভূমি। কৃষ্ণযজুঃ আবার দেবলোকের সংখ্যা একুশটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন,

"একবিংশতি বৈ দেবলোকাঃ" ২৮৭ পৃঃ।

সুতরাং সে হিসাবে জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ ভারতবর্ষকে পার্শীয়া Paradise বলিবেন না কেন? আর্য্য তাঁহারা ত এখানহইতেই পারস্যের উত্তরভাগে যাইয়া উহাকে আর্য্যায়ণ বা ইরাণনামে বিশেষিত করেন?

আর্য্যাবর্ত্তে কি যম রাজা ছিলেন? যম না পারলৌকিক নরকের রাজা? হাঁ, বৈবস্বত যম, এই আর্য্যাবর্ত্তসনাথ ভারতবর্ষেরও রাজা ছিলেন, ভৌমস্বর্গ ও ভৌমনরকের রাজত্বও তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। তিনিও আমাদের ন্যায় জননমরণশীল নর ছিলেন, কোনও পারলৌকিক স্বর্গ বা পারলৌকিক নরক নাই, উহা বৃথা বিকৃত জল্পনাকল্পনামাত্র। তিনিও কোনও পারলৌকিক স্বর্গনরকের রাজা বা পাণ্ডা ছিলেন না। কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন যে—

উপামন্ত্রয়ন্ত রাজ্যেন পিতরো যমং
তস্মাৎ যমঃ পিতৃণাং রাজা। ১৫৫ পৃঃ

পিতৃলোকবাসী দেবতারা যমকে রাজপদে বরণ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিলেন, তজ্জন্য যম পিতৃলোকের রাজা হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদও বলিতেছেন যে—

ভিন্নরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে জাপানীরা ভারতকে "তেনজিকু" এবং ভারতবাসীকে "তেনজিকুজিন" বলিত। উহার অর্থ যথাক্রমে স্বর্গ ও স্বর্গবাসী। আমি কোনও একটী বিশেষ শিক্ষিত লোকের নিকট শুনিয়াছি, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এক পল্লীর কোনও একজন লোক একদা এক ভারতবাসীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে আজ আমার জীবন ধন্য হইল। আমার স্বর্গের পথ উন্মুক্ত হইল, আমি স্বচক্ষে আজ দেবতা দেখিলাম। চৈত্র—১৩১২ শাল।

"যত্র বৈবস্বতো রাজা
যত্রাবরোধনং দিবঃ।"

যে দিব্ বা স্বর্গে বিবস্বানের পুত্র যম রাজা ছিলেন ও যে স্বর্গে যমের একটি কারাগৃহ ছিল। কৃষ্ণ যজু স্থানান্তরে বলিতেছেন যে,—

অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মা অবতু।
ইন্দ্রোজ্যেষ্ঠানাং যমঃ পৃথিব্যাঃ॥ ১৯৫ পৃঃ
যাবতী বৈ পৃথিবী তস্যৈ যম আধিপত্যং পরীয়ায়। ২৯২ পৃঃ

অগ্নি, ভূত বা ভুটিয়াগণের অধিপতি, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্র জ্যেষ্ঠগণ ও যম পৃথিবী বা ভারতবর্ষের অধিপতি।

তাহা হইলেই যমকে এরিয়ানা ভেইজো বা আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি বলা আভেস্তার পক্ষে অনুচিত হয় নাই। ঐ সময়ে এদেশ রোগ ও অকালমৃত্যুশূন্য ছিল এবং এদেশে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত থাকাতে ইহাকে তুষার ও গ্রীষ্মহীন বলাও অসঙ্গত হয় নাই। আর কতকটা কবির অতিবাদ বলিয়া ধরিয়া লইলেও চলিতে পারে। ফলতঃ ইরাণীয়গণ যখন বলিতেছেন যে, এরিয়ানা ভেইজো তাঁহাদিগের ইরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী, তথায় দৈত্যা বা দৃষদ্বতী নদী প্রবাহিত সাতমাস গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীত, তখন ইহাকে সুদূর উত্তরে লইয়া যাওয়া ন্যায় বা যুক্তির কার্য্য নহে। কেবল ইহাই নহে, জেন্দ আভেস্তা আরও বলিতেছেন যে,—

I, Ahura Mazda, created as the sixth best region Haroyu, abounding in the houses (or water.)

I, Ahura Mazda, created as the tenth, best region, the fortunate Harahvaiti.

I, Ahura Mazda, created as the fifteenth. best country, Hapta-Hendu.

I, Ahura Mazda, created as the third, best region, Mouru the mighty, the holy.

I, Ahura Mazda, created as the second best region, Gau (plains), in which Sughdha is situated, Thereupon in opposition to it, Angra Mainyu, the death-dealing, created a wasp which is deth to cattle and fields. Page 357—358.

আমরাও ইংরাজী জেন্দাভেস্তার প্রথমেই এই সকল বচনাবলী দেখিয়াছি। এবং মুইর মহোদয়ও তদীয় গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগের ৩৩১।৪০ পৃষ্ঠাতে এই সকল আভেস্তিক মতের সমাহার করিয়াছেন। তবে আমরা অনাবশ্যকবোধে অন্যান্য স্থানের কথা না বলিয়া কেবল উদ্ধৃত কয়েকটি স্থানের ভৌগোলিকতত্ত্ববিষয়ে দু'চার কথা বলিব।

পাশ্চাত্যেরা বলিতে চাহেন যে, প্রাচীন পারসিকগণ এই আরিয়ানা ভেইজোকে Iran Vaejo বলিতেন, কিন্তু আমরা Bunsen সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে জেন্দাভেস্তার প্রকৃতপাঠ Aryanem Vaejó, সুতরাং উহার অর্থ আর্য্যদিগের আবর্ত্ত বা আর্য্যাবর্ত্ত। আভেস্তার হরয়ুকে গ্রীকেরা Areia বলিতেন ও একালের লোকেরা হিরাট বলিয়া থাকেন, ইহাও প্রকৃত সংবাদ নহে। গ্রীকেরা Mediaকেই হেরা বা এরিয়া বলিতেন, আর হরয়ু ও হিরাটে যে কি সাগন্ধ্য বর্ত্তমান, তাহাও ভগবান্‌ই জানেন, ফলতঃ উহা আমাদিগের অযোধ্যার উপকণ্ঠবর্ত্তিনী সরযূনদী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঐরূপ Harahvaiti or Haraquite. Haptahendu, Gau ও Mouru, যথাক্রমে আমাদিগের সরস্বতী, সপ্তসিন্ধু, গৌঃ ও মেরু ভিন্ন আর কিছুই নহে। সিন্ধুনদ ও উহার পঞ্চশাখা প্রভৃতি লইয়া পঞ্চনদভূমি বিরচিত, সুতরাং অভেস্তার এই সপ্তহেন্দু, আমাদের পাঞ্জাবেরই নামান্তর মাত্র। মহামতি Spiegel বলেন যে, In the first Fargard of the Vendidad, verse 73, a country called Hapta Hendus or India, is mentioned which in the Cuniform inscriptions is called Hindus সুতরাং পারসিকগণ ভারতবর্ষকে জানিতেন ইহা ধ্রুবই। আর গ্রীকদিগের goia ও পারসিকদিগের এই gau একই পদার্থ, অর্থাৎ উহাদ্বারা আমাদিগের গোরূপধারিণী পৃথিবী বা ভারতবর্ষই সূচিত হইতেছে। এবং পাশ্চাত্যগণ যে মেরু বা মৌরুকে মার্ভ বলিয়া দাগাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর, উহাও মার্ভহইতে সুদূর উত্তর-পূর্ব্ব সংস্থিত এবং উহা ইলাস্থায়ী বা বর্ত্তমান আল্‌টাই ভিন্ন আর কিছুই নহে। পারসিকগণ কেন মৌরুকে সকল ভূমি অপেক্ষা মহত্তী ও পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাসময়ে বলিব, আমরাও উক্ত মেরুর মহত্ত্ব ও পবিত্রতাবিষয়ে তুল্যভাবে ঐকমত্যমান্। অবশ্য আমরা

পৃথিবী বা গো অর্থাৎ ভারতবর্ষে "Sughdha" নামক জনপদের অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহি, কিন্তু উহা যে স্বাধীনতাভাবের সমরকাণ্ডের সহিত অভিন্ন, তাহার কোন হেতু দেখা যায় না। তবে যে কারণে পবিত্র প্রয়াগ আজি এলাহাবাদ হইয়া গিয়াছে, পবিত্র মথুরা ও পবিত্রতম কাশী এস্লামাবাদ ও মহম্মদাবাদ হইয়া যাইতেছিল, তাদৃশ কোনও শাক্তকারণে ভারতের কোনও প্রসিদ্ধ স্থান 'সুগ্ধা' এই বিকৃতনামে বিশেষিত হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক আমরা যাহা যাহা বলিলাম ও যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহাতে বোধ হয় চেতস্বান্ কেহই এরিয়ানা ভেইজোকে আমাদের আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কেবল আমরা নহি, বহু পাশ্চাত্য-কোবিদকদম্বকও এই মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন—

The name "Aryana Vaejo" of the Zend Avesta they (eminent scholars) refer to Manu's Aryavarta.

Aryan Witness—Page 13.

অর্থাৎ জেন্দাভেস্থার এই আরিয়ানা. ভেইজোকে বহু অধীয়ান সুপণ্ডিত ব্যক্তি মনুর আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাইবেলবিনোদী বন্দনীয় কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পবিত্র সত্য মতের নিরসনজন্য বলিয়া গিয়াছেন যে,—

The one, according to its own authorized interpreter, is an un-geograpical place, the other is definitely placed between the Vindhya and Himalayan ranges * * Ariavarta or Ariades, is a term which was unknown before the age of Manu. The Veda is altogether ignorant of it. Page-13, 14.

অর্থাৎ জেন্দ আভেস্তা গ্রন্থের প্রধান টীকাকারগণ আরিয়ানা ভেইজোকে একটী অভৌগোলিক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত ভূভাগ একটী সুপরিচিত সীমাবদ্ধ স্থান। সুতরাং এতদুভয়ের সমতা হইতে পারে না। আর্য্যাবর্ত্ত কথাটীও আধুনিক, মনুসংহিতাতে উহার নাম বিদ্যমান নাই এবং তৎপূর্ব্বের বেদাদি কোনও গ্রন্থেও উহার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদও এ নামের বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

আমরা আমাদিগের ভাষ্যকারগণকে জানি। বিলাতী অনুবাদকগণও

আমাদিগের অপরিচিত নহেন, সুতরাং আমরা ইরাণীয় টীকাকারগণের কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে অনভিলাষী। তাঁহারা আমাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া টিকাপ্রণয়ন করিলে ঐরূপ অভিমতের অভিব্যক্তি করিতেন না। তৎপর আমাদিগের বৈদিক গ্রন্থগুলির যখন কেবল সামান্য অংশমাত্রের উদ্ধারসাধন ঘটিয়াছে, তখন আমাদিগের ঋগ্বেদে যে আর্য্যাবর্ত্ত শব্দ স্থান পাইয়াছিল না, ইহা দৃঢ়তার সহিত নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। বেদে কি গঙ্গা, যমুনা, শতদ্রু ও বিপাশা-প্রভৃতি নামের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় না? উহারা কি আর্য্যাবর্ত্তেরই নদনদীবিশেষ নহে? দেবতারা ভারতে আসিয়া যে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহাদের সমুল্লেখও কি কোনও বেদে হইয়াছে? পক্ষান্তরে অথর্ব্ববেদে মনুর অযোধ্যার নাম বিবৃত রহিয়াছে।

> অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূঃ অযোধ্যা।
> তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥ ৩১

অথর্ব্ববেদ ২য় খণ্ড, ৭৪২ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ অযোধ্যা দেবনির্ম্মিত পুরী, উহাতে আটটী মহল ও নয়টী দ্বার এবং লৌহময় ধনভাণ্ডার আছে, উহা স্বর্গের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

ফলতঃ যে যে বেদমন্ত্রে আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের নাম বিবৃত ছিল, ঐ সকল মন্ত্র বা মন্ত্রবহুল বেদশাখার বিলোপ ঘটাতে, বেদে উহাদেরও অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক যখন অভেস্তার মতে Ariana Vaejo ইরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও জগতের দ্বিতীয় স্থান (second region) এবং উহা যখন আদি পিতৃগৃহহইতে স্বতন্ত্র বস্তু, তখন কেহ আরিয়ানা ভেইজোকে উত্তর কুরু বা north pole এ লইয়া যাইয়া উহাকে পিতৃভূমিপদে বরণ করিলে তাহা ঠিক হইবে না।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে "মধ্য এশিয়া মানবের আদি জন্মভূমি এবং সে স্থান আমু বা জারজাকটাস নদীর পুলিন দেশ কিংবা বাকট্রিয়া অথবা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের প্রান্তভূমি।"

Many eminent scholars fixed his primitive seat in the vicinity of the Hindukush. Aryan Witness. Page. 13.

Spiegel also takes the same view, and places Ariana Vaejo "in the farthest east of the Iranian plateau, in the region where the Oxus and Jaxartes take their rise.

Arctic Home, Page—361.

কিন্তু তাঁহারা ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণপ্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই ফলতঃ আরিয়ানা ভেইজোই যে আর্য্যাবর্ত্ত ইহা জানিতে পারিলে তাঁহারা এই বৃথা বাক্যব্যয়ে অগ্রসর হইতেন না। ফলতঃ পাশ্চাত্য মনীষিগণ সামান্য দৃষ্টিতে আফগানিস্থানের উত্তরে যতদূর পর্য্যন্ত স্থানে আর্য্যজাতি ও আর্য্যভাষার সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল স্থানকেই আদি-গৃহ বলিতে লোলুপ হইয়াছেন।, কিন্তু তাঁহাদের উল্লিখিত কোনও স্থানই সেই পবিত্র আদি-গৃহ নহে, এতৎসমুদয়ের কোনও একটী ভূখণ্ডও "Central Asia" পদবাচ্য হইতে পারে না। ফলতঃ আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাঁহারা এরূপ ভোমকাণা হইয়া বেড়াইতেন না। Central Asia ও বৈদিক 'নাভি' একই। এবং উহাই জগতের আদি প্রত্নোকঃ ও আরিয়ানা ভেইজো বা আর্য্যাবর্ত্ত (তৎসনাথ ভারতবর্ষ) দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ।

সপ্তমাধ্যায়

বারিণ দ্বীপ

অল্প কয়েক দিন হইল একজন বিলাতী সাহেব এক অভিনব মতের অবতারণা করিয়া মানবের আদিজন্মভূমিকে পারস্যোপসাগরের দ্বীপবিশেষে লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই বিষয়ে হিতবাদীতে যাহা অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বোম্বাই টাইমসের জনৈক সংবাদদাতা মানবসমাজের সূতিকাগারের আবিষ্কার করিয়াছেন। পারস্যোপসাগরের বারিণনামক দ্বীপটি আদি মানবের উৎপত্তিস্থান, সংবাদদাতা মহাশয় তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বারিণদ্বীপে আলিনামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের দক্ষিণে দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি আছে, তথায় কোনরূপ উদ্ভিদ্ অথবা লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরটি কেবল সমাধিস্তূপে সমাচ্ছন্ন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই কেবল অতুচ্চ সমাধিস্তূপ। আলিগ্রামের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্তূপের উচ্চতা ৭০ ফুট হইতে ৫০ ফুট হইবে, অবশিষ্ট স্তূপগুলির উচ্চতা ২৫০ ফিট হইতে ৩০০ ফিট। ঐ মরুভূমিতে এইরূপ সহস্র সহস্র সমাধিস্তূপ আছে। লর্ড কর্জ্জন প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে বিশেষ আগ্রহ-প্রকাশ করিতেন সত্য, কিন্তু এই আলিগ্রামের সমাধিক্ষেত্রের বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই, ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। লর্ড কর্জ্জন যখন পারস্যোপসাগর পরিদর্শনে গমন করেন, তখন তিনি এই সমাধিক্ষেত্রকে "কয়েকটি প্রাচীন সমাধিপূর্ণ ক্ষেত্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রাচীন মানবজাতি ঐ সমাধিক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে, লর্ড বাহাদুর তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বোম্বাই টাইমসের সংবাদদাতা বলেন যে এই বারিণ দ্বীপহইতে আদি মানবসমাজ পারস্যের উপকূলে গমনপূর্ব্বক পৃথিবীতে জ্ঞান ও সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। যে কাল্ডিয়া ও ব্যাবিলন পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার আদি গুরু বলিয়া পরিচিত, সেই কাল্ডিয়া ও ব্যাবিলন ঐ বারিণ দ্বীপবাসীদিগের উপনিবেশ-মাত্র। সংবাদদাতা এ কথাও বলেন যে চীনজাতির আদি পুরুষও পারস্যসাগরহইতেই ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া অবশেষে চীনদেশে উপনীত হইয়াছিল এবং তথাকার আদিম-বর্ব্বরদিগকে পর্ব্বত অথবা অরণ্যমধ্যে বিতাড়িত করিয়া অবশেষে তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করে। চীন দেশের পার্ব্বত্য প্রদেশে এখনও নাকি ঐ সকল আদিম জাতির বংশধর বিদ্যমান আছে। খৃষ্টানদিগের মতে যিশুখৃষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে. সেই জন্য উহারা মানবসমাজকে অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহে। টাইমসের সংবাদদাতা সেই জন্যই স্থির করিয়াছেন যে বারিণ দ্বীপের আদি অধিবাসীরা খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর

পূর্ব্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, আলি গ্রামের সন্নিহিত সমাধি-ক্ষেত্রে যাহারা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে; তাহারা অতি প্রাচীনকালের লোক হইতে পারে; কিন্তু তাহারাই যে জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার আদি গুরু, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ।”

টাইমসের সংবাদদাতা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি উক্তিও কোনও প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হয় নাই। বারিণ দ্বীপের আলি গ্রামে কতকগুলি সমাধি স্তম্ভ আছে, উহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীনতম, ইহাতেই যদি উহাকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীতম স্থান মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পিরামিডসঙ্কুল মিশরও কেন আদি জন্মভূমি বলিয়া সমাখ্যাত হউক না? ফলতঃ মিশরের পিরামিড যেমন মিশরের অর্ব্বাচীনতা বিঘোষিত করে, তদ্রূপ আলিগ্রামের যূপস্তম্ভ সকলও উহার অর্ব্বাচীনতাই বিঘোষিত করিতেছে। সে দিনের বুদ্ধদেবের দন্তসমাধিস্তম্ভ যখন ত্রিশফিট মাটীর নীচে প্রোথিত হইয়া গেল, তখন আদিম যুগের নরনারী-গণের সমাধিস্তম্ভ সকল পৃথিবীর কত নিম্নে যাইয়া উপনীত হওয়া সম্ভবপর ছিল? ফলতঃ ঐ সকল উন্নতমস্তক স্তম্ভই বারিণ দ্বীপের অবরজত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। আর যাঁহারা সমাধিস্তম্ভের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিলেন ও উহার নির্ম্মাণ কৌশলও জানিতেন, তাঁহারা যে সভ্যতার যুগের আধুনিক লোক, তাহাতেও সন্দেহ মাত্রই নাই। আর চীনেরা নেপালহইতে ভিন্ন আলিগ্রামহইতে যে চীনে গিয়াছেন, ইহা চীনগণও অবগত নহেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান বলিয়া বিশেষিত করিতেন না, মনুও তাঁহাদিগকে ভারতের ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন। কালডিয়া ও বাবিলন একজন ইংরাজের কাছে প্রাচীন স্থান বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু জগতের দ্বিতীয় প্রস্লোকঃ ভারতবাসী, বিশেষতঃ ঋগ্বেদে কৃতশ্রম হিন্দুরা কখনই তাহা ভাবিতে পারেন না। জ্ঞান ও সভ্যতা ভব্যতা একমাত্র ভারতহইতেই জগতের সর্ব্বত্র যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, পরন্তু আলিগ্রাম বা কালিডিয়া-প্রভৃতি হইতে নহে। যাহা হউক আমরা ইহা বিপ্রলাপবিশেষ মনে করিয়াই তুষ্ণীম্ অবলম্বন করিলাম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একমাত্র অনুমানবলে সিংহল, লঙ্কা, মরিশশ, মাডাগাস্কার ও কাস্পীন সাগরের বেলাভূমিকেও মানবের আদি

জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা আমাদের সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ জগতের আদি মহান্ ইতিহাস বেদে লব্ধপ্রবেশ হইলে এই সকল কথা বলিতেন না। যদি কোন দ্বীপ, উপদ্বীপে কতকগুলি যূপস্তম্ভ দেখিলেই উহাকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া ঠাহরিতে হয়, তাহা হইলে আমরা নিম্নে প্রশান্তসাগরগর্ভস্থ একটি দ্বীপের প্রস্তরমূর্ত্তি-সমূহের নিকাশ দিলাম, সেই দ্বীপটিকেও কেন আদিস্মৃতিকাগার ভাবা যাইবে না!

এক আশ্চর্য্য দ্বীপ

(সঞ্জীবনী ১৬ই মাঘ, ১৩২০ শাল)।

"প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ সীমায় 'ইষ্টার' নামে এক দ্বীপ আছে, এই দ্বীপ দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলহইতে ২ সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত। দ্বীপটিও বেশী বড় নহে, ইহার আয়তন ৪৫ বর্গমাইলমাত্র। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রস্তরের অনেক খোদিত মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি বিশাল এবং অতি বৃহৎ পাদভূমির উপর স্থাপিত। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এত অধিক সংখ্যক মূর্ত্তি আছে যে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এতকাল ধরিয়া ইহার ইতিহাসের খোঁজ করা যাইতেছে, তবু্ও তাহার কোন কিনারা হইল না। এই অজানিত ইতিহাস বাহির করিবার মানসে ইংলণ্ডের একজন এম. এ পাশ ভদ্র লোক একটি মটরচালিত ষ্টিমার তৈয়ার করাইতেছেন। তাঁহার সহিত একজন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্, ব্রিটিশ মিউজিয়মের একজন কর্ম্মচারী, একজন জাহাজ-চালক ও চৌদ্দজন নাবিক গমন করিবেন। গত দুইশত বৎসর ধরিয়া যাহার সম্বন্ধে কেহ কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই, তাহা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যাইতেছে। এই দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম আশ্চর্য্য দেশ। এই দ্বীপটি আগ্নেয়গিরিহইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি এই দ্বীপটি কোন মহাপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে ইহার রহস্য এত শক্ত হইত না, কারণ দ্বীপে প্রস্তরের যে কার্য্য রহিয়াছে তাহা যে মানুষের হস্তে গঠিত তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইত। কিন্তু মহাপ্রদেশ হইতে এতদূরে সমুদ্রের মধ্যে এই দ্বীপে এরূপ বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি কোথা হইতে

আসিল? এই ক্ষুদ্র দ্বীপে পাঁচশতেরও অধিক প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এইগুলি দুই হাতহইতে ৩৭ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ এবং দ্বীপের নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন দানবগণ আসুরিক ব্যগ্রতার সহিত এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং মিশরের পিরামিড তৈয়ারী করিবার জন্য যত লোক লাগিয়াছিল, ততলোক অনেক দিনে এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে। যতগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মুখাবয়বের সাদৃশ্য আছে। মূর্ত্তিগুলির ঠোঁট সরু ও মুখের এরূপ ভাব যে মনে হয় সে গুলি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। মিশরের প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মুখে মনের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এই মূর্ত্তিগুলি তাহা অপেক্ষাও বেশী ভাবব্যঞ্জক। প্রত্যেক মূর্ত্তিও একই প্রস্তর-খণ্ড হইতে খোদিয়া বাহির করা হইয়াছে, ইহাতে জোড়া নাই। সমুদ্রতীর হইতে আট মাইল দূরে এক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত আগ্নেয়গিরি হইতে এই প্রস্তর বাহির করা হইয়াছে। কে এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল, কি যন্ত্র তাহারা ব্যবহার করিয়াছে, এবং কোন কালে এইগুলি নির্ম্মিত হইল, কে বলিবে?

যে দেওয়ালের উপর এই মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। দেওয়ালগুলি নিরবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু ভাগে ভাগে নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে কতকগুলি ৪০০ ফিট লম্বা ও ১৩ হাত হইতে ২০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ ও দেওয়ালের উপরিভাগ ২০ হাত চওড়া। এই দেওয়াল প্রস্তর কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ১১ মণ হইতে ১৪০ মণ পর্য্যন্ত ভারী। খনি হইতে পাহাড় পর্ব্বতের উপর দিয়া এতদূরে আনিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর অপর খণ্ডকে সাজাইয়া রাখিল? এই সকল প্রশ্নের কোন প্রকার সন্তোষজনক উত্তর পাইবার আশা এ পর্য্যন্ত করা যায় নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে টোপাজ নামক রণতরী একবার উক্ত দ্বীপে গিয়াছিল। তাহার কর্ম্মচারিগণ জেড নামক হরিতবর্ণের প্রস্তর বিশেষের বাটালি পাইয়াছিল। কিন্তু এইপ্রকার যন্ত্র সাহায্যে এত বৃহৎ মূর্ত্তি ও দেওয়াল প্রস্তুত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে যে প্রস্তর ব্যবহার হইয়াছে, তাহা এত শক্ত যে, উৎকৃষ্ট ইস্পাতের বাটালিও খারাপ হইয়া যায়। যে দেওয়ালের উপর মূর্ত্তিগুলি অবস্থিত আছে, সমান্তরাল আরও এক শ্রেণী দেওয়াল দ্বারা উক্ত দুই দেওয়াল সংযোগ করা আছে। কোন কোন জায়গায় ছাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার

নীচে হয় মানুষ বলি দেওয়া হইয়াছে, অথবা যাহারা এইগুলি প্রস্তুত করিতে যারা গিয়াছে তাহাদিগের মৃতদেহ তথায় রক্ষিত হইয়াছে। কোনটা ঠিক নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কোন্ দেশীয় লোক, কোন্ জাতি বা কাহারা এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ইতিহাস লেখার পূর্ব্বে এই স্থানে উচ্চ সভ্যতা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বেশী কিছু বলা যায় না। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি-সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে কতকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক মূর্ত্তির মস্তকের পশ্চাৎভাগ সমতল করা আছে ও তাহাতে নানারূপ রেখাপাত চিত্রাক্ষর আছে, তাহা পড়া যায় না, কারণ এই রেখাক্ষর ও চিত্রাক্ষর পড়িবার প্রণালী জানা নাই এবং জানিবার উপায়ও নাই। বৃহৎ গৃহগুলির ভিতরেও ঐ প্রকারে খোদিত চিত্রাক্ষরাদি আছে, ইহা ব্যতীত কাষ্ঠের তক্তার উপর নানাপ্রকার খোদিত চিত্রাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্রাক্ষর ও রেক্ষার পাঠ করিতে পারিলে যে আশ্চর্য্যজনক ইতিহাস বাহির হইবে, তাহা বোধ হয় নিনেভের ইতিহাসের মতই অদ্ভুত হইবে। এই দ্বীপের নিকটে যে সকল পলিনেসিয়ার দ্বীপ আছে, তাহার অধিবাসিগণ এই দ্বীপসম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না; এমন কি তাহারা এই সম্বন্ধে কোন গল্প বা কোন প্রকার অনুমানও করিতে পারে না।

এইপ্রকার বিশাল ও আশ্চর্য্যজনক মূর্ত্তি-প্রভৃতি যখন তৈয়ারী হইতেছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেক সুনিপুণ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে দ্বীপটি যত ক্ষুদ্র তাহার মধ্যে এত লোক নিশ্চয়ই ধরে না। ইহা ব্যতীত একদিকে এ দ্বীপে জল নাই বলিলেই চলে এবং অপর দিকে এই দ্বীপে খাদ্যদ্রব্য জন্মাইবার স্থানও অধিক নাই, তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, এই ইষ্টার দ্বীপ এক সময় খুব বৃহৎ ছিল ও এক দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত ছিল অথবা ইহা অষ্ট্রেলিয়াপ্রভৃতির ন্যায় এক মহাপ্রদেশের মত বৃহৎ দ্বীপ ছিল কিংবা এসিয়া বা আমেরিকার সহিত সংলগ্ন ছিল। এ দ্বীপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আগ্নেয়গিরিতে পূর্ণ।"

বলা বাহুল্য এই দ্বীপ ও ইহার শিল্পচাতুর্য্য প্রাচীন হইলেও বারিণদ্বীপের ন্যায় আধুনিক বস্তু, পরন্তু মানবজাতির আদি স্মৃতিকাগার নহে।

অষ্টমাধ্যায়

ভারতবর্ষ

আর একদল লোক আছেন, তাঁহারা আমাদিগের ভারতবর্ষকেই মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ ও প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমাদিগের পরমারাধ্য বেদাদি শাস্ত্রনিবহ যখন এবিষয়ের সমর্থনে সম্পূর্ণই অনমুকূল, তখন আমরা এই বাহত মতের পরিগ্রহে সম্মত ও প্রস্তুত নহি। মহামতি মুইর সাহেব অধ্যাপক কুর্জ্জন সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে—

Mr. A. Curzon maintains the first of these two theories, viz. that India was the original country of the Aryan family from which its different branches emigrated to the north-west and in other directions.

Sanskrit Text Book, Vol. II. Page 299.

হাঁ ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, পারস্য, তুরুষ্ক এবং আমেরিকার কতিপয় জনপদ একদিন ভারতসন্তানগণদ্বারাই অধ্যুষিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ভারত মানবে আদি জন্মভূমি নহে। কুর্জ্জন পরেই বলিতেছেন যে—

That they could not have entered from the west, because it is clear that the people who lived in that direction were descended from these very Aryans of India, such descent being proved by the fact that the oldest forms of their language have been derived from the Sanskrit (to which they stand in a relation analogous to that in which the Pali and Prakrit stand), and by the circumstance that a portion of their mythology is borrowed from that of the Indo-Aryans. Page 299.

হিন্দুরা যে ভারতের পশ্চিম হইতে যাইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ মনে হয় না। কেন না ইউরোপ, আফ্রিকা, পারস্য, আরব ও তুরুষ্কপ্রভৃতি দেশবাসীরা উক্ত হিন্দুদিগেরই অনন্তরবংশ্য। যদি ভাষা লইয়া আলোচনা

করা যায় তাহা হইলেও দেখা যায়, যেপ্রকার পালী ও প্রাকৃত-প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতপ্রভব, তদ্রূপ ইউরোপাদির প্রাচীনভাষাসমূহও সংস্কৃতপ্রভব। অপিচ ভারতের পৌরাণিক কাহিনীও বিকৃত হইয়া ইউরোপাদির পৌরাণিক কাহিনীর জন্মদান করিয়াছে। পরে বলা হইতেছে যে—

Nor could the Aryans, have entered India from the north or north-west, because we have no proof from history or philology that there existed any civilised nation with a language and religion resembling theirs which could have issued from either of those quarters at that early period and have created the Indo-Aryan civilisation. Page 300.

তৎপর আমরা যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে, ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতের উত্তর বা উত্তর পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী কোনও স্বতন্ত্র জনপদ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও সুদূরপরাহত। কেন না, ঐ সকল দেশের ভাষা, ধর্ম্ম, আচারব্যবহার ও আকৃতিপ্রকৃতি কোনও বিষয়ের সহিতই ভারতবাসীর কোনও বিষয়ের সমতা লক্ষিত হয় না। তৎপর বলা হইতেছে যে—

It was equally impossible that the Aryans could have arrived in India from the east, as the only people who occupied the countries lying in that direction (the Chinese) are quite different in respect of language, religion, and customs from the Indians, and have no geneological relations with them. Page 300.

ঐরূপ ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব যে হিন্দুরা ভারতের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী চীনদেশহইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কেন না উক্ত চীনগণের সহিত হিন্দুদিগের ভাষা, ধর্ম্ম, আচারব্যবহার কোনও বিষয়েই কোন সমতা নাই। এই উভয় জাতি যে একবংশপ্রভব, এবিষয়েও কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

In like manner the Indians could not have issued from the table-land of Thibet in the north east, as independently of the great physical barrier of the Himalaya, the same ethnical difficulty applies to this hypothesis as to that of their Chinese origin. Page 300.

ঐরূপ ভারতবাসীরা যে ভারতের উত্তর পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী তিব্বতের সমতলক্ষেত্র হইতে ভারতে আসিয়াছেন ইহাও অসম্ভবনীয়। কেন না প্রথমতঃ ভগবান্ এই উভয় দেশের মধ্যে যে একটী নৈসর্গিক বেড়া দিয়া রাখিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক দেশের লোক অন্য দেশে যাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যে কারণে চৈনিকগণকে ভারতবাসী সহ সাগন্ধ্যবান্ মনে করা যাইতে পারিতেছে না, সেই সকল বৈষম্যের সত্তাও এই উভয় জাতির মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্যমান।

And the Indians cannot be of Semitic or Egyptian descent because the Sanskrit contains no words of Semitic origin and differs totally in structure from the Semitic dialects, with which on the contrary the language of Egypt appears, rather, to exhibit an affinity. Page 300.

তৎপর হিন্দুরা যে সেমেটিক্ বা ইজিপ্ট দেশ হইতে ভারতে গমন করিয়াছেন ইহা ভাবারও কোনও অবসর দেখা যায় না। কেন না ঐ সকল দেশের কোনও ভাষার সহিতই সংস্কৃত ভাষার কোনও সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না।

And no monuments, no records, no tradition of the Aryans having ever originally occupied, as Aryans, any other seat than the plains to the south-west of the Himalayan chain, bounded by the two seas defined by Manu (memorials such as exist in the histories of the nations who are known to have migrated from their primitive abodes), can be found in India. Page 300.

তৎপর ইহাও বিবেচ্য যে, যদি অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় ভারতবাসীরাও ভারতের ঔপনিবেশিক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় নিশ্চিতই আপনাদিগের ভারতপ্রবেশবৃত্তান্ত ইতিহাসে লিখিয়া রাখিতেন, এ বিষয়ে কোনও স্মরণচিহ্ন থাকিত, কিংবা অন্ততঃ জনশ্রুতিও আর্য্যগণের ভারত প্রবেশের কথা নির্দ্দেশ করিত। কিন্তু ভারতবাসীরাও অন্য দেশহইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন এমন কোনও কথা যখন তাঁহাদিগের কোনও ইতিহাসেই দৃষ্ট হয় না, জনশ্রুতিও শোনা যায় না, তখন তাঁহারা যে ভারতেরই আদিমনিবাসী তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

It is opposed to their foreign origin, that neither in the Code (of Manu), nor, I believe, in the Vedas, nor in any book that is certainly older than the Code, is there any allusion to a prior residence, or to a knowledge of more than the name of any country out of India. Even mythology goes no further than the Himalayan chain, in which is fixed the habitation of the gods. Page 303

তৎপর দেখা যায় যে মনুও ভারতীয় আর্য্যগণের দেশান্তরহইতে ভারতে প্রবেশবিষয়ে কোনও কথাই বলেন নাই। মনুহইতে অতীব প্রাচীনতম বেদাদিতেও এ বিষয়ের কোনও একটী ঐতিহ্য বিবৃত দেখা যায় না। তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের নামও দৃষ্ট হয় না। অপিচ পৌরাণিক কোনও কথাও এবিষয়ে কোনও সাক্ষ্য প্রদান করে না। ভারতীয়গণের দেবতারাও হিমালয়ের সানুদেশে বাস করেন, পরন্তু কোনও দূর দেশে নহে।

That so far as I know, none of the Sanskrit books, not even the most ancient, contain any distinct reference or allusion to the foreign origin of the Indians. Page 323.

আমি যতদূর জানি, তাহাতে দেখা যায় যে, কি অর্ব্বাচীন বা কি অতীব প্রাচীনতম বেদাদি শাস্ত্র কোনও সংস্কৃত গ্রন্থেই একথা বিবৃত নাই যে ভারতবাসীরা ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী।

হাঁ মুইর মহোদয়, কুর্জ্জন সাহেবের এই সকল মতের সমাহার করিয়াছেন বটে, আমরাও কুর্জ্জনের ভারতপ্রীতির জন্য তাঁহাকে হৃদয়ের অন্তস্তলহইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতে অগ্রসর, কিন্তু তথাপি কৃতজ্ঞ আমরা কুর্জ্জনের মতের সমর্থন করিতে সমর্থন নহি। ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব পারস্য, আপগানিস্থান ও তুরুষ্কবাসীরা যে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান তাহা আমরাও অনবগত নহি। ঐ সকল দেশের ভাষা ও পৌরাণিক ইতিবৃত্তসমূহের নিদানও যে এই ভারত, তাহাও আমরা জানি, কিন্তু তাহাতেই যে আমরা ঐ সকল দেশের কোনও স্থানহইতে ভারতে প্রবেশ করিতে পারি না, এরূপ নহে, তবে আমাদের বেদাদি শাস্ত্রে বা অন্য দেশীয় কোনও শাস্ত্রে সে কথা নাই, তজ্জন্যই উহা ঠিক নয় মনে

করিতে হইবে। আর ভারতের উত্তর বা উত্তরপশ্চিমদিগ্বর্ত্তী জনপদবাসিগণের সহিত আমাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ও ভাষা প্রভৃতির কোনও মিল না থাকিলেও আমরা যে ভারতের সুদূর উত্তরহইতেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদিগের প্রত্যেকশাস্ত্রেই থাকাতে আমরা কুর্জ্জনের কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

আর আমরা যেমন পশ্চিমহইতে ভারতে প্রবেশ করি নাই, তদ্রূপ পূর্ব্ব বা উত্তর পূর্ব্বহইতেও ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম না। তথাপি পূর্ব্বদেশবাসী চীন ও তিব্বতীয়গণের সহিত আমাদিগের যে কোন না কোন বিষয়ে সাম্য নাই ইহা বলাও ঠিক হয় নাই। তিব্বতের অগ্নিদেব ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি ভারতহইতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন। আর নেপালের প্রাচীন নামই চীন, এখানহইতেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় চীনগণ জনলোকে প্রবেশ করেন ও তদনুসারে উহা চীন নামে প্রখ্যাত হয়। চীনের লোকেরা অদ্যাপি আপনা-দিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মাদিও অনেক অংশে ভারতীয়। মনু তাঁহার সংহিতার দশমাধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে ও মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বের ৩৩ অঃ—২১ ও ৩৬ অঃ—১৮ শ্লোকে চীনগণের কথা বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং উঁহারা কোনও বিষয়ে আমাদের সমতুল্য নহেন, এ কথা প্রকৃত নহে। তবে উঁহারা এ দেশের ভাষা ভুলিয়া ঐ দেশের ভাষা ও লিখনপ্রণালী গ্রহণ করাতে উভয় জাতির ভাষাগত কতক বৈষম্য ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও তলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, চীন ও জাপানভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত প্রভব। আমরা "সংস্কৃত ভাষাই সমুদয় আর্য্য ভাষার আদি জননী" এই প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। তিব্বতের ভাষাও সংস্কৃত হইতে বেশী দূরস্থ নহে, আচার ব্যবহারগত সাম্যও ছিল, কালে বৌদ্ধধর্ম্ম সে সাম্যের বিধ্বংস ঘটাইয়াছে। আমরা আমাদের মতের সমর্থন জন্য এখানে সার উইলিয়ম জোন্সের একটী অভিমত অধ্যাহৃত করিব।

Of the cursory observations on the Hindus, which it would require volumes to expand and illustrate, this is the result : that they had an immemorial affinity with the old Persians, Ethiopians and Egyptians, the Phœnicians, Greeks

and Tascans, the Scythians or Goths and Celts, the Chinese, Japanese and Peruvians. India in Greece Page 251.

অনুসন্ধান করিলে কুর্জন মহোদয়ও চীন ও জাপানবাসীর সহিত ভারত-বাসীর সমতা অবলোকন করিতে পাইতেন। তবে ভারতবাসীরা যে চীন হইতে ভারতে আগমন করেন নাই, এ কথা ঠিকই। ঐরূপ আমরা যে মিডিয়া বাবিলন, তুরুষ্ক বা ঈজিপ্ট হইতেও ভারতে আসিয়াছিলাম না, তাহাও প্রকৃত কথা। সেমেতিকগণ ও মিশরবাসীরাও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, তাঁহাদিগের ভাষা ও আচার-ব্যবহারও যে আমাদিগের সংস্কৃত ভাষা ও আচারব্যবহারের অনুরূপ পরন্তু বিসদৃশ নহে, ইহাও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। মহামতি পোকক ও বহু প্রবীণ মনীষী ব্যক্তি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন, আমরা সাধারণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্ত মাত্র একটি প্রমাণের অবতারণা করিলাম।

It is only of late years that any relationship was allowed between Hebrew and Sanskrit, but Furst and Delitzsch have abundantly proved it, and it is now universally acknowleged. The old language of Egypt is found to be a connecting link between all these great varieties of human speech, and even the Celtic, in points, where it differs from the Sanskrit nearly corresponds with the ancient Coptic the language of the Pyramids and monuments.

India in Greece, Page 208.

কিয়ৎকাল হইল, ইহা অনেকেই মানিয়া লইয়াছেন যে, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ফার্ষ্ট ও ডেলিজাচ সাহেব দেখাইয়াছেন যে এই উভয় ভাষার মধ্যে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এখন উহা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়াও স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে। মিশরের পুরাতন ভাষাও ঐরূপে প্রায় মানবজাতির সমগ্র ভাষার সহিতই সম্পর্কান্বিত। এবং কেল্‌টিক ভাষায় কোনও কোনও কথার সহিত সংস্কৃতের সামান্য সাম্য না থাকিলেও উক্ত কেল্‌টিক্ ভাষা মিশরের কপটিক ভাষার সহিত সম্পৃক্ত।

পোকক ইহাও দেখাইয়াছেন যে মিশরের প্রথম রাজার নাম Menes

তিনি আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়াও দাবি করিতেন। এবং মনুর একটি প্রতিমূর্ত্তিও মিশরে রক্ষিত হইয়াছিল।

আর আমরা ভারতবাসিগণ ভারতের কোনও বহির্জনপদহইতে ভারতে আগমন করিলে তাহা আমাদের বেদ, বেদান্ত, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে লিখিত থাকিত, এই যে কথা কুর্জন বলিয়াছেন, তাঁহার এ কথার মূলেও কোনও সত্য বিনিহিত নাই। কেন না আমরা জানি যে আমাদিগের প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থেই আমাদিগের ভিন্ন দেশহইতে ভারতে আগমন ও কোন্ স্থান জগতের সমগ্র নরনারী ও আমাদের সাধারণ পিতৃভূমি, তাহা পূর্ণমাত্রায়ই বিবৃত রহিয়াছে। তবে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দ, সামশ্রমী সত্যব্রত ও তিলক প্রভৃতি কেন যে তাহা বাছিয়া বাহির করিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়।

আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে আমাদিগের শাস্ত্রের কথাগুলি অধ্যাহৃত করিয়া বুভুৎসুগণের কৌতূহলের নিবৃত্তি করিব। তাহাহইলেই সকলে জানিতে পারিবেন যে আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ ভারতে প্রবেশের সময়ে নিরক্ষর ছিলেন না, তাঁহারা সামগান করিতে করিতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বেদে সেই ভারতপ্রবেশকাহিনী বিশদাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে।

অতঃপর আমরা কতিপয় ভারতবাসীর কথা বলিব। তাঁহারাও মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা ভারতেরই আদিম অধিবাসী ও এই ভারতবর্ষই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্তু উহার মূলে যেমন কোনও সত্যই নাই, তেমনই কোনও সুযুক্তি ও প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা একে একে তাঁহাদিগের নাম লইয়া তাঁহাদিগের উক্তির লাঘব গৌরবের কথা সামাজিকগণকে ভাবিয়া দেখিতে বলিব।

(১)। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত (এখন ৺) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল মহাশয় বলিতেছেন যে—

"আমরা যে মধ্যএশিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছি, ইহা ম্লেচ্ছ ও ফিরঙ্গ মত," বস্তুতঃ আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী। (২)। শ্রদ্ধাভাজন বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়, তাঁহার উনবিংশশতাব্দীর মহাভারতনামক গ্রন্থের ১৫।১৬ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য স্থানে বলিয়াছেন যে, উত্তরদিক্ আমাদিগের দেবনিবাস, উহা আমাদিগের পিতৃভূমি নহে। আমরা ভক্তির স্রোতে পড়িয়া উহার মহিমা

বর্ণনা করিয়া থাকি, উহা উৎকৃষ্ট স্থান হইলে আমরা উহা পরিত্যাগ করিব কেন? ফলতঃ উত্তরদিকের কথা কল্পিত, আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী। ইহার সমর্থনজন্য তিনি কুর্জন সাহেবের উক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও "বেদাদিতে ইহা নাই যে আমরা ভারতের বাহিরহইতে ভারতে আসিয়াছি" ইহা বলিতেও কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়েন নাই। (৩)। জাতিতত্ত্ব-বিবেক প্রণেতা শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন মুন্সি ও (৪)। বিশ্বকোষ এবং (৫)। Mr. Grote উক্তমতের সমর্থয়িতা এবং (৬)। বেদাচার্য্য ভক্তিভাজন ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ও তদীয় গোভিলগৃহ্যসূত্রের একত্র ও ঐতরেয়ালোচনগ্রন্থে ভারতবর্ষই যে মানবের আদি জন্মভূমি, ইহা দাঢ্যসহকারেই বলিয়াছেন, আমরা একে একে ইঁহাদিগের এই ব্যাহত মতের নিরসনে সচেষ্ট হইব।

শ্রদ্ধাভাজন ইন্দ্রনাথ বাবু পাশ্চাত্যভাষায় সুপণ্ডিত এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থাদিতেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ও আস্থা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ও অপর চারিজনের কেহই বেদ, উপনিষৎ বা রামায়ণ-মহাভারত কিংবা পুরাণ ও ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থগুলির প্রতি সমুচিত দৃষ্টিপাত করেন নাই, সে দৃষ্টি থাকিলে তাঁহারা বলিতেন না যে "ইহা ম্লেচ্ছ ও ফিরঙ্গ মত, এবং আমাদিগের বেদাদিতে ইহা নাই যে আমরা ভারতের বহির্দ্দেশহইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম।" তাঁহারা কেহ কেহ কৌষীতকী ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন, কিন্তু বিনায়ক ভট্ট উহার যে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করাতেই ইঁহাদিগকে আরও প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। কৌষীতকী বা শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণে বিবৃত আছে যে—

পথ্যা স্বস্তি রুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ,
বাগ্‌ বৈ পথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাৎ উদীচ্যাং
দিশি প্রজ্ঞাততরা বাক্ উদ্যতে। উদঞ্চ
উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুং যো বা
তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্ত ইতি
স্মাহ। এবাহি বাচাং দিক্ প্রজ্ঞাতা। ৭।৬

তত্র বিনায়কভট্টঃ—প্রজ্ঞাততরা বাক্ উদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতীপ্রসাদার্থম্ উদঞ্চ

এ। স্বস্তি। যো বা প্রসাদং লব্ধা তত আগচ্ছতি স্মাহ প্রসিদ্ধ মাহস্ম সর্ব্বলোকঃ।

কৌষীতকীর এই বর্ণনাদ্বারা যাঁহারা ভারতের আদিনিবাসত্ব সপ্রমাণ করিতে অভিলাষী, আমরা বলিব, তাঁহারা নিতান্তই বকাণ্ডপ্রত্যাশী দুরাকাঙ্ক্ষ। ভট্টজী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই মূলবিরোধী। তাঁহার ব্যাখ্যাদর্শনমাত্রই প্রতীতি হয়, তিনি মন্ত্রের কোনও প্রকৃত তাৎপর্য্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। মন্ত্রের "উদীচী" শব্দদ্বারা কেবল উত্তর দিক্ মাত্র বুঝাইতে পারে, উহাদ্বারা অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট কাশ্মীর বা বদরিকাশ্রমের অববোধ কেন হইবে? আর সরস্বতীর প্রসাদ কথাটিই বা ব্যাখ্যায় আসিল কেন? হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রে কাশ্মীরকে বাক্যের দিক্ বলা হইয়াছে? আর "পথ্যাস্বস্তি" কথাটাই বা কেন মৃতের অদাহ্য নাভিখণ্ডের ন্যায় গঙ্গাজলে উৎসৃষ্ট হইল?

উপাসকসম্প্রদায়-প্রণেতা ভক্তিভাজন ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও উক্ত মন্ত্রের অর্থ করিতে যাইয়া লিখিলেন যে—"পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিকের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাণীই পথ্যাস্বস্তি। এই হেতু উত্তরদিকেই বাক্য অধিকতর বিজ্ঞাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিক্ষার্থ গমন করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দিক্‌হইতে আগমন করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়। কারণ লোকে কহে উহা বাক্যের দিক্ বলিয়া বিদিত আছে।

বিশ্বকোষ বলিতেছেন যে—পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিক্‌কে জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও ভাষা শিখিতে উত্তরদিকে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে "তিনি বলিতেছেন" এই বলিয়া তাঁহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত। অতএব দেখা যাইতেছে, বহুদিন হইতে লোকের বিশ্বাস যে কাশ্মীরই সরস্বতীর স্থান, কাশ্মীরই বেদোক্ত উদীচী প্রদেশ। এই স্থান হইতেই (বৈদিক সংস্কৃত) ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সরস্বতীর পরিবর্ত্তে কাশ্মীরের শারদ নাম এখনও লোপ হয় নাই। এই সরস্বতীর উপকূলে আর্য্যযাতির প্রথম উপনিবেশ অথবা বাস ছিল। আর্য্যশব্দ। ১৬৮পৃঃ বামস্তম্ভ।

যদি বিশ্বকোষ, উপাসকসম্প্রদায়ের অনুবাদের অনুকরণ করিয়াই তফাতে থাড়া হইয়া তূষ্ণীম্ অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে কোনও কথাই ছিল না। উপাসকসম্প্রদায় যেমন প্রতিশব্দ বসাইয়া রেহাই লইয়াছেন; বিশ্বকোষের ভাগ্যেও সেই রেহাই মিলিত, কিন্তু তিনি আবার বিনায়কের আনুগত্য করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছেন। ফলতঃ কি বিনায়ক, কি উপাসক সম্প্রদায়, বা কি বিশ্বকোষ, কেহই এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই, তাই তৎপাঠে কোনও পদার্থগ্রহও হইতেছে না।

হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই একথা নাই যে কাশ্মীরে কোনও দিন সরস্বতী নামে কোনও নদী ছিল, আর উহার তীরদেশই মানবের আদি জন্মভূমি কিংবা আর্য্য জাতির প্রথম উপনিবেশ। মহামতি মনু, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিপ্রদেশের নাম লইয়াছেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক কাশ্মীরের নাম গৃহীত হয় নাই। বেদে উহার কোনও নামেরই সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বিশ্বকোষ উহা কোথায় পাইলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর কাশ্মীরে যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষাও প্রমাদের কথা আর কিছুই হইতে পারে না। বেদই বলিতেছেন যে—

দেবীং বাচ মজনয়ন্ত দেবাঃ। ঋগ্বেদ।

দেবতারাই দেববাণী সংস্কৃতভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। কাশ্মীর দেবভূমি বা কাশ্মীরবাসীরা দেবতা নহেন, সুতরাং কাশ্মীরে যে গীর্বাণবাণী সংস্কৃতের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা বিপ্রলাপ-বিশেষ। বাগ্‌ভটালঙ্কার বলিতেছেন—

সংস্কৃতং স্বর্গিণাং ভাষা শব্দশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা।

কাব্যাদর্শপ্রণেতা মহাসুরী দণ্ডী ও কাব্যচন্দ্রিকাও বলিয়া গিয়াছেন যে— সংস্কৃত স্বর্গবাসী দেবগণের ভাষা। পক্ষান্তরে কাশ্মীর প্রকৃত স্বর্গ নহে, সুতরাং তদ্দেশে গীর্বাণবাণীর প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা প্রকৃত কথা হইতে পারে না। আচ্ছা তবে এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থই বা কি, আর মন্ত্রোদিত উদীচী শব্দদ্বারাই বা ঠিক্ কোন্ দেশের অববোধ হইয়াছিল ?

আমরা মনে করি যে, এই "উদীচী" শব্দদ্বারা কৌষীতকী মহান্ উত্তরকুরুর কথা বলিতেছিলেন। কেন ? তাহা পরে বলা যাইবে, আমরা প্রথমে মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। নিঘণ্টু বলিতেছেন—

চন্দ্রমাঃ, সরস্বতী, উর্ব্বশী, গৌরী,

ইন্দ্রাণী, পথ্যাস্বস্তিঃ, উষাঃ, ইলা,

ইঁহারা ৩৬ জন মধ্যস্থানবাসিনী দেবতা। স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত অন্তরিক্ষই মধ্যস্থান (অপোগস্থানাদি)। কিন্তু একদিন ব্রহ্মলোক উত্তর কুরুও স্বর্গ বলিয়া কথিত হওয়াতে আদি স্বর্গ তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়াও মধ্যস্থান (দিব্যং নভঃ) বলিয়া কথিত হইতে থাকে। তাই চন্দ্র, সরস্বতী, উর্ব্বশী ও গৌরী প্রভৃতিকেও মধ্যস্থানের দেবতা বলা হইয়াছে। পথ্যাস্বস্তি কাহাকে কহে? নিঘণ্টুর টীকাকার দেবরাজ যজ্বা বলিতেছেন যে—

পন্থতে তৎস্থানিভিরিতি পন্থা অন্তরিক্ষং তত্রভবা পথ্যা।

সু শোভনা অস্তি রসবত্তয়া যস্যাঃ সা স্বস্তিঃ।

অর্থাৎ অন্তরিক্ষবাসিনী স্বস্তিনাম্নী বিদুষীর নাম পথ্যাস্বস্তি। তিনি উত্তরদিক্ বা উত্তরকুরু জনপদের কথা অবগত ছিলেন। সরস্বতীর ন্যায় তাঁহারও উপাধি "বাক্" ছিল। এই অন্তরিক্ষ শব্দদ্বারা এখানে আপঃ বা অপোগস্থান অববোধিত হইয়াছে, পথ্যাস্বস্তি আফগানিস্থানবাসিনী বিদুষী ছিলেন। তস্মাৎ উদীচ্যাং দিশি (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ—তস্যাং উদীচ্যাং দিশি) সেই উত্তরদিকে সকলের পরিজ্ঞাত বিশুদ্ধ ভাষা কথিত হইত। তাই লোকেরা এই ভারতবর্ষপ্রভৃতি দক্ষিণদেশহইতে তথায় ভাষা শিক্ষা করিতে গমন করিতেন। সকলে ইহাও বলিতেন যে, যে ব্যক্তি উক্ত উত্তর কুরুহইতে ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন, সকলে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেন। উক্ত উত্তরদিক্ বা উত্তরকুরুই সংস্কৃত ভাষার স্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল।

আমরা মন্দারমালার ভাষা প্রকরণে ইহা দেখাইয়াছি যে পরম ব্যোম বা উত্তরকুরুতে ভাষার শিক্ষাদান হইত, পানিনীয় শিক্ষাগ্রন্থেও ব্রহ্মলোক ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া বিবৃত। অবশ্য দ্যো বা আদি স্বর্গে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু উহার বিস্তার ও উন্নতি উত্তরকুরুতেই হয়। মুইর সাহেবও উক্ত মন্ত্রের অনুবাদ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে—

Pathyasuasti (a goddes) knew the northern region. Now pathyasuasti is vach (the goddess of speech). Hence

in the northern region speech is better known and better spoken : and it is to the north that men go to leran speece :— it is said that men listen to the instrnctions of any one who comes from that quarter : for that is renowned as the region of speech. Page 338.

মুইরের এই অনুবাদ, আমাদিগের বাঙ্গালীদিখের অনুবাদ ও বিনায়কভট্টের ভাষ্য অপেক্ষা সহস্রাংশে বিশদ ও উৎকৃষ্ট। তবে পথ্যাস্বস্তি যে অপোগস্থান (অন্তরিক্ষ) বাসিনী একজন বিদুষী নরদেবকন্যা, মুইর তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।* যাহাহউক ভাষার উৎপত্তি স্থান আদি স্বর্গ (দ্যো) মঙ্গলিয়া ও উন্নতির স্থান এই উদীচ্য ভূমি উত্তরকুরু, পরন্তু আর্ব্বাচীন কাশ্মীর বা প্রৌঢ়বয়াঃ বদরিকাশ্রম নহে। কেন ? পাণিনি বলিয়াছেন যে—

আরক্ উদীচাম্। ৪ ১। ১৩০

উদীচাং বৃদ্ধাৎ অগোত্রাৎ। ৪। ১ ১৫৭

উদীচাং মাঙো ব্যতীহারে। ৩। ৪। ১৯

মাতরপিতরৌ উদীচাম্। ৬। ৩। ৩২

তত্র কাশিকা—গোধায়া অপত্যে উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন আরক্ প্রত্যয়ো ভবতি। গৌধারঃ। বৃদ্ধং যৎ শব্দরূপম্ অগোত্রং তস্মাৎ অপত্যে ফিঞ্ প্রত্যয়ো ভবতি উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন। মাঙো ধাতোর্ব্যতীহারে বর্ত্তমানাৎ উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন ক্ত্বা প্রত্যয়ো ভবতি। "মাতরপিতরৌ" ইতি উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন অরঙাদেশো মাতৃশব্দস্য নিপাত্যতে মাতর-পিতরৌ (মাতা চ পিতা চ তৌ) উদীচামিতি কিম্ ? মাতাপিতরৌ।

* মুইর তবু পথ্যাস্বস্তি যে একজন নারীদেবতা, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বিনায়কভট্টের ন্যায় ভট্ট ভাস্করও উহার কোনও পদার্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। তিনি কৃষ্ণযজুর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

মূল—পথ্যাং স্বস্তিম্ অবজন্ প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্। ৭৩ পৃঃ ১০ম খণ্ড।

ভাষ্য—কাঃ পুনস্তা দেবতাঃ ? ইত্যাহ পথ্যা মিত্যাদি। পথি সাধুঃ পথ্যা প্রজানাং হিতকর আদিত্য ইতি কেচিৎ। উষা ইত্যন্যে, প্রজাপতিরিত্যপরে।

অতি ভ্রষ্ট ব্যাখা, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের এহেন অত্যাচারেই শাস্ত্রকথা সকল দুর্ব্বোধ ও Myth এ পরিণত হইয়াছে।

এই উদীচ্য আচার্য্য কাহারা? কাশ্মীর বা বদরিকাশ্রমবাসীরা? না তাহা কখনই নহে। ইহাদ্বারা ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব, এই সকল বৈয়াকরণগণ সূচিত হইয়াছেন, পরন্তু ভারতবাসীরা কেহই নহেন। কেন না এই সকল পদের প্রয়োগ ভারতের কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, এদেশের কোনও গ্রন্থেই কেহ "মাতরপিতরৌ" পদ দেখাইতে সমর্থ হইবেন না। কেন হেমচন্দ্র ও অমর ত এই পদ স্ব স্ব কোষে গ্রহণ করিয়াছেন?

পিতরৌ মাতাপিতরৌ মাতরপিতরৌ
পিতা চ মাতা চ। মর্ত্ত্যকাণ্ড। হেম
মাতাপিতরৌ পিতরৌ মাতরপিতরৌ চ তৌ। অমর

হাঁ উঁহারা পাণিনির প্রয়োগদর্শনে উহার সমাহার করিয়াছেন, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগ দৃষ্টে নহে। তাহা হইলে জয়াদিত্য বামন বলিতেন না যে -

উদীচাম্ ইতি কিম্? মাতাপিতরৌ

উদীচাং বলা হইল কেন? না উত্তরদিক্ না হইয়া অন্যদিগের লোকের প্রয়োগে মাতা চ পিতা চ তৌ "মাতাপিতরৌ" হইবে।

বাহ্লীকভাষা দিব্যানাং। সাহিত্যদর্পণ
বাহ্লীকভাষা উদীচ্যানাম্। আচার্য্যাঃ

এই প্রয়োগ দৃষ্টেও জানা যাইতেছে যে, পাণিনিপ্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ বাহ্লিকপ্রভৃতি দেবভূমিকেই উদীচ্যভূমি বলিয়া জানিতেন, পরন্তু কাশ্মীরাদি প্রাচ্যভূমিকে নহে। কাশ্মীরও ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশ? না, তাহা ভারত বাসীর সম্বন্ধে বটে, কিন্তু শলাতুরবাসী পাণিনিসম্বন্ধে কাশ্মীর ও বদরিকাশ্রম পূর্ব্বদেশ। পাণিনি গান্ধারের অন্তর্গত শলাতুরগ্রামবাসী ছিলেন। পাণিনিই লিখিতেছেন—

তূদীশলাতুরবর্ম্মতীকূচবারাৎ
ঢক্ ছণ্ ঢঞ্ যকঃ। ৪।৩।৯৪

শলাতুরঃ অভিজনঃ যস্য অসৌ শালাতুরীয়ঃ। যিনি শলাতুরের অধিবাসী তাঁহার নাম শালাতুরীয়। উক্তঞ্চ হেমচন্দ্রেণ—

অথ পাণিনৌ শালাতুরীয় দাক্ষেয়ৌ।
মর্ত্ত্যকাণ্ড। ১৩১ পৃঃ

সুতরাং বুঝা গেল দাক্ষীপুত্র শলাতুরবাসী পাণিনি যাহাকে উদীচী বলিয়াছেন, তাহা বাহ্লীক,মঙ্গ অথবা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্যভূমি, পরন্তু প্রাচ্য-ভূমি কাশ্মীরাদি নহে। তিনি কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম, অথবা সমগ্র ভারতবাসী আচার্য্যগণের সংসুচনার জন্য "প্রাচাং" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

এঙ্ প্রাচাং দেশে। ১।২।৩৫

ভোজকটীয়, গোনর্দীয়ঃ। প্রাচামিতি কিং? দেবদত্তোনাম বাহ্লীকেষু গ্রামঃ তত্র ভবঃ দৈবদত্তঃ।

দেশবাচক শব্দের উত্তর এঙ্ প্রত্যয় হয়, ইহা পূর্ব্বদেশীয় আচার্য্যগণের মত। যেমন ভোজকটভব—ভোজকটীয়, গোনর্দভব – গোনর্দীয়, পূর্ব্বদিকের দেশ না হইলে কি হইবে? বাহ্লীক জনপদে দেবদত্ত নামে এক গ্রাম আছে, তদ্‌ভবগণ "দৈবদত্ত" বিশেষণের বিষয়ীভূত। এখানে এঙ্ হইল না।

বেশ বুঝা গেল, তাঁহার পক্ষে ভোজকট ও গোনর্দদেশ পূর্ব্বদেশ, তাঁহার পক্ষে কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম ও পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশ সকলও পূর্ব্বদেশ, পরন্তু উদীচী নহে। তথাহি—

বৃদ্ধাৎ প্রাচাম্। ৪।২।১২০

তত্র বামনঃ—প্রাগ্‌দেশবাচিনো প্রাতিপদিকাৎ ঠঙ্ প্রত্যয়ো ভবতি। শাকজম্বুকঃ।

এখানে শক ও জম্বুদেশকে পাণিনি পূর্ব্বদেশ বলিতেছেন। শকদেশ প[illegible]দেশ মাত্র। কাশ্মীরও পঞ্চনদের দেশান্তরবিশেষ, জম্বুও সদ্যঃপ্রসূত কাশ্মীরের একটী প্রদেশমাত্র। সুতরাং শকদেশ ও জম্বু বা কাশ্মীরদেশ উভয়ই পাণিনির নিকট পূর্ব্বদেশ বলিয়া বিদিত ছিল। ইহার পরও কি কেহ কাশ্মীরকে উদীচী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহিবেন? তবে এ উদীচী কোন্ দেশ? ইহা ব্রহ্মার উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোক। আমরা ভারত হইতেও তথায় বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ ও লিখনপঠন শিক্ষা করিতে যাইতাম। পথ্যাস্বস্তি ও সরস্বতীও তথায় শিক্ষালাভ করিয়া "বাক্" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মলোকে যে শিক্ষা হইত, তাহার প্রমাণ? প্রমাণ শাস্ত্রনিবহ। পাণিনির শিক্ষাগ্রন্থ বলিতেছেন যে—

এবং বর্ণাঃ প্রযোক্তব্যা নাব্যক্তা ন চ পীড়িতাঃ।
সম্যগ্ বর্ণপ্রয়োগেণ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ ॥

সকলে পাঠকালে এরূপভাবে উচ্চারণ করিবেন, যেন শব্দ সকল বোধগম্য হয়, অস্পষ্ট না হয়, আবার কেহ অতি উচ্চৈঃস্বরেও পাঠ করিবেন না, যাহাতে কর্ণ-পীড়া ঘটিয়া থাকে। বর্ণ সকল সম্যক্ প্রকারে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলে সে পাঠক ব্রহ্মলোকে প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন। পাঠকের মধ্যে যাঁহারা সুর করিয়া পড়িতেন, দ্রুত পড়িয়া যাইতেন, পড়িতে পড়িতে মাথা কাঁপাইতেন বা একটি একটি করিয়া ধরিয়া ধরিয়া পাঠ করিতেন, বা অর্থ না বুঝিয়া পড়িতেন ও যাঁহাদের পাঠের স্বর মৃদু হইত, তাঁহারা অধম পাঠক বলিয়া অবগীত হইতেন।

সে কি কথা, ব্রহ্মলোক যে পারলৌকিক পদার্থ, উহা যে পরব্রহ্মের আবাস স্থান। সেখানে লোক সকল পড়িয়া প্রশংসালাভ বা নিন্দাভাজন হইত, এ কেমন কথা? হাঁ ভাষ্যকারগণ শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ ও প্রক্ষিপ্তকারেরা শাস্ত্রাঙ্গ কলুষিত করিয়া ভারতে এইরূপ কুসংস্কারেরই পয়দা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সংবাদ ইহা নহে। একজন ক্ষুদ্রতস্কর বা মুষ্টিভিক্ষুকেরও একখানি ডেরা আছে, তথাপি সর্ব্বশক্তিমান্ রাজরাজেশ্বর ভগবানের বসবাস বা মাথা রাখিবার স্থান নাই। ব্রহ্মলোক, গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও স্বর্গ, এতৎসমুদায়ই ভৌম এবং যাঁহারা এখানে বাস করিতেন ও এখনও করিতেছেন, তাঁহারাও জনন-মরণশীল নর ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না ও নহেন। যুধিষ্ঠির পায়ে হাটিয়া যে স্বর্গে গিয়াছিলেন, অর্জ্জুন যে স্বর্গে থাকিয়া পাঁচ বৎসর ইন্দ্রের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন ও যে স্বর্গহইতে রাজসূয় কর আদায় করিয়াছিলেন, ভরদ্বাজাদি ঋষিরা যে স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট রসায়নবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে স্বর্গটা কি ভৌম ও পাদগম্য নহে? মহাভারতের আদিপর্ব্বের ১২০ অধ্যায়ের ৫ম হইতে ১৫শ পর্য্যন্ত শ্লোক পাঠ কর, দেখিবে তাহাতে বিবৃত আছে যে, স্বর্গ পার হইয়া মানুষেরা উত্তরকুরুতে ব্রহ্মার বাড়ী যাইয়া সভাসমিতি করিতেন।

অমাবাস্যাং তু সহিতা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুকামাস্তে সংপ্রতস্থুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ৫

সংপ্রয়াতান্ ঋষীন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুর্বচন মব্রবীৎ।
ভবন্তঃ ক গমিষ্যন্তি ব্রূত মে বদতাং বরাঃ॥ ৬

ঋষয় উচুঃ

সমবায়ো মহান্ অদ্য ব্রহ্মলোকে ভবিষ্যতি।
দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ স্বয়ম্ভুবম্॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডুরুত্থায় সহসা গন্তুকামো মহর্ষিভিঃ।
স্বর্গপারং তিতীর্ষুঃ স শতশৃঙ্গাৎ উদঙ্মুখঃ॥ ৮
প্রতস্থে সহ পত্নীভ্যাং অব্রুবন্ তঞ্চ তাপসাঃ।
উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজ মুদঙ্মুখাঃ॥ ৯
দৃষ্টবন্তো গিরৌ রম্যে দুর্গান্ দেশান্ বহূন্ বয়ম্।
বিমানশতসংবাধাং গীতস্বরনিনাদিতাম্॥ ১০
আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা।
উদ্যানানি কুবেরস্য সমানি বিষমাণি চ॥ ১১
মহানদীনিতম্বাংশ্চ গহনান্ গিরিগহ্বরান্।
সন্তি নিত্যহিমাদেশা নির্বৃক্ষমৃগপক্ষিণঃ॥ ১২
সন্তি কচিৎ মহাদর্য্যো দুর্গাঃ কাশ্চিৎ দুরাসদাঃ।
নাতিক্রামেত পক্ষী যান্ কুত এবেতরে মৃগাঃ॥ ১৩
বায়ুরেকো হি যাত্যত্র সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
গচ্ছন্ত্যৌ শৈলরাজেঽস্মিন্ রাজপুত্র্যৌ কথং ত্বিমে॥ ১৪
ন সীদেতাম্ অদুঃখার্হে মা গমো ভরতর্ষভ। ১৬

আদিপর্ব্ব—১২০ অধ্যায়।

একদিন অমাবাস্যা তিথি সমাগত হইলে সংশিতব্রত মহর্ষিগণ ব্রহ্মাকে দেখিবার জন্য প্রস্থানপরায়ণ হইলেন। ঐ সময় তাঁহারা গন্ধমাদন (বর্ত্তমান বেলুরতাক) পর্ব্বতের সানুদেশে বাস করিতেছিলেন। (১১৯ অধ্যায় ৪৮ শ্লোক দেখ)। তদ্দর্শনে মহারাজ পাণ্ডু সহসা গাত্রোত্থান করিয়া আদি স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য গন্ধমাদন হইতে উত্তরমুখে যাইতে লাগিলেন। মহাদেবী কুন্তী ও মাদ্রী তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। তখন তাপসগণ তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার সহিত রাজপুত্রীরা রহিয়াছেন, ইঁহারা দুঃখ

ক্লেশ কাহাকে কহে, তাহা জানেন না, ইঁহারা কেমন করিয়া এই দুর্গম পথে গমন করিবেন, আপনি কখনই ইঁহাদিগকে এই কষ্টে পাতিত করিবেন না, আপনি গমনে ক্ষান্ত হউন। আমরা এই সকল পথে বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, ইহার সম্যক্ অবস্থা জানি। পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ সকল অতীব উচ্চাবচ ও বন্ধুর, আমরা এই রমণীয় পর্ব্বতের উপরদিয়া উত্তরমুখে যাইতে যাইতে কত যে দুর্গম দেশ দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তাই নাই। কোনও স্থানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের প্রমোদ-উদ্যান সকল বিদ্যমান, আবার তৎসমুদায় শত শত বিমানদ্বারা সমাকীর্ণ এবং ঐ সকল উদ্যান যেন গীতস্বরে নিনাদিত। কুত্রাপি বা যক্ষরাজ কুবেরের উদ্যান সকল বিরাজ করিতেছে, উহারা কুত্রাপি সমতল, কুত্রাপি বা উচ্চাবচ। কোনও স্থানে মহানদী সকল প্রবাহিত, কোনও স্থানে বা পর্ব্বতনিতম্বসমূহ, কোথাও বা গহন গিরিকন্দর, কোনও স্থানে তৎসমুদয় আবার অতীব দুর্গম, পক্ষীরাও এই সকল দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারে না, মনুষ্য বা অন্য মৃগ-সকল কোথায় লাগে? তাহাতে আবার এই সকল স্থানে বারমাসই শীত, পথে একটি আশ্রয়-বৃক্ষ বা মৃগ কিংবা পক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল একমাত্র বায়ু ও শীতগ্রীষ্মদ্বন্দ্বসহিষ্ণু ঋষি আমরাই এই পথ দিয়া যাইতে পারি।

বেশ বুঝাগেল ইহা ভৌম ও পায়দলের পথ। আর যে ব্রহ্মাকে লোকে দেখিতে যায়, দেখে ও যাঁহার বাড়ীতে সভাসমিতি হয়, দেবতারা, পিতৃলোক বাসীরা ও ঋষিরা সমবেত হইয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মা ঈশ্বর ও সেই ব্রহ্মলোক, পারলৌকিক বস্তু নহে। আর যে স্বর্গটাকে পার হইয়া তবে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়, তাহাও ভৌম ভিন্ন পারলৌকিক স্বর্গ হইতে পারে না।

তবে তাঁহাকে "স্বয়ম্ভূ" বলা হইল কেন? ব্রহ্মা তিন জন। আত্মভূ বা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা। খুব সম্ভব এখানে "প্রজাপতিম্" পদটী কীটদষ্ট হওয়ায় কোনও লিপিকর "স্বয়ম্ভুবম্" লিখিয়া ক্ষতিপূরণ বা রিপু করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের নিজের লেখনীলীলা নহে। আর কোন্ গ্রন্থে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে? রামায়ণেও বর্ণিত রহিয়াছে যে—

ত মতিক্রম্য শৈলেন্দ্রম্ উত্তরঃ পয়সাংনিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥ ৫৩

উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ। ৩৮

সতু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।

সূর্য্যলক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা ॥ ৫৪

ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ ॥

ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ ॥ ৫৫

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ। ৫৬

অভাস্কর মমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্ ॥ ৫৮

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৪৩ স্বর্গ।

সুগ্রীব বলিলেন, হে বানরগণ! তোমরা সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই উত্তর মহাসমুদ্র দেখিতে পাইবে। তথায় মধ্যস্থলে সোমগিরি বর্ত্তমান, উহাই উত্তরকুরু, এখানে পুণ্যবান্ লোকেরাই বাস করিয়া থাকেন। সে দেশে সূর্য্য ছয় মাস উদিত হয় না, তথাপি সে দেশে অরোরাবরিয়ালিস নামে যে একটি আলোক আছে, তদ্দ্বারাই সেস্থান আলোকিত হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন সূর্য্যই তাপ দিতেছে। একাদশ রুদ্রাত্মক শিবের ন্যায় দেবদেব মহাত্মা ব্রহ্মা সেই উত্তরকুরুতে ব্রাহ্মণ ঋষিগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। সাবধান তোমরা আর এই উত্তরকুরুর উত্তরে যাইও না, তথায় সূর্য্য একবারেই উদিত হয় না, উহার সীমাও কেহ জানে না।

সুতরাং যে ব্রহ্মলোক পাদগম্য, যাহা উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণবেলা বিলসিত, সেই ব্রহ্মলোক ভৌম কি অভৌম ও ব্রহ্মর্ষিগণপরিবেষ্টিত দর্শনযোগ্য এবং দৃষ্ট সেই ব্রহ্মাও পরব্রহ্ম কি জননমরণশীল নর, তাহা চেতস্বান্ মনীষিগণই ভাবিয়া দেখুন।

কৌষীতকী উপনিষদে বিবৃত আছে যে, গার্গ্যের পুত্র রাজা চিত্র যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া যজ্ঞোপযুক্ত সংবৃতস্থানের অনুসন্ধান করেন। তাহাতে তদীয় পুরোহিত আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু সেই গুপ্তস্থানের কথা বলিতে না পারায় রাজা চিত্রই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকের কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকের পথ নির্দ্দেশ করেন।

স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরোহ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিজরা নদী ইল্যোবৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানম্ অপরাজিতম্ আয়তনম্ ইন্দ্র প্রজাপতী দ্বারগোপৌ।

১৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।

চিত্র বলিলেন, শ্বেতকেতো! যে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে যাইতে চাহেন, তাঁহাকে দেবযান পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্নিলোক, বায়ুলোক, সূর্য্যলোক, বরুণলোক ও ইন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া পরে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ নর চন্দ্রের রাজ্য বা মহর্লোক হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়। ব্রহ্মলোকে যাইতে পথে 'আর' বা আরাল হ্রদ, মুহূর্ত্তা, ইষ্টিহা ও বিজরা নদী পার হইতে হয়। ব্রহ্মলোক অতি উৎকৃষ্ট স্থান, তথায় বৃক্ষ সকল পুষ্টিকরফলে সুশোভিত, বাসস্থান সকল বিস্তৃত, জনপদ সকল অজেয় এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি চন্দ্র উহার দ্বারপালের কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষহইতে আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাতায়াতের যে পথ আছে, তাহার নাম দেবযান পথ, লোক সকল ভারতবর্ষহইতে সেই পথে পদব্রজে ব্রহ্মলোকে যাইয়া বেদাদির অধ্যয়ন করিতেন। ব্রহ্মলোকগামীকে ভারতের পরই বায়ুলোক বা অপোগস্থান, অগ্নিলোক বা কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বত), ইন্দ্রলোক বা চীনতাতার, বরুণলোক বা মঙ্গলিয়া (কোনও এক সময়ে বরুণ এথানকার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন), আদিত্যলোক বা উত্তরমঙ্গলিয়া, চন্দ্রলোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে হইত। ফলতঃ তিব্বতহইতে উত্তর সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় স্বর্গভূমি পাঁচটি অমৃত বা Sanatoriumএ বিভক্ত ছিল। এই সকল স্থানে অকাল মৃত্যু ও অকালবার্দ্ধক্য ছিল না, তাই এই সকল স্থান 'অমৃত' নামের বিষয়ীভূত। ছান্দোগ্য ঐ পঞ্চামৃত স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১। তৎ হ যৎ প্রথম মমৃতং তদ্বসব উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেন। ১৭১ পৃঃ

এই যে প্রথম অমৃত, তথায় ধব-প্রভৃতি অষ্টবসু, মহর্ষি অগ্নির নেতৃত্বে বাস করিয়া থাকেন। ইহাই তিব্বত।

২। অথ যৎ দ্বিতীয় মমৃতং তৎ রুদ্রা উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন। ১৭৪ পৃঃ

উহার উত্তরেই দ্বিতীয় অমৃত চীনতাতার, তথায় শিবপ্রভৃতি একাদশ রুদ্র ইন্দ্রের নেতৃত্বে বসবাস করিতেন।

৩। অথ যৎ তৃতীয় মমৃতং তৎ আদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন।
১৭৬ পৃঃ

দ্বিতীয় অমৃতের উত্তরেই তৃতীয় অমৃত বা মঙ্গলিয়া। তথায় ভগ ও অর্য্যম প্রভৃতি অদিতিনন্দনগণ বরুণের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

৪। অথ যৎ চতুর্থ মমৃতং তৎ মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন। ১৭৯ পৃঃ

তৎপর চতুর্থ অমৃত বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তথায় ঊনপঞ্চাশজন মরুৎনামক দেবতা চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

৫। অথ যৎ পঞ্চম মমৃতং তৎসাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন। ১৮১ পৃঃ

তৎপর সর্ব্বোত্তরে পঞ্চম অমৃতই উত্তরকুরু। এখানে সাধ্য দেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিতেন, এই পঞ্চম অমৃতই উত্তরকুরু, সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক। আমরা ভারতবাসীরা এখানে অধ্যয়নজন্য গমন করিতাম। এখানেই ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে। তাই ব্রহ্মার একদিন একরাত্রিতে আমাদিগের একবৎসরগণনা হয়। ছান্দোগ্যই বলিতেছেন যে—

ন বৈ তত্র নিম্লোচ ন উদিয়ায় কদাচন
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি। ১৮৬ পৃঃ

অত্র শঙ্করভাষ্যম্——— ন বৈ তত্র যতোঽহং ব্রহ্মলোকাৎ আগতঃ তস্মিন্ ন বৈ তত্র এতৎ অস্তি যৎ পৃচ্ছসি। নহি তত্র নিম্লোচ অস্তম্ অগমৎ সবিতা, ন চ উদিয়ায় উদ্গতঃ কুতশ্চিৎ কদাচন কস্মিংশ্চিৎ অপি কালে। উদয়াস্তময় বর্জ্জিতো ব্রহ্মলোকঃ। ইত্যুপপন্নং ইত্যুক্তঃ শপথ মিব প্রতিপেদে। হে দেবাঃ সাক্ষিণো যূয়ং শৃণুত যথা ময়োক্তং সত্যং বচঃ, তেন সত্যেন অহং ব্রহ্মণা ব্রহ্ম স্বরূপেণ মা বিরাধিষি মা বিরুদ্ধা ইয়ম্ অপ্রাপ্তির্ব্রহ্মণো মা ভূৎ ইত্যর্থঃ।

ব্রহ্মলোকহইতে ভারতে প্রত্যাগত কোন ঋষি দেবগণকে (তখন ভারতীয়গণ দেবতা বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিলেন) বলিতেছেন, হে দেবগণ! আমি সম্প্রতি ব্রহ্মলোকহইতে আসিয়াছি। তথায় সূর্য্য উদিত হইলে অস্ত যায় না, আবার অস্তগমন করিলেও শীঘ্র উদিত হয় না। উক্ত ব্রহ্মলোক উদয়াস্তবর্জ্জিত। আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা, ইহার একটি বর্ণও সত্যবিরোধী নহে। তৎপর ছান্দোগ্য নিজে বলিতেছেন—

ন হ বৈ অস্মৈ উদেতি ন নিম্রোচতি সকৃৎ দিবা
হ এব অস্মৈ ভবতি। য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ।

ব্রহ্মলোকহইতে আগত সেই ব্যক্তিসম্বন্ধে সূর্য্য উদিত হইত না (যেহেতু ৬ মাস রাত্রি), আবার উদিত হইলেও অস্তে যাইত না, সুদীর্ঘ দিবা (যেহেতু ৬ মাস দিন) প্রকাশ পাইত। যিনি ব্রহ্মার উপনিষৎ বা উপনিবেশ ভূমিকে এইরূপ বলিয়া জানিতেন। ছান্দোগ্য পুনরায় বলিতেছেন—

তৎ হ এতৎ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ, প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ। তৎ হ এতৎ উদ্দালকায় আরুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ। ১৮৭ পৃঃ

সেই ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা প্রজাপতি চন্দ্রকে বেদের শিক্ষা দান করেন; চন্দ্র আবার মনুকে (সম্ভবতঃ বৈবস্বত মনু) ও মনু অন্যান্য প্রজাগণকে বেদের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ঐরূপে অরুণি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্দালককে বেদপাঠ করান। মুণ্ডকোপনিষদেও বিবৃত রহিয়াছে—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা, ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্ম-বিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্ অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। ১। অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা, অথর্ব্বা তাং পুরা উবাচ অঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে পরাবরাম্। মুণ্ডকপ্রারম্ভঃ।

ব্রহ্মা স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে বিদ্যাবলে সর্ব্বপ্রাধান্য লাভ করেন। তিনি জগতের উপর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা ও সকল শরণাগতদিগের রক্ষক ছিলেন। তিনি প্রথমে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সকল বিদ্যার আদর্শ বেদের শিক্ষা দান করেন। তৎপর অথর্ব্বাহইতে অঙ্গির ও অঙ্গিরহইতে ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহ, সত্যবাহ হইতে অঙ্গিরাঃ সেই পরা ও অপরা দ্বিবিধ ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সুতরাং জানা গেল পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা বেদের অধ্যাপক ছিলেন, লোক সকল তাঁহার ব্রহ্মলোকে যাইয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেন, লিখিতে পড়িতে শিখিতেন এবং শাস্ত্রে ইহাও রহিয়াছে যে তিনি যাগযজ্ঞেরও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রজাপতির্যজ্ঞ মতনুত, প্রজাপতির্যজ্ঞান্, অসৃজত (৫০ পৃঃ), কৃষ্ণযজুঃ

তাহা হইলেই জানা গেল যে ব্রহ্মলোকে ভারতবাসীরা বেদ পড়িতে ও সভাসমিতি করিতে যাইতেন, তাহা ভৌম এবং কৌষীতকী যে উত্তরদিক্‌কে

ভাষার দিক্ বলিয়াছেন, তাহাও ভারতের বদরিকাশ্রম বা কাশ্মীর নহে, পরন্তু উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণতীরবর্ত্তী উত্তরকুরু, সুতরাং এতদ্দ্বারা জানা গেল যে পাণিনি ভারতীয় অভিনব কাশ্মীরাদি স্থানকে কখনই উত্তরদিক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন না। অতএব ইহাতে যেমন কাশ্মীরের, তেমনই ভারতেরও আদিগেহত্ব সর্ব্বথাই নিরাকৃত হইতেছে।

অতঃপর আমরা ৺সত্যব্রতসামশ্রমী মহাশয়ের মতের খণ্ডন করিব। তিনি গোভিলগৃহ্যসূত্র ৭ সামবেদের ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ বলিতেছেন যে—

আর্য্যজাতির আদি নিবাস।

যে জাতি যে দেশে বাস করিতেছে, তাহার সেই দেশ, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এ বিষয়ে সহসা কোনরূপ সংশয়ই হইতে পারে না। তাদৃশ সংশয়ের যদি বিশেষ কারণ দৃষ্ট বা প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে সুতরাং তাদৃশ সংশয়নিরাকরণের জন্য আন্দোলনও দোষাবহ নহে। আমরা আর্য্য, এই দেশও আর্য্যাবর্ত্ত, অন্য যে ইহা আমাদের দেশ তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ? পূর্ব্বে যে আমাদের বসতি অপর কোন প্রদেশে ছিল, এরূপ সংশয়ের কোন নিদানই ছিল না এবং নাই ও বরং রামায়ণের মহাবীর যেরূপ সমুদ্রকূলে আসিয়া নিজমুখোপম্যে স্বজাতিবর্গেরই মুখপ্রার্থী হইয়াছিলেন, সেরূপ আর্য্যদেশহইতে নির্ব্বাসিত যূথভ্রষ্ট ঔপনিবেশিক বীরগণ আত্মোপম্যে আমাদিগকেও ঔপনিবেশিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া কৃতকার্য্য হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

বৈদিক সমালোচনা ১০৩ পৃঃ

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অনুমান করেন, আর্য্যজাতির আদি নিবাস মধ্য এসিয়াস্থ বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূমি। ইহারই অনুকূলে তাঁহারা যে কতিপয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎ সমস্তই আমাদের বক্তব্য উত্তরের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। আসিয়া খণ্ডের লোকে ইউরোপ খণ্ডে গিয়া অধিবাস করে, এই প্রবাদটী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

উঃ—ভারতবর্ষ কি আসিয়ার অন্তর্গত নহে? যদি ইহাও আসিয়ার অন্তর্গত তবে এইস্থানহইতেই নির্ব্বাসিত আর্য্যদল ইউরোপাদি প্রদেশে উপনিবেশ করিয়াছেন বলিলেও উক্ত প্রবাদের কোনও বিরোধ দেখা যায় না।

২য়। গ্রীক ও রোমকেরা পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলহইতে গমন করিয়া গ্রীশ ও ইতালি দেশে অধিবাসকরেন, এই বিষয়টী ইতিহাসবেত্তারা প্রায় সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন।

উঃ—বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বত কি ইতালির পূর্ব্বোত্তর? মানচিত্রে দেখা যায় বিষুবরেখার ৩৬ অংশ হইতে ৪৭ অংশ পর্য্যন্ত ইতালি বিস্তৃত, উক্ত পর্ব্বত দ্বয়ও ঐ ৩৬ হইতে ৪৭ অংশব্যাপী সমসূত্রপাতেই পূর্ব্বভাগে স্থিত। ভারতশীর্ষ সারস্বত প্রদেশ যদিও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ, কিন্তু ৩৬ অংশস্পর্শী। এতাবতা উহাকেও ইতালির পূর্ব্ব বলা যায়।

৩য়। ঋগ্বেদসংহিতার ৩য় মণ্ডলের ৩৩শ সূক্ত ইত্যাদি বহুতর সূক্তের মধ্যে সিন্ধু, সরস্বতী ও পাঞ্জাবদেশীয় অন্যান্য নদীসমুদয়ের নাম উল্লিখিত আছে। পরং গঙ্গা যমুনার নামোল্লেখ দুই একস্থানে আছে মাত্র। অতএব বোধ হয় তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত হন, অনন্তর ক্রমে পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে আসিয়া অধিকার বিস্তার করেন।

উঃ—এ যুক্তিটী আরও চমৎকার। ইহাদ্বারা যে কিরূপে আর্য্যদের ক্রমাগমন নির্ণীত হইল, তাহা ত আমাদের পাপবুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইল না, বরং সারস্বতপ্রদেশীয় নদ্যাদির বিশেষ উল্লেখ থাকায় ঐ প্রদেশেই আর্য্যদের আদিবাস ছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তাঁহারা যে অন্যস্থানহইতে আসিয়া তথায় উপনিবেশ করিলেন তাহার প্রমাণ কি হইল?

৪। হিন্দুরা হিমালয়ের উত্তরাংশকেই চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লোকাতীত মহিমান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐদিকেই তাঁহাদের দেব নিবাস সুমেরু। ঐদিকেই তাঁহাদের কৈলাসাদি দেবভূমি ও সর্ব্বপ্রধান তপস্যাস্থল।

উঃ—হিমালয়ের উত্তরভাগ কৈলাসশিখরাদি ঐ প্রধান তপস্যার স্থান বলিয়াই দেবনিবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুর্গম সুমেরু পর্ব্বত উত্তরদিকে স্থিত বলিয়াই আর্য্যদের বিশ্বাস ছিল, আদিনিবাস বলিয়া নহে।

৫। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে একস্থানে লিখিত আছে লোকে উত্তরদিকেই ভাষাশিক্ষার্থ গমন করে। প্রবাদ আছে যে যে ব্যক্তি ঐ দিক্‌হইতে আগমন করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়, যেহেতু উহা

বাক্যের দিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ৭।৬। অতএব ভারতবর্ষের উত্তর, সুতরাং বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ আর্য্যদিগের আদি শিক্ষার স্থান বলিয়া বেদসিদ্ধান্ত।

উঃ—এ উন্মত্ত প্রলাপের উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও বিড়ম্বনামাত্র। পরং ইদানীং এদেশীয়দের এত দূর বেদানভিজ্ঞতা যে না লিখিলেও নয়।

এই পাশ্চাত্য মহোদয়েরাই না স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে "প্রথমত অর্থাৎ যৎকালে উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ের অধিবাসী, তৎকালে এ জাতি বর্ব্বর বলিয়া গণ্য হওয়ার উপযুক্ত ছিল, পরে সিন্ধুতীরবাসী হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিল। এবং সেই বিজ্ঞতা সভ্যতা বৃদ্ধিসহকারেই পারসীকগণের আদি পুরুষগণের সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে পার্থক্য জন্মে।

৬ষ্ঠ। পারসীকদিগের অবস্তা শাস্ত্রের অন্তর্গত বেন্দিদাদ নামক পরিচ্ছেদের সৃষ্টিপ্রকরণে কতকগুলি দেশের বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে

ঐর্য্যনম্ বেজো

নামে একটী হিম-প্রধান দেশ পারসীকদিগের আদিম আবাস প্রতীয়মান হয়। ঐ ঐর্য্যনম্ বেজো নগর ভারতে নাই, সুতরাং উহা যে ঐ পর্ব্বতদ্বয়ের সমীপস্থ বা উপরিস্থ কোন ভূমি, ইহাই সম্ভবপর।

উঃ—ঐর্য্যনম্ বেজো নগর এক্ষণে পৃথিবীর মানচিত্রে অদৃশ্য। অতএব উহা যে কোন্ স্থানে ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, বরং সে দেশে দশমাস শীত বর্ণিত থাকায় ভারতস্থ হইতে পারে না। কিন্তু এতদনুসারে বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগও হইতে পারে না। উহা বরং উত্তর রুশিয়া হইতে পারে। এবং ভারতহইতে নির্ব্বাসিত আর্য্য কুপুত্রগণ প্রথমে হয় ত একবারে রুষিয়ার উত্তর প্রান্তে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। পরে কালক্রমে অপরাপর দেশে বিস্তীর্ণতা লাভ করিয়া থাকিবেন। এ স্থলে ইহাও বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য যে ঐ ঐর্য্যনম্ বেজো নগর রুষিয়ার প্রান্তস্থ হউক, বরং উহা কখনই আমাদের আদি নিবাস ছিল না। ১০৯—১১৪ পৃ। ঐ

এই আর্য্যাবর্ত্তই আমাদের প্রসূতিগৃহ, ইহাই পুণ্যভূমি, ইহাই রত্নভূমি, ইহাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চিরবসতি স্থান। অনার্য্য জাতিরও ইহাই চির বাসস্থান। ১৩৭ পৃ।

এতাবতা ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা ঔপনিবেশিক নহি। আমাদের ইহাই

প্রকৃতদেশ, সুতরাং ঔপনিবেশিক কথাটী আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসত্য, কাজেই গালাগালিবিশেষ। ১৩৮ পৃ।

সামশ্রমী মহাশয় গোভিল গৃহ্যসূত্রের অবতরণিকায় এই সকল ও আরও বহু কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ হইয়াও কেন যে এরূপ বলিলেন, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। আমরা ভারতবর্ষে আছি, অতএব ভারতই আমাদের আদি নিবাস, ইহা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ উপদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরাও স্ব স্ব জনপদকে তাঁহাদের আদি গেহ বলিয়া মনে করিতে পারেন? তবে আমরা বাঙ্গালীরাও কি ইহাই ভাবিয়া লইব যে আমরাও এই বঙ্গদেশেরই ভূঁইফোড় আদিমনিবাসী, কান্য-কুব্জাদিহইতে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি কেহই এ দেশে আগমন করেন নাই? কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরা মিথ্যাবাদী?

আমরা যে "নিত্যহিম" দেশে ছিলাম, তাহা কি বহু বেদমন্ত্রেই বিবৃত দেখা যায় না? বেদ যে দ্যো বা স্বর্গকে পিতা বা পিতৃভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহাও কি তবে অলীক?

সৰ্বম্ একস্মাৎ জাতম্। (৯—৫৪সূ—৩ম)।

সায়ণের এ ব্যাখ্যা যদি সত্য হয় (অবশ্যই সত্য) তাহা হইলে আমরা ও দেবতারা যে পূর্ব্বে স্বর্গবাসী ছিলাম, তাহা কি বিশ্বাস করিতে হইবে না? বিষ্ণু যে দৈত্যদানবনিপীড়িত বৈবস্বত মনুকে লইয়া হিমালয়ের পরপারে এই ভারতে আগমন করেন, শতপথ কি সেই ঐতিহ্য স্মরণ করিয়াই মনুর

তদপি এতৎ উত্তরস্য

গিরেঃ মনো রবসর্পণম্

উত্তরগিরিহইতে দক্ষিণে অবতরণের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন না? ফলতঃ জলপ্লাবনের বেলা মনু যে হিমালয়শৃঙ্গহইতে ভারতে অবরোহণ করেন, তাহা মনুর অবসর্পণ বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। অপিচ যখন প্রত্যেক শাস্ত্রই

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে

বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন স্বর্গের সংস্কৃতভাষাভাষী স্বর্গের দেব-নাগরাক্ষরজীবী আমরা যে ভূতপূর্ব্ব স্বর্গবাসী, তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। নতুবা আমাদেরই ঋগ্বেদের ঋষিরা কেন আমাদেরই ভারতবর্ষকে জগতের

মধ্যে দ্বিতীয় প্রস্তোক: ও দ্বিতীয় প্রত্ন মাতৃভূমি বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিবেন? জেন্দাভেস্তাই বা কেন মৌরুকে Holy ও Mighty এবং আরিয়ানেম্ ভেইজোকে অহুর মজদা-সৃষ্ট দ্বিতীয় স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? ফলতঃ জগতের মধ্যে মৌরু বা মেরু পর্ব্বত-সানুই আদি স্থান, তাই উহাকে পবিত্র ও মহান্ বলা হইয়াছে, এবং আরিয়ানেম্ ভেইজো বা আর্য্যাবর্ত্ত (তৎসনাথ ভারতবর্ষ) জগতে দ্বিতীয় স্থান। দেবতারা ও আমরা যখন পরস্পর জ্ঞাতি-ভাবাপন্ন, তখন দেবতারা ভারতহইতে স্বর্গে গিয়াছেন, ইহা না ভাবিয়া আমরাই স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়া ভারতে স্বর্গের অক্ষর, গীর্ব্বাণবাণী ও সামবেদ হাজির করিয়াছি, ইহা ভাবাই কি সমধিক সঙ্গত নহে? যাহা হউক এই সকল নানা কারণে আমরা ভারতের আদিগেহত্ব অমূলক বলিয়াই মনে করিতে বাধ্য হইলাম। ফলতঃ কৌষীতকী ও বেদের শ্রুতিসমূহ এবং জেন্দাভেস্তার ঐর্য্যনম্ ভেইজো কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং বেদ যে স্বর্গকে আদি ও ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় স্থান বলিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে বেদজ্ঞ সামশ্রমী মহাশয় এইরূপ বিপ্রলাপের অবতারণা করিতেন না। ফলতঃ সমগ্র ভূমণ্ডলের মধ্যে মেরু-পর্ব্বতসনাথ দ্যো বা আদি স্বর্গ, আদি প্রাচীনতম স্থান এবং ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রত্নভূমি। আমরা উক্ত আদি স্বর্গহইতেই এই ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছি। তবে ইচ্ছায় নহে, আমরা আমাদের ভ্রাতৃবা দৈত্যদানবগণদ্বারা পরাজিত হইয়াই ভারতে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, ইহা যথাসময়ে যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

নবমাধ্যায়

সুবাস্তু

আশ্চর্য্য এই যে, এই সামশ্রমী মহাশয়ই আবার "ঐতরেয়ালোচনম্" গ্রন্থ লিখিয়া সপ্রমাণ করিতে সমুদ্গ্রীব যে কাবুলের সুবাস্তুপ্রদেশই আর্য্যগণের আদিনিবাস!! কিন্তু কাবুল বা সুবাস্তু কি ভারতের বাহিরের বস্তু নহে? তিনি আপনার উক্তির সমর্থনজন্য বলিতেছেন যে—

স চ আর্য্যাবাসঃ পূর্ব্বং তাবৎ
হিমবৎপৃষ্ঠস্য দক্ষিণভাগে সুবাস্তু
প্রদেশে এব আসীৎ, ইতি গম্যতে।২২ পৃঃ

অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণদিকস্থ সুবাস্তুপ্রদেশ, আর্য্যদিগের পূর্ব্বনিবাসস্থান, ইহা পাওয়া যাইতেছে। কেন? বা কি প্রকারে?

শ্রূয়তে ঋক্‌সংহিতায়াং সুবাস্তা অধি তুগ্বনি। ৮ম—১৯সূ—৩৭
ব্যাখ্যাতশ্চ এষ ঋগংশো যাস্কেন—সুবাস্তুর্নদী তুগ্বতীর্থং
ভবতি। তূর্ণ মেতদায়স্তি ইতি। ৪—২—৭
বাস্তুর্বাসভূমিঃ, সা খলু যস্যা স্তীরে সুষ্ঠু এব সা নদী সুবাস্তুর্নাম।
তত্তীরস্থিতো জনপদশ্চ অভবৎ তন্নামতঃ সুবাস্তুরেব। ২২ পৃঃ

অপোগস্থানে সুবাস্তু নামে একটি নদী আছে, উহার বর্ত্তমান নাম স্বাৎ বা সুবাৎ। উহার তীরস্থ জনপদও না হয় সুবাস্তু নামের বিষয়ীভূত হইল। কিন্তু তাহাতেই কেন ভাবিতে হইবে যে উহাই আর্য্যগণের আদিবাসস্থান! আর্য্যেরা কি কোনও শাস্ত্রে তাহা বলিয়াছেন? পক্ষান্তরে বৈদিক ঋষিরা সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

দ্যৌ র্নঃ পিতা

দ্যো বা আদি স্বর্গই আমাদিগের পিতা বা আদিপিতৃলোক অর্থাৎ পিতৃভূমি (Father-land)

সুতরাং "সুবাস্তুঃ পূর্ব্বমার্য্যাবাস ইতি গম্যতে" এ কথা প্রকৃত হইতেছে না। সুবাস্তু শব্দের অর্থ উত্তম বাস্তু বা উত্তম বাসস্থান হইতে পারে। কেহ আত্ম প্রীতিবশতঃ কোনও একটি নিকৃষ্ট স্থানকেও ঐ আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেই উহার আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ও হয় না।

অপি চ আর্য্যগণ যে ভারতের বাহিরেও আর্য্যনামধারী ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ফলতঃ যাঁহারা মধ্য এসিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবোপনামা ছিলেন।

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে
মহাভারত ও বায়ুপুরাণ।

আমরা দেবতারা দেবলোকহইতে ভারতে আসিয়া তবে আর্য্য নাম লইয়াছি। উহার অর্থও প্রভু (ঈশ্বর বা Lord) পরন্তু ঈশ্বরপুত্র নহে।

অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ। পাণিনি।

অতএব সামশ্রমি-মহাশয় অকারণ যাস্কের মত অধ্যাহৃত করিয়াছেন। যাস্ক, শাকপূণি ও ঔর্ণনাভপ্রভৃতির বেদব্যাখ্যা আর এ কালে সমীচীন বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইতে পারে না। অপি চ উক্ত মন্ত্রাংশের যখন এরূপ অর্থও নহে যে, সুবাস্তু মানবের বা আর্য্যজাতির আদি নিবাসভূমি, তখন যাস্কই বা সে ব্যাখ্যা করিবেন কেন, করিলেই বা তাহা শুনে কে? তিনি সে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়াও ত বোধ হইল না? ফলতঃ এ মন্ত্রাংশ এখানে অকারণই অধ্যাহৃত হইয়াছে।

সুবাস্তুবাসকালে এব স্যাৎ ইয়ম্ ঋক্ সমাম্নাতা। ২৩পৃ।

সামশ্রমিমহাশয়ের এই উক্তিও সাধীয়সী নহে। আমরা যে সুবাস্তু নামক কোনও প্রদেশে বাস করিয়াছিলাম, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে আমরা নায়েগ্রা ও টেমস নদীর ন্যায় সুবাস্তুনদীর নামও অবগত ছিলাম। তজ্জন্য কোনও মন্ত্রে উহার নাম যোজনা করিয়া থাকিব। কিংবা যজুর্ব্বেদজ্ঞ কোনও মনুষ্য উক্ত প্রদেশহইতে ভারতে আসিয়া ঐ কথা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। উদ্ধৃত ঋক্ যে সুবাস্তুবাস-কালেই রচিত বা পঠিত ও পাঠিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করাও নিষ্প্রয়োজন। অপিচ আমরা মধ্যএশিয়া বা পিতৃভূমিহইতে ভারতে আগমনকালে কিয়ৎকাল সুবাস্তুপ্রদেশে বাস করিলেও করিতে পারি, উহার ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করাও অসম্ভব নহে। উহা আমাদের পরিচিত স্থান বটে, কিন্তু উহাই যে দেবলোক বা আদি গেহ, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বেদ কি বলিয়াছেন যে "সুবাস্তু র্নঃ পিতা"? বা "সুবাস্তুরেব দ্যৌঃ"? স্থলান্তরে বলা হইয়াছে—

অস্য প্রত্নস্যৌকসো হুবে। ১ম—৩০সূ—৯

ইত্যাদি শ্রুতিগমাম্ আর্য্যাণাং প্রত্নৌকস্তং কথমস্য প্রদেশস্য স্যাৎ মন্তব্যমিতি চেৎ অত্র উত্তরস্তু

স চ আর্য্যাবাসঃ পূর্ব্বং তাবৎ
হিমবৎপৃষ্ঠস্য দক্ষিণভাগে
সুবাস্তুপ্রদেশে এব আসীৎ।" ২৯পৃঃ

কিন্তু ইহা নির্জলা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুবাস্তু নদী বা তত্তীরস্থ জনপদসমূহকেও কোন ভৌগোলিক হিমবৎপৃষ্ঠ প্রণয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন না। সুবাস্তু কি হিমালয়হইতে সুদূর পশ্চিমে নহে? যদি সুবাস্তুই পিতৃভূমি হইবে, তাহা হইলে বেদমন্ত্রই কেন সমস্বরে বলিবেন—

দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা

"দ্যো" বা আদিস্বর্গই আমাদের পিতা বা পিতৃভূমি, পক্ষান্তরে তাঁহারা পিতৃভূমিস্থলে "সুবাস্তু"র নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশসূক্তের নবম মন্ত্রের "প্রত্নৌকঃ" কোন্ স্থান, তাহা আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে দেখাইব, কিন্তু সুবাস্তুই উক্ত "প্রত্নৌকঃ" এরূপ কোনও কথা বিবৃত হয় নাই। স্থলান্তরে কথিত হইতেছে—

ততঃ ক্রমাৎ সুবাস্তুতঃ প্রাগ্
দক্ষিণস্যা মপি বহুদূরস্থাৎ শ্রীকণ্ঠশৈল
সমুদ্ভূতাম্ জহ্নুমুন্যাশ্রমতলবাহিনীং
জাহ্নবীং যাবৎ আর্য্যাবাসঃ সম্পন্নঃ। ২৪পৃঃ

তৎপর আর্য্যেরা সুবাস্তুহইতে অতি দূরে জাহ্নবীতীরে আসিয়া দ্বিতীয় আর্য্যাবাস স্থাপন করেন।

সুতরাং এ কথাগুলি সত্য হইলে সামশ্রমী যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষকেই আদি আর্য্যাবাস বলিতেছিলেন, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। ইহাতে ভারতবর্ষের আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, অপিচ কাবুলের অন্তর্গত সুবাস্তু যে আদিগেহ, তাহারও কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, সুতরাং সামশ্রমি মহাশয়ের কথা আদিঅন্তই বিতথ হইতেছে। তিনি আপন উক্তির সমর্থনজন্য

প্ররাণ মোকঃ সখ্যং শিবং বাং
যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।

৬—৫৮ সূ - ৩ম

এই মন্ত্রার্দ্ধের সমাহার করিয়াছেন। কিন্তু জাহ্নবীতীর যখন পুরাতন ওকঃ বা আদিবাসস্থান নহে, আমরা যখন পঞ্চনদহইতে ক্রমে ক্রমে সরিতে সরিতে গঙ্গা, যমুনা, সরযূ ও সরস্বতী-প্রভৃতি সকল নদীর পুলিনদেশেই বসবাস করিয়াছিলাম, তখন ইহার সমাহারের কি প্রয়োজন ছিল? আমরা কিন্তু

সামশ্রমী মহাশয়, সায়ণ বা দত্তজ মহাশয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আলোকনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়রত্ন মহাশয় এই মন্ত্রের যে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার একটি অর্থেরও অনুমোদন করিতে সমর্থ নহি। উক্ত মন্ত্রটি এই—

পুরাণ মোকঃ সখ্যং শিবং বাং
যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।
পুনঃ কৃথানাঃ সখ্যা শিবানি
মধ্বা মদেম সহ নু সমানাঃ॥ ৬—৫৮ সূ—৩ম

সায়ণভাষ্যম্—হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ পুরাণং পুরাতনং সখ্যং সখিত্বম্ ওকঃ সেব্যং শিবং কল্যাণকরং ভবতি। কিঞ্চ হে নরা নরৌ অস্মদীয়স্য কর্ম্মণো নেতারৌ যুবোঃ যুবয়োঃ দ্রবিণং ধনং জহ্নাব্যাং জহ্নুকুলজায়াং ভবতি শিবানি সুখকরাণি যুবয়োঃ সখ্যা সখ্যানি পুনঃ পুনঃ কৃথানাঃ কুর্ব্বন্তঃ সমানাঃ হবিঃ প্রদানেন উপকারকত্বাৎ মিত্রভূতা বয়ম্ মধ্বা মদকরেণ সোমেন যুবাং সহ যুগপৎ নু ক্ষিপ্রং মদেম হর্ষয়েম।

দত্তজানুবাদ—হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের পুরাতন সখ্য বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলকর। হে নেতৃদ্বয়! জহ্নাবীতে তোমাদের ধন আছে। তোমাদের সুখকর সখ্য পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমরা তোমাদের সমান হইয়াছি। আমরা হর্ষকর সোম দ্বারা তোমাদিগকে শীঘ্র ও যুগপৎ হৃষ্ট করিব।

সামশ্রমিব্যাখ্যা—জহ্নাবী জাহ্নবীতি অনর্থান্তরম্ ইতি অস্মাকম্। প্রসিদ্ধা এষা নদী ভাগীরথ্যাঃ শাখাবিশেষা ইতি উত্তরাখণ্ডে অদ্যাপি জাহ্নবপ্রদেশস্য পুরাণৌকস্ত্বামান মিদং ন্যূনং ব্যক্তিগতং ন তু সর্ব্বজনীন মিতি চ বেদিতব্যম্। জহ্নাবীতীরস্থো জাহ্নবপ্রদেশঃ খলু অদ্যতন পাঞ্চকোরায়াঃ প্রাক্ সিন্ধুতঃ প্রত্যক্ বুনার (বর্ণু) প্রদেশতশ্চ উদক্‌স্থিত ইতি বিশ্বকোষসম্পাদকো বসুদাসঃ। এবং চ সুবাস্তুসন্নিহিতা এব ইয়ম্ জাহ্নবী ইতি স্বীকৃতেঽপি নো ন ক্ষতিঃ। তত এষা আর্য্যাবাসঃ সারস্বতপ্রদেশেষু বিস্তীর্ণঃ। ২৪—২৫ পৃ।

বলা বাহুল্য সামশ্রমি মহাশয় এখানে আন্দাজে দুই এক কথা বলিয়াছেন, মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যায় হাতই দেন নাই। আমরা মনে করি, উক্ত মন্ত্রের এইরূপ অর্থ হওয়াই যেন সমীচীন—

প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে নরা নরৌ নেতারৌ আশ্বিনৌ দেব-ভিষজৌ!

পুরাণম্ ওকঃ পুরাণে ওকসি (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) অস্মাকং স্বর্গরূপে পুরাতন-বাসস্থানে বাং যুবয়োঃ সখ্যং বন্ধুত্বং দ্রবিণং ভবৎপ্রদত্তং ধনঞ্চ শিবং কল্যাণকরম্ আসীৎ যদা বয়ং স্বর্গে আস্ম তদা ভবতোঃ সখ্যেন ধনাদিনা চ অস্মাকং প্রভূতং মঙ্গলমভবৎ। কিন্তু ইদানীং বয়ং ভারতবর্ষে জাহ্নবীতীরে বসামঃ। অস্যাং জাহ্নব্যাঞ্চ বয়ং পুনঃ ভূয়ঃ ভবদ্‌ভ্যাং সহ শিবানি মঙ্গলকরাণি সখ্যা সখ্যানি বন্ধুত্বানি কৃণানাঃ কুর্ব্বাণাঃ কর্তুকামাঃ অতএব নু ভো সমানাঃ সজাতীয়াঃ বয়ং যুবাভ্যাং সহ মধ্বা মধুনা সোমেন সোম-পানেন মদেম হর্ষয়েম হৃষ্টা ভবেম।

হে অশ্বিদ্বয়! আমরা যখন আমাদের পুরাতন বাসস্থান স্বর্গে তোমাদের সহিত একত্র ছিলাম, তখন তোমাদের সহিত বন্ধুতায় ও তোমাদের প্রদত্ত ধনে আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত। এইক্ষণ আমরা ভারতবর্ষের এই জাহ্নবীতীরে আবার তোমাদের সহিত সেই বন্ধুতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। তোমরা আমাদের সজাতি (একই দেবজাতীয়) এস আমরা সকলে সোম পান করিয়া হর্ষানুভব করি।

এই মন্ত্রদ্বারা সামশ্রমী মহাশয় সুবাস্তর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেন না ও পারেন নাই। বরং এই মন্ত্রদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে আমরা ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহি, পরন্তু ইহার বাহিরের কোনও দেশের লোক যেখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও আমরা জ্ঞাতিভাবে একত্র বাস করিতাম। সামশ্রমী মহাশয় অতঃপর এই মন্ত্রটির অধ্যাহার করিয়াছেন—

নি ত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যাঃ
ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।
দৃষদ্বত্যাং মানুষে আপয়ায়াং
সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥ ৪ -২৩ সূ—৩ ম

এই মন্ত্রদ্বারা তিনি সপ্রমাণ করিতেছেন যে আর্য্যেরা ক্রমে ক্রমে দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতী নদীতীরে সরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা এক সময়ে সারস্বতপ্রদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন।

আমরাও উহাই স্বীকার করি, কিন্তু ইহাতে এমন মনে করিতে হইবে না যে আর্য্যেরা সুবাস্তহইতে এখানে আসিয়াছেন, অথবা সুবাস্ত মানবের আদি

জন্মভূমি। অপিচ তিনি ও সায়ণাদি এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই।

সায়ণভাষ্যং—হে অগ্নে ইলায়াঃ গোরূপধারিণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ ভূমের্ব্বরে বরিষ্ঠে শ্রেষ্ঠ-পদে নাভিস্থানে উত্তরবেদ্যাং অহ্নাং সুদিনত্বে যজনীয়দিবসানাং শোভন দিনত্বার্থং যেষু দিনেষু ইন্দ্রাদয়ো বরীয়াংসো দেবা ইজ্যন্তে তানি সুদিনানি তদর্থং ত্বা ত্বাম্ আনিদধে আসমন্তাৎ নিদধামি উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি। দৃষদ্বত্যাং দৃষদ্বতী নাম কাচিৎ নদী তস্যাং মানুষে মনুষ্যসঞ্চারবিষয়ে তীরে আপয়ায়াম্ আপয়া নাম কাচিৎ নদী তস্যাং সরস্বত্যাং নদ্যাঞ্চ এতেষু উত্তমেষু স্থানেষু ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। মহর্ষয়ঃ সরস্বতী-তীরে খলু যজ্ঞাদি কর্ম্মাণি অকার্ষুঃ। তথা চ ব্রাহ্মণম্ "ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত" ইতি।

সামশ্রমিব্যাখ্যা—ইলায়াস্পদে শস্যবহুলে অতএব পৃথিব্যাঃ বরে উৎকৃষ্ট প্রদেশে হে অগ্নে রেবৎ রেবান্ ধনবান্ অহং ত্বা ত্বাম্ আ আভিমুখ্যেন নিদধে স্থাপয়ামি। কশ্চ স শস্যবহুলঃ পৃথিব্যা বরঃ প্রদেশঃ? ইত্যাহ দৃষদ্বত্যাং আপ-য়ায়াম্ সরস্বত্যাম্ ইতি। দৃষদ্বতীতীরত আরভ্য সরস্বতীতীরং যাবৎ ত্রিনদী-তীরপ্রদেশঃ সর্ব্ব এব ব্রহ্মাবর্ত্তঃ মানুষে জনজঃদে তাদৃশে ত্বং দিদীহি দীপ্যস্ব। অতএব উক্তং মনুনা—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১৭—২ অ

কিমর্থং ত্বাং নিদধে ইত্যাহ—অহ্নাং সুদিনত্বায় ইতি। জীবৎকালানাং সুপ্রভাতীকর্তুমিতার্থং।

মোক্ষমূলরানুবাদ—On an auspicious day I place thee on the most sacred spot of Ila, the Earth. Shine, O Agni, wealth-bestowing, in the assembly of men on the banks of the Drishadvati, the Apaya, the Sarasvati.

দত্তানুবাদ—হে অগ্নি! সুদিনলাভের জন্য ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। হে অগ্নি তুমি দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতী (তীরস্থিত) মনুষ্যের গৃহে ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও। ৫২১ পৃ

কেন এই ব্যাখ্যা চতুষ্টয় ঠিক হয় নাই ? যেহেতু ইঁহারা কেহই মন্ত্রস্থ এই "ইলা" শব্দের পদার্থগ্রহ করিতে পারেন নাই। এখানে এই ইলা অর্থ অন্ন (শস্য) বা গো-রূপধারিণী পৃথিবী নহে। ইহার অর্থ ইলাবৃতবর্ষ। আর এই 'আনিদধে' ক্রিয়াপদও বর্ত্তমানকালীন নহে। ধা ধাতু হ্বাদিগণীয়, লট্ ও লিটের এ বিভক্তিতে উহার রূপ তুল্যভাবে "দধে" হইয়া থাকে। উঁহারা ইহা বর্ত্তমানকালীন লটের প্রয়োগ ভাবিয়া ভুল করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা লিটের এ বিভক্তির রূপ। আর "মানুষে" কথাটির অর্থ "মনুষ্যসঞ্চারবিষয়ে," "in the assembly of men" কিংবা "মনুষ্যের গৃহে" অথবা "জনপদে" নহে, উহার প্রকৃতার্থ মনুষ্যলোক এই ভারতবর্ষে। অবশ্য আদি মনুষ্যলোক অন্তরিক্ষ বা অপোগস্থান পারস্যাদি, কেননা মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি, স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া তথায় গমন করেন। উক্তঞ্চ কৃষ্ণযজুষি—

"প্রতীচীং মনুষ্যাঃ", ৩৬০ পৃ

কিন্তু কালে যজুর্ব্বেদী মনুষ্যেরা পার্শী (অসুর) ও আরবীয় মুসলমানগণের অত্যাচারে ভারতে প্রবেশ করিলে ও ভারতীয় দেবগণ দেবত্ব হারাইয়া নরে পরিণত হইলে শেষে ভারতবর্ষও মনুষ্যলোক বলিয়া প্রথিত হয়। অপিচ "অহ্নাং সুদিনত্বে" বাক্যটির অর্থও "যখন আমাদের সুদিন ছিল।" এই কারণে আমরা এই মন্ত্রটিরও স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে অগ্নে! অহ্নাং সুদিনত্বে যদা অস্মাকং সুদিনম্ আসীৎ বয়ং স্বর্গবাসিন আস্ম, তদা অহং ত্বা ত্বাং পৃথিব্যাঃ বরে জগতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইলায়াঃ পদে ইলাবৃতবর্ষে (ইলা হি ইলাবৃতবর্ষস্য নামৈকদেশ এব) আনিদধে সংস্থাপয়ামাস ত্বদুপাসনার্থং ত্বাং প্রজ্বালিতবান্। সাম্প্রতং তু বয়ং দুরদৃষ্টাৎ স্বর্গভ্রষ্টা ভারতবাসিনঃ অভূম। অতঃ ত্বাং মানুষে মনুষ্যলোকে অস্মিন্ ভারতবর্ষে আপযায়াং দৃষদ্বত্যাং সরস্বত্যাং এতাসাং নদীনাং তীরদেশেষু স্থাপয়ামি ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা স্যাৎ তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। ত্বং প্রজ্বলিতঃ আরাধিতশ্চ সন্ মহ্যম্ ধনং দেহি ইত্যর্থঃ।

হে অগ্নে! আমাদের যখন সুদিন ছিল, আমরা স্বর্গে ছিলাম, তখন আমরা তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইলাবৃতবর্ষে স্থাপন করিয়াছি। এইক্ষণ আমরা

তোমাকে এই মনুষ্যলোক ভারতবর্ষে দৃষদ্বতী, আপযা ও সরস্বতীনদীর তীরদেশে স্থাপন করিতেছি। তুমি প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর।

যাহাহউক এই মন্ত্রদ্বারাও জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ আমাদের আদি পিতৃভূমি নহে, ইলাবৃতবর্ষ (ইলার পদ) ই আদি পিতৃভূমি, সুতরাং সামশ্রমি মহাশয়-কর্ত্তৃক এই মন্ত্রটীও অকারণ অধ্যাহৃত হইয়াছে। এই মন্ত্র সুবাস্তুর পিতৃভূমিত্বসংসিদ্ধিবিষয়েও কোনও সহায়তা করিতেছে না। কেননা সুবাস্তু "ইলায়াঃ পদং" নহে। সামশ্রমী স্থলান্তরে বলিতেছেন—

> যদা হি সুবাস্তুতঃ পশ্চিমস্যাং দিশি অবস্থিতঃ
> নিষধপর্ব্বতোঽপি অভূৎ আর্য্যাবাসঃ তথাপি অয়ং
> সুবাস্তুপ্রদেশ এব আসীৎ তদীয়পূর্ব্বসীমা ইত্যপি
> গম্যতে অপরমন্ত্রেভ্যঃ। ২৩ পৃঃ।

এই অংশের প্রয়োজনীয়তা কি, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তৎপর আর্য্যেরা যে সুবাস্তুর পশ্চিমেও বাস করিয়াছিলেন. তাহারই বা সমুল্লেখ করা কি কারণ? ভারতবর্ষ ত সুবাস্তুর পশ্চিমে নহে। দেবতারা ভারতে আসিয়া তবে আর্য্যানাম গ্রহণ করেন। সুতরাং ভারতের বাহিরে কোনও আর্য্যাবাস থাকিলেও (যেমন ইরাণ) বুঝিতে হইবে যে উহা ভারতের আর্য্যগণদ্বারা কোনও সময়ে অধ্যুষিত হইয়াছিল, পরন্তু উহা (যেমন ইরাণ ও আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি) আদি আর্য্যাবাস বা মানবের আদি নিকেতন নহে। অপিচ নিষধপর্ব্বত হরিবর্ষে বা তাতারের উত্তরে ভিন্ন উহা যে কেমন করিয়া কাবুলস্থিত সুবাস্তুরও পশ্চিমে গেল, তাহা আমরা চিন্তা করিতেও অসমর্থ। যাহা হউক হিন্দুর কোনও বেদ বা শাস্ত্রই যখন সুবাস্তু বা ভারতবর্ষকে পিতৃভূমি বা মানবের আদি নিকেতন বলিয়া সংসূচিত করেন নাই, ভারতবর্ষই যখন জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ, তখন আমরা সামশ্রমি মহাশয়ের কথায় কর্ণপাত করিতে পারিলাম না। পৃথিবীর মধ্যে দ্যো বা ইলাবৃতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান ও প্রাচীনত্বে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়, ইহা বেদে থাকাতেও অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ সামশ্রমি মহাশয় কেন তাহা ভুলিয়া গেলেন, ইহাই অতীব বিস্ময়ের বিষয়। কেবল আমরা নহি, মহর্ষি চরকও ভারতবর্ষেতর অন্য স্থানকে আপনাদের পূর্ব্বনিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কঃ সহস্রাক্ষভবনং গচ্ছেৎ প্রষ্টুং শচীপতিম্।
অহমর্থে নিযুজ্যেয় মত্রেতি প্রথমং বচঃ।
ভরদ্বাজোঽব্রবীৎ তস্মাৎ ঋষিভিঃ স নিযোজিতঃ॥ ৫
স শক্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্।
দদর্শ বলহন্তারং দীপ্যমান মিবানলম্।॥ ৬
সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভি রভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্।
প্রোবাচ ভগবান্ ধীমান্ ঋষীণাং বাক্যমুত্তমম্॥ ৭
ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ।
তৎ ব্রূহি মে শমোপায়ং যথাবৎ অমরপ্রভো॥ ৮
তস্মৈ প্রোবাচ ভগবান্ আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। ৯—১অ সূত্রস্থান

পৃথিবী বা ভারতের অধিবাসিবৃন্দ নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইলে ঋষিরা রোগহইতে নিষ্কৃতিলাভের কোনও উপায় না দেখিয়া স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের শরণ লইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু কে ইন্দ্রভবনে যাইবে, ইহা লইয়া বিতর্ক হইতে লাগিল। তখন ভরদ্বাজ যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঋষিরা তাঁহাকেই ইন্দ্রভবনে পাঠাইয়া দিলেন। ভরদ্বাজ স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রকে আশীর্ব্বচনে সংবৰ্দ্ধিত করিয়া, ঋষিদিগের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং কি প্রকারে প্রাণিগণের ভয়জনক রোগহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন ইহা জানাইলে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপিত করিলেন।

এতৎপাঠে জানা গেল যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাদিগের ন্যায় নর বা মানুষ ছিলেন এবং ভারতের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদও করিতেন, তাঁহাদের বাসস্থান স্বর্গটা পাদগম্য ছিল। সে স্বর্গ কোথায়? উহার সহিত আমরা কখন পরিচিত ছিলাম কি না? চরক পাঠেই জানা যায় যে, স্বর্গ হিমালয়ের পরপারে বিদ্যমান এবং স্বর্গৈক দেশহইতেই স্বর্গগঙ্গা ভাগীরথীর উৎপত্তি হইয়াছে, উহা দেবগন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং উহাই ভারতবাসী আমাদিগের পূর্ব্বনিবাস। যদুক্তং তত্রৈব—

ঋষয়ঃ খলু কদাচিৎ শালীনা যাযাবরাশ্চ গ্রামৌষধ্যাহারাঃ সন্তঃ সাম্পন্নিকা মন্দচেষ্টা নাতিকল্যাণাশ্চ প্রায়েণ বভূবুঃ। তে সর্ব্বাসাম্ ইতিকর্ত্তব্যতানাম্ অসমর্থাঃ সন্তো গ্রাম্যবাসকৃতং দোষং মত্বা পূর্ব্বনিবাসম্ অপগতগ্রাম্যদোষং

মম্বা শিবং পুণ্য মুদারং মেধ্যম্ অগম্যম্ অসুকৃতিভির্গঙ্গাপ্রভবম্ অমরগন্ধর্ব্ব যক্ষকিন্নরানুচরিতম্ অনেকরত্ননিচয়ম্ অচিন্ত্যাদ্ভুতপ্রভাবং ব্রহ্মর্ষিসিদ্ধচারণানু-চরিতং দিব্যতীর্থৌষধিপ্রভবম্ অতিশরণং হিমবন্তম্ অমরাধিপতিগুপ্তং জগ্মুঃ। ভৃগ্বঙ্গিরোঽত্রিবশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যপুলস্ত্যবামদেবাসীতগৌতমপ্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ।

৫০৩ পৃ। চিকিৎসাস্থানম্।

আমরা মনে করি, চরকের এই উক্তিপরম্পরাপাঠে সামশ্রমি-প্রভৃতি মহাশয়গণ নিশ্চিতই ভারতবর্ষকে আপনাদিগের আদি স্থান বলিয়া স্থির-নিশ্চয় করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন। কেহ কেহ হয় ত "হিমবন্তং" কথাটীদ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া হিমালয়পৃষ্ঠকেই আদিগেহ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিমবৎপৃষ্ঠ গঙ্গাপ্রভব বা ইন্দ্রগুপ্ত স্বর্গভূমি নহে। এই "হিমবন্তং" পদের অর্থ—হিমপ্রধানং।

মুসলমানেরা বলেন, ভারতৈকদেশ লঙ্কা বা শরণদ্বীপই মানবের আদিগেহ এবং তত্রত্য আদমকূট পর্ব্বতই আদি মানব আদমের লীলাভূমি। কিন্তু ইহার মূলেও কোনও ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই। কেননা ভারত হইতে লঙ্কায় লোক যাইয়া বাস করিয়াছেন ভিন্ন লঙ্কার লোক ভারতে বা সমগ্র ভূমণ্ডলে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, এরূপ জনশ্রুতিও শ্রুত হয় নাই।

দশমাধ্যায়

উত্তরকুরু পিতৃভূমি নহে

কোনও কোনও ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, উত্তরকুরুই মানবজাতি বা আর্য্যগণের আদিনিকেতন। কিন্তু যাঁহারা স্বাধীনভাবে রীতিমত বেদ এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই এই ভিত্তিহীন ব্যাহত মতের সমর্থন ও অনুবর্ত্তন করিতে পারেন না। কিন্তু যখন শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ,

বিদ্যানিধি প্রভৃতি বিদ্বদ্‌গণ এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তখন এ মতের খণ্ডন ও প্রকৃত সত্যের প্রচারজন্য কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে—

"আমাদের এবং একজন গ্রীকের পিতৃভূমি স্বতন্ত্র নহে। আমাদিগের উভয়েরই পিতৃভূমি সেই

সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষিচরিতং যত্র যত্র চৈত্ররথং বনম্‌॥

এবংবিধ সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ।" ৯ পৃ গ্রীক ও হিন্দু।

কিন্তু আমরা বিনয়ের সহিতই বলিতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রমাণ ও যুক্তি অবিতথ নহে। তিনি এক সময়ে আমার প্রশ্নে বলিয়াছিলেন যে ইহা রামায়ণের একটি বচন। কিন্তু আমি কোনও রামায়ণ কিংবা অন্য কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখিতে পাইলাম না। বিশেষতঃ ইহা একটি যুগ্মকের অর্দ্ধাংশ মাত্র, সুতরাং ইহার অবশিষ্টাংশ না পাইতে পারিলে কেবল এই অংশের দ্বারা প্রকৃত অর্থের বিনিগমনা করা যায় না। এবং যাহা আছে, তাহার দ্বারাও এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না যে, ইহা উত্তরকুরুর বর্ণনাবিশেষ।

সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র

এ কোন্‌ সপ্তর্ষি? শূন্যের সেই সাতটি নক্ষত্র? যদি তাহা হইত, তবে কথঞ্চিদ্ভাবে ইহা উত্তরকুরুর আংশিক অববোধ করাইতে পারিত, কিন্তু সপ্তর্ষি বলিলেই যে সেই সাতটি নক্ষত্রই বুঝাইবে এরূপ নহে। পরন্তু মন্দাকিনী নদী ও চৈত্ররথ বনের সাহচর্য্যনিবন্ধন ইহা উত্তরকুরুর মস্তকোপরি বিহরমাণ সেই জড় সপ্তর্ষির অববোধ করাইতে অসমর্থ, ইহাই মনে করিতে হইবে। কেননা উত্তরকুরুতে না থাকিতে পারে মন্দাকিনীপ্রসঙ্গ, ও না থাকিতে পারে তথায় চৈত্ররথবনের সঙ্গতিসম্ভাবনা। কেন?

চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের বনের নাম চৈত্ররথবন। গান্ধারদেশ ও বাহ্লীকাদি জনপদ গন্ধর্ব্বগণের আবাসভূমি। রামায়ণ বলিতেছেন যে—

হত্বেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে॥ ১০

তক্ষং তক্ষশিলায়াস্তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।

গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়েষু চ ॥ ১১—১০১ সর্গ উত্তরকাণ্ড

সেই গন্ধর্ব্বগণ নিহত হইলে কেকয়ীসুত ভরত সেই গন্ধর্ব্বদেশ গান্ধারে তক্ষশিলা ও পুষ্করাবতী * নামে দুইটি সমৃদ্ধ নগর নির্ম্মাণ করাইয়া আপন পুত্র তক্ষ ও পুষ্করকে যথাক্রমে উহাদের রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

সুতরাং জানা গেল অপোগস্থানের একদেশ গন্ধর্ব্বদেশ। আফ্রিদিদিগের সহিত যুদ্ধকালেও জানা গিয়াছিল যে, আফগানিস্থানের কৃষ্ণপর্ব্বতে একটি "গান্দাব"নামে নগর বা জনপদ আছে। এই গান্দাবও গন্ধর্ব্ব শব্দেরই অপভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্।

অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্। ১৬—৩৬ অ

অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষস্থ বর্ষপর্ব্বত মেরুর প্রত্যন্ত ভূমিতে পূর্ব্বদিকে চৈত্ররথ বন ও অরুণোদ সরোবর, দক্ষিণে ইন্দ্রের নন্দনকানন ও মানসসরোবর। সিদ্ধান্ত শিরোমণিও বলিতেছেন যে—

বনং তথা চৈত্ররথং বিচিত্রং।

"তেষ্বপ্সরোনন্দন-নন্দনঞ্চ।" ৩৪—ভুবনকোষ।

সেই ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্ব্বতের পাদদেশে বিচিত্র চৈত্ররথ বন ও অপ্সরোগণের আনন্দের নন্দনকানন।

সুতরাং এই চৈত্ররথ বন কিছুতেই উত্তর মহাসাগরের তীরবর্ত্তী উত্তরকুরুতে যাইতে পারে না। মহাভারতের আদিপর্ব্বেও বর্ণিত আছে যে অর্জ্জুন হিমবৎপার্শ্বে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন উবাচ—

সমুদ্রে হিমবৎপার্শ্বে নদ্যামস্যাঞ্চ দুর্ম্মতে।

রাত্রাবহনি সন্ধ্যায়াং কস্য গুপ্তঃ পরিগ্রহঃ ॥ ১৬—১৭০ অ

রে দুর্ম্মতে অঙ্গারপর্ণ (চিত্ররথ) গন্ধর্ব্ব! এই সমুদ্র, এই হিমালয়পার্শ্ব ও এই হিমালয়পার্শ্ব প্রবাহিতা গঙ্গানদী সাধারণের ভোগ্য স্থান, এখানে যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও সময়েই আসিতে ও বিহার করিতে অধিকারী, কে তাহাতে বাধা দিতে পারে? ইহা কাহারই স্বায়ত্তীকৃত নহে।

* এই তক্ষশিলা এখন ট্যাকছিলা ও পুষ্করাবতী—পেশোয়ার নামে পরিচিত।

এই চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের বনের নামই "চিত্ররথ বন"। সুতরাং সে চিত্ররথবন হিমালয়ের উত্তরে হইলেও অধিক দূরে যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ উহা মানসসরোবরের দক্ষিণেই ছিল। আর মন্দাকিনী নদী ও আমাদিগের ভাগীরথী গঙ্গা একই বস্তু। কেন অমর ত বলিতেছেন যে উহা স্বর্গগঙ্গা?

মন্দাকিনী বিয়দ্গঙ্গা স্বর্ণদী সুরদীর্ঘিকা।

হাঁ মন্দাকিনী স্বর্গগঙ্গাই বটে, কিন্তু উহারই নামান্তর অলকনন্দা। যদাহ মহাভারতম্—

দেবেষু গঙ্গা গন্ধর্ব্ব প্রাপ্নোত্যলকনন্দতাম্।
তথৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈতি ভারতম্॥

হে গন্ধর্ব্ব! দেবলোকে গঙ্গার নামান্তর অলকনন্দা, সেই অলকনন্দাই দক্ষিণে ভারতবর্ষে গমন করিয়াছে। এই অলকনন্দা, গঙ্গা, মন্দাকিনী ও ভাগীরথী, একই বস্তু, সুতরাং স্বর্গের যে মন্দাকিনী ভারতেও প্রবেশ করিয়াছে, সে মন্দাকিনীর বিহারক্ষেত্র সুদূর উত্তরবর্ত্তী উত্তরকুরু হইতে পারে না। ভাস্করাচার্য্যও তদীয় সিদ্ধান্তশিরোমণিতে বলিয়াছেন যে—

বিষ্ণুপদী বিষ্ণুপদাৎ পতিতা মেরৌ চতুর্দ্ধা স্যাৎ।
বিষ্কম্ভাচলমস্তকশস্তসরঃসংগতা বিয়তা॥ ৩৭
সীতাখ্যা ভদ্রাশ্বং সালকনন্দা চ ভারতবর্ষম্।
চক্ষুশ্চ কেতুমালং ভদ্রাখ্যা চোত্তরান্ কুরূন্ যাতা॥ ৩৮

অর্থাৎ বিষ্ণুপদী বা গঙ্গা তিব্বতের বিষ্ণুপদভূমিস্থ বিষ্ণুপদ হ্রদহইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্কম্ভ পর্ব্বতের উপরিস্থ হ্রদে পতিত হয়। উহা তথাহইতে বিয়ৎ বা আকাশ অর্থাৎ আদি স্বর্গের একদেশ তিব্বতের মধ্য দিয়া গমন করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত হয়। উহার যে ভাগ চীনদেশ দিয়া (ভদ্রাশ্ববর্ষ চীন) পূর্ব্বসাগরে পতিত হইয়াছে, উহার নাম সীতা, যে শাখা কেতুমালবর্ষ বা অপোগস্থানে গিয়াছে, উহার নাম চক্ষু (চক্ষুস্ বা অকশাস্) আর যে শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই নাম অলকনন্দা বা মন্দাকিনী। অযোধ্যাকাণ্ডের বর্ণনানুসারেও জানা যায় যে বিষ্ণুপাদভূমি বা বিষ্ণুর প্রথম পাদবিক্রমস্থান তিব্বতের দক্ষিণপশ্চিমে বাহ্লীকের অনতিদূরে বিদ্যমান। সুতরাং যে গঙ্গা মেরু বা আলটাই পর্ব্বতের দক্ষিণে উৎপন্ন ও চারিভাগে বিভক্ত

হইয়া মন্দাকিনী বা অলকনন্দা নামে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে উত্তরকুরুতে লইয়া যাওয়া যায় না। উত্তরকুরুতে গঙ্গার যে শাখা গিয়াছে, উহার নাম "ভদ্রা," পরন্তু মন্দাকিনী নহে। এবং যে ভদ্রা উত্তরকুরু পর্য্যন্ত যাইয়া তত্রত্য উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে, তাহার সেই পতনস্থান, তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে পারে না। অতএব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্দাকিনীর নাম লইয়া উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার শ্লোকের সপ্তর্ষিও আদিস্বর্গের আদিসপ্তপিতৃপুরুষ মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি ভিন্ন পদার্থান্তর নহে। আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে এই মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষির সাতখানি বাড়ী ছিল, ঋগ্‌বেদ ও যজুর্ব্বেদাদিতে তাহারও সমুল্লেখ আছে। সেই সপ্তধাম বিশিষ্ট স্থানহইতেই বিষ্ণু আমাদিগকে ভারতে আনয়ন করেন। সপ্তর্ষির সেই সপ্তধামসম্বন্ধে যজুর্ব্বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়।

সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্ত রক্ষন্তি সদ মপ্রমাদম্॥

মরীচ্যাদি সপ্তঋষি সর্ব্বদা সাবধান হইয়া আপনাদের সপ্ত ভবন রক্ষা করিতেন। সুতরাং যাহা ভবন, তাহা ও তাহার অধিবাসীরা শূন্যে যাইতে পারেন না, ইঁহারা গগনচর নক্ষত্র সপ্তর্ষি নহেন। অতএব এই প্রমাণদ্বারা উত্তরকুরুর আদি পিতৃগেহত্ব সিদ্ধ হইতেছে না ও সিদ্ধ হইতে পারেও না। অপিচ—

দেবর্ষিচরিতং যত্র

এ কথাতেও উত্তরকুরুর কোনও পক্ষসমর্থন হইতেছে না। কেমনা দেবতারা আদি স্বর্গ মেরুপর্ব্বত, ইলাবৃতবর্ষ, নিষধবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও উত্তরকুরুবর্ষ ইহার সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজমান ছিলেন। অপি চ দেবতা সকল যে আদি স্বর্গহইতে উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন, তাহারও অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে, সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি তথ্যবতী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আর যখন ভারতের তুর্ব্বশুসন্তান গ্রীক যবনগণ ভারতহইতেই ইউরোপে গিয়াছেন, তখন উত্তরকুরুকে তাঁহাদের পিতৃভূমি না বলাই অধিকতর সঙ্গত। ফলতঃ তাঁহাদিগের পিতৃভূমি এই ভারতবর্ষ, তবে আমাদিগের ও তাঁহাদিগের পূর্ব্বপিতামহ চন্দ্র (সোম—Sem) প্রভৃতিরও পিতৃভূমি উত্তরকুরু নহে, পরন্তু—"মঙ্গলিয়া"।

অতঃপর আমরা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতনিরসনে প্রয়াস পাইব। তিনি ভারতী, নব্যভারত ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় সর্ব্বদাই এই ভাবের অভিব্যক্তি করিয়া থাকেন ও করিতেছেন যে—

"উত্তরকুরুই আর্য্য-
গণের আদি নিবাস"।

কিন্তু তিনি কোনও প্রমাণদ্বারা তাঁহার এই মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই। আমি আমার প্রথম বর্ষের মন্দারমালার তৃতীয় সংখ্যাতে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি এই গ্রন্থেও উহার পুনরুল্লেখ করিব। শীতলবাবুর প্রথম কথা এই যে—

"বৈদিক আর্য্যদিগের আদিম নিবাস যে উত্তরকুরুতে ছিল, তৎসম্বন্ধে বেদের একটী বিশেষ নিদর্শনের আলোচনা আমরা উপস্থিত প্রস্তাবে করিতে প্রয়াস পাইব। ভারতী, কার্ত্তিক—১৩২০ শাল।

শীতলবাবুর এই কথায় আমাদিগের প্রথমতঃ এই আপত্তি যে উত্তরকুরু, তপোলোক, মহর্লোক, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ বা কিম্পুরুষবর্ষবাসী লোকেরা যে আর্য্যোপাধিক ছিলেন, তাহা তিনি কোথায় পাইলেন? উঁহাদিগের উপাধি ব্রাহ্মণ (মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ) বা দেবতা ছিল। সেই দেবতাদিগের মধ্যে বৈবস্বত মনু, শযু ও অত্রিপ্রভৃতি নেতৃগণ ভারতে আসিয়া ভারতের আদিমনিবাসী কৃষ্ণত্বকৃদিগের উপর প্রভুত্ববিস্তারপূর্ব্বক আপনাদিগকে "আর্য্য" বা প্রভু (Lord) ও শোচনীয় অবস্থাপন্ন কৃষ্ণত্বগ্‌গণকে "শূদ্র" নামে বিশেষিত করেন। সুতরাং উত্তরকুরু-প্রভৃতি স্থান "আর্য্য-নিবাস" ছিল, ইহা বলা যায় না। পক্ষান্তরে ভারতীয় আর্য্যগণের যে যে শাখা ভারতহইতে পারস্ত, আরব, তুরুক, মিশর, ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন, তাঁহারাই আর্য্যনামের বিবরীভূত। এবং ঐ কারণে আমরা ঐ সকল জনপদে—

আর্য্যায়ণ (ইরাণ), এরিয়া, এবং আর্য্যরম (urzaram), আলবানিয়া, ও আয়ারল্যাণ্ড (আর্য্যানন্তা) প্রভৃতি আর্য্যঘটিত জনপদের অস্তিত্ব দেখিতে পাই, সুতরাং উত্তরকুরু আর্য্যনিবাস নহে, উহা জগতে চতুর্থ দেবনিবাস।

যদি উহা আদি আর্য্য-নিবাস হইত, তাহা হইলে আমরা হিমালয় হইতে উত্তরকুরু পর্য্যন্ত প্রসারিত জনপদসমূহের কুত্রাপি আর্য্যনামের কোন কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতাম। অবশ্য আদি স্বর্গের দেবতারাই ভারতে আসিয়া আর্য্য-নামে পরিচিত হয়েন, কিন্তু তা বলিয়া যেমন তোমরা স্বর্গস্থিত দেবগণকে "হিন্দু" বলিতে পার না, তদ্রূপ "আর্য্য" বলিতেও অনধিকারী। তৎপর শীতলবাবু যে বলিতেছেন, "উত্তরকুরু বৈদিক আর্য্যদিগের আদিম নিবাস" তাঁহার এ কথার মূলেও কোনও হেতু বা সত্য বিনিহিত নাই। কেননা উত্তরকুরু অতি আধুনিক জনপদ, উহা মানবসৃষ্টির বহু সহস্র বৎসর পরে স্থলে পরিণত ও মানব জাতির দ্বারা (দেবগণ দ্বারা) অধ্যুষিত হইয়াছিল, সুতরাং উহা আর্য্য, অনার্য্য, কাহারই "আদিমনিবাস" আখ্যার বিষয়ীভূত হইতে পারে না।

ফলতঃ পৃথিবীর মধ্যে "দ্যাবাপৃথিবী" বা দ্যো (মঙ্গলিয়া) ও ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। (মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে) তন্মধ্যে দ্যো পিতা বা পিতৃভূমি, সুতরাং দ্যো ভিন্ন উত্তরকুরু আদিনিবাস হইতে পারে না। অবশ্য কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, শীতলবাবু আপনার উক্তির সমর্থনজন্য ভারতীর প্রবন্ধে যে যে প্রমাণের অবতারণা করিয়াছিলেন, আমরা কেন সেই সেই প্রমাণের অপকর্ষ বা অপ্রাসঙ্গিকত্ব সপ্রমাণ করিলাম না? কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোনও প্রমাণই দেন নাই, সুতরাং আমরা তাঁহার কোন্ কথার খণ্ডন করিব?

উত্তরকুরু স্থলে পরিণত হইলে, আদি স্বর্গ বা মানবের আদিজন্মভূমি-নিবাসী সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, তদনুজ মহর্ষি সূর্য্যদেব ও সাধ্য-প্রভৃতি দেবগণ যাইয়া তথায় উপনিবিষ্ট হয়েন, এবং ব্রহ্মার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামন বিষ্ণু মধ্য সাইবিরিয়া বা তপোলোকে ও ব্রহ্মার পিতা কশ্যপের পিতৃব্য অত্রির পুত্র (সুতরাং ব্রহ্মার পিতৃব্য বা ক্ষুল্লতাত) চন্দ্রও যাইয়া দক্ষিণ সাইবিরিয়ায় (মহর্লোক বা উত্তর সংবৎসর) গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। আমাদিগের অনেক ভারতসন্তানও উত্তরকুরু-প্রভৃতিতে (দিবে) যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। প্রথমতঃ ব্রহ্মা সূর্য্য ও চন্দ্র সদলবলে যাইয়া মহর্লোকে উপনিবিষ্ট হয়েন, পরে ব্রহ্মা ও সাধ্যসূর্য্যাদি উত্তরকুরুতে চলিয়া যান। সুতরাং উক্ত উত্তরকুরুপ্রভৃতি

স্থানে কেন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচারব্যবহার ও জ্ঞান, বিজ্ঞান-সভ্যতাদির সমতা ও নিদর্শন পাওয়া যাইবে না? আমরা ও আফ-গানিস্থানবাসীরা উক্ত উত্তরকুরুতে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া বেদাধ্যায়ন করিতাম, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানপ্রণালী শিখিতাম ও লিখনপঠন শিক্ষা করিয়াছি সুতরাং আমাদিগের নেদিষ্ঠ দায়াদ ও অধ্যাপক তাঁহাদিগের সহিত আমা-দিগের বহু বা সকল বিষয়েই যে একতা থাকিবে, ইহা ধ্রুবই। কিন্তু তথাপি উক্ত অর্ব্বাচীন উত্তরকুরু আর্য্য, অনার্য্য কোনও জাতিরই আদিমনিবাস হইতে পারে না। শীতলবাবু যদি বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিহইতে ভৌগোলিক তত্ত্বের সমাহার করিতে চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই এই অমূলক ঐতিহ্যের অবতারণা করিতেন না। উত্তরকুরু জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অত্যুন্নত ছিল,এজন্য উত্তরকুরুসনাথ সমগ্র "ত্রিদিব" জগতের "ত্রিরোচনা" (তিনটী আলোকিত স্থান) বলিয়া প্রখ্যাত ছিল, আমরা ভারতবাসীরা উক্ত উত্তরকুরুকে আদর্শ করিয়া চলিতাম, তাহাও সকলে মহা-ভারতে কুন্তীপাণ্ডুসংলাপে জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও উত্তরকুরুর প্রাধান্য ভিন্ন আদিমত্ব বা আদিগেহত্ব,সমর্থিত হইতে পারে না। অবশ্য শীতলবাবু "শতং হিমাঃ" কথাটীর উপর অত্যন্ত নির্ভর করিয়াছেন, কিন্তু বেদমন্ত্রে বহুত্র "শরদঃ শতম্"প্রভৃতি কথারও বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উত্তরকুরু যেমন শীতপ্রধান স্থান, ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়াও কি তদ্রূপ হিমপ্রধান স্থান নহে? সুতরাং কেবল হিমাধিক্যদ্বারা কোনও স্থানের আদিমত্ব সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ উহা বহুভারতসন্তান ও ব্রহ্মাদি দেবগণের উপনিবেশ ভূমি।

উত্তরকেন্দ্র পিতৃভূমি নহে।

অপর কেহ কেহ বলেন যে উত্তরকেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি। তন্মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর মনীষী William, F. Warren সাহেবই তাঁহাদিগের অগ্রণী। ওয়ারেণ তাঁহার—

Paradise Found

নামক গ্রন্থে তাঁহার এই মতের সমর্থনজন্য বহু কথা বলিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলকও ওয়ারেণ সাহেবের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার—

Arctic Home in the Vedas

নামক গ্রন্থে এ বিষয় লইয়া গভীর গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদিগের মতের সমর্থনজন্য ইঁহারা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটী কথাও আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। ওয়ারেণ বলিতেছেন যে—

The Cradle of the human race
at the North Pole.

অর্থাৎ মানবজাতির আদি সূতিকাগার বা আদি নিকেতন উত্তরকেন্দ্রে অবস্থিত।

কিন্তু কেবল তাঁহার মুখের কথায় কি ইহা সিদ্ধ হইতে পারে? আমাদিগের প্রাচীনতম বেদাদিতে এমন একটী কথাও নাই যে, আদি মানব হিরণ্যগর্ভ উত্তরকেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তথায় তাঁহার বংশবৃদ্ধি হইলে পরে মানবজাতি পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে বৃহদারণ্যক বলিতেছেন যে আদি মানব বিরাট্ ও তদীয় পত্নীর গর্ভজাত মনুষ্যগণদ্বারা আকাশ বা মঙ্গলিয়া পূর্ণ হইয়াছিল। পরাশরও আকাশ এবং বেদও ত্যোকে সকলের পিতৃভূমি বা Father Land বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাইবেল, জেন্দাভস্তা, কোরাণ এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতেও এমন কথা বিবৃত দেখা যায় না, যে "উত্তরকেন্দ্র" মানবের আদিজন্মভূমি। উহা প্রকৃত হইলে ভারতবর্ষ,ইরাণ,বেবিলনিয়া ও মিশরের কোনও না কোনও গ্রন্থে

উত্তরকেন্দ্রের পিতৃভূমিত্ববিষয়ে, কোন না কোনও অভিমত থাকিতই। উহাঁরা পূর্ব্বদিক্‌কে (সেই পূর্ব্বদিকই এই ভারতবর্ষ) তাঁহাদিগের পিতৃভূমি বলিয়াছেন, পরন্তু—উত্তরদিক্‌কে নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু স্থানেই বলিয়াছেন যে মধ্য এশিয়ার কোনও স্থান (যেমন বাকৃট্রিয়া, হিন্দুকুশের পাদদেশপ্রভৃতি) মানবের আদিজন্মভূমি। জেন্দাভস্তার লোকেরাও মেরু ও এরিয়ানা ভেইজোর নাম ভিন্ন উত্তর কেন্দ্রের নাম গ্রহণ করেন নাই। হিন্দুরাও তাঁহাদের বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে দ্যো বা মেরুপর্ব্বতের সানুদেশ ও ইলাকেই তাঁহাদের আদি নিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরন্তু উত্তরকেন্দ্রকে নহে।

বলিতে পার,উত্তরকেন্দ্র হিন্দুদের পরিজ্ঞাত ছিল না ; কিন্তু সে কথা সত্য নহে কেননা হিন্দুর সকল শাস্ত্রেই মেরু বা সুমেরুপ্রদেশ (উত্তরকেন্দ্র) ও কুমেরু প্রদেশের নাম এবং অবস্থান কীর্ত্তিত রহিয়াছে, অথচ তাঁহারা একথা একবারও মুখে আনয়ন করেন নাই যে, উত্তরকেন্দ্র আমাদের পূর্ব্ব নিবাস। অন্য কোন্ জাতিই বা তাহা বলিয়াছেন ? উত্তরকেন্দ্র মানবের আদি সূতিকাগার হইলে কেন হিন্দুরা সে প্রিয়তম পুণ্যভূমির নাম গ্রহণ না করিবেন ? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে উহা কোনও দিন মানবজাতিদ্বারা অধিকৃত বা অধ্যুষিত হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণ তারস্বরেই বলিতেছেন যে—

> খতেঽমরগিরের্মেরোরুপরি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
> যে যে মরীচয়োঽর্কস্য প্রয়ান্তি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
> তে তে নিরস্তা স্তদ্ভাসা প্রতীপ মুপ যান্তি বৈ॥ ১৯

অমরগিরি মেরুপর্ব্বেতর উপরি ভাগে ব্রহ্মার সভা বিদ্যমান, সামান্য সূর্য্যরশ্মি ব্রহ্মার সভা ভিন্ন অন্যান্যস্থানকে আলোকিত করে। সূর্য্যমরীচি ব্রহ্মসভায় প্রবেশ করিলেও ব্রহ্মার সভার দীপ্তিতে নিরস্ত হইয়া বিপরীত দিকে চলিয়া যায়।

> তস্মাৎ দিশ্যুত্তরস্যাং বৈ দিবারাত্রিঃ সদৈব হি।
> সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো যতঃ॥ ২০। ৮অ। ২ অংশ

সেই দেবপর্ব্বত মেরুর উত্তর দিকে মেরুপ্রদেশ অবস্থিত, উহা সমগ্র দ্বীপ ও নব-বর্ষের উত্তরদিকে সংস্থিত, একারণ তথায় সর্ব্বদাই দিন ও সর্ব্বদাই রাত্রি হইয়া থাকে।

এখানে বিষ্ণুপুরাণ মেরুপর্ব্বত ও মেরুপ্রদেশ, এই উভয় স্থানেরই নাম লইতেছেন, সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে ও মানিয়া লইতে হইবে যে, ঋষিরা উত্তরকেন্দ্রের কথা জানিতেন এবং তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, দেবগণের নিবাসস্থান মেরুপর্ব্বত ও উহার সুদূর উত্তরে অবস্থিত মেরুপ্রদেশ, এক বস্তু নহে। পরন্তু মেরুপর্ব্বত ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

মেরু মধ্য মিলাবৃতম্। বায়ু

উক্ত মেরুসনাথ ইলাবৃতবর্ষ, নব-বর্ষের একটী প্রধান বর্ষ, পক্ষান্তরে মেরু প্রদেশ, না কোনও গণনীয় দ্বীপের অন্তর্গত এবং না উহা কোনও বর্ষের অন্তর্ভুক্ত। ইলাবৃতবর্ষ বহুদক্ষিণে অবস্থিত,মধ্যে উত্তর মহাসাগর ও সাইবিরিয়া।

সুতরাং বুঝিতে ইহবে প্রাচীনতম যুগের লোকেরা উহার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত জানিতে না পারাতেই উহাকে কোনও দ্বীপ বা বর্ষান্তর্গত জনপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। রামায়ণও বলিতেছেন যে—

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ।৫৬
অভাস্কর মমর্য্যাদং ন জানীম স্ততঃ পরম্ ॥৫৮

৪৩ সর্গ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

হে বানরচমূগণ! তোমরা কখনও উত্তর কুরুর উত্তরে গমন করিও না, তথায় সূর্যোদয় হয় না এবং আমরা কেহ উহার সীমা সরহদ্দও জানি না।

দেখ বৈদিক ঋষিরাও উত্তর-কেন্দ্রকে কোনও ভৌগোলিক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, রামায়ণের যুগেও উহা একটী অপরিজ্ঞাত স্থান বলিয়া বিশেষিত, পৌরাণিকেরাও উহাকে কোনও দ্বীপ বা বর্ষের গণনায় স্থান দান করেন নাই, কেন? যেহেতু কোনও মানব কোনও দিন উহাতে গমন করিতে পারেন নাই, উহা কখনও কাহার দ্বারা অধ্যুষিতও হইয়া ছিল না। সুতরাং এহেন অগম্য ও অনধিগততত্ত্ব স্থান কখনই মানবজাতির আদিগেহ হইতে পারে না। বলিবে যে, বহুদিন পরিত্যক্ত বলিয়া কেহ আর উহার কোনও সংবাদ রাখেন নাই, পৌরাণিক যুগের লোকেরাও কেহ কোনও সংবাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; কিন্তু তাহা নহে। আমরা দেবতারা বহুদিন যাবৎ দ্যো বা আদিস্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া মনুষ্যে পরিণত হইয়াছি, কিন্তু, তথাপি আমরা—

দ্যৌর্নঃ পিতা

"দ্যৌ"আমাদিগের"পিতৃভূমি,"একথা বিস্মৃত হই নাই এবং মিশর ও ইউরোপ-বাসিগণের মধ্যেও যাঁহারা সভাভীরু, তাঁহারাও অদ্যাপি ভারতবর্ষকে পূর্ব্ব নিবাস বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, পার্শীরাও"আরিয়ানা ভেইজো"বা আর্য্যাবর্ত্ত যে তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাসভূমি, তাহা অবগত আছেন। উত্তরকেন্দ্রের সহিত মানবজাতির সম্বন্ধ থাকিলে, কোন না কোনও দেশের লোক আপনাদিগের গ্রন্থে উহার আদিগেহত্বনির্দ্দেশ করিতেন। ফলতঃ কি সুমেরু-প্রদেশ (উত্তর কেন্দ্র), অথবা কি দক্ষিণ মেরু, ইহার কোনও স্থানই এপর্য্যন্ত মানব জাতির পদদ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় নাই, উহারা অনধিগত ও অনধ্যুষিত ভূখণ্ডমাত্র।

তৎপর দেখ, ওয়ারেন আপনার উক্তির সমর্থনজন্য একটী প্রমাণেরও অবতারণা করিতে পারেন নাই। তিনি চৈনিকদিগের গ্রন্থহইতে তুলিয়াছেন—

Among the Chinese we find a similar celestial mount, the mythical kewenlun, it is often called simply—

"The Pearl Mountain,"

as its top is paradise, with a living fountain, from which flow in opposite directions the great rivers of the world. Around it revolves the visible heavens ; and the stars nearest to the Pole, are supposed to be the abodes of the infirior gods jand enii. To this day, the Tanists speak of the first person of their trinity as residing in "the metropolis of Pearl Mountain," and addressing him turn their face to the northern sky. P. 128.

অর্থাৎ আমরা চৈনিকদিগের মধ্যেও এইরূপ একটী স্বর্ণপর্ব্বতের অস্তিত্ব দেখিতে পাই,যাহার নাম "কিউনলন"। কিন্তু উহা পৌরাণিকবস্তু। ইহা সচরাচর মুক্তার পর্ব্বত বলিয়া কথিত। উহার উপরি ভাগেই স্বর্গ এবং তথায় একটী স্রোতস্বান্ হ্রদ বর্ত্তমান। যে হ্রদহইতে পৃথিবীর চারিটী প্রধান নদী চারি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনযোগ্য স্বর্গভূমি সকল বিরাজমান। এবং উত্তর কেন্দ্রের অতি নিকটে যে সকল নক্ষত্র আছে,

তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় ও কেন্দ্রএনি দেবতা বাস করেন, ইহা সকলে অনুমান করিয়া থাকেন। কেবল প্রাচীনেরা নহেন, একালের ভূস্বামিগণও বলিয়া থাকেন যে, উক্ত মুক্তাপর্ব্বতের রাজধানীতে দেবতাত্রয়ের (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—Trinity) প্রধান ব্যক্তি বাস করেন এবং চৈনিকগণ উত্তর দিকের গগনের দিকে মুখ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া থাকেন।

ওয়ারেন ইহার অধ্যাহার যে কেন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। ইহার মধ্যে এমন একটী কথাও নাই,যাহাতে উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। ফলতঃ চীনগণ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, নেপালের প্রাচীন নামই চীন। তথাহইতে ব্রাত্যক্ষত্রিয় (১০ অ—৪৩।৪৪—মনু ও মহাভারত অনুশাসন দেখ) চীনগণ হিমালয়ের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী জন লোকে গমন করাতে উহাও চীননামে প্রখ্যাতি লাভ করে। চীনগণও আপনাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান বলিয়া দাবিকরিয়া থাকেন। এখনও বহুসংখ্যক চীন হিন্দু রহিয়াছেন এবং তাঁহারা রীতিমত দশমহাবিদ্যার অর্চ্চনা করেন। সুতরাং তাঁহারা নূতন কথা কোথায় পাইবেন ?

তাঁহাদিগের এই মুক্তাপর্ব্বত ও আমাদের কনকরত্নময় মেরুপর্ব্বত, একই বস্তু। এই উভয় বস্তুই দেবনিবাস, আমাদের মেরুপর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গেও ব্রহ্মাদি দেবতাত্রিতয় বাস করেন। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণিতে বিবৃত আছে যে—

সদ্রত্নকাঞ্চনময়ং শিখরত্রয়ঞ্চ
মেরৌ মুরারিকপুরারিপুরাণি তেষু।
তেষা মধঃ শতমখজ্বলনান্তকানাং
যক্ষাম্বুপানিলশশীনপুরাণি চাষ্টৌ ॥ ৩৬

সেই মেরুপর্ব্বতের ঊর্দ্ধ শৃঙ্গে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের বাসভবনত্রয় বিরাজমান। আর উহার নিম্নে সানুদেশে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, ও সূর্য্যের অষ্ট ভবন বিদ্যমান। এই ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণই (infirior gods) বা নিম্নশ্রেণীর দেবতা। আমাদের মেরু-পর্ব্বতসংস্থ বিষ্ণুপদহ্রদহইতেও চারিটী নদী নির্গত হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপদী বিষ্ণুপদাৎ পতিতা মেরৌ চতুর্দ্ধা স্যাৎ।
বিষ্কম্ভাচলমস্তকশস্তসরঃসংগতা গতা বিয়তা ॥৩৭
সীতাখ্যা ভদ্রাশ্বং, সালকনন্দা চ ভারতবর্ষম্।
চক্ষুশ্চ কেতুমালং ভদ্রাখ্যা চোত্তরান্ কুরূন্ যাতা ॥৩৮ ভুবন-কোশম্ ॥

গঙ্গা বিষ্ণুপদহ্রদহইতে নির্গত হইয়া আকাশ দিয়া যাইতে যাইতে বিষ্কম্ভাচল পর্ব্বতের উপরিস্থ সরোবরে মিলিত হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে সীতানদী (ইয়াং শিকিয়াং) পূর্ব্বদিকে চীনদেশ, অলকনন্দা (ভাগীরথী) ভারতবর্ষ, চক্ষুঃ (অকসাস্) কেতুমালবর্ষ (অপোগস্থানাদি) ও ভদ্রা উত্তর কুরুতে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন সাগরে পতিত হয়)।

সুতরাং ইহা যেমন কোনও নূতন কথা নহে, তদ্রূপ ইহাদ্বারা উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্বও সমর্থিত হইতেছে না। অবশ্য বলা হইতেছে যে চীনগণ উত্তরমুখী হইয়া ব্রহ্মাকে আহ্বান করেন। কিন্তু আমরাও জানি ও বলি যে উত্তরদিকে আমাদের দেবনিবাস,তদ্রূপ তাঁহারাও ভারতে থাকিবার সময়ে তাহা জানিতেন ও সেই সংস্কারবশতঃ এখনও উত্তরমুখী হইয়া ব্রহ্মাকে আহ্বান করেন। কিন্তু তাহাতেই এই—

Northern Sky

যে উত্তরকেন্দ্রের আকাশ, এরূপ বুঝিতে হইবে না। বৈদিকযুগে শূন্যের নাম আকাশ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম বা নভঃ ছিল না; আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়ার নামান্তরই আকাশ, ব্যোম, পুষ্কর, অম্বর, স্বঃ ও দ্যো, এবং তুরুস্ক, পারস্য ও অপোগস্থানের নামই নভঃ, অন্তরীক্ষ ও ভুবর্লোক। সুতরাং চীনেরা এই—

Northern Sky

শব্দে উত্তর মঙ্গলিয়ার মেরুপর্ব্বতশৃঙ্গকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আকাশ যে আমাদের পূর্ব্ব নিবাস, পরন্তু গগন নহে, তাহা পরাশরও বলিয়া গিয়াছেন।

পিতৄণাং স্থান মাকাশং
দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ ॥৬—৩অ

আকাশ আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণের আদি বাসস্থান, এবং উহা দক্ষিণদিকে (উত্তরকুরুর) অবস্থিত।

শূন্য বা গগন অনন্ত, উহা কোনও সীমাবদ্ধ স্থানের পূর্ব্ব, পশ্চিমে বা

ক্ষণে উত্তরে, এরূপ কথিত হইতে পারে না। ফলতঃ প্রাচীন কালে "আকাশ" শব্দ কেবল পিতৃভূমি বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত; বৃহদারণ্যকেও উহা আদি মানব বিরাটের বাসস্থান বুঝাইতে প্রযুক্ত রহিয়াছে।

অবশ্য চীনেরা অনুমান করেন যে, উত্তরকেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রে উপ-দেবতারা বাস করেন। কিন্তু ইহা হয় বৃথা অনুমান, না হয় ইহা আমাদের গন্ধর্ব্বাদির কথাই বিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। গগনবিহারী নক্ষত্রে কি থাকে, বা না থাকে, তাহা অষ্টচক্ষুঃ থিওছপিষ্টগণ ভিন্ন অন্য মানুষ জানে না, চীনেরাও জানিতে পারেন নাই। সুতরাং মাত্র এই অযৌক্তিক কথাটার উপর নির্ভর করিয়া উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ইহা কল্পনা করাও যেন অপরাধবিশেষ। অপি চ কেবল চীনগণ নহেন, ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান গ্রীকদিগের মধ্যেও আমাদের এই চারি নদীর সমুল্লেখ দেখা যায়। মহাকবি হোমর বলিতেছেন যে—

Finally identifying the plaee beyond all question. We have the Eden "fountain," whose waters part into four streams, flowiug each in opposite directions. Illiod. P. 230. অর্থাৎ উপসংহারে নিঃসন্দেহরূপে এই স্থান নিরূপণ করিতে গিয়া আমরা ইডেন নামক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হই। ইহার জল চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের প্রাচীনতম ঋগ্‌বেদেও উক্ত নদীচতুষ্টয়ের সমুল্লেখ রহিয়াছে।

মধ্বুপরা অপিন্বৎ মধ্বর্ণসো নদ্য শ্চতস্রঃ॥ ৬—৬২সূ ১ম

যেহেতু উপর হইতে চারিটী মধূদকা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই চারিটি মধূদকা নদীই—সীতা, অলকনন্দা (গঙ্গা), চক্ষুঃ ও ভদ্রা।

যাহা হউক ওয়ারেন কোনও প্রমাণদ্বারা উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেনই নাই, অধিকন্তু তিনি আমাদের মেরুপর্ব্বতের প্রসঙ্গে পুরাণপ্রণেতা ঋষিগণ ও শাস্ত্রজ্ঞ লিনারমেণ্ট সাহেবকেও অকারণ উপহাস করিয়াছেন।

"How strange that Linerment could have written the following, and still have imagined that the true primeval

Eden of the Hindus was any where else than at the terrestrial Pole. P. 151.

অর্থাৎ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লিনারমেণ্ট সাহেবও ইহা লিখিতে পারিয়াছেন ও এখনও মনে করেন যে, হিন্দুদিগের আদি বাসস্থান (ইডেন) অন্য যে কোনও স্থানে হইতে পারে, কিন্তু উত্তরকেন্দ্রে নহে।

কিন্তু যিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছেন ও উহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই উত্তরকেন্দ্রকে মানবের আদিজন্মভূমি ভাবিতে পারেন না। হিন্দুরাও তাহা বলেন নাই, লিনারমেণ্টও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্বে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন ওয়ারেন তৎপরই বলিতেছেন যে—

"He says," In all the legends of India the origin of mankind is placed on Mount Meru, the residence of the gods, a column which unites the sky to the earth, At first sight, on reading the djscription of Mount Meru fnrnished by the Purans, it appears over-charged with so many purely mythological features that one hesitates to belive that it has any basis in reality, P. 152.

"লীনারমেণ্ট ইহাও বলেন যে, ভারতবর্ষে যত পৌরাণিক কাহিনী আছে, তৎসমুদায়েরই এই একটী সার্ব্বভৌম মত যে মানবজাতির আদি নিবাস মেরুপর্ব্বত। যে মেরুপর্ব্বতে হিন্দুদিগের দেবতাগণের বাসভবন সকল অবস্থিত, যে দেববাসভবনশ্রেণী আকাশকে পৃথিবীর সহিত একত্র করিয়াছে।

প্রথমতঃ দেখিতে গেলে পৌরাণিকেরা মেরুপর্ব্বতের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অত্যুক্তিপরিপূর্ণ, তৎপর উহার মধ্যে যে সকল পৌরাণিক কাহিনী আছে,তাহা কোন যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক ব্যক্তি সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না। উক্ত কাহিনী সকল সর্ব্বথাই ভিত্তিপরিশূন্য।"

কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়ারেন নহেন, একজন মান্দ্রাজবাসী দেশীয় খ্রীষ্টানও উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে—

In the navel or meddle of Jambudvip is the golden Mount Meru. The Writers of Purans, who gave such wonderful account of the universe were guilded by their fancy. They framed marvellous stories, fit only, like fairy tales, for the amusement of children.

"হিন্দুদিগের মতে জম্বুদ্বীপের ঠিক নাভিদেশে বা মধ্যস্থলে স্বর্ণময় মেরুপর্ব্বত বর্ত্তমান। ফলতঃ হিন্দুরা উহার আরও যে কত কি আশ্চর্য্যজনক বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা পৌরাণিকদিগের অতিমাত্র অতিরঞ্জনবিশেষ। পৌরাণিকেরা যে সকল বৃথাআড়ম্বরপূর্ণ কাল্পনিক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উপকথাবিশেষ, উহা কেবল শিশুদিগেরই মনোরঞ্জন করিতে পারে।"

হাঁ আমরাও বহু পুরাণের বহু বর্ণনা কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করি। কিন্তু উহার যে কোনও প্রকৃত ভিত্তি নাই, উহাতে যে বুভুৎসুগণের সমাদেয় কোনও প্রত্নতত্ত্বও নিহিত নাই, একথা বলা ঠিক নহে।

মেরুপ্রভৃতি পর্ব্বতে নানা রত্ন ও স্বর্ণরৌপ্যাদি পাওয়া যাইত, তজ্জন্য ঋষিরা উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে উহাদিগকে "কনকরত্নময়," বলিয়াছেন, ইহাতে কোনও অপরাধই হয় নাই। তৎপর পৌরাণিকেরা যে উহাকে দেব-নিবাস ও স্বর্গভূমি এবং মানবের আদিগেহ বলিয়াছেন, উহার একটী বর্ণও অসত্য বা প্রহেলিকাময় নহে। দেবতারা পারলৌকিক, স্বর্গটা পারলৌকিক, এই সকল কথা যখন মহামহোপাধ্যায় হিন্দু পণ্ডিতেরাই বুঝিতে পারেন না ও পারেন নাই, তাহাতে অহিন্দু বাইবেলবিনোদী খ্রীষ্টান ভ্রাতা উহার কি বুঝিবেন? পুরাণের যে আকাশখণ্ড দেব-নিবাস ও পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত, সে আকাশ শূন্য গগন নহে, পরন্তু "মঙ্গলিয়া," উহা মেরুপর্ব্বতস্থ আদি সূতিকাগার। ব্রহ্মাদি দেবগণ অভ্রংকষশেখর মেরুশৃঙ্গে বাস করিতেন, অন্যান্য দেবগৃহ সকল মেরুপর্ব্বতের সানুদেশে শ্রেণীক্রমে সন্নিবিষ্ট, উক্ত মেরুপর্ব্বত আবার পৃথিবীর মৃত্তিকাসংলগ্ন, সুতরাং পৌরাণিক বর্ণনা সর্ব্বথাই সুসঙ্গত ও অকাল্পনিক। আমরাও অতঃপর যথাস্থানে দেখাইব যে, এই মেরুপর্ব্বতই (আলটাই পর্ব্বতই) মানবের আদি জন্মভূমি এবং আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায়ই বসবাস করিতেন।

যাহা হউক যে খ্রীষ্টান ভ্রাতা পুরাণসমূহের প্রকৃত বর্ণনা বুঝিতে না পারিয়াও উপহাস করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন এবং পুত্র পৌত্রাদিক্রমে করিবেন—তিনি কেমন করিয়া বাইবেলের এই অযৌক্তিক কথাগুলি বিশ্বাস করিয়া জর্ডনের জলে ঝম্প প্রদান করিলেন, আমাদিগের তাহাই সাম্নুনয় জিজ্ঞাস্য। বাইবেলের একত্র বিবৃত আছে যে—

মোজেছ সিনারপর্ব্বতে সদাপ্রভু বা খোদার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, সদাপ্রভু তাঁহার নিরাকার আঙুল দিয়া প্রস্তরের উপর বচন লিখিয়া দেন। সদাপ্রভু বাঘের মতন ঝোপের আঁড়ালে লুকাইয়া থাকিতেন। অন্য কেহ খোদার দেখা পাইত না ও তথায় যাইতে অনুমত হইত না।

খ্রীষ্টান ভ্রাতা কেমন করিয়া ইহা গলাধঃকরণ করিতেন ও করিতেছন ? ফলতঃ বাইবেল অপেক্ষা বায়ু, বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয় ও মৎস্যপ্রভৃতি পুরাণ প্রাচীনতম। চীন ও ইথীওপিয়ানগণ (যবনগণ) তান্ত্রিক যুগে তান্ত্রিক-ধর্ম্ম লইয়া ভারত পরিত্যাগ করেন। সুতরাং এহেন প্রাচীনতম পুরাণে কিছু কিছু কাল্পনিক বা মিথ্যা বিবৃতি থাকা কেন অসম্ভব হইবে। কিন্তু আমরা উপরে বাইবেলের যে অংশ অধ্যাহৃত করিয়াছি, উহা কি মূলতই মিথ্যা নহে ? যদি এত মিথ্যা সত্বেও বাইবেল স্পর্শযোগ্য হয়, তাহা হইলে পুরাণগুলি কেন বর্জ্জনীয় হইবে ? উহাহইতে সার আকর্ষণ করিয়া লইতে হইবে। আর মেরুপর্ব্বত যে প্রকৃত ভৌগোলিক বস্তু ও দেবনিবাস, তাহা ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান গ্রীকপ্রভৃতি জাতির গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বয়ং ওয়ারেনই তাঁহার গ্রন্থে এই কথাগুলি তুলিয়াছেন।

In Mount Meros we have only the Greek from of Meru, as long ago shown by Crouzer. The one is the navel of the Earth for the same reason that the other is, Egyptian Meroe (in some Egyptian texts Mer, in Assyrian Merukh or Merukha), the seat of the famous oracle of Jupiter Ammon, was possibly named from the same.

"World Mountain.

This would explain the passage in Quintus Curtius, which has so troubled commentators, wherein the object represented the divine being is discribed as resembling a navel set in gems. P. 236.

বহুদিন পূর্ব্বে ক্রুজার সাহেব দেখাইয়াছেন যে গ্রীকসাহিত্যেও একটী "মেরোস্" পর্ব্বতের সমুল্লেখ আছে, যাহা হিন্দুদিগের মেরুর স্থানীয়। এবং কি হিন্দু ও কি গ্রীক, প্রত্যেক জাতিই উক্ত মেরুপর্ব্বতকে পৃথিবীর "নাভি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৈশরগণও একটী "মেরেই" বা "মার" এবং এশিরিয়ানগণও একটী "মেরুখ" পর্ব্বতের নাম অবগত আছেন। এবং তাঁহাদিগের সকলেরই এই বিশ্বাস যে উক্ত পর্ব্বতহইতে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দৈববাণী শুনাইয়া থাকেন। সুতরাং মেরুপর্ব্বত যে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক মূর্ত্ত পদার্থ, তাহাতে আর সন্দেহমাত্রই নাই। ফলতঃ ভূতপূর্ব্বভারতসন্তান গ্রীক ও অসুরগণ ভারতহইতেই এই পৈতৃক ঐতিহ্য লইয়া ঐ সকল দেশে গমন করিয়াছিলেন। কুইনটাস কার্টিয়াসের গ্রন্থেও এই ভাবের কথা রহিয়াছে। টীকাকার উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিষয়ে নানা কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও ইহা স্থির হইয়াছে যে, উক্ত মেরুপর্ব্বত দেবগণের আবাস স্থান এবং উহারই নামান্তর "নাভি"। এবং উহা নানাজাতীয় মণিমাণিক্যের আকরভূমি। সুতরাং ওয়ারেনই হিন্দুপৌরাণিকগণকে অকারণ দোষারোপ করিয়াছেন। ওয়ারেনই স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

The question is answered the moment we say that, in the Hindu conception and tradition man proceeded from Meru. His Edenland was Ilavrita. It was there for at the Pole. P. 151.

"আমরা যে মুহূর্ত্তে বলি যে, হিন্দুদিগের শাস্ত্র এবং কিংবদন্তী অনুসারে মানবজাতি মেরুপ্রদেশহইতে আসিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়া গেল। ফলতঃ মানবের আদিজন্মভূমিই (Edenland) ইলাবৃতবর্ষ, সুতরাং উহা উত্তরকেন্দ্রে হইতেছে"।

কিন্তু ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। হিন্দুগণের সকল শাস্ত্রই ইহা বলিয়াছেন

এবং কিংবদন্তীও এইরূপ যে, মানবজাতির আদিস্মৃতিকাগার মেরু ও তথাহইতেই তাঁহারা পৃথিবীর সকল দিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছেন; ইহা সম্পূর্ণই সত্য, কিন্তু সে মেরু উত্তরকেন্দ্র নহে, পরন্তু উহা ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্ব্বত। হিন্দুদিগের Edenland বা আদিগেহ ইলাবৃতবর্ষে বটে, কিন্তু সে ইলাবৃতবর্ষ এশিয়ার মধ্যস্থলে, পরন্তু উত্তরপ্রান্তস্থ উত্তরকেন্দ্রে নহে।

আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ওয়ারেন সাহেব উত্তরকেন্দ্র মেরু ও ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্ব্বতকে এক ভাবিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ফলতঃ উত্তরকেন্দ্রের নামান্তর মেরু বা সুমেরু প্রদেশ, পক্ষান্তরে ইলাবৃতবর্ষস্থ যে পর্ব্বতসানুদেশে আদি মানব হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন উহার নামও মেরু বা সুমেরু পর্ব্বত। উক্ত মেরুপ্রদেশ ও এই মেরু পর্ব্বতে বহু প্রভেদ।

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্। বায়ু

ইহার অর্থ ইহাই যে ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে মেরু বা মেরুপর্ব্বত। এই মেরুপর্ব্বত-সনাথ ইলাবৃতবর্ষ আশিয়ার মধ্যস্থলে এবং ইহা নব-বর্ষের একটী প্রধান ও প্রত্নতম বর্ষ, পক্ষান্তরে মেরুপ্রদেশ বা উত্তরকেন্দ্র একটী অনধিগম্য ও অনধ্যুষিত পতিত ভূমি, যাহার নাম, বর্ষ ও দ্বীপগণনার মধ্যে গৃহীত হয় নাই। ওয়ারেন হিন্দুশাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে না পারাতেই তাঁহার এই প্রমাদ ঘটিয়াছে। তিনি তাঁহার গ্রন্থে নিরপরাধ ম্যাসে সাহেবকেও অকারণ দোষারোপ করিয়াছেন—

Still worse is the procedure of Mr. Massey, who after locating the garden of Eden on Mount Meru and saying explicitly.—

The Pole or polar
rsgion is Meru. P. 154

অর্থাৎ মিঃ ম্যাসে সাহেবের এ পরিগণনা ও সিদ্ধান্ত অতীব ব্যাহত, যে, তিনি মানবের আদিজন্মভূমি (Edenland)কে মেরুপর্ব্বতে অবস্থিত এবং উত্তর কেন্দ্রকে "মেরু", এই স্বতন্ত্র নামে সংসূচিত করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, ম্যাসে সাহেবই হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য

বোধে সমর্থ হইয়াছিলেন, ম্যাসের একটী কথাও ভ্রান্ত নহে। উত্তরকেন্দ্রই মেরু বা মেরুপ্রদেশ—তথায় মেরুনামে কোনও পর্ব্বত নাই, পক্ষান্তরে ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্ব্বতই মানবের আদিজন্মভূমি। ওয়ারেন নিজে না বুঝিয়া ম্যাসেকে অকারণ দোষ দিয়াছেন। আমরা প্রাচীন গোলার্দ্ধের যে মানচিত্র দিয়াছি, সকলে তদ্দর্শনেও জানিতে পারিবেন যে মেরুপ্রদেশ ও মেরুপর্ব্বতের অবস্থান এইরূপ বটে।

উত্তরকেন্দ্র বা উত্তর মেরুপ্রদেশ

উত্তর মহাসাগর

১। উত্তরকুরু-বর্ষ (উত্তর সাইবিরিয়া)।
২। তপোলোক (মধ্য ঐ)।
৩। মহর্লোক (দক্ষিণ ঐ)।
৪। ইলাবৃতবর্ষ (মেরুপর্ব্বত-মধ্য)
৫। হরিবর্ষ (তাতার)।
৬। কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত)।
৭। ভারতবর্ষ
৮। চীন বা ভদ্রাশ্ববর্ষ
৯। কেতুমালবর্ষ বা তুরুষ্ক, পারস্য, আফগানি স্থান।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমরা যে এই ভৌগোলিক সংস্থান লিপিবদ্ধ করিলাম, ইহার প্রমাণ কি ?

প্রথম প্রমাণ—সাধারণ মানচিত্র। মানচিত্রের সর্ব্বোত্তর অংশেই উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশ, এবং পক্ষান্তরে মেরুপর্ব্বত বা আলটাই পর্ব্বত বর্ত্তমান মঙ্গলিয়ার মধ্যগত। মঙ্গলিয়া আশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, এবং উহা ও পুরাণের ইলাবৃতবর্ষ অভিন্ন বস্তু, এবং উক্ত ইলাবৃতবর্ষে বা ইলাতে সংস্থিত বলিয়াই—মেরু-পর্ব্বতের নামান্তর "ইলাস্থায়ী"। এই

"ইলাস্থায়ী" নামের বিকারেই বর্ত্তমান "আলটাই" নাম ব্যুৎপাদিত ; এবং উহা ইলাবৃতবর্ষে আছে বলিয়াই মহর্ষি বায়ু বলিয়া গিয়াছেন—

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্

ইলাবৃতবর্ষ—মেরু-মধ্য (মেরুপর্ব্বত হইয়াছে মধ্যে যাহার), সুতরাং ইলাস্থায়ী পর্ব্বত ও মেরুপর্ব্বত এক, এবং বর্ত্তমান মানচিত্রে আলটাই (ইলাস্থায়ী) পর্ব্বত মঙ্গলিয়াতে আছে বলিয়াই ইলাবৃতবর্ষ ও মঙ্গলিয়ার একতা ও অভিন্নত্ব সিদ্ধ ও স্বীকৃত হইতেছে। আমরা যথাসময়ে এ বিষয়ে আরও অনেকপ্রমাণপ্রদর্শন করিব। ওয়ারেন ইহার পরও অকারণ বলিয়াছেন যে—

In the Hindn Purans we are told over and over that the earth is a sphere, and that Mount Meru is the Navel or Pole. P. 240

অর্থাৎ আমরা হিন্দুপুরাণসমূহের মধ্যে একথা বহুস্থলে দেখিয়াছি যে, পৃথিবী গোল, এবং মেরুপর্ব্বত উহার নাভি, অথবা শেষপ্রান্ত (Pole).

কিন্তু ওয়ারেনের এ ধারণা অলীক। কোনও হিন্দুপুরাণেই একথা নাই যে নাভি ও পোল এক বস্তু। ফলতঃ যে প্রকার দেহের মধ্যস্থলে নাভি (নাই) থাকে, তদ্রূপ—আশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত ইলাবৃতবর্ষ বা ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্ব্বতকে "নাভি" বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত নহে, পরন্তু গোলকের ঠিক মধ্য দিয়া একটী কাষ্ঠিকা উহার উভয় প্রান্ত ভেদ করিয়া বাহির হইলে, বুঝিতে হইবে যে, উক্ত কাষ্ঠিকা মেরু বা সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশ ভেদ করিয়াছে। উক্তঞ্চ

অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারবম্। ৩
দণ্ডং তন্মধ্যগং মেরোরুভয়ত্র বিনির্গতম্। ৪

জ্যোতিষোপনিষৎপ্রকরণ—সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

কিন্তু সে কাষ্ঠিকা উক্ত গোলকের নাভি স্পর্শও করিতে পারে না। এই মেরুপ্রদেশ ও কুমেরুপ্রদেশ উভয়ই Pole, কিন্তু ইলাবৃতবর্ষ বা ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্ব্বত pole নহে, পরন্তু উহা "নাভি" পদবাচ্য।

তবে কেহ ওয়ারেনের পক্ষ হইয়া এ প্রশ্ন করিতে পারেন

যে ইলাবৃত্তবর্ষকে (যাহাতে মানবের আদি জন্মভূমি প্রতিষ্ঠিত) pole বা পৃথিবীর প্রান্তসংস্থিত বলিয়াছেন, (His Edenland was Ilavrita, It was therefore at the pole) ইহা ত ভুল নহে, কেননা বৈদিক ঋষিরাও ত ইলাবৃতকে সকলের উত্তর সংস্থিত বা পৃথিবীর শেষসীমা বলিয়াছেন, তাহা হইলে মানবের আদিজন্মভূমিও উত্তরকেন্দ্র হইবে না কেন? উহাও ত পৃথিবীর শেষ উত্তরে অবস্থিত।

এতদ্ বৈ ইলায়াস্পদং
যদুত্তরবেদী নাভিঃ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১—২৮।

অর্থাৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (ইলায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি। জাতবেদো নিধীমহি। অগ্নে হব্যায় বোঢ়বে। ৪।২৯সূ।৩ম) বন্ধনীমধ্যগত এই ঋকের মধ্যগত "ইলায়াস্পদং" এই পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন যে—

(যৎ) যে স্থান পৃথিবীর (উত্তরবেদী) শেষ উত্তরসীমা, ও যে স্থানের নামান্তর (নাভি) "নাই", তাহাই ইলার পদ অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ। অন্য মন্ত্রও বলিতেছেন যে—

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ। শুক্ল যজুঃ।
৩৩অ—৬১। ঋগ্ বেদ—৩৫-১৬৪সূ—১ম।
ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ। ৩৬

পৃথিবীর শেষ সীমা কি? এই বেদীই পৃথিবীর শেষ সীমা। কৃষ্ণ যজুঃ বলিলেন যে—

এতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদী। ইতি শ্রুতেঃ ২-৬-৪।

পৃথিবী বা ভূমণ্ডল এই পরিমাণ-বিশিষ্ট, যে পর্য্যন্ত বেদী বা ইলা প্রসারিত।

তাহা হইলেই জানা গেল যে বেদ ইলাবৃতবর্ষকেই পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা বলিয়া জানিতেন। উক্ত ইলাবৃতবর্ষেই মেরুপর্ব্বত, অতএব ওয়ারেনের কথাই ত ঠিক?

না তাহা নহে। প্রথমতঃ মেরুপ্রদেশ পৃথিবীর সর্ব্বোত্তরে অবস্থিত, আর মেরুপর্ব্বত, ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থিত। সে ইলাবৃতবর্ষও এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে বিদ্যমান। যদাহ বায়ুপুরাণম্—

বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে।
তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্য মিলাবৃতম্॥ ৩২
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রমোদন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৫১
স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈ ভূতভাবনঃ।
চত্বারো যস্য দেশা বৈ নানা পার্শ্বেষধিষ্ঠিতাঃ॥ ৫৬—৩৪ অ।

অর্থাৎ বেদী বা পৃথিবীর শেষ সীমা "ইলা", উহার দক্ষিণে তিনটী বর্ষ ও উত্তরেও তিনটী বর্ষ, ঐ ছয়টী বর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে বেদী ইলাবৃতবর্ষ, উহার মধ্যে মেরুপর্ব্বত। উক্ত মেরুপর্ব্বতে বিশ্বে, সাধ্য ও আদিত্যাদি সর্ব্বদেবগণ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস ও অপ্সরা সকল বাস করেন। উক্ত মেরুপর্ব্বত অন্যান্য ভুবনসমূহদ্বারা পরিবৃত, উহার নানা পার্শ্বে আরও চারিটী দেশ অবস্থিত। এই মেরুপর্ব্বতই ভূত বা মনুষ্য, পশু ও পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণিসমূহের "ভাবন" বা উৎপত্তিস্থান।

উত্তর মেরুপ্রদেশ

উত্তর মহাসাগর

সুতরাং যাঁহারা "মেরু" এই নামগত সাম্যবশতঃ মেরুপ্রদেশ ও মেরু পর্ব্বতকে এক ভাবিয়াছেন ও এখনও ভাবিতেছেন, তাঁহারা অভ্রান্ত নহেন।

দেখ মেরুপ্রদেশ পৃথিবীর সর্ব্বোত্তরে, আর মেরুপর্ব্বত, আশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে বর্ত্তমান। মেরুপ্রদেশ অগম্য ও অনধ্যুষিত, আর মেরুপর্ব্বত সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত ও দেবনিবাস। মেরুপ্রদেশের নিকটে কোনও বর্ষ নাই, আর মেরুপর্ব্বত সনাথ ইলাবৃত বর্ষের উত্তরে—তিনবর্ষ ও দক্ষিণে তিনবর্ষ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অপর দুইটি বর্ষ, সুতরাং কখনও এতদুভয়ের অভিন্নত্ব হইতে পারে না।

অবশ্য ইলাবৃতবর্ষ বা ইলার পদকে বেদ পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার হেতু এই যে, অতিপূর্ব্বে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, এই তিনটী ভিন্ন লোক ছিল না! উত্তর কুরু, হিরণ্ময়বর্ষ ও রম্যক বর্ষ (সমগ্র সাইবিরিয়া) ছিল না, ঐ সময়ে উত্তর মহাসাগর ইলাবৃত বর্ষের উত্তর প্রান্তভূমি বিধৌত করিয়া আস্ফালন করিতেছিল। যে প্রকার ইউরোপীয়গণ আটলান্টিকের পার নাই বলিয়া মনে করিতেন, আমরাও তদ্রূপ উত্তর মহাসাগরকে অপার ভাবিতাম, তজ্জন্যই তদানীন্তন ঋষিরা ইলাবৃত বর্ষ বা ইলার পদকেই পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যে ইলাবৃতবর্ষ এক সময়ে পৃথিবীর শেষ সীমা ছিল, তাহা উত্তরকুরুপ্রভৃতি বর্ষ ত্রিতয় স্থলে পরিণত হওয়ার পর, সকলের মধ্যে পড়িয়া "নাভি" নামে সমলঙ্কৃত হইয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব মেরুপ্রদেশ,উহার বহুকালপরে স্থলে পরিণত হওয়ায় এবং তথায় মনুষ্য যাইয়া উপনিবিষ্ট হইতে না পারায় উহাকে কেহ দ্বীপ বর্ষাদির অন্তর্গত করেন নাই। সুতরাং এহেন অর্ব্বাচীন মেরুপ্রদেশকে পবিত্র আদিগেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সুসঙ্গত নহে। উহা আদি গেহ হইলে জগতের আদি গ্রন্থ বেদসমূহ

দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র

আদি স্বর্গ দ্যৌই আমাদের পিতৃভূমি, উহাই জন্মস্থান, ও উৎপত্তি স্থান (নাভি) একথা বলিতেন না। পুরাণসমূহও উক্ত মেরুপর্ব্বতকে

"ভূতভাবন"

ভূতগণের উৎপত্তিস্থান, বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না, পরন্তু আদিগেহস্থলে মেরুপ্রদেশেরই নাম লইতেন। ওয়ারেন স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে—

Here, then, we have as a doctrine of the ancient astro-

nomers the singular motion that in the beginning of the world, the celestial pole was in the zenith, and that the revolutiou of the stars were round a perpendicular axis, P. 192.

আমরা এই স্থানে পূর্ব্বকালীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের একটী মূলসূত্র দেখিতে পাই যে, সৃষ্টির আদিসময়ে ভূমণ্ডলের মেরু বা কেন্দ্র উৰ্দ্ধ ছিল এবং নক্ষত্র সমূহ উহার চতুর্দ্দিকে লম্বরেখার ন্যায় ভ্রমণ করিত।

এ অতি সত্য কথা। এখনও লোক সকল উত্তর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থলে (ঠিক কেন্দ্রে কেহ পঁহুছিতে পারেন নাই) সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহকে কুলাল-চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া থাকেন। আমাদিগের পৌরাণিকগণও উহা অনবগত ছিলেন না।

কুলাল-চক্র পর্য্যন্তো ভ্রমন্নেষ দিবাকরঃ।
করোত্যহস্তথা রাত্রিং বিমুঞ্চন্ মেদিনীং দ্বিজ॥
বিষ্ণুপুরাণ ২৭—৮অ—২ অংশ।

এই সূর্য্যই পৃথিবী ছাড়িয়া কেন্দ্রভূমিতে কুলাল-চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া দিন ও রাত্রি করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহাতে উত্তরকেন্দ্রের আদি-গেহত্ব কিরূপে সংসিদ্ধ হইতে পারে? ওয়ারেন কেন এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বৃথা অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। যাহা হউক আমরা একদিকে বেদাদি প্রামাণ্য শাস্ত্র-সমূহে মেরু-পর্ব্বতের আদি-গেহত্ব সংসিদ্ধি-বিষয়ে বহু অকাট্য প্রমাণ দর্শন ও পক্ষান্তরে ওয়ারেনের উক্তি-পরম্পরায় অযৌক্তিকতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মতের অনুমোদন ও অনুবর্ত্তনে ক্ষান্ত থাকিলাম। ফলতঃ বায়ু-পুরাণের

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্।

এই বাক্যের প্রকৃতার্থ বুঝিতে না পারিয়াই ওয়ারেন প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন। পরমার্থতঃ এই মেরু অর্থ মেরুপর্ব্বত, পরন্তু উত্তর মেরু নহে। আর নববর্ষের প্রধান বর্ষ ইলাবৃতও দ্বীপ ও বর্ষসমূহের গণনার বাহির উত্তরকেন্দ্র হইতে পারে না।

পাঠক যদি উত্তর কেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশ (North Pole) মানবের আদি জন্মভূমি হয় এবং তথায়ই তোমরা আদি দেবনিবাস ইলাবৃতবর্ষকে স্থাপন করিতে চাহ, তাহা হইলে কি বেদবাক্য মিথ্যা হইয়া যায় না? কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন যে—প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত, প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ, প্রতীচীং মনুষ্যা, উদীচীং রুদ্রাঃ! ৩৬০পৃ

দেবতা ও মনুষ্যেরা চারিদিকে যাইয়া প্রাচীনবংশের পত্তন করেন। দেবতারা পূর্ব্বদিকে বর্ম্মায়, পিতৃলোকবাসীরা দক্ষিণে ভারতবর্ষে, মনুষ্যেরা পশ্চিমে ও রুদ্রেরা উত্তরদিকে গমন করেন। তাহা হইলে রুদ্রেরা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া কোথায় গিয়াছিলেন? উত্তরমেরুর উত্তরে আর স্থান কোথায়?

অতঃপর আমরা ভারতভূষা শ্রদ্ধেয় বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলকমহোদয়ের মতের নিরসনে প্রয়াস পাইব। তিনি তাঁহার "Arctic Home in the Vedas" নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

The North Pole is already considered by sevaral eminent scientific men as the most likely place where plant and animal life first originated; and I believe it can be satisfactorily shown that there is enough positive evidence in the most ancient books of the Aryan race, the Vedas and the Avesta, to prove that the oldest home of the Aryan people were somewhere in rigions round about the North Pole. P. 19

"বহুসংখ্যক বিজ্ঞানবিৎ মনীষী ইহা এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, "উত্তর-কেন্দ্র" বা তৎসন্নিহিত কোনও স্থান মানবের আদি-জন্মভূমি। কেননা তাঁহারা গবেষণাদ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত উত্তরকেন্দ্রেই বা উহার নিকটে সর্ব্বাদৌ উদ্ভিদ্ ও জন্তু সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। আমিও বিশ্বাস করি যে ইহা আমরা অতি সন্তোষজনকরূপেই সপ্রমাণ করিতে পারিব। কেন না আর্য্যদিগের পুরাতন গ্রন্থ বেদ ও আভেস্তা পুস্তকে ইহার প্রমাণ আছে। এবং আমরা উক্ত গ্রন্থসমূহদ্বারা ইহাও সপ্রমাণ করিতে পারিব যে আর্য্যজাতির আদিনিবাস উক্ত উত্তরকেন্দ্রের কাছাকাছিই কোনও স্থানে ছিল"।

কিন্তু আমরা তিলক মহোদয়ের গ্রন্থ আদি অন্ত পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি

যে, তিনি তাঁহার আশা ফলবতী করিতে পারেন নাই। তিনি প্রথমতঃ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কথায় আশ্বস্ত হইয়া ভুল করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি বেদ ও জেন্দাভাস্তার নাম লইয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। কেন?

পাশ্চাত্য মনীষীরা মনে করিয়া থাকেন যে ভূগর্ভের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই কোথায় সর্ব্বাদৌ বৃক্ষলতাদি ও মনুষ্যাদি জীবজন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন যে—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।

পূর্ব্বে যেখানে নদনদীর প্রবল স্রোতঃ ছিল, তথায় এখন পুলিন হইয়াছে, যেখানে নগর নগরী ও পাহাড় পর্ব্বত ছিল,তাহা এখন উত্তাল তরঙ্গময় মহাসাগরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। যেখানে অসংখ্য বৃক্ষরাজী ছিল, তথায় এখন একটীও গুল্ম নাই, আর যেখানে একটীও গুল্মলতা ছিল না, সেই স্থান এখন গহন অরণ্যানীতে পরিণত, যেন সকল ওলট পালট হইয়া গিয়াছে।

আমরাও ভূয়োদর্শন এবং বিবেকবলে ইহা মনে করিতে ও বলিতে সমর্থ এবং অধিকারী যে প্রায় বিশ পঁচিশলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে মানবজাতির আদিপিতামহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে স্থানের অবস্থা আর পূর্ব্বের মত নাই ও থাকিতেওপারে না। ভূগর্ভে নক্তন্দিব কত অগ্ন্যুৎপাত,কত বিপ্লব ও কত ভূকম্পনাদি হইয়া নীচের বস্তু উপরে, উপরের বস্তু নিম্নে, এক পার্শ্বের বস্তু পার্শ্বান্তরে চালিত, ক্ষিপ্ত,উৎক্ষিপ্ত,বিক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং হইতেছে যে উহাহইতে কেহ আর ইহা অবধারণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না যে এই স্থানই আদি সূতিকালয়। যদি প্রকৃতিদেবী একটু শান্তশিষ্ট হইতেন, পরীক্ষকগণ পরীক্ষাকরিতে বেগ পাইবে আমি একটু প্রশান্তভাব ধারণ করি, তাহা হইলে বুঝিতাম ও জানিতাম যে বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষা সর্ব্বদা সন্তোষজনক ও বিশ্বাস্য। তৎপর তাঁহারা যে সকল স্থানই খুঁড়িয়া দেখিয়াছেন বা দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাও নহে। তাঁহারা যে স্থান খুঁড়িয়া দেখিয়াছেন, হয় ত উহার অর্দ্ধ হস্ত অন্তরে এক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম উদ্ভিদ্‌দেহ বা জীব-কঙ্কাল বসিয়া হাসিতেছে, আর উঁহারা কোনও সাধারণ অর্ব্বাচীন বস্তু লইয়া মনে করিয়াছেন যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা

প্রাচীনতম বস্তু। আর মানুষের খনন-যন্ত্র যে পৃথিবীর গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত খনন করিতে পারিয়াছে, আমরা মনে করি তাহাও প্রকৃত কথা নহে। তৎপর সকলে ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, বৈজ্ঞানিকেরা একালেও কেন্দ্র ভূমিতে যাইতে পারেন নাই, সেকালেও যাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই তাঁহারা কেন্দ্রের আশেপাশে অর্থাৎ কেন্দ্রহইতে তিন কি চারি পাঁচ শত মাইল দূরে থাকিয়া পরীক্ষা বা সেয়ানের কোলাকুলি করিয়াছেন সুতরাং ইহাতে কেন্দ্রের আদিগেহত্ব কিরূপে স্থির হইতে পারে? সুতরাং এমন অসম্পূর্ণ স্বয়মসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিবেকশীল যুক্তিবাদী মনুষ্যকে প্রবোধ মানাইতে পারে না। তৎপর তিলক মহাশয় যে বেদ ও জেন্দাভস্তার কথা বলিবেন, তাহাতেও আমাদিগের বলিবার অনেক কথাই আছে।

আভেস্তার বয়ঃক্রম দুই তিন হাজার বৎসরের অধিক নহে, উহা বাইবেলপ্রভৃতি অপেক্ষা প্রাচীন বস্তু হইতে পারে; তথাপি কোনও মনস্বী ব্যক্তিই উহার উপর নির্ভর করিতে পারেন না। পার্শীগণ বহু যুগের প্রত্নতত্ত্ব বহুকাল পরে স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধকরিয়া জেন্দাভস্তায় দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সুতরাং তথায় তাঁহাদিগের যে একবারেই স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়া ছিল না, এরূপ মনে করা উচিত নহে। হিন্দুশাস্ত্রের কথা স্মরণশক্তির বলে লিখিতে যাইয়া পুরাতন বাইবেল-রচয়িতা ক্ষত্রিয় যবনসন্তান হিব্রুগণ কি পদে পদে উৎপথগামী হয়েন নাই।

অবশ্য বেদের কথা বহু অংশে প্রামাণ্য বটে, কেননা বেদের মতন পুরাতন ইতিহাস গ্রন্থ এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। কিন্তু আমি এই বাহান্ন বৎসর ক্রমাগত শাস্ত্রালোচনা করিয়া জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি যে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনও এক ব্যক্তিও বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এদেশের ভাষ্যকারেরা জানিতেন, তাঁহারা ভারতের আদিমনিবাসী, চারিখানা বেদই ভারতের, স্বর্গ ও নরক এবং দেবতারা পারলৌকিক এবং ব্যোম, নভঃ ও অন্তরীক্ষ অনন্ত শূন্য, দ্যো ও দিব এক, এবং উহারাও পারলৌকিক স্বর্গ বা শূন্য সুতরাং এই সকল প্রমাদবশতঃ ভারতীয় ভাষ্যকারেরা বেদের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতে অকৃত কার্য্য হইয়াছেন, আর পাশ্চাত্যগণও যাস্কের মিথ্যা ব্যাখ্যা, নিঘণ্টুর মিথ্যা অর্থনির্দ্দেশ অনুসারে চলিয়া এবং তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে কল্পনা-

সাগরের ফেন বুদ্বুদ বা মিথ্যা বস্তু ভাবিয়া বেদের প্রকৃততাৎপর্য্যপরিগ্রহে অসমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং বেদে মানবের আদি জন্মভূমির কথা বিশদাক্ষরে বর্ণিত থাকিলেও পাশ্চাত্যগণ বা মহামতি তিলক বেদের সাহায্যে আদি সূতিকাগারের অবস্থানবিন্দুর নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আমি গত বৎসর তিলক মহোদয়ের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আমার ক্রমাগত পাঁচ দিন বহু সংলাপই হইয়াছিল। তিনি আমাকে বহুপূর্ব্বেই পুণাহইতে তাঁহার গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তিনিই আমাকে তাঁহার দ্বিতল গৃহে বসিয়া সরল হৃদয়ে বলিয়াছেন যে—

"আমি মূলবেদ অধ্যয়ন করি নাই, আমি
সাহেবদিগের অনুবাদ পাঠ করিয়াছি"।

সুতরাং তিনি বেদ অবলম্বন করিলেও বেদ তাঁহাকে কোনও সহায়তা করিতে পারে নাই। ফলতঃ তাঁহার মতন প্রসন্নাত্মা মনীষী স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিলে, তিনিই আমার বহু পূর্ব্বে "মঙ্গলিয়া" যে মানবের আদি জন্মভূমি, ইহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিঘোষিত করিতেন। তিলক অবশ্যই তদীয় গ্রন্থে বহু বেদমন্ত্রের অধ্যাহার করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার মতের সাক্ষীরা তাঁহার অনুকূলে সাক্ষ্য দান করে নাই, বরং উহারা আমারই পক্ষসমর্থন করিয়াছে। আমরা সাধারণের মনঃকণ্ডূয়নের নিবৃত্তির জন্য তদুদ্ধৃত বেদ মন্ত্র সকল একে একে বিন্যস্ত করিয়া তাঁহার উক্তির খণ্ডন ও আমার উক্তির সমর্থনে প্রয়াস পাইব। তিলক তাঁহার মতের সমর্থনজন্য পুনরায় বলিতেছেন যে—

In the Rig Veda 1, 24, 10, the constellation of Ursa Major (Rikshah) is described as being placed "high" (uchhah). and, as this can refer only to the altitude of constellation, it follows that it must then have been over the head of the observer, which is possible only in the Circum Polar regions.

P. 66.

"অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্বিংশ সূক্তের দশম মন্ত্রে যখন আছে যে, এই উর্দ্ধা মেজর বা ভল্লুকনামক নক্ষত্রপুঞ্জ ঠিক মস্তকোপরি এবং একমাত্র North Pole বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্য জনপদ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনও

স্থানহইতেই যখন উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ (সপ্তর্ষি মণ্ডল) ঠিক মস্তকোপরি দৃষ্ট হইতে পারে না, তখন জানা যাইতেছে যে ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রপ্রণেতা ঋষিরা মন্ত্র প্রণয়নকালে উত্তরকেন্দ্রবাসীই ছিলেন। পরে তাঁহারা ভারতে আসিয়া ভারত-বাসী আর্য্যজাতি বা হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু তিলকের এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই অযৌক্তিক ও অমূলক। তিনি ইহা বলিয়া পরে ফুটনোটে (P. 66)—

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা
নক্তং দদৃশ্রে কুহচিৎ দিবেয়ুঃ।

এই মন্ত্রার্দ্ধ অধ্যাহৃত করিয়া বলিতেছেন যে—It may also be remarked, in this connection, that the passage speaks of the appearance (not rising) of the Seven Bears at night,and their disappearance (not setting) duriug the day, showing that con stellation was the Circum Polar as the place of the observer.

কিন্তু প্রকৃত কথা ইহা নহে। আমরা নিম্নে সমগ্র মন্ত্র ও সায়ণের দ্বিবিধ ভাষ্যের অবতারণা করিয়া তিলকের উক্তির অসারতাপ্রদর্শন করিব।

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা
নক্তং দদৃশ্রে কুহচিৎ দিবেয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি,
বিচাকশৎ চন্দ্রমা নক্ত মেতি ॥ ১০—২৪সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অমী রাত্রৌ অস্মাভির্দৃশ্যমানা ঋক্ষাঃ সপ্তঋষয়ঃ—তথাচ বাজসনেয়িন আমনন্তি—ঋক্ষা ইতি হ স্ম বৈ পুরা সপ্তঋষীন্ আচক্ষত ইতি। যদ্বা ঋক্ষাঃ—সর্ব্বেঽপি নক্ষত্রবিশেষাঃ ঋক্ষাঃ স্তৃভি রিতি নক্ষত্রাণা মিতি যাস্কেন উক্তত্বাৎ। উচ্চা উচ্চৈঃ উপরি প্রদেশে নিহিতাসঃ স্থাপিতা যে সন্তি তে ঋক্ষাঃ নক্তং রাত্রৌ দদৃশ্রে সর্ব্বৈরপি দৃশ্যন্তে দিবা অহনি কুহচিৎ ঈয়ুঃ? কাপি গচ্ছেয়ুঃ? ন দৃশ্যন্তে ইতি ভাবঃ। বরুণস্য রাজ্ঞো ব্রতানি কর্ম্মাণি নক্ষত্র দর্শনাদি রূপাণি অদব্ধানি কেনাপি অহিংসিতানি। কিঞ্চ বরুণস্য আজ্ঞয়া এব চন্দ্রমা নক্তং রাত্রৌ বিচাকশৎ বিশেষেণ দীপ্যমান এতি গচ্ছতি।

মন্ত্রানুবাদ—ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র, যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং

রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায়? বরুণের কর্ম্মসমূহ অপ্রতিহত, তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়।

রমানাথঘোষসরস্বতী—রাত্রিতে সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্র উচ্চ আকাশে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, দিবাকালে তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। চন্দ্র রাত্রিতে প্রকাশ হইয়া জগৎ আলোকিত করেন। অতএব বরুণদেবের শাসন প্রতিহত হয় না অর্থাৎ চন্দ্রনক্ষত্রাদি সকলেই বরুণের শাসন অনুসারে কার্য্য করে।

মহামতি তিলক, স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গত রমানাথ সরস্বতী প্রত্যেকেই সায়ণের প্রথম ব্যাখ্যাটির অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাখ্যা অব্যাহত নহে। সায়ণ নিজের "যদ্বা" পদদ্বারা দ্বিতীয়ার্থের অবতারণা করিয়াছেন। ফলতঃ এই মন্ত্রের উহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ একজন সরলহৃদয় ঋষি রজনীতে নক্ষত্রমালা সমলঙ্কৃত গগন দেখিয়া সরলমনে বলিতেছিলেন—

অহো একি আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই কোটি কোটি অনন্ত নক্ষত্র রাত্রিকালে আমাদের মাথার উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু দিনে ইহাদের একটিও দৃষ্ট হয় না, ইহারা দিনে কোথায় চলিয়া যায়? অথবা ইহা রাজা বরুণেরই সুকৌশল মাত্র। তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে নক্ষত্র সকল রাত্রিতে দৃষ্ট হইবে, দিনে দৃষ্ট হইবে না, ইহাতে কাহারও বাধা দিবার শক্তি নাই, নিয়তই এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে। তাই নক্ষত্রগণও চন্দ্রমা রাত্রিতে বরুণের নিয়মানুসারে দীপ্তি পাইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য এই মন্ত্রের প্রণেতা ঋষি একজন প্রকৃত ভারতসন্তান, তাই তিনি আপনার জ্ঞাতি নর-দেবতা অদিতিনন্দন বরুণকে (অথবা দাতা মনুর পুত্র বরুণকে) ভ্রান্তিবশতঃ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদের বহুমন্ত্রে নর ইন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা বরুণ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাই মহর্ষি মুণ্ডক বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, এই ইন্দ্র পরমেশ্বর নন, তিনি আমার ঈশ্বরের ভয়েই আপন কার্য্য সকল করিতেছেন। তৎপর এই মন্ত্রটী যখন প্রকৃত পক্ষেই সাধারণ নক্ষত্রপুঞ্জবিষয়ক, তখন ইহার সাহায্যে উত্তরকেন্দ্রকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া মনে করা ঠিক নহে। "ঋক্ষাঃ" বলিলে কেন কেবল সপ্তর্ষিরই অববোধ হইবে?

ধরিয়া লও, তিলকপ্রভৃতির ব্যাখ্যাই যেন সত্য, সায়ণের প্রথম ব্যাখ্যাই

যেন সাধীয়সী। কিন্তু তাহাতেও এই মন্ত্রের সাহায্যে উত্তরকুরু বা North Pole এর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না। কেন?

উত্তরকেন্দ্র ও উত্তরকুরুবাসী লোকদিগের মস্তকোপরিই সাতভেয়েরা নিরন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও ভারতবাসী যদি উত্তরকুরুতে যাইয়া উক্ত দৃশ্যের বর্ণনাচ্ছলে কোনও মন্ত্র (এই মন্ত্রটি) প্রণয়ন করেন, তবে কি মনে করিতে হইবে যে সেই ভারতবাসীও উত্তরকুরুর লোক? আমরা যদি কলিকাতায় বসিয়া নায়গ্রার জলপ্রপাত বা ইংলণ্ডের টেমসতলবর্ত্মের বিষয়ে কোনও কবিতা লিখি, তবে কি তাহাতেই বুঝিতে হইবে যে দক্ষিণ আমেরিকা বা ইংলণ্ড আমাদিগের জন্মভূমি? অথর্ব্ববেদ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, কৌষীতকী উপনিষৎ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টই বর্ণিত রহিয়াছে যে আমরা ভারতহইতে উত্তরকুরুতে বেদাধ্যয়ন, লিখনপঠনশিক্ষা ও যাগযজ্ঞের উপদেশগ্রহণজন্য গমন করিতাম। সেই অবস্থায় উত্তরকুরুপ্রবাসী কোনও ভারতীয় অন্তেবাসী কি উক্ত মন্ত্রের রচনা করিতে পারেন না বা পারেন নাই।

তৎপর তিলক যদি তলাইয়া দেখিতেন যে ঋগ্‌বেদ একমাত্র ভারতীয় সম্পৎ, ভারতবাসী ঋষিরাই উহার একমাত্র প্রণেতা, তাহাহইলে তিনি আমাদের সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেন। যদি উক্ত মন্ত্র নিতান্তই সপ্তর্ষিমণ্ডলসম্বন্ধে বিরচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে কোনও ভারতীয় ছাত্র উত্তরকুরুতে অধ্যয়নকালে বা তথাহইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ঐ দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই মহর্ষি অগ্নিদেবকর্তৃক ভারতে সমাহৃত হইয়া ভারতের ঋগ্‌বেদে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ফলতঃ আমরা বলিতে চাহি যে, উক্ত মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য যে, কোনও ভারতবাসী ঋষি ভারতে বসিয়াই রাত্রিকালে আকাশে যে অনন্ত নক্ষত্ররাজি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি উহাদিগকে দিনে দেখিতে না পাইয়া এই মন্ত্রের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক মন্ত্রের যে কোনও অর্থই কেন গৃহীত ও স্বীকৃত হউক না, এই মন্ত্রের সাহায্যে উত্তরকেন্দ্র বা উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব যে সিদ্ধ হইতে পারে না ও হয় নাই, তাহা ধ্রুবই। তিলক স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

Unfortunately there are few other passages in the Rig Veda which describe the motion of the celestial hemisphere

or of the stars therein, and we must, therefore, take up another characterstic of the Polar Regions, namely, "a day and a night of six months each." and see if the Vedic literature contains any reference to this singular feature of the Polar Regions. P. 66.

The idea that the day and the night of the Gods are each of six months' duration is so widespread in the Indian literature, that we must examine it here at some length, and, for that purpose, commence with the post-Vedic literature and trace it back to the most ancient books. Page 66—67.

দেবলোকে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে, তজ্জন্য ব্রহ্মার একদিন একরাত্রিতে আমাদিগের ভারতবাসীর একবৎসর গণনা হয়, ইহা পরিজ্ঞাত সত্য—উক্তঞ্চ ভগবতা মনুনা—

দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাৎ দক্ষিণায়নম্ ॥ ৬৭—১ অঃ

সূর্য্যের যে ছয়মাস কাল উত্তরায়ণ, উহা দেবগণের একদিন এবং যে ছয়মাস কাল দক্ষিণায়ন, সেই ছয়মাসকাল রাত্রি। উক্ত দিন ও রাত্রির সমাহারে মনুষ্যগণের একবৎসর হইয়া থাকে। ইহা বৈদিকমন্ত্রে দৃষ্ট না হইলেও ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্যপ্রভৃতি উপনিষদের বর্ণনাদ্বারা জানিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

একং বা এতদ্দেবানা মহঃ, যৎ সংবৎসরঃ।

ভারতবাসিগণের যে পূর্ণ একবৎসর, উহাই দেবগণের এক অহোরাত্র।

ফলতঃ কেবল উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোক নহে, উত্তর ও দক্ষিণকেন্দ্রের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। তথায়ও সূর্য্য ছয়মাস উদিত ও ছয়মাস অস্তমিত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যও বিশদাক্ষরে বলিতেছেন যে—

ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।

দেবাঃ তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি

ব্রহ্মণেতি ২। ন হ বৈ অস্মৈ উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃৎ দিবা এব অস্মৈ ভবতি য এতা মেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ। ৩। ১৮৬—৮৭ পৃঃ।

তত্র শঙ্করভাষ্যম্—ন বৈ তত্র যতোহং ব্রহ্মলোকাৎ আগতঃ। তস্মিন্ ন বৈ তত্র এতৎ অস্তি যৎ পৃচ্ছসি। নহি তত্র নিম্লোচ অস্তম্ অগমৎ সবিতা ন চ উদীয়ায় উদ্গতঃ কুতশ্চিৎ কদাচন কস্মিংশ্চিদপি কালে ইতি। উদয়াস্তময়বর্জ্জিতো ব্রহ্মলোক ইতি উপপন্নম্ ইত্যুক্তিঃ শপথইব প্রতিপেদে। হে দেবাঃ সাক্ষিণো যূয়ং শৃণুত যথা ময়োক্তং সত্যং বচঃ তেন সত্যেন অহং ব্রহ্মণা ব্রহ্মস্বরূপেণ মা বিরাধিষি।

ব্রহ্মলোকহইতে আগত একজন ভারতবাসী বলিতেছেন যে হে বন্ধু দেবগণ! তোমরা শুন, আমি দেখিয়া আসিলাম ব্রহ্মলোকে সূর্য্য উদিত হইলে আর অস্ত যায় না (কেন না ক্রমাগত ছয়মাস উদিত থাকে) আবার অস্ত গেলেও উদিত হয় না (কেন না ছয়মাস অনুদিত থাকে)। তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি সত্যের সহিত বিরোধ করিতেছি না।

ইহার পরই ছান্দোগ্য নিজে বলিতেছেন যে ঐ লোকটীসম্বন্ধে সূর্য্য উদিত হইত না, উদিত হইলেও অস্তে যাইত না, ক্রমাগত ছয়মাস দিন। সেই ব্যক্তি ব্রহ্মার উপনিষৎ অর্থাৎ উপনিবেশভূমি উত্তরকুরুকে এইরূপ বলিয়াই জানিতেন। এখানে এই উপনিষৎ শব্দের অর্থ প্রচলিত শ্রুতিগ্রন্থবিশেষ নহে, পরন্তু নির্জন স্থান—যদাহ মেদিনীকরগুপ্তশর্ম্মা—

ভবেৎ উপনিষৎ ধর্ম্মে বেদান্তেবিজনে স্ত্রিয়াম্।

কিন্তু আমরা মনে করি উহার প্রকৃত অর্থ উপনিবেশ, উপনিবেশ কথার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ না হইয়াই চিরকাল ভারতবাসী মেদিনীকর উহা নির্জ্জনস্থান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক আমাদিগের দেশের লোক ও শাস্ত্রকারগণ ইহা জানিতেন। কিন্তু তাহাতেও এমন বুঝিতে হইবে না যে ছয় মাস দিনরাত্রির বিলাসভূমি উত্তরকেন্দ্র বা উত্তর কুরু আদিজন্মভূমি। তিলক এখানে আরও একটী ভ্রমের কাজ করিয়াছেন যে তিনি উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোককেই একমাত্র দেবলোক ঠাহরিয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ ভূঃ (ভারত), ভুবঃ (অন্তরীক্ষ—অপোগস্থানাদি),

স্বঃ (তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়া), মহঃ (চন্দ্রলোক—দক্ষিণ সাইবিরিয়া), জন (বর্ত্তমান চীন), তপঃ (বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠ—মধ্য সাইবিরিয়া) এবং ব্রহ্মলোক উত্তরকুরু, এতৎ সমুদায়ই "দেবলোক"। যদাহ মৎস্যপুরাণম্—

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যং চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

কিন্তু ইহার মধ্যে উত্তরকুরু ভিন্ন অন্য কোন দেবলোকেই ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়না। স্বঃ বা পিতৃলোক আদিস্বর্গেও আমাদের এক মাসে এক দিন ও এক রাত্রি হইয়া থাকে। যদুক্তং সূর্য্যসিদ্ধান্তেন—

পিত্র্যং মাসেন ভবতি নাড়ীষষ্ট্যা তু মানুষম্। ৫

পিতৃলোকদিগের এক অহোরাত্র ভারতবাসীদিগের একমাসে হয় ও ভারতে আমাদের এক অহোরাত্র আমাদের ষাট দণ্ডে হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহাতে তিলকের কি লাভ হইল? উত্তরকেন্দ্র দেবলোক নহে, তথায় ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইলেও উক্ত অনধ্যুষিত স্থানকে কেহ আদি নিবাস ভাবিতে পারেন না। উত্তরকুরু দেবগণের উপনিবেশ ভূমি, তথায়ও ছয়মাস রাত্রি হয় বলিয়া তজ্জন্য উহারও আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতেছেনা। উহা যদি আদিগেহ না হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীরা কেমন করিয়া উহার প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থা অবগত হইলেন? ভারতবাসীরা উত্তরকুরুতে তীর্থযাত্রা, বেদাধ্যয়ন এবং তীর্থবাস করিতে যাইতেন। সুতরাং কেন তাঁহারা উহার অবস্থা অবগত থাকিবেন না? কিমত্র প্রমাণং? যদাহ অথর্ব্ববেদঃ

ব্রহ্মচারী এতি সমিধা সমিদ্ধঃ, কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ।
স সদ্য এতি পূর্ব্বস্মাৎ উত্তরং সমুদ্রং লোকান্ত্সংগৃভ্য মুহুরাচরিক্রৎ॥১০৬ ১মথ-

কৃষ্ণবসনপরিহিত সমিৎপাণি দীক্ষিত দীর্ঘশ্মশ্রু ব্রহ্মচারী মুহুর্মুহু লোক সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে উত্তর সমুদ্রে (ব্রহ্মলোকে) গমন করিয়া থাকেন। তথাহি ভগবদ্গীতা—

অগ্নির্জ্যোতি রহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥২৪—৮অ

বেদজ্ঞ ঋষি ও যোগীরা ভারতবর্ষহইতে ছয়মাসে দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সুতরাং এতাবতা মনে এরূপ ভাবিতে হইবে না যে অগম্য

উত্তর কেন্দ্র বা গম্য উত্তরকুরুই মানবের আদি জন্মভূমি। তিলক ইহার পরই বলিতেছেন যে—

It is found not only in the Purans, but also in astrono mical works, and as the latter state it is a more definite form we shall begin with the later Siddhantas. Page 67,

অর্থাৎ কেবল পুরাণে নহে, আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থেও আবার ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকি। তথাহি—

Mount Meru is the terrestrial North Pole of our astronomers, and the Surya siddhanta. x 11, 67, says :—At Meru Gods behold the sun after but a single rising duridg the half of his revolution beginning with Aries. P. 67.

অর্থাৎ "আমাদিগের জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়াছেন যে মেরুপর্ব্বত পৃথিবীর শেষ উত্তরকেন্দ্র, এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তও তদীয় গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন যে, দেবতারা, মেরুতে মেষাদি ছয় রাশি অর্থাৎ বৈশাখহইতে আশ্বিনপর্য্যন্ত সূর্য্যকে উদিত দেখেন"।

আমরা তিলক মহাশয়কে অতীব ভক্তি ও অত্যধিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহার এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি ওয়ারেন সাহেবের কল্পিত মতের অনুবর্ত্তন করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এক সময়ে (যখন সাইবিরিয়ার জন্ম হয় নাই) ইলাবৃতবর্ষ ও তন্মধ্যস্থ মেরুপর্ব্বত পৃথিবীর উত্তর সীমায় অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাহাতেই কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না যে উক্ত মেরুপর্ব্বত উত্তর মেরু-প্রদেশে ছিল বা আছে। ভ্রান্ত ওয়ারেন ভিন্ন আর কোন্ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত এই মতের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সে জ্যোতির্ব্বিদের নাম ও ধাম কি? তৎপর—সূর্য্য সিদ্ধান্ত যে বলিয়াছেন—

মেরৌ মেষাদিচক্রার্দ্ধে দেবাঃ পশ্যন্তি ভাস্করম্।
সকৃদেবোদিতং তদ্বৎ অসুরাশ্চ তুলাদিকৃম্॥ ৬৭—১২অ

অর্থাৎ দেবতারা মেষাদি ছয় রাশিতে সূর্য্যকে উদিত দেখেন, আর অসুরেরা তুলাদি ছয় রাশিতে সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া থাকেন।

আমরা প্রথমতঃ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ। তবে কি অসুরেরা কুমেরুপ্রদেশবাসী ছিলেন? ফলতঃ দেবতা ও অসুরেরা একই বংশপ্রভব ও একই দেশবাসী ছিলেন। যখন দিব্ বা সাইবিরিয়ার জন্ম হয়, তখন দেবতারা অহর্জনপদ ও অসুরেরা (বস্তুতঃ দৈত্যদানবেরা) রাত্রিজনপদে বাস করিতেন। এই অহঃ ও রাত্রি জনপদ তপোলোক বা মধ্য সাইবিরিয়া, এখানে দেবাসুরেরা একই ভাবে সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিতেন ও ভোগ করিতেন। সুতরাং ভ্রান্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের এ মত গ্রহণীয় নহে, ইহা পৌরাণিক দিগের স্বকপোল-পরিকল্পিত মিথ্যা সিদ্ধান্ত। সম্ভবতঃ তাঁহারা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের—

অহর্দে'বা অশ্রয়ন্ত রাত্রী মসুরাঃ। ৪৪৫ পৃ

এই কথা দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এ "অহঃ" ও "রাত্রি"দিন ও রাত নহে, ইহারা অহর্নামক ও রাত্রি নামক দুইটী দেশ। সুতরাং দেবতারা ও দৈত্য-দানবেরা যে এক সঙ্গেই সূর্য্যকে বৎসরে একবার ছয়মাসকাল উদিত দেখিতেন, ইহাই প্রকৃত সংবাদ, কেননা উত্তরকুরুপ্রভৃতিস্থানে সূর্য্যের উদয়াস্ত ঐরূপই বটে। সেই জন্যই দেবতাদিগের একদিন ও এক রাত্রিতে (ছয় ছয় মাস) আমাদিগের এক বৎসর। কিন্তু ইহাতেই তিলক কেমন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে উত্তরকেন্দ্রই মানবের আদি-জন্মভূমি? মেরুপর্ব্বত ও মেরুপ্রদেশ কি এক? মেরুপর্ব্বত ইলাবৃতবর্ষে, (মেরুমধ্য মিলাবৃতং) না উত্তরকেন্দ্রে? কেন তিনি ওয়ারেনের প্রমাদের অনুগামী হইয়াছিলেন? ভ্রান্ত সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভিন্ন আর কোনও লোকই একথা বলেন নাই যে দেবতারা মেরুপর্ব্বত ভিন্ন মেরুপ্রদেশেও বাস করেন। প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিৎ আর্য্যভট্ট কি ঐরূপ বলিয়াছেন? যাহাহউক মেরুপ্রদেশ ও মেরুপর্ব্বতের অবস্থান কিরূপ, তাহা আমরা বলিয়াছি, যথাকালে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আরও বলিব। দেবাসুরের অবস্থানসম্বন্ধে আর্য্যভট্ট তাঁহার ভুবনকোষে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে—

ক্ষৌণীং ভিত্ত্বা মেরুর্নির্গত উভয়ত্র তন্মূলে।
নিবসন্তি অসুরা দনুজাঃ শিরোভাগে সদা দেবাঃ ॥৬

তত্র সুধাকরদ্বিবেদী·········ক্ষৌণীং পৃথিবীং, তন্মূলে মেরোরধোভাগে, শিরোভাগে মেরুশিখরে। মেরুপর্ব্বত পৃথিবীর বক্ষোভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে,

উহার শিখরদেশে ও সানুতে দেবতারা বাস করেন, আর অধোভাগে উপত্যকা ভূমিতে দৈত্যদানবেরা বাস করিয়া থাকেন। ভাস্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘা ঔর্দ্ধে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ। ১৮।২১ পৃ

মেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গ ও পৃষ্ঠাদিতে দেবতারা ও সিদ্ধ ঋষিরা বাস করেন, আর বাড়-বানলপ্রধান নরকভূমিতে দৈত্য-দানবগণ বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু যমাধিকৃত এ নরক মানসসরোবরের শিরোভাগে অবস্থিত। যদাহ বায়ুপুরাণম্—

দক্ষিণেন পুনর্মেরোর্মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে॥ ৮৮—৫০ অ

মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণে মানস সরোবর অবস্থিত। উহার উত্তরে নরকের রাজধানী সংযমন পুরে বিবস্বানের পুত্র যম বাস করেন।

সুতরাং তিলক এই দুই ভিন্ন পদার্থ (মেরুপর্ব্বত ও মেরুপ্রদেশ)কে এক ভাবিয়া এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভ্রান্ত মত উদ্ধৃত করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই বৃথা হইয়াছে। তিলক ইহার পরেই বলিতেছেন যে—

Now according to Purans Meru is the home or seat of all the Gods, and the statement about their half-year long night and day is thus easily and naturally explained ; and all astronomers and divines have accepted the accuracy of the explanation. Page 67.

হাঁ পুরাণসমূহের মধ্যে মেরুপর্ব্বত সকল দেবতার অধিষ্ঠান বা আদি বাস-স্থান বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে বটে, মহাভারতবচনাবলীও মেরুপর্ব্বতকে ব্রহ্মাদি সকল দেবতার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, কিন্তু কোনও পুরাণ বা রামায়ণমহাভারত এরূপ কোনও কথাই বলেন নাই যে উত্তরমেরু প্রদেশ কোনও দেবগণের আদি জন্মস্থান বা ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভূমি। কোন্ কোন্ জ্যোতির্ব্বিৎ ও কোন্ কোন্ দেবভক্তেরা মেরুপর্ব্বত ও উত্তরমেরু প্রদেশের অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বা খ্যাপন করিয়াছেন, তিলক তাঁহাদিগের (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ছাড়া) নাম করিলেই ভাল হইত। আমরা কিন্তু হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই তিলকের মতের সমর্থক কোনও একটি প্রমাণও দেখিতে পাইতেছি না। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

স এষ পর্ব্বতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ। ৮৫—২৪ অ
মেরুস্তু শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু ধিষ্ঠিতঃ। ৪৮
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রমোদন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৫৫
তস্য পর্ব্বসহস্রেঽস্মিন্ নানাশ্রয়বিভূষিতে।
সর্ব্বদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্যনেকশঃ॥ ৫৯
তত্রাবসৎ চোর্দ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বর্ষিষ্ঠ স্ত্রিদিবৌকসাম্॥ ৭০
তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা।
নাম্না মনোবতী নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতা॥ ৭২
তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
মহাবিমানং বৈ চিত্রং মহিম্না বর্ত্ততে সদা॥ ৭৩
তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
উপাস্যমান স্ত্রিদশৈর্ম্মহাযোগৈঃ সুরর্ষিভিঃ॥ ৭৫
দ্বিতীয়েঽপ্যন্তরতটে বৈদিশ্যে পূর্ব্বদক্ষিণে। ৭৮
সাক্ষাৎ তত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদেবমুখোঽনলঃ॥ ৮১
তৃতীয়েঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা॥ ৮৬
তথা চতুর্থদিগ্দেশে নৈর্ঋতাধিপতেঃ সভা।
নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ॥ ৮৭
পঞ্চমেঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
সর্ব্বদেশেষু প্রখ্যাতা নাম্না শুভবতী সতী।
উদকাধিপতে রম্যা বরুণস্য মহাত্মনঃ॥ ৮৮
পয়োত্তরে তথা দেশে যষ্ঠেঽন্তরে তটে শিবে।
বায়োর্গন্ধবতী নাম সভা সর্ব্বগুণোত্তরা॥ ৮৯
সপ্তমেঽপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা।
নাম্না মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদূর্য্যবেদিকা॥ ৯০

তথাঽষ্টমেঽন্তরতটে ঈশানস্য মহাত্মনঃ।
যশোবতী নাম সভা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভা॥ ২১—৩৪ অ
তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ। ২২—৩৭
বিদ্যাধরপুরং তত্র শোভতে ভ্রাজয়ৎ শুভম্। ১৫
তত্রাদিত্যস্য দেবস্য দীপ্তমায়তনং মহৎ।
মাসে মাসেঽবতরতি তত্র সূর্য্যঃ প্রজাপতিঃ॥ ৩১
তত্রাশ্রমো মহাপুণ্যঃ সিদ্ধসংঘনিষেবিতঃ।
বৃহস্পতেঃ প্রমুদিতঃ সর্ব্বকামগুণৈর্যুতঃ॥ ৪৪
তত্র বিষ্ণোঃ সুরগুরোর্দীপ্তমায়তনং মহৎ।
প্রকাশং ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্॥ ৪৮
তস্মিন্ আয়তনে সাক্ষাৎ অনাদিনিধনো হরিঃ।
পাদ্যোপহারৈর্বিবিধৈরিজ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ॥ ৫৮—৩৮ অ
তত্র তদ্দেবরাজস্য পারিজাতবনং মহৎ।১১
গন্ধর্ব্বনগরী স্ফীতা হেমকক্ষে নগোত্তমে। ৫১
পিশাচকে গিরিবরে হর্ম্ম্যপ্রাসাদমণ্ডিতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতং কুবেরভবনং মহৎ॥ ৫৭—৩৯অ
পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিদ্যাৎ উত্তরং সবিতুর্ব্বনম্॥ ১১
অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্।
সিতোদং পশ্চিমং সরো মহাভদ্রং তথোত্তরম্॥ ১৬
অরুণোদস্য পূর্ব্বেণ যে চ শৈলা স্তুতঃ স্মৃতাঃ। ১৭—৩৬ অ
তদেতৎ সর্ব্বদেবানা মধিবাসে কৃতাত্মনাম্।
দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে॥ ৯৫
প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে॥৯৬—৩৪অ

ইহাদ্বারা কি জানা গেল ? জানা গেল ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্ব্বতেই ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আদি বাসস্থান, পরন্তু উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রে নহে। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণিনামক গ্রন্থেও বিবৃত রহিয়াছে যে—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ, ঔর্ব্বে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ॥ ১৮

সর্ব্বত্নকাঞ্চনময়ং শিখরত্রয়ঞ্চ, মেরৌ মুরারিকপুরারিপুরাণি তেষু
তেষা মধ্যঃ শতমথজ্বলনান্তকানাং যক্ষাম্বুপানিলশশীনপুরাণি চাষ্টৌ॥ ৩৬

ভুবনকোষ।

মেরুপর্ব্বতে দেবগণ ও দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ঋষিরা বাস করিয়া থাকেন। আর দেবগণের মাতৃষস্রেয় ভ্রাতা বা ভ্রাতৃব্য দৈত্যদানবগণ জলসিক্ত ভূমি কদর্য্য নরকসমূহে বাস করিতেন। উক্ত মেরুপর্ব্বতের তিনটী উচ্চ শৃঙ্গ আছে, উহারা উৎকৃষ্ট মণি মাণিক্য ও স্বর্ণের আকরভূমি। উক্ত উচ্চ শিখরত্রয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং সানুদেশে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যের অষ্টপুরী বিরাজমান। অতএব তিলকের উক্তি সাধীয়সী নহে। উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশেও আর এক শেট ইন্দ্রাদি দেবতা বাস করেন, যখন এমন কথা কেহই বলেন না তখন বুঝিতে হইবে সূর্য্য সিদ্ধান্তের মত ব্যাহত। ফলতঃ ওয়ারেনের কুপরামর্শে তিলক মেরুপ্রদেশ ও মেরুপর্ব্বত এক ভাবিয়া এই প্রমাদ ঘটাইয়াছেন। তিনি তৎপরই বলিতেছেন যে—

We shall therefore, next quote the Mohabharata, which gives such a clear description of Mount Meru, the lord of the mountains, as to leave no doubt about its being the North Pole, or possessing the Polar characteristics. Page 69.

"অতঃপর আমরা মহাভারতের একটী স্থান উদ্ধৃত করিব, যাহাতে আমরা মেরুপর্ব্বতের একটী অব্যাহত বর্ণনা পাইতে পারিব। উহাতে লিখিত আছে যে মেরুপর্ব্বত সকল পর্ব্বতের রাজা, এবং উহা উত্তর কেন্দ্র বা উত্তর কুরুতে অবস্থিত, অথবা উহাতে অন্ততঃ উত্তরকেন্দ্রের কতক ধর্ম্ম বিদ্যমান।" ইহা বলিয়াই তিনি বনপর্ব্বের ১৬৩ম ও ১৬৪ম অধ্যায়ের এই কয়েকটি শ্লোকের অধ্যাহার করিয়াছেন—

এনং ত্বহরহর্মেরুং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধ্রুবম্।
প্রদক্ষিণ মুপাবৃত্য কুরুতঃ কুরুনন্দন॥ ৩৭
জ্যোতীংষি চাপ্যশেষেণ সর্ব্বাণ্যনঘ! সর্ব্বতঃ।
পরিযান্তি মহারাজ! গিরিরাজং প্রদক্ষিণম্॥ ৩৮। ১৬৩অ

স্বতেজসা তস্য নগোত্তমস্য মহৌষধীনাং চ তথা প্রভাবাৎ।

বিভক্তভাবো ন বভূব কশ্চিৎ, অহোনিশানাং পুরুষপ্রবীর ॥ ১১

বভূব রাত্রি দিবসশ্চ তেষাং সংবৎসরেণেব সমানরূপঃ। ৩৩। ১৬৪ অ

বোম্বে মুদ্রিত মহাভারতে এই শ্লোকসমূহের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭, ২৮ ও ৮ এবং ১১। যাহা হউক, এই শ্লোকগুলির অধ্যাহার করিয়াও মহামতি তিলক যে কোনও লাভবান্ হইতে পারিয়াছেন, আমরা এরূপ মনে করি না। কেননা চন্দ্রসূর্য্য প্রতিদিন মেরুপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করে, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ মেরুপর্ব্বত যে উত্তরমেরুর নহে, তাহা ধ্রুবই। কেননা তথায় ছয়মাস অন্তর সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে, পরন্তু অহরহঃ নহে। তৎপর কি ইলাবৃত বর্ষ, বা কি উত্তর কুরু, কোনও স্থানের কোনও পর্ব্বতকেই চারি কোটী আঠারলক্ষ ক্রোশ দূরের সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। ইহা ও পুরাণের উদয়াচল এবং অস্তাচলপ্রসঙ্গ পুঁথির গল্পমাত্র। এই Myth বা পৌরাণিক কেচ্ছার সাহায্যে তিলক ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা করিতে যাইয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। যদি ইহা পৌরাণিক কেচ্ছা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই চন্দ্র ও এই সূর্য্য মানুষ, এই জ্যোতিষ্কগণও মানুষ। অত্রিনন্দন চন্দ্র, অদিতিনন্দন সূর্য্য এবং নক্ষত্র নামা দেবগণ আপনাদের আবাসক্ষেত্র মেরুপর্ব্বতে প্রতিদিন ভ্রমণ করিতেন, ব্যাসদেব তাহাই বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে উত্তরকুরু পঞ্চম অমৃত বলিয়া বিবৃত। তথায় সাধ্যদেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিতেন। উক্ত উত্তরকুরুতে সূর্য্য কি ভাবে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে, তাহা বলিতে যাইয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন যে—

স যাবৎ আদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতঃ অস্তমেতা।

দ্বিস্তাবৎ উর্দ্ধমুদেতা অর্ব্বাক্ অস্তমেতা।

সূর্য্য উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত গমন করে, আবার দ্বিতীয়বার উর্দ্ধে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তমিত হইয়া থাকে।

এখানে মেরুপর্ব্বতের নামগন্ধও নাই, মেরুর প্রদক্ষিণ প্রসঙ্গও সুদূরপরাহত। তবে আমরা এরূপ প্রমাণও পাইয়াছি যে উত্তরকেন্দ্রে সূর্য্য ঠিক কুম্ভকারচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে। যাহা হউক এ সকল পুঁথির গল্পদ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তাই আমরা তিলকের এ মত গ্রহণ করিতে পারিলাম

না। তৎপর তিনি ১৬৪ অধ্যায়ের ১১ ও ১৩শ (৮ম ও ১৩শ) শ্লোকের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহাও অব্যাহত বস্তু বলিয়া অনুমোদন করিতে অসমর্থ। তিনি বলিতেছেন যে—

Later on the writer informs us :—"The mountain, by its lustre, so overcomes the darkness of night, that the night can hardly be distinguished from the day." A few verses further, and we find, the day and the night are together equal to a year to the residents of the place. Page—69.

কিন্তু আমরা মনে করি উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের প্রকৃতার্থ ইহা নহে। উহাদের তাৎপর্য্য এই যে—

হে পুরুষপ্রবর সেই নগোত্তমের তেজে ও তত্রস্থ মহৌষধি সকলের প্রভাবে তথায় অহোরাত্রের কোনও প্রভেদ ছিল না। অর্জ্জুনবিরহে সেই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের একদিন ও একরাত্রি যেন এক এক বৎসরের তুল্য বোধ হইতেছিল।

বলিতে পার ; এখানে "অর্জ্জুনবিরহ" আসিল কোথা হইতে, মূলে ত তাহা নাই ? আছে বই কি, তিলক শ্লোকটির একার্দ্ধ উদ্ধৃত করাতেই সে কথাটা কাহার মনে জাগিতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

দৃষ্ট্বা বিচিত্রাণি গিরৌ বনানি, কিরীটিনং চিন্তয়তা মভীক্ষ্ণম্।
বভূব রাত্রি র্দিবসশ্চ তেষাং সংবৎসরেণেব সমানরূপঃ ॥

গিরৌ তস্মিন্ পর্ব্বতে বিচিত্রাণি বনানি চিত্তবিনোদনকরাণি কাননানি দৃষ্ট্বা অপিচ অভীক্ষ্ণং নিয়তং কিরীটিনং অর্জ্জুনং চিন্তয়তাং তেষাং পাণ্ডবানাং রাত্রিঃ দিবসশ্চ সংবৎসরেণ সমানরূপ এব বভূব। বিরহস্য দুর্ব্বহত্বাদিতি ভাবঃ। ফলতঃ ইহা "বৎসর তিলেকে, প্রলয় পলকে, কেমনে বাঁচিবে বালা" কবিতার ন্যায় অতিশয় উক্তি মাত্র।

আর প্রথম শ্লোকে যে অহোরাত্রের কোনও প্রভেদ ছিল না বলা হইয়াছে তাহার দ্বারাও কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না যে তবে বুঝি উহা উত্তরকুরুর কথা। বস্তুতঃ সেই মেরুপর্ব্বতে এমন সকল মহৌষধি ছিল, যাহার আলোকে রাত্রিও দিনের মতন আলোকিত হইত। কালিদাসও কুমারসম্ভবে সে কথা বলিয়া গিয়াছেন। যথা —

বনে চরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।

ভবন্তি যত্রৌষধয়োরজন্যা মতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ॥ ১০। ১ম সর্গ

অতঃপর তিলক, বেদে যে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষার কথা বিবৃত আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, একমাত্র উত্তরকুরু ব' উত্তরকেন্দ্র ভিন্ন এদৃশ্য জগতের আর কুত্রাপি (দক্ষিণ কেন্দ্রেও হইতে পারে) হইতে পারে না। সুতরাং ঋগ্‌বেদে যখন এবিষয়ের বিস্তৃত বিবৃতি রহিয়াছে, তখন উত্তরকেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি ছিল, ইহা স্বীকার্য্য।

The Rig Veda, we have seen, does not contain distinct reference to a day and a night of six months' duration, though the deficiency is more than made up by parallel passages from the Iranian scriptures. But in the case of the dawn, the long continuous dawn with its revolving splendours, which is the speacial characteristic of the North Pole, there is fortunately no such difficulty. Page 80—81.

আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে তিলকেব এই কথার সমর্থন করিয়া থাকি। তিনি আপন মতের সমর্থনজন্য ঋগ্‌বেদহইতে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষাঘটিত প্রায় ২০৷২৫টি মন্ত্রের অধ্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহাও নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করি। আমরা স্বীকার করিলাম যে, উত্তরকুরুতে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষা ছিল ও এখনও রহিয়াছে? কিন্তু তাহাতে সেই উত্তরকুরুর আদিজন্মগেহত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, আমরা তাহা অবগত নহি। উত্তরকুরুতে যে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে, তাহাও আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ জানিতেন, তথায় যে অরোরা বরিয়ালিস (Aurora Borealis) রাত্রিতে আলোকের কাজ করিত তাহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন (রামায়ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৪৩ সর্গ শেষ দেখ) এবং দীর্ঘকালব্যাপিনী উষার সহিতও তাঁহারা অপরিচিত ছিলেন না। কেননা তাঁহারা সর্ব্বদাই উত্তর কুরুতে যাতায়াত করিতেন। সুতরাং তাঁহারা হয় তথায় বসিয়া, না হয় তথাহইতে ভারতে আসিয়া উহা বৈদিক-মন্ত্রে বিবৃত করিয়াছেন, অগ্নিদেব উহার সমাহারেই ঋগ্‌বেদের দেহপুষ্টি করেন। যদি তিলক জানিতেন যে বেদ মানুষের প্রণীত, ঋগ্‌বেদ ও অথর্ব্ববেদ একমাত্র ভারতীয়

সম্পৎ, তাহা হইলে তিনি এই সকল বিষয়ের উপর এত নির্ভর করিতেন না। পক্ষান্তরে সাম ও যজুর্ব্বেদে এই সকল বিষয়ের কোনও প্রসঙ্গই নাই। অথচ সামবেদই সেই দেবলোকের বস্তু ও জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মহাপুরাণ। এখানে সামাজিকগণ আরও একটি কথা ভাবিয়া দেখিবেন যে ঋগ্বেদে অল্পক্ষণ-স্থায়িনী উষার কথাও বহু মন্ত্রে রহিয়াছে—

এতা ত্যা উষসঃ প্রতিযন্তি মাতরঃ। ১—৯২সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—ত্যা এতা উষসঃ প্রতিযন্তি প্রতিদিনং গচ্ছন্তি। দত্তজানুবাদ—মাতৃগণ (উষা) প্রতিদিবস গমন করেন।

পুনঃ পুনর্জ্জায়মানা। ১০—ঐ

তত্র সায়ণভাষ্যম্—পুনঃ পুনর্জ্জায়মানা প্রতিদিবসং সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রাদুর্ভবন্তী। দত্তজ—উষাদেবী দিনে দিনে সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেতি ওদতী॥ ৬—৪৮ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—যা দেবতা সমনং সমীচীনচেষ্টাবন্তং পুরুষং বিসৃজতি প্রেরয়তি। কিঞ্চ উষা অর্থিনঃ যাচকান্ বিসৃজতি ওদতী উষা দেবতা পদং স্থানং ন বেতি কাময়তে উষঃকালঃ শীঘ্রং গচ্ছতি। দত্তজ। হে উষে তুমি অধিকক্ষণ অবস্থান কর না।

আমরা এইরূপ আরও শত শত মন্ত্রদ্বারা অল্পকালস্থায়িনী উষার নিকাশ দিতে পারি। এখন কি আমরা বলিব যে দেশে উষা অল্পক্ষণ থাকে, সেই জনপদই মানবের আদি জন্মভূমি? ফলতঃ তিলকের এই উক্তি সর্ব্বথাই অযৌক্তিক বলিয়া আমরা ইহার অনুশীলনে ক্ষান্ত থাকিলাম। অতঃপর আমরা তিলকের হিমপ্রলয়ের কথা বলিব। তিনি বলিতেছেন যে—

Dr. Warren in his intersting and highly suggestive work the Paradise Found the Cradle of the Human Race at the North Pole has attempted to interpret ancient myths and legends in the light of modern scientific discoveries, and has come to the conclusion that the original home of the whole human race must be sought for in regions near the North Pole. My object is not so comprehensive. I intend

to confine myself only to the Vedic literature and show that if we read some of the passages in the Vedas, which have hietherto been considered incomprehensive, in the light of the new scientific discoveries,we are forced to the conclusion that the home of the ancestors of the Vedic people was some where near the North Pole before the last Glacial epoch.

Page—6—7.

তিলক এখানে প্রকারান্তরে মহামতি ওয়ারেন সাহেবকে প্রমাণস্থলে খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কোনও ঋষি বা সাহেবের নামে দশায় পড়িবার নহি। যদি তিলক ওয়ারেন সাহেবের সমাহৃত প্রমাণাবলীদ্বারা North Pole এর আদিগেহত্ব সমর্থিত করিতে পারিতেন, তবে আমরা তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদ বা আমাদিগের অন্যান্য গ্রন্থে হিমপ্রলয়ের কথা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই যে সেই হিমপ্রলয়ের স্থানকে আদিগেহ ভাবিতে হইবে, এরূপ কোনও হেতুই দেখা যায় না। যদি কোনও বেদমন্ত্র বা শাস্ত্রবাক্য বলিতেন যে, আমাদিগের আদিপিতৃভূমিতে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি ছিল, দীর্ঘকালব্যাপিনী উষা ছিল, হিমপ্রলয় ছিল, তাহা হইলে আমরা নতশিরেই তিলকের মতের সমর্থন ও অনুমোদন করিতাম। কিন্তু সেরূপ কোনও কথা কোনও ঋষিই বলিয়া যান নাই। বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত আছে যে—

যাবন্মাত্রে প্রদেশে তু মৈত্রেয়াবস্থিতো ধ্রুবঃ।
ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূত সংপ্লবে ॥

তত্র শ্রীধরস্বামী—ভূতসংপ্লবরূপঃ যঃ অন্তঃপ্রলয়ঃ তৎপর্য্যন্তম্। ৯২। ৮অ। ২অংশ

হে মৈত্রেয়! যে প্রদেশে মহারাজ ধ্রুব অবস্থিত ছিলেন, ভূতসংপ্লব বা প্রলয়বিশেষ উপস্থিত হইলে সেই সকল স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইহাই হিমপ্রলয়। পুরাণে এরূপও বর্ণিত আছে যে, এক এক লোক তুষার প্লাবনে প্লাবিত হইলে লোক সকল নিকটবর্ত্তী অন্যলোকে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মহাভারতেও ঐরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

যোজনানাং সহস্রাণি পঞ্চ ষণ্ মাল্যবানথ।
মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ২৯

ব্রহ্মলোকচ্যুতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বেষু সাধবঃ।

রক্ষণার্থং তু ভূতানাং প্রবিশন্তি দিবাকরম্॥ ৩৩

আদিত্যতাপতপ্তাস্তে বিশন্তি শশিমণ্ডলম্॥ ৩২—৭অঃ, ভীষ্মপর্ব্ব।

অর্থাৎ ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীনদেশস্থ মাল্যবান্ পর্ব্বত একাদশ সহস্র যোজন বিস্তৃত। তদ্দেশীয় লোক সকল রজতবৎ শুভ্রবর্ণ, তাঁহারা ব্রহ্মলোক হইতে তথায় আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরম সাধু। কেহ কেহ বা মহর্ষি সূর্য্যদেবের জনপদে প্রবেশ করেন, কেহ কেহ বা তথায় থাকিতেও সমর্থ না হইয়া মহারাজ চন্দ্রের জনপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ইহা প্রকৃত কথা। হিমপ্রলয়ে লোক সকল বহুবার ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরু পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। স্লাভনিকগণও এই ব্রহ্মলোকহইতে হিম-প্রলয়বশতঃ রুশিয়ায় গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও উক্ত ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরুর আদিগেহত্ব নির্ব্যূঢ় হইতে, পারে না। আমরা পঞ্চনদহইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছি। এখন যদি কোনও বাঙ্গালী কোনও কারণে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কাশী, অবন্তী, গুজরাট বা উক্ত পঞ্চনদে আবার গমন করেন, তাহা হইলে যেমন বঙ্গদেশকে আদিম নিবাসভূমি বলিয়া গণনা করা যাইবে না, তদ্রূপ পিতৃভূমির লোকেরা কোনও কারণে ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরুতে যাইয়া বাস করার পর হিমপ্রলয়ে ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ বা ইলাবৃত বর্ষে পুনরাগমন করিলে ব্রহ্মলোককে প্রকৃত আদিম পিতৃভূমি বলা যাইতে পারিবে না। সুতরাং তিলক উত্তর কুরুর আদিগেহত্বসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অযৌক্তিক ও অমূলক। কোনও বেদের কোনও মন্ত্রই বলে নাই যে উত্তর কুরু বা উত্তরকেন্দ্র মানবের আদি জন্মভূমি বা পিতৃলোক। ফলতঃ উত্তর কুরুতে যে আদি দেবলোক পিতৃভূমি হইতে লোক সকল যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাও আমাদিগের শাস্ত্রে বিবৃত আছে। যদুক্তং মহর্ষি বায়ুনা—

উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।

কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্॥ ১১

দেবলোকাৎ চ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ স্থিরযৌবনাঃ ॥ ১৬
তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা।
ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্ ॥ ৪২—৪৫অঃ

কেহ বলিতে পারেন যে কেন শ্রদ্ধেয় তিলকের এরূপ প্রমাদ ঘটিল। তাঁহার প্রমাদের কারণ এই যে তিনি ভ্রান্ত সূর্য্য-সিদ্ধান্তের কথায় সুমেরুপ্রদেশ বা উত্তরকেন্দ্রকে দেবনিবাস বলিয়া ধারণা করেন, বস্তুতঃ সুমেরু পর্ব্বত বা মেরুপর্ব্বতই দেবনিবাস, পরন্তু মেরুপ্রদেশ বা উত্তরকেন্দ্র নহে।

তৎপর যখন তাঁহার উক্ত ভ্রান্তি সত্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বসিল, তখন তিনি দেবনিবাস মেরুপর্ব্বত ও জনমানবের অনধ্যুষিত মেরুপ্রদেশকে এক ভাবিয়া তাঁহার প্রমাদকে আরও দৃঢ়ীভূত হইতে দিলেন। তখন ওয়ারেনের আর একটী ভ্রান্তি তিলককে আরও কুপথে লইয়া গেল, তিনি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন যে ইলাবৃতবর্ষটাই মেরুপ্রদেশ বা উত্তরকেন্দ্রে অবস্থিত।

কিন্তু ওয়ারেনের ইহাই স্থূলে ভুল। হিন্দুদিগের সকল শাস্ত্রেরই ইহাই অভিমত যে হিন্দুদিগের পূর্ব্ব-নিবাস মেরু, কিন্তু সে মেরু, মেরুপ্রদেশ বা উত্তর-কেন্দ্র নহে, পরন্তু মেরুপর্ব্বত এবং সেই মেরুপর্ব্বতই উক্ত ইলাবৃত বর্ষের মধ্যগত।

"মেরু-মধ্যং ইলাবৃতম্।

তবে বেদে কেন "ইলা উত্তর বেদী" "এতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদী"। "ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ।" এরূপ বলা হইত? কেন উত্তরকুরুকে বেদী বা পৃথিবীর শেষ সীমা বলা হইত না? যেহেতু তখন মহঃ তপঃ সত্য (উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোক) বা সমগ্র সাইবিরিয়ার চিহ্নমাত্রও ছিল না, উহা তখনও স্থলে পরিণত হয় নাই, কাজেই ইলা উত্তরবেদী বলিয়া কথিত হইত। আমরা ইহার সমর্থনার্থ ওয়ারেনের প্রকরণে ও এখানে উপরে যে প্রমাণ দিয়াছি, তাহা ছাড়া সম্প্রতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ হইতে আরও কতিপয় প্রমাণের অধ্যাহার করিব।

স সমুদ্রঃ উত্তরতঃ প্রাজ্বলং ভূম্যান্তেন। এষ বৈ সমুদ্রঃ। যৎ চাত্বালঃ। এষ উবেব স ভূম্যন্তঃ, যৎ বেদ্যন্তঃ।

তত্র সায়ণঃ......যোঽয়ং প্রসিদ্ধো লবণ-সমুদ্রঃ সোঽয় মুত্তরস্যাং দিশি ভূমেরন্তিমভাগেন সহ কদাচিৎ প্রজ্বলিতঃ সম্ভূৎ। সোঽয়মত্র দেবযজনভূমৌ

সম্পাগুতে। যোঽয়ং চত্বালাখ্যোগর্ত্তঃ অস্তি স এব অত্র সমুদ্রস্থানীয়ঃ। যোঽয়ং বেদে অবসানদেশঃ, সোঽয়ং ভূমে রবসান-ভাগঃ। ২৬৮পৃঃ।

এই যে লবণময় উত্তরমহাসাগর বর্ত্তমান, উহা বেদী ইলাবৃতবর্ষের লাগ উত্তরে শোভা পাইতেছিল। উক্ত বেদীই তজ্জন্য ভূমির শেষ প্রান্ত বলিয়া কথিত হইত। উক্ত ইলাবৃতবর্ষ তখন একটী "চাত্বাল" অর্থাৎ চত্বর ছিল।

উক্ত চাত্বালই সর্ব্বাদৌ দেবগণের যজ্ঞানুষ্ঠানভূমি হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম "বেদী" বা "যজ্ঞ" (অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ) উক্ত দেবযজনভূমিব উত্তরে আর কোনও জনপদ ছিল না বলিয়া উহাকে ভূমির অন্ত বা পৃথিবীর শেষসীমা বা "মেরু" মনে করা হইত। তখন দ্যাবাপৃথিবী বা উক্ত ইলাবৃত (ইলাবৃতং Elysium, Elysian) বর্ষ এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতে আর কোনও জনপদই ছিল না।

দ্যাবাপৃথিবী সহ আস্তাং।১৬পৃ—ঐ

তত্র সায়ণঃ—সৃষ্টিকালে দ্যাবাপৃথিব্যৌ মধ্যগতান্তরীক্ষব্যবধানরহিতে অভূতাং। পূর্ব্বকালে কেবল একমাত্র দ্যাবাপৃথিবীই ছিল, তখন উহাদের অন্তঃ বা মধ্যে অন্তরীক্ষ জনপদ ছিলনা। তৎপরই—

ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। (শেষচরণ—১—১৯০—১০ম)

পশ্চিম মহাসাগরগর্ভে "সমুদ্র" বা জলপ্রধান পৃশ্নি বা অন্তরীক্ষেব উৎপত্তি হয়। এবং তদবধিই দ্যাবা পৃথিবী ও উক্ত অন্তরীক্ষকে লইয়া "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই "ত্রিভুবন" বা ত্রৈলোক্য" গঠিত হয়।

এবং তৎপর ঋত, অহঃ, রাত্রি ও সংবৎসরজনপদের উৎপত্তি হইলে (১।২—১৯০।১০ ম) উহা "দিব" নামে কথিত হয়। এবং তখনই সত্যলোক বা উত্তরকুরু পৃথিবীর শেষ সীমা বলিয়া কথিত হইতে থাকে।

সুবর্গো বৈ লোকঃ কাষ্ঠা। ১৪ পৃ তৈঃ ব্রাঃ।

তখন সাবেক উত্তর বেদী ইলা মাঝে পড়িয়া যায়। সুতরাং উত্তরবেদী ইলাকে তোমরা উত্তরকেন্দ্রে লইয়া যাইতে পার না এবং উহার মধ্যগত মেরুপর্ব্বতও মেরুপ্রদেশে যাইতে নারাজ। সুতরাং উত্তরকেন্দ্র আদি নিকেতন নহে। উহা কোনও দিন "ভূতভাবন" বলিয়াও বিশেষিত হয় নাই। মেরুপর্ব্বতই "ভূতভাবন" বা আদি নিকেতন।

অতঃপর আমরা "মেরুতত্ত্ব" গ্রন্থপ্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারীরায় মহাশয়ের ব্যাহৃত মতের নিরসনে প্রয়াস পাইব। তিনি একত্র বলিতেছেন যে—

"আরও দেখা গিয়াছে, ঐ মেরুপ্রদেশেই আদি মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে"। ৮পৃ।

কিন্তু বিনোদবাবু কোন্ বেদ, কোন্ পুরাণ বা কোন্ হিন্দুশাস্ত্রের কোথায় যে এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ঐতিহ্যের সন্ধান পাইলেন, তাহা তিনি দেখাইয়া দেন নাই, সুতরাং আমরা তাঁহার এ অলীক ও অমূলক মতের অনুবর্ত্তন করিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ ইহা কি কল্পনা-মহাসাগরের একমাত্র ফেনবুদ্বুদই নহে? অবশ্য তিনি তাঁহার মতের সমর্থনজন্য ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছেন যে—

"এখনকার মত উত্তর মেরুপ্রদেশ চিরদিন তুষারাবৃত ছিল না। এখনকার মত তখন সে এক অজানা দেশ ছিল না।" ইত্যাদি

কিন্তু যখন উত্তরকেন্দ্র বা সুমেরুপ্রদেশ ও দক্ষিণকেন্দ্র বা কুমেরু প্রদেশে সূর্য্যের ছয় মাস দর্শন ও ছয় মাস অদর্শন, তখন এতদুভয় স্থান যে চিরনীহারাবৃত হইবে ও থাকিবে, ইহা ধ্রুবই। এই দুই স্থানে যে ছয় মাস সূর্য্যের উদয় হয়, সে ছয় মাসেও এই সকল স্থানে সূর্য্যকিরণ বা উত্তাপ বিষুব-রেখার ন্যায় সরল-ভাবে নিপতিত হয় না, উহা বক্রভাবে পড়িয়া ঠিকুরিয়া বাহিরে চলিয়া যায়, কাজেই শৈত্য এখানে নিত্য সংবদ্ধ। অবশ্য কোনও ভূমি নিম্ন হইলে তথায় আংশিক গ্রীষ্মাধিক্য হইতে পারে, কিন্তু উত্তর মেরু বা কুমেরু যে সময়ে নিম্ন ও কিঞ্চিৎ গ্রীষ্মপ্রধান ছিল, তখনও তথায় মনুষ্যাবাসের সংবাদ পাওয়া যায় নাই, এখন যে এই বহু সহস্র বৎসর যাবৎ উহা লোক-লোচনের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তথাপি এখনও কেহ উহাতে মনুষ্যাবাসের সংবাদ কর্ণগোচর করেন নাই, অদ্যাপি পাশ্চাত্য মনীষিগণ উহার আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। যদি উহা পূর্ব্বকালের অধ্যুষিত ও পরিচিত স্থান হইত, তাহা হইলে কেন রামায়ণ বলিবেন যে—

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণা মুত্তরেণ বঃ।
অভাস্করম্ অমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্॥ ৪৩। কিষ্কিন্ধ্যা

হে বানর-চমূগণ! তোমরা কখনই উত্তর কুরুর উত্তরে গমন করিও না। কেননা তথায় সূর্য্যোদয় হয় না ও আমরা কেহ উহার সীমাও অবগত নহি।

ইহাদ্বারা জানা গেল যে, রামায়ণের যুগের লোকেরা উত্তর কেন্দ্রের বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন। ঐ যুগে তথায় মনুষ্য বাস করিলে অবশ্য সে খবর তাঁহারা জানিতেন ও রাখিতেন। রামায়ণে বিস্তৃত ভৌগোলিক তত্ত্ব আছে, অথচ উহাতে উত্তর কেন্দ্রের কোনও কথাই নাই।

তৎপর পৌরাণিক যুগের যে ঋষিরা স্ব স্ব গ্রন্থে, দ্বীপ, উপদ্বীপ, নদ, নদী, পর্ব্বত ও জনপদাদির সম্যক্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ সকল গ্রন্থে জনপদসমূহ সপ্তলোক, নববর্ষ ও চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যদি তাঁহাদিগের সময়েও উত্তরকেন্দ্র পরিচিত স্থান হইত, তাহা হইলে তাঁহারাও কোনও না কোন স্থানে সে কথা বলিয়া যাইতেন। কিন্তু পৌরাণিকেরা উহার নাম লইয়াও উহাকে দ্বীপ বা বর্ষের পরিগণনায় স্থানদান করেন নাই।

তস্মাৎ দিশ্যুত্তরস্যাং বৈ দিবারাত্রিঃ সদৈব হি।
সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরু রুত্তরতো যতঃ॥

২০—৮অ—২অং—বিষ্ণু পু।

উত্তর দিকে সর্ব্বদাই দিন ও রাত্রি। যেহেতু মেরু (মেরুপ্রদেশ) সকল দ্বীপ ও সকল বর্ষের উত্তরে বাহিরে অবস্থিত।

সর্ব্বদা দিন ও সর্ব্বদা রাত্রি, ইহা অতিবাদ। ছান্দোগ্যোপনিষদে "সকৃৎ দিবা" বলিয়া একটী কথা আছে, উহাও অতিবাদমাত্র। ফলতঃ ঐ সকল স্থানে ছয়মাসব্যাপী দিন ও ছয়মাসব্যাপিনী রাত্রি। যদি এই মেরুপ্রদেশ মনুষ্য কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইত, তাহা হইলে কৃতজ্ঞ মানুষ উহাকে গণনার বাহিরে স্থান দিতেন না। যাঁহারা বলেন যে- আমরা মিশর বা বাবিলন অথবা পেলেষ্টাইন হইতে ভারতে আসিয়াছি, তাঁহারাও ঐরূপ ভ্রমান্ধ। ফলতঃ উত্তরকেন্দ্র বা মিশর ও ককেশশাদি স্থান আমাদের পিতৃভূমি হইলে আমরা আমাদের শাস্ত্রে সেকথা না বলিয়া থাকিতে পারিতাম না। মঙ্গলিয়া বা ইলাবৃত বর্ষকে আমাদের বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণাদি পিতৃভূমি বলিয়াছেন। এই সকল স্থানকেও আমরা এখন অপবিত্র ও অনার্য্য ভূমি মনে করি। তথাপি উহা যে আমাদের পিতৃভূমি তাহা যেমন বেদ বলিয়াছেন (দ্যৌর্নঃ পিতা), তেমনই পুরাণাদিও উহা বলিতে

পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। উত্তরকেন্দ্রকে শাস্ত্রকারেরা যে পিতৃভূমি বলেন নাই, তাহাতেই উহার আদিগেহত্ব নিরাকৃত হইতেছে। অপি চ কোনও বেদেও উত্তর কেন্দ্রের নাম দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং উহা যে বৈদিকযুগের পর স্থলে পরিণত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহমাত্রই নাই। অবশ্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত লিখিয়া গিয়াছেন যে—

উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা।
তস্যাং সিদ্ধা মহাত্মানো নিবসন্তি গতব্যথাঃ॥ ৪০
ভূবৃত্তপাদবিবরা স্তাশ্চান্যোন্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তাভ্য শ্চোত্তরতো মেরু স্তাবানেব-সুরাশ্রয়ঃ॥ ৪১ ভূগোলাধ্যায়।

উত্তরে সিদ্ধপুরী, উহা কুরুবর্ষে অবস্থিত। তথায় গতব্যথসিদ্ধ ঋষিগণ বাস করেন। উক্ত লঙ্কা, সিদ্ধপুরী, যমকোটি ও রোমক পত্তন, ইহারা একটী অন্যটীর বিপরীত দিকে ভূবৃত্তপাদে অবস্থিত। মেরুপ্রদেশ উক্ত সিদ্ধপুরী হইতেও উত্তরে এবং তথায়ও দেবগণ বাস করেন।

কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও ভাস্করাচার্য্যপ্রভৃতি কেহই একথা বলেন নাই। তাঁহারা মেরুপর্ব্বতকে "দেবনিবাস" বলিয়াছেন, উত্তরকেন্দ্রের নামও লইয়াছেন, কিন্তু উহাতে যে কোনও দিন দেবতা বা মানুষ বাস করিয়াছেন বা করিতেন, তাহা মুখেও আনয়ন করেন নাই। তজ্জন্য মনে হয় সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ

তাবানেব সুরাশ্রয়ঃ

এই কথাটী প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, অন্যত্রও এই লিপিকর প্রমাদের সত্তা লক্ষিত হইয়া থাকে।

অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বূনদময়ো গিরিঃ।
. ভূগোলমধ্যগো মেরু রুভয়ত্র বিনির্গতঃ॥

এখানে যে—"উভয়ত্র বিনির্গতঃ"—মেরুর এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাও লিপিকরপ্রমাদ। কেননা যে মেরু স্বর্ণরত্নময় গিরি বা পর্ব্বত উহা কি পৃথিবীর দুই প্রান্ত (উত্তর মেরু ও কুমেরু) দিয়া বহির্গত হইতে পারে?

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্

বায়ুপুরাণ, অন্যান্য পুরাণ ও রামায়ণ, মহাভারত সমস্বরেই বলিয়াছেন যে—

মেরুপর্ব্বত ইলাবৃতবর্ষের মধ্যগত, পরন্তু উত্তর-মেরু ও দক্ষিণমেরুব্যাপী নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ইহার পরেই বলিতেছেন যে—

উপরিষ্টাৎ স্থিতা স্তস্য
সেন্দ্রাদেবা মহর্ষয়ঃ। ৩৫

উক্ত মেরুপর্ব্বতের উপরে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতা ও মহর্ষিরা বাস করেন। পক্ষান্তরে উত্তর মেরু বা কুমেরুতে কোনও মেরুপর্ব্বত আছে, ইহাও কেহ বলেন নাই ও তথায় যে দেবতারা বাস করেন, তাহাও কুত্রাপি বিবৃত দেখা যায় না।

কোন্ দেবতারা উত্তর মেরুতে বাস করিতেন? কোনও দেবতাই নহে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতারা মেরুপর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গ ও সানুদেশে বাস করিতেন। পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ উত্তর কুরুতে চলিয়া যান। সে উত্তরকুরুও উত্তরকেন্দ্রের মধ্যস্থলে নহে, পরন্তু উহা উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণে বিরাজমান। আর মেরুপর্ব্বত এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী ইলাবৃতবর্ষে অবস্থিত। সুতরাং সূর্য্য-সিদ্ধান্তের এই দুইটী অংশ—

মেরু রুভয়ত্র বিনির্গতঃ। ৩৪
মেরু স্তাবানেব সুরাশ্রয়ঃ। ৪১

লিপিকরপ্রমাদদুষ্ট। ফলতঃ লেখক বোধ হয় এখানে যাহা ছিল তাহা লিখিতে ভুলিয়া যাইয়া এই নিম্নোদ্ধৃত স্থানের পাঠ নকল করিয়াছিলেন—

আচার্য্যঃ শিষ্যবোধার্থং সর্ব্বং প্রত্যক্ষদর্শিনাম্।
ভূমিগোলস্য রচনাং কুর্য্যাৎ আশ্চর্য্য কারিণীম্॥ ১
অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারবম্।
দণ্ডঃ তন্মধ্যগং মেরোরুভয়ত্র বিনির্গতম্॥ ২

অধ্যাপক শিষ্যের বোধের জন্য সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করাইবেন, শুধু মুখে মুখে উপদেশ দিবেন না। তিনি ইচ্ছামত পৃথিবীর একটা কাষ্ঠময় গোলক (globe) নির্ম্মাণ করাইয়া উহার ঠিক মাঝখানে (চরথার ডিমের মধ্যে প্রবেশিত কাষ্ঠের ন্যায়) একটা কাষ্ঠিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবেন, যেন উহা উভয় মেরু (দক্ষিণ ও উত্তর) ভেদ করিয়া বাহির হয়॥

এ অতি সঙ্গত কথা, কিন্তু আস্ত একটা মেরুপর্ব্বত কেমন করিয়া উভয় মেরু ভেদ করিয়া বাহির হইয়া থাকে? সুতরাং এই উদ্ধৃত পাঠ অপ্রকৃত, এবং

উত্তর মেরু বা উত্তরকেন্দ্রে যে দেবতারা বাস করিতেন, সে সংবাদও অলীক ও অমূলক। কেবল ইহাই নহে, পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতীমহাশয় ভাস্করাচার্য্যের ভুবনকোষের একটা পাঠও ভুল ছাপাইয়াছেন। যথা—"অধস্ততঃ" সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ, এখানে প্রকৃতপাঠ "উদক্ ততঃ", হইবে। বিনোদবাবু স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

"অতএব সকল প্রাচীন শাস্ত্র অনুসারেই মেরুপ্রদেশ মানববাসের আদি স্থান"।১৮পৃঃ

কই প্রাচীন অপ্রাচীন কোনও বেদের কোথায়ও ত ইহা লেখা নাই যে "মেরুপ্রদেশ" মানববাসের আদি স্থান? হিন্দুর অন্য কোনও শাস্ত্রেও উহা দেখা যায় না। একথা বাইবেল ও কোরাণে থাকিলেও তাহা আমরা জানিতাম, কেননা অনূদিত কোরাণ ও বাইবেল পড়িয়াছি। অপি চ আভেস্তাগ্রন্থের

"ঐর্য্যান বয়েজো"—আরিয়াণেম ভেইজো

উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশ নহে, উহা আমাদিগের আর্য্যগণের—(আর্য্যাণাং বর্ত্তঃ) আর্য্যাবর্ত্ত। পার্শীরা তাঁহাদের গ্রন্থের কুত্রাপি উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশের নাম গ্রহণ করেন নাই; করিলে তাহাও দেখিতে পাইতাম, কেননা আমাকে ইংরাজী জেন্দাভস্তাও আদিঅন্ত পড়িতে হইয়াছে। অবশ্য তাঁহারা—

Mauru Holy Mighty.

একথা বলিয়াছেন। কিন্তু এ পবিত্র ও মহতী (Mighty) ভূমি মেরুপ্রদেশ নহে, পরন্তু মেরুপর্ব্বত। কেননা এই মেরুপর্ব্বতেই দেবতাদিগের বাসস্থান ছিল। আদিমানববিরাট্‌ও ইহার সানুদেশে প্রসূত হয়েন। অবশ্য বিনোদ-বাবু বলিতেছেন যে—

"আর্য্যগণ মেরুপ্রদেশে ৫৪৫ বৎসর বাস করিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৫৪ পৃঃ

আর্য্যগণ ৪৭৩৭৩ সৃষ্ট্যব্দে বা ৭১৫৪ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ব্রহ্মার জন্মহইতে ৪৭৯৪৭ সৃষ্ট্যব্দ বা ৬৫৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫৭৪ বৎসর উত্তরমেরু প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। ৪৭৯৪৭ সৃষ্ট্যব্দে বা ৬৫৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে মেরুপ্রদেশ হিমশিলাপাতে ধ্বংস হইলে, রাজা চাক্ষুষ সুমেরুপ্রদেশে গিয়া রাজ্যস্থাপনকরতঃ তথাকার মনু হইয়াছিলেন"। ৪০ পৃঃ

পাঠক! বাইবেলে লিখিত আছে, পৃথিবীর সৃষ্টি এই ছয় হাজার বৎসর হইয়াছে। কিন্তু বাইবেলবিনোদী বৈজ্ঞানিক সাহেবেরা এখন বলিতেছেন যে রেডিয়ম ধাতুর অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পৃথিবীর সৃষ্টি অন্যূন দশ কোটি বৎসর হইয়াছে। আমি কিন্তু বাইবেলের কথাই বিশ্বাস করি,কেননা মুষা পয়গম্বরকে সদা প্রভু সিনার পর্ব্বতে বসিয়া নিজ আঙ্গুল দিয়া পাথরে বচন লিখিয়া দিয়াছিলেন। বাইবেল সেই বচনসমষ্টি, সুতরাং উহাই প্রকৃত খোদার কলম। পক্ষান্তরে হিন্দুরা যে সৃষ্টির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, পঞ্জিকায় যে সৃষ্টির তারিখ লেখা আছে, বিনোদবাবু যে খৃষ্টাব্দ দিয়াছেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। কেননা পরমেশ্বর পঞ্জিকাপ্রণেতৃগণ বা বিনোদবাবুকে (মুষার মতন) সামনে রাখিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহা হইলে হিন্দুদের সৃষ্টির বয়সগণনা সত্য হয় কি প্রকারে? "কো অদ্ধা বেদ প্রথমস্য অহ্নঃ?" ঋগ্‌বেদ

বিনোদবাবুর ব্রহ্মার এ জন্মপত্রিকার বা কোষ্ঠীর জ্যোতির্বিৎ কে? বরাহমিহির না খনা ঠাকুরাণী?

আরও এক কথা, যখন পরমেশ্বর প্রথম পরমাণু সৃষ্টি করেন, তাহার বহু কোটী বৎসর পরে ঐ সকল পরমাণুর যোগবিয়োগে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। কেবল সেই প্রথম উৎপন্ন মানুষ নহেন,তাঁহার পরবর্ত্তী লক্ষ লক্ষ কি কোটী পর্য্যন্ত মনুষ্য বর্ণজ্ঞানবিহীন বর্ব্বর ছিলেন। ইহারও বহুকাল পরে বহু মনুষ্য-বংশের আবির্ভাব তিরোভাবের পর তবে মানুষ জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়েন, ও কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন এবং অব্দপ্রচলনপ্রভৃতি কালগণনার বুদ্ধিলাভ করেন। সুতরাং সেকালের মানুষ কেমন করিয়া সৃষ্টির গত আয়ুষ্কাল গণিয়া ঠিক করিবেন? হিন্দুদিগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিপ্রভৃতি যুগগণনা সভ্যতার যুগে সমারব্ধ। যাহার নাম "সত্যযুগ", উহা আদি জগৎসৃষ্টিহইতে নহে, পরন্তু সভ্যতার প্রথমযুগহইতে গণিত। সুতরাং পঞ্জিকা সকল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের বয়সের কথা বলিলেও বলিতে পারেন, কিন্তু ভগবান্ কখন প্রথম সৃষ্টি করেন, তাহা যোগী, ঋষি, সাধু, সন্ন্যাসী, কাহারও জানিবার শক্তি ছিল না ও এখনও নাই। সুতরাং বিনোদবাবু যে কেমন করিয়া একবারে তিথি নক্ষত্র ঠিক করিয়া গণিয়া দিলেন যে সৃষ্টির বয়স অত বৎসর এবং উহা খৃষ্ট পূর্ব্ব এত বৎসর

ইহার নিদান বা প্রমাণ কোথায় ? একালের কোনও বিবেকশীল মানুষ কি ইহা বিশ্বাস বা গলাধঃকরণ করিতে পারেন ?

সৃষ্টির বয়স ৪৭৯৪৭ বৎসর

ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক সংবাদ দুনিয়াতে আর নাই। জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদের বয়ঃক্রমও কি উহা অপেক্ষা অত্যধিক নহে ? আমরা যে আদি সূতিকাগারহইতে সামগান করিতে করিতে ভারতে আসিয়া ঋগ্বেদ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, উহার বয়ঃক্রমও কি ৪৭৯৪৭ বৎসর অপেক্ষা কিছু বেশী হইবে না ? মোক্ষমূলর প্রভৃতি ভারতবিদ্বেষী সাহেবেরা বাইবেলের প্রাচীনত্বসমর্থনজন্য আমাদের বেদগুলিকে তিন চারি হাজারের বস্তু বলিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সত্যান্বেষী, তাঁহারা কখনই তাহা বলিবেন না। অথবা সামবেদের আগে আর্য্যগণ যে কোনও দিন উত্তরমেরুতে গমন করিয়াছেন, যাইতে ক্ষম হইয়াছেন, এবং তাঁহারা যে তথায় গণা ৫৪৫ বৎসর বাস করিয়াছিলেন, এবং চাক্ষুষ মনু যে তথায় মনুত্ব গ্রহণ করেন, বিনোদবাবু এ বার বাঘের লেখা কোথায় পাইলেন ? তিনি তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ আরও বহু আচাভুয়া কথা লিখিলেন, প্রায় পৌনে এক ডজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহার অজস্র প্রশংসাও করিলেন, কিন্তু বিনোদবাবুর গ্রন্থে ঐ সকল কথা বিশ্বাস করাইবার ত একটী প্রমাণও অবতারিত দেখা যায় না ? বয়স কম হইলেও সৃষ্টির বয়স যে গণা অতটী বৎসর, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন আর কাহারও জানিবার বা বলিবার উপায় নাই। বিনোদবাবু স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

"প্রথম শ্বেতবর্ণ মানুষের নাম 'ব্রহ্মা'। ৪৭৩৭৩ সৃষ্টাব্দ বা ৭১৫৪ খৃঃ পূঃ অব্দে মেরুপ্রদেশে ইহার জন্ম হইয়াছে"। ১০ পৃঃ

প্রমাণ ? তিনি ইহার প্রমাণস্বরূপ নয় শত বৎসর পূর্ব্বের বোপদেবীয় ভাগবতের একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্য মখণ্ডিতম্ ॥৬

"অর্থাৎ যিনি প্রথমতঃ পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি পশ্চাৎ কৌমার নামক সৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন"। ১০ পৃ—

আমরা ত এই শ্লোকহইতে ব্রহ্মার মেরুপ্রদেশে জন্মের কোনও কথাই পাইলাম না। তৎপর বিনোদবাবু যে গণাগাঁথা সন তারিখ দিয়াছেন, তিনি এগুলি কোথায় পাইলেন, তাহাও ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিনোদবাবু কি এগুলি যোগবলে অবগত হইয়াছেন? না এগুলি তাঁহার "স্বপ্নাদ্য"? আর তিনি যে উদ্ধৃত শ্লোকটীর বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছেন, উহাও কি ঠিক হইয়াছে? উহার অর্থ কি ইহাই নহে?—

সেই দেব ব্রহ্মা প্রথমে কৌমার সর্গ আশ্রয় করিয়া অতি দুশ্চর অখণ্ডিত (যাহার মাঝে বাদ যায় নাই) ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন।

"আর প্রথম শ্বেতবর্ণ মানুষের নাম ব্রহ্মা"—এ সুসংবাদই বা বিনোদবাবুকে কে দিয়াছিলেন? বায়ুপুরাণ লিখিয়াছেন যে প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম ব্রহ্মা বটে, কিন্তু তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন?

একার্ণবে তদাবৃত্তে দিব্যে বর্ষসহস্রকে।
স্রষ্টুকামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ॥ ২১
তস্য চিন্তয়মানস্য পুত্রকামস্য বৈ প্রভোঃ।
কৃষ্ণঃ সমভবৎ বর্ণোধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥
অথাপশ্যৎ মহাতেজাঃ প্রাদুর্ভূতং কুমারকম্।২২
কৃষ্ণবর্ণং মহাবীর্য্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ২১—২৩অ

সেই সময়ে দিব্য এক সহস্র বৎসরে জগৎ একার্ণব হইলে প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মা দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিলেন। পুত্রকাম চিন্তাপরায়ণ সেই প্রভু পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার বর্ণ কাল হইয়া গেল। অনন্তর সেই মহাতেজাঃ দেখিতে পাইলেন একটী মহাবীর্য্য মহাতেজা কৃষ্ণবর্ণ কুমার আপনার তেজে দীপ্তি পাইতেছেন।

মনুসংহিতার মতে স্রষ্টা ব্রহ্মা আত্মভূ ব্রহ্মা, ও সৃষ্ট আদি মানব হিরণ্যগর্ভ লোকপিতামহ ব্রহ্মা। বায়ু পুরাণ তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিতেছেন। ইহাই কুমারসৃষ্টি বা কৌমারসর্গও বটে, তাহা হইলে রঙে মিল হইল না কেন?

ফলতঃ এ বিষয়ে বায়ুপুরাণ যেমন ভ্রান্ত, বিনোদবাবুও তদনুরূপ প্রমাদগ্রস্ত আদি মানব বা কোনও ব্রহ্মা কি রঙের ছিলেন, তাহা বায়ুপুরাণপ্রণেতারও

যেরূপ না জানিবার কথা, একালের বিনোদবাবুরও তদ্রূপ না জানিবারই খুব সম্ভাবনা। কেননা ইহারা কেহই তখন মোকাবিলা ছিলেনন। স্বয়ং ঋগ্‌বেদও সেই প্রথমজাত কুমারের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে—

"কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্"। ৪—১৬৪ সূঃ ১ম

সেই প্রথমজাত আদিমানবকে কে হইতে দেখিয়াছেন? আর বায়ুপুরাণ যে স্রষ্টা ব্রহ্মাকে "পরমেষ্ঠী" বিশেষণ দিয়াছেন, ইহাও তাঁহার প্রমাদের কার্য্য হইয়াছিল। কেননা অদিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধাতা বা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাই পরমস্থান উত্তরকুরুতে বসবাসনিবন্ধন "পরমেষ্ঠী" বিশেষণের বিষয়ীভূত। যাহা হউক সেই শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ পিতামহ ব্রহ্মা যে ৭১৫৪ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে মেরুপ্রদেশে (মেরুপর্ব্বতে নয় কিন্তু?) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বিনোদবাবু তাহা কিরূপে জানিলেন? ফলতঃ ওয়ারেন ও তিলক মেরুপ্রদেশ ও মেরুপর্ব্বত এক ভাবিয়া যে প্রকার প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, বিনোদবাবুও সেইরূপ প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

"এই ব্রহ্মাই" লোকপিতামহ ব্রহ্মা, সুতরাং মেরুপ্রদেশ যে ব্রহ্মলোক, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পাবে না"। ১৬ পৃষ্ঠা। "ব্রহ্মা যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া বাস করিতেছেন, তাহারই নাম ব্রহ্মলোক, তাহাই আদি স্বর্গ"। ১৫পৃ

আমরা বিনোদবাবুর এই উভয় বিবৃতিই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি। তিনি প্রথমতঃ বুঝাইতে চাহিতেছেন যে,মেরুপ্রদেশ, ব্রহ্মলোক ও আদি স্বর্গ,একই বস্তু। এবং তিনি দ্বিতীয়তঃ ইহাও বুঝাইতে চাহেন যে "স্বয়ম্ভূ," "লোকপিতামহ" ও "সুরজ্যেষ্ঠ,"এই তিন ব্রহ্মাই এক এবং তিনি তৃতীয়তঃ ইহাতেও প্রবোধ মানাইতে সচেষ্ট যে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা যেখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজীবন, সেইখানেই বাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোনও হিন্দুশাস্ত্র এরূপ বিপ্রলাপের উদ্‌গিরণ করেন নাই। প্রথম স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা অজ বা অনুৎপন্ন ও নিত্য, তিনি স্বয়ং বর্ত্তমান। তথাহি বায়ু পুরাণম্—

নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি চোচ্যতে।

আমরা তৎপর দেখাইব যে দ্বিতীয় ব্রহ্মাই লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং তিনিই

আদিমানব "বিরাট্" বা "হিরণ্যগর্ভ" বা "অগ্নি"। তাঁহার উৎপত্তিস্থানের নামই "বৈরাজভবন" বা "মেরুপর্ব্বত-সানু" কিংবা আদিস্বর্গ "পুষ্কর" এবং উহাই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্তু এ ব্রহ্মা জন্মিয়া কোথায়ও গিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রাগৈতিহাসিক বস্তু বলিয়া অজ্ঞেয়। তবে তৃতীয় ব্রহ্মা ধাতাই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, তিনিও উক্ত মেরুপর্ব্বত সানু পুষ্করে (পদ্মে) জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের উভয়ের নামই "অব্জযোনি" বা "পদ্মজন্মা"। যদুক্তং গোপথব্রাহ্মণে—

"ব্রহ্ম হ বৈ ব্রহ্মাণং পুষ্করে সসৃজে"। ৭পৃ

ব্রহ্ম বা স্বয়ম্ভুব্রহ্মা স্রষ্টা, পিতামহ ব্রহ্মা বা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাকে পুষ্কর বা পদ্মকর্ণিকাস্বরূপ মেরু পর্ব্বত সানুতে সৃষ্টি করেন। আমরা "ব্রহ্মার উত্তরকুরু গমন" এই প্রকরণে দেখাইব যে, ব্রহ্মার জন্ম আদিস্বর্গ দ্যো বা ইলাবৃতবর্ষে হইয়াছিল, এবং তিনি বহুকাল ইলাবৃতবর্ষ-মধ্যগত মেরুপর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে বাস করেন, এবং এখানে থাকার সময়েই তাঁহার মুখহইতে বেদমাতা গায়ত্রী নির্গত হয়। তৎপর তিনি ও অন্যান্য দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আদিস্বর্গহইতে ভারতবর্ষে আসিয়া সুদীর্ঘকাল বাস করেন, তৎপর ইন্দ্র ও বিষ্ণু স্বর্গের পুনরধিকার করিলে তাঁহারা আবার যাইয়া কিয়ৎকাল আদিস্বর্গে বসবাস করেন, তৎপর তথাহইতে উত্তর মহাসাগরগর্ভে নবপ্রসূত উত্তরকুরু North Sibiria বা সত্যলোকে চলিয়া যান ও তাঁহার নামানুসারে উহার নাম—"ব্রহ্মলোক" (ব্রহ্মার লোক) হয়। এবং উহা আদি ব্যোম বা আদিস্বর্গহইতে "পরম" বা উৎকৃষ্ট বলিয়া উহার নাম "পরমব্যোম" ও "পরমস্থান" হয় ও তথায় বসবাসনিবন্ধনই তাঁহার নামান্তর "পরমেষ্ঠী" (পরমে তিষ্ঠতীতি, পরম—স্থা+ণিন্)। কিন্তু ইহা ব্রহ্মার তৃতীয় ব্রহ্মলোক। তাঁহার প্রথম ব্রহ্মলোক মেরুপর্ব্বতশৃঙ্গ, দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক ব্রহ্মদেশ (ব্রহ্মার দেশ) বা বর্ত্তমান বর্ম্মা। উহা ভারতবর্ষের অংশবিশেষ। কিন্তু ইহার কোনও ব্রহ্মলোকই উত্তরকেন্দ্রে নহে। ফলতঃ এই তৃতীয় ব্রহ্ম-লোক বা উত্তরকুরু ও উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশের মাঝখানে সুদুস্তর "উত্তর মহাসাগর" অদ্যাপি বিদ্যমান। ব্রহ্মাদি কোনও দেবতা বা কোনও জনমানব কোনও দিন উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশে গমন বা বসবাস করেন নাই।

করিলে কোন না কোনও শাস্ত্রে তাহার সমুল্লেখ থাকিত এবং উহা বর্ষ ও দ্বীপগণনার মধ্যেও স্থান পাইত। বিনোদবাবু অতঃপর রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া উহার অনুবাদ করিয়াছেন।

তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রম্ উত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥ ৫৩
স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয় স্তপতেব বিবস্বতা॥৫৪
ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ॥৫৫
৪৩ সর্গ অযোধ্যাকাণ্ড (বস্তুতঃ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড)।

"হে বানরচমূগণ! তোমরা সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই উত্তরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী হেমময় সুমহান্ সোমগিরি দর্শন করিবে। সেইস্থান সূর্য্যসঞ্চারবিহীন হইলেও পর্ব্বতের প্রভাদ্বারা এরূপ প্রকাশিত হয়, যেন প্রভাকরপ্রভায় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সোমপর্ব্বতে বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু, একাদশ রুদ্ররূপী শম্ভু এবং ব্রহ্মর্ষিপরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং মেরুপ্রদেশ যে ব্রহ্মলোক, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না"। ১৫।১৬ পৃ

কিন্তু আমরা ইহা দেখিয়া ও পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। এই শ্লোক গুলির কি অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত ছিল না ?

হে বানরচমূগণ! তোমরা সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই দেখিতে পাইবে, উত্তর মহাসাগর বিরাজমান। তথায় সোমগিরি নামে (মেরু নামে নহে) একটী স্বর্ণময় পর্ব্বত আছে। সে দেশে সূর্য্যের উদয় হয় না, তথাপি সে দেশের যে একটী আলোক আছে (অরোরা বরিয়ালিশ) সে দেশ তদ্দ্বারা, আলোকিত হয়। বোধ হয় যেন সূর্য্যই আলোক দিতেছে। তথায় (সেই দেশ উত্তরকুরুতে, পরন্তু সোমগিরিতে নহে) বিশ্বাত্মা (বিশ্ব আত্মা যাঁহার), একাদশ রুদ্রসম ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। মানবের আদি জন্মভূমি। ১ম সংস্করণ—১৩৮পৃ

কিন্তু বিনোদবাবু এখানে কোথায় যে বিষ্ণু ও শিব পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না *। অবশ্য আদি স্বর্গে ইলাবৃতবর্ষে মেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একত্র বাস করিতেন। কিন্তু ব্রহ্মলোকে (উত্তরকুরুতে) যে বিষ্ণু ও শিবও বাস করিতেন, ইহা ইতিহাস ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ সংবাদ। বোধ হয় তিনি "বিশ্বাত্মা" শব্দে বিষ্ণু ও "শম্ভু" শব্দে শিব ঠাহরিয়া থাকিবেন। কিন্তু পরমার্থতঃ তাহা নহে। বিশ্বাত্মা পদটী ব্রহ্মার বিশেষণ, আর—"একাদশাত্মকঃ শম্ভুঃ" এই কথাটী উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে বলা হইয়াছে মাত্র, এখানে ইব শব্দ উহ্য আছে। ব্রহ্মা যেমন মেরুপর্ব্বত শৃঙ্গ ছাড়িয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তদ্রূপ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুও তপোলোকে (হিরণ্ময় বর্ষ বা মধ্যসাইবিরিয়া) ও শিব কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি শেষে লিখিয়াছেন যে—

"সুতরাং মেরুপ্রদেশ যে ব্রহ্মলোক।
তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না" ॥১৬পৃ

আমরা ত দেখিতেছি সাড়ে ষোল আনাই সন্দেহ। উত্তরকুরু ও উত্তরকেন্দ্র কি এক ? বিনোদবাবু রামায়ণের যে বচনদ্বারা ব্রহ্মাকে ব্রহ্মলোকবাসী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই রামায়ণবচনের শেষেই আছে যে—

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণা মুত্তরেণ বঃ। ৫৬
অভাস্করম্ অমর্যাদং ন জানীম স্ততঃ পরম্ ॥৫৮ ৪৩ সর্গ

* অবশ্য টীকাকার রাম উহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন—স তু দেশো বিস্সূর্য্যোপি সূর্য্যসঞ্চাররহিতোপি তস্য ভাসা সোমগিরিপ্রভয়া তপতা বিবস্বতা যুক্তদেশ ইব সূর্য্যলক্ষ্যা সূর্য্যোপেতদেশশ্রিয়া যুক্তঃ প্রকাশিতঃ। বিশ্ব মত্তি ব্যাপ্নোতি ইতি বিশ্বাত্মা ব্যাপকত্বেন বিষ্ণুরূপঃ। স এব শম্ভুঃ শং ভবতি অস্মাৎ স এব একাদশাত্মকঃ একাদশানুবাকার্থৈকাদশ-রুদ্রাত্মকঃ স এব ব্রহ্মা।

কিন্তু রাম ত ব্রহ্মাকেই একাদশরুদ্রাত্মক শম্ভু বলিয়াছেন? তিনিও ত এখানে উৎ-প্রেক্ষার ভাবই দেখাইতেছেন ? তবে তিনি যে বিশ্বাত্মা শব্দে বিষ্ণু বুঝাইয়াছেন ও সোমগিরিপ্রভা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার ঠিক হয় নাই। তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, ব্রহ্মলোকে বিষ্ণু ও শিব থাকিতেন না। আর সূর্য্যের অনুদয় ছয়মাসে সোমগিরি নহে, পরন্তু অরোরাবরিয়ালিস আলোক দান করিত।

অর্থাৎ হে বানরচমূগণ! তোমরা কখনও এই উত্তরকুরুর উত্তরে যাইওনা, কেননা তথায় সূর্য্যোদয় হয় না ও সে দেশের সীমা সরহদ্দও আমরা জানিনা। বলা বাহুল্য যে কোনও বিবেকশীল ব্যক্তিই উত্তরকুরু বা সত্যলোক ভিন্ন, উত্তর কেন্দ্র বা উত্তরমেরুপ্রদেশকে ব্রহ্মলোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন না। অপি চ ব্রহ্মলোক হইলেই যে সেটী আদিস্বর্গও হইবে, ইহাও বিনোদবাবুর বেজায় ভুল। ব্রহ্মার প্রথম "ব্রহ্মলোক" আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুশৃঙ্গ বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক বম্মা ও তৃতীয় ব্রহ্মলোক উত্তরকুরু এবং ইহার একটী ব্রহ্মলোকের সহিতও উত্তরকেন্দ্রের কোনও দিন মুলাকাত হয় নাই। বিনোদবাবু স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

"আরও প্রমাণ আছে। অগ্নি এই মেরুপ্রদেশেই প্রথম উৎপাদিত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন—

অগ্নি প্রথম ইলাবৃতবর্ষেই প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

অগ্নিঃ প্রথম ইলস্পদে সমিদ্ধঃ। ২ম—১০স্—১ ঋক্।

ত্রিত ঋষি বলিয়াছেন—"পৃথিবীর নাভি ইলাবৃত বর্ষে অগ্নি জন্মিয়াছে"।

অগ্নিঃ পৃথিব্যা নাভা ইলায়াস্পদে জাতঃ। ১০ম—১স্—৬ঋক্।

ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেব—"অথর্ব্বা ঋষি পৃথিবীর শিরোবৎ পুষ্করে (পদ্মের বীজকোষ অর্থাৎ মেরু) প্রদেশে প্রথম অগ্নির উৎপাদন করিয়াছিলেন।

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি অথর্ব্বা নিরমন্থত
মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥ ৬ম—১৬স্—১৩ঋক্।

দীর্ঘতমাঃ ঋষি বলিয়াছেন—অগ্নি পরব্যোমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি। ৬ম—১৬স্—১৫ঋক্।

বশিষ্ঠ ঋষি ও ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্। ৭ম—৫স্—৭ঋক্।

বৎস ঋষি বলিয়াছেন দিব্ প্রদেশে প্রথম অগ্নি জন্মিয়াছিল।

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ। ১০ম—৪৫স্—১ঋক্।

অত্রিপুত্র প্রভিভানু ঋষি বলিয়াছেন—সকলের প্রিয়ধাম—বৃহৎ সদন দিব্‌কে নমস্কার করি।

নমো দিবে বৃহতে সদনায় প্রিয়ায় ধাম্নে। ৫ম-৪৮সূ-১শ্লক্।

"বৃহৎ সদন দিব্ উত্তর মেরুপ্রদেশ"। ১৬-১৭ পৃ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত রামায়ণবচনাবলী ও এই বৈদিকপ্রমাণগুলি আমার আদিজন্মভূমি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও আমার অন্যান্য প্রবন্ধে আমি অধ্যাহৃত করিয়াছিলাম, বিনোদবাবুও অধ্যাহার করিয়াছেন। এ একতা অবশ্যই কাকতালীয়বৎ। যখন মুদ্রিত গ্রন্থে এই সকল প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তখন উহা সকলেরই পাঠ্য ও দর্শনীয় এবং সাধারণ সম্পৎ। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে প্রমাণবলে আমি ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়ার আদি গেহত্ব সপ্রমাণ করিয়াছি, ঠিক সেই সেই প্রমাণ-বলেই তিনি মেরুপ্রদেশ বা উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্ব সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন। তবে আমি বা তিনি এবিষয়ে কে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বা হইয়াছেন, তাহা প্রবীণগণের বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে প্রমাণোক্ত—

ইলায়াস্পদ, পুষ্কর, পরমব্যোম, দিব্,

এই কয়টী শব্দ কেন উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশের অববোধ করাইবে, বিনোদ বাবু তাহার কোনও কারণ বা প্রমাণ দেন নাই। সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে এমন একটা কথাও বলেন নাই যে ঐ সকল শব্দ মেরুপ্রদেশপর। যাস্ক, নিঘণ্টু বা লৌকিক কোশাবলীও সে বিষয়ে মৌনাবলম্বী, তবে বিনোদবাবু কাহার হুকুমে এমন কাজ করিলেন? বৃহৎ সদন দিব্ যে উত্তরমেরু-প্রদেশ, ইহা তাঁহাকে কে বলিল? যে পৌনে দেড় ডজন বড় লোক বিনোদবাবুকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাঁহারা কেন একথার উত্তর দিন না?

এখানে আমাদিগকে প্রসঙ্গতঃ আরও একটা কথা বলিতে হইল। তিনি যে এই মন্ত্রসমূহে গৃৎসমদপ্রভৃতি ঋষিকে বক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও ঠিক হয় নাই। কেনন, তাঁহারা কেহই এই সকল মন্ত্রের প্রণেতা বা বক্তা নহেন, পরন্তু দ্রষ্টা বা সমাহর্ত্তা (Collector)। ইঁহারা মন্ত্র সমাহার করিয়া ইহাদের উপর ওয়ালা-ঋষিকে দিয়াছেন (যেমন প্রগাথ প্রভৃতি) তাঁহারা আবার তাঁহাদিগের সর্ব্বোপরি কর্ত্তা মহর্ষি অগ্নিদেবের হস্তে সমর্পণ করেন, অগ্নি

সেই সকল মন্ত্রদিয়া ঋগ্‌বেদ খাড়া করিয়াছেন। তাই ছান্দোগ্য বলিয়াছেন—

অগ্নেঋচঃ।

ঋগ্‌বেদ অগ্নিহইতে সমাগত। মনুও তাহাই বলিয়াছেন।—সুতরাং উক্ত গৃৎসমদাদি ঋষিকে বক্তা বলা ঠিক হয় নাই। তবে উক্ত দ্রষ্টাদিগের মধ্যে কেহ যে একাবারেই মন্ত্রস্রষ্টা নহেন, ইহা আমরাও বলিতে অনগ্রসর। যাহাহউক আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার এতগুলি মন্ত্র-সমাহারদ্বারা মেরুপ্রদেশের আদিগেহত্ব কিছুই সংসিদ্ধ হয় নাই। তিনি ইহার পরই বলিয়াছেন যে—

"অগ্নির এক নাম মাতরিশ্বা, মাতরি আকাশ শ্বা বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ আকাশে যে বৃদ্ধি পায়" এখানে আকাশ অর্থ পৃথিবীর উর্দ্ধ প্রদেশ, অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ, যেখানে অগ্নির প্রথম জন্ম হয়। অতএব দিব্,ইলা পুষ্কর,পরম ব্যোম ও অকাশ একই স্থানের নাম। সেই স্থান উত্তরমেরু বা ইলাবৃতবর্ষ। দিব্ শব্দ হইতেই "দেবালোক" নাম হইয়াছে। ১৭পৃ

স এষ পর্ব্বতো মেরু দেবলোক উদাহৃতঃ।

বায়ু—২৪অ ৮৫ শ্লোক। ১৭পৃ টীকা

বিনোদবাবু "অগ্নির এক নাম যে **মাতরিশ্বা**" এ সুসংবাদ তিনি কোথায় পাইলেন? অমর বলিতেছেন যে—শ্বসনঃ স্পর্শনো বায়ুর্মাতরিশ্বা সদাগতিঃ

আর সায়ণ, শঙ্কর ও মহীধরপ্রভৃতি ভাষ্যকারগণও কখনও এরূপ কথা বলেন নাই যে মাতরিশ্বা বায়ু নহে, পরন্তু আগুন!!! অবশ্য "মাতরি আকাশে শ্বয়তি বর্দ্ধতে ইতি বাচস্পতিঃ"—অমরের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু বৈদিকযুগের ঋষিরা আকাশকে ভূমি বা আদি পিতৃলোকই জানিতেন, পরন্তু গগন নহে। (পিতৃণাং স্থান মাকাশং পরাশর) যাহাহউক আকাশ শূন্য নহে, ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া, কিন্তু দিব্ ও ইলাবৃতবর্ষ সম্পূর্ণই পৃথক্ বস্তু। আর দিব্ প্রভৃতি স্বর্গ ভৌম এবং ব্যোম, পুষ্কর, ইলাবৃতবর্ষ, দ্যো ও আকাশ শব্দ যে মঙ্গলিয়া পর

ইহাও এজগতে সর্ব্বপ্রথম আমিই লিখিয়াছি, এবং আমি ইহাও বলিয়াছি যে—

পরমব্যোমও পারলৌকিক নহে, উহাও ভৌম উত্তরকুরু বা ভৌম ব্রহ্মলোক। আদিব্যোম ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া এবং উহাও ভৌম আদিস্বর্গ। যে তিনটী মন্ত্রে অগ্নিকে পরমব্যোম বা দিবে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, সেই মন্ত্র তিনটীও ভ্রান্তিপূর্ণ। বিনোদবাবু আমার সেই সকল কথা খিচুড়ি পাকাইয়া কেন যে এই অত্যদ্ভুত অভিনব মতের আবিষ্কার করিলেন যে—

"সেই স্থান উত্তরমেরু"

তাহা তিনিই জানেন। মহাভারত ও পুরাণের প্রত্যেক ঋষিই কি ইলাবৃতবর্ষকে অন্য সাতটি বর্ষের মধ্যগত বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন নাই? তবে সেস্থান কিপ্রকারে বেনা গুদারায় উত্তরমেরু বা উত্তরকেন্দ্রে যাইতে পারে?

আর দিব্ শব্দ হইতে যে "দেবলোক" শব্দ ব্যুৎপাদিত, এ অনর্থক কথাই বা এখানে অকারণ বলা কেন? "দেবলোক" শব্দ, দেব ও লোক

দেবানাং লোকঃ

এই দুই শব্দের ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন। দিব্ শব্দের সহিত "দেব" শব্দেরও কোনও তোয়াক্কা নাই। "দিব্" ব্রহ্মলোক (উত্তরকুরু) বা উহা দ্যুলোকের (মহর্লোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক) নামান্তর, আর "দেব" শব্দের অর্থ দেবতা। তবে দিব্ ও দেব শব্দের ধাতু এক, প্রত্যয় স্বতন্ত্র (দিব্+ক্বিপ্ = দিব্ আর দিব্+অচ্—দেব)।

আমিও আমার গ্রন্থে বায়ুপুরাণের এই বচনার্দ্ধ তুলিয়াছিলাম, কিন্তু সে কেবল মেরুপর্ব্বতের আদি দেবলোকস্থ-সংসিদ্ধিনিমিত্ত। বিনোদবাবু উহা কেন তুলিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ আমাকে আরও একটি কথা বলিতে হইল। আমি যে যে বেদমন্ত্রের অধ্যাহার করিয়াছি, বিনোদবাবুও সেই সেই বেদমন্ত্রের সমাহার করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য ইহাই যে আমি যে বেদমন্ত্রের কোনও একাংশ তুলিয়াছি, বিনোদবাবুও সেই মন্ত্রের ঠিক সেই অংশটুকুই তুলিয়াছেন। আমরা উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি মন্ত্রের অধ্যাহার করিয়া পাঠকদিগকে প্রকৃত অবস্থা দেখাইব।

জ্যোত্‌স্ত্রো অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেব, ইলস্পদে মনুষা যৎ সমিদ্ধঃ।

শ্রিয়ং বসানো অমৃতো বিচেতা,মর্মৃজেন্যঃ শ্রবস্যঃ স বাজী॥ ১—১০সূ—২ম।

পাঠক, উপরে যে একটী ঋগ্‌বেদের মূল মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে— আমাকে এই ভীষণ অরণ্যানীর মধ্য হইতে (উহা হইতে) বহুকষ্টে মাত্র প্রয়োজনীয়

অগ্নিঃ প্রথম ইলস্পদে সমিদ্ধঃ (বিনোদবাবুর ১৬পৃ টীকা)

এই অংশটী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে বিনোদবাবুর মনেও ঠিক আমার মতন ভাবেরই উদয় হইয়াছিল ; ইহাই অত্র বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই সূক্ষ্ম বিষয়েও বিনোদবাবুর সহিত আমার কাকতালীয়বৎ মিল হওয়া অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহাহউক তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

"যেখানে মানুষ, সেইখানেই অগ্নি প্রয়োজনানুসারে উৎপাদিত হয়। মেরুপ্রদেশে অগ্নি উৎপাদিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহু ঋষির সাক্ষ্যবাক্য আমরা উপরে লিখিলাম।" (১৭পৃঃ)

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, কোনও ঋষিই উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশের নাম গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য কোনও কোনও ঋষি ভ্রমবশতঃ বলিয়াছেন যে, অগ্নি পরমব্যোম ও দিবে প্রথম উৎপাদিত, কিন্তু তাহা প্রকৃত তথ্য নহে। অগ্নি সর্ব্বাদৌ দ্যো বা মঙ্গলিয়াতে, পরে ভারতে, তৎপর অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হয়। পরে পরমব্যোম স্থানে পরিণত হইলে তথায় হইয়াছিল, কিন্তু উত্তরকেন্দ্রে কোনও দিনই হয় নাই। ফলতঃ অগ্নির আদি উৎপত্তি স্থান দ্যো বা ইলাবৃতবর্ষ, পরন্তু দিব্‌ বা পরমব্যোম নহে। যদুক্তমৃচি—

অগ্নিমৃস্থতো অভবৎ বয়োভিঃ

যদেনং দ্যৌরজনয়ৎ সুরেতাঃ। ৮—৪৫সূ—১০ম।

অগ্নি আপনার কর্ম্মদ্বারা অমৃত হইয়াছে, যেহেতু উহাকে দ্যো জন্মাইয়াছে।

ইলায়াঃ পুত্রোবয়ুনে অজনিষ্ট। ৩—২৯সূ—৩ম

অগ্নে ইলা সমিধ্যসে ২—২৪সূ—৩ম

হে অগ্নে তুমি ইলার পুত্র বলে জন্মিয়াছ। দ্যো বা ইলা যে অগ্নির উৎপাদন

স্থান, বিনোদবাবু তাহা বলেন নাই। এই দ্যৌঃ ও ইলাবৃতবর্ষ একই, সুতরাং ইলাবৃতবর্ষেই যে অগ্নির প্রথম উৎপত্তি হয়, তাহা ধ্রুব। ঋগ্‌বেদ যে বলিতেছেন যে—

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ
অস্মদ দ্বিতীয়ং পরিজাতবেদাঃ।
তৃতীয় মপসু নৃমণা অজস্রম্
ইন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ॥ ১০ম--৪৫১সূ—১ঋক্।

তত্র সায়ণভাষ্যম্····· অগ্নিঃ প্রথমঃ পূর্ব্বং দিবোদ্যুলোকস্যপরি উপরি জজ্ঞে জাতঃ। দ্বিতীয়ম্ অস্মৎ অস্মাকং পরি উপরি জজ্ঞে। তৃতীয়ং অপ্‌সু অন্তরীক্ষে।

অগ্নি প্রথমে দিব্‌লোকের উপরে জন্মে; তৎপর আমাদের এই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়, সর্ব্বশেষে অন্তরীক্ষে জন্মিয়াছিল।

পরমার্থতঃ অগ্নি সর্ব্বাদৌ দ্যো বা আদি স্বর্গে অথর্ব্বাকর্ত্তৃক উৎপাদিত হয়। ঋষি এখানে প্রমাদবশতঃ "দ্যোস্পরি" না লিখিয়া "দিবস্পরি" লিখিয়াছিলেন। পরম ব্যোমে অগ্নির উৎপাদনের কথাও ঐরূপ দুষ্টপ্রয়োগ। যাহাহউক দিব্, ভারতবর্ষ, পরমব্যোম ও অন্তরীক্ষ ইহার একটাও উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশ-বাচক নহে। সুতরাং উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশে যে অগ্নির কোনও দিন (অগ্র পশ্চাৎ) উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা বেদের একজন ঋষিও বলেন নাই। আমরা এক্ষণে আরও একটী মন্ত্রের অধ্যাহার করিয়া বিনোদবাবুর ব্যাহৃত মন্ত্রের নিরসন করিব।

সূক্তবাকং প্রথমমাদিৎ অগ্নি
মাদিৎ হবি রজনয়ন্ত দেবাঃ।
স এষাং যজ্ঞো অভবৎ তনূপাঃ,
তং দ্যৌর্ব্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ॥ ৮—৮৮সূ—১০ম।

তত্র সায়ণঃ—দেবাঃ অগ্নিং মথনেন উৎপাদয়ন্তি। তমগ্নিং দ্যৌর্ব্বেদ জানাতি, তমগ্নিং পৃথিবী ভূমিরপি চ জানাতি, তমগ্নিং আপঃ অন্তরিক্ষঞ্চ জানাতি।

বেদ পূর্ব্বমন্ত্রে বলিলেন যে, অগ্নি প্রথম দিবে (স্বর্গে) জন্মে, পরে ভারতে.

পরে অন্তরীক্ষে; এ মন্ত্রেও বলিতেছেন যে দেবতারা মন্থনদ্বারা অগ্নির উৎপাদন করেন। তাহাকে দ্যো জানে, পৃথিবী জানে, অন্তরীক্ষ জানে।

এখন দেখ যেমন দিব্, ভারত ও অন্তরীক্ষ উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশ নহে, তদ্রূপ দ্যো, পৃথিবী (ভারত) এবং অন্তরীক্ষও মেরুপ্রদেশ নহে। সুতরাং বুঝা গেল যে মেরুপ্রদেশে আগে বা শেষে কোনও সময়েই অগ্নির উৎপাদন হয় নাই, সুতরাং বিনোদবাবুর বাক্যকদম্বক বেদ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং উহা কল্পনা মহাসাগরের ফেনবুদ্বুদরু বিশেষ। তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণমতে উত্তর-বেদীই ইলায়পদ বা স্থান। এবং এই স্থানই পৃথিবীর নাভি। অতএব পৃথিবীর নাভি উত্তরবেদী বা উত্তরমেরু প্রদেশের নাম যে বৈদিককালে ইলা ছিল এবং পরে ইলাবৃতবর্ষ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ইলাবৃতবর্ষই নাভিপদ্ম। ১৩পৃষ্ঠা।

এতৎবৈ ইলারাস্পদং যদুত্তরবেদী নাভিঃ। ঐঃ ব্রাঃ

আমিই প্রথম আমার গ্রন্থে এ মন্ত্রের অধ্যাহার করি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই, কিন্তু সেই উত্তরবেদী নাভি (ইলাবৃতবর্ষ) যে কেন মেরুপ্রদেশ হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ মাত্র বলিয়াছেন, ইলাবৃতবর্ষই উত্তরবেদী। কিন্তু ইলাবৃতবর্ষ যে উত্তরকেন্দ্র বা মেরুপ্রদেশ, তাহা ত তিনি বলেন নাই? বৈদিক কালের যে যে ঋষি উত্তর মেরুপ্রদেশকে ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিনোদবাবু কেন সেই সেই বৈদিক ঋষির নামের তালিকাটা 'গ্রেট' অক্ষরে ছাপাইয়া দিলেন না? বেদমন্ত্রে আছে যে—

ইলায়া স্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি।
জাতবেদোনিধীমহি অগ্নে হব্যায় বোঢ়বে ॥৪—২৯সূ—৩ম।

হে জাতবেদঃ অগ্নি আমরা হব্যের বহনজন্য তোমাকে পৃথিবীর নাভা ইলার পদের উপরে স্থাপন করিতেছি।

সুতরাং এই মন্ত্রের ইলা ইলাবৃতবর্ষবোধক হইলেও সে ইলা উত্তরমেরুপ্রদেশবোধক হইবে কেন? মন্ত্রে বা সায়ণভাষ্যে কি তাহার কোনও

নির্দেশ আছে? সায়ণ এই মন্ত্রের ভাষ্যেই ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ঐ অংশটী অধ্যাহৃত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু—

এতৎ বৈ ইলায়াস্পদং যৎ উত্তর বেদী নাভিঃ

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের এ বাক্য উত্তর মেরুপ্রদেশের কোনও সম্বন্ধই প্রকাশ করে না। তবে বিনোদবাবু আমার উদ্ধৃত ওয়ারেন সাহেবের—

The question is answered, the moment we say that in the Hindu conception and tradition man procc and from Meru. His Edenland was Ilavrita. It was therefore at the Pole. P. 151.

এই ভ্রান্তিদ্বারা প্রতারিত ও কুপথগামী হইয়াছেন মাত্র। হিন্দুরা অবশ্যই একথা বলেন, তাঁহাদের জনশ্রুতি ও শাস্ত্রসমূহও এ কথার সমর্থন করে যে. মানবজাতি মেরুপর্ব্বতহইতে ভারতাদি নানাস্থানে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ইলাবৃতবর্ষই মানবজাতির ইডেনল্যাণ্ড বা আদি সূতিকাগারও বটে, কিন্তু সে মেরু পর্ব্বত বা ইলাবৃতবর্ষ উত্তরকেন্দ্রে নহে। ওয়ারেন সাহেব হিন্দু শাস্ত্রোক্ত মেরু শব্দের যে দুইটী অর্থ আছে—

১। মেরু————মেরুপ্রদেশ

২। মেরু————মেরু পর্ব্বত

তাহা অবগত ছিলেন না। অবগত থাকিলে এশিয়া মহাদেশের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত ইলাবৃতবর্ষকে তিনি উত্তরকেন্দ্রে লইয়া যাইতে চাহিতেন না। অপিচ পৌরাণিকেরা যে বলিয়াছেন—মেরু মধ্যম্ ইলাবৃতম্। বায়ু ইহার অর্থও ওয়ারেণ বুঝিতে পারেন নাই। ফলতঃ মেরু মধ্যং

কথাটী ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন পদ (মেরুর মধ্য) নহে—পরন্তু বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পদ—

মেরুরেব মধ্যো যস্য তৎ

মেরু হইয়াছে মধ্যে যাহার, তাহা।

কিন্তু ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে মেরুনামে কোনও প্রদেশ নাই, আছে—মেরু বা সুমেরুনামে একটী মহান্ পর্ব্বত। পক্ষান্তরে মেরু নামে কোনও পর্ব্বত না

আছে উত্তরকুরুতে, না আছে—উত্তরকেন্দ্রে, সুতরাং এই মেরু যে মেরুপর্ব্বত ইহা বুঝিতে না পারায় ওয়ারেন ও তিলক প্রভৃতির এ বিষয়ে ভীষণ প্রমাদ ঘটিয়াছিল। বিনোদবাবু ব্রাহ্মণ হইয়া কেন সাহেবের নিকট পাতি লইতে গেলেন ? বিনোদবাবু ইহার পরই বলিলেন যে—

"জেন্দ্ আভেস্তা নামক পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থ অতি প্রাচীন। ইহাতে ঐর্য্যন্ বায়জো নামক একটা স্থানের উল্লেখ আছে। ঐ ঐর্য্যন্ বায়জো বা আর্য্যবসতি বা আর্য্য ব্রজ মেরুপ্রদেশের নামান্তর। আভেস্তা মতে এখানে বৎসরে একবার সূর্য্যোদয় হয়।" ১৮ পৃ

আমি সর্ব্ব প্রথম মুইরসাহেবের দ্বিতীয় ভাগ Sanskrit Text Book, ও তিলকের Arctic Home in the Vedas গ্রন্থে জেন্দ আভেস্তার উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়াছি, পরে আমাকে সমগ্র ইংরাজী জেন্দাভস্তাও পাঠ করিতে হইয়াছে। মূলগ্রন্থ পহ্লবী ভাষায় লিখিত। ইংরাজীঅনুবাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর হইল উহা পহ্লব ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সুতরাং উহা প্রাচীনতম হওয়া দূরে থাকুক, উহা প্রাচীনতর বস্তুও নহে। একালের পার্শীরা পূর্ব্ববৃত্ত স্মরণ করিয়া উহা লিখিয়াছিলেন. তজ্জন্য উহাতে বহু ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে। আমরা

"ইরাণ পিতৃভূমি নহে"

এই প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, প্রকৃত শব্দ Arianem Vaejo এবং উহা সংস্কৃত "আর্য্যাণাং বর্ত্তঃ" কথার অপভ্রংশমাত্র। সুতরাং উহা আমাদের "আর্য্যাবর্ত্ত" ভিন্ন আর কিছুই নহে। পার্শীদের "এরিয়ানেম ভেইজো"তে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত, (দশ মাস শীতের কথা মিথ্যা বলিয়া স্থির হইয়াছে, সে কথা তিলকও বলিয়াছেন)। সুতরাং যে স্থানে সাত মাস গ্রীষ্ম, সে স্থান কি প্রকারে মেরুপ্রদেশ হইতে পারে? আর মেরুপ্রদেশ ও আরিয়ানা ভেইজো যে এক, এমন কথা ত জেন্দা-ভেস্তার কুত্রাপি নাই। বরং উহাতে আছে আরিয়ান ভেইজোতে "দৈত্যা" নদী বিদ্যমান, উক্ত দৈত্যা নদী আমাদের দৃষদ্বতী নদী ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং বিনোদবাবু কেন যে অকারণ জেন্দাভেস্তার দোহাই পাড়িলেন—তাহা

তিনিই জানেন। যাহা হউক অতঃপর আমরা বিনোদবাবুর ২নং মানচিত্রের কথা বলিব। ইহাতে তিনি—

সিদ্ধপুরী————লঙ্কা
যমকোটী ও রোমকপত্তনকে

একবারে গোলার্দ্ধের চক্রবালে ঠেকাইয়া বসাইয়াছেন। দেখিলেই মনে হয় যেন, সিদ্ধপুরী উত্তরকেন্দ্রের শেষ উত্তরপ্রান্তে, লঙ্কা কুমেরু বা দক্ষিণ কেন্দ্রে, যমকোটী প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব্ব ও রোমকপত্তন আটলাণ্টিক মহাসাগরেব পশ্চিম প্রান্তভাগে অবস্থিত।

কিন্তু ঋষিরা কি সিদ্ধপুরীকে কুরুবর্ষে এবং রোমক পত্তনকে কেতুমান-বর্ষ বা আফগানিস্থানে উপবেশিত করেন নাই? ভারতবর্ষের সেই দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধের নিকটে লঙ্কাদ্বীপ (যাহাকে পাশ্চাত্যেরা ভ্রান্তিবশতঃ Silon (Ceylon) বা সিংহল বলিয়া থাকেন), উহা কেমন করিয়া ভারত সমুদ্র পার হইয়া কুমেরুর দক্ষিণে গেল? যমকোটীনগরীও জনলোক বা বর্ত্তমান চীনের শেষ পূর্ব্বপ্রান্তবিলাসী, পরন্তু প্রশান্ত-মহাসাগর-গর্ভবিহারী নহে। ফলতঃ "সিদ্ধপুরী" ও ইলাবৃতবর্ষ এক, ইহা কুরুবর্ষের অন্তর্গত। এক সময়ে সমগ্র দ্যুলোক কুরুবর্ষ বলিয়া কথিত হইত। তন্মধ্যে ব্রহ্মলোক উত্তরকুরুবর্ষ কোরিয়া পূর্ব্বকুরু ও ইলাবৃত মধ্যকুরুতে, এখানে সিদ্ধ ঋষিগণ বাস করিতেন। ভাস্করাচার্য্য বলিতেছেন যে—

লঙ্কা কুমধ্যে যম কোটি রস্যাঃ
প্রাক্, পশ্চিমে রোমক পত্তনঞ্চ।
উদক্ স্থিতঃ সিদ্ধপুরং সুমেরু সোহষ্টেহথযাম্যে বড়বানলশ্চ ॥১৭ ভুবনকোষ

লঙ্কা কু বা ভারতবর্ষের মধ্যে, উহার পূর্ব্বে যমকোট নগর, পশ্চিমে রোমক পত্তন, ইহা আফগানিস্থানে এখানের গ্রন্থই রোমকসিদ্ধান্ত, (পরন্তু টাইবারের রোম নহে), সিদ্ধপুর উত্তরেও সুমেরুপ্রদেশ সর্ব্বোত্তরে বড়বানল বা লঙ্কা মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। তথাহি—

লঙ্কা দেশাৎ হিমগিরিরুদক্ হেমকূটোহথ তস্মাৎ।
তস্মাচ্চান্যো নিষধ ইতি তে সিন্ধুপর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যাঃ।

এবং সিদ্ধাত্রদগপিপুরাৎ শৃঙ্গবচ্ছ্বেতনীলাঃ
বর্ষাণ্যেষাং জগুরিহবুধা অন্তরে দ্রোণিদেশান্ ॥

২৬—ঐ

লঙ্কার উত্তরে হিমালয়পর্ব্বত, হিমালয়ের উত্তরে হেমকূট পর্ব্বত, উহার উত্তরে নিষধপর্ব্বত, ইহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐরূপ সিদ্ধপুরের উত্তরে শৃঙ্গবান্, শ্বেত ও নীলপর্ব্বত। এই সকল পর্ব্বতের দ্রোণি (মধ্য) দেশেই বর্ষ সকল বিদ্যমান।

এই নীলপর্ব্বত রম্যকবর্ষ, শ্বেতপর্ব্বত হিরণ্ময়বর্ষে ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত উত্তর-কুরুবর্ষে বিদ্যমান। সুতরাং উত্তরমেরু শৃঙ্গবান্পর্ব্বত সনাথ উত্তরকুরুর ও সুদূর উত্তরে বিনোদবাবু নীলপর্ব্বতের দক্ষিণস্থ সিদ্ধপুরকে কেমন করিয়া সেই উত্তরকেন্দ্রেরও উত্তরে লইয়া গেলেন?

অপিচ তিনি যে ইলাবৃতবর্ষে
উত্তরমেরু

প্রদেশ ঢুকাইয়াছেন, ইহার মতন আর্ষ প্রয়োগ ও এ জগতে আর নাই। যদি ইলাবৃতবর্ষ উত্তরকেন্দ্রে বা মেরুপ্রদেশ হয়, তাহা হইলে কি সকলকে বুঝিতে হইবে যে নিম্নলিখিত বর্ষত্রয়—রম্যক বর্ষ, হিরণ্ময় বর্ষ, উত্তরকুরু বর্ষ উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত? অদ্ভুত মানচিত্র! আমরা অতঃপর তাঁহার ১নং মানচিত্রের পালা ধরিব। ইহাতে তিনি বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার পয়দা হওয়ার কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

বস্তুতই কি সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল প্রভব? বিষ্ণু কি ব্রহ্মার সর্ব্ব কনিষ্ঠভ্রাতা নহেন? ইলাবৃতবর্ষ বা তোর নামান্তর পুষ্কর (কেননা উহা বীজকোষ বা পদ্মের ন্যায় আশিয়ার মাঝখানে আছে), এই পুষ্কর বা পদ্মাখ্য স্থানে জন্ম নিবন্ধনই কি ব্রহ্মা "পদ্মজন্মা" বা "অব্জযোনি" নামের বিষয়ীভূত নহেন? পৌরাণিকেরা উহা বুঝিতে না পারিয়াই উহাকে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে গড়াইয়া বসিয়াছেন! এই দীপ্ত মহালোকের যুগেও কি এই সকল বুজরুকী বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য?

"কোনও সময়ে সুপ্ত ভগবান্ নারায়ণের নাভিতে
লীলার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট আশ্চর্য্যময় ত্রৈলোক্যের
সারভূত বিমান পঙ্কজ উদ্ভূত হইয়াছিল।
বিষ্ণুর এই নাভিপদ্ম শত যোজন অর্থাৎ
আট শত ক্রোশ বিস্তীর্ণ। কনকাণ্ডজ ব্রহ্মা
যোগবল অবলম্বনে সেই স্থানে প্রবেশ
করতঃ পদ্মেই স্বীয় রূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন"। ১২পৃ

বিনোদবাবু ইহার সমর্থন জন্য কূর্ম্ম-পুরাণের ১৩৩—১০।১১।২৮ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত যে লিখিতেছেন যে—বিষ্ণু-ব্রহ্মার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাহা কি ভুল? অমর যে লিখিয়া গিয়াছেন উপেন্দ্র বিষ্ণু, ইন্দ্রের অবরজ তাহাও কি মিথ্যা?

ফলতঃ—ব্রহ্ম ইলাবৃতবর্ষরূপ নাভির মধ্যবর্ত্তী পঙ্কজস্বরূপ মেরুপর্ব্বতে জন্ম-গ্রহণ হেতুই "পদ্মজন্মা" নামের বিষয়ীভূত। বিনোদবাবু বহু পুরাণের শ্লোক তুলিয়াও কেন আবার কূর্ম্মপুরাণের প্রমাদের অনুবর্ত্তী হইলেন?

অব্যক্তং পৃথিবী-পদ্মং মেরুপর্ব্বত কর্ণিকাং।৩৭
তস্মিন্ পথে সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
প্রজাপতি পতি ব্রহ্মা ঈশানো জগতঃ প্রভুঃ। ১৪২—৪৪অ।

শ্রদ্ধেয় বিনোদবাবু আরও বহু বৃথা জল্পনার অবতারণা করিয়াছেন, উহা মানবের আদিজন্মভূমির সহিত কোনও কারণে সংস্কৃত নহে, এজন্য আমরা সে অংশ ত্যাগ করিয়া তিনি যে সত্যব্রত সামশ্রমী মহাবলের কৃপায় মর্ত্ত্য নরদেব-গুলিকে জড়ে পরিণত করিয়াছেন, ইহা বলিয়াই এ প্রকরণের উপসংহার করিব। তিনি বলিতেছেন যে—

১। মিত্র—সূর্য্য যখন প্রথম উদয় হয় ('উদিত হয়,' হওয়া উচিত) তখন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, আলোক পাওয়ার পর, জনসাধারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং তিনি মিত্র।

২। অর্য্যমা—সূর্য্য ক্রমাগত ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, তাই দ্বিতীয় ভাগের আদিত্যের নাম অর্য্যমা।

৩। ভগ—সূর্য্য যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, ততই তাহার তেজ বৃদ্ধি (তেজোবৃদ্ধি লেখা উচিত ছিল) হইতে থাকে, তজ্জন্য এই ভাগের ৩০ অহনের সূর্য্যের নাম "ভগ"।

৪। অংশ - সূর্য্য এইরূপে ৯০ অহনে বিষুবরেখা হইতে সর্ব্বোচ্চ (২৪) স্থানে উঠিয়া পুনরায় অবতরণ করিতে আরম্ভ করে; সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ ও হ্রাস পাইতে থাকে, তাই তেজও কমিতে থাকে। পূর্ণ দীপ্তি থাকে না, অংশ হইতে আরম্ভ হয়, তাই এ সময়ের ৩০ অহনের সূর্য্যের নাম মেরু-বাসিগণ "অংশ" রাখিয়াছেন।

৫। দক্ষ (ধাতা)—সূর্য্য ক্রমাগত দক্ষিণে অবতরণ করিতেছে। তাই এই পঞ্চম ভাগের ৩০ অহনের আদিত্যের নাম মেরুবাসিগণ রাখিয়াছেন "দক্ষ" (দক্ অর্থ জল)। অর্থাৎ জলের দিকে অবতরণকারী। ইহার আর এক নাম ধাতা। পঞ্চমভাগের নাম শুচি। শুচ অর্থ নির্ম্মল। অর্য্যমার ন্যায় দক্ষও নির্ম্মল। অর্য্যমা ও দক্ষ একসঙ্গে শুক্র ও শুচি নামে কথিত হয়।

৬। বরুণ—সূর্য্য অবতরণ করিতে করিতে ষষ্ঠভাগে উপস্থিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রকে বরণ করে। অর্থাৎ সমুদ্রমধ্যে গমন করে। তাই এই বিভাগের ৩০ অহনের আদিত্যের নাম "বরুণ"। ৪৬-৪৯পৃ

আমরা কিন্তু যাস্ক ও সত্যব্রত সামশ্রমিমহাশয়ের এইরূপ আচাভূয়া মতকে যে চক্ষে দেখিয়াছি, বিনোদবাবুর এই অভিনব মতকেও সেই চক্ষেই দেখিব। বিনা প্রমাণে কেন যে বিনোদবাবু কায়স্থকৌস্তুভপ্রণেতা হলধরতর্কচূড়ামণির ন্যায় অকারণ যা তা লিখিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলেন, ইহাই ভাবিবার বিষয়। আমরা জ্যোতিষ জানিনা, কিন্তু না জানিলেও কেহ জ্যোতিষের নাম দিয়া যা তা লিখিলেই যে সে যা তা মানিয়া লইব, এরূপ কোনও ভগবদাজ্ঞা নাই। দক্ষ ও ধাতা এক, দক্ অর্থ জল, ইহা না পাইলাম বৈদিককোষ নিঘণ্টুতে, না পাইলাম বৈদিক কোনও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে; বরুণপ্রভৃতি নাম মা-বাপের রাখা, উহার কোনও অর্থ নাই। ভ্রান্ত ঋষিরাও কশ্যপ-নন্দন দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ব্রহ্মা (ধাতা), ত্বষ্টা ও বরুণকে বেকাই দিয়াছিলেন, কিন্তু বিনোদবাবু সে acquited ধাতা, ত্বষ্টা ও

বরুণকে ধরিয়াও টানাটানি করিয়াছেন। তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

"পৃথিবীর নাভি বলিলে উত্তর-মেরুপ্রদেশ ভিন্ন অন্য স্থান বুঝায় না। আলটাই পার্বত্য প্রদেশ পৃথিবীর নাভি হইতে পারে না, এশিয়ার নাভিও বলা যায় না। সুতরাং যদি কেহ সাইবিরিয়ার দক্ষিণস্থ আলটাই পর্ব্বতকে পৃথিবীর নাভি বা মেরুপ্রদেশ বলিতে চান, তবে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন"। ২৮ পৃ

বৈদিক ঋষিরা আল্টাইপর্ব্বতসনাথ ইলা বা ইলাবৃতবর্ষকেই পৃথিবীর নাভি বা উৎপত্তিস্থান বলিয়াছেন। উহা এশিয়ার নাভি (Navel) স্থানও বটে। যাঁহারা আলটাইপর্ব্বত বা মেরুপর্ব্বতকে নাভি বলিয়াছেন, সেকাল একালের কেহই তাঁহারা ভ্রমের কার্য্য করেন নাই। বিনোদবাবু বলিতেছেন—

"উত্তরে উত্তরমেরু, দক্ষিণে হিমালয়পর্ব্বত, এই সীমামধ্যে আল্টাইপর্ব্বতকে নাভি বলা যাইতে পারে। ২৮ পৃ

আমরা বিনোদবাবুর এই বিপ্রলাপেরও মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ নাভিশব্দের প্রকৃতার্থ কি, তাহা তাঁহার জানা থাকিলে তিনি একথা বলিতেন না। নাভি শব্দের অর্থই উৎপত্তি স্থান। কিন্তু উত্তরকেন্দ্রও নাভি, আবার মঙ্গলিয়ার মধ্যগত আলটাইপর্ব্বতও নাভি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক সিদ্ধান্ত।

শ্রদ্ধেয় বিনোদবাবু তাঁহার মেরুতত্ত্বের একত্র ইহাও বলিয়াছেন যে এবার বেদালোচনা করিয়া মেরুতত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। আমি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে একজনও যথার্থ বেদজ্ঞ লোকের দেখা পাই নাই। বিনোদবাবু বেদালোচনায় অগ্রসর, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত ও সুখী। কিন্তু তিনি যে ভাবে বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে বহুস্থলে কুণ্ঠিত ও ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে।

মূল—পৃচ্ছামি ত্বা পরমং তং পৃথিব্যাঃ। ১৩ পৃ পাদটীকা।

বিনোদবাবুর অনুবাদ—ঋগ্‌বেদে উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন—"পৃথিবীর পরম স্থান" কোথায় ?

মূল (উত্তর)—ইয়ং বেদী পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ। ঐ

অনুবাদ।......এই বেদীই পৃথিবীর পরম স্থান। ১৩ পৃ

কিন্তু পরমার্থতঃ ইহা কি প্রকৃত ব্যাখ্যা হইয়াছে ? দত্তমহাশয়ের গ্রন্থের "পরমং তং" এইরূপ বর্ণবিন্যাসসন্দর্শনে বিনোদবাবু কুপথগামী হইয়াছেন। ফলতঃ উহা

"পরম্ অন্তং"

এইরূপে লিখা উচিত ছিল। মূলমন্ত্রের অর্থ এই যে—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর শেষ সীমা (পরং—অন্তং শেষ উত্তর সীমা) কি? উহার উত্তরে বলা হইল—এই বেদী ইলাবৃতবর্ষই পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা।

কেননা ঐ সময়ে মহঃ—তপঃ সত্যলোকের জন্ম হইয়া ছিল না। উত্তর মহাসাগর ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়ার লাগ উত্তরে ছিল, তাই তখন ইলাই পৃথিবীর "উত্তর বেদী" বলিয়া কথিত হইত। বিনোদবাবু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা করিতে বলিয়াছেন, তাই একথাগুলি বলিলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জগদীশবাবুর মতের খণ্ডন।

অতঃপর আমরা কাশ্মীরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জগদীশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, মহাশয়ের মতখণ্ডনে প্রয়াস পাইব। তিনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীর এক বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা বেঙ্গলীতে এইরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

Sunday, April, 9—1916

THE PRE-INDIAN HOME OF THE ARYANS.

At a special meeting of the Asiatic Society of Bengal, held on Friday evening (the 7th April) under the presidency of H. E. Lord Carmichael, Mr. Jagadish Chatterji of the Kashmir State announced publicly for the first time some of the results of his researches on the question of the Pre-Indian Home of the Aryans. He said, that while it was generally admitted that the Aryans came into India from outside, it was not known precisely from where and when they came. This he claimed, he was not able definitely to determine. His conclusions, which he said, had in a few points been anticipated by Brunnhofer, were briefly as follows :—

1. That the Pre-Indian ancestors of the Indian people,

although termed Aryan quite vaguely and generally, consisted largely also of those other elements, which went to the making up of the nationalities of the Babilonians, the Egyptians, the Aegaeans and the Hebrews ; and that some of the ancestors of these races as well as of the Chinese had their common home, along with the Aryans, in and about Pontus and Armenia.

2. That it was from there and from different parts of Caucasia and Asia Minor that the Aryans came into India. So that most of the geographical names found in the Vedas and other really ancient documents were originally applied to different localities in those countries and in Crete. These names could even now be definitely identified in the Pre-Indian home-lands, so that not only the relative positions of the places, but also other details in regard to them, were seen to be the same as could be gathered from the Vedic and other ancient records. It was from these ancient home-lands that many of the geographical names were transferred, by the Aryan and other immigrants, to localities in India, following much the same practice as has resulted, in these modern days, in the transference of a number of European local names to places in America, Australasia and other colonies. This was the reason why the relative positions of the localities in India, named after the original ones, and other details in regard to them, did not in most cases agree with the ancient accounts of them.

3. That they came from there, not only long after the composition of the Vedas, but also after the Mahabharata

war, which, as well as the events of the Ramayana, in so far as they were historical, took place not in India at all but in the Pre-Indian home; and that the localities connected with these, such as Hastina (identified in India with a place in the neighbourhood of Meerut), Indraprastha (identified with Delhi), Ayodhya and others were really no more in India than they were in Java and Bali where, as in India, the scene of the Mahabharata story had been equally localised by transference, by the early Hindu immigrants of these islands; and where the descendants of the immigrants were as firm and as orthodox in their conviction that this scene had been really in the islands as the Hindus were convinced of its having been in India.

4. That the Aryan immigration into India did not begin much before the reputed date of the Buddha; and that this was no doubt the reason why prior to this period, there was hardly any archaeological or inscriptional evidence in India of the presence of the Aryans in this country; and why Indians of Buddha's days did not yet cease to bear West-Asiatic names, as, for instance, the name Alara Kalama which was borne by one of the teachers of the Buddha and was purely Babylonian it having been found recorded as the name of one of the earlv Babylonian kings.

5. That the famous race of the Kurus was identical with what came, in later time to be known as the Kittites,and had their original home in what was called by the Greeks Khathi on the Kharshut river on Pontus; and afterwards at Boghaz Kui where, not only the name Khathi or Hathi, but also the

names Kuru and Kibi, (i. e. no doubt Krivi or Panchala), in addition to the names of certain Vedic dieties had been found inscribed ; and that the name Hattian given to what was probably a still later colony of the Hittites to the North of the Orontos was probably of the same origin as the Sanskritised Hastina.

6. That the Krivis or Panchalas were of the same parent stock as the Phoenicians ; that Kasis were of the same ethnic origin as the Kassites and the Kosalas, who were closely connected with the Kasis, were related to the Kosaeans, who were as closely connected with the Kassites.

7. That the ancestors of the Afgans and Kashmiris came from the Black Sea Coast and the Kars regions, and were of the same parent stock as the Hebrews between whom on the one hand, and the Afgans and the Kashmiris on the other, there was a remarkable similarity of features, as had been recognised by many an observer.

8. That a certain element in the Bengali population came also from the same neighbourhood, but, as suggested by Mr. Pargiter, by way of the sea, and were related most likely to the Phoenicians.

9. That several other tribes and races in India, as for instance the Gujars and Abhiras belonged to several of the ethnic stocks which it was known had their homes in Caucasia in the north and west of Persia and in Turkey in Asia.

10. That a large element even in what was termed the Dravidian population in India came also from Colonis and its neighbourhood.

11. That the Dasao, mentioned in the Vedas, instead of being the aborigines of India were like the Aryans and others, the inhabitants of certain parts of Caucasia and Asia Minor ; and those among them spoken of as Aras, instead of being a noseless race, were probably identical with the people referred to as Anas in Babylonian records and had perhaps had one of their settlements at what was still known as Anas in the north west of Armenia.

12. That the language of the Vedas, and therefore the Aryan languages generally, consisted of elements which were very largely of the same origin as Sumerian and were built up on an Agglutinative basis.

13. But as it was impossible to deal with all these and many other points which were connected with them, in a single discourse, Mr. Chatterji selected only a few of the points and showed, with as much of argument as it was possible to bring forward in the course of an hour or so, and with the help of maps, how a great deal of the geography of the Vedas and other ancient accounts could be traced in the Pre-Indian Home ; and how, among many others which had to be left out, the following identifications could be definitely made.

The city of Pijavana, an ancestor of Sudas who was a great Vedic king was identical with what was still known as Pizvan, near Erzirjan, a little to the north of Kara Su or Western Euphrates. The cities and settlements of the allied enemies of Sudas, namely, the Turvasas. Simyus, Kavasha, Puru, Bheda, Sambara, Bhalanas, Alinas, Sivas, Ajas, Sigrus

and Yakshus were identical respectively with Trapesos (modern Trebizond), Semen, Kavsa, Pylae, Fida or Pidis, Zambur, Bulan-jik Alan-jik Zivana, Ayas the Zigroir Dag region on and Y-ka jik all lying to the north and west of Pizvan, in which neighbourhood the settements of all the other tribes opposed to Sudas could allso be traced. The city of the Yadus, i. e., Mathura which according to certain Harivansa passages was situated on the sea and the population of which consisted chiefly of the Abbiras, was indentical with Bathys, i. e., Batum, situated in or near the country of the Iberians of the Graco-Roman writers, i. e. the Abhiras; and close to the district of Livaneh, i. e. no doubt the country of 'Lavana' where Mathura had been founded. The original country of the Gandharas who desceneded from Druhyu, or the Druhyus was in the neighbourhood of the Chorokh where, in the town of Shalachur there was still to be recognised the name of Salatura the birth-place of Panini. The country of the Mlechchhas. i. e. the descendants of Anu, who were the same as the Milesios, i. e. the Mileslans, was to be discovered at Milds.

The river Parushni or Iravati was identical with Iris of the Greeks i. e., the Kelkid Irmak just beyond the source of which there was still a place called Varushne, undoubtedly a form of the name Parushni, In early times this had also been called Yamuna,—which name, however, was transferred to the Halys i. e., the river of the Saivas who lived in the neighbourhood of Yamuna and whose capital Martikavata was identical with Marsivan. close to Sulu Ova, i. e., the Ova or cultivated fields of the Salvas:

The city of Saketa or Ayodhya was identical with Mt. Skhetha in Georgia while the Sarayu was none other than the Kura and the Gomati which was said to have been falling into the Western Sea and was also spoken of in the Ramayana, as flowing into the Sea was identical with the Rion-Phasis. Kushasthali which was situated in Gaura was the same as Kutais in or near Guria ; and the kingdom of Laba bordered on the Laba river in Northern Caucasia which was indentical with Uttara Kosala. The city of Sringavera was identical with Chinkaze near the Chorokh, while the Ganga, which, as described in the Ramayana, was a mountainous river at the place where Rama crossed it, was none other than the Chorokh. The city and country of the Vatsas, i. e., the Kaushambi country, were identical with the tract from Vitse or Kosh-madek Ova ; while the city of Pratyagraha or Pratyagratha, which was also called Ahichchhatra and was not far from the city of Kushamba, was the name as Pertekrek on the Chorokh. Kishkindha was identical with Kiskin in the same neighbourhood : while Gandika, mentioned along with Kishkindha, was none other than Gindis on the Chorokh. Prayaga, which was only a Sanskritised form of a non-Sanskritic name, really meant the dividing ground between the two rivers, the Chorokh, i. e., the Ganga, and the Kelkid Irmak, i. e., the Yamuna of the early times, which even according to the Ramayana flowed west and in a direction opposite to that of the Ganga. The settlement of Bharadvaja was to be recognized in Bai-Burt. Chitrakuta, which abounded in honey and honeycombs of a

very large size, was identical with the Kara Kutuk mountains in Pontus which was equally noted for honey while the river Mandakini, flowing by the north of the Chitrakuta mountain was the section of the Kelkid Irmak which flowed through 'Mindaval' which name could be shown to be identi cal with the Sanskritised Mandakini, i. e. the river which flowed in Svàrga.

Dandaka was identical with Tonia, and Janasthana was the same as Jonik. Lanka was identical with Leka on the Black Sea Coast, in which neighbourhood there was also localities still known as—Tsita, i.e., Sita, Asos, Suramene, Kalanema, Josena, and the like reminding one of relations of these with Sita, the Asoka forest, Sarama, Kalanemi and Dushana, all connected with the story of Rama and Ravana. The Godavari was identical with the Guleveri river which was to be found also in the neighbourhood of Jouik and Tonia.

The name Hastina which, as already said was a Sanskritised form of a non-Sanskritic term, was originally given as also said above, to Khati on the Kharshut. It was also called Shadi, i.e., no doubt, "mountainous," from the Sumerian shad, mountain, which was also the meaning of Kuru. Close by were the city and district of Kurtun, connected no doubt with the Sanskritised name Kiritin, i. e. Arjuna. The original settlement of the Panchalas, who were identical in origin with the Phoenicians, i. e., the Poenike was Paink on the Kelkid Irmak, to the south-west of Khati The Panchalas had other settlements at Pratyagraha or Ahi-

chchhatra on the Ganga, already identified with Pertekrek on the Chorokh; and also at what was still known in the days of the Greeks as Pancalsa to the south-west of Boghaz Kui.

The Bharatas, who were connected with the Kurus, had their seat at Bartas to the west Khati, as the Purus also connected with the Kurus had their settlement at Pylae to the east of Khati. The name Bharata would seem, from a passage in the Mahabharata, to have something to do with Bhastra, i. e., Bellows or Furnace, showing that the Kurus were originally a race of smelters—a conclusion which would be confirmed by the facts that their settlement in India was called no doubt by transference, Kammasa-Dhamma, meaning smelting and blowing (Karmara and Dhma); that the neighbourhood of Khati was famous in antiquity for smelting and that the iron pillar at Delhi, which was no doubt a Kuru settlement in India was a result of the knowledge of the art of preparing iron and steel which the Kurus had brought with them from the Pre-Indian Home; as had also perhaps to colonists of Vidisa, who might have come from Vitse on the Black Sea Coast and were connected with the Vatsas. This would equally account for the recent find of a certain remarkable specimen of iron work in the neighbourhood of Bhilso in india. The Kurus were also experts in engraving inscriptions; and the script which they used at what was no doubt a late period in their history was probably the original of what was known as 'Kharosthi' i. e., script from the district of Kharshut Kharsiotes.

Indra-prastha was identical with Endres on the Kelkid

Irmak; while Upa-Plavya, the capital of the Matsya King Virata, which lay to the south east of Hastina, was none other than Palu or Baluhovita on the western Euphrates, Plavya in the name Upa-Plavya having obviously been a Sanskritised form of the original of Pailuhovi or Baluhovi, and Upa a literal translation of the particle 'ta' which in Sumerian meant "in the direction of" or "near to." It was not very far from the city of Tadvan (on the Van) i. e., the Sanskritised Dvaitavana.

Kasi was identical with Kestesi on the Chorokh, while the Varana and the Asi, to the north and south of Kasi, were the same as the Carna river to the north of Kestesi and the river flowing by the Ase-lan Dagh to the south of the same region.

The Madhyadesha was identical with certain parts of Pontus, and the town Thuna, mentioned in Buddhist Jataka books as lying to the west of Madhyadesha, was the same as Tuna near Endres; while Adarsha, Parivatra and Himavant, the other boundaries of Madhyadesha, were none other than respectively Ardasa, the Pariadres and the Seydises or the Soordiscus mountains, Prayaga, the eastern boundary of Madhyadesha, was shown to have been idential with Kalakavana or Kanakhal, which was also spoken as the eastern boundary, and to have been situated, like the Indian Kanakhal, named no doubt by imitation, at the head of the Ganga, i. e. the Chorokh.

Kashmir, called Kashir by the Kashmiris themselves, which according to Varahamihira, who no doubt repeated a

traditional list, was to the north east of Madhyadesha, was identical with the region in the neighbourhood of the Kisir Dagh, in the province of Kars, while the colonists of Kamraj in Kashmir (Sanskritised as Kramarajya) must have come from a locality of almost the same name Kamurj, on the Black Sea Coast.

Akkad, which was represented by the same ideogram as that for Armenia, was originally none other than this latter country itself; while the name Chaldea was of the same original as Khaldis, the presiding deity of Van in Armenia.

The Sumerians came from the neighbourhood of what was still known as Sunner near Manase in Armenia.

The original Punt, whence the Egyptians had come, was identical with Pontus, in which region the original of the names of a number of cities and settlements in Egypta could be definitely traced.

The Ur of the Chaldees, to which the Hebrews traced their origin was really in the original country of Khaldis or Armenia; and was indeed none other than the original Mathura (or Bathys) which was only a Sanskritised form of the common Sumero Akkadian expression Mad-Ur, i. e. the land of the City. The name Hebrew, which was connected by some with Habiri, was perhaps of the same origin as Iberia and Abhira, the last having been applied, as already said, to the population of the country of Mathura or Bathys.

The original Egypt having been in Pontus and not in the Nile valley, where there was hardly trace of the presence of the Hebrews at the date of the Exodus, the original Yam

Suph, i. e., the Reedy sea or River (commonly translated as the Red Sea) was identical with the original Yam-Una or the Parush-ni, i. e., the Kelkid-Irmak, the names Yam-Una, Parush-ni, and Kelkid, all meaning a Reedy river.

The Chinese, who were evidently connected with the Sumerians (in spite of some scholars having given up this view now) had come from the original Madhyadesha in Pontus and called their colony in Eastern Asia "the middle kingdom" by a mere transference of the name of the original country. The original of the name "Serica" applied also to China, would similarly be accounted for, as being a form of the Sanskritised Svarga of the "Celestial reasm" by which Madhyadesha, with its heavenly river Mandakini or Mindaval (as shown above), and with Endres, i. e. the city of Indra, was probably known. The original of the name Cathay, as applied to China, could also be traced in this neighbourhood, while the original of Pekin, no doubt a very ancient city even if not a very ancient capital, was perhaps to be recognised in the town Pekun on the river Pekun in Pontus.

The Dravidas, Dramilas or Tamils, who were connected with the people of Lanka or Leka, were the same in origin as the Orilas of Xenophon and the Lukki or the Termile, or Termilae, who, it was known, had come to Lycia from Crete, where they must have migrated originally from the Black Sea Coast region in the neighbourhood of Leka. Nor was there anything surprising in this, seeing that there had been intercommunication between Asia Minor and Crete in very

early times : and that it was no doubt from the latter country that the Bharatas migrated to Crete, so that the name Bharata connected with Bhastra, might be still recognised in the city of Phaestos, while Mashnara, where Bharata gave gifts, was undoubtedly the same as Messara, in which Phaestos in Crete was situated. The names Dushmanta, Sakuntala and Malini connected with the story of Bharata could also be recognised in Mino-taur, Chossos and Malea (River and Bay) in Crete, while as another evidence of the presence in Crete of the Likki and the Drilae, i. e., the Lankans and Dramilas from the Black Sea Coast the name Sitia (district town and Bay) might perhaps be mentioned, it having been transferred to Crete from the original home, where there was a place near Leka still called Sita or Teita as pointed out above.

Mr. Chatterji also pointed out how such Vedic names as Soma-Sushma, Harikarni, Chumuru, Vipas-Arjukiya, Krumu, Kubha, Tristama, Sindhu, Vidharani and the like, could be recognized respectively in Samsun on the Black Sea, Halicarnasue, Cimeri, Phasis-Araxes, Kram or Krom, Kuban, Tortum, Indus-Gerenitz and so on.

He finally pointed out how Sargani Sharli of Akkad must have come from the north, where his name was still preserved in Sargana Burun on the Black Sea and in Sharli in the same neighbourhood ; how he was identical with Sagara of Hindu Tradition ; how the Sivas and Vishanins, (i. e., the people with horns) must have been identical with the Northern ancestors of the Sumerians and Akkadians—certain

early Babylonian races having been pictured with head-dresses of horns; and how Gudea, the great Sumerian Patesi who describes himself as a "Sib or Siba" and was a noted architect, came from the North and was identical with Guha of the Ramayana, who also was famous as an architect and belonged to the race of Nishadas, i. e., huntsmen, which was also the meaning of the original of the name Chaldean, i. e., the race of Gudea.

বঙ্গদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটির বিশেষ অধিবেশনে, ৭ই এপ্রেল শুক্রবার তারিখে মাননীয় লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের সভাপতিত্বে কাশ্মীররাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে আর্য্যদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে তাঁহার স্বীয় গবেষণার ফল সাধারণের সম্মুখে প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আর্য্যগণ অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, ইহা সাধারণতঃ স্বীকৃত হইলেও তাঁহারা কোথা হইতে এবং কখন ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। অন্ততঃ তিনি এ বিষয়ে কিছু স্থির করিতে পারেন নাই, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার কথাগুলি Brunnhofer সাহেবকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই আশঙ্কিত হইয়াছিল। তাহার সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে দেওয়া গেল। রবিবার, ৯ই এপ্রিল ১৯১৬—বেঙ্গলী।

(১) বর্ত্তমান ভারতবাসিগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে যদিও সাধারণতঃ "আর্য্য" বলিয়া অভিহিত হইতেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে Babylonean, Egyptian, Aegaean এবং Hebrew জাতীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণও তাঁহাদের সহিত বহু পরিমাণে মিলিত ছিল এবং এই সমস্ত জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের কেহ ও Chinese জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ আর্য্যদিগের সহিত Pontus ও Armeniaর অথবা তাহার সন্নিকর্ষস্থ কোন স্থানে একত্র বাস করিতেন।

(২) তথা হইতে এবং Caucasia ও Asia Minorএর নানাস্থান হইতে

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এইজন্যই বেদোক্ত এবং অন্যান্য বাস্তবিক প্রাচীন গ্রন্থোক্ত বহু ভৌগোলিক নাম এই সমস্ত দেশের এবং Creteএর বিভিন্ন প্রদেশের প্রতি প্রথমতঃ প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বের বাসস্থানের নামগুলির সঙ্গে এই নামগুলি এখন পর্য্যন্তও এরূপভাবে মিল (identify) করা যায় যে কেবলমাত্র ঐ স্থানগুলির প্রত্যেকের ও পারস্পরিক(relative) অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে তাহা নহে কিন্তু ঐ স্থানগুলি সম্বন্ধে অন্য যে সমস্ত বৃত্তান্ত বেদ বা অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়, তাহাও ঠিক মিলিয়া যাইতে দেখা যায়। বর্ত্তমানকালে যেমন আমেরিকা, অষ্ট্রেলেশিয়া এবং অন্যান্য উপনিবেশের নানা স্থানের নামকরণ ইউরোপের নানাস্থানের নামের অনুকরণে করা হইয়াছে, পুরাকালেও ঠিক সেইরূপ ভাবে আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থানের ভৌগোলিক নামগুলির মধ্যে কতকগুলির নামের অনুকরণে ভারতবর্ষের নানা স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে। এইজন্যই আদিস্থানের নামের অনুকরণে কৃতনাম ভারতবর্ষের স্থানগুলির পারস্পরিক (relative)অবস্থান গুলি এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বৃত্তান্ত পুরাতন ইতিহাসের সহিত সমস্ত বিষয় মিলে না।

(৩) আর্য্যগণ তাহাদের উপরি উক্ত আদিবাসস্থান হইতে কেবল বেদ রচনা হইবার বহু পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটন হইবারও বহু পরে আসিয়াছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধ এবং রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও তাহা আদৌ ভারতবর্ষে সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু সেই আদিবাসস্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত স্থানের নামের অনুকরণে বর্ত্তমানে যে সমস্ত স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে যথা—হস্তিনা (মিরাটের সন্নিকটস্থ একটী স্থানের নাম বলিয়া স্থির করা হইয়াছে); ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্ত্তমান দিল্লী সহর বলিয়া স্থিরীকৃত), অযোধ্যা ইত্যাদি—সেগুলি বাস্তবিক যেমন Java অথবা Baliতে নহে, সেইরূপ ভারতবর্ষেও নহে। মহাভারতের ঘটনাগুলির সংঘটনস্থান ভারতবর্ষের ন্যায় উক্ত Java এবং Baliতেও তত্তদ্দেশীয় হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়া নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। এবং ভারতবাসী হিন্দুগণ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করেন যে মহাভারতের যুদ্ধ ভারতবর্ষেই সংঘটিত হইযাছিল, ঐ দুইস্থানে (Java and Bali)র ঔপনিবে-

শিকগণের বংশধরগণও সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করেন যে সেই সমস্ত ঘটনা তত্তদ্দেশেই সংঘটিত হইয়াছিল।

(৪) আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমন বুদ্ধের প্রসিদ্ধ আবির্ভাব সময়ের বহুপূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে এইজন্যই বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর্য্যগণের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি-সম্বন্ধে কোনও শিলাফলক বা তাম্রফলকের নিদর্শন বা সাক্ষ্য ভারতবর্ষে কদাচ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং এই জন্যই বুদ্ধের সময়ের ভারতবাসিগণ তখনও পশ্চিম এসিয়ার নামগুলি ছাড়িতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধের অন্যতম শিক্ষক Alara Kalamaর নাম উল্লেখ করা যায়। এই নামটী সম্পূর্ণরূপে Babylonia দেশীয়, কারণ ইহা লিখিত প্রমাণ হইতে জানা গিয়াছে যে ইহা Babyloniaর পূর্ব্বতন একজন রাজার নাম ছিল।

(৫) প্রসিদ্ধ কুরুবংশ ও পরে প্রসিদ্ধ Kittites বংশ একই এবং তাহাদের আদিম বাসস্থান Pontusএর অন্তর্গত Kharsut নদীতীরে কোনও স্থানে ছিল। এই স্থানকে Greekগণ Khati নাম দিয়াছিল। তাহাদের পরের বাসস্থান ছিল Boghaz Kuiতে, যেখানে কেবলমাত্র Khathi বা Hathi নাম নহে কিন্তু যেখানে Kuru এবং Kibi (অর্থাৎ নিশ্চয়ই Krivi অথবা Panchala) এবং কতকগুলি বেদোক্ত দেবতার নামও খোদিত পাওয়া গিয়াছে। এবং Orontesএর উত্তরে অর্ব্বাচীনকালে স্থাপিত Hittite-দের Hattian নামক একটী উপনিবেশ এবং সংস্কৃত হস্তিনা শব্দের সম্ভবতঃ একই উৎপত্তি হইবে।

(৬) Krivis বা Panchalas গণ এবং Phoeniciansগণ একই মূল-বংশসম্ভূত। Kasis এবং Kassitesগণও একই সাধারণ বংশসম্ভূত এবং Kosalas যাহারা Kasisএর সহিত ঘনিষ্টভাবে সংস্পৃষ্ট ছিল—তাহারাই আবার Kosalasদের সহিতও সংস্পৃষ্ট ছিল। এই Kosalasগণ আবার Kassites দের সহিত সেইরূপ ঘনিষ্টভাবে সংস্পৃষ্ট ছিল।

(৭) Afgans ও Kashmiris গণের পূর্ব্বপুরুষগণ কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী স্থান এবং Kars প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং ইহারা Hebrewsদের

একবংশসম্ভূত। ইহাদের ও Hebrewsদের মধ্যে আকারগত কতকগুলি বিশেষ সামঞ্জস্য আছে, যাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(৮) বাঙ্গালীদের কতক অংশও সেই একই স্থান হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু Pargiter সাহেবের অনুমান যে তাহারা সমুদ্রপথে আসিয়া থাকিবেন এবং খুব সম্ভবতঃ Phœniciansদের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ, ইহা ঠিক বলিয়াই অনুমিত হয়।

৯) Gujars এবং Abhiras প্রভৃতি ভারতবর্ষের আরও কয়েকটী জাতি এই সমস্ত অদৃষ্টবাদী পৌত্তলিক বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা জানা গিয়াছে যে Persiaর উত্তরে ও পশ্চিমে Caucasiaতে এবং Turkey in Asiaতে ইহাদের আদিম বাসস্থান ছিল।

(১০) ভারতবর্ষে যাহারা Dravidian বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদেরও অনেক-সংখ্যক ঐ সমস্ত উপনিবেশ এবং তৎসমীপবর্ত্তী স্থান হইতেই আসিয়াছিল।

(১১) বেদোক্ত Dasas জাতি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহে, কিন্তু আর্য্য-প্রভৃতি জাতির ন্যায় তাহারাও Caucasia ও Asia Minorএর স্থান-বিশেষের আদিম অধিবাসী। এবং ইহাদের মধ্যে Aras নামে অভিহিত জাতি বাস্তবিক কোনও নাসিকাহীন জাতি না হইয়া Babyloinaর ইতিহাসে যাহারা Aras বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত এক হইবারই সম্ভব। Armeniaর উত্তর পশ্চিমে এখনও যে স্থান Anas নামে পরিচিত তথায় সম্ভবতঃ তাহাদের একটী উপনিবেশও ছিল।

(১২) বেদের ভাষার এবং সেইজন্য সাধারণতঃ সমস্ত আর্য্যভাষার উৎপত্তিই Sumerian ভাষার উৎপত্তির সহিত অনেকাংশে এক এবং ঐ গুলি সবই একই agglutinative basisএর উপর প্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ তাহাদের বিভক্তি ও প্রত্যয়ের মূল সূত্রগুলি এক (?)।

(১৩) কিন্তু একটী মাত্র বক্তৃতায় এই সমস্ত বিষয় এবং ইহার সহিত সংসৃষ্ট আরও অনেক বিষয় বর্ণনা করা অসম্ভব হওয়ায় শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহা হইতে মাত্র কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন এবং ন্যূনাধিক এক ঘণ্টা কালের মধ্যে যতদূর সম্ভব, ততদূর যুক্তি, প্রমাণ ও মানচিত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে আগমনের

পূর্ব্বের আবাস স্থানগুলি হইতে বেদ এবং অন্যান্ত প্রাচীন গ্রন্থোক্ত ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতে পারে। যে যে বিষয়গুলি তিনি (পূর্ণভাবে আলোচনা করিতে না পারিয়া) ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্পূর্ণ identification (ঐক্য) হইতে পারে, তাহাও দেখাইয়াছিলেন।

বেদোক্ত অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ রাজা(Sudas)সুদাসের পূর্ব্বপুরুষ Pijavanaর সহর (রাজধানীটী)এবং Kara-su অর্থাৎWestern Euphratesএর একটু উত্তরে Erjinjanএর নিকটে অবস্থিত একটী সহর, যাহা এখন "Pizvan"নামে খ্যাত—এই দুইটী সহর একই Turvasas, Simyus, Kavasha, Puru, Bheda, Sambara, Bhalanas, Alinas, Sivas, Ajas, Sigrus এবং Yakshus প্রভৃতি Sudasএর শত্রুবর্গের সহর ও উপনিবেশগুলি যথাক্রমে Trapesos (বর্ত্তমান Trebizond), Semen, Kavsa, Pylae, Fida বা Pidis, Zambur, Bulan-jik, Alan-jik, Zivana, Ayas, Zigroir Dag প্রদেশ এবং Y-ka-jikএর সহিত অভিন্ন। এইগুলি সবই Pizvanএর উত্তরে ও পশ্চিমে অবস্থিত এবং ইহাদের চতুঃপার্শ্বে Sudasএর শত্রুপক্ষীয় সমস্ত জাতির উপনিবেশগুলির অবস্থানও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদুদিগের সহর মথুরা—যাহা হরিবংশ অনুসারে সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া জানা যায় এবং যাহার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ আভীরজাতীয়—এবং Graco Roman লেখকগণের Iberians অর্থাৎ Abhiras দেশে বা তন্নিকটে অবস্থিত Bathys অর্থাৎ Batumএর সহিত একই। ইহা Livaneh নামক জেলার সহিত সংলগ্ন এবং এই Livaneh নিশ্চয়ই (Lavana) "লবণ"এর দেশ, যেখানে মথুরাপুরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। Druhyu (দ্রুহ্যু) অথবা Druhyusদিগের বংশধর Gandharasদিগের আদি বাসস্থান Chorokhএর নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে ছিল, যথায় Shalachur নামক সহরে এখনও পাণিনির জন্মস্থান Salatura নামক স্থানের সংস্রব পাওয়া যাইতে পারে। Anuর (অণু) বংশধর Mlechchhasগণ নিশ্চয়ই Milesios বা Milesiansদের সহিত অভিন্ন এবং ঐ Mlechchhasদের দেশ Milasএ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভব।

Parushni বা Iravati নদী Greekদিগের Iris অর্থাৎ Kelkid Irmakএর

সহিত অভিন্ন। এই Kelkid Irmakএর উৎপত্তি স্থানের অনতিদূরে একটী স্থান এখনও Varushne নামে অভিহিত এবং এই Varushneনামটী নিশ্চয়ই Parushni নামের আকার ভেদমাত্র। প্রাচীন কালে ইহা Yamuna নামেও কথিত হইত। পরে Yamunaর সন্নিকটস্থ Salvasদিগের Halys নদী এই Yamuna নামে পরিচিত হয়। এই Salvasদিগের রাজধানী Martikavata এবং Sulu Ova (অর্থাৎ "Salvasদের ova বা চাষী জমি)র সন্নিকটস্থ Marsivan অভিন্ন।

Saketa বা Ayodhya সহর Georgiaর অন্তর্গত Mt. Skhethaর সহিত অভিন্ন এবং Sarayu (নদী) Kura ভিন্ন অন্য কিছু নহে। Gomati যাহা Western seaতে মিলিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত আছে এবং যাহা রামায়ণেও সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে বলিয়া কথিত আছে—তাহাও Rion-Phasis হইতে অভিন্ন। Gauraএর মধ্যে অবস্থিত Kushasthli এবং Guriaর মধ্যে বা সমীপে অবস্থিত Kutais একই। Northern Caucasiaর Laba নদীর তীরে অবস্থিত Labaএর রাজ্য Uttara Kosalaএর সহিত অভিন্ন। Sringavera পুরী Chorokh (নদীর) নিকটস্থ Chinkazeর সহিত অভিন্ন। রাম যেখানে গঙ্গা নদী পার হইয়াছিলেন, তথায় উহা পার্ব্বত্য নদী বলিয়া রামায়ণে উল্লেখ আছে—এই গঙ্গা নদীও Chorokh নদী ভিন্ন অন্য কিছু নহে। Vatsasদের দেশ ও সহর অর্থাৎ Kaushambi দেশ Vitse হইতে Kosh-madek Ova পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ হইতে অভিন্ন। Kushamba সহর হইতে অনতিদূরে অবস্থিত Partyagraha বা Pratyagratha—যাহা Ahichchhatra (অহিচ্ছত্র) নামেও অভিহিত,তাহা এবং Chorokhএর তীরবর্ত্তী Pertekrek একই। Kiskindha এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের Kiskin অভিন্ন। Kiskindhaর সহিত একত্র উল্লিখিত Gandikaও Chorokh নদীর তীরবর্ত্তী Gindis ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অসংস্কৃত ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত Prayaga শব্দের বাস্তবিক অর্থ হইতেছে দুইটী নদীর—অর্থাৎ Chorokh বা গঙ্গা এবং Kelkid Irmak বা প্রাচীন কালের যমুনার—সংযোগস্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থান। রামায়ণ অনুসারে এই যমুনা নদী গঙ্গার বিপরীত দিকে পশ্চিমবাহিনী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। Bai-Burtএ Bharadvajaএর আশ্রমের আভাস পাওয়া যায়। বৃহৎ বৃহৎ মধুচক্র এবং বহু পরিমাণ মধুতে পরিপূর্ণ

বলিয়া বর্ণিত Chitrakuta (চিত্রকূট পর্ব্বত) মধুর জন্য সমানভাবে বিখ্যাত Pontusএর অন্তর্গত Kara Kutuk পর্ব্বত হইতে অভিন্ন। এবং Chitrakuta পর্ব্বতের উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিত Mandakini নদী--Kelkid Irmakএর যে অংশ 'Mindaval'এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত, তাহা হইতে অভিন্ন। এই 'Mindaval' নামটীকে স্বর্গে প্রবাহিত সংস্কৃত Mandakini নদীর সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

Dandaka ও Tonia অভিন্ন এবং Janasthana ও Janik একই। Lanka এবং Black seaর তীরবর্ত্তী Leka অভিন্ন। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে Tsita অর্থাৎ Sita, Asos, Suramene, Kalanema, Josena ইত্যাদি স্থানের নাম অবগত হওয়া যায় এবং এই সকল নাম রাম ও রাবণের গল্পের সহিত সংস্পৃষ্ট Sita (সীতা) Asoka (অশোক কানন), Sarama, (সরমা) Kalanemi (কালনেমি) এবং Dushana (দূষণ) এর নাম যথাক্রমে স্মরণ করাইয়া দেয়। Jonik এবং Toniaর সমীপবর্ত্তী Guleveri নদী ও Godavari নদী অভিন্ন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে Hastina নামটী অসংস্কৃত ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত শব্দবিশেষ। ইহাও কথিত হইয়াছে যে ঐ নামটী প্রথমতঃ Kharshutএর তীরবর্ত্তী Khatiর প্রতি প্রযোজ্য ছিল। ইহা Shadi নামেও অভিহিত হইত। Shadi শব্দটী Sumerian ভাষার 'Shad' অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন এবং ইহার অর্থ নিশ্চয়ই পার্ব্বত্য হইবে। Kuru শব্দেরও এই একই অর্থ অর্থাৎ পর্ব্বত। ইহার নিকটেই Kurtun জেলা ও সহর এবং ইহা নিশ্চয়ই সংস্কৃত Kiritin অর্থাৎ অর্জ্জুন শব্দের সহিত সংস্পৃষ্ট। Phœnicians বা Pœnike দিগের সহিত সমানোৎপত্তি Panehalas দিগের আদিস্থান নিশ্চয়ই Khatiর দক্ষিণ পশ্চিমে Kelkid Irmak এবং উপরে অবস্থিত Painik ছিল। গঙ্গাতীরে Pratyagraha বা Ahichchhatraতেও Panchalasদিগের উপনিবেশ ছিল এবং এই স্থান Chorokhএর তীরবর্ত্তী Pertekrekএর সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। Boghaz Kuiর দক্ষিণ পশ্চিমে Greeksদিগের সময়েও যাহা Pancalsa নামে অভিহিত হইত, তথায়ও তাহাদের উপনিবেশ ছিল।

Kurnuদের সহিত সংস্থষ্ট Bharatasদের স্থান ছিল Khatiর পশ্চিমে Bartasএ। এবং Kurusদের সহিত সংসৃষ্ট Puruusদের স্থান ছিল Khatiর পূর্ব্বে Pylaeতে। মহাভারতের একটী স্থান হইতে জানা যায় যে Bharata শব্দের সহিত Bhastra (অর্থাৎ ভস্ত্রা বা কামারের হাঁপর) এর অতি নিকট সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। ইহাতে অনুমান হয় যে Kuruগণ প্রথমে Smetler জাতীয় ছিলেন অর্থাৎ তাহারা লোহা গালাইকরার ব্যবসা করিতেন। তাহাদের ভারতবর্ষের উপনিবেশও Kammas-Dhamma নামে কথিত হইত। এই Kammas-Dhamma শব্দের যৌগিক অর্থ কর্ম্মার+ধ্মা অর্থাৎ গালাই করা ও ফু দেওয়া (কর্ম্মারধাম? =কর্ম্মার নিবাসঃ) হইতেও পূর্ব্বোক্ত অনুমানই দৃঢ়ীভূত হইবে। Khatiর চতুঃপার্শ্বস্থ জনপদ পুরাকালে লোহা গালাই করার জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লীসহরটী যে কুরুগণের একটী উপনিবেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই দিল্লী সহরের লৌহস্তম্ভটী যে কুরুগণের আদিস্থানে প্রাপ্ত লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধীয় বিদ্যার ফল, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বিদ্যা Vidisaর ঔপনিবেশিকগণেরও ছিল—ইহারা সম্ভবতঃ Black-seaর তীরবর্ত্তী Vitse হইতে আসিয়া থাকিবে এবং ইহারা Vatsas দিগের সহিত সম্পর্কিত। ভারতবর্ষের অন্তর্গত Bhilsoর নিকটে সম্প্রতি যে একটী বিখ্যাত লৌহশিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত অনুমানই দৃঢ়ীভূত করিবে। Kurusগণ (প্রস্তর বা তাম্রফলকের উপর) অক্ষর খোদাইকার্য্যেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাহাদের ইতিহাসের শেষভাগে তাহারা যে অক্ষর ব্যবহার করিতেন, তাহাই খরোষ্ঠী (Kharoshtti) অক্ষরের মূল বলিয়া বোধ হয়। Kharsut Kharsiotes দেশের অক্ষর বলিয়া এই অক্ষর Kharoshthi (খরোষ্ঠী) বলিয়া কথিত হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থ এবং Kelkid Irmakএর তীরবর্ত্তী Endres অভিন্ন। এবং হস্তিনার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত মৎস্য রাজ বিরাটের রাজধানী উপপ্লব্য (Upaplavya) ও পশ্চিম Euphratesএর উপর অবস্থিত Palu বা Baluhovita একই। উপপ্লব্য নামের 'প্লব্য' শব্দ Pailuhovi বা Baluhovi শব্দের সংস্কৃত আকারমাত্র এবং 'উপ' এই উপসর্গটী Sumcrian ভাষার

'ta' (অর্থাৎ নিকটে বা সেইদিকে) এই বিভক্তির ভাষান্তর মাত্র। এইস্থানটী Vanএর তীরবর্ত্তী Tadvan (অর্থাৎ সংস্কৃত দ্বৈতবন) সহর হইতে অধিকদূরে অবস্থিত নহে।

কাশী Chorokh নদীর তীরে অবস্থিত Kestesi হইতে অভিন্ন এবং কাশীর উত্তরের ও দক্ষিণের বরুণা ও অসি নদী Kestesiর উত্তরে প্রবাহিত Barna নদী ও সেই স্থানের (অর্থাৎ Kestesiর) দক্ষিণে Ase-lan Dagh এর নিকট দিয়া প্রবাহিত নদী হইতে অভিন্ন।

মধ্যদেশ এবং Pontusএর অন্তর্গত স্থানবিশেষ অভিন্ন। এবং বৌদ্ধ জাতকে বর্ণিত মধ্যদেশের পশ্চিমে অবস্থিত Thuna সহর Endresএর সমীপবর্ত্তী Tunaর সহিত অভিন্ন। মধ্যদেশের অন্যান্য সীমানায় অবস্থিত আদর্শ, (Adarsha) পারিজাত্র(Pariyatra)এবং হিমবৎ (Himavat নামক পর্ব্বতত্রয়) যথাক্রমে Ardasa, Pariadres এবং Scydises বা Soordiscus পর্ব্বতত্রয় হইতে অভিন্ন। মধ্যদেশের পূর্ব্বসীমান্ত প্রয়াগ এবং (Pontusএর ?) পূর্ব্বসীমাস্থ বলিয়া বর্ণিত Kalasvana of Kanakhal অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এই Kanakhal ও গঙ্গা অর্থাৎ Chorokh নদীর উৎপত্তি স্থানে অবস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় কনখলের নাম ও অবস্থান যে ইহার অনুকরণেই হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাশ্মীর যাহাকে কাশ্মীরবাসিগণ নিজেরা Kashir বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, এবং যাহা বরাহমিহিরকর্ত্তৃক পরম্পরাগত নামের তালিকা অনুসারে মধ্যদেশের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সেই কাশ্মীরদেশ Kars প্রদেশের অন্তর্গত Kisir Daghএর নিকটস্থ প্রদেশের সহিত অভিন্ন এবং কাশ্মীরের অন্তর্গত (সংস্কৃতভাষায় Kramarajya নামে অনূদিত) Kamratএর ঔপনিবেশিকগণ নিশ্চয়ই Black-seaর তীরবর্ত্তী (Kamrajএর) প্রায় সমানোচ্চারণ বিশিষ্ট Kamurj নামক স্থান হইতে আসিয়াছিলেন।

Akkad ও Armenia একই সঙ্কেতিকচিহ্ন (Ideogram দ্বারা) প্রকাশিত হইত এবং এই Akkad নিশ্চয়ই Aremeniaর পুরাতন নাম Chaldea নামের এবং Armeniaর অন্তর্গত Vanএর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। Khaldis নামের মূলও একই।

Armeniaর অন্তর্গত ManaSeর নিকটবর্ত্তী যে স্থান এখনও Sunner নামে অভিহিত, Sumerianগণ সেইস্থান হইতেই আসিয়াছিল।

আদিম স্থান Punt হইতে Egyptianগণ আগমন করিয়াছে এবং Egyptএর অন্তর্গত সহর ও উপনিবেশের অনেক গুলির নামের মূল Pontus-এ নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়, এই Punt ও Pontus অভিন্ন বটে।

Chaldeesএর Ur যাহা Hebrewগণ তাহাদের আদিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, তাহা বাস্তবিকই প্রাচীন দেশ Khaldis বা Armenia হইবে। এবং ইহা প্রাচীন মথুরা বা Bathys হইতে অবশ্যই অভিন্ন। এই মথুরা নামটী Sumerian ও Akkadianদের ভাষার সাধারণ Medur (অর্থাৎ Land of the city বা নগরের দেশ) শব্দ হইতে সংস্কৃত ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে মাত্র। Hebrew নামটীকে কেহ কেহ Habiri শব্দের সহিত সম্পর্কিত বলেন, কিন্তু উহা সম্ভবতঃ Iberia এবং Abhira শব্দের সহিত সমানোৎপত্তিমূলক হইবে এবং ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে এই শেষোক্ত Abhira শব্দটী Mathura বা Bathys দেশের অধিবাসিগণের প্রতিই প্রযোজ্য।

আদিম Egypt প্রদেশ Nile নদীর তীরে নহে, কারণ Exodusএর সময়ে তথায় Hebrew জাতির অস্তিত্বের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই আদিম Egypt প্রদেশ Pontusএ (থাকা প্রমাণিত) হওয়ায়, আদিম maun-supl (অর্থাৎ Reedy বা জলজ-ঘাসময় সমুদ্র বা নদী) যাহা সাধারণতঃ Red Sea নামে অনূদিত হইয়া থাকে, আদিম Yamnna বা Porushni নদী বা Kelkid, Irmak নদী হইতে অভিন্ন। কারণ Yamuna, Porushni এবং Kelkid এই তিন শব্দেই Reedy অর্থাৎ জলজ-ঘাসময় নদী বুঝায়।

কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বর্ত্তমান সময়ে স্বীকার না করিলেও Chineseগণ নিশ্চয়ই Sumerian গণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত এবং তাহারা নিশ্চয়ই Pontus এর অন্তর্গত আদিম Madhya-desha হইতে

† Exodus Masesএর অধীনে Israelite গণের Egypt প্রদেশ ত্যাগ করিয়া গমন করিয়া Exodus নামে প্রসিদ্ধ।

আসিয়া তাহাদের Eastern Asiaর উপনিবেশকে তাহাদের আদিম বাস-স্থানের অনুকরণে "the middle kingdom" অর্থাৎ মধ্য-রাজ্য আখ্যা দিয়াছিলেন। Chinaর প্রতি প্রযোজ্য "Serica" শব্দের মূলও ঠিক এইভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে। কারণ 'Serica' শব্দটী নিশ্চয়ই 'Celestial realm' বা দিব্যধামের সংস্কৃত "স্বর্গ„ শব্দের রূপান্তর মাত্র। এবং এই 'Celestial realm' শব্দদ্বারা স্বর্ণদী Mandakini বা Mindaval (যাহা Mandakini হইতে অভিন্ন বলিয়া পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে) এবং Endres অর্থাৎ ইন্দ্রের পুরীর সহিত Madhyadeshই বুঝাইয়া থাকিবে। Chinaর নামান্তর Cathay শব্দের মূলও এই স্থানের নিকটেই পাওয়া যাইতে পারিবে এবং Pontusএর অন্তর্গত Pekun নদীর তীরে অবস্থিত Pekun সহরে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান Pekin সহরের মূল পাওয়া যাইবে। এই Pokin সহর অতি পুরাতন রাজধানী না হইলেও অতি পুরাতন সহর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

Lanka বা Lekaর অধিবাসীর সহিত সংসৃষ্ট—Dravidas, Dramils বা Tamilsগণ এবং Enophonএর Drilas এবং Lukkis বা Termile বা Termilae জাতি জাত্যংশে একই। এই শেষোক্ত জাতি সর্ব্ব প্রথমে Lekaর সমীপবর্ত্তী Black Seaর তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে Creteএ আসিয়া তথা হইতে পরে Lyciaয় আসিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; কারণ অতি পুরাকাল হইতেই Asia Minor এবং Crete এর মধ্যে আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান-সম্বন্ধ চলিয়া আসিয়াছে এবং ইহাও নিশ্চিত যে এই শেষোক্ত স্থান হইতেই Bharatasগণ Creteএ উপনিবেশ স্থাপনার্থ গমন করিয়াছিল এবং এই জন্যই Bhastra শব্দের সহিত সংসৃষ্ট Bharata শব্দটী Phaestos সহরের নামের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া অনুমান করা যায়। এবং Mashnara সহর—যেখানে Bharata (ভরত) দান করিয়াছিলেন—তাহা নিশ্চয়ই Messaraর সহিত অভিন্ন, এবং Creteএর অন্তর্গত Phaestos এই Messraয় অবস্থিত। Bharata (ভরত) এর উপাখ্যানের সহিত সংসৃষ্ট Dushmanta (দুষ্মন্ত) Sakuntela (শকুন্তলা এবং Malini মালিনী নদীর) পরিচয় Creteএর অন্তর্গত Mino-taur, Chossos এবং Malca নামক নদী ও উপসাগরে পাওয়া যাইতে পারে। Likki এবং

Drilae অর্থাৎ Lankans এবং Dramilea গণ Black seaর তীরে না হইয়া Crete এ ছিল, ইহার প্রমাণ স্বরূপ Sitia নামক সহর ও উপসাগরের নাম উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। এবং ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে এই Sitia নামটী Leka তীরবর্ত্তী Sita বা Teita নামে অদ্যাপি খ্যাত আদিস্থান হইতে Care এর মধ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

Black Seaর তীরবর্ত্তী Samsun, Halicarnasue, Cimerii, Phasisaraxes, Kram বা Krom, Kuban. Tortum, Indus-Gerenitz প্রভৃতি নামে যথাক্রমে Somasushma, Hari-karni, Chamurn, Vipas Arjukiya,Krumu, Kubila, Tristama, Sindhu-Vidaruni প্রভৃতি বৈদিক নামের সত্তার পরিচয় তাহাও পাওয়া যায়।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও দেখাইয়াছিলেন যে কেমন করিয়া Akkad এর Sargani sharli উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকিবে—যেখানে ঐ নামটী এখনও Black seaর তীরবর্ত্তী Sargona Burun এবং তৎসমীপবর্ত্তী Sharli নামে রক্ষিত হইতেছে—কেমন করিয়া এ নামটী হিন্দুদিগের—Sagara (সাগর) নামের সহিত অভিন্ন হইতে পারে—কেমন করিয়া Sivas (শিব) ও Vishanis(বিষাণী) অর্থাৎ শৃঙ্গযুক্তজাতি Sumerians ও Akkadinsদের উত্তরপ্রদেশস্থ পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে অভিন্ন—কারণ Babyloniaর কোনও কোনও আদিম জাতি পোষাকের সহিত মস্তকে শৃঙ্গের ন্যায় অলঙ্কারবিশেষ ধারণ করিত বলিয়া বর্ণিত আছে দেখা যায়। Gudea নামক বিখ্যাত Sumerian Patesi যিনি স্বয়ং তাঁহাকে Sib বা Siba" (অর্থাৎ শিব) বর্ণনা করিয়াছেন এবং যিনি একজন শিল্পী বলিয়া বিখ্যাত—তিনি কেমন করিয়া রামায়ণের Guha (গুহ) হইতে অভিন্ন—এই রামায়ণের Guha (গুহ) ও একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী বলিয়া বিখ্যাত এবং তিনিও নিষাদ—(অর্থাৎ শিকারী) জাতীয় এবং Gudeaর বংশ Chaldean শব্দের মূল অর্থও শিকারী—এই সমস্ত বিষয় শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপসংহারে বর্ণনা করিয়াছিলেন। বেঙ্গলী।

ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম নিবাস।

(সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত)।

কাশ্মীরের শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর্য্যগণের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাসস্থানসম্বন্ধে যে সমুদয় গবেষণা এবং নূতন তথ্যলাভ করিয়াছেন, তাহা বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর ৭ই এপ্রিল তারিখের বিশেষ অধিবেশনে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সভায় আমাদের গবর্ণর লর্ড কার মাইকেল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম :—

১। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষকে "আর্য্যজাতি" বলে। তাঁহারা অন্যদেশহইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই আর্য্যজাতি-হইতে বেবিলোনীয়ান্, ইজিপ্সিয়ান্, এজিয়ান্, এবং হিব্রুগণের উৎপত্তি হইয়াছে। পোণ্টাস এবং আর্ম্মেনিয়াতে আর্য্যগণ বাস করিতেন। চীনদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং উল্লিখিত জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষদের কেহ কেহ আর্য্যদের সঙ্গেই একই স্থানে বসবাস করিত।

২। পোণ্টাস, আর্ম্মেণীয়া, ও এসিয়ামাইনরের বিভিন্ন স্থানহইতে আর্য্যেরা ভারতে আগমন করিয়াছিল। বেদ এবং অপরাপর ঐতিহাসিক ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে যে সমুদয় স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহা ক্রীট্ এবং ঐ সমুদয় অঞ্চলেরই বিবিধ স্থানের নাম। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিকগণ অনেকস্থলেই আদিম বাসভূমির নানাস্থানের নামের দ্বারাই তাঁহাদের নূতন দেশের নানাস্থানের নাম-করণ করিয়া থাকেন। আর্য্যগণও সেইরূপ যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তাঁহাদের স্থান পরিত্যক্ত মাতৃভূমির স্থানসমূহের দ্বারাই ভারতের নানাস্থানের নামকরণ করিলেন। ঠিক্ এই কারণেই বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যে সমুদয় স্থানের নাম এবং তাহাদের বর্ণনা পাওয়া যায়, অবিকল সেইরূপ দেশ ভারতবর্ষের কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৩। বেদ রচিত হইবার সুদীর্ঘকাল পরে, কেবল তাহাই নহে ;—

মহাভারতের যুদ্ধ এবং রামায়ণের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বহুকাল পরে আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস হস্তিনা বর্ত্তমান মীরাটের সন্নিহিত কোন স্থানে ছিল, এবং প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ত্তমান নাম দিল্লী ভারতবর্ষের লোকের বিশ্বাস অযোধ্যা, হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থপ্রভৃতি স্থান সমূহেই মহাভারত ও রামায়ণাদি-বর্ণিত কাহিনী সকল ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুগণ জাভা ও বালিদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন করার কালেও পুরাতন নামের দ্বারাই নূতন দেশের স্থানসমূহের নাম রাখিয়াছিল এবং তদ্দেশবাসিগণের ধ্রুব বিশ্বাস যে মহাভারত ও রামায়ণের ইতিহাসলীলা তাহাদের দেশেই অভিনীত হইয়াছিল। ভারতবাসীদের ন্যায় তাহারাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ "অজ্ঞ"।

৪। বুদ্ধের অভ্যুদয়ের অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যসমাগম ঘটিয়াছিল। এবং এই সময়ের পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যগণের অবস্থিতির কি পুরাতত্ত্ব, কি শিলালিপিসংক্রান্ত কোনরূপ প্রমাণই পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগে ভারতবাসিগণ পশ্চিম এসিয়ার অধিবাসিদিগের নামের মতন নাম গ্রহণ করিত। আড়ারকালাম নামে একজন ঋষি ছিলেন। অথচ ঠিক এই নামেরই একজন প্রাচীন বেবিলোনিয়ান্ রাজার বিবরণও পাওয়া গিয়াছে।

৫। ফিনিসিয়ানেরা এবং ক্রিভি ও পঞ্চালগণ একবংশসম্ভূত। কাশীগণ এবং কেসাইগণ এক জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কোসানেরা কাশীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; কোশীয়গণ আবার কসাইট্‌দের আত্মীয়, এদিকে আবার কোশীয়গণের সহিত কাশীদের আত্মীয়তা আছে।

৬। আফ্‌গান ও কাশ্মীরীদের সহিত হিব্রুদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; এবং তাহারা যে একই বংশজাত, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই; এই আফ্‌গান ও কাশ্মীরীগণ কৃষ্ণসাগর ও কর্স প্রদেশ হইতে আসিয়াছে।

৭। বাঙ্গালীদের কতক কৃষ্ণসাগর এবং কর্স প্রদেশ হইতে আসিয়াছে; আর কতক সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে এবং খুব সম্ভব তাহারা ফোয়েনিশিয়নদের জ্ঞাতভাই।

৮। যে সমুদয় জাতি ককেসিয়া, পারস্যের উত্তর পশ্চিমে এবং তুরুষ্ক

এসিয়তে বাস করিত ভারতবর্ষের গুর্জ্জর ও আভীরগণও তাহাদেরই বংশজাত।

৯। ভারতের দ্রাবিড়গণ কোলচিস এবং তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে আসিয়াছে।

১০। বেদে যে "দাসাও"দের কথা লিখিত আছে, তাহারা আর্য্যদের ন্যায় অন্যদেশের লোক। এবং তাহাদের বাসস্থান ককেসিয়ান ও এসিয়ামাইনরে ছিল। ইহাদের মধ্যে "অনাস" নামে এক সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়; এতাবৎকাল নাসিকাহীন লোক বলিয়াই তাহাদিগকে ঠাহর করা হইয়াছিল। কিন্তু খুব সম্ভব বেবিলোনীয়াতে যে অনাসদের কথা আছে, ইহারা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। এবং ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইবার কারণ এই যে আর্ম্মেনীয়ার উত্তরে "অনাস" নামক স্থানে উহাদের কোন উপনিবেশ ছিল।

১১। সুমেরিয়ান্ ভাষা যে উপাদানে গঠিত, বেদের ভাষা এবং আর্য্য-ভাষাসমূহও সেই সমুদয় উপাদানেই গঠিত হইয়াছে।

সঞ্জীবনী।

জগদীশ বাবুর মতের খণ্ডন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আমরা এ পর্য্যন্ত মাননীয় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম, এ মহোদয়ের মতের কথা বলিলাম. এইক্ষণে উহার নিরসন-বিষয়ে দু চার কথা বলিব।

জগদীশ বাবু এসিয়াটিক সোসাইটীর বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় তাঁহার নিজের কথা নহে। তিনি জর্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্রণ হোফার সাহেবের মতের পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। ক্রণ হোফার তাঁহার কোন্ জর্ম্মাণ গ্রন্থে এই কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, তবে তাঁহার মত জগদীশ বাবু বলিয়াছেন,আবার জগদীশ বাবুর মত বেঙ্গলী ও সঞ্জীবনী সংবাদপত্র-নিজ ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই এই তিন নকলে ক্রণ হোফার সাহেবের প্রকৃত কথা কতদূর খাস্ত হইয়াছে বা বজায় আছে, তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ কবিরত্ন মহাশয়ের দ্বারা বেঙ্গলী হইতে যাহা অনুবাদ করাইয়াছিলাম, তাহা ও সঞ্জীবনীর অনুবাদ উপরে বিন্যস্ত করিয়াছি, এইক্ষণ উহাঁদের মতের খণ্ডনজন্য আমরা আমাদিগের কথা বলিব।

১। ভারতবাসিগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ, ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে "আর্য্যনামা' ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ বেদে বা অন্য কোনও গ্রন্থে নাই। ক্রণ হোফার বা জগদীশ বাবুও তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই। আমরা জানি ও দেখাইব যে ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) বা "দেবতা" নামে প্রখ্যাত ছিলেন, ভারতে আসিয়া সেই দেবগণ ক্রমে "ভূদেব", ' ভূসুর" বা "মহীদেব" নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন।

যে চ মাং ন প্রপদ্যন্তে শঙ্করং বা নরাধমাঃ।
ব্রহ্মাণং বা মহীদেবা বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ॥ ৫০৯পৃ

বৃদ্ধগৌতম।

যে সকল মহীদেব, শঙ্কর আমাকে ও ব্রহ্মাকে না ভজনা করে, তাহারা নরাধম, ও তাহারা বৃথা জীবনধারণ করে।

বৃদ্ধগৌতমবচনে এই যে "মহীদেব" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, ইহার অর্থ ভারতাগত ভারতবাসী দেবতা"। কেননা বেদের বহু মন্ত্রেই "মহী" ও "ভূমি প্রভৃতি শব্দ ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা—

ইলা সরস্বতী মহী, তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।

বর্হিঃ সীদন্তু অস্রিধঃ॥৯—১৩ সূ—১ ম।

তত্র সায়ণঃ—অত্র মহীশব্দো মহত্বগুণযুক্তাং "ভারতীম্" আচষ্টে।

এই মন্ত্রে প্রযুক্ত "মহী" শব্দের অর্থ "ভারতী" অর্থাৎ ভারতবর্ষ। কেননা ইহা আয়তনে ও সভ্যতাভব্যতায় অতি মহতী। তথাহি—

নাভ্যা আসীৎ অন্তরিক্ষং

শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমিঃ। ১৪—৯০—১০ ম।

প্রজাপতির নাভিহইতে অন্তরীক্ষ, মস্তকহইতে দ্যো বা আদি স্বর্গ স্বঃ এবং পদদ্বয়হইতে "ভূমি" অর্থাৎ ভারতবর্ষ সমুৎপন্ন।

ঐরূপ "ভূদেব" ও "ভূসুর" শব্দে যে ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা অববোধিত হইতেন, তাহা কোষকাব্যাদিতে নিত্য পরিদৃশ্যমান। সুতরাং ভারতের এই আগন্তুকেরা ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে "আর্য্যনামা" ছিলেন না, পরন্তু "ব্রহ্ম" (ব্রাহ্মণ) ও "দেব" নামা ছিলেন, তাই ভগবান্ মনু তদীয় সংহিতায় বলিতে ছিলেন যে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।

তং দেবনির্ম্মিতং দেশং "ব্রহ্মাবর্ত্তং" প্রচক্ষতে॥ ১৭—২ অ

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী, এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান, উহা দেবনির্ম্মিত উহাকে সকলে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" বলিয়া থাকেন।

সরস্বতী নদী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানই "ব্রহ্মাবর্ত্ত"। অর্থাৎ "ব্রহ্ম" বা ব্রাহ্মণদিগের আবর্ত্ত (ব্রহ্মাণঃ আ সম্যক্ বর্ত্তন্তে অত্র ইতি "ব্রহ্মাবর্ত্তঃ") অর্থাৎ উহা ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণদিগের বাস স্থান বলিয়া উহার নাম "ব্রহ্মাবর্ত্ত"। উহা দেবগণ বা ব্রহ্মগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাপরনামা দেবগণকর্ত্তৃক প্রস্তুতীকৃত। পূর্ব্বে উহা কোনও জনপদ ছিল না—দেবতারা আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া উহার গঠন ও প্রতিষ্ঠা করেন।

এই স্থান বর্ত্তমান পঞ্জাবপ্রদেশ ভিন্ন অন্য কোনও ভূভাগ নহে। দৃষদ্বতী নদীকে জেন্দাবাস্তা "Daitya" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এখন

উহা "দিয়ার" নামে পরিচিত। খুব সম্ভব উহা পঞ্জাবের পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তিনী কোনও নদী, আর সরস্বতী হিমালয়হইতে নির্গত হইয়া প্রয়াগের নিকটে গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিশিয়াছে, তজ্জন্য উহার নাম ত্রিবেণী (তিনটী স্রোতঃ।) পঞ্জাব বা পঞ্চ নদ প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে যে"মুলতান্"নগর দেখা যায়,উহার প্রকৃত নাম "মূলস্থান", আগন্তুকেরা সর্ব্বাদৌ তথায় আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন।যাহা হউক অতঃপরই আমরা মনু-সংহিতাতে "ব্রহ্মর্ষি" প্রদেশের নাম নির্দেশ দেখিতে পাইয়া থাকি। যথা—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ "ব্রহ্মর্ষি" দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥ ১৯—২অ

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য (জয়পুর অঞ্চল), পঞ্চাল ও শূরসেন (মথুরা) এই চারিটী জনপদের সমবায়সমুথ পদার্থের নাম—

"ব্রহ্মর্ষিদেশ"

ইহা ব্রহ্মাবর্ত্তেরই লাগ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং আগন্তুকেরা ক্রমে এত দূর পূর্ব্বে আসিয়া সরিয়া পড়িয়া ছিলেন। তদ্‌ভিন্ন তাঁহারা উত্তর দিকে সরিয়া যাইয়া আর একটী জনপদেরও প্রতিষ্ঠা করেন, উহার নাম মহানগরী "অযোধ্যা"। অথর্ববেদ বলিতেছেন যে—

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥ ২য় খণ্ড—৭৪২ পৃ

অযোধ্যার চক্র বা চাকলা আটটী, দ্বার নয়টী, তথাকার কোষাগার লৌহময়, এবং উহা শোভায় স্বর্গসম। উহা দেবপূঃ বা দেবনগরী। কেন? যেহেতু—

অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥ ৬—৫ সর্গ বালকাণ্ড।

সেই সরযূতীরে লোকবিশ্রুত অযোধ্যা নগরী অবস্থিত, মানবশ্রেষ্ঠ স্বয়ং বৈবস্বত মনু উহার নির্ম্মাতা।

এখন পাঠকমহোদয়গণ চিন্তা করিয়া দেখুন যে যদি আগন্তুকেরা ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বেই "আর্য্যনামা" হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগের অধিকৃত ও অধ্যুষিত স্থানসমূহকে কেন—

"ব্রহ্মাবর্ত্ত," "ব্রহ্মর্ষিদেশ" ও "দেবপুঃ"

বলিয়া সংসূচিত করিবেন? কেন তাঁহারা মূলতান ও ব্রহ্মাবর্ত্তের নামই "আর্য্যাবর্ত্ত" রাখিলেন না? ফলতঃ তাঁহারা তখন ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) ও দেব (দেবতা) নামা ছিলেন, তাই তাঁহারা আপনাদিগের স্থানসমূহ, আপনাদিগের নিজ নিজ নামে সংসূচিত করেন। তৎপর যখন তাঁহারা অনার্য্য কৃষ্ণত্বগ্‌গণের অধিকৃত স্থানসমূহ বলপূর্ব্বক দখল করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন তখনই তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্য বা প্রভু (Lord) নামে বিশেষিত করেন। তাই ভগবান্ পাণিনি, কলাপ, সুপদ্ম, ও অমরসিংহ সমস্বরেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ।

অর্থাৎ অর্য্যশব্দের অর্থ স্বামী (Lord) ও বৈশ্য (ঋ—গতৌ, ঋচ্ছতি গচ্ছতি প্রভুত্বং ক্ষেত্রং বা)। এই অর্য্য শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া "আর্য্য" শব্দ নিষ্পন্ন। কালে উহাই সদাচারসম্পন্নদিগের অববোধক হইয়া পড়িয়াছে। যথা—

কর্ত্তব্য মাচরন্ কামম্ অকর্ত্তব্য মনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥

যিনি কর্ত্তব্যের আচরণ করেন ও অকর্ত্তব্য কার্য্য করেন না, এবং প্রকৃত সদাচারে অবস্থিত, তাঁহারই নাম "আর্য্য"। কিন্তু তদানীন্তন গৃধ্রস্বভাব আগন্তুকেরা কেবল অকর্ত্তব্যের আচরণ করিয়াই নিরপরাধ আদিমনিবাসী দিগের উপর অন্যায় প্রভুত্বের বিস্তার করেন।

যাহা হউক দেবতারা এইরূপে যে স্থানের উপরে আধিপত্য বিস্তার-পূর্ব্বক বসবাস করেন, উহারই নাম "আর্য্যাবর্ত্ত*" অর্থাৎ আর্য্যদিগের আবর্ত্ত। বেশ জানা গেল যে তখনই তাঁহারা এই নূতন আর্য্যনাম গ্রহণ করেন। অপিচ বেদ-পাঠেও ইহা জানা যায় যে অতঃপর আগন্তুক দেবতারা আপনাদিগকে যুগপৎ দেবতা ও আর্য্য, এই উভয় নামেই সংসূচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যথা—

* আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ। অমর

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।

প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্রে উত আর্য্যে॥ ৫৪০ পৃ অথর্ব্ব ৪র্থ খণ্ড।

দেবাপরনামা বলদর্পিত আর্য্যগণ অনার্য্য বা আদিমনিবাসী শূদ্রদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে, একজন ন্যায়পরায়ণ আর্য্য, অত্যাচারকারী অপর আর্য্যকে বলিতেছিলেন যে—

হে ভ্রাতঃ! কেবল রাজা ও জ্ঞাতি দেবগণের প্রতি প্রিয় ব্যবহার করিওনা কি শূদ্র, কি আর্য্যদেবতা সকলকেই, সমান দেখ।

ভারতীয় এই আর্য্যবংশীয়গণই সূর্য্যের ন্যায় পূর্ব্বহইতে পশ্চিমে অপোগস্থান, পারস্য, তুরুষ্ক গ্রীশ, ইতালী, স্পেন, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণী, ইংলণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডপ্রভৃতি দেশে যাইয়া ছড়াইয়া পড়েন। তাই আমরা পারস্যাদিজনপদে আর্য্যায়ণ(ইরাণ), এরিয়া, আর্য্যরম (Urzaram), আলবেনিয়া ও আর্য্যানন্তা (আর্য্যদিগের অনন্ত ভূমি আয়ার্ল্যাণ্ড) প্রভৃতি আর্য্যনামঘটিত স্থান সকল দেখিতে পাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষহইতে উত্তর কুরু বা উত্তর সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত কোনও স্থানেই আর্য্যনামঘটিত কোনও জনপদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই দিকে কেবল দেব ও ব্রাহ্মণসংশ্রব দেখিতে পাই। যথা—ভীষ্মপর্ব্ব—

মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ!

মঙ্গ বা মঙ্গলিয়া জনপদ বহু ব্রাহ্মণের বাসস্থান ছিল, উঁহারা সকলেই স্বকর্ম্ম নিরত। তথাহি—

স এব পর্ব্বতো মেরু দেবলোকঃ উদাহৃতঃ।

এই সেই মেরুপর্ব্বতই দেবলোক বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে। বায়ু

সমগ্র মানবজাতি এই দেবলোকহইতেই চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তথাহি—

সুবর্গো বৈ লোকঃ প্রত্নঃ

দেবলোকাদেব মনুষ্যলোকে প্রতিতিষ্ঠতি। ৩৮ পৃ—কৃষ্ণযজুঃ।

সুবর্গ বা স্বর্গই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান এবং উক্ত দেবলোক স্বর্গহইতেই সকলে মনুষ্য লোক এই ভারত বর্ষে চলিয়া আসিয়া ছিলেন।

২। কিন্তু মাননীয় জগদীশবাবু যে বলিতেছেন যে ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে

আর্য্যেরা পণ্টাস ও আর্ম্মেনিয়াতে বাস করিতেন, ইহা সত্য নহে। কেন না হিন্দুশাস্ত্র তাহা বলেন না, মহামান্য বাইবেলও বলিতেছেন যে—মানুষেরা পূর্ব্বহইতে পশ্চিমে গিয়াছেন। আর্য্যেরা (হিন্দুরা) পণ্টাসপ্রভৃতি স্থানহইতে ভারতে আসিয়াছেন, এমন প্রমাণ বেদাদিতে নাই, আছে তাঁহারা স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়াছেন।ইংলণ্ডের লোক সকল আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে যাইয়া তথায় যেমন ইংলণ্ডের অনেক গ্রাম ও নগরের নামে নাম রাখিয়াছেন, তদ্রূপ আর্য্যেরাও ভারতহইতে পারস্য,তুরুষ্ক ও ইউরোপে যাইয়া ভারতীয় আর্য্যনামদ্বারা আপনাদিগের নূতন স্থান সকলকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। ভারতীয় গুপ্ত শব্দ হইতে "ঈজিপ্ট" ও "কপ্ট" এবং মিশ্র হইতে মিশর এবং নীল হইতে নাইল, ঈশা (ভগবতী) হইতে আইশিস্প্রভৃতি নাম ব্যুৎপাদিত। কিন্তু পণ্টাস্ বেবিলোনিয়া ও মেষপটেমিয়াপ্রভৃতি নামহইতে ভারতের কোনও জনপদেরই নাম রক্ষিত হয় নাই। তাহা হইলে "মূলস্থান", "ব্রহ্মাবর্ত্ত", "ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ" ও "অযোধ্যা" এই সকল নূতন নাম কেন রাখা হইবে? অবশ্য মিঃ ব্রূণহোপার সাহেব লেকাভেকাপ্রভৃতি কতকগুলি স্থানকে ভারতীয় লঙ্কাপ্রভৃতির সহিত এক করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে ক্লীব চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, হইবেও না। অবশ্য আমাদিগের বেদাদিতে আমাদের পূর্ব্ব বাসস্থান স্বর্গ ও ভারতের যে যে নাম আছে, বা ছিল,তাহার সকল নাম এখন মিলে না বটে, কিন্তু যখন আমরা এই দুই লক্ষ বৎসর যাবৎ স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়াছি, তখন কেন আর পূর্ব্বের নাম সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে? বহু রাজার পরিবর্ত্তনে স্থানের নামেরও বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আবার ভাষার বিকারেও কতক নামেরও পার্থক্য ঘটিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের নাম যে যে বেদমন্ত্রে ছিল, ঐ সকল মন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সকল নাম বেদে না থাকিলে কখনই মনুতে থাকিত না।

৩। মিঃ ব্রূণহোপার বলেন যে বেদরচনা, বা মহাভারতের যুদ্ধ ও রামায়ণের সংগ্রাম, হিন্দুগণের ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বেই তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান পণ্টাসপ্রভৃতি স্থানে হইয়াছিল!!! কিন্তু ভারতীয় ব্রাহ্মণসন্তান বিদ্বদ্গোষ্ঠীবরিষ্ঠ জগদীশবাবু কেমন করিয়া ব্রূণহোপারের এই প্রমাণ শূন্য অলীক কল্পনাতে আস্থা প্রদর্শন করিলেন, আমরা ইহা ভাবিয়াই অস্থির।

(ক) কোন্ বেদ কোথায় রচিত, কোন্ বেদের উৎপত্তি-স্থান কোন্ পুণ্যভূমি, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও জানেন না, ভারতীয় ব্রাহ্মণেরাও অবগত নহেন। কাজেই সাহেবেরা যাহাই বলিবেন, এদেশের যুবকেরা কেন তাহাই বেদবাণীবৎ গ্রহণ করিবেন না? তবে আশ্চর্য্য এই যে আবার পাশ্চাত্য বেদাচার্য্য মিঃ ম্যাকডোনেল বলিয়াছেন ও বলিতেছেন যে হিন্দুরা ভারতে প্রবেশের বহু কাল পরে তবে বেদ রচিতে আরম্ভ করেন!!! ধন্য সাহেবদিগের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান ও বৈদিকগবেষণা!! * তবে সাহেবেরা যদি আমাদিগের যজুর্ব্বেদ ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠ করিতেন, বা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিতেন ও জানিতেন যে আমরা ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে স্বর্গে (মঙ্গলিয়ায়) বসিয়া সামবেদের বহুমন্ত্র রচনা করিয়াছিলাম, এবং আমরা সামবেদ গান করিতে করিতে ভারতে আসিয়া ঋক্ ও অথর্ব্ববেদ রচনা করি এবং আমরাই ভারতহইতে তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানে যাইয়া যজুর্ব্বেদের মন্ত্র সকল রচনা করিয়াছিলাম।

আমরা ভূতপূর্ব্ব পণ্টাসবাসী হইলে সামবেদের উৎপত্তি স্থান "স্বঃ" বা স্বর্গ (মঙ্গলিয়া) হইল কেন? কেন ছান্দোগ্য বলিলেন যে—"স্বরিতি সামভ্যঃ? কেন কৃষ্ণযজুঃ বলিলেন যে "দেবলোকো বৈ সাম, দেবলোকাদেব অন্তমন্যাং মনুষ্যালোকং প্রত্যবরোহন্ত ষন্তি। ৪৭৭ পৃ।

(খ) ঋগ্‌বেদে আছে যে বৈবস্বতমনুপ্রভৃতি দেবগণ দৈত্যদানবগণদ্বারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন, (১৩।৪৯।৬ম)। রামচন্দ্র এই বৈবস্বত মনুর অধস্তন সন্তান। এই দেবতা মনুই ভারতে "দেবপুঃ" অযোধ্যা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাও অথর্ব্ববেদে ও রামায়ণে আছে। বেদ বা রামায়ণের কোনও স্থানেই পনটাস-প্রভৃতি জনপদের নাম নাই, তথাপি ত্রুণ হোপার কেন যে এ দুঃস্বপ্ন দেখিলেন, তাহা আমরা জানিনা!!

(গ) চন্দ্র, অত্রিনন্দন; বুধ উক্ত চন্দ্রের পুত্র, কিন্তু বুধের পুত্র পুরূরবাঃ যে স্বর্গহইতে ভারতে আগমন করেন, তাহাও বেদে আছে (ঋক্ ৪।৩১সূ।১মণ্ডল) উক্ত পুরূরবার পুত্র আয়ু (মাতা উর্ব্বশী স্বর্গবেশ্যা, পরন্তু তিনি পণ্টাসবাসিনী

* যজুর্ব্বেদের ২প—২৫ ক ও ছান্দোগ্যের বহেশ পাল সং—১০১ পৃ দেখ।

ছিলেন না ; ভারতসন্তান—তৎপুত্র নহুষ, পৌত্র যযাতিও ভারতসন্তান যযাতির পুত্র পুরু, পুরুর অন্যূন বিংশ সহস্র পুরুষ পরে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের এই ভারতেই জন্ম হয়, সুতরাং তাঁহাদিগের সে মহাভারতীয় যুদ্ধ বা রামরাবণের লড়াই, ভারতে না হইয়া কি প্রকারে ম্লেচ্ছ দেশ পলুটানে হইতে পারে ? এ বিষয়ে হিন্দুরা অজ্ঞ, না পাশ্চাত্যেরাই মহান্ অনভিজ্ঞ ? বালী ও জাভাদ্বীপগত হিন্দুরা ভ্রান্ত ও অনভিজ্ঞ বটেন ? তদ্রূপ কি বাইবেলের প্রণেতা মোজেশও অনভিজ্ঞ নহেন ? নতুবা তিনি কেমন করিয়া ভারতের জলপ্লাবন এবং নৌবন্ধন হিমালয় পর্ব্বতের বৎসতরী তুরুস্কের আরারাটে লইয়া গেলেন ? সুতরাং এ বিষয়ে ভারতীয় ঋষিদিগকে অজ্ঞ বলা অর্ব্বাণ ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য নহে।

৪। ভারতে দেবগণের সমাগমবিষয়ে কোনও শিলালিপি নাই, এ অতি সত্য কথা। কেননা তৎকালে ঋষিরা সকল কথা গ্রন্থেই লিখিয়া রাখিতেন। এ বিষয়ে কোনও শিলালিপি থাকিলেও তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু দেবতারা যে একালের দুগ্ধপোষ্য শিশু বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের কেন ? জন্মগ্রহণেরও অন্যূন দুই লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে সমাগত ও বদ্ধমূল হইয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ ও রামায়ণপ্রভৃতিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বৈবস্বত মনুর ভারতাগমন কি বেদে নাই ? বৈবস্বত মনুর পুত্র, ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর নয় ভ্রাতা। তন্মধ্যে মহারাজ নরিষ্যন্ত একজন। নরিষ্যন্তের পুত্র শক (নরিষ্যন্তঃ শকাঃ পুত্রাঃ ইতি হরিবংশ ১০অ—২৮)। উক্ত শকের বংশীয় গণই শকস্নু (Saxon)। মানবদেবতা বুদ্ধদেব এই বংশপ্রভব বলিয়াই, "শাক্য"ও"শাক্যসিংহ"নামের বিষয়ীভূত। বৈবস্বত মনু ও বুদ্ধদেবের মধ্যে অন্ততঃ কি দুই লক্ষ বৎসর গত হয় নাই ?

পূর্ব্ব পশ্চিম এশিয়া,পশ্চিম ও পূর্ব্ব আফ্রিকা,দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপ, ভারতসন্তানগণদ্বারা অধিকৃত ও অধ্যুষিত. সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত ভারতবাসীর নামগত ও আচারব্যবহার এবং ভাষা গত সাম্য কেন না থাকিবে ? ভারতের লোকের নাম "কল্যাণঃ"—পাশ্চাত্যেরা উহাকেই করিয়াছেন—

কেলানস্—Kalanas

ঐরূপ যদি পণ্টাসাদি স্থানে ভারতের লঙ্কা ও—মথুরা প্রভৃতি নামের কোনও সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে তাহা ভারতীয়গণই তথায় লইয়া গিয়াছেন

তথাহইতে ভারতে আইসে নাই। তবে মুসলমানদিগের ভয়ে যখন যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা এবং পার্শীগণ পারস্য ও তুরুষ্কাদি হইতে ভারতে পলায়ন করিয়া আইসেন, তখন যদি কেহ কোনও নাম লইয়া আসিয়া থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সেরূপ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। লঙ্কা ও মথুরাপ্রভৃতি, মুসলমান-অভ্যুদয়ের অন্ততঃ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিল, উহারা বৈদেশিক আমদানী নহে।

৫।৬।৭।৮—যখন ভারতবাসীরা মঙ্গলিয়াহইতে ভারতে আগমন করেন, তখন ফিনিশিয়া,ব্যাবিলোনিয় বা পণ্টাস্, পারস্য ও কৃষ্ণসাগরাদির জন্মই হয় নাই। তখন জগতে মঙ্গলিয়া, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের পূর্ব্ব প্রান্ত ভিন্ন আর কোনও স্থানই স্থলে পরিণত হয় নাই। সুতরাং ঐ সকল দেশহইতে হিন্দুরা ভারতে আসিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তবে ভারতহইতে অসুর ও হিন্দুরা ঐ সকল দেশে যে গিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে,তজ্জন্য উহাদিগের সহিত ভারতীয়গণের আকারাদি সর্ব্ব বিষয়ে সাম্যও বিদ্যমান রহিয়াছে।

৯। ভারতের দ্রাবিড়গণ মনুর মতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় (১০অ ৪৩।৪৪)। ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তুরুষ্কাদিতে গিয়া ছিলেন, আবার তথাহইতে পার্শীপ্রভৃতি কেহ ভারতেও আসিয়া থাকিবেন। পার্শীরাও কি ভারতের পূর্ব্বাধিবাসী নহেন? দ্রাবিড়েরা কোলচিশ দেশে যাইয়া থাকিলেও ভারত হইতে গিয়া ছিলেন,আবার তথা হইতে ভারতের বস্তু ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। চাতুর্বর্ণ্য একমাত্র ভারতীয় বস্তু। যাহা হউক ইহাতে কোলচিশ প্রভৃতি জনপদের আদিমত্ব সিদ্ধ হয় না।

১০। বেদে "দাসাও" নামে কোনও জাতির সমুল্লেখ দেখা যায় না। তবে "দস্যু" ও "দাস" দিগের নাম অবশ্যই আছে।

এই দস্যু ও দাসশব্দ, ভারতীয় আদিমনিবাসী অনার্য্যগণসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত। কেননা উহারা আগন্তুক আর্য্যগণের গোগবয়াদি হরণ করিত। তৎপর কালক্রমে যখন ভারতসন্তান দেব এবং আর্য্য বৃত্র, বল ও পণিপ্রভৃতি অসুরগণ উক্ত দস্যুগণ সহ মিলিয়া এই ভারতেই দেবযু হিন্দুদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন, তখন দেবপূজক হিন্দুরা উক্ত ভ্রাতৃব্য অসুরগণকেও দস্যু ও দাস

বলিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উক্ত অনার্য্য দাস ও আর্য্য দাস অসুরেরা কেহই ককেশশ বা আর্মেনিয়া হইতে ভারতে সমাগত নহে। কেননা যখন উঁহারা ভারতে আগমন করেন, তখন ইউরোপ, আফ্রিকা, তুরুস্ক ও পারস্যের আত্মকাশও সম্পাদিত হয় নাই!

বেদে "অনাস" ও "বিবাচ্" প্রভৃতি অনেক শব্দ আছে। আমরা মনে করি, যে সকল অনার্য্য জাতির "নাসা" বা নাক খান্দা ছিল, তাহারাই ঐ নামে (ন নাস্তি নাসা যস্য সঃ অনাসঃ) আখ্যাত হইত, ঐরূপ যাহারা বিকৃতভাষী ছিল তাহারা বিবাচ্ বলিয়া উপহসিত হইত। কিন্তু আর্মেনিয়ার উত্তরে "অনাস" নামে কোনও জনপদ থাকিলেও এরূপ সিদ্ধান্তকরা উচিত হয় নহে যে উক্ত জনপদ ভারতীয় অনাস দস্যুগণের ভূতপূর্ব্ব মাতৃভূমি। ফলতঃ অনাসেরাও স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া হইতে ভারতে আসিয়া ছিলেন। তবে ভারতীয় আর্য্যগণের ন্যায় ভারতীয় অনাসগণও কেহ কেহ আর্মেনিয়াতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিবেন। আর্মেনিয়াতে ভারতের সুনাস শকস্নুরাগ যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন।

১১। সুমেরিয়ান ভাষা কেন? জগতের সকল ভাষার সহিতই বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত ভাষার সমতা আছে। কেননা জগতের সকল ভাষাই উক্ত সংস্কৃত ভাষাপ্রভব। পাশ্চাত্যগণ এই সত্যের অপলাপ করাতে বা ভাষাতত্ত্বে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ না করাতেই তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার মাতৃত্বে সন্দিহান।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

স্বমতসংস্থাপন

ভৌগোলিক প্রকরণ।

সমুদ্রগর্ভে স্বর্গাদির উৎপত্তি।

আমরা এ পর্য্যন্ত পরমতখণ্ডনের জন্য যাহা বলিবার, তাহা বলিয়াছি অতঃপর স্বমতসংস্থাপনের জন্য যাহা বলিবার তাহা বলিব।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে কোন্ স্থান মানবের "আদিজন্মভূমি" তজ্জন্য এখানে সর্ব্বাদৌ বৈদিক যুগের ভৌগোলিক বিবরণ বিবৃত হইবে। মহামান্য ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন যে—

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো. বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ১০।৮১।১০ ম

যে প্রকার লৌহকার আপনার বাহুদ্বয় ও ভস্ত্রার সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বালিত, করিয়া লৌহময় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করে, তদ্রূপ যাঁহার চারিদিকে চক্ষুঃ চারিদিকে মুখ, চারিদিকে বাহু ও চারিদিকেই পদ, সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এই দ্যাবাভূমির সৃষ্টি করেন। তথাহি—

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃত মেনে অজনৎ নম্নমানে।

যদেদন্তা অদদৃংহন্ত পূর্ব্বে, আদিৎ দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্॥ ১। ৮২। ১০ম

চক্ষুর অর্থাৎ সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ধীর পরমেশ্বর প্রথমে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া ঘৃত অর্থাৎ জলের সৃষ্টি করেন। তৎপর উক্ত জলমধ্যে দ্যাবা-পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথমে দ্যাবাপৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল, পরে উহাদের প্রান্তদেশ সকল দৃঢ় হইলে, দ্যাবাপৃথিবী স্থলে পরিণত হয়।

দ্যাবাপৃথিবী।

দ্যাবাপৃথিবী কি ? তাহা বহু বৈদিক ঋষি ও একালের ব্রাহ্মণগ্রন্থ, যাস্ক উবট, শঙ্কর, হলায়ুধ, সায়ণ, মহীধর এবং দয়ানন্দ প্রভৃতি অবগত ছিলেন না। নিঘণ্টুকারও দ্যাবাপৃথিবীর পদার্থগ্রহে সমর্থ হয়েন নাই; শ্রীমান্ যাস্ক একত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকাশ দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে—

অথাতো দ্যুস্থানা দেবতাঃ, তাসাম্ অশ্বিনৌ প্রথমাগামিনৌ ভবতঃ। অশ্বিনৌ—যৎ ব্যাশ্নুবাতে সর্বং রসেন অন্যোজ্যোতিষা, অন্যঃ অশ্বৈঃ, অশ্বিনৌ ইতি ঔর্ণবাভঃ। তৎ কৌ অশ্বিনৌ ?

ছাবাপৃথিব্যৌ ইত্যেকে

অহোরাত্রৌ ইত্যেকে,

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইত্যেকে,

রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইত্যৈতিহাসিকাঃ,

তয়োঃ কালঃ ঊর্দ্ধম্ অর্দ্ধরাত্রাৎ। ৩৫৩ পৃ, নিরুক্ত ২য় ভাগ

অতএব পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে বাধ্য হইবেন, যে সকল পণ্ডিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে "ছাবা—পৃথিবী" বলিয়াছেন, তাঁহারা এই উভয় শব্দেরই অর্থ জানিতেন না, নিজে জানিলে, অন্যান্য কলুষিত মতের সমাহার করিতে নিশ্চিতই ক্ষান্ত থাকিতেন ও প্রসন্নবদনেই বলিতেন যে—

"সে কি ? দ্যবাপৃথিবী যে

দ্যো ও ভারতবর্ষ ?

আর অশ্বিনীকুমারদ্বয় যে দেবভিষক্ ও দেবগণের অধ্বর্য্যু, তাহাও ইঁহারা কেহই জানিতেন না ? আর যাস্কও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে নক্ষত্র ঠাহরিয়া উহাদের উদয়কাল অর্দ্ধরাত্রের পর বলিয়াছেন। আবার পাশ্চাত্যেরা বলিয়াছেন যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সায়ং সন্ধ্যা ও প্রাতঃ সন্ধ্যা !!!

এদিকে দেবরাজযজ্বা লিখিলেন যে "ছাবাপৃথিবী" ভূস্থানদেবতা। রোদসী—রুদ্রস্য মধ্যমস্থানস্য পত্নী মাধ্যমিকা বাক্ (৩৯৮ পৃ, নিরুক্ত)। পক্ষান্তরে সায়ণাদি কেবল বলিয়াছেন—

দ্যাবাপৃথিবী—রোদসী,

রোদসী——দ্যাবাপৃথিবী ॥

কেন ইঁহারা এরূপ অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন করিলেন ? যেহেতু বর্ত্তমান সময়ের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বৈদিক ঋষিরা পর্য্যন্ত অনেকেই—

"দ্যাবাপৃথিবী"

যে দ্যো ও পৃথিবী, অর্থাৎ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও পৃথুর পৃথুল জনপদ "ভারতবর্ষ" তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই শুক্ল যজুর এক ঋষি বলিতেছিলেন যে—

কো অস্য বেদ ভুবনস্য নাভিং
কো দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং। ৫৯। ২৩ অ

কোন্ ব্যক্তি জানে যে জগতের সকল নরনারীর আদি উৎপত্তিস্থান (নাভি) বা মানবের আদি জন্ম ভূমি কি ? কোন্ ব্যক্তি জানে যে
দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ

কাহাকে কহে ? অবশ্য পরবর্ত্তী মন্ত্রে আছে যে "আমি জানি", কিন্তু তিনি কি জানেন, তাহা কুত্রাপি বলেন নাই। সুতরাং তদবধি আর কেহ এ বিষয়ে বাঙ্ নিষ্পত্তিই করেন নাই যে উহারা কি। তৎপরই মহাজনপদ অন্তরীক্ষ শূন্যে প্রোযোশন প্রাপ্ত হয়। তবে আদিম ঋষিরা দ্যাবাপৃথিবীর প্রকৃতার্থ জানিতেন। উহারা যে জনপদ, কৃষ্ণযজুও তাহা অবগত ছিলেন। যথা—

দ্যাবাপৃথিব্যাং ধেনুমালভেত। ৮৩ পৃ।

বিশ্বদেবনিবিৎও তাহাই অবগত ছিলেন। ফলতঃ দ্যাবাপৃথিবীর প্রকৃতার্থ দ্যো (মঙ্গলিয়া) ও পৃথিবী (ভারতবর্ষ) এবং উক্ত শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব সমাসেই—"দ্যাবাপৃথিব্যৌ" পদ নিষ্পন্ন। তৎপর আর্ষপ্রয়োগে উহা "দ্যাবা পৃথিবী", এই আকার ধারণ করিয়াছে।

তবে কেন ভগবান্ পাণিনি দ্যাবাপৃথিবীর এইরূপ নির্ব্বচন নির্দ্দেশ করিলেন যে, উহা দিব্ ও পৃথিবী শব্দের সমবায়ে নিষ্পন্ন ?

দিবোদ্যাবা ।৬।৩।২৯

হাঁ তিনি ঐরূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু দিব্ শব্দের উত্তর পৃথিবী শব্দ থাকিলে দ্বন্দ্বসমাসে যে "দিবস্পৃথিব্যৌ" পদ হইয়া থাকে, তাহা তিনিই পরবর্ত্তী সূত্রে বলিয়া গিয়াছেন—

দিবসশ্চ পৃথিব্যাং ।৬।৩।৩০
দিব্ চ পৃথিবী চ তে দিবস্পৃথিব্যৌ।

"দিব্ চ", এরূপ পদ কেন প্রযুক্ত হইল ? দিব্ শব্দের উত্তর সু (সি) বিভক্তি করিলে কি "দ্যৌঃ" পদ হইয়া থাকে না ? পাণিনি কি তাহাও বলিয়া যান নাই ?

দিব ঔৎ ।৭।১।৮৪

হাঁ পাণিনি ইহা বলিয়াছেন, কলাপাদি অন্যান্য ব্যাকরণেও দিব্ + সু ॥

দ্যৌঃ, দিব্ + অম্ = দ্যাম্—এরূপ উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ফলতঃ—

দিব্ + সু = দিব্ (হসের পর সুর লোপ)
দিব্ + অম্ = দিবম্

পদ হইবে। পক্ষান্তরে দ্যো + সু = দ্যৌঃ (গো শব্দবৎ) ও দ্যো + অম্ = "দ্যাম্" হইয়া থাকে। দ্যো ও দিব্ এক ("দ্যোদিবৌ দ্বে") ইহাও সম্পূর্ণ প্রমাদ। ফলতঃ দ্যো—আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া এবং দিব্ মহঃ, তপঃ ও সত্য, এই তিন লোক (সাইবিরিয়া)। যখন সর্ব্বাদৌ "দ্যো" স্থলে পরিণত হয়, তখন জগতে আর কোনও লোক বা ভুবন ছিল না. আর যখন পৃথিবী বা ভারতবর্ষ স্থলে পরিণত হয়, তখনও জগতে ভুবর্লোক (তুরুষ্ক,পারস্য,আফগানিস্থান) বা অন্তরীক্ষ এবং ইউরোপ আফ্রিকাদি ও দিব্ বা সাইবিরিয়া বর্ত্তমান ছিল না। (মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে ।১৫৬ ৪ম,) সুতরাং দ্যো ও পৃথিবী শব্দের দ্বন্দ্বসমাসেই "দ্যাবাপৃথিবী" পদ ব্যুৎপন্ন, উহার সূত্র এইরূপ হওয়া উচিত ছিল—

দ্যোর্দ্যাবা

দ্যো শব্দের পর পৃথিবী শব্দ থাকিলে দ্বন্দ্বসমাসে দ্যো স্থানে "দ্যাবা" আদেশ হইয়া থাকে। এই "দ্যাবাপৃথিবী" শব্দেরই নামান্তর রোদসী। কিন্তু তবে কেন তৈঃ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে —

যদিদং দিবো যদদঃ পৃথিব্যাঃ সংজজ্ঞানে রোদসী সংবভূবতুঃ। ৬৪প

এই যে রোদসী, সে দিব্ ও পৃথিবীর সমবায়সমুত্থ পদার্থ? হাঁ তিনি এইরূপ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ঠিক, নহে। এখানে ঋষি দিব্ ও দ্যোকে এক ভাবিয়া ভ্রম করিতেছেন। দ্যো ও দিব্ এক নহে,দিব্ ও পৃথিবী মিলিয়াও দ্যাবাপৃথিবী হয় নাই। ফলতঃ দ্যো ও পৃথিবী শব্দের মেলনেই দ্যাবাপৃথিবী হইয়াছে।

ইহার অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী বা দ্যো (মঙ্গলিয়া) ও পৃথিবীর (ভারতবর্ষের) উৎপত্তির পরই আমরা বেদে ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ ও ত্রিদিবের উৎপত্তি বিবরণ বিবৃত দেখিতে পাই। যদাহ ঋগ্বেদঃ—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসো অধ্যজায়ত। *
ততো রাত্রী অজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ১

তত্র সায়ণভাষ্যং......ঋত মিতি সত্যনাম, ঋতং মানসং যথার্থসঙ্কল্পনং, সত্যং বাচিকং যথার্থভাষণং, চকারাভ্যাং অন্যদপি শাস্ত্রীয়ং ধর্ম্মজাতং সমুচ্চীয়তে। তং সর্ব্বং অভীদ্ধাৎ অভিতপ্তাৎ ব্রহ্মণা পুরা সৃষ্ট্যর্থং কৃতাৎ তপসঃ অধি অধি উপরি অর্থে উপরি অজায়ত উদপদ্যত। "তপ স্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত" ইতি শ্রুতেঃ। তপশ্চ অত্র স্রষ্টব্যপর্য্যালোচনারূপং।

"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যদ্বা অভীদ্ধাৎ অভিতঃ প্রকাশমানাৎ পরমাত্মনো মায়াধিষ্ঠানরূপাৎ উপাদানভূতাৎ ঋতং সত্যঞ্চ অজায়ত ততঃ তস্মাদেব ঈশ্বরাৎ রাত্রী উপলক্ষণমেতৎ অহোঽপি, অহশ্চ রাত্রিশ্চ অজায়ত। ততশ্চ তস্মাদেব ঈশ্বরাৎ অর্ণবঃ অর্ণসা উদকেন যুক্তঃ সমুদ্রশ্চ অজায়ত সমুদ্রশব্দঃ অন্তরিক্ষোদধ্যোঃ সাধারণ ইতি অভিমতার্থস্য প্রকাশনায়, অর্ণবশব্দেন বিশেষ্যতে।

দত্তজানুবাদ...প্রজ্বলিত তপস্যাহইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ, এবং সত্য জন্মগ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র জন্মিল।

এই সায়ণব্যাখ্যা ও দত্তজানুবাদ দোষসমাক্রান্ত। হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাও অসমীচীন। ফলতঃ এই ঋত ও সত্য, একই জনপদের (উত্তর কুরুর) ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র। এই অঘমর্ষণ মন্ত্রটি কোনও দেবতার স্তুতি নহে। ইহা বিশুদ্ধ ভৌগোলিকবিবৃতিমাত্র, কিন্তু হলায়ুধ তাহা না বুঝিয়া বলিয়াছেন ইহার দেবতা "ভাববৃত্ত"। বস্তুতঃ তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে ভাববৃত্তনামে কোনও দেবতার নাম শুনা যায় নাই। সায়ণ বলিতেছেন যে—

"রাত্র্যাদীনাং ভাবানাং সৃষ্ট্যাদিপ্রতিপাদকত্বাৎ তাদৃগ্রূপ এব অর্থো দেবতা।"

ফলতঃ ইহাও গোজামিলনমাত্র। ভাববৃত্তও দেবতা নহে, অর্থও দেবতা নহে। বেদের বহু মন্ত্রই ইতিহাস ও ভূগোলমূলক, এখানেও ভৌগোলিক সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে, সুতরাং ইহার দেবতাও নাই, বিনিয়োগও থাকিতে পারে না। ভাষ্যকারেরা বহুস্থলে মন্ত্রার্থ না বুঝিয়া দেবতার কল্পনা করিয়াছেন এবং যাজ্ঞিকেরাও মন্ত্রার্থ না বুঝিতে পারিয়া গরুচুরির মন্ত্র দিয়া শ্রাদ্ধের ও শ্রাদ্ধের মন্ত্র দিয়া বিবাহের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা বহুস্থলেই শালগ্রাম দিয়া নোড়া বানাইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে হলায়ুধ তদীয়ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে এই অঘমর্ষণ মন্ত্র স্নানকালে পঠিতব্য, আর এখন

উহারা সামবেদীয় "সন্ধ্যাবন্দনমন্ত্র" বলিয়া বিদিত !! ফলতঃ এই অঘমর্ষণ মন্ত্র কি একমাত্র ঋগ্‌বেদেই বর্ত্তমান নহে ?

যাহা হউক, যদি "সত্য" যথার্থ ভাষণ হয়, তাহা হইলে উহার আবার সৃষ্টি কি ? রাত্রিও কালবাচক শব্দ, সূর্য্যের অস্তহইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত সময়ের নাম রাত্রি, ইহাও অভাব পদার্থ, সুতরাং ইহারই বা জন্মমৃত্যু কোথায় ? আর সায়ণ প্রভৃতি ত জানেনই যে—

অন্তরীক্ষ—শূন্য গগন

সুতরাং উহারই বা জন্মমৃত্যুর কথা কেন ? ফলতঃ কি প্রকারে পশ্চিম মহাসাগরে অন্তরীক্ষ (তুরুষ্ক, পারস্য, আফগানিস্থান) ও উত্তর মহাসাগরে ঋতাপরনামা সত্যলোক (উত্তর কুরু) এবং রাত্রিনামক জনপদ (তপোলোকের পূর্ব্বাংশ), স্থলে পরিণত হইয়াছিল, ঋষি এই মন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন ।

ঋত ও সত্য যে একই বস্তু ও ঋত যে একটী জনপদ, ইহার কোনও প্রমাণ আছে ? স্বয়ং ঋগ্‌বেদই বলিতেছেন যে—

ঋতসৎ (৫। ৪০ ।৪ম)

ঋতে ঋতলোকে সীদতি নিবসতি ইতি ঋতসৎ ঋতলোকবাসী। তথাহি ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্—

ঋতসৎ ইত্যেষ বৈ সত্যসৎ। ৪৯৫পৃঃ

ঋতজা ইত্যেষ বৈ সত্যজা । ৪৯৬পৃঃ

ঋত মিত্যেষ বৈ সত্যম্। ঐ

সুতরাং ঋত ও সত্য একই বস্তু হইতেছে। অবশ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণও স্থানান্তরে লিয়াছেন যে—"ঋতং সত্যবদনং বেদবাক্যং

কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনও দোষ ঘটে নাই, কেননা ইহাদ্বারা তিনি ঋত শব্দের যে সত্যকথন, অর্থান্তর, তাহাই বলিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এখানে সে সত্যকথনার্থও খাটিবেনা। ঋত শব্দের অন্যার্থ"যজ্ঞ", সে অর্থও এখানে খাটিতে পারে না।

আচ্ছা অহো ও রাত্রি যে জনপদ, তাহার প্রমাণ কোথায় ? তাহারও প্রমাণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ও ভগবদ্‌গীতা। যদুক্তম্ ঐতরেয়েণ—

অহর্বৈ দেবা অশ্রয়ন্ত রাত্রী মসুরাঃ। ৪৪৫পৃঃ

পরস্পর বিবদমান দেবতারা অহর্লোক এবং অসুরেরা রাত্রিলোক আশ্রয় করিলেন। তথাহি—

বিসৃজেরন্ অহভ্রাতৃব্যায় পরিশিংষ্যুঃ। ৬৩৯পৃ

অহর্বৈ স্বর্গোলোকঃ। ঐ

অসুরেরা ভ্রাতৃব্য (Cousin) দেবতাদিগকে অহর্জনপদ প্রদান করিলেন। (পরিশিংষ্যুঃ—দদ্যুঃ ইতি সায়ণঃ)। অহঃ স্বর্গৈক দেশ। তথাহি—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ। ২৪

ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ। ২৫—৮অঃ গীতা

অগ্নিপথ, জ্যোতিঃপথ (অর্চিঃপথ, যাহা মহর্লোকের মধ্যগত) ও অহঃ পথ (যাহা তপোলোকের পশ্চিমাংশ) লইয়া শুক্ল বা দেবযান পথ এবং ধূমপথ ও রাত্রিপথ (রাত্রি জনপদের মধ্যগত) লইয়া কৃষ্ণ বা পিতৃযাণ পথ পরিগণিত।

সুতরাং এ "অহঃ" ও এ "রাত্রি", দিবস ও রজনী নহে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মহাজনপদ। ইহারা এক সময়ে সামবেদমন্ত্রসমাহর্ত্তা সূর্য্যের অধীন ছিল, তাহা প্রশ্নোপনিষদে আছে, ইহা যথাসময়ে যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। যাহা হউক আমরা বাধ্য হইয়া এই মন্ত্রের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম।

প্রকৃতার্থবাহিনী......অভীদ্ধাৎ অত্যুৎকটাৎ প্রজ্বলিতাৎ তপসঃ ব্রহ্মণঃ উৎকটসৃষ্টিপর্য্যালোচনায়াঃ অর্ণবঃ অধি অর্ণবাৎ অধি অর্ণবস্য উপরি উত্তরমহাসাগরগর্ভে ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ঋতাপরনামা সত্যলোকঃ অজায়ত উদপদ্যত। ততঃ তস্মাৎ অভীদ্ধাৎ তপসঃ রাত্রিঃ, তস্মিন্নেব অর্ণবগর্ভে রাত্রিজনপদঃ অজায়ত উৎপন্নোবভূব। ততঃ তস্মাৎ তপসঃ অর্ণবঃ অধি অর্ণবাদধি পশ্চিমমহাসাগরগর্ভে সমুদ্রঃ সমুদ্রাপরনামা অন্তরীক্ষলোকঃ (ভুবর্লোকঃ) অজায়ত উদপদ্যত সমুৎপন্নোবভূব।

অনুবাদ......পরমেশ্বর সৃষ্টিবিষয়ে উৎকট চিন্তা করিলে, উত্তর মহাসাগর গর্ভে ঋতাপরনামা সত্যলোক ও রাত্রিজনপদের উৎপত্তি হইল এবং পরমেশ্বরের সেই উৎকটতপস্যাহইতে পশ্চিমসাগরগর্ভে সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রপ্রধান (আপঃ) অন্তরীক্ষ জনপদের উৎপত্তি হইয়াছিল। তথাহি—

সমুদ্রাৎ অর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতোবশী॥ ২।১৯০।১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অর্ণবাৎ সমুদ্রাৎ সৃষ্টাৎ অধি ঊর্দ্ধং সংবৎসরঃ সংবৎসরোপলক্ষিতঃ সর্ব্বঃ কালঃ অজায়ত। শ্রূয়তে হি—

"সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ
পুরুষাৎ অধি কলা মুহূর্ত্তাঃ কাষ্ঠাশ্চ" ইতি।

স চ ঈশ্বরঃ অহোরাত্রাণি এতদুপলক্ষিতানি সর্ব্বাণি ভূতজাতানি বিদধৎ কুর্ব্বন্ সৃজন্। মিষতো নিমিষাদিযুক্তস্য বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বশী স্বামী ভূত্বা বর্ত্ততে। ২।১৯০।১০ম।

দত্তজানুবাদ......জলপূর্ণ সমুদ্রহইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোকে দেখিতেছে।

এই ভাষ্যানুবাদও কলুষিত, হলাধুধব্যাখ্যাও অনাবিল নহে। ফলতঃ ইহাও বিশুদ্ধ ভৌগোলিক সৃষ্টি ভিন্ন,দিন, রাত্রি বা বৎসরের সৃষ্টি নহে,সমুদ্রগর্ভে অজন্যপদার্থ সংবৎসরাদির সৃষ্টি কিরূপে হইতে পারে? ফলতঃ এ সংবৎসরও একটী জনপদ। অহঃ ও রাত্রিশব্দে ভূত বা প্রাণী সকল বুঝায়, ইহা কে বলিল? "মিষতঃ" পদের অর্থও "নিমিষাদিযুক্তস্য" নহে, পরন্তু "পশ্যতঃ"। সংবৎসর যে এখানে জনপদবিশেষ, তাহা নানা শাস্ত্রবচনদ্বারাও সপ্রমাণ হয়। যথা—

সংবৎসরঃ খলু বৈ দেবানা মায়তনম্
এতস্মাৎ বৈ আয়তনাৎ দেবা অসুরান্ অজয়ন্॥ ৯৯ পৃ কৃষ্ণযজুঃ

সংবৎসর দেবতাদিগের অধিকৃত একটি জনপদ, উহা অসুরেরা জয় করিয়াছিলেন, পরে দেবতারা তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া উহা পুনরধিকৃত করেন। তথাহি তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণম্—

সংবৎসরো বৈ সোমঃ পিতৃমান্। ৩০০পৃ; দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ, সংবৎসরঃ খলু বৈ দেবানাং পূঃ। দেবানামেব পুরং মধ্যতোব্যবসর্পতি। ৩১৬পৃঃ

দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়, উহা কালবাচক শব্দ। ইহা ভিন্ন আরও একটী সংবৎসর শব্দ আছে, যাহা দেবতাদিগের একটী পুরী। উহা পিতৃপতি চন্দ্রের জনপদ। মাঝে উহা দেবগণের হস্তচ্যুত হয়। তথাহি ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্—

দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরঃ; সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ। প্রজাপত্যায়তনাভিরেব আত্মীবাদ্যেতি' ৬০পৃ

বার মাসে এক বৎসর, আর প্রজাপতি চন্দ্রের একটী আয়তনের নামও সংবৎসর।

অতএব সায়ণ যে সমুদ্রগর্ভে কালবাচক সংবৎসরের উৎপত্তির কথা বলিতেছেন, ইহা বৃথা জল্পনামাত্র। প্রশ্নোপনিষদেও চন্দ্রের দুইটী সংবৎসর জনপদের সমুল্লেখ আছে, আমরা তাহা যথাস্থানে যথাসময়ে বলিব।

তৎপর সায়ণ এ মন্ত্রে যে অহঃ ও রাত্রি শব্দের "দিন ও রাত্রি" এই প্রচলিত অর্থ না করিয়া "ভূতজাতানি"ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহার কথাও আমরা আর কি বলিব? ফলতঃ এই অহঃ ও রাত্রি, দিনও নহে, রাত্রিও নহে, "ভূতজাতানি"ও হইতে পাবে না। অপর তিনি যে "মিষতঃ"—পদেরও অতি গর্হিত মিথ্যাব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতঃপর তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। মহাকবি কালিদাস তদীয় কুমারে লিখিতেছেন যে—

জাতবেদো মুখাৎ মায়ী মিষতা মাচ্ছিনত্তি নঃ। ৪৬।২ স

তত্র মল্লিনাথ:—মায়ী মায়াবী স তারকঃ নঃ অস্মাকং মিষতাং পশ্যতাং পশ্যৎসু ইত্যর্থঃ। তথাহি—

দ্বৈরথে যত্র কর্ণেন ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।

সংশয়ং গমিতো যুদ্ধে মিষতাং সর্ব্বধন্বিনাম্ ॥ ২৭৪-২অ আদি পর্ব্ব।

তত্র নীলকণ্ঠঃ—মিষতাং পশ্যতাম্।

কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরে দ্বৈরথযুদ্ধ হইতেছিল, কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে বা প্রাণে বধ করেন সকলের মনে এরূপ সংশয় জন্মিয়া ছিল। অন্যান্য ধনুর্দ্ধরেরা তাকাইয়া দেখিতে ছিলেন।

অতএব সায়ণের ব্যাখ্যা এখানেও কলুষিত হওয়াতে আমরা বাধ্য হইয়া এই মন্ত্রেরও নূতন ব্যাখ্যা করিলাম।

প্রকৃতার্থবাহিনী......অর্ণবাৎ অর্ণসা জলেন পূর্ণাৎ সমুদ্রাৎ উত্তরমহা সাগরাৎ অধি উপরি সমুদ্রগর্ভে সংবৎসরঃ সংবৎসরাখ্যঃ কশ্চিৎ জনপদঃ মহর্লোকঃ (দক্ষিণ সাইবিরিয়া) ইতি যাবৎ অজায়ত উদপদ্যত। বশী স্বাধীনঃ যৎ কিমপি কর্ত্তুং সমর্থঃ প্রভুঃ পরমেশ্বরঃ তস্মিন্নেব সমুদ্রগর্ভে মিষতঃ পশ্যতো বিশ্বস্য সর্ব্বেষাং জনানাং প্রত্যক্ষ মেব অহোরাত্রাণি অহর্জ্জন পদম্

রাত্রিজনপদং চ অহর্নামকং জনপদং তপোলোকস্য পশ্চিমাংশং, রাত্রিনামকং জনপদং তপোলোকস্য পূর্ব্বভাগং বিদধৎ ব্যদধৎ উৎপাদিতবান্। ২-১৯০-১০ম

অনুবাদ......সেই জলময় উত্তরমহাসাগরগর্ভে সংবৎসরনামে একটী জনপদের উৎপত্তি হইল। বশী প্রভু পরমেশ্বর সকলের চক্ষের সামনে দেখ দেখ করিতে করিতে সেই উত্তরসমুদ্রগর্ভে অহঃ ও রাত্রিনামে আরও দুইটী মহান্ জনপদের সৃষ্টি করিলেন।

ইহাদ্বারা মোটের উপর কি জানা গেল? উপরে যে জনপদ সৃষ্টির কথা বলা গেল, তাহাতে ইহাই জানা গেল যে, সমুদ্রগর্ভে একে একে যে—

স্বঃ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সত্যলোক,
রাত্রি ও অহর্লোক এবং সংবৎসর

জনপদের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন বৈদিক ঋষিরা অবগত ছিলেন। এই জনপদসমূহের নাম বৈদিক যুগে যে পরিচিত হইয়াছিল, তাহাও আমরা উক্ত অঘমর্ষণমন্ত্রপাঠে অবগত হইয়া থাকি। ঋষি তৎপরই বলিতেছেন যে—

দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তরিক্ষ মথো স্বঃ। ৩।১৯০—১০ম।

সায়ণভাষ্যং.........দিবঞ্চ পৃথিবীং চ অন্তরিক্ষং চ ইত্থং ত্রিভুবনং। [illegible] সুখবাচী, স্বঃ দিবো বিশেষণং সুখরূপাং দিবম্।

দত্তঅনুবাদ.........(সৃষ্টিকর্ত্তা স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রথমতঃ যাঁহারা জানেন আকাশ (Sky) শূন্য গগন, তাঁহারা আবার কেন বলেন "উহা সৃষ্ট পদার্থ?" অভাব পদার্থ গগন এবং শূন্যেরও কি সৃষ্টি হইতে পারে? ফলতঃ আকাশ শব্দের প্রকৃতার্থ মঙ্গলিয়া। তৎপর সায়ণ ও দত্তজমহাশয় যে কোন্ কথায় এখানে ত্রিভুবনের উৎপত্তি বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। "স্বঃ" শব্দ দিবের বিশেষণ, ইহা অতীব বেদবিরুদ্ধ অসত্য ব্যাখ্যা, স্বঃ ও দিব্ কি এক? ফলতঃ ঋষি এখানে, দিব্, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বঃ, এই চারিটী স্বতন্ত্র মহাজনপদের কথাই বলিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩।৮১।১০ম ও ১।৮২।১০ম মন্ত্রে স্বঃ ও পৃথিবীর (দ্যাবাপৃথিবীর) সমুদ্রগর্ভে উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, ও এই তিনটী অনমর্ষণ মন্ত্রে সমুদ্রগর্ভে দিব্ ও অন্তরীক্ষের উৎপত্তির কথা বলিতেছেন। তন্মধ্যে সত্য (ঋত), রাত্রি, অহঃ ও সংবৎসর, এই লোকচতুষ্টয়ের সমবায়েই "দিব্" বা

"দ্যুলোক" সংগঠিত। তাই মহর্ষিকল্প হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে লিখিয়া গিয়াছেন যে—

অত্র স্বঃ-শব্দেন স্বর্গলোক উচ্যতে ;

দিব্-শব্দেন তু তদূর্দ্ধস্থমহর্লোকাদি লোকচতুষ্টয়ম্। ১০৫ পৃ

দিব্—শব্দে মহঃ, রাত্রি, অহঃ ও সত্যলোক, এই চারিটী জনপদ লক্ষিত হইয়া থাকে। স্বঃশব্দে স্বর্গলোক বুঝায়, আর ভূঃ শব্দে ভারতবর্ষ বা—পৃথিবী, ভুবঃ শব্দে—অন্তরীক্ষ, স্বঃ শব্দে—আদিস্বর্গ ত্যো ও দিব্-শব্দে মহঃ—তপঃ ও সত্যলোক অববোধিত হয়। তাই ঋগ্বেদ দিব ও স্বঃ, এই উভয় লোকের স্বতন্ত্র নাম লইয়াছেন। সায়ণ, অমরাদিদ্বারা প্রতারিত হইয়া "স্বঃ" শব্দকে দিবের বিশেষণ করিয়াছেন। বৈদিক ঋষি বলিতেছেন পূর্ব্বে বা আদিতে কেবল—

দ্যাবাপৃথিবী (মঙ্গলিয়া ও ভারতবর্ষ)

ছিল, পরে পশ্চিম সমুদ্রগর্ভে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষের জন্ম হইলে, ভুবন সংখ্যা তিনটি হয়। যথা—

ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ

তৎপর উত্তর মহাসাগর গর্ভে দিবের উৎপত্তি হইলে, দিবকে লইয়া ভুবনসংখ্যা চারিটি (দিব—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বঃ) হয়। তাই চক্ষুষ্মান্ বিষ্ণুপুরাণ বলিয়া গিয়াছেন যে—

"ভূরাদ্যান্ চতুরো লোকান্ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ।"

প্রজাপতি ধাতা (সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা) পূর্ব্ববৎ ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ ও দিব্, এই লোক চতুষ্টয়ের সংগঠন করিলেন।

এখানে বিষ্ণুপুরাণ, ঋগ্বেদের "যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ" এই অংশের অনুবাদে পূর্ব্ববৎ বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ অনুবাদ ঠিক হয় নাই। কেন? তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

লোকচতুষ্টয়ের বিশেষ বিবরণ।

ভূঃ—বা পৃথিবী (ভারতবর্ষ)।

যদিও ভূঃ বা ভারতবর্ষ জগতে প্রাচীনত্বে দ্বিতীয়, স্বঃ বা দ্যো, প্রথম, তথাপি উহা (ভূ) আমাদিগের প্রিয় জন্মভূমি বলিয়া ঋষিরা উহার নাম অগ্রে লইয়াছেন। যথা—

ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ

তাই আমরাও সেই ক্রমানুসারে ভুবনচতুষ্টয়ের বিবরণ বিন্যস্ত করিলাম।

ভূ বা ভূঃ কি? পৃথিবী কি? এই তিনটি শব্দই, আমাদিগের অধ্যুষিত স্বর্গাদপি গরীয়ান্ এই ভারতবর্ষের অববোধক। আমরা ঋগ্‌বেদমধ্যে স্পষ্টতঃ ভূ বা ভূস শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই না। কিন্তু অন্য তিন বেদেই উহাদের ভূরি প্রয়োগ রহিয়াছে। যথা—

ইত এতে উদারুহন্, দিবস্পৃষ্ঠানি আরুহন্।
প্র ভূর্জয়ো যথা পথা দ্যা মঙ্গিরসো যযুঃ॥

সামবেদ—৫৩ পৃ, অথর্ব্ববেদ ৪র্থ খণ্ড ৮৫ পৃ,

যেমন অনার্য্যদিগের হস্তহইতে ভূঃ বা ভারতবর্ষের জয় হইল, অমনি অঙ্গিরোবংশীয় দেবগণ এই ভারতবর্ষহইতে অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া (পথা) উত্তরে দ্যো বা মঙ্গলিয়াতে চলিয়াগেলেন (উদারুহন্)। তৎপর তাঁহারা কেহ কেহ (সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাদি) আবার দ্যো বা মঙ্গলিয়াহইতে উত্তরে দিবে আরোহণ করিলেন অর্থাৎ দ্যুলোকে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেন।

সাম ও অথর্ব্ববেদের এই মন্ত্রপাঠে বেশ জানা গেল যে, "ভূস্" (ভূঃ) ই ভারতবর্ষ। তথাহি যজুর্ব্বেদ ঃ—

ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ৩৭-৩ অ।

কিন্তু "ভূঃ ই যে ভারতবর্ষ, তাহা ইহাহইতে কিরূপে বুঝা গেল? সাম বেদ

যে "ইতঃ" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে কি এই "ইতঃ" পদদ্বারা "এই স্থানহইতে" এরূপ অর্থের বিনিগমনা হইবে না? এই "ইতঃ" বলাতেই বুঝিতে হইবে যে এই ভারতবর্ষহইতে।

সাম বেদের এই মন্ত্র দেবতারা ভারতে অবস্থান কালে রচনা করিয়াছেন, অথবা ভারতহইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন যে—

ভূরিতি বৈ অয়ং লোকঃ; ভুব ইতি অন্তরিক্ষং;
সুবরিত্যসৌ লোকঃ। ১৭ পৃ

আমাদিগের অধ্যুষিত এই লোক ভূঃ বা ভারতবর্ষ। ঐ দূরবর্ত্তী লোক সুবঃ বা সুবর্গ অর্থাৎ স্বর্গ, আর অবশিষ্ট লোকই ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ লোক। তথাহি—

ভূরিতি বৈ ঋচঃ; সুবরিতি সামানি, ভুব ইতি বৈ যজূংষি। ১৯ পৃ

ঋগ্‌বেদের মন্ত্র সকল ভারতবর্ষীয়, সামবেদের মন্ত্র সকল স্বর্গের এবং যজুঃ সকল অন্তরীক্ষে প্রণীত, অতএব ভূঃ ও ভারতবর্ষ অভিন্ন? কৃষ্ণযজুও বলিতেছেন যে—

সমান্য ঋচো ভবন্তি, মনুষ্যলোকো বৈ ঋচঃ,
মনুষ্যলোকাদেব নয়ন্তি। অন্যৎ অন্যৎ সাম
ভবতি। দেবলোকো বৈ সাম। দেবলোকাদেব
অন্যং অন্যং মনুষ্যলোকং প্রত্যবরোহন্ত যন্তি। ৪৭৭ পৃ

অগেয় সাধারণ পদ্যের নাম ঋক্, উহা মনুষ্যলোক ভারতে প্রণীত; তৎপর উহা এখানহইতে অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন গেয় যে মন্ত্র, উহার নামই "সাম", সামবেদ দেবলোক স্বর্গে প্রণীত, তথাহইতে শেষে, ভারতবর্ষাদি মনুষ্য জনপদে আনীত হইয়াছে। তথাহি ছান্দোগ্যোপনিষৎ—

ভূরিতি ঋগ্‌ভ্যঃ, ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ,
স্বরিতি সামভ্যঃ। ৩০১ পৃ মহেশপাল সং।

ঋক্ সকল ভূঃ বা ভারতবর্ষে, যজুঃ সকল ভুবঃ বা অন্তরীক্ষে ও সাম সকল স্বঃ বা স্বর্গে প্রণীত।

অতএব "ভূঃ" শব্দ যে একমাত্র ভারতবর্ষের অববোধার্থই প্রযুক্ত হইত তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। এই ভূঃ শব্দের আর একটি প্রতি শব্দ "ভূ"।

উহারও অর্থ ভারতবর্ষ! তাই প্রবাদবাক্যে "ভূ-ভারতে" কথাটি প্রচলিত। অপি চ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা ভারতে আসিয়াই—

ভূদেব ও ভূসুর

এই বিশেষণদ্বয়ের বিষয়ীভূত হয়েন, সুতরাং ভূ ও ভূঃ ই যে ভারতবর্ষ তাহা বিসংবাদশূন্য স্বীকৃত সত্য।

ফলতঃ অতি পূর্ব্বে মহী, ভূ, ক্ষ্মা, ক্ষামা গো, পৃথিবী, ভূমি এবং বসুন্ধরাপ্রভৃতি শব্দ কেবল ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। বেদের বহুস্থলেও ঐ সকল শব্দ ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

এইরূপ মহারাজ ভরত হইতে ভারতবর্ষের নাম ভারতী, ভারত ও মহারাজ নাভিহইতে নাভির্ষ, অজনাভ হইতে অজনাভ বর্ষ এবং হিমালয়হইতে হিমাহ্বর্ষ প্রভৃতি নাম ব্যুৎপাদিত; ঐরূপ বেণতনয় মহারাজ পৃথুর নাম হইতে ইহার নাম পৃথিবী হইয়াছিল। উক্তঞ্চ ভগবতা মনুনা—

পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদোবিদুঃ। ৪৪-৯অ

পুরাতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষ পৃথুরাজের ভার্য্যাস্বরূপ, তাই ইহার নাম পৃথ্বী ও পৃথিবী।

কেন? পৃথিবী শব্দে কি ভূমণ্ডলও বুঝায় না? সমগ্রভূমণ্ডল ত তাঁহার অধিকৃত ছিল না? হাঁ তা ঠিক, কিন্তু প্রথমে পৃথুর পৃথুল জনপদ ভারতবর্ষই পৃথিবী নামে সংসূচিত হয়। বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেও ইহার ভূরিপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

সূক্তবাকং প্রথম মাদিৎ অগ্নি মাদিৎ হবি রজনয়ন্ত দেবাঃ

স এষাং যজ্ঞো অভবৎ তনূপাঃ, তং দ্যৌর্ব্বেদ, তং পৃথিবী, তমাপঃ। ৮।৮৮।১০ম

দেবতারা সকলের আদিতে সকলের প্রথম, স্বর্গে বেদমন্ত্র রচনা, অরণীসংঘর্ষণদ্বারা অগ্নির প্রজ্বালন ও দধিহইতে গব্য ঘৃত (হবিঃ) উৎপাদন করেন। দেহরক্ষাকারী সেই বহ্নি তাঁহাদিগের অর্চনীয় হইয়াছিল; সেই অগ্নির কথা দ্যো বা স্বর্গবাসী, আপঃ বা অন্তরীক্ষবাসী এবং পৃথিবী বা ভারতবাসীরা জানেন তথাহি—

বজ্রিন্ ওজসা পৃথিব্যা নিঃশশাঃ অহিং। ১—৮০—১ম

হে বজ্রিন্ ইন্দ্র! তুমি বৃত্রাসুরকে (অহিং) এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষ হইতে বলপূর্ব্বক নিঃসারিত করিয়াছ।

অবশ্য এখানে সায়ণ, পৃথিবীর অর্থ ভূমণ্ডল করিয়া একটী "সকাশাৎ" শব্দের যোগকরতঃ (পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু সে অর্থ সম্পূর্ণই অলীক। কেননা বৃত্রাসুর ভূমণ্ডলহইতে কোনও পারলৌকিক স্থানে নির্ব্বাসিত হয়েন নাই, পরন্তু পারস্যেই বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই "সকাশাৎ" শব্দের অধ্যাহার অনাবশ্যক। পৃথিবী শব্দে যে ভারতবর্ষও অববোধিত হইয়া থাকে, তখন এ জ্ঞান সকলের ছিল না। তথাহি—

স্যোনা পৃথিবি ভব ১।২২।১ম

হে পৃথিবি ভারতবর্ষ ত্বং স্যোনা সুখায়না ভব। তথাহি—তৈঃ ব্রাহ্মণম্—

নঃ সপ্তসিন্ধূন্ অদধাৎ পৃথিব্যাম্।

যে বরুণ (Uranus) ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ (সিন্ধুপ্রভৃতি সপ্তনদীসনাথ পঞ্চনদ) আপনার করায়ত্ত করিয়াছিলেন। তথাহি বায়ুপুরাণম্—

আগ্নেয় মস্ত্রং লব্ধা তু ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ।

জঘান পৃথিবীং গত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্ ॥

মহারাজ সগর স্বর্গস্থ ভার্গবের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উহার দ্বারা তালজঙ্ঘ ও হৈহয় ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিলেন। তথাহি কুমারে কালিদাস :—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

এখানে কালিদাস এই পৃথিবীশব্দে ভারতবর্ষকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তথাহি রসমঞ্জরী—

পৃথ্বী তাবৎ ত্রিকোণা।

পৃথ্বী গোলাকার, তবে তাহাকে ত্রিকোণ বলা হইল কেন? যেহেতু ভারতবর্ষ ত্রিকোণ। তথাহি—

পৃথিবী মধ্যরেখা চ নর্ম্মদা পরিকীর্ত্তিতা। চরণব্যূহ টীকা ॥

নর্ম্মদানদী পৃথিবীর মধ্যরেখা, অর্থাৎ উহা ভারতবর্ষকে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ, এই দুই ভাগে বিভক্ত করে।

অতএব বেশ জানা যাইতেছে যে পৃথিবীশব্দ এক সময়ে কেবল ভারত-

বর্ষকেই বুঝাইত। তৎপর ভারতসাম্রাজ্যের অধীন অন্তরীক্ষও কালে পৃথিবী ও ভূ-নামে সংসূচিত হয় (নিঘণ্টু ১৯ পৃ দেখ) তৎপর—ঋষিরা ভূঃ—ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিভুবনকেও উক্ত পৃথিবীশব্দে বিশেষিত করেন। যথা—

অবমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যাং পৃথিব্যাং
পরমস্যাং পৃথিব্যাম্। ৯।১০৮।১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্......অবমস্যাং পৃথিব্যাং সন্নিকৃষ্টায়াম্ অস্যাং ভূম্যাং; মধ্যমস্যাং পৃথিব্যাম্ অন্তরিক্ষলোকে, পরমস্যাং উৎকৃষ্টায়াম্ দূরে বর্ত্তমানায়াং পৃথিব্যাং দ্যুলোকে।

এই অবমা পৃথিবী ভারতবর্ষ, মধ্যমা পৃথিবী অন্তরীক্ষ (তুরুষ্ক, পারস্য, অপোগ স্থান) এবং পরমা পৃথিবী স্বর্লোক বা তিব্বত,তাতার ও মঙ্গলিয়া।

এই মঙ্গলিয়ায় মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিগণের সাতখানী ধাম বা বাটী ছিল। বামন বিষ্ণু তথাহইতে বৈবস্বত মন্বাদি দেবগণ সহ ভারতে আগমন করেন। তদুপলক্ষেও উহা পৃথিবী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ ॥ ১৬—২২—১ম ॥

মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষির সপ্তধামবিশিষ্ট যে পৃথিবীহইতে বিষ্ণু ত্রিপাদবিক্রম করিয়াছিলেন, দেবতারা আমাদিগকে সেই স্থানহইতে রক্ষা করুন।
এই উত্তমা পৃথিবী (দ্যো) ই সপ্তদ্বীপা, পরন্তু সমগ্র ভূমণ্ডল সপ্তদ্বীপা নহে।

ইহার পরই এই পৃথিবী শব্দ ভূমণ্ডলার্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। যথা—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥ ২০-২অ-মনু।

পৃথিবী অর্থাৎ ভূমণ্ডলের সকল লোক এই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদিগের নিকট স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা করিতেন ও করিয়া থাকেন।

ষোড়শাধ্যায়

ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ।

অনেকেরই এইরূপ ধারণা ও দৃঢ়তর বিশ্বাস যে ঋষিরা ভুবর্লোক ও অন্তরীক্ষ শব্দ গগনার্থে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, দিব ও দ্যোও গগন, এরূপ বৈদিক প্রয়োগও অসংখ্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই ভ্রম। ফলতঃ মধ্য যুগের লোকেরা দ্যো বা মঙ্গলিয়া যে—তাঁহাদিগের পূর্ব্ব নিবাস,ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন তুরুস্ক, পারস্য ও অপোগস্থানের নাম যে ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ, তাহাও তাঁহাদিগের মনে ছিল না। এদিকে সকলে বেদাদির পঠনপাঠনাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং বেদে কি কি ভৌগোলিক তত্ত্ব আছে তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না, জানিলে কখনই তৎপরবর্ত্তী বেদমন্ত্র ও পুরাণে অন্তরীক্ষের পদার্থগ্রহবিষয়ে এত প্রমাদ প্রবেশ করিত না। অবশ্য তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিয়াছেন যে—

ভুব ইতি অন্তরীক্ষম্

ভুবর্লোকই অন্তরীক্ষ। কিন্তু সেই ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ জিনিষটী কি তাহা ধরা পড়িবার ভয়ে কেহই খুলিয়া লিখেন নাই। বৈদিক কোষ নিঘণ্টু বলিতেছেন যে—

অম্বর, বিয়ৎ, ব্যোম, বর্হিঃ, ধন্ব, অন্তরীক্ষ, আকাশ, আপুঃ, পৃথিবী, ভূঃ। স্বয়ম্ভু, অধ্বা, পুষ্কর, সগর, সমুদ্র ও অধ্বর।

এই ষোলটি শব্দ অন্তরীক্ষপর্য্যায়ক, কিন্তু নিঘণ্টুকারের এই নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক। বিয়ৎ, ব্যোম, আকাশ, পুষ্কর, ও অধ্বর (যজ্ঞ), শব্দ যে জনপদবাচক, উহারা যে মঙ্গলিয়ার সহিত অভিন্ন, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইব। কিন্তু পাঠকগণ কেবল—

ভূঃ, পৃথিবী ও অধ্বা

এই তিনটী শব্দ লইয়া বিচার করুন। ইহারা সর্ব্বদাই ভূমিবাচক, সুতরাং ইহারা কিরূপে শূন্য বা গগনপর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারে? তাহা

হইলেই বুঝিতে হইবে যে অন্তরীক্ষ, অবশ্যই বৈদিক যুগে জনপদ বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিল। ফলতঃ তুরুস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানই অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক এবং উহা ভূভারতের সাম্রাজ্যাধীন ছিল, একারণ, উহার নামও ভূ ও পৃথিবী হয়। এবং দেবতারা আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য উহার নাম "সুরবর্ত্ম" বা "দেবযান—পথ" হইয়াছিল আফগানিস্থান অন্তরীক্ষের একদেশ ? তজ্জন্যই অন্তরীক্ষের নাম "অধ্বা" বা পন্থাঃ। কিন্তু এই অধ্বা বা পথ, খং বা শূন্যসংস্থ নহে। বেদাচার্য্য যাস্ক পথ্যা স্বস্তি শব্দের নিরুক্তি লিখিতে যাইয়া বলিতেছেন যে—

"পথ্যা স্বস্তিঃ, পন্থাঃ অন্তরিক্ষং
তন্নিবাসা, সন্তা এষা। ৩৪৬পৃ ২য় ভাগ

পথ্যা স্বস্তি সরস্বতীর ন্যায় "বাক্" উপাধি ধারিণী একজন বিদুষী মহিলা। কৌষীতকী উপনিষদে তাঁহার কথা বিবৃত আছে। তিনি মহিলা, সুতরাং তাঁহার বাসস্থান পন্থাঃ (অধ্বা) অন্তরীক্ষ, শূন্য কি জমিন, তাহা মনুষ্যগণ ভাবিয়া দেখুন। ফলতঃ অন্তরীক্ষ যে জনপদ বা একটী ভুবন (লোক), পরন্তু শূন্য গগন নহে, তাহা যেমন বেদদ্বারা সপ্রমাণ হয়, তদ্রূপ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ এবং সায়ণাদির ভাষ্যদ্বারাও সপ্রমাণ হইয়া থাকে। বেদ ত্রিভুবনের নাম লইতে যাইয়া বলিতেছেন যে—

রোদসী অন্তরিক্ষং। ২।১৩৯।১০ম।৩।৮৫।৫ম
দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং।৯।৬৬।১০ম
তং দ্যৌর্ব্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ।৮।৮৮।১০ম
পৃথিবী দ্যৌরুত আপঃ।২।৮৮।১০ম
অন্তরিক্ষং দ্যৌঃ ভূমিঃ। ১৪। ৯০।১০ম
সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।৫৮।৯৭।৯ম ১৯।১০০।১ম

মন্ত্রস্থ এই অন্তরীক্ষ, আপঃ, ও সিন্ধু শব্দ, তৃতীয় লোকের পরিচয়—স্থলে গৃহীত। সিন্ধু শব্দের অর্থ সমুদ্র ও সমুদ্র শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ। সুতরাং যাহা তৃতীয় লোক, তাহা শূন্য হইতে পারে না। লোক শব্দের অর্থ ভুবন ও জন (লোকস্তু ভুবনে জনে) পরন্তু শূন্য নহে। অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন যে—

ত্রয়োলোকাঃ সম্মিতা ব্রাহ্মণেন. দ্যৌরেব অসৌ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষম্। ২২৯ পৃ ৩য় খণ্ড।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারেরা ইহা স্থির করিয়াছেন যে লোক তিনটী। যথা দ্যো, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ। তথাহি তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণং—

ত্রয় ইমে লোকাঃ। ভূরিত্যাহ প্রজা এব তদ্যজমানঃ সৃজতে, ভুব ইত্যাহ অস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি; সুবরিত্যাহ, সুবর্গ এব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি ইতি। ২৯পৃ

ভূঃ—ভুবঃ এবং সুবঃ বা সুবর্গ (স্বর্গ), লোক এই তিনটী। অতএব বেশ জানা গেল যে "অন্তরীক্ষ" একটী লোক বা ভুবন, পরন্তু শূন্য বা গগন নহে। শূন্য হইলে উহার সংখ্যা কি প্রকারে তিনটী হইতে পারে? যথা—

ত্রিরন্তরিক্ষং ৫।৫৩।৪ম

অন্তরীক্ষের সংখ্যা তিনটী। তুরুস্ক, পারস্য ও অপোগস্থানই এই অন্তরীক্ষত্রয়। বেদে ইহারাই "ত্রিধস্থ" নামের বিষয়ীভূত। ফলতঃ আকাশ ও অন্তরীক্ষ জনপদ না হইলে উহারা লোকের বাসস্থান হইতে পারিত না, উহাদের ভিতর দিয়া নদীও প্রবাহিত হইত না। আমরা কতিপয় উদাহরণপ্রদর্শনদ্বারা আমাদিগের এই উক্তির সমর্থন করিব।

১। অন্তরীক্ষে মনুষ্যবাস......যদুক্ত সূচি—

দিবি অন্যঃ সদনং চক্রে উচ্চা পৃথিব্যা মন্যঃ অধি অন্তরীক্ষে। ৪। ৪০। ২য়

পূষা দেব দিবে এক অত্যুচ্চ সদন করিলেন; অন্য একজন দেব সোম পৃথিবী বা অন্তরীক্ষে এক সদন করিলেন। তথাহি—তৈঃ সংহিতা—২।২।১২

তদ্বৎ পৃথিবীং বিস্তীর্ণ মন্তরীক্ষং তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যাম্ ইতি শ্রুতে

সেই প্রকার অন্তরীক্ষ একটী বিস্তীর্ণ পৃথিবী, উহা তৃতীয় পৃথিবী, উং।. তথাহি—

বিশ্বে দেবাঃ শৃণুত হবং মে, যে অন্তরীক্ষে, যে উপদ্যবিষ্ঠ। ১০। ৫২। ৬ষ্ঠ

যে সকল দেবতারা অন্তরীক্ষে ও দ্যো বা আদি স্বর্গের সমীপে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। তথাহি—

যে দেব্যাসো দিবি একাদশ স্থ. পৃথিব্যা মধি একাদশ স্থ,

অপ্স ক্ষিতো মহিনা একাদশ স্থ। ১১।১৪০।১ম

যে মহিমান্বিত দেবগণ দিবে একাদশ জন, ভারতবর্ষে একাদশ জন ও অন্তরীক্ষের বাসস্থানে একাদশ জন বাস করিতেছেন। তথাহি—

অত্র বসবো রুদ্র দেবা উরৌ অন্তরিক্ষে। ৩।৩৯।৭ম।

বসুরন্তরিক্ষসৎ। ৫। ৪০। ৪ম

ধবপ্রভৃতি অষ্টবসু বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে সুখে বাস করেন। তথাহি—তৈঃ ব্রাহ্মণং—

আন্তরিক্ষ্যশ্চ যাঃ প্রজাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ যে সর্ব্বাস্তাঃ। ১৪৩১পৃ

অন্তরীক্ষে যে সকল প্রজা বাস করেন, তাঁহারা (প্রায়) সকলেই গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাজাতীয়। তথাহি—

তস্থিবান্ অন্তরীক্ষে যঃ (বরুণ)। ৫। ৮৫। ৫ম

তত্র সায়ণভাষ্যং—যো বরুণঃ অন্তরিক্ষে তস্থিবান্।

যে বরুণ (মাতা মনুর সন্তান Uranas পারস্যবাসী) অন্তরীক্ষে বাস করেন। তথাহি—

অন্তরিক্ষস্য নৃভ্যঃ। ৬।১১০।১ম

তত্র সায়ণঃ—অন্তরিক্ষস্য অন্তরিক্ষলোকস্য মধ্যমস্থানস্য সম্বন্ধিভ্যো নৃভ্যঃ।

অন্তরীক্ষ জনপদের লোক সকল হইতে। তথাহি—

গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবে পদে। ১৪–২২–১ম

তত্র সায়ণঃ—তথা চ তাপনীয়-শাখায়াম্ সমাম্নায়তে—যক্ষগন্ধর্ব্বাপ্সরোগণ সেবিত মন্তরিক্ষম্।

যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের বাসস্থানের নাম অন্তরীক্ষ, উহা অতি স্থায়ী জনপদ। তথাহি মহাভারতম্—

অন্তরিক্ষস্য বিষয়ে প্রজা ইব চতুর্বিধাঃ।

বিষয় শব্দের অর্থ জনপদ (বিষয়ঃ স্যাৎ ইন্দ্রিয়ার্থে দেশে জনপদেষপি অমরঃ) অন্তরীক্ষ জনপদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ী বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি প্রকার প্রজার ন্যায়।

২। অন্তরীক্ষ লোকে যে লোকের বাসস্থান ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল আমরা অতঃপর দেখাইব যে উহার মধ্য দিয়া লোক যাতায়াতেরও পথ ছিল। তথাহি অথর্ব্ববেদ :—

যে পন্থানো বহবো দেবযানা
অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সঞ্চরন্তি। ৪২৪ পৃ। ১থ

দ্যো বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, এই মহাজনপদদ্বয়ের মধ্যে বহুসংখ্যক দেবযান পথ আছে। কতটী পথ? উক্তঞ্চ তৎ কৃষ্ণযজুষি—

যে চত্বারঃ পথয়ো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী বিয়ন্তি। ৯ ম খ—মহী শূঃ সং ১৯০ পৃ। বোম্বে—৩৫০পৃ।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে চারিটী দেবযান-পথ বর্ত্তমান। এই চারিটী পথ কি কি? খুব সম্ভব যে ইহার দুইটী পথ অন্তরীক্ষের এক দেশ অপোগস্থানমধ্যবর্ত্তী, উহার একটীর নাম "খাইবার পাশ"। অন্যটীর নাম "বোলান পাশ"। আর একটী পথ হিমালয়ভেদী, উহা বদ্রিনারায়ণের পথ, এই পথে যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানকরেন ও হরি বা বিষ্ণুও এই পথে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাই উহার নাম হরিদ্বার। ইহাকে "স্বর্গদ্বার"ও বলিয়া থাকে। অন্যটী দুর্জ্জয়লিঙ্গভেদী। উহা দারজিলিঙ্গের ভিতর দিয়া তিব্বত তাতার হইয়া মঙ্গলিয়া ও উত্তরকুরু পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথাহি ঋগ্‌বেদ :—

যে তে পন্থাঃ সবিতুঃ পূর্ব্ব্যাসো অরেণবঃ সুকৃতা অন্তরিক্ষে।
তেভি র্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভিঃ, রক্ষা চ নো অধি চ ব্রূহি দেব॥
১১৷৩৫৷১ম।

হে দেব! অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া সবিতৃদেববিনির্ম্মিত যে সকল প্রাচীন পথ আছে, ঐ সকল পথ অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত এবং ধূলিপরিশূন্য। আপনি আমাদিগকে সেই সকল সুগম পথে লইয়া গিয়া রক্ষা করুন ও আমাদিগের যাহাতে হিত হয়, তাহা বলুন।

অতএব যে অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া দেব,দানব ও মানবগণের যাতায়াতের পথ ছিল, সে অন্তরীক্ষ শূন্য গগন নহে। এ পথে যে মানুষ যাতায়াত করিত,

তাহার প্রমাণ কই? প্রমাণ অসংখ্য। যদাহ অথর্ব্ববেদঃ—

ইন্দ্র মহং বণিজং চোদয়ামি, স্ত্বদন্নরাতিং পরিপন্থিনং মৃগম্॥ ৪২৩ পৃ।১খ

যথা ক্রীত্বা ধন মাহরাণি॥ ৪২৪ পৃ। ঐ

আমি দেবযানপথে ইন্দ্রের নিকট বাণিজ্যদ্রব্য সহ বণিক্ পাঠাইব তিনি এ বিষয়ে আমাদের অগ্রণী প্রভু হউন। তিনি পথের দস্যু ও তস্করাদি শত্রু এবং ব্যাঘ্রভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু নিরাকৃত করিয়া পথ সুগম করিয়া দিন্। যাহাতে আমরা স্বর্গে ক্রয়বিক্রয়দ্বারা কিছু ধনলাভ করিতে পারি। তথাহি

অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপা অবচাকশৎ মুনি দেবস্য দেবস্য

সৌকৃত্যায় সখা হিতঃ। ৪। ১৩৬। ১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যং.....মুনিঃ অস্যা ঋচো দ্রষ্টা বৃষাণক ঋষি বাতরূপতাং সূর্য্যাত্মতাং বা তত্তদুপাসনয়া প্রাপ্তঃ সন্ অন্তরিক্ষেণ আকাশেন পততি গচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন্? বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি রূপাণি রূপ্যমাণানি পদার্থজাতানি অবচাকশৎ অভিপশ্যন্ স্বতেজসা দর্শয়ন্, তথা দেবস্য দেবস্য সর্ব্বস্যাপি দেবস্য সখা সখিভূতঃ, অতএব সৌকৃত্যায় সুষ্ঠু, দেবানাং উদ্দিশ্য ক্রিয়মাণং যাগাত্মকং কর্ম্ম সুকৃতং তস্য ভাবায় সম্যক্ অনুষ্ঠাপনায় হিতো নিহিতঃ স্থাপিতো ভবতি।৪

দত্তজানুবাদ—যিনি মুনি হন, তিনি আকাশে উড্ডীন হইতে পারেন, সকল বস্তু দেখিতে পান। যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রিয় বন্ধু। সৎকর্ম্মের জন্যই তিনি জীবিত আছেন।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই ভ্রষ্ট, অন্তরীক্ষ গগন (শূন্য) নহে, ঋষিরা বায়ুরূপে বা সূর্য্যরূপেও উহা দিয়া গমন করিতেন না। ফলতঃ ইহা নরনারীগণের গন্তব্য ভৌম পথ।

প্রকৃতার্থবাহিনী……মুনিঃ স্থিরধীঃ (স্থিরধী মুনি রুচ্যতে) ধৈর্য্যশালী দেবস্য দেবস্য দেবানাং হিতঃ হিতকারী সখা বামনবিষ্ণুঃ দেবানাং সৌকৃত্যায় সৌকর্য্যায় বিশ্বা নানাবিধানি রূপা রূপাণি অন্তরীক্ষস্য প্রাকৃতিকশোভাদীনি অবচাকশৎ সংপশ্যন্ অন্তরিক্ষেণ অন্তরীক্ষমধ্যবর্ত্তিনা দেবযানপথেন সুর বর্ত্মনা পততি স্বর্গং গচ্ছতি স্বর্গাদ্ ভারতবর্ষ মাগচ্ছতি চ ইত্যর্থঃ।৪

দেবগণের হিতৈষী বন্ধু স্থিরবুদ্ধি বামন বিষ্ণু দেবগণের কার্য্যসৌকর্য্যার্থ

অন্তরীক্ষের এক দেশ অপোগস্থানের নানা প্রকার প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে অন্তরীক্ষের পথে গমন করেন। তথাহি—

অন্তরীক্ষেণ পতথো রোদসী। ৬।১০।৮ম

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া স্বর্গ ও ভারতবর্ষে যাতায়াত করিয়া থাক। তথাহি—

বাং রথঃ সমুদ্রে অশ্বিনা ঈয়তে। ১৮।৩০।১ম

তত্র সায়ণঃ—হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ বাং রথঃ সমুদ্রে অন্তরীক্ষে ঈয়তে গচ্ছতি।

অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনৌ অধি অন্তরিক্ষেণ যাতবে। ৮। ৬৩। ৯ম

বৈবস্বত মনু অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া ভারতে আসিবেন, এজন্য বিশুদ্ধ চেতাঃ সূর্য্যদেব তাঁহাকে একটী অশ্ব প্রদান করেন।

অতএব যে অন্তরীক্ষ একটী লোক, যেখানে বহু লোকের বসবাস, যাহার ভিতর দিয়া যাতায়াতের পথ ছিল, উহা গগন বা শূন্য হইতে পারে না? কেন? বিমানসাহায্যেও ত লোকে গগনমার্গে গমন করিতে পারেন? হাঁ তাহা পারিতেন ও পারেন, কিন্তু শূন্য দিয়া "এতশ" বা অশ্ব গমন করিতে পারে না। উহা কেন কল্পিত অশ্ব হউক না? না তাহা নহে। কেন না অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া যে উত্তালতরঙ্গময়ী তরলা নদী প্রবাহিত হইত, তাহাও বিষ্ণু পুরাণে দেখা যায়। যথা—

পূর্ব্বেণ শৈলাৎ সীতা তু শৈলং যাতান্তরিক্ষগা।
ততশ্চ পূর্ব্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বেনৈতি সাগরম্ ॥ ৩৩।২৩।২ অংশ

সীতা নদী (বর্ত্তমান ইয়াং শিকিয়াং) পশ্চিম দিকের পর্ব্বত হইতে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া অন্য পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ভদ্রাশ্ব বর্ষ বা চীনদেশের ভিতর দিয়া চীন সমুদ্রে পতিত হয়।

অতএব এ অন্তরীক্ষ শূন্য গগন হইতে পারে না। সায়ণও স্বকীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন—

অন্তরিক্ষে—দ্যাবাপৃথিব্যো র্মধ্যবর্ত্তিলোকে। ১৬৭ পৃ ১ম খণ্ড অথর্ব্ববেদ।

অন্তরিক্ষেণ—দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যবর্ত্তিলোকেন (৬২৪ পৃ ঐ)।

অন্তরীক্ষ, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যবর্ত্তি লোক, তদ্দ্বারা। তথাহি—অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্বাদিভিঃ সেবিতে মধ্যমলোকে। ২।৯।৮ম

যে স্থানে গন্ধর্ব্বপ্রভৃতি জাতির বসবাস, সেই স্থানের নাম অন্তরীক্ষ। উহা মধ্যম লোক। মধ্যম লোক কি?

ভূর্ভুবঃ স্বঃ

এই ত্রিলোকীর মধ্যে "ভুবঃ" বা অন্তরীক্ষ মধ্যম লোক। তথাহি—

আ যাতম্ অন্তরিক্ষাৎ ৩।৮।৮ম।

তত্র সায়ণঃ অন্তরিক্ষাৎ অন্তরা ক্ষান্তাৎ মধ্যমাৎ লোকাৎ।

যাহা অন্তরা অর্থাৎ মধ্যে ক্ষান্ত হইয়াছে, উহার নাম অন্তরীক্ষ, উহা মধ্যম লোক।

ইহা যাস্ককৃত ব্যুৎপত্ত্যর্থের অনুবাদ। অভিপ্রায়, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা বিদ্যমান, সেই শূন্যই অন্তরীক্ষ, পরন্তু ঋষিগণ সে অর্থে উহা ব্যুৎপাদিত বা প্রযুক্ত করেন নাই। শূন্যও কি একটা লোক হয়? ফলতঃ—

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ

অন্তর্মধ্যে ঈক্ষ্যতে দৃশ্যতে ইতি "অন্তরীক্ষং"

যাহা স্বর্গ (মঙ্গলিয়া) ও পৃথিবীর (ভারতবর্ষের) মধ্যে দৃষ্ট হয়, উহার নাম অন্তরীক্ষ।

কেন? ভারতবর্ষ ও মঙ্গলিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে ত কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত) ও হরিবর্ষই (তাতার) বিদ্যমান? উক্ত তিব্বত ও তাতারই কেন? অন্তরীক্ষ হউক না

হাঁ তা ঠিক, কিন্তু যখন স্বঃ (দ্যো) ও ভূঃ (পৃথিবী) বা ভারতবর্ষের জন্ম হয়, তখন তিব্বত ও তাতার সাগরগর্ভে ছিল। অন্তরীক্ষ বা তুরুষ্ক, পারস্য ও আপোগস্থানের উৎপত্তির সময়েও তিব্বত ও তাতার মাথা তোলা দিয়াছিল না, কাজেই তিব্বত ও তাতারের পূর্ব্বে উৎপন্ন ভুবর্লোকই অন্তরীক্ষ নাম ধারণ করে।

আচ্ছা তবে বিষ্ণুপুরাণ তিব্বতকে অন্তরীক্ষ বলিলেন কেন? সীতাগাৎ অন্তরিক্ষগা? সীতা নদী ত তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানীস্থানবাহিনী নহে?

এ অতি সত্য কথা। তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়া বা আকাশ অন্তরীক্ষ নহে। কিন্তু যখন দিবের নামও স্বর্গ বা স্বঃ হয়, ও স্বঃ বা দ্যোর নাম "পিতা" (Father land) হইয়াছিল, তখন কতকগুলি ভ্রান্ত ঋষি দ্যো ও দিব্‌কে এক ভাবিয়া দিব্ (সাইবেরিয়া) ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী—

তিব্বত (কিংপুরুষবর্ষ),তাতার (হরিবর্ষ) ও মঙ্গলিয়া (ইলাবৃত বর্ষ)

এই ত্রিনাককেই অন্তরীক্ষ ঠাহরিয়া বসেন। তাই ঋগ্‌বেদ কিম্পুরুষবর্ষবাসী বসুগণকে "অন্তরিক্ষসং" ও বিষ্ণুপুরাণ, সীতা নদীকে "অন্তরিক্ষগা" বলিয়া সংসূচিত করেন। তৎপুর তত্ত্বজ্ঞেরা বাধা হইয়া ত্রিনাককে "দিব্যং নভঃ" অর্থাৎ "স্বর্গীয় অন্তরীক্ষ" ও "মধ্যস্থান" বলিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু পৌরাণিকগণ ও কাব্যকোষকারেরা শূন্যকেই নভঃ, ব্যোম, আকাশ ও অন্তরীক্ষ ভাবিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু উহা প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরন্তু নভঃ, অন্তরীক্ষ ও ভুবর্লোক এক, এবং তুরুষ্ক, পারস্য, অপোগস্থানই সেই অন্তরীক্ষ বা মধ্যম লোক।

কিন্তু "নভঃ" শব্দ ত নিঘণ্টুতে অন্তরীক্ষপর্য্যায়ে গৃহীত হয় নাই? নিঘণ্টু ত পৃশ্নিশব্দকেও উক্ত প্রকরণে গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন? ফলতঃ নভ: ও পৃশ্নি, এই উভয় শব্দই অন্তরীক্ষবাচী।

তবে আশ্চর্য্য এই যে সায়ণের একজন শিষ্য ভিন্ন আর কেহই পৃশ্নির প্রকৃতার্থ যে অন্তরীক্ষ, তাহা জানিতে পারেন নাই। দয়ানন্দ উহার অনুবর্ত্তন করিয়াও অন্তরীক্ষকে শূন্য বলিয়াছেন। আমরা সায়ণের ভ্রমপ্রদর্শনার্থ এখানে পৃশ্নিশব্দের কতিপয় সায়ণব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিব। যথা—

১। মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ। ১০। ২৩। ১ম। তত্র সায়ণঃ......পৃশ্নের্নানাবর্ণযুক্তায়া: ভূমেঃ পুত্রাঃ। মরুদ্‌গণ ইন্দ্র-সৈনিক, পৃশ্নি তাঁহাদের মাতৃভূমি, নানাবর্ণবিশিষ্ট ভূমির নাম পৃশ্নি। তথাহি—

২। পৃশ্নিমাতরো মর্ত্তাসঃ। ৪। ৩৮। ১ম। তত্র সায়ণঃ...হে পৃশ্নিনামক ধেনুপুত্রা মরুতঃ। হে পৃশ্নিনামক ধেনুর পুত্র মরুদ্‌গণ। তথাহি—

৩। মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ। ৭। ৮৯। ১ম। তত্র সায়ণ......পৃশ্নির্নানাবর্ণা গৌঃ মাতা যেষাম্। নানাবর্ণবিশিষ্ট গোই মাতা যাহাদিগের।

তথাহি—

৪। যাভিঃ পৃশ্নিগুং পুরুকুৎসমাবৎ। ৭। ১১২। ১ম। এখানে সায়ণ "পৃশ্নিগু" (পুরুকুৎসের বিশেষণ) শব্দের কোনও ব্যাখ্যাই করেন নাই। কেন? সুগমং!!

৫। ধেনুঞ্চ পৃশ্নিং। ৩। ১৬০। ১ম। তত্র সায়ণঃ......পৃশ্নিং শুক্লবর্ণাং ধেনুং প্রীণয়িত্রীং ভূমিম্। পৃশ্নি শুক্লবর্ণা ধেনু ও প্রীণয়িত্রী ভূমি!!

৬। পৃশ্নেঃ মাতুঃ পদে পরমে। ১০। ৫। ৪ম। তত্র সায়ণঃ........পৃশ্নে র্গো র্মাতুঃ পরমে পদে। পৃশ্নি গো মাতার উৎকৃষ্ট স্থানে। তথাহি—

৭। পৃশ্নিং বোচন্ত মাতরং।১৬।৫২।৫ম

তত্র সায়ণঃ—তে পৃশ্নিং দ্যুদেবতাং পৃশ্নিবর্ণাং গাং বা মাতরং বোচন্ত অব্রুবন্। তাঁহারা পৃশ্নিকে মাতা বলেন। পৃশ্নি দ্যুদেবতা বা পৃশ্নিবর্ণা গাভী!!

৮। অধি সানু পৃশ্নেঃ।৪।৬।৬ম। তত্র সায়ণঃ—পৃশ্নেঃ নানারূপায়াঃ ভূমেঃ। পৃশ্নিশব্দের অর্থ নানাবর্ণা ভূমি। তথাহি—

৯। পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়ঃ।২২।৪৮।৬ম। তত্র সায়ণঃ......পৃশ্ন্যাঃ মরুতাং মাতুর্গোঃ। পৃশ্নি মরুৎদিগের মাতা গো, তাহার। তথাহি—

১০। আয়ং গৌঃ পৃশ্নি রক্রমীৎ।১।১৮৯।১০ম। তত্র সায়ণঃ—পৃশ্নিঃ প্রাপ্তবর্ণঃ প্রাপ্ততেজাঃ অয়ং সূর্য্যঃ। এই যে প্রাপ্ততেজাঃ সূর্য্য, ইহার নাম পৃশ্নি।

এই দশটী উদাহরণদ্বারা জানা যায়, এই দশটী ব্যাখ্যাই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দশজন লোকের। অথচ ইঁহারা একজনও পৃশ্নি শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত ছিলেন না, ইঁহারা নিঘণ্টুর অর্থও পছন্দ করেন নাই। স্বয়ং যাস্কও পৃশ্নি শব্দের প্রকৃতার্থ জানিতেন না। তিনি বলিতেছেন যে—পৃশ্নিগর্ভা প্রাষ্টবর্ণগর্ভা আপ ইতি বা (২৭৬পৃ ২য় ভাগ) "প্রাষ্টবর্ণগর্ভা" শব্দের অর্থ কি, তাহা যাস্কই জানিতেন। তবে তিনি যে "আপঃ" ইতি বা, বলিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় যেন পৃশ্নি অন্তরীক্ষ (আপঃ), তিনি এরূপও মনে করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে তিনি "পৃশ্নিঃ—আপঃ" এরূপ না বলিয়া "পৃশ্নিগর্ভা আপঃ" এরূপ বলিবেন কেন? যাহাহউক একমাত্র একজন সায়ণশিষ্যই এই পৃশ্নি শব্দের প্রকৃতার্থ বোধে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১১। হুহুহে পৃশ্নিরুধঃ। ১। ৬৬। ৬ম। তত্র সায়ণশিষ্যবিশেষঃ— "পৃশ্নিরন্তরিক্ষং", অন্তরীক্ষই পৃশ্নি। কিন্তু অন্যেরা যখন জানেন যে অন্তরীক্ষ মেঘ-বায়ু ও পক্ষিপ্রভৃতির সঞ্চরণস্থান গগন, তখন তাঁহারা কেমন করিয়া পৃশ্নিকে জনপদ অন্তরীক্ষ বলিবেন? কাজেই এক এক জনে এক এক মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়া রেহাই লইয়াছেন।

যাহা হউক অন্তরীক্ষ যে শূন্য গগন নহে, তাহা বোধ হয় আর কাহারও বুঝিতে দ্বিধা হইবে না। এই ভারতবর্ষহইতে মাতৃমনুনন্দন বরুণ (Uranas) ত্যতান ও বায়ুপ্রভৃতি এবং বৃত্র,বল ও পণিনামক অসুরগণ এবং স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া হইতে দেবমনুষ্যগণ অন্তরীক্ষে যাইয়া যে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে দেখাইব। সম্প্রতি নভও যে শূন্য নহে, পরন্তু জনপদ, তাহা দেখাইব। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন যে—

মৈত্রেয় উবাচ

কথিতং ভূতলং ব্রহ্মন্ মমৈতদখিলং ত্বয়া।
ভুবর্লোকাদিকান্ লোকান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে॥ ১

পরাশর উবাচ।

রবিচন্দ্রমসো যাবৎ ময়ূখৈরবভাস্যতে।
সসমুদ্রসরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা॥ ৩
যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলাৎ।
নভস্তাবৎপ্রমাণং বৈ ব্যাসমণ্ডলতো দ্বিজ॥ ৪। ৭অ—২ অংশ

তত্র শ্রীধরস্বামী—নভো ভুবর্লোকাখ্যং। দ্যাবাপৃথিব্যো র্লোকা লোকপরিচ্ছিন্নয়োরন্তরালবর্ত্তী ভুবর্লোকঃ।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মুনে! আপনি আমার নিকট ভূতলের কথা বলিয়াছেন, এখন ভুবর্লোকপ্রভৃতির কথাও বলুন। পরাশর বলিলেন যে, হে মুনে! যে পর্য্যন্ত স্থান চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণদ্বারা আলোকিত হয়, তৎ সমুদায় স্থানের নাম "পৃথিবী"। উহা সমুদ্র, নদ, নদী এবং পর্ব্বতভূয়িষ্ঠা। আর বিস্তার ও পরিধিতে পৃথিবীর যে ভূমি-পরিমাণ, ব্যাস ও পরিধিতে নভের পরিমাণও তৎপরিমিত।

এই নভেরই নামান্তর ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ উহা আদি স্বর্গ দ্যো ও

পৃথিবীর (ভারতবর্ষের) মধ্যবর্ত্তী। অমর পৌরাণিকভ্রমবশতঃ উহাকে গগন বা খং (শূন্য) বলিতেছেন।(নভোঽন্তরীক্ষং গগনং—ইত্যমরঃ)।

পরমার্থতঃ এখানে "ভূতল" ও "পৃথিবী" শব্দ একমাত্র ভারতবর্ষের অববোধক, আর "নভঃ শব্দ ভুবর্লোকার্থবাচী। কিন্তু পুরাণকর্ত্তা তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাই বলিয়াছেন,

"চন্দ্র ও সূর্য্যের আলোকে যে পর্য্যন্ত স্থান আলোকিত হয়, উহার নাম পৃথিবী"

সুতরাং ইহা 'ভূমণ্ডল" (world) ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু তিনি পরে যে পৃথিবীশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা ভারতবর্ষ ভিন্ন ভূমণ্ডল বাচী নহে এবং হইতে পারে না। আর তিনি যে বলিয়াছেন যে—

"পৃথিবীরও ভূমিপরিমাণ (Area) যত, নভেরও ভূমিপরিমাণ তত।"

তাহাতেই বেশ জানা যাইতেছে যে "ভুবর্লোক" বা "নভঃ" অনন্ত গগন নহে, পরন্তু সীমাবদ্ধ কোনও সান্ত জনপদ। অনন্ত গগনের ব্যাস ও পরিধি থাকিতে পারে না ও নাই। অপার আটলাণ্টিকের পার বাহির হইয়াছে, কিন্তু অনন্ত ও অসীম গগনের পার নাই ও পাওয়াও যাইবে না।

অতএব পুরাণের মতেও নভঃ বা ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, শূন্য গগন নহে। আচ্ছা তবে কেন বিষ্ণুপুরাণ পরক্ষণেই বলিলেন যে—

> পাদগম্যং তু যৎ কিঞ্চিৎ বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ং।
> স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ-
> ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতং।
> ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়োমুনিসত্তম॥১৭ ৭অ—২অংশ

হে মুনিসত্তম! এই পৃথিবীতে যে কোনও বস্তু পাদগম্য, উহার নাম "ভূর্লোক"—আমি পূর্ব্বেই ইহার বিস্তার বলিয়াছি; আর যে সমুদায় স্থান পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী এবং সিদ্ধপ্রভৃতি ঋষিগণনিষেবিত, উহার নামই ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ, উহা দ্বিতীয় লোক।

সুতরাং এ ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ শূন্য গগন না হইয়া কি প্রকারে ভুবন বা জনপদ হইতে পারে? পৃথিবী ও দিবাকরের মধ্যে ত কেবল শূন্যই বিরাজমান?

ইহা সম্পূর্ণই সত্য। কিন্তু পুরাণপ্রণেতা যেমন ভ্রমবশতঃ পাদগম্য বস্তুকে

"পৃথিবী" বলিয়াছেন (বস্তুতঃ এ পৃথিবী ভারতবর্ষ), তদ্রূপ তাঁহার লেখনীহইতে একটী সত্য কথাও বাহির হইয়া গিয়াছে।

"ভুবর্লোক—সিদ্ধাদি মুনিসেবিত"

দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ভূচর মুনিঋষিরা মনুষ্য ভিন্ন শ্যেন বা শকুন নহেন। সুতরাং তাঁহাদিগের অধিষ্ঠান ভুবর্লোক, জনপদ ভিন্ন শূন্য হইতে পাবে না। আর এই সূর্য্যও,জড় সূর্য্য বা দিবাকর নহে,পরন্তু অদিতিনন্দন সূর্য্য, তিনি সামবেদের মন্ত্রসমাহর্ত্তা ও সাবর্ণিমনুর পিতা এবং সাবর্ণিগোত্রীয় লোকদিগের পূর্ব্ব পিতামহ, আর এই ভূমিশব্দও একমাত্র ভারতবর্ষাবধোক।

সে কি কথা? একদিকে ভারতবর্ষ, আর অন্য দিকে সাবর্ণির পিতা দেবতা সূর্য্য, এরূপে কি কেহ কোনও ভুবনের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন? হাঁ এরূপ বলার রীতি ও প্রথা নাই সত্য, কিন্তু এই সূর্য্যশব্দের লাক্ষণিক অর্থ—

"সূর্য্যাধিকৃত আদি স্বর্গ দ্যো বা স্বর্গলোক"।

পূর্ব্বকালে বৈদিক যুগে ঋষিরা সম্বন্ধী ও সম্বন্ধে প্রথমা বিভক্তি দিয়া বাক্য রচনা করিতেন। যেমন—

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ,

আদিত্যোদ্যৌর্ভবতি। পৃশ্নি রাদিত্যো ভবতি।

ইহাদের অর্থ ইহাই যে প্রজাপতি চন্দ্রের সংবৎসর; পৃশ্নি বা দিব্য নভঃ অদিতিনন্দন সূর্য্যের; প্রজাপতি সূর্য্যের অহঃ ও রাত্রি জনপদ এবং অদিতি নন্দন আদিত্য সূর্য্যের দ্যো বা আদি স্বর্গ জনপদ। কেননা আদি স্বর্গ দ্যোতে— ইন্দ্রের ন্যায়—

চন্দ্র, সূর্য্য, যম ও শিবপ্রভৃতিও

পালাক্রমে আধিপত্য (ইন্দ্রত্ব) করিয়াছেন। তাই বিষ্ণুপুরাণ এখানে সেই দ্যো বা "তিস্রো দ্যাবাঃ"কে (তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়াকে) "সূর্য্য বলিয়াছেন। শ্রুতিও বলিতেছেন যে—

"দেবানাং হি এতৎ পরমং জনিত্রং যৎ সূর্য্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ।১।৫৬।১০ম ভাষ্যম্

দেবতাদিগের যে পরম পবিত্র জন্মভূমি, উহাই সূর্য্য অর্থাৎ সূর্য্যের শাসনাধীন স্থান (দ্যো বা আদি স্বর্গ)।

যাহা হউক আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিলাম, আশা করি তৎপাঠে চক্ষুষ্মান্ হৃদয়বান্ ও বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ তাহাতে ইহাই মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন যে অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক শূন্য নহে, পরন্তু উহা দেবমনুষ্যযক্ষগন্ধর্বাদি-নিষেবিত একটী মহাজনপদ, যাহা স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী।

অন্তরীক্ষ বর্ত্তমান্ কোন স্থান !

অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক যেন শূন্য গগন নহে, পরন্তু উহা কোনও মহাজনপদ। কেন না বেদের বহু মন্ত্রেই—

উরু অন্তরিক্ষং

এরূপ বাক্য প্রযুক্ত দেখা যায়। কিন্তু সে মহাজনপদ বর্ত্তমান মানচিত্রের মধ্যে কোন্ মহাদেশ ?

আমরা ভৌমকাণ্ডে দেখাইয়াছি যে, "অন্তরীক্ষ"ও পুরাণের "কেতুমালবর্ষ" অভিন্ন। আমরা এই পুস্তকে ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছি ও করিব যে—

স্তো—মঙ্গলিয়া, তিস্রো দ্যাবঃ—ত্রিনাক (তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়া)।

পৃথিবী—ভারতবর্ষ। সুতরাং দ্যাবাপৃথিবী বা স্বর্লোক ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থান তুরুস্ক, পারস্য ও আফগানীস্থানই (অপোগ স্থান) কেতুমালবর্ষ বা অন্তরীক্ষ। পুরাণে নববর্ষের যে অবস্থান বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতেই জানা যায় যে—সপ্তভুবন ও নববর্ষ এক—

১।	ভারতবর্ষ	ভূঃ বা ভূর্লোক,
২।	কেতুমালবর্ষ	ভুবর্লোক (অন্তরীক্ষ) বা তুরুস্ক-পারস্যা-পোগস্থান ;
৩।	কিম্পুরুষবর্ষ	তিব্বত } স্বঃ বা স্বর্লোক
৪।	হরিবর্ষ	তাতার } স্বঃ বা স্বর্লোক
৫।	ইলাবৃতবর্ষ	মঙ্গলিয়া } স্বঃ বা স্বর্লোক
৬।	রম্যকবর্ষ	মহর্লোক (দঃ সাইবিরিয়া)
৭।	হিরণ্ময়বর্ষ	তপোলোক (মধ্য সাইবিরিয়া)
৮।	উত্তরকুরুবর্ষ	সত্য বা ব্রহ্মলোক (উত্তর সাইবিরিয়া)
৯।	ভদ্রাশ্ববর্ষ	জনলোক (চীন)।

(যাহা ছাপা হইতেছে) "ভৌমকাণ্ড" পাঠে সকলে ইহার বিস্তৃত

বিবরণ জানিতে পারিবেন। আমাদিগের এই সিদ্ধান্তে কাহারও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই, ইহা প্রমাণসিদ্ধ স্বীকৃত সত্য।

অতঃপর আমরা তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানই যে অন্তরীক্ষ, ইহার ভৌগোলিক প্রমাণ দিব।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া গিয়াছেন যে—

আন্তরিক্ষ্যশ্চ যাঃ প্রজা গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ যে সর্ব্বাস্তাঃ। ১৪৩১ পৃ

অন্তরীক্ষে যে সকল প্রজা বাস করেন, তাঁহারা জাতিতে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাপ্রভৃতি। তথাহি অথর্ব্ববেদঃ—

যে অন্তরিক্ষে যে চ দিবি পৃথিব্যাং যে চ মানবাঃ। ১৮৭ পৃ ৩খণ্ড

অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষে যে সকল মনুষ্য বাস করেন। তথাহি ঋগ্‌বেদঃ—

সমুদ্রিয়া অপ্সরসঃ।৩।৭৮।৯ম

অপ্সরোগণ সমুদ্র বা অন্তরীক্ষবাসী (সমুদ্র—অন্তরীক্ষ, নিঘ ১৯পৃ)। তথাহি—

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ।১
স নির্যযৌ জনৌঘেন মহতা কেকয়াধিপঃ।
ত্বরমাণো ঽভিচক্রাম গন্ধর্ব্বান্ কেকয়াধিপ: ॥২
ভরতশ্চ যুধাজিচ্চ সমেতৌ লঘুবিক্রমৌ।
গন্ধর্ব্বনগরং প্রাপ্তৌ সবলৌ সপদানুগৌ ॥৩
ততঃ সমভবৎ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।
সপ্তরাত্রং মহাভীমং ন চান্যতরয়োর্জ্জয়ঃ ॥৫
হতেযু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে ॥১০
তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ ॥১১

রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড। ১০১ সর্গ।

কেকয়াধিপ যুধাজিৎ সেনাপতি ভরত আসিয়াছেন, ইহা শুনিয়া তিনি বহু লোক সহ নির্গত হইয়া অতি দ্রুত গন্ধর্ব্বদিগের দেশে উপনীত হইলেন। এইরূপে যুধাজিৎ ও ভরত সসৈন্যে উপস্থিত হইলে গন্ধর্ব্বদিগের সহিত সাতদিন সাত রাত্রি পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কাহারই হার জিত

ঠিক হইল না। অনন্তর গন্ধর্ব্বেরা নিহত হইলে কেকয়ীতনয় ভরত গন্ধর্ব্বদিগের দেশ গান্ধার জনপদে আপনার পুত্র তক্ষ ও পুষ্করের নামে দুইটী প্রসিদ্ধ নগর স্থাপন করিয়া উহাদিগকে তত্তদ্দেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

সেই তক্ষশিলাই বর্ত্তমান "ট্যাক্ছিলা" ও পুষ্করাবতীই বর্ত্তমান "পেশোয়ার" নগর। ঐসময়ে সপ্তসিন্ধু পর্য্যন্ত কাবুলের অন্তর্গত ছিল। যাহা হউক গান্ধার দেশ যখন আফগানিস্থানে, উহা যখন গন্ধর্ব্বদিগের দেশ, তখন গন্ধর্ব্বদিগের দেশ উক্ত আফগানিস্থান যে অন্তরীক্ষের এক দেশ, তাহা সপ্রমাণ হইল। অতঃপর তুরুস্ক ও পারস্যও যে অন্তরীক্ষের একৈকদেশ, তাহা আমরা বরুণ বৃত্রাদির অন্তরীক্ষে গমনপ্রকরণে দেখাইব।

সপ্তদশাধ্যায়।

স্বঃ বা স্বর্লোক।

"ভূর্ভুবঃ স্বঃ" লইয়া ত্রিভুবন। তন্মধ্যে ভূঃ ও ভুবর্লোকের কথা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি স্বঃ বা স্বর্লোকের কথা বলা যাইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে "মানবের আদি জন্মভূমি" বিষয়ক গ্রন্থে আবার "স্বর্গ" ও "নরকের" কথা কেন? ও সব ত পারলৌকিক ব্যাপার? না তাহা নহে উক্ত "স্বঃ"ই আমাদিগের জগতের সকল নরনারীর আদি জন্মভূমি বা আদি পিতৃগৃহ, তথাহইতেই শ্বেত, কৃষ্ণ, আর্য্য, অনার্য্য, সকল লোক পৃথিবীর চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত স্বর্গ নরকের কথাই, বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে।

ফলতঃ পারলৌকিক স্বর্গ ও পারলৌকিক নরকের কথা, হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় না। যে সকল স্বর্গনরকে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দৈত্যদানবেরা বাস করিতেন, উহার একটী স্থানও ভৌম ভিন্ন পারলৌকিক নহে। উক্তঞ্চ শ্রীমতা ভাস্করা-

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ, ঊর্দ্ধে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ।

মেরুপর্ব্বতে দেবতা ও সিদ্ধ ঋষিগণ বাস করেন, আর দৈত্য ও দানবগণ বাড়বানলপ্রধান নরকে বাস করিয়া থাকেন।

এই স্বর্গ দ্বিবিধ, আদি স্বর্গ ও নূতন স্বর্গ। মানবের আদি জন্মভূমি দ্যো বা মঙ্গলিয়া আদি স্বর্গ এবং ব্রহ্মার দিব্ বা দ্যুলোক, নূতন স্বর্গ। তবে কেন অমরাদি দ্যো ও দিব্‌কে একপর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন?

সে দোষ কেবল অমরাদির নহে। অনেক বৈদিক ঋষি, সমস্ত পুরাণকার রামায়ণ, মহাভারত এবং কোষকাব্যকর্ত্তারাও সেই দোষে দোষী। অমর লিখিয়াছেন যে—

স্বরব্যয়ং স্বর্গনাকত্রিদিবত্রিদশালয়াঃ সুরলোকো দ্যোদিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ৌ ক্লীবে ত্রিপিষ্টপম্।

স্বঃ (অব্যয়), স্বর্গ, নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়, সুরলোক, দ্যো ও দিব্ (স্ত্রীলিঙ্গে) এবং ত্রিপিষ্টপ (ক্লী), এই কয়েকটী শব্দ স্বর্গবাচক।

হাঁ এ অতি সত্য কথা, এই কয়েকটী শব্দ যথার্থই স্বর্গলোকবাচী। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে স্বঃ, নাক ও দ্যো, একমাত্র আদি স্বর্গবাচী, আর ত্রিদিব, দিব্ ও ত্রিপিষ্টপ (ত্রিবিষ্টপ, বিষ্টপ) শব্দ ব্রহ্মার নূতনস্বর্গবাচক। আর "ত্রিদশালয়" ও "সুরলোক" শব্দ দুইটী যে কোনও স্বর্গবাচী অর্থাৎ সাধারণ।

ফলতঃ যে প্রকার বৈয়াকরণেরা অদ্যতন, অনদ্যতন (হ্যস্তন) ও পরোক্ষা, অতীতকালের এই তিনটী বিভক্তিকে লাগাম দিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেও নিরঙ্কুশ কবিরা প্রয়োগবিষয়ে অপব্যবহার করিয়াছেন, তদ্রূপ বৈদিক ও লৌকিক নিরঙ্কুশ কবিরাও দ্যো ও দিবের প্রয়োগবিষয়ে বহু ব্যভিচার ঘটাইয়াছেন। পুরাণকর্ত্তা ও কোষকারগণ তদনুসরণকারী, সুতরাং প্রমাদগ্রস্ত। এমন কি অনেক বৈদিক ঋষি দ্যো ও দিব্‌কে শূন্যগগন বলিতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। একালের দয়ানন্দপ্রভৃতি মনীষিবৃন্দও

দ্যৌরাদিত্যো ভবতি

এই শ্রুতির প্রকৃতার্থ বুঝিতে না পারিয়া সূর্য্যকেই দ্যোঃ" বলিতে সমগ্রসর। ফলতঃ দ্যো আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও দিব্ ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ(সাইবিরিয়া)। কি প্রকারে সমুদ্রগর্ভে দ্যো ও পৃথিবী (দ্যাবাপৃথিবী) অর্থাৎ স্বর্গ ও ভারতবর্ষের

উৎপত্তি হইয়াছে,তাহা আমরা বলিয়াছি। অহো তথাপি পৌরাণিকগণ এহেন সমুদ্রগর্ভপ্রভব ভৌম স্বর্গকে পারলৌকিক বলিতে সমুৎক! আর ইহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, নিঘণ্টুকার তদীয় কোষে দ্যো বা দিব্ শব্দকে স্বর্গপর্য্যায়ে গ্রহণ করেন নাই, অথচ দ্যো শব্দ দিবসার্থে গ্রহণ করিয়াছেন (৪৪পৃ নিঘণ্টু), আর টীকাকার দেবরাজ যজ্বা উহার কোনও শিষ্টপ্রয়োগও দেখাইয়া দিতে পারেন নাই। অবশ্য তিনি কতকগুলি দিব ও দ্যুশব্দ ঘটিত মন্ত্রের অধ্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু দ্যোশব্দ ভিস্-বিভক্তিযোগে "দ্যোভিঃ" ভিঃ "দ্যুভিঃ" হইয়া থাকে না। দিব্+ভিস্=দ্যুভিঃ হয় বটে, কিন্তু দিব্ শব্দ সু-বিভক্তিতে "দ্যৌঃ" হওয়ার কোনও কারণ নাই। দ্যো+সু=দ্যৌঃ হয় বটে। ফলতঃ দ্যো ও দিব্ এক নহে।

নিঘণ্টুকার যে কেবল স্বর্গপর্য্যায়ে দ্যো ও দিব্ শব্দের পরিহার করিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু তিনি আদি স্বর্গের অববোধক—

আকাশ, অধ্বর (যজ্ঞ), পুষ্কর, ব্যোম ও বিয়ৎ—শব্দকে অকারণ অন্তরীক্ষ প্রকরণে বিন্যস্ত করিয়াছেন। কেন এরূপ হইল ? তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যখন দ্যোকে ভ্রমবশতঃ দিব্ ও দ্যোকে এক ভাবিয়া বসিলেন ও উভয়ের প্রথমার এক বচন সু-বিভক্তিতে রূপ "দ্যৌঃ" ই হইয়া থাকে,এরূপ মিথ্যা ধারণা মনে স্থান দিলেন,তখন সকলেই দিব্ ও পৃথিবীকে (যেমন পাণিনি) "দ্যাবাপৃথিব্যৌ" ভাবিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ত্রিনাক বা আদি স্বর্গকে সেই অন্তরীক্ষ জ্ঞান করিয়াছিলেন। পরিশেষে অন্যেরা এই ভ্রমনিরসনজন্য ত্রিনাকের নাম "দিবঃ নভঃ" রাখিলেন ; কেহ কেহ বা উহাও ঠিক নহে জানিয়া ত্রিনাককে "মধ্যস্থান" বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাই নিরুক্তকার যাস্ক "দ্যুস্থান দেবতা" (দিবের দেবতা), "মধ্যস্থানদেবতা" (ত্রিনাকের দেবতা) ও "ভূস্থান দেবতা" (ভারতবর্ষবাসী দেবতা) এই সকল শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। অপিচ নিঘণ্টুকার আদিস্বর্গ পর্য্যায়ে—

ইলা (ইলাবৃতবর্ষ) ও যজ্ঞ

শব্দকেও গ্রহণ না করিয়া অপার ভ্রম ঘটাইয়াছেন। এবং সকলে "অন্তরীক্ষ" "শূন্য" এবং প্রমাদবশতঃ "আকাশ" ও "ব্যোম" শব্দকেও শূন্য ঠাহরিয়া বসিলেন।

আকাশশব্দ

তবে কি আকাশ শব্দের অর্থ শূন্য নহে? না কখনই নহে। খুব সম্ভব জ্ঞানালোকের অত্যন্ত প্রকাশবশতঃ আদি স্বর্গের নাম "আকাশ" হইয়াছিল? উহা শূন্য হইলে আমাদিগের কাশী ও কলিকাতাতলবাহিনী ভাগীরথীর নাম কি প্রকারে বিয়দ্গঙ্গা ও আকাশগঙ্গা হইতে পারিত? শূন্য দিয়া কি কখনও উত্তালতরঙ্গময়ী নদী প্রবাহিত হইতে পারে?

মন্দাকিনী বিয়দ্গঙ্গা
স্বর্ণদী সুরদীর্ঘিকা। অমর

ফলতঃ এই আকাশশব্দ আদিস্বর্গ স্তোরই নামান্তর, নতুবা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ও পরাশরসংহিতাতে ইহা মানবের "আদিজন্মভূমি" বলিয়া বিবৃত হইত না।

তস্মাদয়ং আকাশঃ স্ত্রিয়া অপূর্য্যত, তাং সমভবৎ, ততো মনুষ্যা অ[illegible]ন্ত।

সেই আদি মানব বিরাট্ আপনার (দেহার্দ্ধসম্ভূতা) স্ত্রী[illegible] হইলে, মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল, তাহাতে তাঁহাদিগের [illegible] হইয়া আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। তথাহি পরাশর:-

পিতৄণাং স্থানমাকাশং
দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ। (৬—৩অ:)

আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণের বাসস্থানের নাম "আকাশ," ইহা দক্ষিণ দিকে (মেরু পর্ব্বতের) অবস্থিত।

এখন সকলে ভাবিয়া দেখ, যাহা শূন্য, তাহার ভিতর দিয়া নদী প্রবাহিত হইতে পারে না, যাহা শূন্য, তথায় মনুষ্য থাকিতে ও বাস করিতে পারে না এবং যাহা অসীম ও অনন্ত গগন, তাহা অমুকের দক্ষিণে বা পূর্ব্বপশ্চিমে, এমন কথাও প্রযুক্ত হইয়া থাকে না।

তথাস্তু স্তো মঙ্গলিয়াই যেন আকাশ ও স্বর্গ হইল, কিন্তু তাহা হইলে ভিব্বতের বিষ্ণুপদসরঃসম্ভূতা মন্দাকিনী গঙ্গা—বিয়দ্গঙ্গা, আকাশগঙ্গা ও স্বর্ণদীসংজ্ঞার বিষয়ীভূত হইল কেন?

এ অতি সঙ্গত বিতর্ক, কিন্তু ইহাতেও কোন দোষ ঘটে নাই, কেন না, যখন আদিস্বর্গ বা মুখ্য পিতৃলোক স্তো, মনুষ্যে পূর্ণ হইয়া গেল, ভিব্বত, তাতারও

স্থলে পরিণত হইল, তখন দ্যোর দেবতাখ্য ব্রাহ্মণ (বেদজ্ঞ) গণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া তিব্বত ও তাতারে উপনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। এখন যেমন ভবানীপুরের রসারোড চৌরাঙ্গীরোডে পরিণত হইতেছে, তদ্রূপ দেবগণের বসবাসনিবন্ধন উহারাও (তিব্বত ও তাতার) আদি স্বর্গের নাক, দ্যো, স্বঃ, আকাশ ও পিতৃলোক নামে সংসূচিত হইয়া গেল। পূর্ব্বে নাক বা দ্যোর সংখ্যা একটী ছিল, এখন তিনটী হইয়া গেল। তাই আমরা শাস্ত্রের যত্র তত্র "ত্রিনাক", "তিন দ্যো" ও তিন পিতৃলোকের সমুল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—অথর্ব্ববেদে

ত্রীন্ নাকান্।৩৭৫ পৃ ৪র্থ খণ্ড

যত্র অনুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবোলোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ।

৯।১১৩।৯ম

স্বর্গের লোকেরা অতি প্রতিভাশালী, তাঁহারা ত্রিনাক (তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়া) এবং ত্রিদিবে (মহঃ, তপঃ, সত্য লোকে—সমগ্র সাইবিরিয়ায়) স্বাধীনভাবে প্রফুল্লমনে বিচরণ করিতেন। তথাহি—

উর্দ্ধোগন্ধর্ব্বো অধি নাকে অস্থাৎ। ১২। ৮৫। ৯ম

গন্ধর্ব্বগণ নাক বা আদিস্বর্গের উত্তর দিকে বাস করিতেন। ফলতঃ নাকই আদি স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকই উত্তম নাক। যদাহ অথর্ব্ববেদ :—

উত্তমং নাকং পরমং ব্যোম। পরম ব্যোমই উত্তম নাক। তথাহি—

ত্রিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থা।

একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্। ৬। ৩৫। ১ম

দ্যো তিনটী, আদি স্বর্গ মুখ্য দ্যো (ইলাবৃত বর্ষ), দ্বিতীয় দ্যো হরিবর্ষ বা তাতার, তৃতীয় দ্যো কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত।

ইহাদিগের মধ্যে একটি মুখ্য দ্যো, যমের ভুবন, অর্থাৎ রাজ্য বা জনপদ। কেন না যম এক সময়ে পিতৃলোক স্বর্গের রাজা ছিলেন। উক্তঞ্চ—

যমায় পিতৃমতে স্বাহা। যজুঃ; যমঃ পিতৄণাঃ রাজা। কৃষ্ণযজুঃ, যত্র বৈবস্বতো রাজা যত্রাবরোধনং দিবঃ। ঋগ্‌বেদ।

যম পিতৃলোকের রাজা ছিলেন (প্রেত লোকের নহে), যে পিতৃলোক স্বর্গে তাঁহার একটী কারাগারও (অবরোধন) ছিল।

আর দুইটী গৌণ দ্যো (তাতার ও তিব্বত) সবিতা বা সূর্য্যের জনপদের (ইলাবৃত বর্ষের) নিকটেই ছিল।

এ কোন্ জনপদ ? ইহা উক্ত আদি পিতৃভূমি দ্যো। এক সময়ে সূর্য্যও (এখানে ঋষি অদিতিনন্দন সূর্য্যকে সূর্য্য বলিয়াছেন) আদি পিতৃলোকের শাস্তা ছিলেন। যদুক্তং শ্রুতৌ—

"দ্যৌরাদিত্যো ভবতি।" "দেবানাং হি পরমং জনিত্রং যৎ সূর্য্যঃ।"

দ্যো জনপদ অদিতিনন্দন সূর্য্যের। ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের উৎকৃষ্ট জন্মভূমি দ্যো, সূর্য্যাধিকৃত। তথাহি—

তিস্রো মাতৄঃ, ত্রীন্ পিতৄন্ বিভ্রদেক ঊর্দ্ধস্তস্থৌ।১০।১৬৪।১ম

মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সংখ্যা তিনটী, অর্থাৎ তিনটী জনপদ (আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণাপথ ও পূর্ব্বোপ দ্বীপ) লইয়া মাতৃভূমি পরিগণিত। পিতৃভূমিও তিনটী জনপদের সমবায়সমুত্থ পদার্থ। উহাদের নাম—

তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়া

অতএব নাক তিনটী, আকাশ তিনটী, দ্যো তিনটী ও পিতৃলোকও মুখ্য ও গৌণভেদে তিনটী। কিন্তু নিরঙ্কুশ কবিগণ বিবক্ষাবশতঃ কখনও তিব্বত তাতারকে পিতৃলোক ও মঙ্গলিয়াকে আকাশ বলিতেন, কখনও বা মঙ্গলিয়াকে পিতৃলোক এবং তিব্বত ও তাতারকে আকাশ বলিয়া সংসূচিত করিতেন। আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদে সেই প্রয়োগগত বৈশেষ্য দেখিতে পাই। যথা—

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশং, আকাশাৎ চন্দ্রমসং, এষ সোমো রাজা, তৎ দেবানাম্ অন্নং, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। ৩৬০ পৃ মহেশপাল সংস্করণ।

তত্র শঙ্করভাষ্যম্......মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ আকাশম্ আকাশাৎ চন্দ্রমসম্। কোঽসৌ ? যঃ তৈঃ প্রাপ্যতে চন্দ্রমা য এষ দৃশ্যতে অন্তরিক্ষে,সোমোরাজা ব্রাহ্মণানাং তদন্নং দেবানাং,তং চন্দ্রমসমন্নং দেবা ইন্দ্রাদয়ো ভক্ষয়ন্তি। অতস্তে ধূমাদিনা গত্বা চন্দ্রভূতাঃ কর্ম্মিণো দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে।

নমু অনর্থায় ইষ্টাদিকরণং ? যদি অন্নভূতা দেবৈর্ভক্ষ্যেরন্ ? নৈষ দোষঃ। অন্ন মিত্যুপকরণমাত্রস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ। নহি তে কবলোৎক্ষেপেণ দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে। কিংতর্হি উপকরণমাত্রং দেবানাং ভবন্তি ? তে স্ত্রীপশু

ভূত্যাদিবৎ। দৃষ্টশ্চ অন্নশব্দঃ উপকেরণেষু—স্ত্রিয়ঃ অন্নং, পশবঃ—অন্নং, বিশঃ অন্নং রাজ্ঞা মিত্যাদি। ন চ তেষাং স্ত্র্যাদীনাং পুরুষোপভোগ্যত্বেঽপি উপভোগো নাস্তি। তস্মাৎ কর্ম্মিণো দেবানামুপভোগ্যা অপি সন্তঃ সুখিনো দেবৈঃ সহ ক্রীড়ন্তি। শরীরঞ্চ তেষাং সুখোপভোগযোগ্যং চন্দ্রমণ্ডলে আপ্য মারভ্যতে। তদুক্তং পুরস্তাৎ শ্রদ্ধা শব্দা আপো দ্যুলোকাগ্নৌ হুতাঃ সোমো রাজা সম্ভবতীতি। তা আপঃ কর্ম্মসমবায়িন্যঃ ইতরৈশ্চ ভূতৈঃ অনুগতা দ্যুলোকং প্রাপ্য চন্দ্রত্ব মাপন্নাঃ শরীরাদ্যারম্ভিকা ইষ্টাদ্যুপাসকানাং ভবন্তি, অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহুতৌ অগ্নৌ হুতায়াম্ অগ্নিনা দহ্যমানে শরীরে তদুত্থা আপো ধূমেন সহ উর্দ্ধং যজমানম্ আবেষ্ট্য চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য কুশমৃত্তিকা স্থানীয়া বাহ্যশরীরারম্ভিকা ভবন্তি।

এই ভাষ্যকার শঙ্কর, মূল শঙ্কর নহেন। দশ বারজন শঙ্করাখ্য পণ্ডিত উপনিষৎসমূহের ভাষ্য করিয়াছেন। খুপ সম্ভব বেদান্তদর্শন ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেরই ভাষ্য শিবদত্তশর্ম্মতনয় আদিশঙ্করপ্রণীত, আর গীতা ও অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্য তদীয় শিষ্যশঙ্করগণদ্বারা বিরচিত। বলাবাহুল্য কোনও শঙ্করের ভাষ্যই একবারে নিরাবিল নহে। তন্মধ্যে এই ছান্দোগ্য ভাষ্যটী হিন্দুর একবারেই অখাদ্য। এই ভাষ্যকার দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও সুলেখক বটে, কিন্তু দর্শন দর্শন করিয়া যে মনুষ্য এত কুসংস্কারান্ধ হইতে পারেন, তাহা ভাবনারও অতীত পদার্থ। অবশ্য এ কালের বহু শাস্ত্রী উপাধিমান্ এম এ পর্য্যন্ত এই সকল শঙ্করভাষ্যের দাসানুদাস, কোটালী পাড়ার একজন প্রখ্যাত-নামা পণ্ডিতেরও নিদারুণ বিশ্বাস যে গগনের ঐ ধলা চাঁদই আমাদের পিতৃ-লোক, সম্ভবতঃ তিনিও এই অখাদ্য ভাষ্যটী পাঠ করিয়া প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু আমাদিগের ধারণা ও বিশ্বাস যে কোনও বিবেকশীল যুক্তিবাদী সাকেল মানুষই এই আবর্জ্জনা রাশিতে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারেন না।

ভাষ্যকার মন্ত্রের প্রথম অংশের(যাহা প্রকৃত পক্ষে অবোধগম্য)কোনও ব্যাখ্যাই করেন নাই, কেন করিবেন! উহা সুগমম্!!! তৎপর তিনি বলিতেছেন যে—

ঐ যে তোমরা গগনে ধলাচান্দ দেখিতেছ, উহাই পিতৃলোক! মানুষ মরিয়া ওখানে যাইয়া চন্দ্রীভূত হয়, তৎপর ইন্দ্রাদি দেবতারা তাহাদিগকে ভক্ষণ করেন। কি গুরুতর অন্ধ বিশ্বাস, কি ভীষণ অপসিদ্ধান্ত!!!

মরা মানুষ কেমন করিয়া চাঁদে যায়? যখন শ্মশানে মৃতদেহ ভস্মীভূত হয়, ধূম নির্গত হইতে থাকে, তখন যজমানের আত্মাটা সেই প্রেত ধূমের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া গগনের চাঁদে গিয়া হাজির হয়।

ছি ছি ছি! মানুষের আত্মা দেহত্যাগ করিলে তবে লোকে দ্বাদশ দণ্ড উক্ত মৃতদেহ গৃহে রাখিয়া পরে শ্মশানে লইয়া গিয়া দগ্ধ করে। তখন আত্মা কোথায়? দেহত্যাগের পর আত্মাটা কি চিতার কাছে গাব গাছে থাকিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে? সম্ভবতঃ গীতার ধূমাদিমার্গে (পিতৃযাণপথে) পিতৃলোকে যাতায়াতের কথা মনে পড়াতেই এই ভাষ্যকার ঠাহরিয়া লইয়াছিলেন যে গীতার—

ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ। ২৫—৮ম

বাক্যটার ধূমই চিতাধূম। কিন্তু তাহা নহে। এই ধূম ও রাত্রি, দুইটী স্বতন্ত্র জনপদ। ব্রহ্মলোকহইতে পিতৃযাণপথ বাহির হইয়া এই দুইটী জনপদের ভিতর দিয়া চন্দ্রলোক (মহর্লোক) বা দক্ষিণ সাইবিরিয়াতে মিলিত হইয়াছিল। প্রজাকাম ঋষিরা ব্রহ্মলোকবাসী না হইয়া তাঁহারা চন্দ্রের এই উত্তর সংবৎসর লোকে আসিয়া ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য করিয়া উপাসনা করিতেন। (প্রশ্নোপনিষৎ দেখ)। ঋগ্‌বেদের ২।১৯০।১০ম মন্ত্রে এই সংবৎসর ও অহঃ এবং রাত্রি জনপদের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। উহা সদ্যঃ প্রসূত, তাই অতি উর্ব্বরা হইয়াছিল। এখানে অপর্য্যাপ্ত ওষধি অর্থাৎ ধান্যযবাদি উৎপন্ন হইত; ইন্দ্রাদি দেবতারা তাহাই ভক্ষণ করিতেন, অন্যথা সযজমান চাঁদকে কামড়াইতেন না। এই ওষধির জন্যই মানুষচন্দ্রের বিশেষণ—

"ওষধিনাথ"

এবং এখানে অপর্য্যাপ্ত "সুধা"বা মদ্য জন্মিত বলিয়া মানুষচন্দ্রের বিশেষণান্তর—

"সুধাকর।"

এই অত্রিনন্দন চন্দ্রই পূর্ব্বে মঙ্গলিয়াবাসী দেবতাদিগের রাজা ছিলেন। (মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ—ভীষ্মপর্ব্ব)। বেদ বলিয়া গিয়াছেন—

সোমায় পিতৃমতে স্বাহা। যজুঃ

কিন্তু তোমরা পিতৃলোকটাকে ভ্রমবশতঃ প্রেতলোক ঠাহরিয়া এই সকল প্রমাদের উদ্ভাবন করিতেছ। কিন্তু যম ভিন্ন সোমও কি প্রেতলোকাধিপতি ছিলেন?

অঙ্গিরস্বতে পিতৃমতে স্বাহা

ইহার বেলা তোমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহ? ফলতঃ আদি স্বর্গ পিতৃলোকের যেমন যম রাজা ছিলেন, তদ্রূপ অঙ্গিরোগণ, শিব, সূর্য্য ইন্দ্র, চন্দ্র ও নহুষযযাতিপ্রভৃতিও রাজা ছিলেন, কিন্তু সে চন্দ্র অত্রিনন্দন বটেন, পরন্তু গগনবিহারী নিরপরাধ বিভাবরীনাথ নহে। ভারতের চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ও গ্রীশ, আরব, মিশর এবং পেলেষ্টাইনের জিক্রু যবন সকলও উক্ত অত্রিনন্দন চন্দ্রের অনন্তরবংশ্য। মৎস্যপুরাণ বিশদাক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন যে—

সোমঃ পিতৃণা মধিপ, কৃৎ শাস্ত্রবিশারদঃ।

তদ্বংশ্যা যে চ রাজানো বভূবুঃ কান্তিবর্দ্ধনাঃ ॥১—২৩অ।

হে লোক সকল তোমরা যে গগনের চাঁদকে পিতৃলোকের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ কর, এটা তোমাদের বড়ই ভ্রম। গগনের চন্দ্র কেমন করিয়া শাস্ত্রবিশারদ (যে চন্দ্র উগ্র বণের উদ্ভাবয়িতা ও চান্দ্রব্যাকরণপ্রণেতা) হইতে পারে? আর যে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ অতি যশস্বী মনুষ্য, কেমন করিয়া সেই চন্দ্র জড় হইতে পারেন। জড়চন্দ্রের বংশে কি কাহারও উৎপত্তি হইতে পারে? অতএব পিতৃলোকের অধিপতি এ চন্দ্র "মনুষ্য" ছিলেন। আচ্ছা তাহাহইলে ছান্দোগ্যের এই মন্ত্রটীর প্রকৃতার্থ কি? উহার প্রকৃতার্থ ইহাই—

প্রকৃতার্থবাহিনী........মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং—ভারতীয়া জনা ঋষয়ঃ অন্তেবাসিনশ্চ মাসেভ্যঃ কতিপয়মাসৈঃ পদব্রজেন পিতৃলোকং গৌণপিতৃভূমিং কিম্পুরুষবর্ষহরিবর্ষং গচ্ছন্তি। তত স্তস্মাৎ গৌণ—পিতৃলোকাৎ আকাশং মঙ্গজনপদং মুখ্যমাদিপিতৃলোকং গচ্ছন্তি। তত স্তস্মাৎ আকাশাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রময়ঃ সংবৎসরাখ্যং মহাজনপদং যান্তি। এষ চন্দ্রমা অত্রিতনয়ঃ ব্রাহ্মণানাং বেদজ্ঞানাং দেবানাং রাজা শাস্তা আসীৎ। তৎ স চন্দ্রঃ দেবানাম্ অন্নং, তস্মিন্ চন্দ্রলোকে উত্তরসংবৎসরাখ্যজনপদে উৎপন্নং ব্রীহ্যাদিকং দেবানাম্ আহার্য্যম্ ইন্দ্রাদয়ো দেবা স্তদন্নং ভক্ষয়ন্তি, নতু রাহুবৎ শশধরং কবলীকুর্ব্বন্তি।

ভারতীয় অন্তেবাসিগণ ও যোগীরা পদব্রজে কতিপয় মাসে গৌণ পিতৃলোক তিব্বত ও তাতারে গমন করিতেন। তথাহইতে আকাশ বা সূর্য্যাধিকৃত পিতৃভূমি মঙ্গলিয়ায় যাইয়া থাকেন, তথা হইতে তাঁহারা চন্দ্রের জনপদ সম্বৎসর

লোকে গমন করিয়া থাকেন। এই অত্রিনন্দন চন্দ্রই ব্রাহ্মণদিগের রাজা ছিলেন। তাঁহার জনপদে উৎপন্ন ওষধি সকলই ইন্দ্রাদি দেবতারা ভক্ষণ করিতেন।

ইহার পরও কি কেহ বলিতে চাহেন যে আকাশ শূন্য বা গগন? এই আকাশই যে মঙ্গলিয়া ও মানবের আদিজন্মভূমি, তাহা আমরা স্থলান্তরে বলিব।

ব্যোমশব্দ।

আকাশ শব্দের স্থায় ব্যোম শব্দের অর্থও "স্বর্গ", পরন্তু শূন্য বা গগন নহে। উপনিষৎ ভিন্ন কোনও বেদমন্ত্রে আকাশশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়না, কিন্তু বেদে ব্যোমশব্দের ভূরিপ্রয়োগ হওয়ায় এবং প্রকরণসাহচর্য্যে উহার অর্থও তথায় স্বর্গভিন্ন শূন্য নহে। আশ্চর্য্য এই যে নিঘণ্টুর অন্তরীক্ষপ্রকরণে (যে অন্তরীক্ষকে ভাষ্যকারেরা শূন্য বলিয়া জানেন) ব্যোমশব্দ ধৃত হইলেও ভাষ্যকারগণ ব্যাখ্যাকালে সেই অর্থের পরিগ্রহ না করিয়া নানা কল্পিত রূপ অর্থের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা সাম ও ঋগ্বেদহইতে উদাহরণ অধ্যাহৃত করিয়া সায়ণাদি ভাষ্যকারগণের প্রমাদ প্রদর্শন করিব।

স প্রথমে ব্যোমনি দেবানাং সদনে বৃধঃ। অত্র সায়ণভাষ্যম্—স ইন্দ্রঃ প্রথমে প্রথিতে বিস্তীর্ণে মুখ্যে বা ব্যোমনি বিশেষেণ রক্ষকে দেবানাং সদনে সদনং স্থানং স্বর্গাখ্যং তত্র স্থিতঃ সন্ বৃধো যজমানানাং বর্দ্ধয়িতা ভবতি।

দত্তজানুবাদ—ইন্দ্র প্রথম ব্যোমপ্রদেশে দেবসদনে (যজমানের) বর্দ্ধয়িতা।

এখানে আমরা মনে করি বৃধ ধাতু লুঙ্ সি—অবৃধঃ—এইরূপ পদপাঠ হওয়া উচিত ছিল। কেন অকারণ টানিয়া শাস্তার্থ করা? ব্যোম অর্থ "বিশেষরূপে রক্ষক," ইহা সরস্বতীর বাপ ব্রহ্মারও অগোচর বস্তু।

প্রকৃতার্থবাহিনী......হে ইন্দ্র। স পূর্ব্বমন্ত্রোক্তস্ত্বং প্রথমে আদৌ ব্যোমনি স্বর্গে আদিস্বর্গে ইলাবৃতবর্ষে দেবানাং সদনে দেবগৃহে অবৃধঃ জন্মগ্রহণাৎ অনন্তরং বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ অসি।

হে ইন্দ্র সেই তুমি প্রথম ব্যোম বা আদিস্বর্গে দেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বড় হইয়াছ। তথাহি—

ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রে সত্যামাশিরং পূর্ব্যে ব্যোমনি।
চত্বারি অন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্দ্ধত॥৯।৭০।১ম

অত্র সায়ণঃ........পূর্ব্বো পূর্ব্বৈঃ কৃতে ব্যোমনি বিবিধং ওম অবনং গমনং দেবানাং অত্র ইতি ব্যোম যজ্ঞঃ। যদ্বা প্রত্নে ব্যোমনি অন্তরীক্ষে। কিন্তু ইহার মতন কদর্য্য ব্যাখ্যা আর হইতে পারে না। ব্যোম অর্থ "যজ্ঞ", ইহা কিন্তু ব্রহ্মাও অবগত নহেন, তৎপর যেরূপ বৃথা কুচেষ্টায় উহার ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, তাহাও বড়ই অরুচিকর। ব্যোম অর্থ শূন্য হইলে এখানে কেন সে অর্থ গৃহীত হইল না? ব্যোম শূন্য হইলে, উহার আবার প্রথম ও পরম বিশেষণ হয় কি প্রকারে? ফলতঃ আদি স্বর্গের নাম প্রথম ব্যোম ও ব্রহ্মার উৎকৃষ্ট স্বর্গের নাম পরম ব্যোম।

পরমে ব্যোমন্, তত্র সায়ণভাষ্যং পরমে উৎকৃষ্টে ব্যোমনি স্বর্গলোকে। ২৫৮পৃ ২থ অথর্ব্ব। পরমে ব্যোমন্ পিতৃলোকাদপি শ্রেষ্ঠে ব্যোমন্ ব্যোমনি দ্যুলোকে। ১৭।৪।৪থ। পরমে ব্যোমনি ব্রহ্মণা নিষ্টপে। ১০পৃ ৪থ অথর্ব্ব।

সেই পরম স্থানে থাকিতেন বলিয়াই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার নাম "পরমেষ্ঠী" (পরমে তিষ্ঠতীতি)। অবশ্য এক শব্দের বহু অর্থ না হইতে পারে, এরূপ নহে। কিন্তু বেদের কুত্রাপি আকাশ ও ব্যোম শব্দ শূন্যার্থে প্রযুক্ত দেখা যায় না। অন্তরীক্ষ শব্দও কেবল কোনও কোনও ঋষি ভ্রমবশতঃ শূন্যার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

পুষ্করশব্দ

নিঘণ্টুকার পুষ্করশব্দও অন্তরীক্ষপ্রকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোকে এরূপ স্থান থাকার কথা বৈদিক ঋষিরা অবগত ছিলেন না। ফলতঃ ইহা আদি স্বর্গ দ্যোর নামান্তর এবং পরমার্থতঃ ইহা দিব্যনভঃ বা স্বর্গীয় অন্তরীক্ষের (মধ্যস্থানের) মধ্যগত একটি দ্বীপ, যাহা সপ্তদ্বীপের মধ্যে অন্যতম বটে। নিঘণ্টুর টীকাকার দেবরাজযজ্বা ইহাকে গগনে পরিণত করিবার জন্য অনেক মিথ্যা ব্যুৎপত্তির অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সফলকাম হয়েন নাই। তিনি স্বমতসমর্থনার্থ ঋগ্বেদের এই মন্ত্রাঙ্গের অধ্যাহার করিয়া ছিলেন—

বিশ্বেদেবাঃ পুষ্করে ত্বা অদদন্ত।১১৩৩।৭ম

কিন্তু এ পুষ্কর একটী মহান্ জনপদ, পরন্তু শূন্য গগন নহে ও হইতে পারে না। সম্পূর্ণ ঋক্‌টি এই—

উতাসি মৈত্রাবরুণো বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যা ব্রহ্মন্ মনসোঽধিজাতঃ।

দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত॥

হে ব্রহ্মন্ বশিষ্ঠ! তুমি মিত্রাবরুণের সন্তান, তুমি উর্ব্বশীর মনহইতে সমুদ্ভূত। স্বর্গীয় ব্রাহ্মণ মিত্রাবরুণের রেতঃস্খলন হইলে উর্ব্বশীর গর্ভে, তোমার জন্ম হয়, তৎপর কোন দেবগণ (কিংবা বিশ্বদেবগণ) তোমাকে পুষ্কর জনপদে দান করেন।

যাহাহউক এতদ্দ্বারা পাওয়া গেল যে "পুষ্কর" একটী দেবজনপদ। বশিষ্ঠ ঋষি, মনুষ্য ও দেবর্ষি, তাঁহার শূন্যে অবস্থান অসম্ভব। এই জনপদেই সুর জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল। যদুক্তং গোপথব্রাহ্মণে—

ব্রহ্ম ব্রহ্মাণং পুষ্করে সসৃজে।৭পৃ

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর (ব্রহ্ম) ব্রহ্মাকে পুষ্করে সৃজন করিয়াছিলেন। তথাহি সিদ্ধান্তশিরোমণৌ ভাস্করাচার্য্যঃ—

নিষধনীলসুগন্ধমাল্যকৈ র্বল মিলাবৃত মাবৃতমাবভৌ।

অমরকেলিকুলায়সমাকুলং, রুচিরকাঞ্চনচিত্রমহীতলম্॥৩০

ইহ হি মেরুগিরিঃ কিল মধ্যগঃ, কনকরত্নময়স্ত্রিদশালয়ঃ।

দ্রুহিণজন্মকুপদ্মজকর্ণিকা, ইতি চ পুরাণবিদোঽমুমবর্ণয়ন্॥৩১

ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে নীলপর্ব্বত (রম্যকবর্ষে,) দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত (তাতারে বা হরিবর্ষে), পূর্ব্বে মাল্যবান্ পর্ব্বত (ভদ্রাশ্বে বা চীনে) ও পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ-মধ্যগত গন্ধমাদন পর্ব্বত। এই চারিটী পর্ব্বতদ্বারা ইলাবৃতবর্ষ (বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া) সমাবৃত। এই ইলাবৃতবর্ষ অতীব বিচিত্র স্থান এবং ইহা দেবগণের বাসভবনসমূহদ্বারা সমলঙ্কৃত। এই ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে মেরুপর্ব্বত, উহা স্বর্ণ ও নানাবিধ রত্নের আকরভূমি এবং ইহা দেবগণের বাসস্থান। পুরাণ বিদেরা এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে—এই মেরুপর্ব্বত পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ।

কু শব্দ কি পৃথিবী অর্থাৎ সমগ্র ভূমণ্ডলের অববোধক নহে? কু শব্দ পৃথিবী শব্দের ন্যায় মুখ্য পৃথিবী ভারতবর্ষ ও গৌণ পৃথিবী (উত্তমা পৃথিবীর) ইলাবৃত বর্ষেরও অববোধক (এখানে বিবক্ষাবশতঃ এ অর্থের অববোধ করাইতেছে)। বায়ুপুরাণও বলিতেছেন যে—

অব্যক্তাৎ পৃথিবীপদ্মং মেরুপর্ব্বতকর্ণিকং।৩৭

তস্মিন্ পদ্মে সমুৎপন্নোদেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥৪১।৩৪অ

ব্রহ্মণঃ পদ্মযোনিত্বং রুদ্রত্বং শঙ্করস্য চ।১।২১ অ

অব্যক্ত পরব্রহ্ম হইতে পৃথিবীর পদ্মস্বরূপ দ্যো বা ইলাবৃত বর্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। মেরুপর্ব্বত উহার কর্ণিকাস্বরূপ। চতুর্ম্মুখোপাধিক দেবদেব সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা সেই পৃথিবীপদ্ম ইলাবৃত বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

পদ্মের নামান্তর "পুষ্কর", বেদ ও পুরাণাদিতে ইলাবৃতবর্ষ "পুষ্কর" বলিয়া সমাখ্যাত। এই পুষ্কর বা পৃথিবীপদ্মে জন্মহেতুই ব্রহ্মার নামান্তর "অব্জযোনি" বা "পদ্মজন্মা"। উক্তঞ্চ অমরেণ—

ধাতাব্জযোনির্দ্রুহিণো বিরিঞ্চিঃ কমলাসনঃ।

ধাতা, অব্জযোনি, দ্রুহিণ, বিরিঞ্চি ও কমলাসন প্রভৃতি ব্রহ্মার নামাবলী। তথাহি—

একোঽভূৎ নলিনাৎ পরশ্চ পুলিনাৎ

এই নলিনজ বা পদ্মজন্মাই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, ভাগবতে যাঁহাকে ভ্রমবশতঃ আদি কবি বলা হইয়াছে। (য আদি কবয়ে ব্রহ্মণে)।

হাঁ বুঝাগেল ব্রহ্মা পুষ্করে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু উহাই যে আদি স্বর্গ দ্যো, তাহার প্রমাণ কি?

দ্যো বা ইলাবৃতবর্ষ (বেদের ইলা) আমাদিগের "পিতা" বা "পিতৃলোক", এবং উহাই মানবের "আদিজন্মভূমি"। উক্ত দ্যোই ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধিকার সময়ে—যজ্ঞ, দ্যো, স্বঃ, পুষ্কর, ইলা, আকাশ, ব্যোম, নাক ও মরু প্রভৃতি নামে সংসূচিত হইয়াছে। আমরা একে একে তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব। ঋগ্বেদ একত্র বলিতেছেন যে—

সূক্তবাকং প্রথমমাদিদং অগ্নিমাদিৎ হবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।

স এষাং যজ্ঞোঅভবৎ তনূপাঃ। তং দ্যৌর্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ ॥৮।৮৮।১০ম

বেদমন্ত্র, গব্যঘৃত (হবিঃ) ও অগ্নি, দেবতারা সকলের আদিতে সর্ব্ব প্রথম উৎপাদন করেন। অনন্তর শীতহইতে দেহরক্ষাকারী সেই বহ্নি দেবতাদিগের অর্চ্চনীয় দেবতা হইলেন। সেই অগ্নির কথা দ্যো বা স্বর্গবাসী, পৃথিবী বা ভারতবাসী ও আপঃ বা অন্তরীক্ষবাসীরা অবগত আছেন।

দেবতারা সর্ব্বাদৌ কোথায় অগ্নির উৎপাদন করিয়া ছিলেন? ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন যে—

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ।১।৪৫।১০ম

দেবতারা সর্ব্বাদৌ দিবের উপরি (বস্তুতঃ আদিস্বর্গ দ্যোর উপর) অগ্নির উৎপাদন করেন। কেন? মূলে ত দিব্‌ শব্দ রহিয়াছে? হাঁ তাহা আছে বটে, কিন্তু ইহা মন্ত্রপ্রণেতা ঋষির প্রমাদ। কেননা পূর্ব্ব মন্ত্রে কথা হইয়াছিল যে যখন অগ্নির প্রথম উৎপত্তি হয় ও সকলে উহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দ্যৌঃ (স্বঃ), পৃথিবী (ভূঃ) আপঃ (ভুবঃ), এই তিন লোকের অধিবাসী ভিন্ন অন্য কেহ ঐ সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। কেননা তখন এই ত্রিভুবন ভিন্ন দিবের উৎপত্তি হইয়াছিল না, দ্যো ও দিব্‌ও এক নহে। সুতরাং মূলের পাঠ— দ্যোস্পরি

এরূপ হওয়া উচিত ছিল। তবে ছন্দের জন্য একটী লঘুমাত্রার যোজনা করিতে হইত মাত্র। যাহাহউক এই দুইটী মন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে ইহাই স্থির করিতে হইবে যে, সর্ব্বাদৌ আদিস্বর্গ দ্যোতেই অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়াছিল। বেদ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি অথর্ব্বা নিরমন্থত মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্যবাঘতঃ॥১৩।১৬।৬ম

প্রকৃতার্থবাহিনী.........হে অগ্নে হে বহ্নে! বাঘতঃ বাগ্‌যতঃ (বাচং হন্তি গচ্ছতীতি বাগ্‌হতঃ বাগ্‌যতো বা, তদপভ্রংশে বাঘতঃ) বাগ্মী অথর্ব্বা সুরজ্যেষ্ঠব্রহ্মণো জ্যেষ্ঠপুত্রঃ অথর্ব্বনামর্ষিঃ বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতো মূর্দ্ধ্নো মস্তক স্বরূপাৎ পুষ্করাৎ অধি পুষ্করজনপদে আদিস্বর্গে আদিজন্মভূমৌ নিরমন্থত অরণীসংঘর্ষণেন উদপাদয়ৎ *।

হে অগ্নে বাগ্মী অথর্ব্বা ঋষি জগতের শীর্ষস্থানীয় পুষ্কর জনপদে অরণী সংঘর্ষণদ্বারা তোমার উৎপাদন করিয়াছেন।

অতএব পুষ্কর, জনপদ, উহা অগ্নির উৎপাদনস্থান, উহা জগতের শীর্ষস্থানীয় কেন? যেহেতু উহাই আদিস্বর্গ ও আদিজন্মভূমি, ব্রহ্মাদি দেবগণ এখানে লব্ধজন্মা ও এখানেই সকলে লব্ধবিদ্য। তাই যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে

* এই মন্ত্রের সায়ণ ও দয়ানন্দভাষ্য এবং দত্তজাপুবার অতীব অকর্ম্মণ্য—জিজ্ঞাসুগণ মৎপ্রণীত উপোদ্ঘাত প্রকরণের ভাষ্য-সমালোচনা দেখুন।

তপসা সুসমৃদ্ধস্ত আদিস্বর্গাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।

ওঙ্কারপূর্ব্বা গায়ত্রী নির্জগাম ততো মুখাৎ ॥৭৬পৃ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

আদিস্বর্গে অবস্থানকালে তপোবলে বলীয়ান্ সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার (স্বয়ম্ভুর নহে) মুখহইতে ওঙ্কারপূর্ব্বা গায়ত্রী নির্গত হইয়াছিল।

অতএব পুষ্করপ্রভব (পদ্মজন্মা) ব্রহ্মার এ আদিস্বর্গ ও উক্ত পুষ্কর, একই পদার্থ, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। অপর বেদ একত্র বলিলেন যে পুষ্কর অগ্নির উৎপত্তি স্থান, স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

অগ্নিরমৃতো অভবৎ, বয়োভিঃ,

যদেনং দ্যৌর্জনয়ৎ সুরেতাঃ। ৮।৪৫।১০ম।

যেহেতু সুতেজাঃ অগ্নি আপনার তেজদ্বারা অমৃততুল্য হইয়াছে। ইহাকে দ্যৌ বা আদিস্বর্গ জন্মাইয়াছে।

অতএব অগ্নির আদি উৎপত্তিস্থান পুষ্কর ও দ্যৌ বা আদিস্বর্গ, একই জনপদ হইতেছে। তথাহি—

অগ্নিঃ প্রথমে ইলস্পদে সমিদ্ধঃ।১।১০।২য়

অগ্নি প্রথমে ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্ষে প্রজ্বালিত হইয়াছিল। তথাহি—

অগ্নে ইলা সমিধ্যসে! ২।২৪।৩য়

হে অগ্নে তুমি ইলা বা ইলাবৃতবর্ষে প্রজ্বালিত হইয়াছ। তথাহি—

অগ্নির্নাভা পৃথিব্যা জাতঃ পদে ইলায়াঃ। ৬।১।১০ম।

অগ্নি সমগ্র ভূমণ্ডলের নাভি বা আদি উৎপত্তিস্থান ইলার পদ বা ইলাবৃত বর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। তথাহি—

ইলায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি নিধীমহি অগ্নে। ৪—২৯—৩য়

হে অগ্নে! আমরা তোমাকে পৃথিবীর আদি উৎপত্তি স্থান ইলার পদে বা ইলাবৃতবর্ষে স্থাপন করিতেছি। তথাহি—

ইলায়াঃ পুত্রো অগ্নিষ্ট (অগ্নিঃ)।২।২৯।৩ য়

অগ্নি ইলার পদ অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষে প্রথম উৎপন্ন বলিয়া উহা ইলাবৃত বর্ষের পুত্রস্বরূপ হইয়াছে।

আমরা প্রথমে দেখাইয়াছি দেবতারা অগ্নির আদি উৎপাদক; সে দেবগণ দ্যোলোকবাসী; পরে দেখাইয়াছি যে অগ্নি আদিস্বর্গে

(দিবের উপর নহে) প্রথম উৎপন্ন,পরে দেখাইয়াছি যে অগ্নিকে দ্যো উৎপাদন করিয়াছে, পরে দেখাইয়াছি যে অগ্নি অথর্ব্বকর্ত্তৃক পুষ্করে উৎপাদিত; তৎপর দেখাইতেছি যে অগ্নি ইলাবৃতবর্ষে সর্ব্ব প্রথম উৎপাদিত ও সে অগ্নি তজ্জন্য ইলাবৃতের পুত্রস্বরূপ। এই সকল বিরোধ কেন ঘটিল ?

বস্তুতঃ এখানে কোনও বিরোধই ঘটে নাই। কেননা দ্যো, পুষ্কর ও ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ, একই জনপদ, ইহা কেবল নামগত ভেদমাত্র। কেহ যদি বলেন যে এলাহাবাদের একস্থানে গঙ্গা,যমুনা ও সরস্বতী, এই ত্রিবেণী মিলিত. অন্যজন যদি বলেন, প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা ও সরস্বতীর স্রোতস্ত্রিতয় সম্মিলিত, তাহাতে যেমন বিরোধ ঘটেনা (কেননা প্রয়াগেরই যাবনিক নাম এলাহাবাদ) তদ্রূপ অগ্নির উৎপত্তিস্থানবিষয়েও কোনও বিরোধ ঘটে নাই, কেননা দ্যো, পুষ্কর ও ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ একই স্থান। এবং ইহারা সকলেই সেই এক আদি স্বর্গেরই অববোধক। ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধিকার কালে একই জনপদ দ্যোর পুষ্কর, ইলাবৃত, আকাশ ও মঙ্গলিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র নাম হইয়াছিল।

দ্যো যে আদিস্বর্গের অববোধক, তাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ মহামান্য বেদবাক্য। বেদ একত্র বলিতেছেন যে—"দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা", দ্যোই আমাদিগের পিতা বা পিতৃভূমি, অন্যত্র বলিতেছেন যে—

অয়ং গৌঃ পিতরঞ্চ প্রয়ন্ স্বঃ।

এই সূর্য্য বা দিবাকর (গৌঃ), পিতা যে স্বঃ অর্থাৎ পিতৃভূমি যে স্বর্গ (আদিস্বর্গ), তথায় যাইয়া বর্ত্তমান থাকে।

অতএব যখন দ্যোও পিতা ও স্বঃও পিতা, তখন দ্যো ও স্বঃ যে এক, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। এই দ্যোই আদি স্বর্গ। এই আদিস্বর্গের আর একটী বা প্রথম নাম "যজ্ঞ"। যদাহ শ্রুতিবাক্যং—

যজ্ঞো বৈ স্বঃ, অহর্দেবাঃ সূর্য্যঃ। ইতি শ্রুতেঃ। ১১ক—১অ যজুর্ভাষ্যং।

যজ্ঞই স্বঃ অর্থাৎ আদিস্বর্গ, আর অহর্লোক মহর্ষি সূর্য্য দেবের অধিকৃত।

অতএব সপ্রমাণ হইতেছে যে বেদের যজ্ঞ, দ্যো, স্বঃ, নাক, পুষ্কর, আকাশ ও ইলা (ইলাবৃতবর্ষ) একই জনপদ, এবং আমরা দেখাইব যে এই স্থানই মানবের "আদি জন্মভূমি"। এই জনপদের বর্ত্তমান নাম কি ? ইহার বর্ত্তমান নাম মঙ্গলিয়া।

দ্যোঃ ই মঙ্গলিয়া।

দ্যো ও ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ এক, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কেননা ইহারা প্রত্যেকেই একই অগ্নির আদি উৎপত্তিস্থান। বেদের সেই দ্যো ও পুরাণের এই ইলাবৃতবর্ষই বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া মহাজনপদ।

মহারাজ অগ্নীধ্রের এক পুত্রের নাম "ইলাবৃত" এবং তাঁহারই রাজত্বকালে তাঁহারই নামানুসারে বৈদিক দ্যো, "ইলাবৃত-বর্ষ" নাম ধারণ করে। পৌরাণিকেরা এই ইলাবৃতবর্ষকে যেমন দেবনিবাস ও স্বর্গধাম বলিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ গ্রীশ ও ইতালীদেশগত ভারতসন্তান ক্ষত্রিয় যবন ও ক্ষত্রিয় কম্বোজগণও উক্ত ইলাবৃতকে স্বর্গ বলিয়াই জানিতেন—

ইলাবৃতং—Elysium (L), Elysion (Gr). Elysium any delightful place. পৌরাণিকেরা এই ইলাবৃতবর্ষের এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি চোত্তরে।৩২
তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্যমিলাবৃতম্॥৩৩
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ॥
শৈলরাজে প্রদৃশ্যন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥৫৫
স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ।
চত্বারো যস্য দেশাবৈ নানা পার্শ্বেষধিষ্ঠিতাঃ॥ ৫৬—৩৪অ।

ইলা বা ইলাবৃতবর্ষের নাম উত্তরবেদী (এতদ্বৈ ইলায়াস্পদং যদুত্তরবেদী। ঐ ত ব্রাঃ—১১৯ পৃ)। ইহার উত্তরে তিনটী বর্ষ (রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তর কুরুবর্ষ) এবং দক্ষিণেও তিনটী বর্ষ (হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ)। এই এই ছয়টী বর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে (দেহের মাঝখানে নাভির ন্যায়) মেরুপর্ব্বত সনাথ ইলাবৃতবর্ষ। এই মেরুপর্ব্বতে গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, অপ্সরা ও দেবগণ বাস করেন। এই মেরুপর্ব্বত বহুসংখ্যক ভুবন বা জনপদদ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার চারিপার্শ্বে চারিটী প্রধান দেশ। এই মেরুপর্ব্বত "ভূতভাবন" অর্থাৎ পৃথিবীর সকল প্রাণী এখানে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই চারিটী দেশ কি কি? মহাভারত বলিতেছেন যে—

প্রাগায়তো মহাভাগ মাল্যবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
ততঃ পরং মাল্যবতঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ॥৯

পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ ।১০

তস্য পার্শ্বেষমী দ্বীপা শ্চত্বারঃ সংস্থিতা বিভো। ১২

ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জম্বুদ্বীপশ্চ ভারত।

উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥ ১৩

তত্র দেবগণা রাজন্ গন্ধর্ব্বাসুররাক্ষসাঃ।

অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ শৈলে ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা॥১৮

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ।

সমেত্য বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তেঽনেকদক্ষিণৈঃ॥১৯। ৬অ ভীষ্মপর্ব্ব

হে মহাভাগ! পূর্ব্বে মাল্যবান্ পর্ব্বত, পশ্চিমে গন্ধমাদনপর্ব্বত। এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যভাগে স্বর্ণাকর মেরুপর্ব্বত বিরাজমান। ইহার উত্তরে পুণ্যবান্‌দিগের আশ্রয়স্থল উত্তরকুরু, পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ (চীন), পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ (তুরুস্ক, পারস্য, অপোগস্থান) ও দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ। এই মেরুপর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব, অসুর (বস্তুতঃ দৈত্যদানবগণ) রাক্ষস, অপ্সরোগণ ও দেবগণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব ও দেবরাজ ইন্দ্র এই পর্ব্বতে অনেক দক্ষিণা দিয়া যাগযজ্ঞ করেন। তথাহি—সিদ্ধান্তশিরোমণৌ ভাস্করাচার্য্যঃ—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘা ঔর্ব্বে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ॥১৮—২১পৃ •

মেরুপর্ব্বতে দেবগণ ও সিদ্ধঋষিরা বাস করেন, আর বাড়বানলপ্রধান নরকে দৈত্যদানবেরা বাস করিয়া থাকেন।

• অতএব মেরুপর্ব্বতসনাথ এই ইলাবৃতবর্ষ নিশ্চিতই বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া। কেননা উহার উত্তরে রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তর কুরুবর্ষ, পূর্ব্বে মাল্যবান্ পর্ব্বতসনাথ ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীন,পশ্চিমে গন্ধমাদনপর্ব্বতসনাথ কেতুমালবর্ষ (অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক) এবং দক্ষিণে হরিবর্ষ (তাতার), কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত) ও ভারতবর্ষ। মহাভারত এখানে ইলাবৃতবর্ষকেই জম্বুদ্বীপ বলিয়া সংসূচিত। করিতেছেন, কেননা উহা মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণেই অবস্থিত।

সুতরাং এই ইলাবৃতবর্ষ বর্ত্তমান মানচিত্রের মঙ্গলিয়া ভিন্ন আর কোন্ স্থান হইতে পারে? মেরুপর্ব্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষে দেবতারা থাকিতেন? হাঁ মেরুপর্ব্বতে যেমন ইন্দ্রাদি দেবতারা থাকিতেন, তদ্রূপ দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু (শীতগ্রীষ্মসহিষ্ণু) ঋষিরাও বাস করিতেন। ঋষিগণ ত ব্রাহ্মণ

ছিলেন? ঋষিসন্তান দেবতারাও সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন শূদ্র ছিলেন না? পক্ষান্তরে মঙ্গ বা মঙ্গলিয়াতেও দেবতা বা দেবোপাধিক ব্রাহ্মণেরা বসবাস করিতেন। যদুক্তং ভীষ্মপর্ব্বণি—

তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ।
মঙ্গাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ ॥৩৬।১১ অ

সেই শাকদ্বীপে (শাকদ্বীপং প্রবক্ষ্যামি ৮।১১ অ) সর্বলোকসম্মত চারিটী পবিত্র জনপদ আছে। উহাদিগের নাম মঙ্গ, মশক, মানস ও মন্দগ। এই মঙ্গদেশে বহু ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল, তাঁহারা স্বকর্ম্মনিরত ছিলেন। তথাহি—

ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকঃ।
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞা স্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥

সেই মঙ্গাদি জনপদে কেহ রাজা ছিলেন না, দণ্ডদাতা ছিলেন না বা দণ্ড ছিলনা, তাঁহারা আপনারা আপনাদিগের রক্ষা ও শাসন করিতেন।

আচ্ছা, মঙ্গ ও মঙ্গলিয়া এবং ইলাবৃতবর্ষ যেন একই, কিন্তু ইলাবৃতবর্ষের মেরুপর্ব্বতটী গেল কোথায়? এখন মঙ্গলিয়ার যে "আলটাই" পর্ব্বত আছে, ইহাই ভূতপূর্ব্ব মেরুপর্ব্বত। "ইলাস্থায়ী" এই বৈদিক নামহইতেই বর্ত্তমান "আলটাই" নাম ব্যুৎপাদিত।

অতএব মেরু পর্ব্বত এবং আলটাই পর্ব্বতের অভিন্নত্বনিবন্ধন সেই ইলাবৃতবর্ষ ও সেই বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া হইতেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দিব্ বা দ্যুলোক।

"ভূর্ভুবঃ স্বঃ"—ইহারা ত্রিভুবন বা ত্রিলোকী; আমরা পূর্ব্ব প্রকরণসমূহে সেই ত্রৈলোক্যের কথা সবিস্তার বর্ণনা করিলাম, অতঃপর দিব্ বা দ্যুলোকের কথা বলিব। ইহা ত্রিভুবনেতর চতুর্থ লোক।

অবশ্য আমাদিগের এ কথায় সনাতন হিন্দুরা অবশ্যই বলিবেন যে এযে আটলাণ্টিকের পার অপেক্ষাও শিরসি ভীষণ বজ্রাঘাত? জগন্মান্ত অমর বলিতেছেন যে—

স্বরব্যয়ং স্বোদিবৌ দ্যে

দ্যো ও দিব্ এক এবং ইহারা উভয়েই স্বর্গবাচী। কেবল অমর নহেন অনেক বৈদিক ঋষিও বলিয়াছেন যে স্বো ও দিব্ অভিন্ন, আর এখন জীবিত আমাদিগকে শুনিতে ও স্বীকার করিতে হইবে যে উহারা স্বতন্ত্র? অহো আর হিন্দুর জাতি ও ধর্ম্ম থাকিলনা !!!

হাঁ কথা এই রূপই বটে, কিন্তু আমরা কি করিব? আমারা যুক্তি ও প্রমাণের দাস এবং শাস্ত্রের পদানত। অবশ্য অনেক এম এ ও বিএরা বলিয়া ও লিখিয়া থাকেন যে—

উত্তর কুরু (দিবের উত্তর ভাগ) মানবের আদি-জন্মভূমি, কিন্তু তাঁহারা যদি বেদ ও ব্রাহ্মণ গুলি অধ্যয়ন করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই এরূপ অমূলক প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেননা। বেদ বহু স্থলেই বলিয়াছেন যে আদি স্বর্গ স্বো ও ভারতবর্ষহইতে এই দিবে ও অন্তরীক্ষে (তুরুষ্ক, পারস্য ও অপোগস্থানে) লোক যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং তুরুষ্কের মেষপটেমিয়া বেবিলোনিয়া, পণ্টাস ও দিব্ কি প্রকারে আদি জন্মভূমি হইতে পারে। ফলতঃ মহঃ, তপঃ ও সত্য, এই তিন লোক বা সমগ্র সাইবিরিয়া লইয়া দিব্ বা ত্রিদিব পরিগণিত এবং ইহাদের উৎপত্তি, ত্রিভুবনের উৎপত্তির বহু সহস্র বৎসর পরে হইয়াছে। তোমরা এখন

যে সাইবিরিয়ার উত্তরে উত্তরমহাসাগরকে আস্ফালন করিতে দেখিতেছ, উহা পূর্ব্বে ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়ার উত্তর প্রান্ত বিধৌত করিয়া অবস্থান করিতেছিল তাহা ঋগ্‌বেদ ও যজুর্ব্বেদপাঠে সুন্দররূপে প্রতীত ও সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

প্র......পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ। ৩৪-১৬৪-১ম। ৬১-২৩অ যজুঃ

উ......ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ। ৩৫-ঐ, ৬২-ঐ

এক ঋষি প্রশ্ন করিতেছেন যে হে লোক সকল পৃথিবীর "পর অন্ত" অর্থাৎ শেষ উত্তর সীমা কি? তদুত্তরে অপর এক ঋষি বলিতেছেন যে—

এই পরিদৃশ্যমান বেদীই পৃথিবীর শেষ সীমা। বেদী কি? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

এতৎ বৈ ইলায়াস্পদং যদুত্তরবেদী নাভিঃ। ১১৯ পৃ

এই যে ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্ষ, যাহা জগতের নাভি, ইহাই উত্তর বেদী বা পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা। তথাহি তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণম্—

সুবর্গো বৈ লোকঃ কাষ্ঠা। ১৪১ পৃ

এই সুবর্গ বা স্বর্গই পৃথিবীর কাষ্ঠা অর্থাৎ শেষ উত্তর সীমা।

সুবর্গ কি? যজুর্ব্বেদীয়গণ স্বর্গকে "সুবর্গ" (বকার উকার ও সম্প্রসারণ) বলিয়া থাকেন। এই "সুবর্গম্" (আর্ষত্বহেতু ক্লীবলিঙ্গ) হইতেই পাশ্চাত্যগণের Heaven শব্দ ব্যুৎপাদিত।

স্বর্গম্ সুবর্গম্ সুবগম্ সুবঅন, হেভেন।

ইলাবৃতবর্ষ ত আশিয়ার (কাশ্যপীয় জনপদের) ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত? ইহাকে কেন পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা বলা হইল? আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পূর্ব্বে সমগ্র সাইবিরিয়া বা দিব্‌ (দ্যুলোক-মহঃ, তপঃ, ও সত্যলোক) ছিলনা। উহারা ত্রিভুবনের অনেক পরে স্থলে পরিণত হইয়াছে। তাই আমরা গায়ত্রীর পূর্ব্বে—

ভূর্ভুবঃ স্বঃ

এই ত্রিভুবন ছাড়া দিবের নাম যোজিত দেখিতে পাই না। তখন সকলে জানিতেন যে সবিতা বা দিবাকর সূর্য্য, এই তিন লোকেরই প্রসবকর্ত্তা। যখন ব্রহ্মার মুখহইতে বেদমাতা গায়ত্রী বিনিঃসৃত হয়, তখন চতুর্থ লোক ত্রিদিব বা দিব্‌ ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণ তারস্বরেই বলিতেছেন যে—

স যদিমাম্ লোকান্ অতি চতুর্থ মস্তি ন বা। ৯৪ পৃ

তত্র সায়ণভাষ্যম্.....ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ অতি অতিক্রম্য যৎ চতুর্থ স্থানং, তৎ অস্তি বা ন বা ইতি সন্দিগ্ধমেব। ১০২ পৃ।

"ভূর্ভুবঃ স্বঃ"—এই তিন লোক ছাড়া অন্য যে কোনও চতুর্থ লোক আছে, এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ।

হাঁ বুঝিলাম, কিন্তু এ ত বড়ই সন্দেহের কথা, ইলাবৃত বর্ষের উত্তরে যে কোনও লোক ছিল না, কেবল মহাসাগর ছিল, ইহার কি কোনও সুদৃঢ় প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

স সমুদ্রঃ, উত্তরতঃ প্রাজ্বলৎ, ভূম্যন্তেন, এষ বাব স সমুদ্রঃ যচ্চাত্বালঃ। এষঃ উ বেব স ভূম্যন্তঃ, যৎ বেদ্যন্তঃ। ২৬৮ পৃ।

তত্র সায়ণভাষ্যম্......যোঽয়ং চাত্বালাখ্যো গর্ত্তঃ অস্তি, স এষ এবাত্র সমুদ্রস্থানীয়ো যোঽয়ং বেদে রবসানদেশঃ সোঽয়ং ভূমেরবসানভাগঃ।

উত্তর বেদি বা ইলাবৃত বর্ষের আসন্ন উত্তরে একটা চাত্বাল বা গর্ত্ত ছিল। উহাই সমুদ্রস্থানীয়, উহাই বেদীর ও ভূমণ্ডলের অবসান ভাগ অর্থাৎ শেষ উত্তর সীমা।

তাহা হইলেই জানা গেল যে ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে উত্তর সমুদ্র ভিন্ন আর অন্য কোনও জনপদ বা ভূমি ছিল না। তাই ইলাবৃতবর্ষের নাম "উত্তর বেদী" (উত্তরের আইল)। তৎপর উহার উত্তরের দিকের কতক স্থান অল্প অল্প জাগিয়া গর্ত্তাকার ধারণ করিলে, উহাই "চাত্বাল" বা চাতাল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সেই চাতাল বা নিম্ন ভূমিই শেষে সম্যক্ স্থলে পরিণত হইয়া দিবে পরিণত হইয়া ছিল।

অথ দিবোৎপত্তি।

বুঝিলাম, যখন পর্য্যন্ত উত্তর বেদী বা ইলাবৃত বর্ষের উত্তরে কেবল উত্তর মহাসাগর নিয়ত তরঙ্গ বিস্তার করিতেছিল, তৎকাল পর্য্যন্ত ইলাই উত্তর বেদী ছিল, তৎপর ইলার লাগ উত্তরের উক্ত চাত্বাল জাগিয়া উঠিলে, তাহা হইতেই দিবের উৎপত্তি হয়।—যদুক্তম্ ঋচি—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসো অধ্যজায়ত।
ততো রাত্রী অজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥১

পরমেশ্বর সৃষ্টিবিষয়ে অত্যুৎকট চিন্তা করিলে উত্তর মহাসাগরগর্ভে ঋতাপরনামা সত্যলোক ও রাত্রি জনপদের উৎপত্তি হইল, এবং সেই ভগবত্তপস্যা হইতেই পশ্চিম মহাসাগরগর্ভে অন্তরীক্ষ—জনপদ বা তুরুষ্ক,পারস্য ও আফগানিস্থানের জন্ম হইয়াছিল। তথাহি—

সমুদ্রাৎ অর্ণবাৎ অধি সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতোবশী ॥২

জলময় উত্তর মহাসাগরগর্ভে সংবৎসরনামক জনপদ উৎপন্ন হইল। স্বাধীনমনাঃ পরমেশ্বর সকলের চক্ষের সামনে দেখ দেখ করিতে করিতে উক্ত উত্তরমহাসাগরগর্ভে অহঃ ও রাত্রি জনপদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তথাহি—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।

দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তরিক্ষ মথোস্বঃ * ॥৩—১৯০সূ—১০ম

এইরূপে উত্তর সমুদ্রগর্ভে সত্যলোক, অহর্লোক, রাত্রিলোক ও সংবৎসর লোকের উৎপত্তি হইলে,ধাতা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, এই চারিটী লোকের নাম "দিব্" বা "দিব"রাখিলেন এবং ভ্রাতা সূর্য্য ও কুলজাত চন্দ্রকে উক্ত দিবে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

পূর্ব্বে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ", এই তিনটী লোক ছিল, এক্ষণে এই দিব লইয়া লোক সংখ্যা চারিটী হইল। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণকারেণ।—

ভূরাদ্যান্ চতুরো লোকান্ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ।৪১।৪অ।১ অংশ

ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ ও দিব্, এই চারিটী লোক পূর্ব্বের ন্যায় কল্পিত হইল।

* আমরা ইতিপূর্ব্বে (২১২পৃ দেখ) ইহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে বঙ্গদেশাধিপতি বৈদ্য লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী বাঙ্গালী হলায়ুধ, এই অঘমর্ষণ মন্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন "অস্য অঘমর্ষণ মন্ত্রস্য ব্যাখ্যান মাচরিতুং হৃৎকম্পোজায়তে। যতঃ সর্ব্বক্লেশাপহৃতঃ অত্যন্তগুপ্তশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্য যৎপাঠমাত্রঞ্চ অর্থাববোধসৌগম্যং নাস্তিঃ, ব্রাহ্মণ নিরুক্তাদিকঞ্চ নাস্ত্যেব।১০৩ পৃ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

ইহা বলিয়া হলায়ুধ তিনটী মন্ত্রের এক সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন; তৎপরে সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে উভয় ব্যাখ্যাই প্রমাদদুষ্ট। আমরা বাহুল্যপরিহারার্থ এখানে আর হলায়ুধসায়ণভাষ্য গ্রহণ করিলাম না।

কিন্তু ভূমণ্ডলাদির সৃষ্টির পর মহাপ্রলয় হইয়া আর কোনও নূতন জন-পদাদির সৃষ্টি, হয় নাই (২২—৪৮—৬ম)। সুতরাং "পূর্ব্ববৎ" লোক চতুষ্টয়ের সৃষ্টি, ইহা পৌরাণিক গণের প্রমাদ। ফলতঃ উদ্ধৃত ঋগ্‌মন্ত্রের প্রকৃতার্থ বুঝিতে না পারাতেই পুরাণপ্রণেতৃগণের এ ভ্রম ঘটিয়াছিল।

ফলতঃ সত্যলোক উৎপন্ন হইলে, সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা আদিস্বর্গ হইতে সাধ্যাদি-দেবগণ সহ তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। চন্দ্র ব্রহ্মার কুলজাত ও সূর্য্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাদিগের আদিস্বর্গে যেমন রাজ্য ছিল, তদ্রূপ পূর্ব্বের ন্যায় এই নূতন দিবেও তাঁহাদিগকে নূতন রাজ্য দিয়া দিবে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। চন্দ্র দিবের সংবৎসর ও সূর্য্য অহোরাত্র জনপদদ্বয়ের অধীশ্বর হয়েন। ফলতঃ এই চন্দ্র ও সূর্য্য, নিশানাথ ও দিবাকর নহেন। আমরা দেবগণের দিবে গমনপ্রকরণে ইহার সবিস্তার বর্ণনা করিব। উক্তঞ্চ মহাভারতে আদি পর্ব্বণি—

অন্যৌ তু খলু দেবানাং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ স্মৃতৌ।

অন্যৌ দানবমুখ্যানাং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা। ২৭—৬৪ অ।

দেবতাদিগের মধ্যে যেমন চন্দ্র ও সূর্য্য নামে দুই জন দেবতা ছিলেন, তদ্রূপ দানববংশেও ঐ নামের দুই পৃথক্ ব্যক্তি ছিলেন।

যাহা হউক এইরূপে উত্তর মহাসাগরগর্ভে ঋতাপরনামা সত্য লোক, অহর্লোক, রাত্রিলোক ও সংবৎসরলোকের উৎপত্তি হইলে, উহাদের সমবায় সমুত্থ পদার্থ সেই চাষাল এতদিনে "দিব্" বা "দিব" নাম ধারণ করিল। উক্তঞ্চ শ্রীমতা হলায়ুধেন—

অত্র স্বঃশব্দেন নক্ষত্রলোকোপরিস্থস্বর্গলোক উচ্যতে, দিব্‌শব্দেন তু তদূর্দ্ধস্থ মহর্লোকাদি লোকচতুষ্টয়ম্। ১০৫পৃ ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব

স্বঃ শব্দে নক্ষত্র লোকের (নক্ষত্রনামাদেবগণের জনপদের) উত্তরস্থ স্বর্গলোক বুঝায়। আর মহর্লোক (সংবৎসরলোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া) অহর্লোক (তপোলোকের পশ্চিমাংশ), রাত্রি লোক (তপোলোকের পূর্ব্বাংশ, তপোলোক মধ্য সাইবিরিয়া) ও সত্যলোক, এই চারিটী লোক লইয়া "দিব্" পরিগণিত।

এইরূপে দিবের উৎপত্তি হইলে পূর্ব্বের ত্রিভুবন লইয়া লোকসংখ্যা চারিটী হয়। ঋগ্‌বেদ সেই চারিটী লোকের নামই এইরূপে নির্দ্দেশ করেন—

১। দিবশ্চ, ২। পৃথিবীঞ্চ, ৩। অন্তরিক্ষমথো ৪।স্বঃ।

১। দিব্, ২। পৃথিবী, ৩। অন্তরীক্ষ, ৪। স্বঃ।

খৃপ সম্ভব, ধাতা বা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এই সকল নাম রাখেন, তাই বলা হইয়াছে,

"ধাতা অকল্পয়ৎ"

সায়ণ স্বঃ শব্দকে দিবের বিশেষণ করিয়া প্রমাদের কর্ম্ম করিয়াছেন। দিব্ স্বতন্ত্র জনপদ না হইলে কেন বিষ্ণুপুরাণে উহা লইয়া লোকসংখ্যা চারিটী বলিবেন? কেনই বা হলায়ুধ মহঃ,অহঃ,রাত্রি ও সত্যলোককে "দিব" বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন ?

যাহাহউক আমরা মনে করি অতঃপর আর কেহ দ্যো ও দিব্‌কে এক ভাবিবেন না, কেন না দ্যো আদি স্বর্গ স্বঃ, তাহার নামান্তর "পিতা". পক্ষান্তরে "দিব্"অপিতা। দ্যো ও পৃথিবী (দ্যাবাপৃথিবী) হইতে যে লোক সকল যাইয়া দিবে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বেদের সেই সকল বিবৃতিপাঠেও সকলে আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। সায়ণও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলিয়াছেন যে—

"দিবঃ স্বর্গবিশেষাঃ" নতু স্বর্গমাত্রং ৬৯৫পৃ

আমরা দিবের উৎপত্তির কথা বলিলাম, অতঃপর ইহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামের কথা বলিব। নিঘণ্টু বলিতেছেন যে—

স্বঃ, পৃশ্নিঃ, নাকঃ, গৌঃ, বিষ্টপং, নভঃ, ইতি ষট্ সাধারণানি।১৫পৃ।

ইহা নিঘণ্টুর অতীব প্রমাদ। স্বঃ, নাক ও গো, আদিস্বর্গ; পৃশ্নি ও গো, ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ; আর বিষ্টপ্ বা পিষ্টপ, ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ "দিব্" বা "ত্রিদিব"। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বিশদাক্ষরেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে—

স্বর্গোবৈ লোকো ব্রধ্নস্ত বিষ্টপম্ ।৪৪৩ পৃ

ব্রহ্মার যে নূতন স্বর্গ, উহারই নাম "বিষ্টপ"। সুতরাং স্বর্গমাত্রই "বিষ্টপ" নহে। সুতরাং উহার সাধারণত্ব সর্ব্বথাই সুদূরপরাহত। ফলতঃ দ্যো ও নাক এক; এবং দিব, বিষ্টপ, এক; কিন্তু ইহারা চারিটীই এক নহে। অথর্ব্ববেদমন্ত্র পাঠেও সে পার্থক্য প্রতীত হইয়া থাকে। যথা—

ত্রীন নাকান্ ত্রীন্ সমুদ্রান, ত্রীন্ ব্রধ্নান্ ত্রীন্ বৈষ্টপান্, ত্রীন্ মাতরিশ্বনঃ

ত্রীন্ সূর্য্যান্ গোপ্তৄন্ কল্পয়ামিতে ॥ ৩৭৫ পৃ, ৪খ।

আমি তিন নাক, তিন সমুদ্র, তিন ব্রগ্ন, তিন বিষ্টপ, তিন বায়ু ও তিন সূর্য্য, ইহাদিগকে তোমার গোপ্তা বা রক্ষাকর্ত্তা কল্পনা করি।

এই তিন নাকই "ত্রিনাক", অর্থাৎ কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত), হরিবর্ষ (তাতার) ও ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গলিয়া)। ফলতঃ "নাক" আদিস্বর্গ। ইহা হইতে পার্থক্যজ্ঞাপনার্থই ঋষিগণ দিব্ অর্থাৎ মহঃ, তপঃ ও সত্যকে "ত্রিদিব" এবং ব্রহ্মার সত্যলোককে পরম ব্যোম বা "উত্তমনাক" বলিতে আরম্ভ করেন যদুক্ত মথর্ব্ববেদেষু—

উত্তমং নাকং পরমং ব্যোম। ২৭পৃ—৩য় খণ্ড

অতএব দিব্ ও দ্যো, এক নহে। আর "সমুদ্র" শব্দের অর্থও এখানে (১।১২০ ১০ম) "অন্তরীক্ষ"। উহাও ত্রিসংখ্যক। ঋগ্বেদ স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে—

ত্রীণি অন্তরিক্ষাণি।

যদি নাক ও অন্তরীক্ষ শূন্য হইত, ব্যোম শূন্য হইত, তাহা হইলে শূন্যের আবার তিন, ও পরমপ্রভৃতি বিশেষণ হইতে পারিত কি প্রকারে? ফলতঃ এই সমুদ্র শব্দে তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান অববোধিত হইয়াছে মাত্র। ঐরূপ—

ত্রীন্ বৈষ্টপান্

বাক্যেও ত্রিদিব বা ত্রিপিষ্টপ, অর্থাৎ মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক, সংসূচিত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, দ্যো ও দিব্, এক নহে। কেন না ত্রিনাক—তিন দ্যোর (তিস্রোদ্যাবঃ) অববোধক, আর ত্রিপিষ্টপ, তিন দিবের সংসূচক। অতএব নিঘণ্টুর ন্যায় অমরের এই নিম্নলিখিত পরিগণনাও প্রমাদগর্ভ।

স্বরব্যয়ং স্বর্গনাকত্রিদিবত্রিদশালয়াঃ।

সুরলোকো দ্যোদিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ৌ ক্লীবে ত্রিপিষ্টপম্ ॥

তত্র রঘুনাথচক্রবর্ত্তী—স্বর্গাদি ত্রিপিষ্টপপর্য্যন্তং নব স্বর্গে।

ইহাও অপ্রকৃত সংবাদ। এই নয়টী শব্দই স্বর্গবাচী বটে, কিন্তু ইহারা এক স্বর্গের বাচক নহে। ফলতঃ স্বঃ, নাক, ও দ্যো, এক, ইহারা আদিস্বর্গ বাচক; আর ত্রিদিব, ত্রিপিষ্টপ ও দিব, ইহারা এক এবং ইহারা ব্রহ্মার নূতন

স্বর্গবাচক, আর স্বর্গ, ত্রিদশালয় ও "সুরলোক" শব্দ সাধারণ অর্থাৎ ইহারা যে কোনও স্বর্গেরই বাচক।

তবে ব্রহ্মা উত্তরকুরু বা সত্যলোকে যাইয়া উহার নাম "পরম ব্যোম" ও "উত্তম নাক" এবং "স্বঃ" রাখিয়া আদিস্বর্গ "দ্যো"কে "পিতা" এই অভিনব বিশেষণের বিষয়ীভূত করেন। কেন না উহা জগতের সকলেরই সধারণ পিতৃভূমি বা বাপের বাড়ী। দিবের নামও যে "স্বঃ" হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কি ? তাহা আমরা বহু বেদমন্ত্রেই দেখিতে পাই। যথা—

হুবে দ্যাবাপৃথিবী অপঃ স্বঃ।১।৩৬।১০ম ।

তত্র সায়ণঃ......দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ,অপঃ অন্তরিক্ষ ঞ্চ স্বঃ স্বর্গঞ্চ হুবে হ্বয়ামি। আমি যজনীয় দ্যো, পৃথিবী,অন্তরীক্ষ ও স্বঃ বা স্বর্গকে আহ্বান করি।

তাহা হইলেই বেশ জানা গেল যে ঋষি এখানে দিব্‌কেই স্বঃ বা স্বর্গ বলিতেছেন। কেননা দ্যাবাপৃথিবী—দ্যো ও পৃথিবী, দ্যো—স্বঃ ? অতএব যখন দ্যাবাপৃথিবীশব্দের মধ্যেই স্বঃ (দ্যো) আছে, তখন উক্ত মন্ত্রে পুনরায় "স্বঃ" শব্দের প্রয়োগ থাকাতেই বুঝিতে হইবে যে ঋষি এখানে ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ দিবকেই"স্বঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

এই দিব্ বা ত্রিদিবের নামান্তরই ত্রিরোচনা"। কেননা এই স্থানত্রিতয় জ্ঞানালোকে রোচমান বা দীপ্যমান ছিল। উহারা যে আদি স্বর্গ দ্যোহইতে দূরে, উহারা যে আদি স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত (সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মার আদেশে) তাহাও বেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

অহং দূরে পারে রজসো রোচনা অকরম্।৬। ৪৮। ১০ম

ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃঢ়ানি। ৯। ১৪। ৮ম

আমি ইন্দ্র, আমাদিগের লোকের (রজসঃ দ্যোর) সুদূরে "রোচনা" নির্ম্মাণ করিয়াছি। ইন্দ্রকর্ত্তৃক দিবের রোচনা সকল সুদৃঢ় করা হইয়াছে। উহারাই যে ত্রিদিব, তাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ মহামান্য বেদবাক্য—

রোচন্তে রোচনা দিবি। ৫।২৩ অ যজুঃ।

অমী যে দেবাঃ স্থন ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ।৫। ১০৫। ১ম

রোচনা সকল দিবে শোভা পায়। ব্রহ্মাদি দেবতারা দিবের সেই তিন রোচনায় অবস্থিতি করেন। তথাহি—

ত্রিরুত্তমা দূনশা রোচনানি। ৮। ৫৬। ৩ম

এই উৎকৃষ্ট রোচনাত্রিতয় (মহঃ—তপঃ—সত্য) "দূনশ"—অর্থাৎ অবিনাশ্য। কেননা ইন্দ্র ইহাদিগকে সুদৃঢ় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অতএব এই দিব্ এবং দ্যো যে এক নহে, অতঃপর বোধ হয় সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। বহু ঋষি ও বহু কবিকোষকার ভ্রমবশতঃ এই দিব্‌কেও দ্যোর ন্যায় শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পক্ষান্তরে জগন্মান্য মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন যে—

পর্য্যাসপরিমাণঞ্চ ভূমেস্তুল্যং দিবঃ স্মৃতম্। ২০—১২৪অ

ভূমি বা ভারতবর্ষের যে বিস্তার ও পরিমাণ, দিবের বিস্তার ও ভূমি পরিমাণও তদ্রূপ।

ইহা ছাড়া স্বর্গের আর একটী নাম বেদে "অমৃত" বলিয়া বিবৃত। কেননা স্বর্গ সকল অতীব স্বাস্থ্যকর ছিল। এই অমৃত শব্দের অর্থ Sanatorium। অর্থাৎ যে স্থানের লোক সকল অকালে মরিত না ও মরে না।

অস্মিন্ দিবঃ অমৃতাঃ অকৃথন্। ১০। ৭২। ১ম

ইন্দ্রাদি দেবগণ দিব্‌কে অমৃত অর্থাৎ অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। ১। ১৩। ১০ম

হে অমৃতলোকবাসী দেবগণ! তোমরা শ্রবণ কর।

দেবতারা সমগ্র স্বর্গ ভূমিকে পাঁচটী অমৃতে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে কিম্পুরুষ বর্ষ বা তিব্বত, প্রথম অমৃত। বেদে প্রথম অমৃতের কথা বিবৃত আছে—

অগ্নের্ব্বয়ং মনামহে চারু দেবস্য নাম প্রথমস্য অমৃতানাং। ২। ২৪। ১ম।

আমরা প্রথম অমৃতের দেবতা অগ্নিদেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব।

আমরা ছান্দোগ্যহইতে উক্ত পঞ্চ অমৃতের নিকাশ দিব। উহাতে বিবৃত আছে যে—

তৎ যৎ প্রথম মমৃতং তৎ বসব উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেন। ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি। এতদেব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ১। ১৮১পৃ মহেশপাল সংস্করণ।

পঞ্চ অমৃতের মধ্যে যাহা প্রথম অমৃত, তথায় বসবাদি অষ্টবসু অগ্নির নেতৃত্বে বাস করেন। এ অমৃত খাদ্য বা পেয় নহে, ইহা দর্শনীয় তৃপ্তিজনক স্থান। তাই বেদ বলিতেছেন যে—

অত্র বসবো রন্ত দেবা উরৌ অন্তরিক্ষে ৩।৩৯।৭ম

বসুরা প্রথম অমৃত দিব্য অন্তরীক্ষে থাকেন ও তথায় সুখে বিহার করেন।

এই মহর্ষি অগ্নিদেব উপক্রত দেবগণ সহ ভারতে আগমন করিলে, তৎপর শিব, এই পদে বৃত হয়েন, তখন তাঁহার নামও (ইন্দ্রের ন্যায়) অগ্নি হয়, তজ্জন্য শিবসম্ভূত কার্ত্তিকেয়ের নাম "অগ্নিভূ"।

সেনানী রগ্নিভূর্গুহঃ। অমর।

এই প্রথম অমৃত বা তিব্বতে কি প্রকারে সূর্য্যের উদয়াস্ত হইয়া থাকে? ছান্দোগ্য বলিতেছেন যে —

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা, পশ্চাৎ অস্তম্ এতা বসূনামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা।১

এখানে সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্তমিত হয়। ইহা বসুগণের রাজত্বের অধীন এবং ইহাও স্বর্গরাজ্যের অন্তর্গত, ইহাই তিব্বত।

অথ যৎ দ্বিতীয় মমৃতং, তৎ রুদ্রা উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন।১।১৭৪পৃ

স যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা, পশ্চাৎ অস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ দক্ষিণত উদেতা, উত্তরতঃ অস্তমেতা, রুদ্রাণা মেব তাবৎ, আধিপত্যং, স্বারাজ্যং পর্য্যেতা ৪। ১৭৫পৃ

কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বতের উত্তরেই দ্বিতীয় অমৃত। এখানে রুদ্রগণ ইন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করেন। এখানে সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্তে যায়, আবার দ্বিতীয় বারে দক্ষিণে উদিত হইয়া উত্তরে অস্তযায়, ইহা রুদ্র গণের স্বারাজ্য। ইহাই হরিবর্ষ বা তাতার জনপদ।

অথ যৎ তৃতীয় মমৃতং, তৎ আদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন। স যাবৎ আদিত্যঃ দক্ষিণত উদেতা, উত্তরতঃ অস্তমেতা। দ্বিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাৎ অস্তমেতা। আদিত্যানা মেব তাবৎ আধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ১৭৭-৭৮ পৃ।

দ্বিতীয় অমৃতের উত্তরে তৃতীয় অমৃত. এখানে দ্বাদশ আদিত্য ও তদ্বংশীয়গণ

বরুণের নেতৃত্বে বাস করেন। এখানে সূর্য্য দক্ষিণে উদিত হইয়া উত্তরে অস্ত যায়, এবং দ্বিতীয় বারে পশ্চিমে উদিত হইয়া পূর্ব্বে অস্ত গমন করে। ইহা আদিত্যগণের স্বর্গ-রাজ্য। ইহাই ইলাবৃত বর্ষ বা মঙ্গলিয়া।

অথ যৎ চতুর্থ মমৃতং তৎ মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন। স যাবৎ আদিত্যঃ পশ্চাৎ উদেতা পুরস্তাৎ অস্তমেতা, দ্বিস্তাবৎ উত্তরত উদেতা দক্ষিণতঃ অস্তমেতা। মরুতা মেব তাবৎ আধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা। ১৭৯-৮০পৃ

তৃতীয় অমৃতের উত্তরেই চতুর্থ অমৃত, এখানে ইন্দ্র-সৈনিক মরুদ্‌গণ চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করেন। ইহা মরুদ্‌গণের স্বারাজ্য। এখানে সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইয়া পূর্ব্বে অস্ত যায় ও দ্বিতীয় বারে উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত গমন করিয়া থাকে। ইহাই উত্তর সংবৎসর বা রম্যকবর্ষ অর্থাৎ দক্ষিণ সাইবিরিয়া।

অথ যৎ পঞ্চম মমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন। স যাবৎ আদিত্য উত্তরত উদেতা, দক্ষিণতঃ অস্তমেতা, দ্বি স্তাবৎ উর্দ্ধম্ উদেতা, অর্বাক্ অস্তমেতা,সাধ্যানামেব তাবৎ আধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা।১৮১-৮৩পৃ

চতুর্থ অমৃতের উত্তরেই পঞ্চম অমৃত পরম ব্যোম বা উত্তরকুরু, এখানে সাধ্য দেবগণ সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করেন। এখানে সূর্য্য উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত যায় ও দ্বিতীয় বারে উর্দ্ধে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তে যায়। ইহা সাধ্যদেবগণের স্বারাজ্য। তিব্বতাদির ন্যায় এখানেও স্বারাজ্য বা সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত ছিল।

অতএব বেশ জানা গেল যে তিব্বতহইতে উত্তরকুরু পর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং এই সকল স্থানে প্রধানতঃ দেবগণই বসবাস করিতেন। তবে ছান্দোগ্য ভিন্ন ভিন্ন অমৃতে সূর্য্যের উদয় ও অস্তসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। সূর্য্যগতির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিলে অবশ্যই পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ বা পর্য্যটকগণ এই ভাবের কোনও অবস্থা দেখিতেন। ফলতঃ ইহা গৃহসংস্থ ভারতীয় ঋষিগণের কল্পনা প্রসূন বটে কিনা, তাহা পরিচিন্তনীয় ও অনুসন্ধেয়। পক্ষান্তরে বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন যে—

কুলালচক্রপর্য্যন্তো ভ্রমন্নেষ দিবাকরঃ।
করোত্যহস্তথা রাত্রিং বিমুঞ্চন্ মেদিনীং দ্বিজ ॥২৭-৮-অ-২অংশ

মেরু প্রদেশে সূর্য্য কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে, এবং তাহাতে দিন ও রাত্রি হইয়া থাকে।

আমরা এখানে ভূর্ভুবঃ স্বঃ ও ত্রিদিবের কথা বলিলাম। ত্রিদিব মহঃ, তপঃ ও সত্য লোক লইয়া গঠিত, সুতরাং ইহাতে ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ, মহঃ—তপঃ ও সত্য, এই ছয় ভুবনের কথা বলা হইল। অবশিষ্ট জনলোক কোথায়? উহা হিমালয়ের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। যদাহ অথর্ব্ববেদ :—

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনং।

হে কুষ্ঠ তুমি হিমালয়ের উত্তরে জন্ম গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ হিমালয়ের পূর্ব্ব দিকে জনলোকে নীত হইয়া থাক।

অতএব বর্ত্তমান চীন ও পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষই জন লোক। কোনও কোনও পুরাণ মহর্লোকের উত্তরে জন-লোকের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ফলতঃ সেটী ভুল। এই সপ্ত ভুবনই মহারাজ অগ্নীধ্রের ইলাবৃতাদি নব পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া কালে নব বর্ষে বিভক্ত হয়। এই সপ্ত ভুবন ও নববর্ষ একই এবং ইহাদিগকে লইয়াই কাশ্যপীয় বা আশিয়া মহাজনপদ গঠিত।

পৌরাণিকগণ ইহা ছাড়া "সপ্তদ্বীপা" পৃথিবীর কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু এ পৃথিবী শব্দ ভূমণ্ডলপর নহে, পরন্তু উত্তমপৃথিবীপর। অর্থাৎ শাকদ্বীপ· ক্রৌঞ্চদ্বীপ, প্লক্ষ, পুষ্কর, শাল্মলি, কুশ ও জম্বু দ্বীপের সমবায়ে ত্রিনাক বা তিব্বত, তাতার ও বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া গঠিত, উহাই সপ্তদ্বীপা "উত্তমা পৃথিবী", ইহার বিশেষ বিবরণ আমরা ভৌমকাণ্ডে বিবৃত করিব। যে পুষ্করে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার জন্ম হইয়া ছিল, ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বা অগ্নির উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা সপ্ত দ্বীপের অন্তর্গত এই পুষ্কর দ্বীপ। যে প্রকার কেয়ালকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর মিলিয়া কেয়ালকাতা বা কলিকাতা হইয়াছে, তদ্রূপ শাকদ্বীপের অংশ প্লক্ষ ও পুষ্করাদি অপর ছয়টী দ্বীপ লইয়া বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া পরিগণিত।

জম্বুদ্বীপসম্বন্ধে সকলেই বিভিন্ন মত বাদী। আমরা ভৌম কাণ্ডে সপ্তদ্বীপ-প্রকরণে জম্বুদ্বীপের সবিস্তার বিবরণ বিবৃত করিব। সকলে মনে করিয়া থাকেন যে, হিন্দুরা ইহার অধিক ভৌগোলিক তত্ত্ব অবগত ছিলেন না, কিন্তু তাহা নহে। বিশ্বদেবনিবিৎ বলিতেছেন যে—

দ্যাবাপৃথিবী পঞ্চদশ

ইহাতে মনে হয়, তিনি এই দ্যাবাপৃথিবী শব্দ এখানে ভুবন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভূভুর্বঃ, স্বঃ, মহঃ, তপঃ, সত্য ও জনলোক, সপ্তভুবন; অতল, বিতল, রসাতলাদি (সমগ্র আমেরিকা) সপ্ত পাতাল, এই চতুর্দ্দশ ভুবন ও হরিয়ূপীয়া লইয়া উক্ত পঞ্চদশ দ্যাবাপৃথিবী বা পঞ্চদশ ভুবন পরিগণিত। আমরা ঋগ্বেদে এই রূপ বিবৃতি দেখিতে পাই।—

বধীৎ ইন্দ্রোবরশিখস্য শেষঃ যৎ হরিয়ূপীয়ায়াম্। ৫—২৭—৬ম

তত্র সায়ণঃ।—হরিয়ূপীয়ায়াং হরিয়ূপীয়া নাম কাচিন্নদী কাচিন্নগরী বা

ইন্দ্র হরিয়ূপীয়ায় যাইয়া বরশিখনামক দৈত্যের পুত্রাদিকে বধ করেন। উহা একটী নদী বা নগর।

কিন্তু আমরা মনে করি ইহা সায়ণের প্রমাদ। ফলতঃ এই হরিয়ূপীয়ার অপভ্রংশেই কালে Europia, Europa ও Europe শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। ঋষিরা উক্ত ইউরোপের আরও কতিপয় জনপদের নাম অবগত ছিলেন। যথা—

যৎ বা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপে। ২। ৪। ৮ম

তত্র সায়ণ :—যদ্বা যদ্যপি রুমাদিষু চতুর্ষু রাজসু। রুম, রুশম, শ্যাবক ও কৃপ, সায়ণের মতে এই চারিজন রাজার নাম। ইহা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই রুম শব্দ ইটালী বা ইউরোপীয় তুরুস্কের কনষ্টান্টিনোপলের সহিত কোনও সাগন্ধ্যবান্ নহে। কেন না বৈদিক যুগের শেষ সময়েও তাইবর তীরস্থ রোমের পত্তন হয় নাই। ফলতঃ কেতুমালবর্ষের অন্তর্গত অপোগ স্থানে যে—

"রোমক পত্তন"

নগর ছিল, তত্রত্য কম্বোজ ক্ষত্রিয়গণ যাইয়াই তাইবর তীরে দ্বিতীয় রোম নগরের পত্তন করেন। সুতরাং এই "রুম" শব্দ আফগানি স্থানের রোমকপত্তন বাচী। শ্যাবক ও কৃপ, কি বা কোন্ জনপদ, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু—

"রুশম"

শব্দদৃষ্টে মনে হয়, ইহা হইতেই "রুশিয়া" শব্দের জন্ম হইয়া থাকিবে। এখানে ঋণঞ্চয় নামে একজন রাজা ছিলেন। যথা—

ঋণঞ্চয়ে রাজনি রুশমানাং। ১৪। ৩০। ৫ম

তত্র সায়ণঃ।—রুশম ইতি কশ্চিৎ জনপদবিশেষঃ (১২।৩০।৫ম)

অথর্ববেদে ত্রয়োদশটী ভুবনের সমুল্লেখ আছে। সুতরাং হিন্দুরা বৈদিক যুগে অনেক জনপদেরই যে সংবাদ রাখিতেন, ইহা ধ্রুবই। ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটীও ইহার সমর্থন করে।

মাভ্যা আসীৎ অন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণোদ্যোঃ সমবর্ত্তত।

পদ্‌ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাম্ অকল্পয়ন্ ॥১৪।৯০।১০ম

প্রজাপতি পরমেশ্বর আপনার নাভিহইতে অন্তরীক্ষ, মস্তকহইতে দ্যো বা আদি স্বর্গ, পদদ্বন্দ্বহইতে ভূমি বা ভারতবর্ষ, কর্ণহইতে দিক্ সকল ও অন্যান্য লোক বা জনপদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তবে আমরা বেদের কোনও মন্ত্রেই আফ্রিকার উৎপত্তি বা বিনাশের কথা দেখিতে পাই না, পুরাণেও আফ্রিকার কোনও প্রসঙ্গ দেখা যায় না। তাহাতেই মনে হয় যে উহা বায়ু,বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণ রচনার পরে স্থলে পরিণত হইয়া ছিল। আফ্রিকার অঙ্গুরীয়াকার ও সাহারা মরুর প্রভাবদর্শনেও মনে হয় যে এই মাত্র আফ্রিকা ডিম হইতে বাহির হইয়াছে! তবে কূপমণ্ডূক সদ্যঃসভ্য ইউরোপীয় দিগের নিকট আফ্রিকা ডোবাটী প্রাচীন মহাসাগর বলিয়া অনুমিত বটে।

ঊনবিংশাধ্যায়।

দেবতা ও মানুষ একই।

আমরা সংক্ষেপে ভৌগোলিক প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া অতঃপর দেবতারা পরমার্থতঃ কি? তাঁহারাও যে নর বা মানুষ, সমগ্র আর্য্যজাতিই যে প্রকৃত দেবতা ও দেববংশপ্রভব, তাহার কথা বলিব। তবে দেবতামাত্রই মানুষ ছিলেন না, কাদ্রবেয় ও বৈনতেয়প্রভৃতি কশ্যপাত্মজগণ দেবতা ও নর ছিলেন, কিন্তু মনুষ্য ছিলেন না; অদিতিপ্রভব আদিত্য এবং বিশ্বেদেব ও সাধ্যদেবগণও মানুষ ছিলেন না, দেবতা ও নর ছিলেন। ইংরাজী Man (মানব) শব্দ এখন মনুষ্য অর্থে ব্যবহৃত এবং নর ও মনুষ্য শব্দ এখন একার্থবাচী হইয়াগিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে তাহা ছিল না। যে সকল দেবতা কেবল মাত্র মনুর সন্তান, তাঁহারাই মানুষ, মানব, বা মনুষ্য ছিলেন। পক্ষান্তরে দেব, দৈত্য, দানব, মানব, কাদ্রবেয়, বৈনতেয় ও অসুরেরা, গন্ধর্ব্বাদির ন্যায় সকলেই "নর" ছিলেন।

তবে দেবতা কাহাকে কহে? কেন নর বা মনুষ্যেরা দেবোপাধি লাভ করিয়াছিলেন? দেব বা দেবতা শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ কি?

দিব্যন্তি দীপ্যন্তে প্রতিভয়া ইতি দেবাঃ দেবতা বা।

যাঁহারা জ্ঞানবান্ ও যাঁহারা প্রতিভাদ্বারা দীপ্তি পাইতেন, তাঁহাদিগের নামই "দেবতা"। উক্তঞ্চ শতপথব্রাহ্মণেন—

"বিদ্বাংসোবৈ দেবাঃ"

স্বর্গবাসী নর বা মনুষ্যাদির মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য ছিলেন, তাঁহাদিগের নামই দেবতা। তথাহি বায়ুপুরাণম্—

দেবেষু বেদবিদ্বাংসঃ সর্ব্বে ব্রাজর্ষয়স্তথা। ৬৫–৪অ উখ

দেবতারা সকলেই বেদবিৎ ও রাজর্ষি ছিলেন। তথাহি—

উপাধ্যায়স্তু দেবানাং দেবাপিরভবৎ মুনিঃ। ২৩২–৩৭অ–ঐ

দেবাপি মুনি দেবতাদিগের উপাধ্যায় বা অধ্যাপক ছিলেন। তথাহি কৃষ্ণযজুঃ—

বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ। ১৩২পৃ

ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। তথাহি—

বৃহস্পতি দেবানাং পুরোহিত আসীৎ, শণ্ডামর্কৌ অসুরাণাম্।৪১০পৃ-ঐ

বৃহস্পতি দেবগণের এবং শণ্ড ও মর্ক অসুরদিগের পুরোহিত ছিলেন। তথাহি—

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্।১৬-৯০-১০ম

দেবতারা যজ্ঞজনপদ বা আদিস্বর্গে (যজ্ঞেন যজ্ঞে-জনপদে) যজনীয় অগ্নির উপাসনা করিতেন। সেই অগ্ন্যুপাসনাই জগতে আদি ধর্ম্মকার্য্য ছিল। তথাহি ভীষ্মপর্ব্ব—

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ।

সমেত্য বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তেঽনেক দক্ষিণৈঃ॥১৯—৬ অ

সেই মেরুপর্ব্বতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ সমবেত হইয়া বহুদক্ষিণাদানপূর্ব্বক যজ্ঞ করিতেন।

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্।১০৬

দেবা মনুষ্যাঃ পিতরস্তে অন্যত্ত আসন্।

অসুরা রক্ষাংসি পিশাচা অন্যতঃ।১২১পৃ কৃষ্ণযজুঃ

দেবতা ও অসুরেরা পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিলেন, একপক্ষে দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোক (আদিস্বর্গ) বাসী দেবগণ, অন্যপক্ষে দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও পিশাচগণ ছিলেন। তথাহি মনুসংহিতা—

ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যোদেবদানবাঃ।

দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং॥ ২০১—৩অ

অগ্নিষাত্ত, হবির্ভুজ ও আজ্যপপ্রভৃতি পিতৃপুরুষগণ ঋষিদিগের সন্তান। দেব, দানব দৈত্য ও মনুষ্যগণ আবার সেই ঋষিসন্তান পিতৃগণের সন্তান সেই দেববংশীয় নরগণ (আর্য্যগণ) দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত। তথাহি বায়ুপুরাণম্।—

ঋষীণাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরোদেবসূনবঃ।

ঋষয়োদেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ॥২০।১অ উ খ

দেবতারা কশ্যপাদি ঋষির সন্তান, আজ্যপাদি পিতৃগণ ও পিতৃলোকবাসী দেবগণ দেবসন্তান, ঋষিগণ দেববংশপ্রভব, ইহা শাস্ত্রসমূহে দৃষ্ট হয়। তথাহি—

দেবাম্বরে দেবতাহি সপ্ত সন্তুতয়ঃ স্মৃতাঃ। ৫৮

দেবত্বে চ ঋষিত্বে চ মনুষ্যত্বে চ দুর্দ্দশঃ ॥৬৩-৩৯অ উত্তর খণ্ড

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ভৃগু ও বশিষ্ঠ, এই সপ্ত ঋষির বংশে দেবতাদিগের সাতটী শাখা প্রস্তুত হয়। দেবতারা এই সকল ঋষির অনন্তরবংশ্য। সুতরাং দেবতারা দেবাম্বরে সম্ভূত বলিয়া যেমন দেবতাও বটেন, তদ্রূপ তাঁহারা মনুষ্য বা নরও বটেন। কেননা তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্মা ও মনুষ্যকর্ম্মা ছিলেন। তবে কি দেবতাদিগের জন্ম ও মৃত্যুও হইত? তাঁহাদিগের জন্ম,মৃত্যু ও মনুষ্যধর্ম্ম, সকলই দেখা যায়। স্বয়ং ঋগ্‌বেদই বলিতেছেন যে—

দেবানাং নু বয়ং জানা প্রবোচাম বিপন্যয়া। ১।৭২।১০ম

আমরা এখানে স্পষ্টবাক্যে দেবতাদিগের “জানা” বা জন্মের কথা বলিব। তৎপরই ব্রহ্মাদিদেবগণ যে অদিতিগর্ভে জন্মিয়াছেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে এবং ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে। তথাহি বায়ুপুরাণম্—

তেষামপি হি দেবানাং নিধনোৎপত্তি উচ্যতে। ৬২।৫অ উ

সেই দেবতাদিগের জন্মও ছিল ও মৃত্যুও ছিল। তথাহি যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

গন্ত্রী বসুমতী নাশং উদধি দৈবতানি চ। ১০।৩অ

এই বসুমতী, মহাসাগর সকল ও দেবতারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। তথাহি ছান্দোগ্যে—

দেবা মৃত্যোর্বিভ্যতঃ ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্।

দেবতারা মৃত্যুহইতে ভীত হইয়া ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই বেদত্রিতয়ের পঠনপাঠনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তথাহি মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি—

দীর্ঘায়ুষো মহারাজ জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ। ৩০।১১অ

হে মহারাজ! সেই শাকদ্বীপ (মঙ্গলিয়া) বাসী দেবগন্ধর্ব্বাদি সকলে অকালে জরা বা অকালে মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইতেন না, পরন্ত তাঁহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন। সুতরাং দেবগণ চিরজীবী বা অমর ছিলেন না। যদি দেবতারা অমরই হইবেন, তাহা হইলে কেন দেবাসুরযুদ্ধে তাঁহাদিগের মৃত্যু হইত? কেন বৃহস্পতির পুত্র কচ, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন? কেন সতীর দেহত্যাগে দেবাদিদেব মহাদেব কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন?

ফলতঃ যাহারই জন্ম আছে, তাঁহারই মৃত্যু হইয়া থাকে, এ প্রাকৃতিক নিয়মের আক্রমণ হইতে দেবতারাও রক্ষা পাইতে পারেন নাই। অন্যে পরে কা কথা? মনুষ্য মরিয়া যে যমের বাড়ী যাইয়া থাকে, সেই সর্ব্বলোকান্তকারী যমকেও মরিয়া যমের বাড়ী যাইতে হইয়াছিল। যদাহ অথর্ব্ববেদঃ—

যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাং যঃ প্রেয়ায় প্রথমো লোক মেতম্।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং, যমং রাজানং হবিষা সপর্য্যত॥ ১৩৭সূ ৪র্থ-ঋ

তত্র সায়ণভাষ্যম্...যো যমো রাজা মর্ত্যানাং মরণধর্ম্মণাং মনুষ্যাণাং মধ্যে স্বয়মপি একঃ সন্ প্রথমঃ প্রথমভূতো মমার মরণং প্রাপ্তবান্। মৃঙ্ প্রাণত্যাগে লিটঃ পরস্মৈপদং। এতং লোকং যো যমোরাজা প্রথমভূতঃ প্রেয়ায় প্রগতবান্। প্রথমং মরণং পশ্চাৎ লোকান্তরপ্রাপ্তিঃ ইত্যুভয়ং যমোপজ্ঞম্ আসীৎ ইত্যর্থঃ। অতএব যমস্য মনুষ্যবৎ কামরিতৃত্বাদিকং যাগাৎ রাজ্যপ্রাপ্তিশ্চ আম্নায়তে।

"যমোবৈ অকাময়ত পিতৃণাং রাজ্যং অভিজয়েয়ং" ইতি তৈঃ ব্রা ৩।১।৫।১৪

ইথং যোযমোরাজা মরণপূর্ব্বকং প্রথমং প্রেয়ায় অস্মাৎ লোকাৎ প্রগতো বভূব। তং বৈবস্বতং, বিবস্বান্ আদিত্যঃ, তস্য পুত্রং জনিমতাং প্রাণিনাং সংগমনং সংগচ্ছন্তে অস্মিন্ ইতি সংগমনঃ। জনিমদ্ভিঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ সংপ্রাপ্যম্ ইত্যর্থঃ। এবং গুণবিশিষ্টং যমং রাজানং ঈশ্বরং প্রাণিকৃতশুকৃত দুষ্কৃতানুরূপেণ শিক্ষাকরম্ ইতি যাবৎ। হবিষা আজ্যপুরোডাশাদিনা সপর্য্যত পূজয়ত।

যমও একজন মনুষ্য ছিলেন, তিনিও অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় মরিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরে কর্ম্মফলে পিতৃলোকের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে মৃতলোকেরা সেই বৈবস্বত যমের নিকট গমন করিতে থাকে। অতএব তোমরা যমরাজকে হবিদ্বারা পূজা কর।

এখানে মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি প্রথমে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সত্য কথা। কেননা যিনি অদিতিগর্ভপ্রভব আদিত্য বিবস্বানের পুত্র, অযোধ্যারাজ বৈবস্বত মনু যাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তিনি অবশ্যই মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যই বটেন? সুতরাং তিনিও অন্যান্য মনুষ্যদিগের ন্যায় মরিয়া যমালয়ে গমন করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে ইহাও আছে যে মানুষ মরিয়া পিতৃলোকস্থ যম ও বরুণের নিকট যায়, এখানেও মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি সেই ভাবে

ভীত হইয়া লিখিলেন যে "হাঁ যম মরিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে পিতৃলোকের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন ও মৃতেরা তাঁহার নিকট যাইতে থাকে। এই অন্ধ বিশ্বাস তাঁহাকেও অন্ধীভূত করে।

কিন্তু যদি মরা মানুষেরা যমের বাড়ীই যাইবে, তাহা হইলে নচিকেতার প্রশ্নে স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোকের রাজা বা মালিক সেই যম কেন শিরঃকণ্ডূয়ন করিবেন? কঠোপনিষদে আছে—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।

এতৎ বিদ্যাম্ অনুশিষ্ট স্ত্বয়াহং, বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥২০।১ বল্লী।

হে যম! মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, কি হয়, এ বিষয়ে গভীর সংশয়। কেহ কেহ বলেন যে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ কেহ বলেন যে মৃত্যুর পর কিছুই থাকে না। আমি তোমার নিকট এ বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া প্রকৃত তথ্য জানিতে চাহি, আমার ইহাই তৃতীয় প্রার্থনা। যম শিরঃকণ্ডূয়ন ও চোকতল করিতে করিতে বলিলেন যে—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা নহি সুবিজ্ঞেয় মণুরেষ ধর্ম্মঃ।

অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ মামোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥২১

বাপুহে আমি ত ইহার কিছুই জানি না, পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বড় বড় দেবতারাও এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ের অণুমাত্র তথ্যও জানিতে পারেন নাই। আমি কোন্ ছার? হে নচিকেতঃ তুমি আমার নিকট অন্য বর চাহ, এবিষয়ে আমাকে আর কোনও উপরোধ করিওনা, এ বালাইটার আর পুনরুত্থাপনও করিও না।

অতএব যে যমের মৃত্যু হইয়াছে, নচিকেতাঃ সশরীরে গমনাজ স্বর্গে যাইয়া যে যমের নিকট সসম্মানে গৃহীত হয়েন, সে যম অবশ্যই দেবতা ও মনুষ্য (নর) উভয়ই ছিলেন। কেবল ইহাই নহে, যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ এখন অন্তর্য্যামী স্বয়ং ব্রহ্ম বলিয়া অর্চিত হইতেছেন, পরকালতত্ত্বানভিজ্ঞ তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন না, ইহাও এতাবতা সপ্রমাণ হইতেছে। যদি তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞই হইবেন, তবে কেন তাঁহারা মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, তাহা জানিতে অসমর্থ হইবেন? কেবল ইহাই নহে, দেবতারা গোবধাদি করিতেন বলিয়াও অথর্ব্ববেদ তাঁহাদিগকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাতেও কোনও

বিবেকশীল ব্যক্তিই দেবতাদিগকে আহারনিদ্রাভয়মৈথুনশীল সাধারণ মনুষ্য ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর জীব (যাহা তান্ত্রিক ও থিওসপিষ্টগণ বলিয়া থাকেন) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না। অথর্ব্ব বেদ বলিতেছেন যে—

মুগ্ধা দেবা উত শুনাহ যজন্ত উত গোরৈঃ পুরুধাহযজন্ত।

য ইমং যজ্ঞং মনসা চিকেত প্রণো বোচ তমিহেহ ব্রবঃ ॥৩১৭পৃ ২খণ্ড

তত্র সায়ণভাষ্যম্‌……মুগ্ধাঃ কার্যাকার্য্যবিবেকরহিতা দেবা যজমানাঃ শুনাপি অযজন্ত। যজ্ঞোহি পশুসাধকঃ। তত্র অত্যন্তগর্হিতস্যাপি শুনঃ পশুত্বেন নির্দ্দেশাৎ কর্ম্মযজ্ঞস্য নিন্দা দর্শিতা। অখাদ্যানাং পরমাবধিঃ শ্বা। তথা গোঃ গোরূপপশোঃ অঙ্গৈঃ অবয়বৈরপি,অবধ্যানাং পরমাবধিঃ গৌঃ। পুরুধা বহুধা অযজন্ত।ইত্যাদি।

অহো দেবতারা কি মূঢ়, কি অজ্ঞান, তাঁহারা কুকুর ও গোরুর অঙ্গদ্বারা অনবরত যজ্ঞ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কুকুর অখাদ্যের মধ্যে পরাকাষ্ঠা গরুও অবধ্যের মধ্যে পরাকাষ্ঠা। যাঁহারা গোবধ ও কুকুরদ্বারা যজ্ঞ করিয়া উহাদের মাংস ভক্ষণ করেন, সেই দেবগণ নিতান্তই নিন্দার্হ। যিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া এইরূপ অবন্ধ যজ্ঞের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের নিতান্তই নিন্দাভাজন, আমরা অবশ্যই এজন্য তাঁহাদিগের নিন্দা করিব।

ইহা ভিন্ন দেবতারা যজ্ঞে নরবলি দিয়া মাংস খাইয়াছেন, ইহা প্রত্যেক ব্রাহ্মণেই আছে। দেবতারা সংস্কৃতভাষার স্রষ্টা, দেবনাগরাক্ষরের উদ্ভাবয়িতা এবং সামবেদের মন্ত্রপ্রণেতা, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সর্ব্বদা কাটাকাটী মারামারী করিয়া মরিয়াছেন,যুদ্ধবিগ্রহত লাগিয়াই ছিল। তৎপর ব্রহ্মাও স্ব-কন্যা সরস্বতীতে উপগত হইয়াছেন, ইন্দ্র গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন পূষা আপনার ভগ্নী ও বিমাতাতেও উপগত হইয়াছেন, ইহা ঋগ্‌বেদে রহিয়াছে। সুতরাং দেবতারা মানুষ ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর being ইহা কেবল শাস্ত্রে অকৃতশ্রম অজ্ঞ মুখরদিগের মুখরব মাত্র।

ব্রাহ্মণ ও দেবতাও এক।

দেবতারা যে নর ও মানুষ ছিলেন, ইহা প্রদর্শিত হইল,অতঃপর দেখাইব,স্বর্গের সেই দেবগণই ভারতে আসিয়া "ভূদেব" বা "ভূ-সুর" হইয়াছিলেন। মদলিয়ার দেবোপাধিক ব্রাহ্মণ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা অভিন্ন। তবে স্বর্গেও কি চাতুর্ব্বর্ণ্য ছিল?

না তাহা নহে। চাতুর্ব্বর্ণ্য ভারতবর্ষেও ত্রেতাযুগের শেষ সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়। মজলিয়ার দেবতা বা ব্রাহ্মণেরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এ ব্রাহ্মণ শব্দ তাঁহাদিগের গুণগত উপাধি ছিল।

ব্রহ্ম বেদং জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ।

যাঁহারা বেদজ্ঞ, স্বর্গে তাঁহারাই ব্রাহ্মণনামের বিষয়ীভূত ছিলেন। সে সময়ে স্বর্গে ব্রহ্ম (ঈশ্বর) বা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব কাহারও পরিজ্ঞাত হইয়াছিল না। তাই সামবেদে ও ঋগ্‌বেদের প্রাথমিক মন্ত্রসমূহে প্রকৃতিপূজা ভিন্ন ঈশ্বরানুভব বা ব্রহ্মোপাসনাপ্রসঙ্গ দেখা যায় না।

আচ্ছা ব্রাহ্মণ ও দেবতারা যে একই, শাস্ত্রে ইহার কোনও প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ। ৭০০পৃ

ব্রাহ্মণগণ অগ্নিবংশপ্রভব। শিষ্য শঙ্করও ছান্দোগ্যভাষ্যে বলিয়াছেন যে—

দ্যুলোকাৎ অগ্নিভ্যো বয়ং ক্রমেণ জাতা অগ্নিস্বরূপাঃ। ৩৫২পৃ।

আমরা ব্রাহ্মণগণ স্বর্গে অগ্নিহইতে ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমরা অগ্নিসহ অভিন্ন। তথাহি ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্।

অগ্নের্ব্বা এতাঃ সর্ব্বাস্তম্বো যদেতা দেবতাঃ। ২৯৬পৃ।

যাঁহারা দেবতা, তাঁহারা অগ্নির দেহস্বরূপ। অর্থাৎ দেবতারা অগ্নিকুল প্রভব। স্বর্গের অঙ্গিরাহইতেই অগ্নির জন্ম। তাই বলা হইয়া থাকে—

অগ্নি দেবযোনিঃ

অগ্নি দেবকুলসম্ভূত। সুতরাং সেই অগ্নির সন্তান ব্রাহ্মণগণও দেবতা। কেবল অগ্নিকুলপ্রভবগণ কেন? চন্দ্রবংশীয়গণও দেবতা ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। যদাহ তৈঃ ব্রাঃ—

সৌম্যো হি ব্রাহ্মণঃ। ৭০০পৃ

সোম বা চন্দ্রবংশীয়গণ ব্রাহ্মণ। অতএব চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে পুরূরবাঃ ও নহুষ-প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তথাহি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণম্—

এতে খলু বাব আদিত্যা যৎ ব্রাহ্মণাঃ। ৫৩পৃ

অদিতিগর্ভপ্রভব ব্রহ্মা (ধাতা), ভগ, অর্য্যমা, ত্বষ্টা, বরুণ, মিত্র, বিব-

স্বান্, সূর্য্য, সবিতা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু, ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। আদিত্যেরা দেবতাও বটেন? সুতরাং ব্রাহ্মণ ও দেবতা এক হইতেছে।

যদি বিবস্বান্ ও সূর্য্য, ব্রাহ্মণ ও দেবতা হয়েন, তাহা হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই অযোধ্যার বৈবস্বত মনুপ্রভৃতি রাজগণ এবং সাবর্ণিগোত্রের (সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ) লোকেরা ব্রাহ্মণ ও দেবতা ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে? ফলতঃ স্বর্গের দেবতা যমের ভাই বৈবস্বত মনু, দেবতা ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? তথাহি—

দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ। ১০৯পৃ ঐ

ব্রাহ্মণো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ। ১৮৫পৃ ঐ

ব্রাহ্মণগণ দেববংশপ্রভব, তাঁহারাই সকল দেবতা। শিষ্যা শঙ্করও ছান্দোগ্যভাষ্যে বলিয়াছেন যে—

এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ ব্রাহ্মণাঃ।

এই যে নিত্য প্রত্যক্ষীভূত ব্রাহ্মণ, ইহাঁরাই দেবতা। মনীষী পোকক ও তাঁহার —Indian in Greece নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে—

That Devas are Brahmanas, for such is the ordinary acception of the tille. P 162.

ব্রাহ্মণ ও দেবতা একই, কেননা এই উভয় পরিভাষার নিদান এক। তবে এই বচনটী আসিল কোথা হইতে?

দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাস্তু দেবতাঃ।

তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞাতা স্তস্মাৎ ব্রাহ্মণো দেবতা॥

সকল জগৎ দেবাধীন, দেবতারা আবার মন্ত্রাধীন, ব্রাহ্মণেরা আবার সেই মন্ত্রবিৎ, এজন্য ব্রাহ্মণগণও দেবতা।

না—ইহা আধুনিক হাতগড়া বচন। সকল জগৎ যদি দেবাধীন হইত তাহা হইলে দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন কেন? তাঁহারা মন্ত্রাধীনও নহেন, কেননা মন্ত্রের কোনও বশীকরণ শক্তিই নাই। মন্ত্রের শক্তি আছে, ইহা কুসংস্কারান্ধদিগের অমূলকধারণামাত্র।

বিংশাধ্যায়।

স্বর্গ ও নরক ভৌম।

"স্বর্গ ও নরক ভৌম", "দেবতারা মানুষ", আমার একথায় সনাতন হিন্দুভ্রাতৃগণ বড়ই নারাজ। কিন্তু হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই যখন স্বর্গনরকের পারলৌকিকত্ব ও দেবতাদিগের অমরত্ব এবং Supiriorbcingত্বের কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না, তখন আমি কেমন করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ অন্ধ বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইব?

যদি স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোক, পারলৌকিক হইত, তাহা হইলে স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোকের মালিক যম কেন নচিকেতার প্রশ্নে বলিবেন যে মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, তাহা আমি জানিনা, ব্রহ্মাদি দেবগণও জানিতে পারেন নাই? ফলতঃ মৃত্যুর পর কোনও পারলৌকিক স্বতন্ত্র স্বর্গ, স্বতন্ত্র নরক ও স্বতন্ত্র পিতৃলোক আছে, কি না, তাহা অদ্যাপি কেহ জানিতে পারেন নাই, কখন জানিতে পারিবেন কি না, তাহাও কেহ বলিতে পারেন নাই।

"বল দেখি ভাই কি হয় মলে"। রামপ্রসাদ সেন

কিন্তু যে স্বর্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণাদি দেবগণ বসবাস করিতেন, যে নরকে দৈত্যদানবদিগের বাস গৃহ সকল প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, যে পিতৃলোক জগতের সকল নরনারীর আদিস্মৃতিকাগার, উহার একটী স্থানও ভৌম ভিন্ন, পারলৌকিক নহে, ও পারলৌকিক হইতে পারে না।

পারলৌকিক হইলে ভারতীয় ব্রাহ্মণ নচিকেতাঃ কেমন করিয়া পদব্রজে পিতৃপতি যমের নিকট গমন করিলেন! কেন যম বলিলেন, তুমি ব্রাহ্মণ ও অতিথি, তুমি আমার নমস্য? মহাভারতে বিবৃত আছে যে ব্যাসদেব একশেট মহাভারত পিতৃলোক ও একশেট দেবলোকে প্রেরণ করেন (১০৯।১অ আদিপর্ব্ব)। যদি পিতৃলোক, দেবলোক ও স্বর্গ পারলৌকিক হয়, তাহা হইলে ব্যাস কি তাঁহার মৃত পিতার খাটিয়ার সহিত মহাভারত বান্ধিয়া দিয়া ছিলেন?

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণও পুঁথির গল্প নহে। তিনি ভ্রাতৃগণ সহ স্বর্গ-

গমনেচ্ছুক হইয়া না দিলেন কামনা-সাগরে ঝম্প, না দিলেন ঊর্দ্ধদিকে শূন্যের পানে লম্ফ, এবং না দিলেন তাঁহারা গলায় দড়ি, যে মরিয়া পারলৌকিক স্বর্গে পহুঁছিবেন। তাঁহারা বদ্রিনারায়ণের পথে স্বর্গে যাইতে ছিলেন, যদি ব্যাসের একথা মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের অধিগম্য ও গন্তব্য স্বর্গ, হিমালয়ের পর পারে কোনও স্থানে ছিল। যুধিষ্ঠির তথায় সকুকুর পদব্রজে গমন করেন। বিষ্ণুও এই পথে দুই তিনবার ভারতে আগমন করেন, এই জন্যই উক্ত পথের নাম "স্বর্গদ্বার" ও "হরিদ্বার"। হিমালয়পত্নী মেনকা (তদানীন্তন নেপালরাজমহিষী) গৌরীকে বলিয়া ছিলেন—

পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ। কুমার

হে গৌরি! তুমি তপস্যার জন্য কেন দূরে গমন করিবে? তোমার পিতার এই দেশ সকলই—দেবভূমি বা স্বর্গ। সায়ণাচার্য্যও অথর্ব্ববেদের ভাষ্যে একত্র বলিয়াছেন যে—

হিমবচ্ছিরঃপ্রদেশ এব স্বর্গভূমি রিতি প্রসিদ্ধিঃ।৪৩৯ পৃ—৪র্থ খণ্ড

"হিমালয় পর্ব্বতের শীর্ষদেশই স্বর্গভূমি" এইরূপ প্রসিদ্ধি। ফলতঃ হিমালয়ের পৃষ্ঠহইতে উত্তরকুরু পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই স্বর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তজ্জন্যই যুধিষ্ঠির হিমালয়ের পথে মুখ্য বা আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে বা মঙ্গলিয়াতে গমন করিতে ছিলেন ও তিনি নিজে গিয়াছিলেন।

কেবল যুধিষ্ঠির নহেন, স্বর্গের দেবতারা, বিশেষতঃ, দেবর্ষি নারদ যখন তখন তাঁহার বিমানে চড়িয়া স্বর্গহইতে ভারতে আগমন করিতেন। যখন ভারতে দেবাসুর যুদ্ধ হয়, তখন দেবরাজ ইন্দ্র ভারতে আসিয়া রাজা দশরথের সহায়তা গ্রহণ করেন। ভারতের নহুষ ও যযাতিও স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রত্ব করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজ সগরও আগ্নেয়াস্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করিয়া ছিলেন! যদুক্তং মহর্ষিবায়ুনা—

আগ্নেয় মস্ত্রং লব্ধা তু ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ।
জঘান পৃথিবীং গত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্॥

মহারাজ সগর ভার্গবের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করিয়া পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আসিয়া হৈহয় ও তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করেন।

অর্জ্জুন পাঁচ বৎসর ইন্দ্রের নিকট স্বর্গে থাকিয়া অস্ত্র শিক্ষা করেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের সময় তিনি সসৈন্যে স্বর্গে যাইয়া কর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চরকসংহিতাতে বিবৃত আছে যে ভরদ্বাজাদি ঋষিগণ ভারতবর্ষহইতে স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন (এই পুস্তকের ৯৪পৃ দেখ)। মহাভারতে বিবৃত আছে যে (৭৪পৃ দেখ) গন্ধমাদন পর্ব্বত (গন্ধমাদন বর্ত্তমান বেলুরটাগ) স্থিত ঋষিরা এক সময় তথাহইতে স্বর্গ পার হইয়া—ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তখন ব্রহ্মলোকে সমবায় বা সভা হইতে ছিল।

এই স্বর্গ (স্বর্গপারং তিতীর্ষুঃ সঃ) আমাদিগের আদিস্বর্গ দ্যো বা ইলাবৃত-বর্ষ, বেলুরটাগহইতে ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুতে যাইতে হইলে সকলকে দ্যো বা আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়া পার হইয়া যাইতে হইত। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের একত্র বিবৃত আছে যে (এই গ্রন্থের ৭৬পৃ দেখ)সীতান্বেষণপরায়ণ বানর-চমূগণ পদব্রজে ভারত-হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ছান্দোগ্যে বিবৃত আছে যে একজন ভারতীয় অন্তেবাসী বলিতে ছিলেন যে আমি ব্রহ্মলোক-হইতে আসিতেছি, তথাকার অবস্থা এই যে তথায় সূর্য্য উদিত হইলে অস্তে যায় না, অস্ত গেলেও উদিত হয় না। (ছয়মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি, পৃ ৭৯ দেখ) অথর্ব্ববেদে বিবৃত আছে যে—

ব্রহ্মচার্য্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ।
স সদ্য এতি পূর্ব্বস্মাৎ উত্তরং সমুদ্রং লোকান্ত্‌ সংগৃভ্য মুহুরাচরিক্রৎ॥

১০৬ পৃ ৩য় খণ্ড

কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত দীক্ষিত ও দীর্ঘশ্মশ্রু ভারতীয় ব্রহ্মচারী সমিৎপাণি হইয়া পথে নানা দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক পূর্ব্বহইতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই উত্তর সমুদ্রে গমন করেন।

এই পূর্ব্বদেশ বর্ম্মা বা মগধাদি এবং এই উত্তর সমুদ্র শব্দের লাক্ষণিক অর্থ উত্তরসমুদ্রবেলাবিলাসী উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোক। কৌষীতকী ব্রাহ্মণেও ব্রহ্মলোকে গমনের যে পথ প্রদর্শিত হইয়াছে(৭৭পৃ দেখ) তাহা ভৌম ভিন্ন পার-লৌকিক হইতে পারে না। অথর্ব্ববেদে আছে (৪২৩।২৪পৃ ১ম খণ্ড) ভারতীয় বণিকেরা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া দেবযানপথে ইন্দ্রের নিকট যাইয়া উহা বিক্রয় করিতেছেন।

উর্ব্বশী স্বর্গবেশ্যা, স্বর্গের পুরূরবাঃ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। তাঁহার গর্ভে নহুষপিতা মহারাজ আয়ুর জন্ম হয়। স্বর্গের ইন্দ্র ভারতের গৌতমপত্নী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন। স্বর্গের মেনকার গর্ভে ভারতের বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়।

সুতরাং এ হেন স্বর্গ অবশ্যই পাদগম্য ও ভৌম ছিল। উর্ব্বশীর গর্ভও ভিঃ পিঃ পার্শেলে হয় নাই, অহল্যার সতীত্ব নাশও ভিপি পার্শেলে হইয়া ছিল না। এসব গেল যুক্তির কথা, অতঃপর আমরা ভৌগোলিক প্রমাণদ্বারা স্বর্গের ভৌমত্ব-সংস্থাপন করিব। মহাভারতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিতেছেন যে—

নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ নামধেয়ানি সঞ্জয়।
তথা জনপদানাঞ্চ যে চান্যে ভূমিসংশ্রিতাঃ

হে সঞ্জয়! এই ভূমিতে সংশ্রয় নদ, নদী, পর্ব্বত ও জনপদ সকলের নাম সকল বল। সঞ্জয় বলিলেন যে—

প্রাগায়তা মহারাজ ষড়েতে বর্ষপর্ব্বতাঃ।
অবগাঢ়া হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ॥৩
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চ নগোত্তমঃ।
নীলশ্চ বৈদূর্য্যময়ঃ শ্বেতশ্চ শশিসন্নিভঃ ॥৪
সর্ব্বধাতুবিচিত্রশ্চ শৃঙ্গবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
এতে বৈ পর্ব্বতা রাজন্ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ॥৫
এষামন্তরবিষ্কম্ভো যোজনানি সহস্রশঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদা স্তানি বর্ষাণি ভারত ॥৬
ইদং তু ভারতং বর্ষং ততো হৈমকূটং পরম্।৭
হৈমকূটাৎ পরঞ্চৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষ্যতে।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥৮
প্রাগায়াতো মহাভাগ মাল্যবান্নাম পর্ব্বতঃ।
ততঃ পরং মাল্যবতঃ পর্ব্বতোগন্ধমাদনঃ ॥৯
পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ।১০
তস্য পার্শ্বেষমী দ্বীপা শ্চত্বারঃ সংস্থিতা বিভো।১২

ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জম্বুদ্বীপশ্চ ভারত।
উত্তরা শ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥১৩
তত্র দেবগণা রাজন্ গন্ধর্ব্বাসুররাক্ষসাঃ।
অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ শৈলে ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা ॥১৪
তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্র শ্চাপি সুরেশ্বরঃ।
সমেত্য বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তেহ নেকদক্ষিণৈঃ ॥১৯-৬অ ভীষ্মপর্ব্ব।

হে মহারাজ! হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্, এই ছয়টী বর্ষপর্ব্বত। ইহারা পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ও উভয় দিকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে, ইহারা যে সকল জনপদে অবস্থিত, উহারাই এক একটী বর্ষ।

আমাদিগের অধ্যুষিত এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ, ইহার পর হেমকূট-বর্ষ, হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ, উক্ত নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে মাল্যবান্ পর্ব্বত, উহা পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত। মাল্যবানের পর গন্ধমাদন পর্ব্বত (উহা পশ্চিমে) অবস্থিত। এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যস্থলে (একদিকে মাল্যবান্, অন্য দিকে গন্ধমাদন) স্বর্ণাকর মেরু-পর্ব্বত। উক্ত মেরুপর্ব্বতের চারি পার্শ্বে এই সকল দ্বীপ অবস্থিত—

উত্তরে উত্তর কুরু বর্ষ, দক্ষিণে জম্বু দ্বীপ, পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ব বর্ষ ও পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ। এই উত্তর কুরুতে পুণ্যবান্ লোকেরা বাস করিয়া থাকেন। সেই মেরু পর্ব্বতে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর (বস্তুতঃ দৈত্য ও দানবগণ) রাক্ষস ও অপ্সরোগণ বাস করেন। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও সুরেশ্বর বিষ্ণু, এই মেরু পর্ব্বতে বহু দক্ষিণা দান করিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন। বায়ুপুরাণে বিবৃত আছে—

ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্।
হেমকূটং পরং তস্মাৎ নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥২৮
নৈষধং হেমকূটাত্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে।
হরিবর্ষাৎ পরঞ্চৈব মেরোশ্চ তদিলাবৃতম্ ॥২৯
ইলাবৃতাৎ পরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্।
তস্মাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তৎ হিরণ্ময়ম্ ॥
হিরণ্ময়াৎ পরঞ্চাপি শৃঙ্গবাংস্তু কুরু স্মৃতম্ ॥৩০—৩৪অ

ইহা আমাদিগের ভারতবর্ষ, ইহার বর্ষপর্ব্বত হিমালয়, তজ্জন্য ইহার নাম "হৈমবত"বর্ষ। ইহার উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষ, উহার বর্ষপর্ব্বত হেমকূট। তাহার উত্তরে নিষধ বা হরিবর্ষ, উহার বর্ষপর্ব্বত নিষধ, উহার উত্তরে মেরুপর্ব্বত সনাথ ইলাবৃতবর্ষ, উহার উত্তরে রম্যকবর্ষ, পর্ব্বত নীল, ও তদুত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ উহার বর্ষপর্ব্বত, শ্বেতপর্ব্বত, ও তদুত্তরে উত্তরকুরু, উহার বর্ষপর্ব্বতের নাম শৃঙ্গবান্। শ্রীমদ্‌ভাস্করাচার্য্য বলিতেছেন যে—

ভারতবর্ষমিদং হ্যদগস্মাৎ কিন্নরবর্ষমতো হরিবর্ষম্।
সিদ্ধপুরাচ্চ তথা কুরু তস্মাৎ বিদ্ধি হিরণ্ময়রম্যকবর্ষে॥২৭
মাল্যবাংশ্চ যমকোটিপত্তনাৎ, রোমকাচ্চ কিল গন্ধমাদনঃ।
নীলশৈলনিষধাবধী চ তৌ অন্তরাল মনয়ো রিলাবৃতম্॥২৮

সিদ্ধান্তশিরোমণি ভুবনকোষ

এই আমাদিগের অধ্যুষিত ভারতবর্ষ, ইহার উত্তরে কিন্নর (কিম্পুরুষ বা হেমকূটবর্ষ), উহার উত্তরে হরিবর্ষ, তৎপর ইলাবৃতবর্ষের মধ্যগত সিদ্ধপুর, সিদ্ধপুরের উত্তরে রম্যকবর্ষ, ও তদুত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ।

যমকোটি পত্তনের (ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীনের) উত্তরে মাল্যবান্ ও কেতুমাল বর্ষস্থ রোমকপত্তনের উত্তরে গন্ধমাদনপর্ব্বত। এই মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত রম্যকবর্ষস্থ নীলপর্ব্বত এবং হরিবর্ষস্থ নিষধপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনের মধ্যভাগে ইলাবৃতবর্ষ। তথাহি—

নিষধনীলসুগন্ধসুমাল্যকৈঃ অলমিলাবৃত মাবৃত মা বভৌ।
অমরকেলিকুলায়সমাকুলং রুচিরকাঞ্চনচিত্রমহীতলম্॥৩০
ইহ হি মেরুগিরিঃ কিল মধ্যগঃ, কনকরত্নময় স্ত্রিদশালয়ঃ।
দ্রুহিণজন্মকুপদ্মজকর্ণিকা ইতি চ পুরাণবিদোঽমুমবর্ণয়ন্॥৩১

উক্ত ইলাবৃতবর্ষ,নিষধ,নীল, মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বতদ্বারা পরিবেষ্টিত। এস্থান অতি রমণীয়, এখানে দেবগণের বাসস্থান সকল বিরাজমান। তথাহি—

সরত্নকাঞ্চনময়ং শিখরত্রয়ঞ্চ, মেরৌ সুরারিকপুরারৈপুরাণি তেষু।
তেষামধঃ শতমখজ্বলনান্তকানাং যক্ষাম্বুপানিলশশীনপুরাণি চাষ্টৌ॥

উক্ত ইলাবৃতবর্ষের মধ্যগত নানারত্ন ও স্বর্ণের আকরভূমি উক্ত মেরুপর্ব্বতের তিনটী শৃঙ্গ আছে। তথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ভবনত্রয় বিরাজমান

উহার নিম্নভাগে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যদেবের অষ্ট নগরী বিরাজমানা।

মহাভারত, বায়ুপুরাণ ও সিদ্ধান্তশিরোমণি উপরে নববর্ষের যে অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাতে প্রত্যেক বিবেকশীল চেতস্বান্ ব্যক্তিকেই অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা সমগ্রই ভৌম ভৌগোলিক ব্যাপার। এবং এই নববর্ষই ভূর্ভুবঃস্বরাদি সপ্তভুবন, এবং ইহাদিগকে লইয়াই "কাশ্যপীয়" (আশিয়া) মহাজনপদ পরিগণিত। সুতরাং এই দেবনিবাসস্বর্গ ভৌম ভিন্ন কি প্রকারে পারলৌকিক হইতে পারে ?

দেবগণের নিবাসভূমি মেরুপর্ব্বত, ও বর্ত্তমান আলটাই (ইলাস্থায়ী) পর্ব্বত অভিন্ন এবং উহা আমাদিগের সুদূর উত্তরস্থ তুল্যসমতল ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া জনপদ। একই বিষ্ণুপদ সরোবরহইতে স্বর্ণদী ভাগীরথী ভারতে, সীতা বা ইয়াংশিকিয়াং তিব্বত ও চীনদেশ, চক্ষুঃ(অকশস) কাবুলের ভিতর দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, আর ভদ্রা নদী মহঃ, তপঃ সত্য বা ত্রিদিবের ভিতর দিয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। সুতরাং এহেন ত্রিদিবাদি কেমন করিয়া শূন্যসংস্থ ও অনধিগম্য হইতে পারে ? উত্তরকুরু পাদগম্য, ব্রহ্মলোক বানরগম্য, ভারতবর্ষ পাদগম্য. আর মাঝখানের কিম্পুরুষবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষাদি শূন্যসংস্থ ? মহাভারত, পুরাণ ও ভাস্করাচার্য্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া কি মনে হয় না যে ইহারা একই সমতলসংস্থ ও একটী অন্যটীর উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্ব্বে অবস্থিত ? পক্ষান্তরে উঁহারা কেহই ত এমন একটী কথা বলেন নাই যে ইহাদের একটী বর্ষও শূন্য বিহারী।

উদঙ্ জাতোহিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্।

অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন যে কুষ্ঠ ওষধি হিমালয়ের উত্তরে জন্মিয়া পরে হিমালয়ের পূর্ব্বে জনলোকে নীত হইয়া থাকে। সুতরাং এই জনলোক কি ভৌম ও বর্ত্তমান চীনদেশ নহে ? ফলতঃ স্বর্গ ও নরক "পারলৌকিক", ইহা শাস্ত্রে অকৃতশ্রম ব্যক্তি দিগেরই প্রলাপবাক্য।

তপসা যে স্বর্যযুঃ।২।১৫৪।১০ম

"স্বর্গকামো যজেত"। শ্রুতি

তপোবলে লোক সকল স্বর্গে গিয়াছেন, সকলে স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিতেন।

কিন্তু ইহাতেও স্বর্গের পারলৌকিকত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহা স্বর্গের মহিমদ্যোতক বাক্য মাত্র। অর্থাৎ যে সে লোক স্বর্গে যাইতে পারে না।

নাল্পেন তপসা লভ্যঃ সুন্দরস্ত্রীসমাগমঃ

এতাবতা এমন বুঝিতে হইবেনা যে সুন্দরস্ত্রী পারলৌকিক। অবশ্য দুই একটী বৈদিকমন্ত্রেও স্বর্গকে পারলৌকিক না বলিয়াছেন তাহা নহে, ফলতঃ ঐ সকল মন্ত্র পৌরাণিক যুগের ভ্রান্তিদুষ্ট।

হাঁ ইলাবৃতবর্ষ ভৌম ও উহা দেবনিবাস, ইহা পুরাণপাঠে জানা যায় কিন্তু বেদে তাদৃশ কোন মন্ত্র দেখা যায় না কেন? যে দেবতারা ইলাবৃতবাসী ছিলেন? কেন? কে বলিল বেদে এরূপ মন্ত্র নাই? ঋগ্‌বেদ বিশদাক্ষরেই বলিতেছেন যে—

ইলাং সুবীরাম্ আযজামহে ।৪

যস্মিন্ ইন্দ্রোবরুণোমিত্রো অর্য্যমাদেবা ওকাংসি চক্রিরে ।৫—৪০—১ম

আমরা সুবীরভূয়িষ্ঠা ইলা অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষকে পূজা করি, যেখানে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমপ্রভৃতি দেবগণ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ভূমিসংলগ্ন মেরুপর্ব্বতে দেবগণের ভিন্ন ভিন্ন এক বিংশতিটী ভবন ছিল, উহা এক বিংশতি স্বর্গ বলিয়া কথিত এবং এতৎ সমুদয়ই ভৌম। (এক-বিংশতিকাঃ স্বর্গা বর্ত্তন্তে মেরুমূর্দ্ধনি) জগন্মান্য বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গাঃ ।৪৮।২অ।২অংশ

ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভূমি এই সকল স্বর্গ "ভৌম"। তথাহি মার্কণ্ডেয় পুরাণম্—

এতে ভৌমা দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বর্গাঃ সর্ব্বগুণাধিকাঃ। ১৬।৫৪অ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ব গুণের আধার এই স্বর্গ সকল ভৌম। তথাহি বায়ু-পুরাণম্—

তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা।

ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্ ॥৪২—৪৫অ

সেই উত্তর কুরুতে আদিস্বর্গহইতে লোক সকল যাইয়া সর্ব্বদা উপনিবিষ্ট হইয়া থাকে (জায়ন্তে পাঠ বেদবিরুদ্ধ) উক্ত উত্তরকুরুও সর্ব্ব গুণাধার ও উহাও একটী ভৌম স্বর্গ। তথাহি ভাগবতম্—

ঐহিকো নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে।

হে মাতঃ! স্বর্গ ও নরক সকল ঐহিক অর্থাৎ ভৌম, ইহা ঋষিরা বলিয়া থাকেন।

আচ্ছা তিব্বতহইতে উত্তর কুরু পর্য্যন্ত স্থান লইয়া যেন স্বর্গরাজ্য পরিগণিত। কিন্তু নরক সকল কোথায় কি ভাবে অবস্থিত? শ্রীমদ্‌ভাস্করাচার্য্য বলিতেছেন যে—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসঙ্ঘা ঔর্ব্বে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ। ২১ পৃ

মেরুপর্ব্বতে দেবতা ও সিদ্ধ ঋষিগণ বাস করেন, আর বাড়বানলপ্রধান সমুদ্রময় (জলাভূমি) নরকে দৈত্যদানব সকল বাস করিয়া থাকেন।

ফলতঃ কলিকাতার স্বাস্থ্যকর শোভনসংস্থান চৌরঙ্গী এবং আবর্জ্জনা ও কর্দ্দমাদিক্লিন্ন অশোভনপল্লী বাঙ্গালীটোলাতে যে প্রভেদ, পূর্ব্বকালের স্বর্গ ও নরকেও সেই প্রভেদ ছিল। দেবতারা যে উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিতেন, উহারই নাম"স্বর্গ",আর তাঁহাদিগের মাতৃষস্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দৈত্যদানবেরা যে সকল কদর্য্য স্থানে বাস করিতেন, উহাদেরই নাম "নরক"। খুব সম্ভব নরকাসুরের অধিকৃত ছিল বলিয়া উক্ত স্থান "নরক" নামের বিষয়ীভূত (যাস্কের ব্যাখ্যা কল্পিত)। পাপীরা মরিয়া নরকে যায়, ইহা মিথ্যাবর্ণনাকারীদিগের মিথ্যা কথা। তাহা হইলে ভাস্করাচার্য্য কেন বলিবেন যে নরকে দৈত্যদানবেরা বাস করেন? ফলতঃ ভ্রান্ত পৌরাণিকগণ বা একালের লোভী ব্রাহ্মণেরা মিথ্যা একার পাঠ, মিথ্যা গয়ামাহাত্ম্য ও মিথ্যা নরকাদির বর্ণনা করিয়া নিরীহ লোকদিগকে কুপথে লইয়া গিয়াছেন। অহো ভারতবাসী জগদ্বরেণ্য হইয়াও আজি এই সকল উপধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া জগতের সকলেরই পাদাহত ও ঘৃণিত হইতেছেন এবং তাঁহারা হিদেনে পরিণত হইয়াছেন। যাহা হউক নরকের অবস্থানাদি নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া মহামান্য বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন যে—

মানসোত্তরশৈলে তু পূর্ব্বতো বাসবী পুরী,
দক্ষিণেন যমস্যান্যা প্রতীচ্যাং বরুণস্য চ
উত্তরেণ চ সোমস্য, তাসাং নামানি মে শৃণু ॥৮
বস্বৌকসারা শক্রস্য, যাম্যা সংযমনী তথা।
পুরী সুখা জলেশস্য সোমস্য চ বিভাবরী ॥৯।৮অ। ২অংশ

মানস সরোবরের উত্তর দিকে যে পর্ব্বত আছে, উহার পূর্ব্বাংশে ইন্দ্রপুরী "বস্বোকসারা"; উক্ত পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে যমের পুরী—সংযমনী; পশ্চিমে বরুণনগরী "সুখা", উত্তরে চন্দ্রনগরী বিভাবরী।

যম স্বর্গ বা পিতৃলোকের রাজা ছিলেন, সংযমনীপুর, সে স্বর্গের রাজধানী নহে, উহাই নরকের রাজধানী। দেবতারা দৈত্যদানবগণকে পরাভূত করিয়া পাতালে নির্ব্বাসিত করিলে, যম যাইয়া সংযমনীপুরের আধিপত্যও গ্রহণ করেন। বায়ুপুরাণও বলিতেছেন যে—

দক্ষিণেন পুনর্মেরো র্মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে॥৮৮।৫০অ

মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণে (ভারতবর্ষের বা লঙ্কার দক্ষিণে যমালয় নহে.) মানস সরোবরের উত্তর দিকে সংযমনপুর,বৈবস্বত যম তথায় বাস করেন।

সুতরাং নরক মানসসরোবরের উত্তরদিকস্থ কতিপয় জলাভূমি লইয়া পরিগণিত ছিল,তৎপর নিরক্ষর পাপীদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য প্রবীণেরা নানা বিভীষিকামূলক অনর্থক কথা বলিয়াছেন। ফলতঃ পারলৌকিক নরক ও পারলৌকিক স্বর্গ, সম্পূর্ণই আকাশ-কুসুম। তবে মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, তাহা ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও মহাযোগী শিবও জানিতে পারেন নাই, স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোকের মালিক যমও তাহা জানিতেন না। যোগীরা যোগবলে জানিতেন বা জানিতে পারিয়াছিলেন, ইহাও ষোল আনা মিথ্যা কথা। তাহা হইলে, কঠোপনিষৎ (যাহা ভগবদ্‌বাণী) কেন "যঁ্যা যঁ্যা করিয়া শিরঃকণ্ডূয়ন" করিবেন? অবশ্য সেকালের পৌরাণিকেরা ও একালের থিওসপিষ্টগণ নাকি বলিয়া থাকেন যে—

"মানুষ মরিয়া পরলোকে যায়, তাহারা তথায় অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে"।

কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? কোন্ ব্যক্তি ফিতা দিয়া লিঙ্গদেহের পরিমাণটা মাপিয়া আসিয়াছিলেন। কেই বা সূক্ষ্মদেহের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা? ফলতঃ কতিপয় ভ্রান্ত ঋষি ভৌম পিতৃলোককে (মানবের আদি জন্মভূমিকে) পারলৌকিক প্রেত লোক ঠাহরিয়া যত গোল বাধাইয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন যে—

কৃণে পন্থাং পিতৃযু বঃ স্বর্গঃ।

আমি পিতৃলোকে গমনের জন্ত একটী পথ (পিতৃযাণ) প্রস্তুত করিতেছি, যে পিতৃলোক ও স্বর্গ, একই। ফলতঃ মৃত্যুর পরই পুনরায় আত্মাটা জোঁকের মতন যাইয়া আর একটা দেহ আশ্রয় করে, ইহা ছাড়া কোনও পারলৌকিক ওয়েটীং রুম নাই, থাকিলে প্রমাণ থাকিত, চিঠিপত্রও পাইতাম। অবশ্য তোমরা অনুমান করিতে অধিকারী, কেন না আমরা অনন্ত ও অনধিগম্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কে কি জানি? কিন্তু বেদ ও উপনিষৎ এবং স্মৃতি, এ বিষয়ে নীরব। অবশ্য ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন যে—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তান্ তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কেচাত্মহনো জনাঃ॥

যে কেহ আত্মহত্যা করে, সে অন্ধকারতমসাচ্ছন্ন অসূর্য্য লোকে গমন করিয়া থাকে। তথাহি—

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যে হ সম্ভূতি মুপাসতে।

যাহারা ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া নর ও প্রকৃতির পূজা করে, তাহারা তমোময় লোকে গমনকরে। তথাহি কঠোপনিষৎ—

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দানাম তে লোকা স্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ॥

যে ব্যক্তি পুরোহিতকে কেবল জলপানকারিণী বা কেবল তৃণভোজিনী অদুগ্ধদাত্রী, কিংবা যাহার দুধ দোহিত হইয়াছে, কিংবা যে গাভী বন্ধ্যাদিদোষযুক্ত, তাহা দান করে, সে আনন্দহীন দুঃখের লোকে গমন করে।

কিন্তু এই সকল শ্লোকও আধুনিক। কেন না আর্ষযুগের ঋষিরা এই সকল সহজ অনুষ্টুপের শ্লোক রচনা করিতেন না। ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা আত্মহত্যা কারিগণকে আত্মহত্যা পাপ ও অগ্নিজল এবং সূর্য্যোপাসক বা প্রতিমা পূজকদিগকে প্রকৃতিপূজাহইতে নিবৃত্ত করিবার জন্তই ঐ সকল বচন রচনা করিয়াছেন, আর ক্ষতিগ্রস্ত পুরোহিতেরা ভাল গাভী লাভের জন্তও ঐ সকল পারলৌকিক মিথ্যা ভয়ের আমদানী করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ কোনও পারলৌকিক স্বর্গ-নরক থাকিলে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য তদীয় নীতি-গ্রন্থে বলিতেন না যে—

ভূমৌ যাবৎ যস্য কীর্ত্তি স্তাবৎ স্বর্গে স তিষ্ঠতি।

অকীর্ত্তিরেব নরকো নান্যোঽস্তি নরকো দিবম্॥

এই পৃথিবীতে বাস কালে, যাহার কীর্ত্তি হয়, সেই স্বর্গবাসী, আর যাহার অকীর্ত্তি হয়, সেই নরকবাসী, ইহা ছাড়া কোনও স্বর্গ বা নরক নাই। বিষ্ণু পুরাণও বলিতে ছিলেন যে—

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরক স্তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ।

নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥

হে দ্বিজোত্তম! সৎকার্য্য করিলে মনে যে বিমল আত্মপ্রসাদ হয়, উহাই স্বর্গ, উহার বিপরীতই নরক। ফলতঃ পাপই নরক ও পুণ্যই স্বর্গ। মহর্ষি জৈমিনিও বলিয়াগিয়াছেন যে—

স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রতি অবিশিষ্টত্বাৎ ১৪।৩ পাদ। ৪অ

তত্র শবরস্বামী......ইদ মিদানীং সন্দিহ্যতে কিং যৎ কিঞ্চিৎ উত "স্বর্গঃ" ইতি। যৎ কিঞ্চিৎ ইতি প্রাপ্তং। বিশেষানভিধানাৎ। তত উচ্যতে স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রতি অবিশিষ্টত্বাৎ

সর্ব্বে হি পুরুষাঃ স্বর্গকামাঃ, কুত এতৎ? প্রীতির্হি স্বর্গঃ. সর্ব্বশ্চ প্রীতিং প্রার্থয়তে।

যাহা সকলের সম্বন্ধেই সাধারণ, তাহাই স্বর্গ। ফলতঃ এ স্বর্গের অর্থ মনঃপ্রীতি।

দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত, জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত"

ইহা কেবল প্রীতিকামনামাত্র, ফলতঃ তদ্ভিন্ন স্বর্গ ও নরকনামে কোনও পারলৌকিক স্থান নাই, যদি থাকে, তবে তাহা অজ্ঞেয়। ফলতঃ যে স্বর্গে স্বর্গবেশ্যারা ছিলেন, যে স্বর্গে নন্দনকাননছিল, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি ছিলেন, যাহা সংস্কৃত ভাসা, সামবেদ ও দেবনাগরের উৎপত্তিস্থান, তাহা পরমার্থতই অপারলৌকিক ভৌম। উহারা কি পারলৌকিক হইতে পারে? না উহারা শূন্য গগন? ফলতঃ ইহা ধারণা করাও যায় না। অবশ্য একালের নব্য নৈয়ায়িকেরাও স্বর্গের একটা আধুনিক পরিভাষা রচনা করিয়াছেন। যথা—

যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্ত মনন্তরম্।

অভিলাষোপনীতং যৎ, তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

কিন্তু ইহাও মনঃপ্রীতিকর সুখ ভিন্ন কোন পারলৌকিক স্থান নহে। গরুড়পুরাণকর্ত্তাও স্বর্গকে সেই চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। যথা—

মনোঽনুকূলাঃ প্রমদাঃ, রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠে চ স্বর্গঃ স্যাৎ শুভকর্ম্মণঃ॥ ৪৪। ১০৯ অ

স্ত্রীগুলি মনের মত হইয়া সুন্দরী হইবে ও অলঙ্কৃতা হইবে. বাস শোভন অট্টালিকায়, ইহাই শুভকর্ম্মাদিগের স্বর্গ। সুতরাং ইহাদ্বারাও পারলৌকিক স্বর্গের অস্তিত্ব নিরাকৃত হইতেছে। ফলতঃ মেরু বা আলটাই (ইলাবৃত্তী) পর্ব্বত-সন্নিধ ইলাবৃতবর্ষ বা বর্ত্তমান মঙ্গলিয়াই স্বর্গ এবং উহাই মানবের আদি জন্মভূমি।

একবিংশাধ্যায়।

কোন্ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

কোন্ স্থান জগতে সর্ব্বাপেক্ষা "প্রাচীন তম", ইহা লইয়াও লোক সকল পরস্পর বিবদমান, কিন্তু এ বিবাদের মূলেও কোনও নিদান নাই। কেবল আমি জিতিব, আমার মত প্রবল হউক. অন্যেরা আমার অনুগমন করুক, এই অহংভাব সকলকে উৎপথগামী করিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মনে করেন যে যখন আমাদিগের কামানের গভীর গরজনে জগৎ বিকম্পিত, তখন আমাদিগের মতই সকলের নিয়ন্তা হইবে, কিন্তু ইহা কাজের কথা নহে। যখন সকল মানবজাতি একনিদানসমুত্থ, তখন তাঁহাদিগের যে একটী সাধারণ পিতৃ-ভূমিও ছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। সে কোন্ স্থান?

সে প্রাচীনতম স্থানের সত্তা ও অবস্থানবিন্দু নির্ণয় করিতে হইলে সকলেরই কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আপন আপন দেশের ও ভারতের বৈদিক ভৌগোলিক গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া তবে সত্য নির্ণয় করেন।

কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে ইউরোপীয়গণ আপনাদিগকে "ককেশীয়ান'' জাতি বলিয়া অবগত ছিলেন ও নির্দ্দেশও করিতেন। তৎপর এ "এশিয়াটিক নামটা" অবজ্ঞাসূচক মনে করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে

Europian Race

বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ও পুস্তকাদিতে লিখিতে আরম্ভ করেন যে "বালটিকসাগরের বেলাভূমিই মানবের আদি-জন্মভূমি"। তাঁহারা প্রথমে ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিলেন যে—

"গ্রীকসভ্যতাই"

জগতের আদিম সভ্যতা, তৎপর তাঁহারা উহা প্রকৃত নহে জানিয়া মিশরের গলদেশে সেই বরমাল্য পরাইয়াছেন। মরে নামক একজন নারী গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়া গিয়াছেন যে—

"ভাষা, অক্ষর, গন্তরচনা, যাহাই কেন বলনা, সর্ব্ব—
বিষয়েই মিশর জগতে, আদি সভ্য ও আদি উদ্ভাবয়িতা

কিন্তু এইক্ষণ আবার জর্ম্মাণ ক্রণহোপার সাহেব ধ্বনি তুলিয়াছেন যে—

"পৃথিবীতে বেবিলোনিয়া, পণ্টাশ ও এশিয়া মাইনারই আদি সভ্যস্থান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম জনপদ"

কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নিব্যূঢ় স্বীকৃত সত্য নহে। কেননা এ মতের সহিত আমাদিগের বৈদিক মতের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তোমরা বলিতে পার যে আমরা হিন্দুদিগের বেদ মানিব কেন? কিন্তু যদি বেদ সত্যগর্ভ হয়,তাহা হইলে কেন মানিবে না? সত্য বিষয় চিরকালই সার্ব্বভৌম সর্ব্বজনীন ও এক। একে আর একে দুই,ইহা যেমন সেই মান্ধাতার আমলহইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ যাহা সত্য, তাহা জগতের সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায় এবং সকল নরনারীগণেরই সাধারণ গ্রহণীয় বস্তু। ধর্ম্মমতের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে ও থাকিতেও পারে, কিন্তু সত্যের সহিত বিরোধ নাই। অতএব যদি বেদবাক্য সত্য হয়, আমরা স্বার্থান্ধ না হইয়া সঙ্গত ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলেনিশ্চিতই আমরা সিদ্ধকাম হইব।

এখন সকলে সত্যান্বেষী হইয়া দেখ, কাহার গ্রন্থে কি আছে? কিন্তু কি ইউরোপ, কি আমেরিকা ও কি আফ্রিকা, এই সকল দেশে আমরা এমন এক খানিও ধর্ম্মগ্রন্থ, ইতিহাস বা ভূগোল দেখিতে পাইনা, যাহাদিগের গোঁফ বা দাড়ি গজাইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতের বেদ সকল এত বয়োবৃদ্ধ যে, উহাদের দাঁত পড়িয়া আবার পুনরায় দাঁত উঠিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য তোমরা এ সত্যেরও অপলাপ করিতে বদ্ধপরিকর না হইবে এরূপ নহে। কিন্তু জানিও এই বেদ সকল, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, সকলেরই আদি পৈতৃক সম্পত্তি। এখনও স্কাণ্ডিনেভিয়ার লোকেরা আপনাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রকে—

"বেদ"

বলিয়া থাকেন। ফলতঃ যখন জগতের প্রায় সকল নরনারীই ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, তখন ভারতের বেদ কেন না তাঁহাদিগের আপন বস্তু হইবে? ঋগ্‌বেদের একত্র বিবৃত আছে যে—

মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে। ১। ৫৬। ৪ম

মহতী দ্যো (ইলাবৃতবর্ষ) ও পৃথিবী (ভারতবর্ষ) জগতের সকল জনপদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা বর্ষীয়সী তথাহি—

প্র পূর্ব্বজে পিতরা ন্যাবাপৃথিবী। ২। ৫৩। ৭ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্......পূর্ব্বজে পূর্ব্বং প্রজাতে উৎপন্নে। সৃষ্ট্যাদৌ উৎপন্নে। ৭৯৪ পৃ তৈঃ ব্রাঃ।

মহাসাগর গর্ভে যখন জনপদসমূহের সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে দ্যো ও পৃথিবী অর্থাৎ আদি স্বর্গ ইলাবৃত বর্ষ (মঙ্গলিয়া) ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, সকলের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। তজ্জন্যই ঋগ্‌বেদের অন্য একজন ঋষি বলিতেছিলেন যে—

পরিক্ষিতা পিতরা পূর্ব্বজাবরী দ্যাবাপৃথিবী। ৮।৬৫।১০ম

পরিক্ষিতা পরিতো নিবসন্তৌ পূর্ব্বাজবরী পূর্ব্বমুৎপন্নে দ্যাবাপৃথিবী।

এই দ্যাবা পৃথিবী অতি বিস্তৃত বাসস্থান ও ইহারা সকলের অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল। তথাহি—

ঈলে দ্যাবাপৃথিবী পূর্ব্বচিত্তয়ে। ১। ১১২। ১ম

তত্র সায়ণ :......হে দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ঈলে স্তৌমি, কিমর্থং পূর্ব্বচিত্তয়ে পূর্ব্বমেব অশ্বিনোঃ প্রজ্ঞাপনায়, তর্হি অশ্বিনোঃ প্রত্যাসন্নে; যদ্ বা দ্যাবাপৃথিবী অশ্বিনৌ স্তৌমি, পূর্ব্বচিত্তয়ে অস্মদীয়াৎ স্তোত্রাৎ পূর্ব্ব মেব অস্মদীয়স্য স্তোত্রস্য প্রবোধনায়।

এই সায়ণভাষ্য অতীব অসাধু। সায়ণ প্রথমতঃ "দ্যাবাপৃথিবী" জিনিষটা কি, তাহাই বুঝিতে পারেন নাই, পারিলে কেন বলিবেন যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ই দ্যাবাপৃথিবী! অশ্বিনীকুমারদ্বয় কি স্বর্গ-বৈদ্য নহেন? আর তিনি, বা মহীধর ও উবটপ্রভৃতি, তাঁহারা কেহই "পূর্ব্বচিত্তি" শব্দেরও প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে পারেন নাই। ফলতঃ ভাষাতত্ত্বে (in Philology) অনভিজ্ঞতানিবন্ধনই তাঁহারা এই "চিত্তি" শব্দটা

চিত্‌ধাতু নিষ্পন্ন (চিতি সংজ্ঞানে)

ভাবিয়া মন্ত্রের প্রকৃতার্থবোধে অসমর্থ হইয়া ছিলেন। বস্তুতঃ এই "চিত্তি" শব্দটা, "ক্ষিত্তি" শব্দের অপভ্রংশ বা বিকারপ্রভব।

ক্ষিৎ(ক্ষিৎ নিবাসে রোগাপনয়নে সংশয়ে চ)+ক্তি=ক্ষিত্তি,

অতএব এখানে "ক্ষিত্তি" (ক্ষিত্তা) শব্দের অর্থ, "বাসস্থান"। আর "পূর্ব্বক্ষিত্তি" শব্দের অর্থ "পূর্ব নিকেতন"—"প্রাচীনতম বাসস্থান।"

ফলতঃ এই মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা এই……অহং মন্ত্রপ্রণেতা পূর্ব্বচিত্তয়ে পূর্ব্বচিত্তী পূর্ব্বকিত্তী পূর্ব্বনিকেতনে দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ স্বর্গভারতবর্ষৌ ঈলে স্তৌমি।

আমি পূর্ব্ব নিকেতন স্বর্গ (দ্যো) ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে স্তুতি করি।

অতি পূর্ব্বে কোনও জনপদই ছিলনা, পরে সৃষ্ট্যাদৌ অনন্তজলরাশিগর্ভে স্বঃ বা দ্যোর উৎপত্তি হয়। তৎপর উহার বহুকাল পরে দক্ষিণ সাগরগর্ভে পৃথিবী বা ভারতবর্ষ স্থলে পরিণত হইয়াছিল। এই দ্যো ও পৃথিবীর সমবায়সমুথ পদার্থের নামই "দ্যাবাপৃথিবী" বা রোদসী। ইহারা জগতের সকল মাতৃভূমি অপেক্ষা বর্ষীয়সী, তাই বেদ বহুমানপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে—

রোদসী দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরা। ৭। ১৭। ৬ম

তত্র সায়ণঃ……রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ দেবপুত্রে দেবাঃ পুত্রা বয়োঃ তে, প্রত্নে পুরাণে মাতরা মাতরৌ বিশ্বস্য মাতরৌ।

এই দ্যো ও পৃথিবী, পৃথিবীর সকল নরনারীর পুরাতন মাতৃভূমি। এই উভয় স্থানেই দেবতারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ইহাদের বিশেষণান্তর "দেবপুত্রে"। এই দ্যো ও পৃথিবী, সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন স্থান বলিয়াই ঋষিরা অন্য একটী মন্ত্রে ইহাদিগকে "পুরাতন সদ্ম" বলিয়াছেন।

"পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুঃ" ।২।৫৫।৬ম

কিন্তু ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ অর্থাৎ তুরুষ্ক, পারস্য এবং আফগানীস্থানও কি প্রাচীন জনপদ নহে? না, ভুবর্লোক, দ্যাবাপৃথিবীর উৎপত্তির বহুকাল পরে স্থলে পরিণত হইয়া ছিল। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা যখন স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, তখন কেবল আফগানিস্থানের পূর্ব্ব প্রান্তের কিয়দংশ মাথা তোলা দিয়াছিল, সেই পথে দেবতারা ভারতে আগমন করেন ও ঐ পথে পিতৃভূমি স্বর্গে যাইতেন বলিয়া উহার নাম "দেবযান বা সুরবর্ত্ম" ও "পিতৃযাণ"

ঐ সময়ে অন্তরীক্ষ স্থলে পরিণত হইলে, দেবতারা ধ্রুবই অগ্রে তথায় প্রবেশ করিতেন ও দেবগণের জন্মনিবন্ধন উহার বিশেষণও "দেবপুত্র" হইত। যাহাহউক উক্ত সদ্মঃ প্রসূত অন্তরীক্ষ লইয়া কালে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ", এই ত্রিভুবন গঠিত হয়। তৎপর বহুকালপরে উত্তরমহাসাগরগর্ভে দিবের উৎপত্তি হইলে দিব লইয়া লোকসংখ্যা চারিটি হইয়াছিল। ক্রমে দ্যো ও ভারতের লোক যাইয়া

অন্তরীক্ষ ও দিবে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং ভূমণ্ডলের মধ্যে স্বঃ বা দ্যো, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান, পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, প্রাচীনত্বে দ্বিতীয়; ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ; তৃতীয় এবং দিব্‌ বা দ্যুলোক (মহঃ, তপঃ, সত্য) অর্থাৎ সমগ্র সাইবেরিয়া চতুর্থস্থানীয়। জনলোক বা বর্ত্তমান চীন, পঞ্চমস্থানীয়, তৎপর ধরিয়ূপীয়া বা ইউরোপা বয়সে ষষ্ঠস্থানীয় বটে।

অতএব যাঁহারা মিশর, মেষপটেমিয়া বা বেবিলোনিয়া প্রভৃতি স্থানের প্রাচীনত্বপ্রখ্যাপক, তাঁহারা কতদূর অসমসাহসিক, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখুন। মেষপটেমিয়া বাবিলোন, পণ্টাস ও এশিয়ামাইনর, যদি এশিয়াটিক তুরুস্কের অন্তর্গত হয়, উক্ত তুরুস্কও অন্তরীক্ষের এক দেশ, যদি ইহাও তোমরা স্বীকার কর, তাহা হইলে উহারা কি বয়সে তৃতীয় স্থানীয় হইবে না?

আচ্ছা বৈদিক ঋষিরা যদি স্বার্থপরতাপরায়ণ হইয়া মিথ্যা করিয়া দ্যাবা পৃথিবীকে প্রাচীনতম বলিয়া থাকেন? ঋষিরা অভ্রান্ত ছিলেন না, তাঁহাদিগের মনুষ্যোচিত ভ্রমপ্রমাদ বহুস্থলেই ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা মিথ্যাবাদী ছিলেন, ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বলিয়াছেন ও মিথ্যা লিখিয়াছেন, ইহা মনে হয় না; কেননা তখন জগতে পূর্ণ সভ্যতা দেখা দেয় নাই, লোক সকল সরল ও সাধুচেতাঃ ছিলেন। মিথ্যা বলিলে তাঁহারা কেন আপনাদিগের মাতৃভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে প্রথম না বলিয়া দ্যো বা মঙ্গলিয়াকে প্রাচীনত্বে প্রথম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? আচ্ছা দ্যো বা স্বঃ যে সকলের পূর্ব্বে স্থলে পরিণত হইয়াছিল, বেদে কি তাহার কোনও প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে। মহামান্য ঋগ্‌বেদ তারস্বরেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

আপো হ যৎ বৃহতী র্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানাঃ।৭।১২১।১০ম

যে অনন্ত জলরাশি সমগ্র ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া ছিল, উহা প্রথমে গর্ভধারণকরে। তথাহি

পরোদিবা পর এনা পৃথিব্যা পরোদেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।

কংস্বিৎ গর্ভং প্রথমং দধ্রে আপঃ, যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ॥৫।৮২।১০ম

এই গর্ভই সকলের প্রথম, অর্থাৎ প্রথম জনপদ। এই জনপদ, কি দ্যুলোক (দিব্‌), কি এই পৃথিবী (ভারতবর্ষ), কি দেবতা, কি অসুরগণ, ইহাঁদের সর্ব্বাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠতম। যে স্থানে দেবতারা জগতের সকল আদি নরনারী, আদি পশু ও আদি পক্ষিপ্রভৃতি (বিশ্বে—সকল) দেখিতে পাইয়াছিলেন।

এই আত্মোৎপন্ন জনপদের নাম, কি ? তাহা কি বেদে বিবৃত হইয়াছিল ? অবশ্যই হইয়াছিল। বেদ বলিতেছেন যে—

আপো মহিনা দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।৮।১২১।১০ম

সেই অনন্ত জলরাশি নিজ শক্তিতে যে প্রথম গর্ভ ধারণ করে, অর্থাৎ সকলের আদিতে সমুদ্রগর্ভে যে জনপদের প্রথম উৎপত্তি হয়,উহার নাম"যজ্ঞ"।

এই যজ্ঞ জনপদেরই নামান্তর "স্বঃ" বা "আদিস্বর্গ দ্যো"। যদ্ বিবৃতং যজুর্ভাষ্যে মহতা উবটেন মহীধরেণ চ—

যজ্ঞোবৈ স্বঃ।১১—১অ।

স্বর্গের নাম যজ্ঞ হইল কেন ? যেহেতু দেবতারা প্রথমে এই স্থানেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। খুব সম্ভব তজ্জন্যই ইহার নাম "যজ্ঞ" (অধ্বর) বা দেবযজন ভূমি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ও যজ্ঞ জনপদের উল্লেখ আছে—

এতৎ খলু বৈ দেবানামপরাজিত মায়তনং যৎ যজ্ঞঃ।৯৪৫ পৃ

এই যে যজ্ঞ জনপদ, ইহা দেবতাদিগের একটী অপরাজের সুরক্ষিত স্থান।

আচ্ছা বুঝিলাম দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যো (স্বর্গ) ও পৃথিবী (ভারতবর্ষ) সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভূমি এবং উহারা প্রাচীনতম পূর্ব্ব নিকেতন। কিন্তু এই দ্যো ও পৃথিবী কি একই সময়ে স্থলে পরিণত হইয়াছিল ? না তাহা নহে। ঋগ্‌বেদের একজন ঋষি এ বিষয়েও এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা—

কতরা পূর্ব্বা কতরা অপরা অয়োঃ। ১। ১৮৫। ১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্......অয়োরনয়ো দ্যাবাপৃথিব্যো র্মধ্যে কতরা পূর্ব্বা পূর্ব্বমুৎপন্না ? কতরা বা অপরা পশ্চাদ্ভাবিনী ?

এই দ্যো ও পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থান পূর্ব্বে উৎপন্ন, কোন্ স্থানই বা পরেঃ উৎপন্ন হইয়াছিল ? অন্য এক ঋষি তদুত্তরে বলিলেন যে—

পিতা এষাং প্রত্নঃ। ৩। ৭৩। ৯ম

এষাং সর্ব্বেষাম্ জনপদানাং মধ্যে পিতা দ্যৌরেব প্রত্নঃ পুরাতনঃ। তথাহি কৃষ্ণযজুঃ—

সুবর্গো বৈ লোকঃ প্রত্নঃ। ৩৮ পৃ

সকল ভুবনের মধ্যে সুবর্গ বা স্বর্গ দ্যোই প্রত্ন বা পুরাতন।

অতএব বেশ জানাগেল যে আদিস্বর্গ যজ্ঞ বা স্বঃ অর্থাৎ দ্যো বা মঙ্গলিয়াই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান এবং ইহাই মানবের "আদিজন্মভূমি" বটে।

দ্বাবিংশাধ্যায়।

পিতা বা পিতৃলোক।

সমগ্র বেদে যে "পিতা" পদের ভূরি প্রয়োগ হইয়াছে,এপর্য্যন্ত প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্যকার শিষ্য শঙ্কর ভিন্ন আর কেহই উহার প্রকৃতার্থ লিখিয়া যান নাই। এজন্য আমি ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করি। সায়ণ ইহার অর্থ "পালক" লিখিয়াছেন, দয়ানন্দও পিতার কোনও অর্থ না লিখিয়া পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এই "পিতা" পদের অর্থই পিতৃলোক বা পিতৃভূমি (Father land)। শিষ্য শঙ্কর "পিতা" পদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ। পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্। ১।১৬৪।১২

তত্র সায়ণভাষ্যম্—পিতরং সর্ব্বস্য প্রীণয়িতারম্।

দয়ানন্দভাষ্যম্—পিতরং পিতৃবৎ পালননিমিত্তং।

শঙ্করভাষ্যম্—পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বম্। ১২পৃ প্রশ্নোপনিষৎ।

এই তিনটী ভাষ্যের মধ্যে শিষ্য শঙ্করের ভাষ্যই সুসঙ্গত। মূল মন্ত্রের অর্থ এই যে যদি পিতা ও দিবের ভূমিপরিমাণ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে পিতা পঞ্চপাদ বা পাঁচপোয়া হইলে, দিব্ বা দ্যুলোক বারপোয়া হইবে। অর্থাৎ পিতা অপেক্ষা দিব্ প্রায় আড়াই গুণ বড়। দিবের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ "পুরীষী" বা জলমগ্ন. উহা স্থলে পরিণত হইলে, দিব্, পিতা অপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ বড় হইবে। পিতা কে?

দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা।

দ্যো বা আদিস্বর্গ স্বঃ অর্থাৎ উপর্য্যুক্ত "বক্ষু" জনপদ, আমাদিগের পিতৃভূমি এবং ভারতবর্ষ মাতৃভূমি। উহাকে কেন পিতা বলে?শঙ্কর বলিলেন যে—

"সকলের জন্মভূমি বলিয়া উহার নাম "পিতা"।

এ পিতৃনাম হইল কেন? শাস্ত্রপর্য্যালোচনাদ্বারা ইহাই জানা গিয়াছে যে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এই আদিস্বর্গ বা পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া উত্তর কুরুতে যাইয়া উহারও নাম "স্বঃ"বা স্বর্গ রাখেন। কিন্তু আদিস্বর্গ দ্যোও স্বঃ এবং দিব্ও স্বঃ, তাহাতে বা পাছে পদার্থগ্রহে গোল ঘটে, তাই তাঁহারা আদিস্বর্গ দ্যো

কে "পিতা"এই বিশেষণের বিষয়ীভূত করেন। কেননা উহা সকলেরই পিতা বা পিতভূমি, অর্থাৎ আদি বাপের বাড়ী (Fatherland)। আচ্ছা তবে কেন অথর্ব্ববেদে এরূপ বিবৃতি দেখা যায় ?

অগ্নে পিতৃণাং লোকমপি গচ্ছন্তু যে মৃতাঃ। ২২৩পৃ—৩য় খণ্ড

হে অগ্নে ! মৃত ব্যক্তিরা পিতৃলোকে গমন করুন। তথাহি—

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্য্যাণৈঃ। যেনা তে পূর্ব্বে পিতরঃ পরেতাঃ।
উভা রাজানৌ স্বধয়া মদন্তৌ যমং পশ্যাসি বরুণঞ্চ দেবম্॥

৮১পৃ ৪র্থ খণ্ড ও ৭।১৪।১০ম

তত্র সায়ণঃ—হে প্রেত ত্বং প্রেহি প্রগচ্ছ। যমলোকং প্রতি প্রেহি। কৈঃ সাধনৈঃ ? পূর্য্যাণৈঃ—যান্তি অনেন ইতি যানং বর্ত্ম, পুমাংসো যেন বর্ত্মনা পিতৃলোকং যান্তি স পূর্য্যাণঃ।

এই সায়ণভাষ্য সর্ব্বাংশে ঠিক নহে। "পূর্যাণ" শব্দের নিদান "পিতৃযাণ", উহার অপভ্রংশে "পূর্য্যাণ" হইয়াছে। ঋষি এখানে মৃত নরনারী সকলকেই ইহা বলিয়াছেন, কেবল পুরুষকে নহে।

প্রকৃতার্থ……হে মৃত ব্যক্তি, তোমার মৃত (পরেতাঃ) পূর্ব্ব পিতা পিতামহেরা যে পিতৃযাণ পথে পিতৃলোকে (যমের বাড়ী) গিয়াছেন, তুমিও সেই পথে পিতৃলোক যমের বাড়ী যাও। তুমি তথায় যাইয়া দেখিবে যে যম ও বরুণ স্বধাভক্ষণে প্রহৃষ্ট রহিয়াছেন।

হাঁ বেদের বহু মন্ত্রেই এই প্রমাদ প্রবেশ করিয়াছিল যে মানুষ মরিয়া পিতৃলোকে যমের বাড়ী যায়। কিন্তু ইহার নিদান দুইটী। প্রথম নিদান ইহাই যে আমরা যে ভারতে অন্য দেশের আগন্তুক, তাহা সকলে ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু এদিকে নানা শাস্ত্রের নানা স্থানে একটা "পিতৃলোক" শব্দ বিদ্যমান, কাজেই প্রবীণেরা ভাবিলেন যে এ পিতৃলোক আর কিছুই নহে, ইহা মৃত পূর্ব্ব পুরুষদিগের পারলৌকিক গন্তব্য স্থান। কৃষ্ণ যজুতে আছে—

"যমঃ পিতৃণাং রাজা"

যম পিতৃ-লোকের রাজা। আবার "মানুষ মরিয়া যমের বাড়ী যায়,"এই অন্ধ বিশ্বাসও সত্যের সিংহাসন যুড়িয়া বসিয়াছিল, কাজেই যমের সে পিতৃলোক কালে পারলৌকিক "প্রেত-লোকে" প্রোমোশন পাইয়া গেল।

মানুষ মরিয়া যমের বাড়ী যায়, এ অন্ধ বিশ্বাস কেন হইয়াছিল? ইহার কারণ এই যে শিব ও যম পিতৃলোক (Father land) বা আদি স্বর্গে অপরাধীদিগের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিতেন।

"যম পেয়েছে মাজিষ্টারী ফৌজদারী কার থানা"। কবিগান

তজ্জন্য—বেদে তাঁহাদিগের বিশেষণ "মৃত্যু" বলিয়া বিবৃত হয়। যথাহ অথর্ব্ববেদঃ।—

যুয় মুগ্রা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ, ইন্দ্রেণ যুজা প্রমৃণীত শত্রূন্।

সোমো রাজা বরুণো রাজা, মহাদেব উত মৃত্যু রিন্দ্রঃ॥ ৭৭৩পৃ ১ম খণ্ড

হে রণদুর্ম্মদ অন্তরীক্ষপ্রভব মরুদ্‌গণ! তোমরা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুগণকে বধ কর। স্বর্গধামে চন্দ্র রাজা, বরুণ রাজা, ইন্দ্র রাজা ও মহাদেব "মৃত্যু" পদভাক্ ছিলেন। তথাহি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—

যানি এতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণি ইন্দ্রো বরুণঃ

সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। ২৩৫পৃ।

দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, পর্জ্জন্য, যম ও রুদ্রবংশীয় ঈশান ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা রাজা ছিলেন। তন্মধ্যে আবার ঈশান (শিব) ও যম "মৃত্যু পাধিক" ছিলেন। তথাহি—

মৃত্যুঃ প্রজানামধিপতিঃ।

যমঃ পিতৃণামধিপতিঃ। ৭৮০ অথর্ব্ব ১ম খ

মৃত্যুপাধিধারী শিব প্রজাগণের অধিপতি। যম পিতৃলোকের অধিপতি।

যমায় নমো মৃতাবে অস্তু।

মৃত্যুদণ্ডদাতা মৃত্যুপাধিক যমকে নমস্কার। তথাহি—অথর্ব্ববেদঃ

মৃত্যু র্যমস্য আসীৎ দূতঃ প্রচেতাঃ,

অসূন্ পিতৃভ্যো গময়াঞ্চকার। ১০৫পৃ ৪র্থ খ

যমের দূত মৃত্যু, সে, কে কোথায় কখন মরে, তাহা জানে, সে মৃতদিগের প্রাণ পিতৃলোকে লইয়া যায়।

অভি প্রেহি পিতৃণাং লোকং। ১৮৪ পৃ ঐ৪খ

হে মৃত! তুমি পিতৃলোকে গমন কর। তথাহি—

মৃতাঃ পিতৃষু সংভবন্তু। ২২১ পৃ ঐ

মৃতেরা পিতৃলোকে গমন করুন।

ফলতঃ এতৎ সমুদায়ই অন্ধ বিশ্বাস ও কুশিক্ষা হইতে সমাগত এইরূপ বহু মিথ্যা পরিকল্পনা ক্রমে ক্রমে বেদ-মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। এমন কি যমের যে দুইটী কুকুর আছে, উহাদের প্রত্যেকেরই চারি চারিটা চক্ষু, ইহাও বেদে রহিয়াছে। শেষে হালি রামায়ণ পিতৃলোককে একবারে রসাতলে ডুবাইয়া ছিলেন। বর্ত্তমান রামায়ণে বিবৃত আছে যে—

অন্তে পৃথিব্যা দুর্দ্ধর্ষাস্ততঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতাঃ।

ততঃ পরং ন বঃ সেব্যঃ পিতৃলোকঃ সুদারুণঃ ॥ ৪৪

রাজধানী যমস্যৈষা কষ্টেন তমসাবৃতা। ৪৫। ৪৩ অ কিষ্কিন্ধ্যা

হে বানরচমূগণ! তৎপর পৃথিবীর অন্তে স্বর্গজয়কারী দুর্দ্ধর্ষ (রাক্ষসগণ) বাস করে। তৎপর সুদারুণ পিতৃলোক, উহা যমের রাজধানী এবং উহা কষ্টকর অন্ধকারে আবৃত। তোমরা কখনও সে দিকে যাইও না, উহা তোমাদিগের গন্তব্য নহে।

কিন্তু, ইহা সম্পূর্ণই বেদবিরুদ্ধ কথা। কেন না অথর্ব্ববেদ তারস্বরেই বলিতেছেন যে—

কৃণে পন্থাঃ পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ।

আমরা পিতৃলোকে গমনের জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছি, যে পিতৃলোক ও স্বর্গ, অভিন্ন।

ফলতঃ যম যে পিতৃলোকের রাজা বা শাস্তা ছিলেন, ইহা ধ্রুবই, তবে সে পিতৃলোক স্বর্গ এবং তথায় আরও অনেকে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। যথা—অথর্ব্ববেদঃ—

যমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ। ২৪০

সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ। ২৪০ পৃ ৪খ

অঙ্গিরস্বতে পিতৃমতে স্বধা নমঃ।

পিতৃমান্ যম, পিতৃমান্ সোম ও পিতৃমান্ অঙ্গিরাকে স্বধা প্রদানপূর্ব্বক নমস্কার করি। তথাহি—

মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভিঃ। ৭৪ পৃ—৪থ

তত্র সায়ণ:—মাতলী, যমঃ, বৃহস্পতি শ্চ পিতৃণাং নেতারো দেবাঃ।

মাতলী, যম ও ইন্দ্র, পিতৃলোকের নেতা ছিলেন। উহাঁদিগকে কব্যদান করিবে।

এখন কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে—পিতৃলোক নরক, এবং যম, সোম, অঙ্গিরাঃ, মাতলী ও ইন্দ্র, ইঁহারা সকলেই নরকের রাজা ছিলেন? ফলতঃ এ সকল পৌরাণিকদিগের প্রমাদ। অথর্ব্ববেদের স্থানান্তরে আছে যে—

সর্ব্বান্ কামান্ যমরাজ্যে বশা প্রদদুষে দুহে।

অথাহুর্নারকং লোকং নিরুন্ধানস্য যাচিতাম্॥ ২৪৪—৩য় খণ্ড।

যে যাচককে বশা অর্থাৎ বন্ধ্যা গাভী দান করে, তৎফলে তাহার যমরাজ্যে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। যে সে প্রার্থনা পূর্ণ না করে, তাহার নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, কামনা সিদ্ধ হয় না।

এই সকল বৈদিকশাসনও মিথ্যা কল্পনাসম্ভূত, অথবা লোভী ব্রাহ্মণদিগের উপার্জনের দ্বারমাত্র। স্ত্রীলোকদিগকে সৎপথে রাখিবার জন্য বেদে পতিলোক-প্রাপ্তিরও কথা আছে। ফলতঃ পতির লোক পত্নী পাইবে, ইহাও মিথ্যা প্রলোভন মাত্র। যে,যে স্থানের টিকেট কিনিবে, সে সেই স্থানে যাইবে। পতি ও পত্নীর পাপ পুণ্য কি জগতে এক হইয়া থাকে? ফলতঃ পবিত্র "পিতৃলোক", প্রেত লোক নহে। উহা (দ্যৌঃ পিতা) আদি স্বর্গ দ্যো বা ইলাবৃতবর্ষ (বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া) এবং উহা ভৌম ও অতি উৎকৃষ্ট স্থান।

স চ স্বঃ—জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ, জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ, জ্যায়ান্ দিবঃ। (ইহা ছান্দোগ্যে, আত্মার প্রশংসা)—৩।১৪।৩ অথর্ব্ববেদ ভাষ্য—৩০৭ পৃ—২ খ

সেই স্বঃ বা আদি স্বর্গ দ্যো,পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, অন্তরীক্ষ বা তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান, এবং দিব বা দ্যুলোক অর্থাৎ সমগ্র সাইবিরিয়া (মহঃ—তপঃ সত্য) হইতেও শ্রেষ্ঠ।

তবে কি বেদেও ভ্রম আছে? বেদ মনুষ্য-প্রণীত। সুতরাং উহাতে ভ্রম ও ভ্রান্তি সকলই থাকিবে। ফলতঃ পারলৌকিক পর লোক নাই। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, তাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও পরিজ্ঞাত ছিলেন না, আর স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোকের মালিক স্বয়ং যমও জানিতে পারেন নাই। পারিলে কেন নচিকেতার প্রশ্নে তিনি কেবল শিরঃ কণ্ডূয়ন করিবেন? বলিবে "ওটা কথার কথা মাত্র", কিন্তু তাহা নহে। যদি কোনও পরলোক থাকিত, তাহা হইলে বৈদিক ঋষিরা সে পরলোক-তত্ত্ব জানিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা বলিতেন যে—

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্।

তত্তে আবর্ত্তয়ামসি ইহ ক্ষয়ায় জীবসে॥১

হে সুবন্ধো তোমার যে মন (আত্মা) সুদূরসংস্থ যমালয়ে গিয়াছে,

সে মনকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি,তুমি ফিরিয়া আইস, গৃহে বাস কর, আর যেন তোমার মৃত্যু হয় না।১

যত্তে দিবং যৎ পৃথিবীং মনো জগাম দূরকম্।২

হে মৃত! তোমার আত্মা কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না। যদি উহা এই পৃথিবীতেই কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া থাকে, বা সুদূরবর্ত্তী দ্যুলোকেই যাইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমরা উহাকে ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি গৃহে আসিয়া চির কাল থাক।২

যত্তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং মনোজগাম দূরকম্। ৩

হে মৃত যদি তোমার আত্মা পৃথিবীর চারি দিকের কোন এক্ সুদূর স্থানে যাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইত্যাদি।

যত্তে চতস্রঃ প্রদিশো মনো জগাম দূরকং।৪

হে সুবন্ধো যদি তোমার আত্মা চারি দিকের কোনও একদিকে অতি সুদূরেও যাইয়া থাকে, তাহা হইলে।

যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকম্।৫

হে সুবন্ধো! যদি তোমাব আত্মা সুদূরবর্ত্তী সমুদ্রের কোনও স্থানে

যত্তে মরীচীঃ, প্রবতো মনো জগাম দূরকম্।৬

হে সুবন্ধো! যদি তোমার আত্মা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত কিরণসমূহে যাইয়া থাকে—তবে আমরা।

যত্তে অপো যদোষধীর্মনো জগাম দূরকম্।৭

যদি তোমার আত্মা সুদূরসংস্থ জলে বা ওষধিসমূহে, যাইয়া থাকে, তবে আমরা।

যত্তে সূর্য্যং যদুষসং মনো জগাম দূরকম্।৮

যদি তোমার আত্মা সুদূরসংস্থ দিবাকর বা উষাতে যাইয়া থাকে, তবে আমরা।

যত্তে পর্ব্বতান্ বৃহতো মনো জগাম দূরকং।৯

যদি তোমার আত্মা সুদূরবর্ত্তী কোনও বৃহৎ পর্ব্বতে যাইয়া থাকে, তবে আমরা।

যত্তে বিশ্ব মিদং জগৎ মনো জগাম দূরকম্।১০

যদি তোমার আত্মা এই বিস্তীর্ণ বিশ্বের কোনও সুদূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া থাকে, তবে আমরা।

যত্তে পরাঃ পরাবতো মনো জগাম দূরকম্।

যদি তোমার আত্মা দূরহইতে সুদূর দেশের কোনও স্থানে গমন করিয়া থাকে, তবে আমরা।

যত্তে ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ মনো জগাম দূরকম্।১২।৫৮।১০ম

যদি তোমার আত্মা যাহা হইয়াছে ও যাহা হইবে, এমন কোনও অজ্ঞাত সুদূরবর্ত্তী স্থানেও যাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তোমাকে তথাহইতেও গৃহে ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি আর মরিতে পারিবে না।

হে ধীরচেতাঃ পাঠকগণ! আপনারা কি ইহার পরও বলিতে চাহেন যে, মানুষ মরিয়া পিতৃলোকে যায়, যমের বাড়ী যায়? কোথায় যায়, নরকে যায় বা স্বর্গে যায়? কোথায় যায়, তাহা কেহ জানেনা, পরে জানিতে পারা যাইবে কিনা,তাহাও সুদূরপরাহত। জানিতে পারিলে,স্বয়ং ঈশ্বর-বাণী বেদ কেন নানা বাজে কথা বলিবেন? ফলতঃ পারলৌকিক স্বর্গ ও পারলৌকিক নরক,গন্ধ ও সৌন্দর্য্যহীন আকাশপ্রসূন ভিন্ন আর কিছুই নহে। পারলৌকিক পিতৃলোকও অন্ধ বিশ্বাসিগণের বিপ্রলাপমাত্র।

অবশ্য একালের থিয়সপিষ্টগণ পরলোক ও পারলৌকিক সূক্ষ্ম দেহ-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার প্রমাণের ভার অবশ্যই তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ স্কন্ধেই বিন্যস্ত। ভারতীয় লোভী ব্রাহ্মণেরা মিথ্যা একান্ন পীঠ ও মিথ্যা গয়া—মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভারতবাসীদিগকে পূর্ণ ছিদেন বানাইয়াছেন, আর আপনারা জগদ্বন্দ্য ও জগদ্গুরুর সন্তান হইয়াও রসাতলে গিয়াছেন। এখন থিয়সফিষ্টগণ বলিয়া থাকেন যে মানুষ মরিয়া সূক্ষ্ম দেহ বা লিঙ্গদেহ ধারণ করে, উহার আবার নাকি ফটোও তোলা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক সংবাদ আর কি হইতে পারে? কোন্ কোন্ ঋষি ও কোন্ কোন্ থিয়সফিষ্ট মৃতের দেহ মাপিয়া ও দেখিয়া আসিয়াছেন? সূক্ষ্মদেহগুলি কি স্থূলবস্তুসমষ্টি, যে উহাদের ফটো উঠিবে? যাঁহারা এরূপ পরলোক-তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা কাশী, গয়া মক্কা বা বৈত্তলেহমবাসী না হইয়া কেন বড় বড় কামান দিয়া নরহত্যা

ও পরস্বাপহরণ করেন। কেন তাঁহারা সংসারবিরাগী না হইয়া মদ্যপান ও গোগবয় শূকর ভক্ষণ করিয়া থাকেন?

যাহা হউক "পিতৃলোক" প্রেতলোক নহে, উহা আদি স্বর্গ গো বা ইলাবৃত বর্ষ, এবং কালে তথা হইতে লোক আসিয়া হরিবর্ষ বা তাতার ও কিম্পুরুষ বর্ষ বা তিব্বতে উপনিবিষ্ট হইলে, পিতৃলোক সংখ্যায় তিনটী হয়। তন্মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ বা মঙ্গলিয়া মুখ্য পিতৃলোক এবং তিব্বত ও তাতার গৌণ পিতৃলোক। ফলতঃ মঙ্গলিয়াতে যে মেরু বা আলটাই পর্ব্বত আছে,উহা দেবনিবাস। উহার মধ্যে আবার যে উচ্চ শৃঙ্গ আছে, তাহাই পিতৃভূমি বৈরাজভবন। ভাস্করাচার্য্য তদীয় সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে বলিয়াছেন যে—

বিধূর্দ্ধভাগে পিতরো বসন্তি।

উহা চন্দ্রের দক্ষিণ সংবৎসর লোকের ঊর্দ্ধ বা উত্তরে অবস্থিত, তথায় পিতৃগণ বাস করেন। বিধু বা অত্রিনন্দন চন্দ্র—কোথায় থাকিতেন? ভাস্করাচার্য্য বলিতেছেন যে—

সত্রত্ন-কাঞ্চনময়ং শিখরত্রয়ঞ্চ মেরৌ মুরারি-ক-পুরারি-পুরাণি তেষু।
তেষামধঃ শতমখজ্বলনান্তকানাং যক্ষাম্বুপানিলশশীনপুরাণি চাষ্টৌ ॥৩৬ঐ

মেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গত্রয়, রত্ন ও কাঞ্চনময়, তথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বাস করেন ও উহার অধো দেশে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যের অষ্ট পুরী বিরাজমান। উক্ত শৃঙ্গত্রয়ই মানব-জাতির "আদি সূতিকাগার"।

ত্রয়োবিংশাধ্যায়।

দেবযান ও পিতৃযাণ পথ।

"দেবযান" এবং "পিতৃযাণ" পথ কি? ইহা লইয়াও ভারতীয় ভাষ্যকার গণ পরস্পর বিবদমান। অপি চ কেবল যে বিবদমান, তাহাও নহে, অনেকেরই ধারণা ও সিদ্ধান্ত যে স্বর্গ ও নরকের ন্যায় উক্ত পথ দুইটীও পারলৌকিক। ফলতঃ যে পারলৌকিক পথ দিয়া মৃত পুণ্যাত্মারা পারলৌকিক স্বর্গে গমন

করেন, উহার নাম "দেবযান" পথ এবং যে পারলৌকিক পথ দিয়া মৃতেরা পারলৌকিক পিতৃলোক (প্রেত লোক) বা পারলৌকিক নরকে গমন করিয়া থাকেন, উহার নাম "পিতৃযাণ" পথ। কিন্তু ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। ঋগ্‌বেদ ও অথর্ব্ববেদের বহু ঋষি উক্ত ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত উভয়বেদে এরূপ বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন, যাহাতে বিবেকবান্ যুক্তিবাদী ব্যক্তিগণ কিছুতেই আস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন না। ঋগ্‌বেদের এক ঋষি বলিতেছেন যে—

পরং মৃত্যো অনু পরে হি পন্থাং যস্তে স্বেতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি, মা নঃ প্রজাং রিরিষো মোত বীরান্ ॥১।১৮।১০ম

হে মৃত্যো যম! তোমার চক্ষু আছে, কর্ণও আছে, তুমি বধির নহে। তুমি দেবযান পথে স্বর্গে প্রবেশ করিও না, তোমার নিজের যে পথ আছে সেই পথে যাতায়াত কর। তুমি আমাদিগের সন্তানসন্ততি ও বীরগণকে হিংসা করিওনা।

সুতরাং ঋষি এখানে "পিতৃযাণ" পথকেই যমালয়ে গমনের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ফলতঃ ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। যখন যম ভৌম পিতৃলোকের রাজা, যখন মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, যম তাহাও জানিতেন না, ও অন্য কেহও জানিতে পারেন নাই,তখন সেই আকাশ কুসুম পারলৌকিক নরকে বা পারলৌকি পিতৃলোকে গমনের আবার একটা কি পারলৌকিক পথ থাকিতে পারে? ফলতঃ এই মন্ত্রটী প্রমাদসমাক্রান্ত। তথাহি—

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্ব্যেভিঃ যত্র নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা, যমং পশ্যাসি বরুণঞ্চ দেবম্ ॥৭।১৪।১০ম

হে মৃত! যে পথে (পিতৃযাণ) আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণ গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই পথে গমন কর। তবে তুমি যমালয়ে যাইতে ভীত হইও না। তুমি তথায় যাইয়া দেখিবে যে যম ও বরুণ দেব, তথায় অন্ন-ভোজনে হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। তথাহি—

সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেন।৮

হে মৃত! তুমি যমালয়ে যাইয়া মৃত পূর্ব্ব পুরুষগণ এবং যমরাজের সহিত মিলিত হও। তথাহি অথর্ব্ববেদঃ—

যো ব্রাহ্মণং দেববন্ধুং হিনস্তি,

ন স পিতৃযাণ মপ্যেতি লোকম্।।৭৬৫ পৃ ১মখণ্ড

যে ব্যক্তি দেববন্ধু ব্রাহ্মণের হিংসা করে,সে পিতৃযাণ লোক প্রাপ্ত হয় না।

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই যে মৃত ব্যক্তিরা পিতৃযাণপথে পরলোকে গমন করিয়া থাকে। পরন্তু ইহাও প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তথাহি—

আয়াত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরৈঃ পথিভিঃ পিতৃযাণৈঃ।

আয়ু রস্মভ্যং দধতঃ প্রজা শ্চ রায়শ্চ পোষৈ রভি নঃ সচধ্বম্ ॥২৩৪পৃ ৪র্থ খ

হে সোমপায়ী পিতৃগণ! তোমরা গম্ভীর পিতৃযাণ পথে আগমন কর ও আমাদিগকে আয়ুঃ ও প্রজা দেও, এবং ধনজনে পরিপুষ্ট কর। তথাহি—

পরায়াত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরৈঃ পথিভিঃ পূর্য্যাণৈঃ।

অধা মাসি পুনরায়াত নো গৃহান্ হবিরত্তুং সুপ্রজসঃ সুবীরাঃ ॥২৩৫ঐ

হে সোমপায়ী উপরত পিতৃগণ তোমরা গম্ভীর পিতৃযাণ পথে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কিন্তু মাস পূর্ণ হইলে আবার আমাদিগের গৃহে হবির্ভক্ষণার্থ ফিরিয়া আসিও এবং আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদি ও বীরযুক্ত দেখ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে মানুষ মরিয়া অতি ভীষণ পিতৃযাণ পথে পারলৌকিক পিতৃলোকে গমন করেন ও তাঁহারা তথাহইতে ঐ পথে ফিরিয়া আইসেন। ফলতঃ এ ধারণাও অন্ধবিশ্বাসমূলক ও অলীক এবং ভিত্তিহীন। ফলতঃ যে প্রকার পূর্ব্ব নিবাসের কথা ভুলিয়া যাইয়া সকলে পিতৃভূমি স্বর্গকে পারলৌকিক প্রেতলোক বলিয়া ধারণা করেন, তদ্রূপ সেই ভৌম পিতৃলোক বা ভৌম স্বর্গে গমনের ভৌম পথকেও ঋষিরা প্রেতলোক বা স্বর্গগমনের পারলৌকিক কাল্পনিক পথ ভাবিয়া এই সকল প্রমাদপূর্ণ মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

আচ্ছা ঋষিরা যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন,এরূপ কোনও কথা কি বেদে আছে? মধ্যযুগের ঋষিরা যে আমাদিগের পূর্ব্ব নিবাস আদি স্বর্গের কথা ভুলিয়া গিয়া ছিলেন, তাহা যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রই সপ্রমাণ করে—

কো অস্ত বেদ ভুবনস্য নাভিম্। ৫৯—২৩ অ

এই ভূমণ্ডলের সকল নরনারীর নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান কি এবং উহা কোথায়, ইহা কে জানে? কেহই জানে না। ঐরূপ উক্ত পথ দুইটীর বিষয়েও অথর্ববেদের ঋষিগণের মধ্যে প্রশ্নোত্তর দেখা যায়—

প্র :......প্র পিতৃযাণং পন্থাং জানাতি প্র দেবযানম্। ৩৩৬ পৃ

কেহ কি পিতৃযাণ ও দেবযান পথ কি, তাহা অবগত আছেন ?

উ.........ন পিতৃযাণং পন্থাং জানাতি ন দেবযানং।৩৩৭পৃ—৩৭

না, কেহই পিতৃযাণ পথ কি ও দেবযান পথই বা কি, তাহা অবগত নহেন। তথাহি ছান্দোগ্যোপনিষৎ—

শ্বেতকেতু হারুণেয়: পঞ্চালানাং সমিতিম্ এয়ায়। তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ কুমার! অনু ত্বা অশিষৎ পিতা ? অনু হি ভগব। ৩২৯পৃ মহেশপালসংস্করণ।

একসময়ে অরুণিতনয় শ্বেতকেতু পঞ্চালদিগের সভায় গমন করেন, তাঁহাকে জীবলতনয় প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে—

হে কুমার! তোমার পিতা তোমাকে কি উপদেশ দান করিয়াছেন ? শ্বেতকেতু বলিলেন যে হাঁ ভগবন্। ইহা শুনিয়া প্রবাহণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে—

বেত্থ যৎ ইতঃ অধি প্রজা যন্তীতি ? ন ভগব ইতি।

আচ্ছা প্রজা সকল মরিয়া এখান হইতে কোথায় যায়, তাহা তুমি জান ? না ভগবন্! আমি তাহা জানি না।

বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্তে ? ন ভগব ইতি

আচ্ছা যে প্রকারে মানুষের পুনর্জন্ম হয়, আত্মা সকল আবার ফিরিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, এ বিষয়ে তুমি কিছু জান ? না ভগবন্, আমি ইহারও কিছুই জানি না।

বেত্থ পথো দেবযানস্য পিতৃযাণস্য ব্যাবর্ত্তনা ? ন ভগব ইতি।

আচ্ছা তুমি দেবযান ও পিতৃযাণ পথের সংস্থানবিষয়ে কোনও বিবরণ জান ? না ভগবন্ আমি তাহাও জানিনা। এখন পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন যে বৈদিক ও উপনিষদ্‌যুগের লোকেরা যে পরকালতত্ত্ব জানিতেন না, এবং দেবযান ও পিতৃযাণ পথের কথাও যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, উহা সত্য কি না ? তবে একথা ঠিক যে প্রাথমিক যুগের বৈদিক ঋষিদিগের সকল কথাই মনে ছিল। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে স্বর্গ ভৌম এবং উহাই আমাদিগের পূর্ব্বনিবাস বা পিতৃলোক এবং তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে ঐ সকল ভৌম-

স্বর্গ ও ভৌম পিতৃলোকে গমনের ভৌম পথের নামই দেবযান ও পিতৃযাণ পথ।

আচ্ছা স্বর্গ ও পিতৃলোক ত একই এবং স্বর্গই দেবলোক, তাহা হইলে এই স্বর্গে গমনের পথের দেবযান ও পিতৃযাণ বলিয়া পৃথক্ নাম হইল কেন ?

ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বে আদি স্বর্গ দ্যোই যেমন পিতৃলোক (Fathar land) বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল, তেমনই উহা দেবলোক স্বর্গ বলিয়াও পরিচিত ছিল। তজ্জন্য উক্ত পিতৃলোকে গমনের পথকে আমরা কেবল

পিতৃযাণই

বলিতাম, কেন না তখন স্বর্গের দেবতারাও দেবতা,ভারতবাসী আমরাও দেবতা, দ্যোও স্বর্গ এবং ভারতবর্ষও স্বর্গ ; তখন দেবতারা উপাস্য বস্তুতে ও পিতৃলোক পারলৌকিক স্বর্গে পরিণত হইয়াছিল না।

আচ্ছা স্বর্গ বা আদিজন্মভূমিতে গমনের পথের নামও যে "পিতৃযাণ" তাহার কোনও প্রমাণ আছে ? অবশ্যই আছে—

কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ

আমি পিতৃলোকে গমনের একটী পথ (পিতৃযাণ) প্রস্তুত করিতেছি, যে পিতৃলোক স্বর্গ। তথাহি—

আরোহত জনিত্রীং পিতৃযাণৈঃ।১৮৫ পৃ ৪র্থ খ অথর্ব্ব

তোমরা পিতৃযাণ পথে পূর্ব্ব জন্মভূমিতে আরোহণ কর। ইহার পরই আমরা দেবত্ব হারাইয়া মনুষ্যে পরিণত হই (বস্তুতঃ আমরা সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ দেবতা,যজুর্ব্বেদীয়া মনুষ্য,বাসুকী গোত্রের সর্পেরা দেবতা)ও আমাদিগের, পিতৃলোকবাসী জাতি দেবগণকে আরাধ্যদেবতা বলিয়া স্থির করি, তখন পিতৃভূমি "দেবলোক"ও তথায় গমনের পথ পিতৃযাণ, "দেবযান" নাম প্রাপ্ত হয়। তৎপর দিবের উৎপত্তি হইলে উহাও যখন দেবলোক (দিবি দেবাঃ) ও স্বঃ বা স্বর্গনাম ধারণ করে এবং আদি স্বঃ দ্যো "পিতা" বা "পিতৃলোক" বলিয়া বিশেষিত হয়, তখন আমরা দিব পর্য্যন্ত প্রসারিত পথকে দেবযান বলিতে আরম্ভ করি, এবং দিব্ বা দ্যুলোকবাসীরা উত্তরকুরু হইতে যে নূতন পথ দিয়া পিতা বা পিতৃলোক দ্যোতে আগমন করিতেন, উহা "পিতৃযাণ"নামে প্রখ্যাপিত

হয়। কেননা তাঁহারা পিতৃলোক স্তোকে পিতৃলোকই জানিতেন, দেবলোক বলিয়া অবগত ছিলেন না। তাই বায়ুপুরাণ বলিয়া গিয়াছেন যে—

পিতৄণাং দেবতানাঞ্চ পন্থানৌ দক্ষিণোত্তরৌ ।৮৬—১অ

পিতৃগণ ও দেবগণের পথ অর্থাৎ পিতৃযাণ ও দেবযান পথ দক্ষিণহইতে উত্তরে প্রসারিত। অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতহইতে উত্তরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেবযান পথ ও উত্তর ব্রহ্মলোকহইতে পিতৃলোক স্তোপর্য্যন্ত বিস্তৃত পিতৃযাণ পথ। শঙ্করশিষ্যও ছান্দোগ্যভাষ্যে বলিয়াছেন যে—

এষ দেবযানঃ পন্থা ব্যাখ্যাতঃ সত্যলোকাবসানো৷নাণ্ডাৎ বহিঃ। "দ্বদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ।৩৫৭—৫৮পৃ মহেশপাল সংস্করণ।

এই দেবযানপথ, ইহা ভারতহইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহা আর অণ্ডের বাহিরে যায় নাই। বেদও বলিয়াছেন, যে দেবযান পথ, পিতৃলোক স্বর্গ ও মাতৃভূমি ভারতবর্ষের অন্তর্গত (১৫।৮৮।১০ম)। কৌষীতকী উপনিষদেও এই ভৌম দেবযানের কথা আছে, আমরা "ভৌমকাণ্ডে" ইহাদের সবিস্তার বিবরণ বিবৃত করিব।

আচ্ছা ভারতহইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পথের নাম যে "দেবযান" ও ব্রহ্মলোক হইতে আদিস্বর্গ পিতৃলোক পর্য্যন্ত পথের নাম যে "পিতৃযাণ"পথ, ইহার অন্য কোনও প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে। ভগবদ্গীতায় গ্রন্থকর্ত্তা পদ্মনাভ ঋষি বলিতেছেন যে—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ ॥২৪।৮অ

অগ্নিপথ (বৈশ্বানর পথ), জ্যোতিঃপথ, (অর্চ্চিঃপথ) অহঃপথ, (অহর্লোক-দিয়া যে পথ)এই তিনটী পথ লইয়া "শুক্ল" বা দেবযান পথ পরিগণিত, ভারত-বাসী বেদজ্ঞ অন্তেবাসিগণ এই পথে ছয়মাসে ভারত হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তথাহি—

ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চন্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫—৮অ

ধূম ও রাত্রিজনপদের ভিতর দিয়া ব্রহ্মলোকহইতে দক্ষিণে পিতৃলোক পর্য্যন্ত যে পথ প্রসারিত, উহার নাম কৃষ্ণপথ। লোক সকল ব্রহ্মলোকহইতে

উক্ত কৃষ্ণপথে ছয়মাসে দক্ষিণে ভারতে আগমন করিয়া থাকেন। আর যোগিগণ কেহ কেহ চন্দ্রের জ্যোতিঃপথ পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় থাকিয়া যান।

ধূম ও রাত্রিজনপদের ভিতর দিয়া যে পথ ব্রহ্মলোক (উত্তরকুরু) হইতে পিতৃলোক তো বা মঙ্গলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উহার নামই কৃষ্ণ পথ বা পিতৃযাণ পথ। শিষ্য বা গুরু শঙ্কর এই দুইটী গীতা-বচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,তাহা অতীব কলুষিত, আমরা, ভৌমকাণ্ডে উহার সবিস্তার আলোচনা করিব। সায়ণ বা সায়ণের এক শিষ্যও পিতৃলোককে প্রেত লোক ঠাহরিয়া—এইরূপ মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

পিতৃত্বং প্রাপ্তাঃ পুরুষা ধূমাদিমার্গেণ পিতৃলোকং প্রাপ্য সোমযাগাদিজনিত সুকৃতফলম্ উপভুঞ্জতে। ২৩০ পৃ ৪র্থ খণ্ড অথর্ব্ববেদ।

মৃত লোকেরা পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধূমাদিমার্গে পিতৃলোকে যাইয়া সোমযাগাদিজনিত পুণ্য ফল উপভোগ করেন।

এই সায়ণব্যাখ্যাও অতীব অসাধু। ফলতঃ ধূম ও রাত্রি দুইটী ভৌম জনপদ, তদন্তর্গত পিতৃযাণপথও ভৌম,উহা দিয়া যে পিতৃলোকে আগমন করা যায়,উহাও ভৌম বটে। সুতরাং উহা পারলৌকিক হয় কি প্রকারে? তবে সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, একজন সায়ণশিষ্য বা স্বয়ং সায়ণ, অথর্ব্ববেদের একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবযান ও পিতৃযাণসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতীব শুদ্ধ হইয়াছে। যথা—

দ্বিবিধো হি মার্গঃ—দেবযানঃ পিতৃযাণ ইতি। দেবলোকপ্রতিসাধনভূতো দেবযানঃ, পিতৃলোকপ্রাপক ইতরঃ। ১৮৬ পৃ ৪র্থ খণ্ড অথর্ব্ববেদ। তথাহি—

পিতৃযাণং—পিতরো যেন মার্গেণ গচ্ছন্তি।৭।২।১০ম। ইতি সায়ণঃ

যে পথে পিতৃগণ গমন করেন, উহা পিতৃযাণ।

আমরাও কতিপয় বেদমন্ত্রের অধ্যাহার করিয়া দেখাইব যে. দেবযান ও পিতৃযাণ পথ,ভৌম দেবলোক ও ভৌম পিতৃলোকেরই প্রাপক ভৌমপথমাত্র। যথা—

দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৄণা মহং দেবানা মুত মর্ত্ত্যানাম্।

তাভ্যা মিদং বিশ্ব মেজৎ সমেতি, যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ॥১৫।৮৮।১০ম

তত্র সায়ণভা[illegible]

চ যে শ্রুতী দ্বৌ মার্গৌ দেবযানপিতৃযাণাখ্যৌ অহম্ অশৃণবম্ অশ্রৌষং যৎ বিশ্বং পিতরং পালকত্বেন পিতৃভূতাং দ্যাং, মাতরঞ্চ ধারকত্বেন মাতৃভূতাং পৃথিবীং চ অন্তরা দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে ভবতি, তদিদং বিশ্বম্ অগ্নিনা সংস্কৃতং সৎ এজৎ দেবলোকং পিতৃলোকং চ গচ্ছৎ, তাভ্যাং দেবযানপিতৃযাণাখ্যাভ্যাং মার্গাভ্যাম্ এতি গচ্ছতি। তৌ চ মার্গৌ, ভগবদাদেশিতৌ (২৪।২৫। ৮ অ গীতা)।

দত্তজানুবাদ......কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, ইহাঁদিগের আমি দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করিয়াছি। এই বিশ্ব ভুবন অগ্রসর হইতে হইতে সেই গতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে কেহ মাতা পিতার মধ্যে জন্ম লাভ করে, তাহাদিগের এই দুই ব্যতীত গতি নাই।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই অসাধু। মানুষ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া দেবযান পথে স্বর্গে ও পিতৃযাণ পথে পিতৃলোকে যায়, ইহার মতন কদর্য্য ব্যাখ্যা আর হইতে পারে না। মানুষের আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর বহু বিলম্বে মৃত দেহ শ্মশানে নীত ও ভস্মীভূত হয়। সুতরাং অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পর আত্মার পরলোক প্রাপ্তি হয়,এ কিরূপ কথা?আত্মাটা কি ততক্ষণ গাবগাছে বা তাল গাছে বসিয়া অপেক্ষা করে? দেবতারা ও পিতৃলোকবাসীরা ত অমর? তবে তাঁহারা ত শ্মশানাগ্নিতে দগ্ধ হয়েন না, তবে তাঁহাদের সহিত এ দেবযান ও পিতৃযাণ পথের সম্বন্ধ কি? ইহা একমাত্র মৃত মনুষ্যদিগের পথ, ইহা বলিলেই ত হইত? আর যখন আমাদের দেশেও পূর্ব্বে সমাধি হইত, (উহার বহুকালের পর ভারতে দাহ প্রথা প্রচলিত হইয়া ছিল),সুতরাং তখনকার হিন্দু আত্মারা কি খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের আত্মার ন্যায় কবরে শেষ বিচারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত? তখন কি তবে দেবযান ও পিতৃযাণ পথ ছিল না? দত্তজের অনুবাদ সায়ণব্যাখ্যাহইতেও কদর্য্য।

প্রকৃতার্থবাহিনী......কশ্চিৎ ঋষির্ব্বক্তি অবোচৎ বা যৎ পিতৃণাং পিতৃলোকবাসিনাম্ ইন্দ্রাদীনাং ;দেবানাম্ দ্যুলোকবাসিনাং ব্রহ্মাদীনাং উত অপি চ মর্ত্যানাং ভারতান্তরীক্ষলোকবাসিনাং চ মনুষ্যাণাং দ্বৌ শ্রুতী দেবযানপিতৃযাণাখ্যৌ মার্গৌ পন্থানৌ বিদ্যেতে ইতি অহম্ অশৃণবম্ অশ্রৌষং শ্রুতবান্, ন তু অপশ্যম্। তৌ পন্থানৌ কীদৃশৌ? ইদং বিশ্বং এজৎ এজতি সমেতি আগচ্ছতি

লক্ষণয়া ভূমণ্ডলস্থাঃ সর্ব্বে দেবমনুষ্যাঃ পশবশ্চ তাভ্যাং পথিভ্যাং এজন্তি গচ্ছন্তি সমেতি সমায়ান্তি যাতায়াতং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। যৎ যৌ পন্থানৌ পিতরঞ্চ মাতরঞ্চ অন্তরা পিতৃলোকস্য দ্যোঃ তথা মাতৃলোকস্য পৃথিব্যাঃ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে স্বর্গভারতবর্ষয়োর্মধ্যে বিদ্যেতে ইত্যর্থঃ।

আমি শুনিয়াছি, স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে দুইটী পথ আছে—উহাদিগের একটীর নাম "দেবযান" ও অন্যটীর নাম "পিতৃযাণ"। এই দুইটী পথ পিতৃলোকবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সত্যাদিলোকবাসী ব্রহ্মাদি দেবতা এবং মনুষ্যলোকবাসী মনুষ্যদিগের। এই দুইটী পথ দিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল দেবতা,পিতৃলোকবাসী ও মনুষ্যেরা এবং অশ্বগবাদি পশু প্রভৃতি গমনাগমন করে।

সুতরাং ইহা ভৌম পথ ভিন্ন পারলৌকিক পথ নহে। তবে ঋষি যে বলিতেছেন এই দুইটি পথই পিতৃলোক ও মাতৃলোকের মধ্যে বিরাজমান ইহা ঠিক প্রকৃত তথ্য নহে। যে সময় দিব বা দেবলোকের (দ্যুলোকের) উৎপত্তি হয় নাই, তখন পিতা দ্যো ও মাতা পৃথিবীর মধ্যে যে পথ ছিল, উহাই দেবযান ও পিতৃযাণ নামে কথিত হইত। তাই বলা হইয়াছে যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ। কিন্তু ইহার বহুকাল পরে ভারতহইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত যে পথ বিস্তৃত হয়,উহাই দেবযান এবং সত্যলোক হইতে ধূম ও রাত্রি লোকের ভিতর দিয়া পিতৃলোক দ্যো পর্য্যন্ত যে (স্বতন্ত্র পথ) বিস্তৃত,উহাই "পিতৃযাণ নাম ধারণ করে। ঋষি নিজে পথ না দেখাতেই তাঁহার বর্ণনা, ঠিক হয় নাই। যাহা হউক যদি সায়ণের ইহাই অভিমত হয় যে মৃত পুণ্যাত্মারা অগ্নি দাহের পর দেবযান পথে স্বর্গে গমন করেন, তাহা হইলে স্থানান্তরে অন্য এক ঋষি কেন এরূপ বর্ণনা করিবেন ও সায়ণ স্বয়ংই বা কেন নানা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া আপনার উক্তির পরিপন্থী হইবেন? ঋষি বলিতেছেন যে—

উপ নঃ অধ্বরং দেবা যাত পথিভি দৈর্বযানৈঃ।১।৩৭ সূ।৪ ম

তত্র সায়ণঃ—হে দেবাঃ! নঃ অধ্বরং উপযাত উপগচ্ছত দেবযানৈঃ দেবৈ র্গন্তব্যৈঃ পথিভির্মার্গৈঃ।

হে দেবগণ! তোমরা তোমাদিগের গন্তব্য দেবযান পথে আমাদিগের এই যজ্ঞে আগমন কর।

কেন এরূপটা হইল? কই এখানে ত মৃতের দেবযানপথে স্বর্গে গমনের

কথা দেখা যায় না? দেবতারাই যে দেবযানপথে ভারতে আগমন করিয়াছেন, মন্ত্রে ত তাহাই আছে ও সায়ণও তাহাই বলিয়াছেন? ফলতঃ পূর্ব্বে ইহা স্বর্গহইতে দেবগণের ভারতাগমনেরই পথ ছিল, নতুবা উহার নাম—

স্বরবর্ত্ম বা দেবযান

হইবে কেন? "মৃতযান" হইলেই ত পারিত? অন্য এক ঋষিই বা কেন বলিবেন যে—

অা দেবানামপি পন্থাম্ অগন্ম।৩।২।১০ম

তত্র সায়ণঃ······দেবানাং দেবলোকাদিগমনসাধনং দেবানাং স্বভূতং পন্থাং পন্থানম্।

আমরা দেবতাদিগের দেবলোকাদি গমনের যে নিজ পথ উহা, পাইয়াছি।

সুতরাং বেশ বুঝা গেল যে, দেবতারা যে পথ দিয়া স্বর্গহইতে ভারতে আসিতেন, ও যে পথে আবার ভারতহইতে ফিরিয়া স্বর্গে যাইতেন, উহাই প্রকৃত দেবযান পথ। তথাহি—অথর্ব্ববেদঃ—

স্বর্গং যাহি পথিভির্দেবযানৈঃ। ৩২৬—১ম খণ্ড

তত্র সায়ণঃ······দেবযানৈঃ দেবা যৈর্যান্তি, তৈঃ পথিভিঃ স্বর্গং যাহি গচ্ছ।

দেবতারা যে পথে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন, তুমিও সেই দেবযান পথে স্বর্গে গমন কর। সুতরাং এই দেবযান পথ যে দেব ও মনুষ্য সকলেরই স্বর্গে গমনের ও স্বর্গহইতে ভারতে প্রত্যাগমনের পথ, তাহা অনুমিত হইতেছে? তথাহি—

বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞা অস্য মধ্বঃ পিবত,

তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ।৮।৩৮।৭ম

হে যজ্ঞজ্ঞ বিপ্র দেবগণ! তোমরা এই সোমরস পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া দেবযান পথে চলিয়া যাও। তথাহি—

দেবা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ।১।৩৭।৪ম

হে দেবগণ তোমরা দেবযান পথে স্বর্গে গমন কর। তথাহি

বাং যাতং পথিভির্দেবযানৈঃ।৬।৯২।১ম

তত্র সায়ণঃ......হে অশ্বিনৌ বাং যুবাং দেবযানৈঃ দেবগন্তব্যৈর্মার্গৈঃ ইহ অস্মদযজ্ঞে আযাতং আগচ্ছতং।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা দেবযান-পথে আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর।

ইহা ভারতীয় ঋষির উক্তি? সুতরাং জানা গেল যে ঋষি অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে দেবযানপথে স্বর্গহইতে ভারতে আগমন করিতে বলিতেছেন? সুতরাং ইহা প্রেতগণের পারলৌকিক স্বর্গ গমনের পথ নহে? তথাহি—

অন্তর্বিদ্বান্ অধ্বনোদেবযানান্।৭।৭২।১ম

তত্র সায়ণঃ……হে অগ্নে। কীদৃশ স্বং। অন্তর্বিদ্বান্ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে জানন্। কিং জানন্? অধ্বনো মার্গান্। কীদৃশান্? দেবযানান্। দেবা যৈর্মার্গৈর্যান্তি গচ্ছন্তি তান্

হে অগ্নে! স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে দেবতাদিগের গমনাগমনের যে দেবযান পথ আছে, তাহা তুমি জান।

অতঃপরও কি কেহ বলিবেন যে, দেবযান ও পিতৃযাণ পথ, প্রেতগণের পথ, এবং উহারা পারলৌকিক পথ? যদি উহা কাল্পনিক পারলৌকিক পথই হইবে, তাহা হইলে কেন অন্য এক ঋষি এরূপ বলিবেন?

প্র মে পন্থা দেবযানা অদৃশ্রন্, অমর্দ্ধন্তো বসুভিরিস্কৃতাসঃ।

অভূৎ কেতুরুষসঃ পুরস্তাৎ, প্রতীচী আ অগাৎ অধি হর্ম্ম্যেভ্যঃ॥

তত্র সায়ণঃ……মে মম্ন্না দেবযানা দেবপ্রাপকাঃ পন্থাঃ পন্থানঃ প্রাদৃশ্রন্ প্রাদৃশ্যন্তে। কীদৃশাঃ পন্থানঃ? অমর্দ্ধন্তঃ অহিংসন্তঃ, বসুভিঃ তেজোভিঃ ইস্কৃতাসঃ সংস্কৃতাঃ পুরস্তাৎ, পূর্ব্বস্যাং দিশি উষসঃ কেতুঃ প্রজ্ঞাপকং, তেজঃ অভূৎ। সা উষাচ প্রতীচী প্রত্যগঞ্চনা অস্মদভিমুখী হর্ম্ম্যেভ্যঃ অধি উচ্ছ্রিতেভ্যঃ প্রদেশেভ্যঃ আগাৎ আগচ্ছতি হর্ম্ম্য শব্দঃ, উন্নতপ্রদেশোপলক্ষকঃ। ২।৭৬।৭ম

দত্তজানুবাদ—আমি হিংসাশূন্য তেজদ্বারা সংস্কৃত দেবযান পথকে দর্শন করিয়াছি। উহার কেতু পূর্ব্বদিকে ছিলেন, উহা আমাদিগের অভিমুখী হইয়া উন্নত প্রদেশ হইতে আগমন করেন।

এই ভাষ্যানুবাদও—অমূলক ও অলীক। পথ আবার কি প্রকারে অহিংসন্তঃ—হয়? বসু অর্থও যে তেজঃ, তাহা কে বলিল? পথ উষার প্রজ্ঞাপক কিরূপে হইতে পারে? বরং উষাই পথের প্রজ্ঞাপক। প্রতীচী পথই বা কেন অস্মদভিমুখী হইল? ফলতঃ মন্ত্রের প্রকৃতার্থ এই—

প্রকৃতার্থবাহিনী……মে মন্ত্রা (এতন্মন্ত্রপ্রণেত্রা কেনচিৎ ঋষিণা) দেবযানা দেবা যন্তি এভি রথবা দেবেষু দেবলোকেষু যান্তি এভি রিতি দেবলোকে গমনমার্গা বা বহবো দেবযানাঃ পন্থানঃ প্রাদৃশ্রন্ প্রাদৃশুন্ত, অহং বহূন দেবযানপথান্ দৃষ্টবান্ ইত্যর্থঃ। কীদৃশা স্তাবৎ তে পন্থানঃ ? তদাহ—অমর্দ্ধন্তঃ—মৃধুএ ক্লিদি আর্দ্রীভবনে, ন মর্দ্ধন্তঃ ন আর্দ্রীভবন্তঃ শুষ্কা ইতি যাবৎ। সত্যপি বারিপাতাদৌ তে পন্থানো ন কর্দ্দমক্লিন্না ভবন্তি ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতাঃ। বসুভিঃ ধবপ্রভৃতিভি রষ্টবসুভিঃ ধর্ম্মসন্তানবিশেষৈঃ ইস্কৃতাঃ (কপোলকল্পমেতৎ)পরিষ্কৃতাঃ সংস্কৃতাঃ কৃতসংস্কারাঃ। ধবাদয়ো বসবঃ কিম্পুরুষবর্ষে অগ্ন্যধীনা স্তবাৎস্মুরিতি। উক্তঞ্চ ছান্দোগ্যেন—

তৎ হ এতৎ প্রথম মমৃতং যৎ বসব উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেন।

অতএব বসুভি স্তেজোভিরিতি যৎ সায়ণেন ব্যাখ্যাতং তন্ন সমীচীনমিতি পুনঃ কিম্ভূতাঃ ? এতে পন্থানঃ উষসঃ এতন্নামধারিণঃ মধ্যস্থানবাসিনঃ কস্যচিৎ দেবতাবিশেষস্য কেতুঃ পতাকা কীর্ত্তিচিহ্নমেব ইত্যর্থঃ। তস্যৈব ব্যয়েন এতে পন্থানো নির্ম্মিতা ইতি ভাবঃ। পন্থান এতে কস্মাদারভ্য কিং পর্য্যন্তং প্রসারিতাঃ ? তদুচ্যতে পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যা দিশ আরভ্য প্রতীচী প্রতীচ্যাং দিশি পর্য্যন্তং সমাপ্তাঃ তে পূর্ব্বপশ্চিমদীর্ঘা ইতি যাবৎ। কেন প্রকারেণঃ ? হর্ম্ম্যেভ্যঃ প্রদেশেভ্যঃ অধি উপরি উন্নতপ্রদেশাৎ ক্রমেণ প্রবণাঃ সন্তঃ মর্ত্ত্যলোকং ভারতবর্ষং গতা ইতি ভাবঃ।

আমি বহু দেবযান পথ দেখিয়াছি। ঐ সকল পথ উষোদেবের ব্যয়ে বিনির্ম্মিত, সুতরাং তাঁহার কীর্ত্তিধ্বজস্বরূপ। তিব্বতবাসী বসুগণ উহাদের সংস্কার করিয়া থাকেন, তাহাতে উহারা সর্ব্বদা শুষ্ক ও সুগম থাকে। উহারা পূর্ব্ব হইতে বহু উন্নত প্রদেশের উপর দিয়া শেষে আসিয়া মর্ত্ত্যলোক ভারত বর্ষে মিলিত হইয়াছে। অতএব যাহা দর্শনযোগ্য, যাহা সংস্কৃত হইয়া থাকে, যাহা দেবতাবিশেষের কীর্ত্তিধ্বজস্বরূপ, তাহা কাল্পনিক পারলৌকিক পথ হইতে পারে না। আচ্ছা এই সকল পথে যে মনুষ্যাদি গমনাগমন করিত তাহার কোনও প্রমাণ আছে ? অবশ্যই আছে, নতুবা বেদ কেন বলিবেন, ইহা দেবমনুষ্য সকলেরই পথ ও ইহা দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল লোক যাতায়াত করিয়া থাকে ? অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন যে—

ইন্দ্র মহং বণিজং চোদয়ামি স ন ঐতু পুর এতা নো অস্তু।

নুদন্নরাতিং পরিপন্থিনং মৃগং স ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্॥৪২৩ পৃ

তত্র সায়ণভাষ্যম্......অহং ব্যবহর্ত্তা ইন্দ্রং দেবং বণিজং বাণিজ্যকর্ত্তারং চোদয়ামি প্রেরয়ামি। স বণিক্তেন প্রেরিত ইন্দ্রো নঃ অস্মান্ ঐতু আগচ্ছতু। আগত্য চ নঃ অস্মাকং পুর এতা পুরতো গন্তা অস্তু ভবতু। কিং কুর্ব্বন্! অরাতিং বাণিজ্যবিঘাতকং শত্রুং-পরিপন্থিনং মার্গনিরোধকং চোরং মৃগং ব্যাঘ্রাদিকং চ নুদন্ হিংসন্ ঈশান ঈশ্বরো নিয়ন্তা স ইন্দ্রঃ মহ্যং বণিজে ধনদা বাণিজ্যলাভরূপধনপ্রদাতা অস্তু ভবতু।

আমি ইন্দ্রের নিকট বাণিজ্যদ্রব্য সহ বণিক্ পাঠাইতেছি। তিনি আমাদিগের হিতৈষী ও নিয়ন্তা হউন। পথে দস্যুতস্করাদি শত্রু ও পরিপন্থি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দূর করিয়া তিনি প্রভুস্বরূপ হইয়া যাহাতে আমরা বাণিজ্য করিয়া কিছু প্রাপ্ত হই, তাহা করুন। তথাহি—

যে পন্থানো বহবো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সঞ্চরন্তি।

তে মা জুষন্তাং পয়সা ঘৃতেন, যথা ক্রীত্বা ধন মাহরাণি॥৪২৪ পৃ ১খণ্ড

স্বর্গ (দ্যো) ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষের মধ্যে বহু দেবযান পথ আছে। ঐ সকল পথ যেন জলমগ্ন ও তুষারাচ্ছন্ন হইয়া আমাদিগকে পীড়া না দেয়। যাহাতে আমরা ইন্দ্রের নিকট সুখে যাইয়া ক্রয়বিক্রয়দ্বারা কিছু ধন লাভ করিতে পারি।

এখন পাঠকগণ ভাবিয়া ও বিচার করিয়া দেখুন, যে পথে ভারতীয় বণিকেরা যাতায়াত করিয়া থাকেন, যে পথে দস্যুতস্কর ও ব্যাঘ্রভল্লুকাদি বিচরণ করে, যাহা জলে প্লাবিত হয় ও বরফে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সেই দেবযান পথ সকল ভৌম কি পারলৌকিক, এবং সেই পাদগম্য স্বর্গ ও স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ ভৌম কি পারলৌকিক। ফলতঃ মানুষ মরিয়া কি ভাবে কোথায় যায়, তাহা বেদ ও উপনিষদের ঋষিরাও অবগত নহেন। যদি মৃত ব্যক্তিদিগের তখনই পুনর্জন্ম না হয়, তাহাদিগের কোনও পারলৌকিক ওয়েটিং রুম থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগের আত্মা যে একা বা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া ছয় মাসে পরলোকে গমন করে, ইহাও বিজ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহা হউক দেবযান পথ সকল যে ভৌম, তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। এবং যে পথ সকলের এক মাথা ভারত বর্ষের মাটিতে সংলগ্ন,তাহাদের অন্য মাথা যে কোনও

পারলৌকিক শূন্যসংস্থ স্বর্গলোকসংলগ্ন হইতে পারে না, তাহাও বোধ হয় সকলে প্রসন্নবদনেই স্বীকার করিবেন।

আচ্ছা দেবযান পথ যেন ভৌমই হইল, কিন্তু উহাদের সংখ্যা কতটী, তাহা কেন বেদ বলিতেছেন না? কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন যে—

চত্বারঃ পথয়ো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী বিয়ন্তি।১০৯০—৯খণ্ড মহীশূর।

স্বর্গ ও ভারত বর্ষের মধ্যে চারিটী দেবযান পথ বিদ্যমান। তথাহি—

চত্বার এতে পন্থানো দেবযানা বিনির্ম্মিতাঃ॥১৮৭

ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রেণ আদ্যে মন্বন্তরে ভুবি।
পন্থানো দেবযানা যে তেষাং দ্বারং রবিঃ স্মৃতঃ॥১৮৮

তথৈব পিতৃযাণানাং চন্দ্রমা দ্বার মুচ্যতে।১৮৯।৮অ বায়ুপুরাণম্

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা লোকের সুবিধার জন্য ভূমিতে চারিটী দেবযান পথ প্রস্তুত করেন, উহারা ভারতহইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সূর্য্যের রাজ্য তপোলোকের ভিতর দিয়া ঐ পথে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়। সূর্য্যের রাজ্য দেবযান পথে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। ঐরূপ ব্রহ্মলোকহইতে পিতৃলোক মঙ্গলিয়াতে যে পিতৃযাণ পথপ্রসারিত, উহা চন্দ্র-রাজ্যের (উত্তর সংবৎসর বা রম্যক বর্ষ অর্থাৎ দক্ষিণ সাইবিরিয়া) ভিতর দিয়া সমাগত। সুতরাং উক্ত চন্দ্ররাজ্য, পিতৃযাণ পথে পিতৃলোকে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ।

অহো যাহা "ভুবি" নির্ম্মিত, উহাদিগকেও সায়ণ-শঙ্করাদি কাল্পনিক পথ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ভারতবাসীকে রসাতলে ডুবাইয়া দিয়াছেন!!!

আচ্ছা বুঝিলাম—ইহারা ভৌম পথ। কিন্তু এই চারিটী পথ কি কি? আমরা মনে করি যে ইহারা খাইবার পাশ, বোলানপাশ, বদ্রিনারায়ণপথ (হরিদ্বারের পথ) ও দারজিলিঙ্গের পথ। তবে এই চারি পথের পূর্ব্বে অবশ্যই কোন স্বতন্ত্র নাম ছিল, এইক্ষণ উহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

আমরা সংক্ষেপে দেবযান ও পিতৃযাণের কথা বলিলাম। ভৌমকাণ্ডে ইহাদের সবিস্তার বর্ণনা করা যাইবে। যাহা হউক আমরা আশা করি, আর কেহ ইহাদের ভৌমত্ববিষয়ে কোনও সন্দেহ করিবেন না।

স্বর্গ ও নরক ভৌম, দেবযান ও পিতৃযাণ পথ ভৌম, ইহা সপ্রমাণ হইল। এবং ব্রাহ্মণ ও দেবতাও যে এক, সমগ্র আর্য্যজাতিই যে দেবসন্তান তাহাও প্রদর্শিত হইল, অতঃপর আমরা দেখাইব যে আদি স্বর্গ দ্যো বা মঙ্গলিয়াই আমাদিগের অর্থাৎ জগতের সকল নরনারী ও পশুপক্ষীর আদি জন্মভূমি।

চতুর্বিংশাধ্যায়।

কতিপয় শব্দের প্রকৃতার্থ।

১। অগ্নিশব্দ......অগ্নি শব্দের একার্থ বহ্নি বা আগুন। দ্বিতীয়ার্থ অঙ্গিরোবংশপ্রভব দেবতাবিশেষ (অগ্নে ঋচঃ—ছান্দোগ্য)। তৃতীয়ার্থ আদি মানব বিরাট্। যথা—

আপো গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্ ।৭।১২১।১০ম।

সমুদ্রের অনন্তজলরাশিমধ্যে প্রথমে যজ্ঞজনপদ উৎপন্ন হয়। সেই জনপদে প্রথম আবির্ভূত মানবের নাম "অগ্নি"। উক্তঞ্চ—

তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসো নিরবর্ত্তত অগ্নিঃ। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ।৪৪পৃ

তত্র শঙ্করভাষ্যম্—তস্য শ্রান্তস্য সন্তপ্তস্য খিন্নস্য তেজো রসঃ সারো নির-বর্ত্তত প্রজাপতিশরীরাৎ নিষ্ক্রান্তঃ ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ নিষ্ক্রান্তঃ ? অগ্নিঃ, সঃ অণ্ডস্য অন্তর্বিরাট্ প্রজাপতিঃ, প্রথমজঃ, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ" ইতি স্মরণাৎ।

২। যজ্ঞ......যজ্+ন (যজৈ ঞৌ দেবার্চাদানসঙ্গকৃতৌ)=যজ্ঞ। যাগ (হোম)। যষ্টব্য বা অর্চনীয় (স এবাং যজ্ঞো অভবৎ তনূপাঃ ৮।৮৮।১০ম !) যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত দেবাঃ ।১৬।৯০।১০ম)। বিষ্ণু—যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ)। আদি স্বর্গ স্বঃ (যজ্ঞো বৈ স্বঃ ইতি শ্রুতেঃ ১১।১অ যজুঃ ইতি উবটমহীধর-ভাষ্যম্)। আপো গর্ভং দধানা জনয়ন্তী র্যজ্ঞং ।৮।১২১।১০ম)। তথাহি—

এতৎ খলু বৈ দেবানা মপরাজিত মায়তনং যৎ যজ্ঞঃ। ৯৪৫ পৃ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণম্

৩। নাভি......নাই (Neval), নাভিনামক রাজা (নাভিবর্ষ), মুখ্য নৃপতি (সম্রাট্) চক্র মধ্যস্থান, ক্ষত্রিয় কস্তুরিকামদ। যদাহ মেদিনীকর-গুপ্তঃ—নাভির্মুখ্যনৃপে চক্রমধ্যক্ষত্রিয়য়োঃ পুমান্। দ্বয়োঃ প্রাণিপ্রতীকে স্যাং স্ত্রিয়াং কস্তুরিকামদে। তথাহি রভসঃ—

মুখ্যরাট্ ক্ষত্রিয়ো নাভিঃ পুংসি প্রাণ্যঙ্গকে স্ত্রিয়াম্।
চক্রমধ্যে প্রধানে চ স্ত্রিয়াং কস্তুরিকামদে ॥

আমরা উপরে নাভিশব্দের যে কয়েকটী প্রতিশব্দ বিন্যস্ত করিয়াছি,

এতৎসমুদায়ই নাভি শব্দের লৌকিকার্থ। যে প্রকার কোনও কোষে অগ্নি ও যজ্ঞ শব্দের বৈদিকার্থ ধৃত হয় নাই, তদ্রূপ নাভি শব্দের বৈদিকার্থও কেহই গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বেদসমূহে নাভিশব্দ "উৎপত্তি" ও "উৎপত্তি স্থান," এই দুইটী অতি প্রধান অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে।

উৎপত্ত্যর্থ......দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভি রত্র (৩৩।১৬৪।১ম) দ্যো আমাদিগের পিতা বা পিতৃভূমি, জনিতা (জনয়িতা) বা জন্মভূমি, সেই দ্যোতেই আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণের নাভি অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়াছিল। "দিবি তে নাভা" (৪।৭৯।৯ম)। তোমার দ্যুলোকে নাভা বা উৎপত্তি হইয়াছে। অমী যে সপ্ত রশ্ময়ঃ, তত্র মে নাভিঃ (৯।১০৫।১ম)। ঐ যে সাতটী বংশ আছে, উহা হইতে আমার নাভি বা উৎপত্তি হইয়াছে।

উৎপত্তিস্থানার্থ......ইয়ং মে নাভিঃ (১৯।৬১।১০ম) এই দ্যোই আমার নাভি বা উৎপত্তিস্থান; সানো নাভিঃ (১৮।৬১।১০ম) সেই দ্যোই আমাদিগের নাভি বা উৎপত্তিস্থান। অমৃতস্য নাভিঃ (১৫।৯০।৮ম) অমৃতের উৎপত্তি স্থান। অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ (৩৫।১৬৪।১ম ও ৬২—২৩অ যজুঃ) এই যজ্ঞ জনপদ অর্থাৎ স্বঃই এই জগতের সকল লোকের নাভি বা উৎপত্তি স্থান। সনাভয়ঃ......সমানোনাভিরুৎপত্তিস্থানং যেষাং যাসাং বা। সমান হইয়াছে উৎপত্তিস্থান যাহাদিগের, তাহারা পরস্পর "সনাভি"।

এই নাভি শব্দের প্রকৃতার্থপ্রকটনবিষয়ে উবট, সায়ণ, মহীধর ও দয়ানন্দ প্রভৃতি কোবিদবৃন্দ অতিশয় প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ইহার অর্থ—

ভৌমরস, নহন, সন্নাহ, বন্ধিকা, বন্ধন ও মাধ্যামিকা বাক্

ইত্যাদি বলিয়া ভীষণ প্রমাদের উদ্গিরণ করিয়া গিয়াছেন। কেবল একজন সায়ণশিষ্যই এই নাভিশব্দের প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যথা—

সানো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ।৪।১০।১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্......সা প্রসিদ্ধা যোষা আবয়োঃ নাভিরুৎপত্তি-স্থানং। সেই প্রসিদ্ধ নারীই আমাদিগের উভয়ের নাভি বা উৎপত্তিস্থান।

৪। পিতা.........পিতৃশব্দের মুখ্যার্থ রক্ষক, গৌণার্থ জন্মদাতা বাপ (বপ্তা)। স পিতা পিতরস্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ। রঘু। কিন্তু বেদে এই পিতৃশব্দ বহুস্থলেই পিতৃভূমি বা পিতৃলোক (Father

land) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু যে স্বর্গ পারলৌকিক, উহা কিপ্রকারে মানুষ আমাদিগের পিতৃভূমি হইতে পারে? এই ভয়ে সায়ণদয়ানন্দাদি এই পিতার অর্থ কুত্রাপি "পালক", করিয়াছেন, কুত্রাপি বা—

পারলৌকিক প্রেতলোক

ভাবিয়া—মন্ত্রার্থের অভিব্যক্তিবিষয়ে অসমর্থ হইয়াছেন। তথাহি—

দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা, দ্যৌষ্পিতা (Deuspeter)

কিন্তু ইহার প্রকৃতার্থ, না এদেশীয় ভাষ্যকারেরা বুঝিতে পারিয়াছেন, না পাশ্চাত্যগণ ইহার মর্ম্মাববোধে সমর্থ হইয়াছেন, কেবল এক জন শঙ্করশিষ্য প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্যে ইহার প্রকৃতার্থ প্রকটন করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বম্। ১২পৃ

সকলের জন্মস্থান বা আদি সূতিকাগার বলিয়াই দ্যো বা আদি স্বর্গ স্বঃ অর্থাৎ মঙ্গালিয়ার নাম "পিতা"।

৫। ইলা……এই ইলা শব্দের বৈদিক একটী অর্থ—"ইলাবৃতং" বা ইলাবৃত বর্ষ। বেদে ইলাবৃত কথাটীর এক দেশ মাত্র "ইলা" গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উহা পৌরাণিক ইলাবৃতবর্ষ ও একালের মঙ্গলিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই "ইলাবৃতং" কথাটীরই অপভ্রংশে গ্রীক Elysion ও লাটিন Elysium শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল।

৬। আকাশ……আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্তরীক্ষ, নাক, ব্যোম, দ্যাবাপৃথিবী ও আকাশ শব্দের প্রকৃতার্থ কি? তাহা সবিস্তারই বলিয়াছি। সম্প্রতি উক্ত আকাশ যে আমাদিগের "পিতৃভূমি", সে বিষয়ে কিছু বলিব। আমরা কোনও বৈদিক মন্ত্রে আকাশ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই না, কাজেই উপনিষৎ ও স্মৃতিহইতে প্রমাণ সমাহার করিতে বাধ্য হইলাম। পরাশর বলিতেছেন যে—

পিতৃণাং স্থান মাকাশং দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ।

আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের বাসস্থানের নামই "আকাশ", উহা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

অনন্ত শূন্য গগন, অমুকের দক্ষিণে বা অমুকের উত্তরপূর্ব্বাদি দিকে এরূপ প্রয়োগ হয় না। ফলতঃ আমাদিগের এই পিতৃভূমি, মেরুপর্ব্বতের

দক্ষিণে অবস্থিত, পরাশর তাহাই বলিতেছেন। তিনি এই ভৌগোলিক তত্ত্ব কোথায় পাইলেন ? আমরা মনে করি তিনি ছান্দোগ্যের এই বিবৃতিকে ভিত্তি করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছেন। যথা—

অস্য লোকস্য কাগতিঃ ? ইত্যাকাশ ইতি হ উবাচ। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি আকাশো হি এব এভ্যোজ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্। ৬৩—৬৪পৃ

তত্র শঙ্করভাষ্যম্ ······...ইতরঃ অনুজ্ঞাত আহ অস্য লোকস্য কাগতিঃ ? ইতি আকাশ ইতি হ উবাচ প্রবাহণঃ। আকাশ ইতি চ পর আত্মা, আকাশো ব নাম ইত্যাকাশ শব্দঃশ্রুতেঃ। তস্য হি কর্ম্ম ভূতোৎপাদকত্বং। তস্মিন্নেব হি ভূত-প্রলয়ঃ। তৎ তেজঃ অসৃজত তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ইতি হি বক্ষ্যতি। সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে তেজোবলাদি-ক্রমেণ সামর্থ্যাৎ আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি প্রলয়কালে তেনৈব বিপরীতক্রমেণ হি যস্মাৎ আকাশ এব এভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ান্ মহত্তরঃ, অতঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং পরায়ণং প্রতিষ্ঠা. ত্রিষ্বপি কালেষু ইত্যর্থঃ। ৬৪পৃ

আমরা এই ভাষ্যে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিলাম না। "আকাশ"— পরম আত্মা—

"আকাশো বৈ ব্রহ্ম"

এই সকল শ্রুতি অতীব অর্ব্বাচীন। আকাশ শব্দের অর্থ "ব্রহ্ম", ইহা কোনও কোষে নাই, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যেও এরূপ কোনও মত পরিদৃষ্ট হয় না যে শূন্য আকাশ (Sky) পরমেশ্বর। মানুষ মরিয়া শূন্য আকাশে বা পরব্রহ্মের নিকট যায় (আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি), এরূপ কথা যদি ছান্দোগ্যের পরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই প্রবাহণ ও শ্বেতকেতুর মুখ দিয়া একথা বাহির করিতেন না যে—

বেত্থ যৎ ইতঃ অধি প্রজা যন্তীতি ? ন ভগব ইতি। ৩৩০পৃ মহেশপাল সং।

হে শ্বেতকেতো ! তুমি জান, মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ? না ভগবন্ ! শ্বেতকেতু বলিলেন যে তাহা আমি জানি না। কেন শ্বেতকেতু বলিলেন না যে মানুষ মরিয়া আকাশে যায় ? ফলতঃ এখানে মূলে যে···

আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি

এই বাক্যটী আছে, ইহা প্রক্ষিপ্ত। আমরা এই অংশটী পরিত্যাগ করিয়া ইহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী হইলাম।

প্রকৃতার্থবাহিনী……শালাবত্যঃ পৃচ্ছতি…হে প্রবাহণ! অস্য লোকস্য ভূমণ্ডলস্থানাং সর্ব্বেষাং মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদীনাং আগতিঃ আগমনং কা কিম্ভূতং এতে কস্মাৎ স্থানাৎ অস্মিন্ ভারতবর্ষে সমাগতাঃ? প্রবাহণোঽবোচৎ—আকাশ ইতি অমুষ্মাৎ আকাশাদেব সর্ব্বে সমাগতাঃ। ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি আকাশাৎ জনপদাৎ সমুৎপন্নানি ইতি। আকাশঃ ইলাবৃতবর্ষং সর্ব্বেভ্যো জনপদেভ্য এব জ্যায়ান্ বর্ষীয়ান্ পূর্ব্বজত্বাৎ; আকাশ এব পরায়ণম্ আদিজন্মভূমিত্বাৎ শ্রেষ্ঠজনপদ ইতি।

শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে প্রবাহণ! পৃথিবীর সকল লোক ও পশুপক্ষ্যাদি কোনস্থান হইতে সর্ব্বত্র যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে? প্রবাহণ বলিলেন যে আকাশ বা ইলাবৃতবর্ষ হইতে সকলে আসিয়াছে, উহাই সকলের পূর্ব্ব নিবাস। শালাবত্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন পৃথিবীর সকল প্রাণী কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? প্রবাহণ বলিলেন যে, আকাশ জনপদ হইতে, আকাশ সকলের আদি সূতিকাগার। উক্ত আকাশই পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশমহাদেশ অপেক্ষা প্রাচীনতম এবং উহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম স্থান, কেননা উহা সকলের পিতৃভূমি।

আচ্ছা আদিম যুগের মানবগণ যে আকাশজনপদে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনও শাস্ত্রে কি ইহার কোনও আভাস আছে? অবশ্যই আছে বৃহদারণ্যক বলিতেছেন যে।

স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ, ততঃ, পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাং। তস্মাদিদমর্দ্ধ বৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া অপূর্য্যত এব, তাং সমভবৎ, ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত। ১৩৭ পৃ

তত্র শঙ্করভাষ্যম্……স এব চ বিরাট্, তথা ভূতঃ স হ এতাবান্ আস ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ তত তস্মাৎ পাতনাৎ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতা মিতি।

প্রথমে আদি মানব বিরাট্ একটী আস্ত চণকের ন্যায় ছিলেন, পরে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পতি ও পত্নীতে পরিণত হইলেন। তৎপর

বিরাট্ আপনার পত্নীতে উপগত হইলে, মনুষ্য সকল উৎপন্ন হইল। এবং সেই স্ত্রী অর্থাৎ তাঁহার সন্তানসন্ততিগণদ্বারা আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল।

সুতরাং বুঝিতে ও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, যে আকাশ মনুষ্যের সন্তান মনুষ্যগণদ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল, সে আকাশ খেচরপক্ষিগণের উড্ডয়নস্থান গগন নহে, পরন্তু কোনও পার্থিব জনপদ। এবং এই জন্যই গুরু পরম্পরাগতলব্ধজ্ঞান পরাশর বলিয়া ছিলেন যে—

পিতৃণাং স্থান মাকাশং দক্ষিণা দিক্ তথৈবচ।

আকাশ আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণের আদি বাসস্থান এবং উহা মেরু-পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

এ আকাশ কোন্ স্থান? বেদপুরাণাদিতে যখন দ্যো ও ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ পিতা বা পিতৃলোক (Father land) বলিয়া সংসূচিত হইয়াছে, তখন লোক পিতামহ ব্রহ্মার বাসস্থান মনুষ্যদিগের আদিজন্মভূমি আকাশই সেই পিতৃভূমি দ্যো বা মঙ্গলিয়া হইতেছে। ফলতঃ—

আকাশ, ব্যোম, নাক, যজ্ঞ, দ্যো ও স্বঃ এবং ইলা, মানব জাতির আদি সূতিকাগার সেই নাভির পৃথক্ পৃথক্ নাম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পঞ্চবিংশাধ্যায়।

পিতৃভূমির স্মৃতি ও বিস্মৃতি।

এই প্রকরণে আমরা আমাদিগের গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় মানবের আদিজন্মভূমির কথা বলিব। কোন্ পুণ্য জনপদ মানবের "আদিজন্মভূমি"? যে স্থান এই সমগ্রভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, সেই প্রদ্যৌকঃ দ্যো বা ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ বর্ত্তমান মানচিত্রের মঙ্গলিয়াই মানবের আদিজন্ম ভূমি বা আদিসূতিকাগার।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ ও ভারতের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন নবীনযুবকগণ মনে করেন এবং বলিয়া থাকেন যে প্রাক্তন ভারতীয় ঋষিবৃন্দ, তাঁহাদিগের পূর্ব্বনিবাস স্থানের বিষয়ে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থেই সে আদি সূতিকাগারের একটী কথাও বলিয়া যান নাই। কিন্তু

আমরা এই বাহান্নবৎসর যাবৎ নক্তন্দিব শাস্ত্রালোচনা করিয়া ইহাই দেখিতেছি ও জানিতে পারিয়াছি যে, একগতে একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণই এবিষয়ে সর্ব্বাদৌ লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, এবং বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহারা এ বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই প্রামাণ্য এবং প্রকৃত তথ্যবাহী। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যেরা একমাত্র অনুমানবলে দুচার কথা যাহা বলিয়াছেন,তাহার মূলে কোনই ভিত্তি নাই, কিন্তু ঋষিরা এবিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই প্রমাণদ্বারা সমর্থিত ও প্রকৃত ঐতিহ্যভূয়িষ্ঠ।

একালের পাশ্চাত্যেরা মনুষ্যের শিরঃকপালাদির গঠন এবং দৈহিক বর্ণের তারতম্যনিবন্ধন মানবজাতিকে ককেশীয়ান, মঙ্গলীয়ান. ইথিওপিয়ান, কাফ্রি ও নিগ্রোপ্রভৃতি নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ও সম্প্রতি আপনাদিগের অপবিত্র "ককেশীয়ান" বিশেষণ দূরে পরিহার করিয়া আপনাদিগকে "ইউরোপীয়" রেস (Race) বলিয়া সংসূচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ও ভারতের হিন্দুশাস্ত্রে অকৃতশ্রম ভারতীয়ভ্রাতৃগণ জানিবেন যে আমরা আর্য্য, অনার্য্য,কাফ্রী ও নিগারনিগ্রপ্রভৃতি সকল জাতিই সেই প্রাচীনতম মঙ্গলীয়ানবংশপ্রভব এবং মঙ্গলিয়াই আমাদিগের পূর্ব্বনিবাসস্থান। অবশ্য ত্বগ্‌দর্শী তোমরা বর্ণগত পার্থক্যসন্দর্শনে চঞ্চল হইয়া একই মানব-জাতিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে সমুদ্যত ও সমুৎক। কিন্তু প্রকৃত তথ্যজ্ঞ বড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ প্রসন্নচিত্তেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

যৎ পীতত্বং তৎ পিতৄণাম্। ২৭পৃ

আমাদিগের পিতৃগণ বা পূর্ব্বপিতামহেরা প্রথমে পীতবর্ণ ছিলেন।

এখন সে পীতত্ব গেল কোথায়? যাঁহারা আফ্রিকার উত্তপ্ত বালুকা রাশিতে বহু কাল বাস করিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণত্ব পাইয়াছেন, ভারতবাসীরা আব হাওয়ার ঘোরতর তারতম্যবশতঃ নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছেন, কিন্তু এখনও ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে চেপ্টা কপাল, উন্নত হনু ও অবনতনাসিক লোকের সংখ্যা অল্প হইবে না। ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও সে মঙ্গলীয়ভাব অনধিগম্য নহে। এখনও পর্ব্বতপ্রধানদেশবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই সেই মঙ্গলীয় ভাবাপন্ন। নেপাল, মণিপুর ও ত্রিপুরাপ্রভৃতি দেশের লোক সকল ইহার প্রমাণস্থল। ফলতঃ বহুকাল পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া

আমরা নানা বৈচিত্র্যময় ভারতে আগমন করাতে আমাদিগের গঠনের ভূরি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মাত্র।

আচ্ছা আব হাওয়া, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ব্যবসায়ভেদে আকারেরই যেন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু আমরা সে প্রিয়তম জন্মভূমির কথা একবারে ভুলিয়া গেলাম কেন? ইহা স্বাভাবিক, যখন যাতায়াত ছিল, যতদিন আত্মীয়তা ছিল, ততদিন ভুলিয়া গিয়া ছিলাম না। ভুলিয়া গেলে কেন আমরা বিপন্ন হইয়া দেবগণকে আহ্বান করিতাম, যখন তখন স্বর্গে যাইতাম, কেন ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুর যুদ্ধে দশরথের সহায়তা গ্রহণ করিবেন, কেনই বা আমরা দেবযানপথে ইন্দ্রের নিকট যাইয়া বাণিজ্য করিতাম? ভরদ্বাজাদি ঋষিরা যে আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়নবিদ্যাশিক্ষার্থে ইন্দ্রের নিকট স্বর্গে গিয়াছিলেন, তাহাও কি মহর্ষি চরক বলিয়া যান নাই? সুতরাং আমরা প্রথমেই পিতৃভূমির কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম না।

আচ্ছা আমরা যে পিতৃভূমির কথা প্রথম প্রথম ভুলিয়াছিলাম না, ইহার কোনও প্রমাণ আছে? হাঁ বেদসমূহে এবিষয়ের অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋগ্‌বেদের একত্র বিবৃত আছে যে—

অনুপ্রত্নস্য ওকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরম্।
যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে ॥১।৩০।১ম

তত্র সায়ণঃ.........প্রত্নস্য পুরাতনস্য ওকসঃ স্থানস্য স্বর্গরূপস্য, তৎসকাশাৎ তুবিপ্রতিং বহূন্ যজমানাম্ প্রতিং গন্তারং নরং পুরুষ মিন্দ্রং অনুহুবে, অনুক্রমেণ কর্ম্মসু আহ্বয়ামিং, যং তে ত্বাম্ ইন্দ্রং পিতা অস্মদীয়োজনকঃ পূর্ব্বং পুরা স্বকীয়ানুষ্ঠানকালে হুবে আহুতবান্। তম্ আহ্বয়ামি ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

দয়ানন্দঃ......অনু পশ্চাদর্থে প্রত্নস্য সনাতনস্য কারণস্য ওকসঃ সর্ব্ব নিবাসার্থস্য আকাশস্য হুবে স্তৌমি। তুবিপ্রতিং তুবীনাং বহূনাং পদার্থানাং প্রতিমাতরং। অত্র একদেশীয়েন প্রতিশব্দেন প্রতিমাতৃশব্দার্থো গৃহ্যতে। নরং সর্ব্বস্য জগতো নেতারং যং জগদীশ্বরং সভাসেনাধ্যক্ষং বা তে তব পূর্ব্বং প্রথমং পিতা জনক আচার্য্যঃ বা হুবে গৃহ্লাতি আহ্বয়তি।

রমানাথঘোষসরস্বতী......হে ইন্দ্র! অস্মাকং প্রত্নস্য পুরাতনস্য ওকসঃ নিবাসস্থানস্য তুবিপ্রতিং বহুজনপালকং নরং নেতারং যং তে ত্বাং মম পিতা পূর্ব্বং পুরা হুবে জুহাব, তং ত্বাম্ অনু হুবে পিতর মনু অধুনাহং প্রার্থয়ে।

তদনুবাদ......হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগের পুরাতন নিবাসস্থানের সর্ব্বরক্ষক প্রভু ছিলেন এবং আপনাকে বহুজনের পালক বলিয়া আমার পিতা পূর্ব্বে প্রার্থনা করিতেন। অতএব তদনুসারে আমি এক্ষণে (আধুনিক বাসস্থানে) প্রার্থনা করিতেছি।

তদীয় টিপ্পনী......এস্থলে পূর্ব্বোল্লিখিত (১০০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখ) প্রত্নৌক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাই আর্য্যদিগের পুরাতন বাসস্থান। সায়ণাচার্য্য স্বসংস্কারানুসারে এই স্থানকে স্বর্গ বলিয়াছেন। বেদার্থযত্নে ইহাকে আর্য্যদিগের পুরাতন বংশ বলা হইয়াছে।

দত্তজানুবাদ......ইন্দ্র বহু লোকের নিকট গমন করেন। পুরাতন আবাসহইতে আমি সেই পুরুষকে আহ্বান করি? যাঁহাকে পিতা পূর্ব্বে আহ্বান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—from the side of our ancient home.

এই ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে দয়ানন্দব্যাখ্যা অপকৃষ্ট। সায়ণব্যাখ্যা কতক ভাল হইলেও তিনি যে মন্ত্রের প্রকৃত পদার্থ-গ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হইল না। Wilson ও Langlois সায়ণের অনুসরণ করিয়া ভাল করেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় যে "প্রত্নৌকঃ" শব্দে আমাদিগের পুরাতন বাসস্থান বুঝিয়া ছিলেন, উহা ঠিক হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে "ওকসঃ" পদের ষষ্ঠীকে পঞ্চমী করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইল, তিনিও মন্ত্রের প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। রমানাথ সরস্বতীর ব্যাখ্যা ঠিক, তবে এই "প্রত্নৌকঃ," যে স্বর্গ, তিনি ইহা স্বীকার না করিয়া ভুল করিয়াছেন, তিনিও জানিতেন যে স্বর্গটী পারলৌকিক। এ অংশে সায়ণব্যাখ্যাই ভাল।

প্রকৃতার্থবাহিনী......হে ইন্দ্র! প্রত্নস্য পুরাতনস্য ওকসঃ বাসস্থানস্য অস্মাকং ভারতবাসিনাং পূর্ব্বনিকেতনস্য স্বর্গস্য ইতি যাবৎ ভুবিপ্রভিং বহুজন প্রতিপালকং নরং নৃবংশপ্রভবং যং তে ত্বাং পূর্ব্বং পুরা পিতা মম জনকঃ হুবে জুহাব অস্তৌৎ ইতি যাবৎ, অনু পশ্চাৎ অধুনা অহং তং ত্বাং হুবে আহ্বয়ামি স্তৌমি ইত্যর্থঃ।

হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের পূর্ব্বনিবাসস্থান স্বর্গের বন্ধুজনের প্রতি-পালক। পূর্ব্বে আমার পিতা তোমার স্তুতি করিয়াছেন, অধুনা আমিও তোমার স্তব করিতেছি। তথাহি—

সনা পুরাণ মধি এমি আরাৎ, মহঃ পিতুর্জনিতুর্জামি তন্নঃ।

দেবাসো যত্র পনিতার এবৈঃ, উরৌ পথি ব্যুতে তস্থুরন্তঃ॥৯।৫৪।৩ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্......হে দ্যৌঃ মহো মহত্যাঃ পিতুঃ সর্ব্বস্য পালয়িত্র্যাঃ তব ; সনা ; সনাতনং পুরাণং পূর্ব্বক্রমাগতং নঃ অস্মাকং যৎ এতৎ জামিত্বং—

সর্ব্বম্ একস্মাৎ জাতম্ ইতি দ্যৌর্ভগিনী ভবতি

তাদৃশং ভগিনীত্বং তৎ আরাৎ অধুনা অধ্যেমি স্মরামি। দিবঃ পিতৃত্বে জনয়িতৃত্বে চ মন্ত্রবর্ণঃ—

"দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভি রত্র॥ ইতি।

যত্র যস্যাং দিবি অন্তর্মধ্যে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যুতে বিবিক্তে পথি নভসি পনিতারঃ ত্বাং স্তবন্তোদেবাঃ এবৈ র্গমনসাধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্ব্বাহনৈঃ সহিতাঃ সন্তঃ তস্থুঃ। তত্র স্থিতা দেবা মদীয়ং স্তোত্রং শৃণ্বন্তু ইতি ভাবঃ।

দয়ানন্দভাষ্যম্......সনা সনাতনং পুরাতনং অধি এমি সর্ব্বতঃ স্মরামি, আরাৎ দূরাৎ সমীপাৎ বা, মহঃ মহতঃ পূজনীয়স্য পিতুঃ পালকস্য জনিতুঃ জনকস্য জামি জাতং তৎ নঃ অস্মান্ অস্মাকং বা দেবাঃ বিদ্বাংসঃ যত্র পনিতারঃ ব্যবহর্ত্তারঃ স্তাবকাঃ এবৈঃ প্রাপকৈঃ উরৌ মহতি পথি মার্গে ব্যুতে বিগতাবরণে প্রসিদ্ধে তস্থুঃ তিষ্ঠন্তি, অন্তঃ মধ্যে।

দত্তজানুবাদ .....আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা করি। তাঁহার বিস্তীর্ণ নির্জন পথে স্তুতিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের সহিত অবস্থান করিতেন।

এ মন্ত্রেরও দয়ানন্দভাষ্য আলোচনাযোগ্য নহে। সায়ণব্যাখ্যাও অসমী চীন। এই মন্ত্রটী দ্যোকে সম্বোধনচ্ছলে বিরচিত হয় নাই। একজন ভারতীয় ঋষি আপনাদিগের পুরাতন পূর্ব্ব বাসস্থান ও সেই বাসস্থানের জ্ঞাতি দেবতা-দিগের কথা বহুদিন পরে মনে পড়াতে, এই মন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন। "এব" শব্দের অর্থও "বাহন" নহে, পরন্তু "আয়ুধ"। দেবতারা যখন যজ্ঞ করিতেন

তখন দৈত্য ও দানবেরা বড়ই বাধা দিত, এ কারণ দেবতারা সায়ুধ হইয়া দেবার্চ্চনা করিতেন। তবে সায়ণ যে বলিয়াছেন—

সর্ব্বম্ একস্মাৎ জাতম্

আমরা সকলে একস্থানপ্রভব, তাঁহার এই কথাটী বড়ই সুন্দর হইয়াছে। সেই এক স্থানই দ্যো বা আদি স্বর্গ অর্থাৎ মঙ্গলিয়া।

প্রকৃতার্থবাহিনী......কশ্চিৎ ভারতপ্রসূত ঋষিঃ পূর্ব্ববাসস্থানং স্বর্গং জ্ঞাতিদেবগণঞ্চ স্মৃত্বা এবং বক্তি—যদ্যপি অহং ভারতবর্ষপ্রসূতঃ, তথাপি এতদ্ ভারতবর্ষ মস্মাক মাদিগেহং ন। সুদূরসংস্থা অসৌ দ্যৌরেব অস্মাকং পিতৃ ভূমিরিতি। অহং আরাৎ (আরাৎ দূরসমীপয়োঃ) অস্মাৎ সুদূরসংস্থাদ্ ভারতবর্ষাৎ মহঃ মহতঃ জনিতুঃ জনয়িতুঃ পিতুঃ পিতৃভূমেঃ আদিস্বর্গস্য দ্যোঃ নঃ অস্মাকং তৎ সনা সনাতনং নিত্যবর্ত্তমানম্ অবিচ্ছিন্নং পুরাতনং জামি জামিত্বং জ্ঞাতিত্বং স্বর্গবাসিনোদেবা অস্মাকং ভারতবাসিনাম্ জ্ঞাতয় ইত্যহং অধ্যেমি নিয়তং স্মরামি। অহ যেতদপি স্মরামি যৎ যত্র যস্মিন্ পিতরি দ্যবি দেবাসো দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ। এবৈঃ স্বৈঃ স্বৈরায়ুধৈরুপলক্ষিতাঃ সন্তঃ উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যন্তে (অপভ্রষ্টোঽয়ং শব্দঃ) বিবিক্তে নির্জ্জনে পথি দেবযানপথে স্বর্গে ইতি যাবৎ অন্তর্মধ্যে পনিতারঃ স্তোতারঃ তস্থুঃ স্বস্বদেবার্চ্চনাপরায়ণা অবস্থিতবন্ত ইতি।

যদিও আমারা এখন অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তথাপি আমি এখনও, এই ভারতবর্ষে থাকিয়া আমাদিগের মহতী পিতৃভূমি দ্যোর সনাতন ও বহু কালের জ্ঞাতিত্ব স্মরণ করি। যেখানে ইন্দ্রাদিদেবগণ স্ব স্ব আয়ুধধারণপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ ও নির্জ্জন দেবযানপথ বা স্বর্গের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক স্ব স্ব দেবতার স্তুতি পাঠ করিতেন। তথাহি—

অধি ন ইন্দ্র এষাং বিষ্ণো সজাত্যানাম্।
ইতা মরুতো অশ্বিনা ॥৭

তত্র সায়ণভাষ্যম্.........হে ইন্দ্র বিষ্ণো মরুতো হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ হে ইন্দ্রাদয়োদেবাঃ সজাত্যানাং সমানানাং জাতৌ ভবাঃ সজাত্যাঃ ভ্রাতৃমিত্রাদয়ঃ তেষামেষাং মধ্যে নঃ অস্মান্ অধীত যূয়ং স্তুত্যতয়া অধিগচ্ছত।

দত্তজ্ঞানুবাদ.........হে ইন্দ্র হে বিষ্ণু, হে মরুদ্গণ হে অশ্বিদ্বয়! একজাতীয় গণের মধ্যে আমাদিগেরই নিকট আগমন কর।

এইভাষ্য বহুঅংশে ঠিক হইলেও অনুবাদ ঠিক হয় নাই। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা এই—

প্রকৃতার্থবাহিনী.........হে ইন্দ্র হে বিষ্ণো হে মরুতো হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ! যুয়ং সর্ব্বে ইন্দ্রাদয়োদেবাঃ নঃ অস্মান্ ভারতীয়ভূদেবান্ সজাত্যানাং সজাতৌ তুল্যজাতৌ একজাতৌ ভবাঃ সজাত্যাঃ সমানজাতীয়াঃ তেষামেবামিন্দ্রাদীনান্ মধ্যে অধীত অধিগচ্ছত জানীত।

হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! আমরা ও তোমরা একই বংশপ্রভব, তোমরা আমাদিগকে তোমাদিগের সজাতি বলিয়া জানিও। তথাহি—

প্র ভ্রাতৃত্বং সুদানবো অধ দ্বিতা সমান্যা।
মাতুর্গর্ভে ভরামহে ॥৮।৭২।৮ম

তত্র সায়ণঃ...........হে সুদানবঃ শোভনদানাঃ আদিত্যা অধ অথ অস্মৎপ্রত্যাগমনানন্তরং বয়ং সমান্যা সমান্যেন সুপোত্যাদেশঃ। পূর্ব্বং সর্ব্বেষাং দেবানাং সাংহত্যেন, ততোদ্বিতা দ্বিধা দ্বিপ্রকারেণ চ মাতুরদিতে গর্ভে সং জাতং যৎ যুষ্মাকং ভ্রাতৃত্বং বিদ্যতে, তদিদানীং বয়ং প্রভরামহে প্রভরণম্ উচ্চারণং প্রকাশনং বা উচ্চারয়ামঃ প্রকাশয়ামো বা। সর্ব্বেষাং দেবানাং বন্ধশোজননং তৈত্তিরীয়কে স্পষ্টমভিহিতং—অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মৌদনং অপচৎ ইত্যুপক্রম্য তস্মৈ পুরা চ অর্য্যমা চ অজায়েতাম্ ইত্যাদিনা।৬।৫।৬

দত্তজানুবাদ.........হে সুন্দর দানশীলগণ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমদের মাতৃগর্ভে দুইটী দুইটী করিয়া জন্মগ্রহণ করায় যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তাহাই প্রকাশ করিব। ৯।৮৩।৮২।

এইভাষ্যানুবাদও অসমীচীন। "সমানমাতা"কথায় এখানে কি অবোধিত হইয়াছে, তাহা ইহাঁরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

প্রকৃতার্থবাহিনী.........হে সুদানবঃ শোভনদানা দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ। যূয়ং স্বর্গবাসিনো বয়ং ভারতবাসিনশ্চ ভূদেবাঃ সমান্যা সমান্যায়াঃ তুল্যায়াঃ একস্যাঃ মাতুর্মাতৃভূমে রিলায়া ইলাবৃতবর্ষস্য গর্ভে মধ্যে প্রভরামহে প্রজায়ামহে। বয়ং সর্ব্বে পূর্ব্বং স্বর্গে লব্ধজন্মান ইতি। অথ অনন্তরং বয়ং দ্বিতা

(অপভ্রংশোঽয়ং)দ্বিধা বিভক্তা বভূবিম। যূয়ং স্বর্গে অবস্থিতাঃ,বয়ং ভারতবর্ষে কৃতবাসা ইতি।

হে শোভনদানশীল ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণ! তোমরা আমরা পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতৃব্য। আমরা সকলে একই মাতৃভূমি ইলাবৃতবর্ষপ্রভব। তবে তোমরা স্বর্গে আছ, আমরা ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হওয়াতে তোমাদিগহইতে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তথাহি—

অস্তি হি বঃ সজাত্যং রিশাদসো দেবাসো অস্ত্যাপ্যম্। ॥১০।২৭।৮ম

তত্র যাস্কাচার্য্যঃ.........অস্তি হি বঃ সমানজাতিতা রেশয়দারিণোদেবাঃ, অস্তি আপ্যম্ আপ্নোতেঃ সুদত্রঃ কল্যাণদানঃ।

সায়ণঃ.........হে রিশাদসো রিসতাং হিংসতাম্ অসিতারো দেবাসো দেবা দ্যোতমানাঃ মরুদাদয়ঃ বো যুষ্মাকং সজাত্যমস্তি পরস্পরং সমানজাতিভাবঃ অস্তি খলু। কিঞ্চ আপ্যং আপির্বন্ধুঃ তস্য ভাব আপ্যং স্তোতৃষু স্তত্যলক্ষণ সম্বন্ধাৎ বৈবস্বতেন মনুনা ময়া স্তোত্রা সহ যুষ্মাকং বন্ধুভাবঃ অস্তি খলু।

দত্তানুবাদ.........হে শত্রুভক্ষক দেবগণ! তোমাদের এক জাতিভাব ও বন্ধুভাব আছে।

দুর্গাচার্য্যঃ.........অস্তি বো যুষ্মাকং সজাত্যং সমানজাতিতা দেবত্বম্ অস্তি চ যুষ্মাকং আপ্যং আপ্তব্যং মনুষ্যৈঃ।

একমাত্র দুর্গাচার্য্য ভিন্ন আর কেহই এ মন্ত্রের প্রকৃতার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। একমাত্র তিনিই বলিয়াছেন যে—

হে হিংসকবিনাশক দেবগণ! তোমাদিগের সহিত মনুষ্যদিগের সমান জাতিতা (তোমরাও দেবতা, তাঁহারাও দেবতা) ও বন্ধুত্ব আছে। তথাহি—

তদ্বন্ধুঃ সূরির্দিবি তে ধিয়ন্ধাঃ নাভানেদিষ্ঠোরপতি প্রবেনন্।
সা নোনাভিঃ পরমা অস্য বা ঘ, অহং তৎ পশ্চা কতিথশ্চিদাস ॥১৮

তত্র সায়ণঃ.........তদ্বন্ধুঃ সৈব পৃথিবী বন্ধিকা উৎপত্ত্যধিষ্ঠানত্বেন যস্য অসৌ তদ্বন্ধুঃ তন্মাতৃক ইত্যর্থঃ। সূরিঃ স্তুতেঃ প্রেরকঃ দিবি বর্ত্তমানস্য তে তব স্বভূত ইতি শেষঃ। ত্বদপত্যভূত ইতি যাবৎ। ষষ্ঠীসামর্থ্যাৎ সম্বন্ধসামান্যং প্রতীয়তে, তচ্চ আদিত্যস্য পুত্রো মনুঃ, মনোঃ পুত্রো নাভানেদিষ্ঠঃ, ইত্যেবং সূর্য্যাপত্যত্বেঽপি পর্য্যবস্যতি। সূর্য্যনাভানেদিষ্ঠয়োঃ সম্বন্ধঃ, চরমপাদে উত্তরমন্ত্রে চ বক্ষ্যতে। স চ ধিয়ন্ধাঃ কর্ম্মণাং ধারকোনাভানেদিষ্ঠো বেনন্

অঙ্গিরোদত্তং গোসহস্রং কাময়মানঃ প্রপ্রপতি প্রলপতি স্তৌতি ইত্যর্থঃ। বা অপি চ ইত্যর্থঃ। সা দ্যৌঃ, নঃ অস্মাকং পরমা উৎকৃষ্টা নাভিঃ বন্ধিকা, যা অস্য আদিত্যস্য অধিষ্ঠানভূতা অস্তি। ঘেতিপূরণঃ। অহং তৎ তস্য আদিত্যস্য পশ্চা পশ্চাৎ অনন্তরং কতিথঃ কতিপয়ানাং পূরণঃ আস অভবং। অনেন মম আদিত্যেন জন্যজনকভাবঃ সম্বন্ধঃ সন্নিকৃষ্ট ইত্যুক্তং ভবতি।১৮

মন্ত্রানুবাদ.........হে স্বর্গস্থ সূর্য্য! আমি নাভানেদিষ্ঠ, তোমার বন্ধু অর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করিতেছি। আমার কামনা যে গাভী আত্মীয় লাভ করি। সেই দ্যুলোক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিস্থান এবং সূর্য্যেরও অধিষ্ঠানভূত। আমি সেই সূর্য্যহইতে কয় পুরুষই বা অন্তর?

ভাষ্য অপেক্ষা অনুবাদ অনেক অংশে ভাল। গগনবিহারী সূর্য্য, অযোধ্যার রাজবংশের নিদান, এই অন্ধবিশ্বাস ভাষ্যকার ও অনুবাদক,ইহাঁদের উভয়কেই অভিভূত ও অন্ধীভূত করিয়াছিল। ফলতঃ বিবস্বান্, সূর্য্য ও বিষ্ণু, ইহাঁরা কেহই জড়সূর্য্য নহেন। ভাষ্যকারেরা পৌরাণিকদিগের ভ্রান্তির অনুবর্ত্তন করাতেই কোনও মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত আছে যে—

> ধাতাহর্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণঃ শক্র এব চ।
> বিবস্বানথ পূষা চ পর্জ্জন্য শ্চাংশুরেব চ॥২
> ভগস্বষ্টা চ বিষ্ণুশ্চ দ্বাদশৈতে দিবাকরাঃ ৩।৪১অ ৮৪পৃষ্ঠা।

ধাতা (সুরজ্যেষ্ঠব্রহ্মা), অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, শক্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, অংশু, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ দিবাকর।

কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই প্রমাদ। যে দিবাকর জড় সূর্য্য, সে কখনই আদিত্য হইতে পারে না। যখন পৌরাণিকেরা ভ্রমে পতিত হইলেন, তখনই জড়সূর্য্য ও নর সূর্য্যের সমীকরণ হইয়া জড় সূর্য্যের নামও আদিত্য হইয়া গেল। তৎপর অদিতি গর্ভপ্রভব দ্বাদশ জন আদিত্য জড় সূর্য্যে পরিণত হইলেন। এই ভ্রান্তিই সায়ণ ও পণ্ডিত আলোকনাথকে উন্মার্গগামী করিয়াছে। সূর্য্য বিবস্বানের সহোদর ভ্রাতা। কিন্তু তথাপি তিনি অযোধ্যারাজবংশের নিদান নহেন। তদীয় ভ্রাতা বিবস্বান্ই অযোধ্যারাজবংশের বীজী, সূর্য্য তাঁহার ভ্রাতৃ মাত্র। তবে সূর্য্যদেব নাভানেদিষ্ঠের কুল পিতামহ বটেন। ইক্ষ্বাকুপ্রভৃতি

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ বেদাধ্যয়নরত ব্রহ্মচারী নাভানেদিষ্ঠকে পৈতৃক ধনের ভাগ না দেওয়াতে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫০২ পৃ) তিনি স্বর্গস্থ সূর্য্যকে যে এইরূপে নিজের কথা জানাইয়া ছিলেন, ঋষি এই মন্ত্রে তাহাই বিবৃত করিয়াছেন।

প্রকৃতার্থবাহিনী......হে স্থরিঃ সূরে (কারকবিভক্তিব্যত্যয়) সূর্য্যদেব! তৎ তস্মাদ্ধেতোঃ অয়ং ভারতবাসী তে তব বিয়দ্ধাঃ যুষ্মদাচারব্যবহারানুষ্ঠায়ী নাভানেদিষ্ঠঃ দিবি দ্যুলোকে (ব্রহ্মসূর্য্যাদয়ো দেবাঃ আদিস্বর্গং ত্যক্ত্বা দিবং গতা ইতি ধ্যেয়ং) স্থিতস্থ ইতি শেষঃ তে তব বন্ধুঃ দায়াদঃ পৌত্র ইতি যাবৎ ত্বং মে ক্ষুল্লপিতামহঃ, ত্বং মে পিতামহবিবস্বতো ভ্রাতা ইত্যর্থঃ। বেনম্ (কপোলচলমেতৎ) বেদয়ন্ বিজ্ঞাপয়িতুম্ ইচ্ছন্ প্রয়পতি প্রলপতি স্বনিবেদং নিবেদয়তি। অস্য ইয়ং (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) সা দিব্ দ্যৌঃ নঃ অস্মাকং স্বর্গস্থিতানাং ভবতাং ভারতাগতানাং অস্মাকঞ্চ পরমা উৎকৃষ্টা নাভিঃ উৎপত্তিস্থানং। অহং নাভানেদিষ্ঠঃ তৎ পশ্চা তস্য তে তব পশ্চাৎ অনন্তরং কতিথঃ কতিপয়ানাং পুরুষাণাং পূরণঃ আস আসম্ অভবং। অহং তব নেদিষ্ঠো দায়াদ ইত্যর্থঃ।

হে স্বর্গবাসী মহর্ষি সূর্য্যদেব! আজি আমরা সুদূর ভারতবাসী ও আপনি স্বর্গসংস্থ। কিন্তু এই ভারতে আসিয়াও আমরা আপনাদিগের আচার ব্যবহারের অণুমাত্র ব্যতিক্রম করি নাই। আমি আপনারই ভ্রাতা বিবস্বানের পৌত্র। উক্ত স্বর্গই (দ্যোই) আপনাদিগের ও আমাদিগের সাধারণ পিতৃভূমি। আপনাতে ও আমাতে কয় পুরুষেরই বা অন্তর? তথাহি—

ইয়ং মে নাভিঃ, ইয়ং মে সধস্থং, ইমে মে দেবা অহমস্মি সর্ব্বঃ ॥১৯।৬১।১ম

তত্র সায়ণঃ......ইয়ং মাধ্যমিকা বাক্, মে নাভিঃ সন্নাহনী। আদিত্যস্য তস্যাশ্চ অভেদাৎ। অস্য ঋষের্মাধ্যমিকা বাক্ বন্ধিকা ভবতি। তথা চ ব্রাহ্মণং—

সা যা বাক্, অসৌ স আদিত্য ইতি

ইহ অস্মিন্ মণ্ডলে মে মম সধস্থং স্থানং ইমে দেবা জ্যোতষ্মানা রশ্ময়ো যে মম স্বভূতাঃ অয় মহ মস্মি সর্ব্বঃ। সূর্য্যস্য স্বস্য চ উক্তেন প্রকারেণ অভেদাৎ তদ্দ্বারা সর্ব্বাত্মকত্বম্।

দত্তজানুবাদ......এই আমার উৎপত্তি স্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস, এই সকল দেবতা আমার আত্মীয়, আমি সকলই।

উপরি ধৃত সায়ণভাষ্য অতীব প্রমাদদুষ্ট। নাভিশব্দের অর্থ সন্নাহনী বা বন্ধিকা; এবং মাধ্যমিকা বাক্, ইহা অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যা। আর দেবতা অর্থ রশ্মি ও সূর্য্য, এবং দ্যো বা দিব অভিন্ন, ইহাও মানুষ বুঝিতে সমর্থ নহে। "সধস্থ"—অর্থও স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করা ঠিক হয় নাই। ফলতঃ ইহার প্রকৃতার্থ এই—

প্রকৃতার্থবাহিনী..... নাভানেদিষ্ঠো বদতি—ইয়ং অসৌ দ্যৌরাদিস্বর্গো মে মম নাভিরুৎপত্তিস্থানম্ ইয়ং দ্যৌরেব মে মম সধস্থং গোষ্ঠীস্থানং (Club) ইমে অমী ইন্দ্রাদয়ো দেবা মে মম জ্ঞাতয় ইতিশেষঃ অহমপি নাভানেদিষ্ঠঃ দ্যোপ্রসূতঃ পশ্চাৎ ভারতবাসী অভবম্ অহং সর্ব্বঃ,দেবতা চ মনুষ্যশ্চ ইতি ভাবঃ।

ঐ দ্যোই আমার উৎপত্তিস্থান, ঐ দ্যোতেই আমার গোষ্ঠী, স্বর্গস্থ উক্ত দেবগণ আমারই জ্ঞাতিবন্ধু, আমি স্বর্গবাসী হইয়াও এখন ভারতবাসী, সুতরাং আমি দেবতাও বটে, আবার মনুষ্যলোকবাসী মনুষ্যও বটে। তথাহি—

দধ্যঙ্ হ মে জনুষং পূর্বো অঙ্গিরাঃ, প্রিয়মেধঃ কণ্বো অত্রি র্মনুর্বিদুঃ।

তে মে পূর্ব্বে মনুর্বিদুঃ তেষাং দেবেষু আয়তিঃ অস্মাকং তেষু নাভয়ঃ

তেষাং পদেন মহি আনমে গিরা ইন্দ্রাগ্নী আনমে গিরা॥ ৯।১৩৯।১ম.

দত্তজানুবাদ......প্রাচীন দধীচি, অঙ্গিরাঃ, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি এবং মনু, আমার জন্মকথা জানেন, এই পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ ও মনু, আমার পূর্ব্ব পুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষিগণের মধ্যে তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ এবং আমার জীবনের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁহাদিগের মহৎপদহেতু তাঁহাদিগকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি।

এই মন্ত্রের ভাষ্য কেবল বৃথা বাগাড়ম্বরপূর্ণ, অনুবাদ অনেকাংশে ভাল। আর বাস্কল যে—

তেষাং পদেন মহি আনমে গিরা

এই পদপাঠ স্থির করিয়াছেন, তাহাও যেন সুসঙ্গত নহে। আমার মনে হয় "তেষাং পদে নমহি আনমে গিরা" এইরূপ পদপাঠ হওয়াই উচিত ছিল। নমহি—কথাটি, "নমসা" পদের বিকারবিশেষ।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহর্ষি দধ্যঙ্, অঙ্গিরাঃ, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি ও মনু আমার জন্মের কথা জানেন, তাঁহারা আমাকে হইতে দেখিয়াছেন। তাঁহারা ও মনু আমার পূর্ব্ব পুরুষগণকেও (পূর্ব্বে পূর্ব্বান্) জানেন। তাঁহারা দেবলোকপ্রভব, আমাদিগের জন্মও সেই দেবলোকেই হইয়াছিল। ভারতবাসী আমি এখন বাক্য ও মনের সহিত তাঁহাদিগের চরণে প্রণত হই, হে ইন্দ্র! হে অগ্নে! তোমাদিগের চরণেও আমি আনত হই। তথাহি—

মো ষু ণো অত্র জুহুরন্ত দেবাঃ মা পূর্ব্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ।

পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরন্তঃ, মহৎ দেবানা মসুরত্ব মেকম্॥২-৫৫-৩ম

তত্র সায়ণঃ ...হে অগ্নে অত্র অস্মিন্ কালে দেবাঃ নঃ অস্মান্ সু সুষ্ঠু মো জুহুরন্ত মা হিংস্যুঃ। তথা পদজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি অনুষ্ঠায় দেবপদ মনুভবন্তঃ পূর্ব্বে পুরাতনাঃ পিতরো মা হিংসিষুঃ। যস্মাৎ কেতু র্জ্ঞানাং প্রজ্ঞাপকঃ সূর্য্যঃ পুরাণ্যোঃ পুরাতনয়োঃ সদ্মনোঃ সীদন্তি অনয়োর্দেবমনুষ্যা ইতি সদ্মনী রোদসী, তয়োরন্তর্মধ্যে উদেতি তস্মাৎ অত্র মা হিংসন্ত ইত্যর্থঃ। তদিদং দেবানা মেকং মুখ্যম্ অসুরত্বম্।

দয়ানন্দভাষ্যম্ .....মো নিষেধে সু নঃ অস্মান্ অত্র অস্মিন্ ব্রহ্মণি বিজ্ঞান ব্যবহারে বা জুহুরন্ত প্রসহন্তাং, দেবাঃ বিদ্বাংসঃ মা নিষেধে পূর্ব্বে প্রথমজাঃ। অগ্নে বিদ্বন্, পিতরো বিজ্ঞানবন্তঃ, পদজ্ঞাঃ যে পদং প্রাপ্তব্যম্ জানন্তি তে পুরাণ্যোঃ সনাতন্যোঃ বিদ্যুদাকাশরূপয়োঃ প্রকৃত্যোঃ সদ্মনোঃ সর্ব্বেষাং নিবাস স্থানয়োঃ কেতুঃ জ্ঞান-স্বরূপং। অন্তঃ মধ্যে ব্যাপ্তং, মহৎ দেবানাং পৃথিব্যা দীনাং জীবানাং বা অসুরত্বং প্রাণেষু ক্রীড়মানম্ একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

দত্তজানুবাদ—হে অগ্নে! এক্ষণে দেবগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন, দেবপদভাক্ পূর্ব্ব পুরুষগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন, কেতু (সূর্য্য) পুরাতন দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে উদিত হইতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

কেতুশব্দের অর্থ সূর্য্য নহে, প্রধান। এই মন্ত্রের প্রকৃতার্থ যেন ইহাই—

প্রকৃতার্থবাহিনী......হে অগ্নে দেবাঃ স্বর্গবাসিনো ভগাদয়ঃ, অত্র অস্মিন্ ভারতে স্থিতান্ ইতি শেষঃ নঃ অস্মান্ ভূদেবান্ মো জুহুরন্ত মা হিংস্যুঃ। কথং? পুরাণ্যোঃ পুরাতনয়োঃ সদ্মনোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ অন্তর্মধ্যে

কেতুঃ কেতবঃ প্রধানা নেতারঃ, যে ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ স্বর্গে নেতারো যে চ বৈবস্বতমন্বাদয়ো দেবা ভারতবর্ষে নেতারঃ, তে পদজ্ঞাঃ পিতরঃ পূর্ব্ব পিতামহাঃ, তে ভারতবাসিভিঃ সহ স্বর্গবাসিনাং কঃ সম্বন্ধঃ, তে তজ্জ্ঞাঃ, অতএব তে পরস্পরং মা হিংসিষুঃ। মা হিংসাং চক্রুঃ। হে অগ্নে! স্বর্গ স্থিতানাং ভারতাগতানাঞ্চ দেবানাং মধ্যে ন কোপি ভেদো বিদ্যতে চ। স্বর্গস্থা ইন্দ্রাদয়োপি দেবাঃ, ভারতাগতা মন্বাদয়োপি দেবা এব, এষাং স্বর্গভারতবাসিনাং দেবানাং মহৎ শ্রেষ্ঠম্ অসুরত্বং গুণবত্তাদিকং একম্ তুল্যম্ অভিন্নমিতি ভাবঃ।

হে অগ্নে! স্বর্গস্থ দেবতারা যেন ভারতবাসী দেবতা আমাদিগকে হিংসা না করেন। এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষ, জগতের মধ্যে অতি পুরাতন স্থান। এই উভয় জনপদের পুরাতন নেতৃগণ স্বর্গ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে কি সম্পর্ক, তাহা জানিতেন ও তজ্জন্য কেহ কাহারও হিংসা করিতেন না। অবশ্য ভারতবাসীরা এক্ষণে স্থানভ্রষ্ট বটেন, কিন্তু তথাপি, এই উভয় স্থানের দেবগণের বলবীর্য্যাদি সমানই।

এখন পাঠকগণ! চিন্তা করিয়া দেখুন, আমরা উপরে যে সকল বেদমন্ত্র অধ্যাহৃত করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেরই মনে এই ভাবের উদয় হইতেছে কি না যে আমরা ভারতবাসীরাও পূর্ব্বে দেবতা ছিলাম, স্বর্গ আমাদিগেরও জন্মভূমি ও পিতৃভূমি ছিল? তাই ভারতলব্ধজন্মা আর এক ঋষি বলিয়াছিলেন যে—

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তানয়োশ্চম্বোর্য্যোনিরন্তঃ. যত্র পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ॥ ৩৩।১৬৪।১ম

দ্যৌ বা আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ মঙ্গলিয়াই আমাদিগের পিতা বা পিতৃভূমি, জনিতা বা জন্মস্থান, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই দ্যো বা আদি স্বর্গেই নাভি অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়াছিল, এখনও সেই আদিস্বর্গে আমাদিগের জ্ঞাতিবন্ধুবান্ধব দেবগণ বিদ্যমান আছেন। তবে এই মহতী পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, আমাদিগের ভারতবাসিগণের মাতৃভূমি বটে। পিতা দ্যৌ ও মাতা পৃথিবী (ভারতবর্ষ), এই উভয় স্থানই জ্ঞানবিজ্ঞানে অত্যুন্নত। ইহারা যেন দুইটী প্রধান সেনাপতি। তবে ইহাদের মধ্যে পিতা দ্যোই যোনি বা আদি

উৎপত্তিস্থান। উক্ত পিতা দ্যোর লোক সকল কক্তাস্থানীয় ভুবর্লোক ও দ্যুলোকে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন।

তাই চরকসংহিতাতে বিবৃত দেখা যায় যে ভরদ্বাজাদি ঋষিগণ ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত আদি স্বর্গ দ্যোকে আপনাদিগের "পূর্ব্ব নিবাস" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্বর্গ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ হইয়া আসিলে ও আমরা আমাদের জ্ঞাতি দেবগণকে উপাস্য পদার্থে পরিণত করিয়া লইলে, স্বর্গ যে আমাদিগের পূর্ব্ব বাসস্থান, তাহা আমরা ভুলিতে আরম্ভ করি, কিন্তু তথাপি এ সময়েও কেহ কেহ যে স্বর্গকে পূর্ব্বনিবাস বা পিতৃভূমি বলিয়া জানিতেন, তাহাও বেদপাঠে প্রতীত হইয়া থাকে। যথা—

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।

৬১—২৩ অ যজুঃ। ৩৪।১৬৪।১ম।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদিগের এই পৃথিবীর শেষ সীমা কি? আর যে স্থানে জগতের সকল নরনারী ও পশুপক্ষিপ্রভৃতির প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই স্থানই বা কোন্ জনপদ? তদুত্তরে অন্য এক ঋষি বলিয়াছিলেন যে—

ইয়ং বেদী পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ, অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।

৬২।২৩ অ যজুঃ ৩৫।১৬৪।১ম।

এই উত্তর বেদী ইলাবৃতবর্ষই পৃথিবীর শেষ উত্তর সীমা, এবং এই যজ্ঞ জনপদই জগতের সকল নরনারীর পূর্ব্ব উৎপত্তিস্থান। তথাহি যজুর্ব্বেদঃ—

কাস্বিৎ আসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ?

কোন স্থান আমাদিগের পূর্ব্ব চিত্তি (পূর্ব্ব ক্ষিতি) বা পূর্ব্ব নিকেতন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরদানচ্ছলে অন্য এক ঋষি বলিলেন যে—

দ্যৌরাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ।

দ্যো বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াই আমাদিগের পূর্ব্বচিত্তি বা পূর্ব্বনিকেতন ছিল।

কিন্তু ইহার পর যখন যাতায়াত বন্ধ হইল, দেবতারা আরাধ্য বস্তুতে পরিণত ও প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়া গেলেন, তখন সকলে ইহাও ভুলিয়া গেলেন যে "যজ্ঞ" বা "দ্যো" কি কি পদার্থ। ফলতঃ যজ্ঞ যে দেবযজনভূমি ইলাবৃতবর্ষ বা দ্যোর আদি নাম, তাহা কাহারও মনে থাকিল না, এবং দ্যো ও

দিব্ যখন শূন্য গগন বলিয়া ধারণা হইল, বহু বৈদিক ঋষি আবার দ্যো ও দিব্‌কে বৃষ্টিবর্ষণকারিণী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন—

দিবো বর্ষন্তি বৃষ্টয়ঃ। ৩। ৮৪। ৫ম

বৃষ্টিঃ পিন্বতে দিবঃ। ১। ৬৩। ৫ম

দিবো ন বৃষ্টিং। ৬। ৮৩। ৫ম

দ্যাবা ন ভূভিঃ। ২। ৩৪। ২য়

দ্যৌর্ন ভূভিঃ। ৫। ২। ২য়

তখন আমাদিগের যে অন্য দেশে পিতৃভূমি ছিল, তাহা অনেকেই বিস্মৃত হইলেন, দুই এক জনের মনে সে কথা স্থান পাইলেও সে পিতৃভূমির নাম কি তাহা আর কাহারও মনে আসিল না। তাই যজুর্বেদের একজন ঋষি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

কো অস্য বেদ ভুবনস্য নাভিং কো দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং। ৫৯-২৩ অ

কোন্ ব্যক্তি ইহা জানেন যে এই ভূমণ্ডলের সমগ্র নরনারীগণের—"নাভি" বা আদি উৎপত্তিস্থান কি? দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ শব্দেই বা কি বুঝাই থাকে। ইহার পরই দ্যাবাপৃথিবী ভূস্থানদেবতা ও অন্তরীক্ষজনপদ শূন্যে পরিণত হইয়া গেল। বহু বেদমন্ত্রে অন্তরীক্ষ শব্দ শূন্যার্থে প্রযুক্ত হইল।

আবার ইহার পরই যখন সকলের বেদালোচনা বা স্বাধ্যায় দূরে পরিহৃত হইয়া সকলে আদেশাত্মক ধারায় গুরুর মুখপরম্পরায় শ্রুতি ও শ্রুত্যর্থ শ্রুতি গোচর করিতে আরম্ভ করিলেন.কথকদিগের ন্যায় বাবদূক গুরুগণ নানা পুস্তির গল্প রচনা করিয়া শুনাইয়া লোকরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবগণ উপাস্য দেবতা হইয়াগেলেন, ও ভৌম স্বর্গ লাফদিয়া গগনে চড়িয়া বসিল,

স্বর্গকামোযজেত

এই সকল হাতগড়া শ্রুতি সকলকে খবর দিল যে স্বর্গ সকল পারলৌকিক দেবযান ও পিতৃযাণপথ সকল কাল্পনিক ও পারলৌকিক, তখন সকলে আপনাদিগের পূর্ব্ব নিবাসভূমি বা পিতৃলোকের কথা ভুলিয়া গেলেন পিতৃলোক প্রেতলোকে পরিণত হইল ও তদনু সরণে মিথ্যা মন্ত্র সকল রচিত হইতে লাগিল। সুতরাং সেই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং পিতৃলোকের প্রকৃত

তথ্যবাহী মন্ত্রসমূহের প্রকৃতার্থবোধে অসমর্থ হইয়া মোক্ষমূলরাদি কেন বলিবেন না যে হিন্দুরা এবিষয়ে কিছুই লিখিয়া যান নাই ?

ষড়্বিংশাধ্যায়।

মানবের আদিজন্মভূমি।

আমরা এপর্য্যন্ত যাঁহা যাহা বলিয়াছি এবং যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে প্রবীণগণ অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, বর্ত্তমান মানচিত্রের মঙ্গলিয়া জনপদই মানবের "আদিজন্মভূমি"। তথাপি আমাদিগের মতের সমর্থন ও দৃঢ়তাসম্পাদনজন্য আমরা আরও কতকগুলি কথা বলিব। যজুঃ এবং ঋগ্‌বেদ সমস্বরেই বলিতেছেন যে—

অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ ।৬২।২৩অ যজুঃ ।৩৫।১৬৪।১ম। ঋগ্‌বেদ

তত্র মহীধরঃ.........অয়ং যজ্ঞঃ অশ্বমেধঃ ভুবনস্য প্রাণিজাতস্য নাভিঃ কারণম্। "যজ্ঞাৎ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" ইতি শ্রুতেঃ। "যজ্ঞাৎ বিশঃ" ৫০৭ পৃ যজুঃ।

অতএব জানাগেল যে যজ্ঞজনপদ, জগতের সকল প্রাণী অর্থাৎ মনুষ্য, পশু ও পক্ষি প্রভৃতির আদি উৎপত্তিস্থান।

তবে যে মহীধর বলিলেন যে যজ্ঞ—অশ্বমেধ ? ইহা তাঁহার যোগজানাই প্রমাদ। কেননা—অশ্বমেধ, গোমেধ, বলদমেধ প্রভৃতি কোনও যজ্ঞফলে কিংবা কোনও যজ্ঞকুণ্ড হইতেই মানুষের সন্তান প্রসূত হয় না। পক্ষান্তরে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

এতৎ খলু বৈ দেবানা মপরাজিত মায়তনং যৎ যজ্ঞঃ ৯১৫পৃ।

ফলতঃ এই যজ্ঞশব্দের অর্থ যে আদি স্বর্গ দ্যো, তাহা মহীধরধৃত শ্রুতিতেই রহিয়াছে। যজ্ঞাৎ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে—যজ্ঞো বৈ স্বঃ।১১—১অ মহীধরভাষ্যম্।

যজ্ঞই আদিস্বর্গ "স্বঃ" বা দ্যো অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ মঙ্গলিয়া। মহীধর একত্র যজ্ঞ অর্থ "স্বঃ" লিখিয়াও অন্যত্র স্বমতের বিরোধ ঘটাইলেন।

আচ্ছা যজ্ঞজনপদে যে প্রজা বা মনুষ্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ আছে? তাহার প্রমাণ ত উপরেই সমাহৃত হইয়াছে? উক্ত প্রমাণদ্বয় ত উবট ও মহীধরই স্ব স্ব ভাষ্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন? ফলতঃ বেদই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বয়ং মহামান্য ঋগ্‌বেদও বলিতেছেন যে—

যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যৎ, দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্ ।৮

যে অনন্ত জলরাশি সকল জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল, সে আপন মহিমায় উৎপাদনশক্তি লাভ করিয়া, যজ্ঞ জনপদকে জন্মদান করিয়াছিল। তথাহি—

আপো হ যৎ বৃহতী বিশ্বমায়ন্, গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্ ।

ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ,কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৭।১২১।১০ম

সর্ব্বপ্রথম ভূমণ্ডলে কোনও জনপদ ছিলনা, কেবল এক অপার অনন্ত জলরাশি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া ছিল। সেই অনন্ত জলরাশি যজ্ঞনামক একটী জনপদকে গর্ভে ধারণ করিলে, উহাতে অগ্নি বা আদিমানব বিরাট্ প্রাদুর্ভূত হয়েন।

বিরাটের নামান্তর "অগ্নি", ইহা কে বলিল? বিরাটের নাম হিরণ্যগর্ভ, লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও অগ্নি। ইহার সমর্থনজন্য আমরা বহু কথা বলিয়াছি, এখানেও পুনরায় বৃহদারণ্যকের একটী মন্ত্রের অধ্যাহার করিব।

সঃ অর্চন্ অচরৎ, তস্য অর্চ্চতঃ আপঃ অজায়ন্ত ।৪২পৃ

সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা, সৃষ্টির জন্য পর্য্যালোচনা করিলেন, তাহাতে প্রথমে জলের উৎপত্তি হইল। তথাহি—

আপো বৈ অর্কঃ,তৎ যৎ অপাংশর আসীৎ তৎ সমহন্যত সা পৃথিবী অভবৎ।
তস্যাম্ অশ্রাম্যৎ, তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজো রসোনিরবর্ত্তত অগ্নিঃ ।৪৩পৃ।

তত্র শঙ্করভাষ্যম্.........আপো বৈ অর্কঃ।কঃ পুনরসৌ অর্ক ইত্যুচ্যতে—আপো বৈ যা অর্চ্চনাঙ্গভূতাস্তা এব অর্কঃ অগ্নেরর্কস্য হেতুত্বাৎ। অপ্সু চ অগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি। সর্ব্বোহিলোকঃ কার্য্যং কৃত্বা শ্রাম্যতি * * তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য খিন্নস্য তেজোরসঃ সারঃ নিরবর্ত্তত প্রজাপতিশরীরাৎ নিষ্ক্রান্ত ইত্যর্থঃ।

কোঽসৌ নিষ্ক্রান্তঃ অগ্নিঃ? সঃ অণ্ডস্য অন্তর্বিরাট্ প্রজাপতিঃ, প্রথমজঃ জাতঃ। "স বৈ শরীরী প্রথমঃ" ইতি স্মরণাৎ (বায়ুপুরাণবচনম্)।

জলই সেই অর্ক বা অর্চনীয় বস্তু, সেই জলে শর পড়িলে, তাহা ঘনীভূত

হইয়া পৃথিবীতে পরিণত হইল। তৎপর পরমেশ্বর বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তৎপর সেই শ্রমের সারস্বরূপ উহাহইতে আদি মানব "অগ্নি" বা "বিরাটের" উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনিই স্বর্ণাণ্ডপ্রভব প্রথম মনুষ্য।

উক্ত যজ্ঞজনপদে সর্ব্বাদৌ আদি মানব বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছিল, পরে তাঁহার আবার বহু সন্তানসন্ততি হয়, এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে—যজ্ঞজনপদ হইতে প্রজা সকল সমুৎপন্ন হয়। অতএব একারণই বেদ বলিতেছিলেন যে—

অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।

এই যজ্ঞ জনপদে যে আরও বহুমনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, বেদে এরূপ কোনও কথা আছে? অবশ্যই আছে। ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন যে—

যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতম্।১।১৩০।১০ম

যে যজ্ঞজনপদ পৃথিবীর চারিদিকে শত শত বংশের বিস্তার করিয়াছিলেন। তথাহি—

দেবান্ বশিষ্ঠো অমৃতান্ ববন্দে, যে বিশ্বা ভুবনা অভি প্রতস্থুঃ॥১৫।৬৫।১০ম

মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই অমর দেবগণকে বন্দনা করিয়াছেন, যাঁহারা (যজ্ঞ জনপদহইতে) পৃথিবীর চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই জনপদের নাম "যজ্ঞ" হইল কেন? খুব সম্ভব সর্ব্বাদৌ এই আদি স্বর্গেই অথর্ব্বা যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করেন, তজ্জন্য দেবযজনভূমি ইলাবৃতবর্ষের আদিনাম "যজ্ঞ"। তাই বেদের বহুমন্ত্রে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়—

পিতা ঋতস্য যোনিং।৩৫।১৬।৬ম

ঋতস্য নাভৌ।৩।১৩।১০ম নাভা যজ্ঞস্য।২৯।১৩।৮ম

তত্র সায়ণঃ.........ঋতস্য যজ্ঞস্য নাভৌ নাভিভূতে বেদ্যাখ্যে স্থানে। যজ্ঞস্য নাভা নাভৌ নাভিস্থানীয়ে উত্তরবেদ্যাম্। উত্তরবেদী যজ্ঞের নাভি বা উৎপত্তি স্থান। উত্তরবেদী—ইলার পদ ইলাবৃতবর্ষ, ইলা, গো ও যজ্ঞ, একই আদি স্বর্গের নাম? তজ্জন্য যজ্ঞপ্রধান যজ্ঞের উৎপত্তিস্থান আদিস্বর্গকে "যজ্ঞ"নামে প্রখ্যাত করা হয়। এই যজ্ঞেরই নামান্তর "স্বঃ"? স্বঃ ও দ্যৌঃ, একই? তজ্জন্য ঋষিগণ যেমন যজ্ঞকে আদিউৎপত্তিস্থান বা সকলের "পিতৃভূমি" বলিয়াছেন, তদ্রূপ স্বঃ ও দ্যোকেও পিতা বা পিতৃভূমি (father land) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

মাত্রে পৃথ্বী দ্যৌঃ পৃথিবী।৬।২৯।১০ম

দ্যৌঃ পিতা জনিতা।১০।১।৪ম

গৌঃ পিতরঞ্চ প্রয়ন্ স্বঃ।১।১৮৯।১০ম

দ্যৌ ও পৃথিবী সকলের আদি মাতৃভূমি, এবং দ্যো সকলের পিতা বা পিতৃভূমি, ও জনিতা (জনয়িতা) বা জন্মভূমি; সূর্য্য পিতা বা পিতৃভূমি স্বর্গে যাইয়া অবস্থিতি করে। তথাহি —

অভি ন ইলা যূথস্য মাতা। ১৯। ৪১। ৫ম

তত্র যাস্কনির্ব্বচনম্……অভি গৃণাতু ন ইলা যূথস্য সর্ব্বস্য মাতা (দুর্গাচার্য্যঃ —যূথস্য মাতা মেঘযূথস্য নির্মাত্রী)।

সায়ণভাষ্যম্……অভি গৃণাতু নঃ অস্মান্ ইলাভূমিঃ। যূথস্য গোসঙ্ঘস্য মাতা নির্ম্মাত্রী। যদ্বা ইলা গোরূপধরা মনোঃ পুত্রী—ইত্যাহুঃ। যদ্বা যূথস্য মরুদ্‌গণস্য নির্ম্মাত্রী। ইলা মাধ্যমিকা বাক্।

দয়ানন্দভাষ্যম্……অভি নঃ অস্মান্ ইলা প্রশংসনীয়া বাক্, ভূমির্ব্বা। যূথস্য সমূহস্য মাতা মান্যকর্ত্রী জননীব।

বঙ্গানুবাদ……গোসমূহের মাতা ইলা, নদীগণের সহিত আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন।

সায়ণ তিনটী ও দয়ানন্দ একটী যদ্বা দিয়াও প্রকৃতার্থ প্রকটিত করিতে পারেন নাই। বঙ্গানুবাদ আরও কদর্য্য। তবে যাস্কই এ মন্ত্রাংশের কতক প্রকৃতার্থ বলিয়াছেন। ইলা কি? এই কথা খুলিয়া বলিলেই তাঁহার ব্যাখ্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। ফলতঃ এই ইলার অর্থ এখানে ইলাবৃতবর্ষ বা দ্যো। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই ইলাতে যে তাঁহাদিগের বাসস্থান (ওকাংসি) নির্ম্মাণ করিয়াছেন,তাহা বেদেই আছে (৪ ৫।৪০ সূ।১ম) বেদের অন্যত্র

ইলঃ পতির্মঘবা। ৪। ৫৮। ৬ম

মঘবান্ ইন্দ্র ইলা বা ইলাবৃত বর্ষের পতি অর্থাৎ রাজা। তাই তাঁহার উপাধি "দেবরাজ।" মন্ত্রান্তরে রহিয়াছে যে—

আ ভারতী ভারতীভিঃ ইলা দেবৈর্মনুষ্যেভিঃ।৮।২।৭ম

ভারতী ভারতবর্ষ, ভারতী প্রজাদ্বারা এবং ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ আদি স্বর্গ দ্যো, দেবতা ও মাতা মনুর সন্তান মনুষ্যগণদ্বারা পরিবৃত।

ফলতঃ এই ইলাই যে মানবের আদিজন্মভূমি, তাহা বহু বেদমন্ত্রেই প্রকটিত। উপরিধৃত উক্ত মন্ত্রের প্রকৃতার্থ ইহাই—

ইলা ইলাবৃতবর্ষ, যুথ অর্থাৎ মনুষ্যযূথ, পশুযুথ ও পক্ষিযূথের অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণীরই মাতা বা "মাতৃভূমি"। ঋষিরা বহুস্থানেই বলিয়াছেন যে প্রথমে মনুষ্য ও পশুপক্ষিপ্রভৃতির এক এক যোড়া (মিথুন) জন্মিয়াছিল। তাই বেদ বলিতেছেন যে ইলা যুথের মাতা। শ্রুত্যন্তর বলিতেছেন যে—

সংপশ্যামি প্রজা অহম্ ইড়প্রজসো মানবীঃ। ৩৬ পৃ কৃষ্ণযজুঃ। পশবো বৈ ইড়া। ৪০৯ ঐ। পশবো বৈ উত্তরবেদী।৪১৯ পৃ ঐ

আমি দেখিতেছি যে, মনুষ্য সকল ইলাবৃত বর্ষে মনুহইতে জাত। কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী, সকলই ইলা বা উত্তরবেদীপ্রভব। তথাহি—

ইলায়া স্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যাঃ।

অধি জাতবেদো নিধীমহি। ৪।২৯।৩ম

হে জাতবেদঃ অগ্নে! আমরা তোমাকে পৃথিবীর নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্ষে স্থাপন করিতেছি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণও বলিতেছেন যে—

এতৎ বৈ ইলায়াস্পদং যদুত্তরবেদী নাভিঃ।

এই যে ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্ষ, ইহাই উত্তরবেদী (তখন দিব্ স্থলে পরিণত হয় নাই) এবং ইহাই জগতের "নাভি" বা আদি উৎপত্তিস্থান। তথাহি—

নাভা পৃথিব্যাঃ। ৭। ১১। ৯ম

তত্র সায়ণঃ……পৃথিব্যা বিস্তীর্ণায়া ভূমে র্নাভা নাভৌ নাভিস্থানীয়ে উচ্ছ্রিতে প্রদেশে যদুত্তরবেদী নাভিঃ।

উত্তর বেদী ও ইলাবৃত বর্ষ এক? অতএব সায়ণ ইহা বলিয়া ইলাবৃত বর্ষকেই জগতের নাভি বা আদি উৎপত্তিস্থান বলিতেছেন। তথাহি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ—

ইমানি হ বৈ সর্ব্বাণি ভূতানি আকাশাদেব

সমুৎপদ্যন্তে। ৬৩ পৃ মহেশপাল

পৃথিবীতে মনুষ্য, পশু ও পক্ষিপ্রভৃতি যত প্রাণী আছে, তাহাদের আদি বীজী সকল আকাশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তথাহি বৃহদারণ্যকম্—

তস্মাদয় মাকাশঃ স্ত্রিয়া অপূর্য্যত, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।

আদি মানব বিরাট্, যখন আকাশে ছিলেন, তখন তিনি আপনার স্ত্রীতে উপগত হইলে, মনুষ্য সকল উৎপন্ন হয় এবং সেই মনুষ্যগণদ্বারা আকাশ পূর্ণ হইয়াছিল। তথাহি পরাশরঃ—

পিতৃণাং স্থান মাকাশং দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ।

আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণের পূর্ব্বনিবাসস্থান আকাশ, উহা মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে তদুপরি সংস্থিত। মৎস্য ও বায়ুপুরাণও সমস্বরে বলিয়া গিয়াছেন যে—

মেরোর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি চোত্তরে। ৩২

তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্য মিলাবৃতম্। ৩৩

স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈ র্ভূতভাবনঃ। ৪৬-৩৪অ বায়ু।৪৩-৬৩ অ

বেদী উত্তর বেদী ইলাবৃতবর্ষ, উহার দক্ষিণে হরিবর্ষ(তাতার), কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বত ও ভারতবর্ষ, এবং উত্তরে রম্যকবর্ষ(মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া), হিরণ্ময়বর্ষ (তপোলোক বা মধ্যসাইবিরিয়া) ও উত্তরকুরুবর্ষ (সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক অর্থাৎ উত্তর সাইবিরিয়া) এই ছয়টী বর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে ইলাবৃতবর্ষ, আবার উক্ত ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে মেরুপর্ব্বত বিরাজমান। উক্ত মেরুপর্ব্বত, উত্তর ও দক্ষিণে উক্ত ছয়টীবর্ষ এবং পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীন (জনলোক), পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ বা অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক অর্থাৎ তুরুস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান) দ্বারা পরিবেষ্টিত। উক্ত মেরুপর্ব্বতই "ভূতভাবন"। ভূতভাবন কি?

ভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং ভাবনঃ উৎপাদকো জনয়িতা ইতি যাবৎ

অর্থাৎ সকল প্রাণীর আদি উৎপত্তিস্থান। আচ্ছা এখানে যে বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না কেন? অবশ্যই ঋষিরা তাহা বলিয়াগিয়াছেন। যথা—

ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ পদবীঃ কবীনাং তৃতীয়ং ধাম

মহিষঃ সিষাসন্ সোমো বিরাজম্ অনুরাজতি।১৮।৯৬।৯ম

ঋষিমনাঃ ঋষিকৃৎ কবিপদস্থাক্ শ্রেষ্ঠতম চন্দ্র(সোম) তৃতীয় ধাম বিরাজ অর্থাৎ

বৈরাজভবনে শোভা পাইয়া থাকেন। কেন না সোম পিতৃলোকের রাজা ছিলেন (সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ)। তথাহি—অথর্ব্ববেদঃ—

বিরাজশ্চ বৈ স সর্ব্বেষাং দেবানাং সর্ব্বাসাং
দেবতানাঞ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি।৩৩১পৃ।৩য় খণ্ড।

এই যে বিরাজভবন, ইহা সকল দেবতা ও সকল দেবগণের প্রিয়তম ধাম। তথাহি বায়ুপুরাণম্—

বৈরাজেভ্যস্তথৈবোর্দ্ধং অন্তরে ষড়্গুণে ততঃ।
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো যত্র ব্রহ্মা পুরোহিতঃ॥৮১।৩৯ অ। উ. খ।

বৈরাজভবনের উত্তরদিকে অতিদূরে ব্রহ্মলোক অবস্থিত। উহা বৈরাজভবন অপেক্ষা ছয়গুণ বড়। উক্ত ব্রহ্মলোকে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাই সকলের পুরোহিত বা নেতা। তথাহি—ঋগ্‌বেদঃ—

এধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে।১।৫৬।১০ম

তত্র সায়ণধৃতশ্রুতিঃ—দেবানাং হি এতৎ পরমং জনিত্রং যৎ সূর্য্যঃ।

বৃহদুক্থ ঋষি আপনার মৃত পুত্র বাজীকে বলিতেছেন যে, হে বাজিন্! তুমি দেবগণের প্রিয়তম জন্মভূমিতে গমন কর, সে কোন্ স্থান? যাহা একদিন সাবর্ণি মনুর পিতা সূর্য্যের শাসনাধীন ছিল। উক্তঞ্চ—দ্যৌরাদিত্যোভবতি। দ্যো বা আদিস্বর্গ অদিতিনন্দন সূর্য্যদেবাধীন অর্থাৎ তাঁহার শাসনাধীন ছিল।

এই দ্যো,আকাশ, পুষ্কর বা ইলাবৃতবর্ষ, মানবের আদিজন্মভূমি বলিয়া সকল ঋষিই ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে অতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

নি ত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে।৪।২৩।৩ম

পৃথিবীর মধ্যে যে ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্ষ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমি উহাতে তোমাকে স্থাপন করিয়াছি। তথাহি—

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি অথর্ব্বা নিরমন্থত। মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ। ১৩।১৬।৬ম

হে অগ্নে বাগ্মী অথর্ব্বা তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সকল জনপদের মস্তকস্বরূপ পুষ্কর বা ইলাবৃতবর্ষে অরণীসংঘর্ষণদ্বারা উৎপাদন করিয়াছেন। সায়ণ অথর্ব্ববেদভাষ্যে বলিতেছেন যে—

স চ স্বর্গঃ—জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ, জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ, জ্যায়ান্ দিবঃ।৩০৭পৃ—২খ

সেই আদিস্বর্গ দ্যো, ভারতবর্ষহইতে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক হইতে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ এবং দিব্ বা দ্যুলোক হইতের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ। তথাহি—

আকাশোহি এব এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণম্ ।৬৪পৃ ছান্দোগ্য।

এই আকাশ বা আদিস্বর্গ দ্যোই জগতের সকল জনপদহইতে বর্ষীয়ান্ ও শ্রেষ্ঠতম জনপদ। কেননা ইহা মানবের আদিজন্মভূমি। উক্তঞ্চ—

ইয়ং পিত্র্যা রাষ্ট্রী এতু অগ্রে, প্রথমায় জন্তুবে ভুবনেষ্ঠাঃ ।৫১৪পৃ—১ম খণ্ড

এই যে আমাদিগের পৈতৃকরাষ্ট্র অর্থাৎ পিতৃভূমি দ্যো, ইহা ভুবনস্থ সকল জনপদের অগ্রবর্ত্তিনী, কেননা ইহা জগতে প্রথম জন্মভূমি।

পার্শীগণও তাঁহাদিগের জেন্দাভস্তাতে আমাদিগের আদিজন্মভূমি মেরুপর্ব্বতকে (Mauru) Holy ও Mighty বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ফলতঃ জগতে দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ স্বর্গ ও ভারতবর্ষ ভিন্ন প্রথমজন্মভূমি আর তৃতীয় ছিল না। তাই প্রবীণ ঋষিরা ভক্তিভরে বলিয়া গিয়াছেন যে—

ধামনি প্রিয়ে নাভা যজ্ঞস্য ।৩২।১২।৮ম

যজ্ঞের উৎপত্তিস্থান এই দ্যো অতি প্রিয়তম স্থান। "নমোদিবে বৃহতে সদনায়" "প্রিয়ায় ধাম্নে মনামহে" ।৭।৮।৪৮স্য।৫ম

আমি জগতের মধ্যে মহান্ জনপদ দ্যোকে (দিব্ নহে) নমস্কার ও অর্চ্চনা করি, যে দ্যো বা আদি স্বর্গ সকলের প্রিয়তমধাম।

য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী ।৯।১১০।১০ম

দেবী দেবস্য জনিত্রী রোদসী ।৮।১৭।৭ম

রোদসী দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরা ।৭।১৭।৬ম

উভে রোদসী মহান্তং ত্বা মহানাং সম্রাজং চর্ষণীনাং

দেবী জনিত্রী অজীজনৎ ভদ্রা জনিত্রী অজীজনৎ।১।১৩৪।১০ম

পৃথিবীর মাতা দ্যো ও পৃথিবী, অর্থাৎ আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া এবং ভারতবর্ষই মানবজাতির আদিজন্মভূমি। সকল দেবতারা এই উভয় দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে ইন্দ্র! মনুষ্যদিগের রাজা মহান্ তোমাকে এই ভদ্রা জনিত্রী দ্যাবাপৃথিবীই গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু দ্যো ও ভারতবর্ষের মধ্যে দ্যোই বয়োজ্যেষ্ঠ বা বর্ষীয়সী, সুতরাং

উহাই দেবমনুষ্য ও পশুপক্ষী সকলের আদিজন্মভূমি। উহা আমাদিগের কোন্ দিকে অবস্থিত? বেদ বলিতেছেন যে—

ইদমুত্তরাৎ স্বঃ। ৫৮৪ পৃ যজুঃ

দ্যো বা স্বর্গ মানবের আদিজন্মভূমি ইলাবৃতবর্ষ আমাদিগের উত্তরদিকে অবস্থিত। তথাহি—

পিত্রে চক্রুঃ সদনং সুকৃতঃ।
জনিত্রী আসীনা ঊর্দ্ধম্।১২।৩১।৩ঋ

সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরাই পিতৃলোক আদি স্বর্গে ভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। উক্ত জনিত্রী আমাদিগের এই ভারতবর্ষের ঊর্দ্ধে বা উত্তরে অবস্থিত।

তবে "পিতৃলোক দক্ষিণে" ইহা বলা হয় কেন? না উহা আমাদিগের দক্ষিণে নহে, পরন্তু মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। যদাহ অথর্ব্ববেদঃ—
যজ্ঞস্য চ যজমানস্য চ পশূনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য দক্ষিণায়াং দিশি। ৩২১

সেই যজ্ঞ জনপদ (যজ্ঞস্য যজ্ঞঃ) সকল মনুষ্য ও সকল পশুর অতি প্রিয়তম ধাম। উহা মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। কেন প্রিয়? যেহেতু উহা সকলের আদিজন্মভূমি।

অতএব পণ্টাস, বেবিলোনিয়া, এশিয়া মাইনর, মিশর, বাল্টিকবেলা, ও ইরাণ, মেরুর দক্ষিণে বা আমাদিগের উত্তরে অবস্থিত নহে বলিয়া অর্ব্বাচীন উহারা কিছুতেই আমাদিগের আদি নিকেতন হইতে পারিতেছেনা।

যাহাহউক যখন যজ্ঞ, স্বঃ, দ্যৌঃ, ব্যোম, পুষ্কর, ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ; নাক, আকাশ ও মঙ্গ শব্দ একই জনপদের বাচক, তখন ইলাস্থায়ী বা আলটাই পর্ব্বতসনাথ বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া জনপদই যে আমাদিগের সকল মানবজাতির আদি পিতৃলোক ও আদি জন্মভূমি, তাহাতে আর সন্দেহমাত্রই নাই।

সপ্তবিংশাধ্যায়।

স্বর্গে আত্মকলহ।

অনেকেই এই আপত্তি করিয়া থাকেন যে যদি স্বর্গই আমাদিগের প্রিয়তম পবিত্র জন্মভূমি হয়, তাহা হইলে কেন আমরা উহা পরিত্যাগ করিলাম? মূলস্থান বা মুলতানের আর্য্যেরা কেন সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িলেন? কেন ভারতের আর্য্যগণ তুরুস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, আরব, চীন, জাপান, পূর্ব্বোপদ্বীপ, দ্বীপাবলী, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন? কেন এখন গ্রাম গ্রামান্তরের লোক সকল সহরে আসিয়া বাস করিতেছেন? তাঁহাদের

স্বর্গাদপি গরীয়সী

জন্মভূমি পরিত্যাগের যেমন নানা কারণ বিদ্যমান, ঐরূপ আমাদিগের পিতৃভূমি পরিত্যাগেরও নানা কারণ ছিল। তন্মধ্যে স্বর্গে আমাদিগের সহিত নরক ও স্বর্গবাসী ভ্রাতৃবা দৈত্যদানবগণের আত্মকলহ সর্ব্ব প্রধান কারণ। পৃথিবীতে মাতৃদ্বয়ের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বদা হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষা দেখা যায়, তদুপরি উঁহারা আমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাও ছিলেন বলিয়া কলহটা আরও বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করে, এবং তজ্জন্যই আমরা প্রিয়তম জন্মভূমি স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমরা নানা বৈদিক গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাই। যদুক্তং কৃষ্ণযজুর্বি—

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্। ১২২ পৃ

দেবা মনুষ্যাঃ পিতরস্তে অন্যত আসন্,

অসুরা রক্ষাংসি পিশাচাস্তে অন্যতঃ। ১২১ পৃ

দেবতা ও দৈত্যদানবেরা (কেন না স্বর্গে অসুর ছিলেন না) পরস্পর কলহ ও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক পক্ষে দেবতা, মনুষ্য (যাতা মনুষ্য

সন্তান), ও পিতৃলোকবাসী দেবতারা, অন্য পক্ষে দৈত্য, দানব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ ছিলেন। তথাহি—

কনীয়াংসো দেবা আসন্, ভূয়াংসঃ অসুরাঃ। ৩১৩ পৃ ঐ

কিন্তু দেব পক্ষীয়গণ সংখ্যায় অল্প ও দৈত্যদানবগণ সংখ্যায় অধিক ছিলেন।

তান্ দেবান্ অসুরা অজয়ন্, তে দেবাঃ পরাজিগ্যানা অসুরাণাম্
বৈশ্যম্ উপায়ন্। ১১৪পৃ ঐ

অনন্তর দৈত্যদানবেরা দেবতাদিগকে পরাজিত করিলে, দেবতারা দৈত্য দানবদিগের প্রজা হইয়া অধীনতাপাশে বদ্ধ হইলেন।

যত্র শূরাসস্তন্বো বিতন্বতে প্রিয়া শর্ম্ম পিতৄণাম্।১২।৪৬।৬ম

যে যুদ্ধে দেববীরগণ প্রিয়তম পিতৃগৃহের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছিলেন। তথাহি মার্কণ্ডেয় পুরাণম্—

দেবাসুর মভূৎ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতম্ পুরা।
মহিষেঽসুরাণা মধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥১
তত্রাসুরৈর্মহাবীর্য্যৈ র্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবান্ ইন্দ্রোঽভূৎ মহিষাসুরঃ॥২

পূর্ব্বকালে দেবতা ও অসুরদিগের সহিত একশত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ সময়ে মহিষাসুর, অসুরদিগের এবং ইন্দ্র, দেবগণের রাজা ও নেতা ছিলেন। মহিষাসুর ইন্দ্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

স্বর্গাৎ নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥৬।৮২ অ

এবং দুরাত্মা মহিষাসুর (বস্তুতঃ মহিষনামক দৈত্য) ব্রহ্মাদি দেবগণকে স্বর্গহইতে নির্ব্বাসিত করিলে তাঁহারা সকলে আসিয়া ভূ (ভুবি) বা ভারতবর্ষে মরণধর্ম্মশীল অনার্য্যদিগের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। পদ্মপুরাণও সৃষ্টি খণ্ডে বলিতেছেন যে—

ত্রৈলোক্যং বশ মানীয় জিত্বা দেবান্ সবান্ধবান্।
দানবা যজ্ঞভোক্তার স্তত্রাসন্ বলবত্তরাঃ॥১২—৩০অ

দৈত্যদানবেরা দেবগণকে পরাভূত করিয়া আদিস্বর্গে (কেননা তখন

ভুবর্লোক জন্মে নাই, পক্ষান্তরে পৃথিবী বা ভারতবর্ষের উপরেও দৈত্যদানবেরা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন না) প্রবল থাকিলেন। তথাহি বামনপুরাণম্

ততোঽসুরা যথাকামং বিহরন্তি ত্রিপিষ্টপে।
ব্রহ্মলোকে চ ত্রিদশাঃ সংস্থিতা দুঃখকর্ষিতাঃ॥

অনন্তর দৈত্য ও দানবগণ সেই আদি স্বর্গে (ত্রিপিষ্টপে নহে, কেন না তখন ত্রিদিব বা ত্রিপিষ্টপের জন্মও হইয়া ছিল না) যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আর দেবতারা (ব্রহ্মাদি দেবগণ) অতীব দুঃখক্লিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকে (সত্যলোকে নহে, তখন সত্যলোকের জন্ম হয় নাই) বা বর্ম্মায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ফলতঃ পূর্ব্বোপদ্বীপ, ত্রিভূমি ভারতের একটী অংশমাত্র। আর্য্যাবর্ত্ত,দক্ষিণাপথ ও পূর্ব্বোপদ্বীপ লইয়া ভারতবর্ষ, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ বর্ম্মায় আসিয়া অমরাবতী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন ও ব্রহ্মার নামানুসারে উক্ত দেশের নাম ব্রহ্ম বা ব্রহ্মদেশ (ব্রহ্মার দেশ) হয়। "বর্ম্মা" কথাটী উক্ত "ব্রহ্ম" শব্দের অপভ্রংশ, কৌষীতকী উপনিষৎ এবং গীতাতেও "ব্রহ্ম" শব্দ ব্রহ্মলোকার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তবে সে ব্রহ্মলোক সত্যলোক বা উত্তরকুরু, আর এ ব্রহ্মলোক বর্ম্মা

এদিকে প্রবলপ্রতাপ দৈত্যদানবগণ স্বর্গস্থিত অন্যান্য দেবগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা যে দৈত্যদানবগণের প্রজা হইয়া স্বর্গে সুখে বাস করিবেন, তাহাও ঘটিয়া উঠিলন না। যদুক্ত শ্রুতি—

ত্রিতঃ কূপে অবহিতো দেবান্ হবতে উতয়ে।
তৎ শুশ্রাব বৃহস্পতিঃ। ১। ১০৫। ১ম

দৈত্য ও দানবগণ নিরীহস্বভাব ত্রিতনামক দেবকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি তথাহইতে রক্ষার জন্য দেবতাদিগকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু উহা কেহই শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার কাতর ধ্বনি কেবল দেবগুরু বৃহস্পতির কর্ণগোচর হইয়াছিল। তথাহি—

হিমেনাগ্নিং ঘ্রংস মবারয়েথাং, পিতুমতীম্ ঊর্জ অস্মৈ অধত্তম্।
ঋবীসে অত্রিম্ অশ্বিনাবনীতম্ উন্নিন্যথুঃ সর্ব্বগণং স্বস্তি॥৮।১১৬।১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্........অত্রেঃ আখ্যানম্—অত্রিঋষিম্ অসুরাঃ শত

দ্বারে পীড়াযন্ত্রগৃহে প্রবেশ্য তুষাগ্নিনা অবাধিষত। তদানীং তেন ঋষিণা স্তুতৌ অশ্বিনৌ অগ্নিম্ উদকেন উপশময্য তস্মাৎ পীড়াগৃহাৎ অবিকলেন্দ্রিয় বর্গং সন্তং নিরগময়তা মিতি। তদেতৎ প্রতিপাদ্যতে অশ্বিনা। হে অশ্বিনৌ হিমেন হিমবচ্ছীতোদকেন ঘংসং দীপ্যমানং অত্রের্বাধনার্থং অসুরৈঃ প্রক্ষিপ্তং তুষাগ্নিং অবারয়েথাং যুবাং নিবারিতবন্তৌ শীতীকৃতবন্তৌ ইত্যর্থঃ। অপি চ অস্মৈ অসুরপীড়য়া কার্শ্যং প্রাপ্তায় অত্রয়ে পিতুমতীং অন্নযুক্তং উর্জং বল প্রদং রসাত্মকং ক্ষীরাদিকং অধত্তং পুষ্টার্থং প্রাযচ্ছতং। ঋবীসে অপগতপ্রকাশে পীড়াযন্ত্রগৃহে অবনীতম্ অবাঙ্মুখং তয়া অসুরৈঃ প্রাপিতং অত্রিং সর্ব্বগণং সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং পুত্রাদীনাং বা গণেন উপেতং স্বস্তি অবিনাশো যথা ভবতি তথা উন্নিন্যথুঃ তস্মাৎ গৃহাৎ উদগময়া যুবাং স্বগৃহং প্রাপিতবন্তৌ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! দৈত্যদানবেরা অত্রি ঋষিকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য যন্ত্রগৃহে নিক্ষেপপূর্ব্বক তুষানল প্রজ্বালিত করিলে, তোমরা জলবর্ষণদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহাকে পুষ্টিকর বলপ্রদ খাদ্য দান করিয়াছিলে। দৈত্যদানবেরা অত্রিকে অবনতমুখে অন্ধকারাবৃত গৃহে রাখিয়াছিল। স্থানান্তরে বিবৃত আছে যে—

ত্বং গোত্র মঙ্গিরোভ্যো অবৃণো
অপোত অত্রয়ে শতদুরেষু গাতুবিৎ। ৩। ৫১। ১ ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্.........হে ইন্দ্র! ত্বং গোত্রং গোসমূহং পণিভিরপ হৃতং গুহায় নিহিতম্ অঙ্গিরোভ্যঃ অপাবৃণোঃ উত অপি চ অত্রয়ে মহর্ষয়ে শতদুরেষু শতদ্বারেষু যন্ত্রেষু অসুরৈঃ পীড়ার্থং প্রক্ষিপ্তায় গাতুবিৎ মার্গস্য লম্ভয়িতা অভূঃ।

হে ইন্দ্র! পণিনামক অসুরেরা অঙ্গিরাদিগের গো সকল হরণপূর্ব্বক পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া রাখিলে তুমি উক্ত গুহার দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক উহা দিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে। আর দৈত্যদানবেরা মহর্ষি অত্রিকে তুষানলে দগ্ধ করিয়া মারিবার জন্য শতদ্বার যন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিলে, তুমি তাঁহাকে তথাহইতে পলায়নের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে। তথাহি—

অগ্নি রত্রিং ভরদ্বাজং গাবিষ্ঠিরং প্রাবৎ। ৫। ১৫০। ১০ম

মহর্ষি অগ্নিদেব অত্রি, ভরদ্বাজ ও গাবিষ্ঠিরকে দৈত্যদানবগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিলেন। তথাহি—

যথা কণ্ব মাবতং প্রিয়মেধমত্রিং শিঞ্জার মশ্বিনা ২৫।৫।৮ম

হে অশ্বিদ্বয় যে প্রকার তোমরা দৈত্যদানবগণের উপদ্রবহইতে কণ্ব, প্রিয় মেধ, অত্রি ও শিঞ্জারকে বাঁচাইয়াছিলে। তথাহি—

ক্ষুবিৎ অজ নমসা যে বৃধাসঃ, পুরা দেবা অনবত্মাস আসন্।

তে বায়বে মনবে বাধিতায়, অবাসয়ন্ উষসং সূর্য্যেণ॥ ১।৯।১৭ম

পুরাকালে দেবগণ অতীব নির্দ্দোষ ও নিরীহস্বভাব ছিলেন। তাঁহারা কেবল অজকে নমস্কার করিয়াই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা নরম হইয়া চলিতেন, বিবাদ বিসংবাদ ভাল বাসিতেন না। কিন্তু তথাপি দৈত্য ও দানবেরা মহর্ষি বায়ু দেব ও বৈবস্বত মনুকে নানা প্রকারে বাধাদিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবতারা সাবর্ণি মনুর পিতা মহর্ষি সূর্য্যদেব ও উষা-দেবদ্বারা মনু ও বায়ুকে ভারতবর্ষে বাসের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তথাহি—

যস্য প্রয়াণ মনু অন্যে ইদ্ যযুঃ দেবা দেবস্য মহিমান মোজসা।

যঃ পার্থিবানি বিমমে স এতশো

রজাংসি দেবঃ সবিতা মহিত্বনা॥ ৩। ৮১। ৫ম

অগ্নিপ্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় দেবতা সেই সূর্য্যদেবের মহিমা ও প্রয়াণ পথের অনুগামী হইয়াছিলেন। গমনকুশল (এতশঃ—গমনকুশল ইতি যাস্কঃ) যে সূর্য্যদেব আপনার সামর্থ্যপ্রভাবে পার্থিব লোক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে বিবৃত আছে যে—

যাভী রেভং নিবৃতং সিত মদ্‌ভ্যঃ, উদ্বন্দনম্ ঐরয়তং স্বর্দৃশে।

যাভিঃ কণ্বং প্রসিষাসন্ত মাবৎ তাভি রূষু উতিভি রশ্বিনাগতম্॥৫।১১২।১ম

হে অশ্বিনীদ্বয় তোমরা যে উপায়ে পাশবদ্ধ ও কূপে নিক্ষিপ্ত রেভ ও বন্দনকে রক্ষা করিয়াছিলে, যে উপায়ে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত কণ্বকে আলোকের মুখ দেখাইবার জন্য বাহির করিয়াছিলে, সেই উপায়ের সহিত আগমন কর। তথাহি—

যাভির্ন্নরা শয়বে যাভিরত্রয়ে, যাভিঃ পুরা মনবে গাতুমীষথুঃ।

যাভিঃ শারী রাজতং স্যূমরশ্ময়ে, তাভি রূষু উতিভি রশ্বিনাগতম্॥১৬-ঐ

হে নরকুলপ্রভব অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা ইতি পূর্ব্বে যে যে উপায়ে [illegible] দেখাইয়া দিয়াছিলে, যে যে উপায়ে প্রাণ

রশ্মিকে রক্ষার জন্য তাঁহার শত্রুগণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয় সেই সকল উপায়ের সহিত আমাদিগের রক্ষার জন্য এখানে আইস।

ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১২ সূক্তে ও অন্যত্র এরূপ বহু মন্ত্র রহিয়াছে যাহাতে দৈত্যদানবগণের উপদ্রব ও অত্যাচারের কথা বিবৃত আছে। আমরা বাহুল্যবোধে তৎসমুদায় উদ্ধৃত করিলাম না, জিজ্ঞাসুগণ উহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। স্বর্গের দেবগণ এইরূপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। সেই কথাই Paradise Lost (পরদেশ স্বর্গ নষ্ট) পরিভাষার বিষয়ীভূত।

অষ্টাবিংশাধ্যায়।

দেবগণের মর্ত্তালোকে আগমন।

এই প্রকারে দেবগণ দৈত্যদানবগণকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উপদ্রুত হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এ বিষয়ে বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

অস্মান্ সু তত্র চোদয় ইন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ।
তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ॥ ৬। ৯। ১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্......হে তুবিদ্যুম্ন প্রভূতধন ইন্দ্র রায়ে ধন—সিদ্ধ্যর্থং অস্মান্ অনুষ্ঠাতৄন্ তত্র কর্ম্মণি সুচোদয় সুষ্ঠু প্রেরয়। কীদৃশান্ অস্মান্? রভস্বতঃ, উদ্যোগবতঃ, যশস্বতঃ, কীর্ত্তিমতঃ।

দয়ানন্দভাষ্যম্......অস্মান্ বিদুষো ধার্ম্মিকান্ মনুষ্যান্ সু শোভনার্থে ক্রিয়া যোগে চ, তত্র পূর্ব্বোক্তে পুরুষার্থে চোদয় প্রেরয়। ইন্দ্র অন্তর্যামিন্ ঈশ্বর! রায়ে ধনায় রভস্বতঃ পর্য্যারম্ভং কুর্ব্বতঃ আলস্যরহিতান্ পুরুষার্থিনঃ, তুবিদ্যুম্ন বহুবিধং দ্যুম্নং বিদ্যাধনং, তদ্রূপং যস্য তৎসম্বুদ্ধৌ। যশস্বতঃ যশোবিদ্যাধর্ম্ম-সর্ব্বোপকারাখ্যা প্রশংসা বিদ্যতে যেষাং তান্। অত্র প্রশংসার্থে মতুপ্।

মদাবাথসরস্বতী.........তস্মাৎ হে তুবিদ্যুম্ন বহুধন ইন্দ্র রভস্বতঃ উদ্যোগ

শীমান যশস্বতশ্চ কীর্ত্তিযুক্তাংশ্চ অস্মান্ রায়ে ধনলাভায় সু সম্যক্ চোদয় প্রেরয় উৎসাহিতান্ কুরু।

দত্তজানুবাদ......হে প্রভূতধনশালী ইন্দ্র! ধনসিদ্ধিজন্য আমাদিগকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত কর। আমরা উদ্যোগবান্ ও কীর্ত্তিমান্।

আমরা মনে করি প্রকৃত পাঠ "অস্মান্ সু" (অস্মান্ত সু)। তৎপর কে কবে আপনাকে কীর্ত্তিমান্ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে? ফলতঃ "যশস্বতঃ" পদ ইন্দ্রের বিশেষণ। হে যশস্বন্। আর "বত্তস্বতঃ" পদের অর্থও "উদ্যোগশীলান্" নহে, পরন্তু উদ্ধতাং ঔদ্ধত্যবতঃ।

প্রকৃতার্থবাহিনী..... সু ভো হে যশস্বতো যশস্বন্। বিভক্তিকারকব্যত্যয়ঃ। তুবিদ্যুম্ন বহুধন অতএব ধনবলেন যং কিমপি কর্ত্তুং সমর্থ ইন্দ্র! ত্বম্ অস্মান্ উপদ্রুতান্ দেবান্ রায়ে ধনায় বত্তস্বতো বত্তসবতো বলাৎকারবত ঔদ্ধত্যবতো দৈত্যদানবগণাৎ তত্র তস্মিন্ পূর্ব্বোক্তে স্থানে চোদয় প্রেরয়।

হে বহুধন শালী যশস্বী ইন্দ্র! তুমি উপদ্রুত আমাদিগকে এই উদ্ধত দিগের নিকটহইতে সেই পূর্ব্ব কথিত স্থানে প্রেরণ কর, যেন তথায় যাইয়া আমরা ধনবান্ হইতে পারি। তথাহি—

ইন্দ্রাবরুণ নূনু বাং সিষাসন্তীষু ধীস্বা।
অস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতম্॥ ৮। ১৭। ১ম

হে ইন্দ্র! হে বরুণ! আমরা তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিরই নিত্যানুবর্ত্তী তোমরা আমাদিগকে শর্ম্ম (Home) অর্থাৎ বাসস্থান প্রদানকর। তথাহি—

তেন সত্যেন জাগৃতম্ অধি প্রচেতুনে পদে।
ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতম্॥ ৬। ২১। ১ম

অত্র সায়ণভাষ্যম্......হে ইন্দ্রাগ্নী অবশ্যফলপ্রদানাৎ অবিতথেন তেন অস্মাভিরনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা প্রচেতুনে প্রকর্ষেণ ফলভোগজ্ঞাপকে পদে স্বর্গ-লোকাদিস্থানে অধি জাগৃতং আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতং। ততঃ অস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতং, সুখং গৃহং বা দত্তম্।

রমানাথসরস্বতীভাষ্যম্ ....হে ইন্দ্রাগ্নী তেন সত্যেন যতস্তৎ সত্যং, অতো যুবাং প্রচেতুনে বিশেষেণ জ্ঞাপকে পদে স্থানে অধি জাগৃতং আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতম্। যুবাম্ অস্মভ্যং শর্ম্ম সুখং যচ্ছতং দত্তম্।

প্রকৃতার্থবাহিনী… “হে ইন্দ্রাগ্নী হে ইন্দ্র হে অগ্নে যুবাং তেন পূর্ব্বকৃতেন সত্যেন শপথেন অধিজাগৃতং তৎসত্যপালনায় সম্যক্ জাগরূকৌ ভবতং যুবা মস্মভ্যং প্রচেতুনে পরিচিতে পদে স্থানে শর্ম্ম বাসস্থানং যচ্ছতং দত্তম্।

হে ইন্দ্র হে অগ্নে তোমরা যে আমাদিগকে নিরাপৎ করিবে বলিয়া শপথ করিয়াছিলে, সেই সত্যপালনবিষয়ে জাগরূক হও, তোমরা আমাদিগকে কোনও পরিচিত নিরাপৎ স্থানে বাসস্থান দেও।

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তু বিদ্বান্। অর্য্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ ॥১

বিদ্বান্ বরুণ ও বিদ্বান্ মিত্রদেব এবং নিত্যপ্রফুল্লচেতাঃ অর্য্যমাদেব অন্যান্য দেবগণ সহ মিলিত হইয়া আমাদিগকে অকুটিল ভাবে লইয়া যাউন তথাহি—

তে অস্মভ্যং শর্ম্ম যংসন্ অমৃতাঃ। মর্ত্ত্যেভ্যো বাধমানা অপি দ্বিষঃ ॥৩

মরণধর্ম্মশীল দৈত্যদানবগণ আমাদিগকে বড়ই বাধা দিতেছে, অতএব মিত্রবরুণপ্রভৃতি সেই অমরগণ এই শত্রুদিগের নিকটহইতে অন্যত্র লইয়া যাইয়া আমাদিগকে বাসস্থান প্রদান করুন। তথাহি—

বি নঃ পথঃ সুবিতায় চিয়ন্ত্বিন্দ্রো মরুতঃ। পূষা, ভগো বন্দ্যাসঃ ॥ ৪। ৯০। ১ম

সেই বন্দনীয় ইন্দ্র, পূষা, ভগ ও মরুদ্‌গণ আমাদিগের নির্ব্বিঘ্নে গমনজন্য উত্তম পথ খুঁজিয়া বাহির করুন। তথাহি—

স নঃ পপ্রিঃ পারয়াতি স্বস্তি নাবা পুরুহূতঃ।
ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ ১১। ১৬। ৮ম

যেই যখন বিপন্ন হয়, সেই তখন ইন্দ্রকে আহ্বান করে (পুরুহূত) ও তিনি বিপন্নের অভাব পূর্ণ করিয়াও থাকেন (পপ্রি)। সেই ইন্দ্র আমাদিগকে নৌকার ন্যায় এই শত্রু মণ্ডল হইতে পার করুন। তথাহি—

আরে দেবা দ্বেষো অস্মৎ যুযোতন উরু নঃ শর্ম্ম যচ্ছত স্বস্তয়ে ॥ ১২।৬৩।১০ম।

হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে আমাদের কল্যাণের জন্য এই বিদ্বেষকারীদিগের নিকটহইতে দূরে লইয়া যাও ও আমাদিগকে বাসস্থান প্রদান কর। তথাহি—

আদিত্যাসো নয়থ সুনীতিভিঃ অতি বিশ্বানি দুরিতা স্বস্তয়ে ॥ ১৩ঐ

হে আদিত্যগণ! তোমরা আমাদিগের মঙ্গলের জন্য অতি সুকৌশলে আমাদিগকে এই পাপিষ্ঠদিগের নিকটহইতে দূরে লইয়া যাও। তথাহি—

সুগো হি বো অর্য্যমন্ মিত্র পন্থাঃ, অনৃক্ষরো বরুণ সাধুরস্তি তেন আদিত্যা।
অধি বোচত নঃ যচ্ছত নো দুষ্পরিহন্তু শর্ম্ম ॥ ৬। ২৭। ২ম

হে অর্য্যমন্! হে মিত্র তোমাদিগের প্রদর্শিত পথ সুগম, নিষ্কণ্টক ও উত্তম। হে আদিত্যগণ! তোমরা আমাদিগকে সেই পথে লইয়া যাও, যাহা পরিণামে ভাল হইবে, এরূপ উপদেশ দানকর। আর আমাদিগকে এরূপ বাসস্থান দেও, যাহা কেহ সহজে বিনষ্ট করিতে না পারে। তথাহি—

দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখ অতি নাবেব পারয়।
অপ নঃ শোশুচৎ অঘং ॥ ৭। ৯৭। ১ম

হে বহুদর্শি অগ্নে লোকে যে প্রকার নৌকায় নদী পার হয়, তুমি তদ্রূপ আমাদিগকে এই শক্রগণহইতে নিরাপৎ স্থানে লইয়া যাও। আমাদিগের বিপৎ দূরকর। তথাহি—

স নঃ সিন্ধু মিব নাবয়া অতি পর্ষি স্বস্তয়ে। ৮

হে অগ্নে লোকে যেমন নৌকায় নদী পার হয়, তদ্রূপ তুমি আমাদিগকে মঙ্গলের জন্য এই শক্রসঙ্কুলদেশহইতে দেশান্তরে লইয়া যাও। তথাহি—

পিপর্ত্তু নো অদিতী রাজপুত্রা, অতি দ্বেষাংসি অর্য্যমা সুগাভিঃ ॥ ৭। ২৭। ২ম

রাজমাতা অদিতি ও অর্য্যমা দেব আমাদিগকে এই শক্রগণের নিকটহইতে সুপথে অন্য দেশে লইয়া যাউন। তথাহি—

বাং কর্ম্মণা ইন্দ্রাবিষ্ণু নঃ পথিভিঃ পারয়ন্তা। ১। ৬৯। ৬ম

হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণো! তোমরা তোমাদিগের বুদ্ধিকৌশলে আমাদিগকে এই বিপদ হইতে সুপথে পার কর। তথাহি—

বয়মিন্দ্র ত্বায়বঃ সখিত্ব মারভামহে। ঋতস্য নঃ পথা নয়াতি বিশ্বানি দুরিতা
নভন্তাম্ অন্যকেষাং জ্যাকা অধিধন্বসু ॥ ৬। ১৩৩। ১০ম

হে ইন্দ্র! আমরা তোমারই, আমরা এ সময়ে তোমারই বন্ধুত্বলাভে অভিলাষী। তুমি আমাদিগকে এমন ভাল পথে লইয়া যাও, যাহাতে আমরা সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিতে পারি। শক্রদিগের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা বিফল হউক। তথাহি—

স নো বোধি পুর এতা সুগেষু উত দুর্গেষু পথিকৃৎ বিদানঃ।
যে অশ্রমাস উরবো বহিষ্ঠাঃ তেভির্ন ইন্দ্র অভি বক্ষি বাজম্ ॥১২।২১।৬ম

হে ইন্দ্র কোন্ পথ ভাল, কোন্ পথ মন্দ, তাহা তুমিই জান। তুমি সুগম, দুর্গম সকল পথেই আমাদিগের পুরোবর্ত্তী হও। আর তোমার শ্রম সহিষ্ণু ভারবাহী পশুগণ আমাদিগের আহার্য্য বস্তু সকল বহন করুক। তথাহি—

ইন্দ্র প্র ণঃ পুর এতেব পশ্য, প্রণো নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছ।

ভবা সুপারো অতি পারয়ো নঃ, ভবা সুনীতি রুত বামনীতিঃ ॥৭।৪৭।৬ম

হে ইন্দ্র! যে প্রকার পথপ্রদর্শক অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অনুযাত্রিগণকে পথ প্রদর্শনকরে ও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে পথপ্রদর্শন ও রক্ষা কর। শত্রুহইতে দূরে লইয়া যাও, ও দুঃখ দূর করিয়া ধন দান কর। ইহাতে যদি সুনীতি বা কুটিল মার্গ অবলম্বন করিতে হয়, তবে তুমি তাহাও কর। তথাহি—

উরুং নো লোক মনুনেষি বিদ্বান্, স্বর্ব্বৎ জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি। ৮ঐ

হে ইন্দ্র! কি ভাল, কি মন্দ, তাহা তুমি সকলই জান। তোমাকে আমরা আর অধিক কি বলিব? তুমি আমাদিগকে এরূপ এক জনপদে লইয়া যাও, যাহা বিস্তৃত ও নিরাপদ্, আর যে স্থানের সভ্যতা, ভব্যতা আমাদিগের পিতৃভূমি স্বর্গের ন্যায়। তথাহি—

তদ্ধি বয়ং বৃণীমহে বরুণ মিত্র অর্য্যমন্। যেন নিরংহসো যূয়ং পাথ নেথ চ মর্ত্ত্যং অতি দ্বিষঃ ॥২।১২৬।১০ম

হে মিত্র, বরুণ, অর্য্যমন্! আমরা ইহাই প্রার্থনা করি যে তোমরা আমাদিগকে এই শত্রুপুরীহইতে মর্ত্ত্য লোকে নিয়া যাইয়া রক্ষা কর। তথাহি—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিমূতয়ে, মারুতং শর্দ্ধো অদিতিং হবামহে

রথং ন দুর্গাৎ বসবঃ সুদানবঃ, বিশ্বস্মাৎ নো অংহসো নিপর্ত্তন ॥১।১০৬।১ম

আমরা আমাদিগের রক্ষার জন্য ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্রসৈনা মরুদ্গণকে আহ্বান করি। লোক সকল যে প্রকার দুস্তরকর্দ্দমমগ্ন রথের উদ্ধার সাধন করে, তদ্রূপ বাসস্থানদাতা দানশীল বসু—প্রভৃতি দেবগণ আমাদিগকে বিপৎহইতে রক্ষা করুন। তথাহি—

ত্রাধ্বং নো দেবা বৃকসা ত্রাধ্বং কর্ত্তাৎ ॥৬।২৯।২ম

হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে এই বাঘ ও গাটকাটাদিগের করাল গ্রাসহইতে উদ্ধার কর। তথাহি—.

তে ন আস্নো বৃকাণাম্ আদিত্যাসো মুমোচত।১৪।৫৬।৮ম

হে আদিত্যগণ! তোমরা আমাদিগকে এই বাঘের মুখহইতে মুক্ত কর। তথাহি—

ন দক্ষিণা বিচিকিতে ন সব্যা, ন প্রাচীন মাদিত্যা নোত পশ্চা।
পাক্যাচিৎ বসবো ধীর্য্যাচিৎ, যুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতি রশ্যাম্॥
১১।২৭।২ম

হে আদিত্যগণ! হে বন্ধুগণ! আমরা দক্ষিণও জানিনা, বামও জানি না; পূর্ব্ব ও জানিনা, পশ্চিমও জানিনা। তোমরা যেখানে লইয়া যাইবে, আমরা তথায়ই গমন করিব। কিন্তু এই নূতন স্থানে যেন আবার ভয়ের কারণ না ঘটে।

এইরূপে উপদ্রুত দেবগণ ইন্দ্রাদি প্রধান দেবগণের নিকট সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে—

মা ছেদ্ম রশ্মীনিতি নাধমানাঃ পিতৃণাং শক্তীরনু যচ্ছমানাঃ।
ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং কং বৃষণো মদন্তি, তা হি অদ্রী ধিষণায়া উপস্থে॥৩।১০৯।১ম

যদিও আমরা সন্তপ্তহৃদয়ে (নাধমানাঃ সন্তপ্তাঃ সন্তঃ) পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তথাপি আমরা ইহার সহিত বন্ধন অর্থাৎ সম্বন্ধ ছেদন করিব না। যখন দেবরাজ ইন্দ্র ও মহর্ষি অগ্নিদেব আমাদিগের অনুগমন করিতেছেন, তখন আমরা আমাদিগের পৈতৃক বলবীর্য্যও একবারে হারাইব না। তাঁহারা উভয়ে বুদ্ধির অচল পর্ব্বত, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়া আমরা হৃষ্ট হইতেছি। তথাহি—

সপ্ত ক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে, পিত্রে পুত্রাসো অপ্যবীবতন্নৃতম্।
উভে ইদস্যোভয়স্য রাজত:, উভে যতেতে উভয়স্য পুষ্যতঃ॥৫।১৩।১০ম

ইহা বলিয়া সপ্তসংখ্যক যুবক, ইন্দ্র সৈন্য মরুদগণের সহিত পিতৃভূমি হইতে বহির্গত হইলেন। তাহাতে এই উভয় দল পরস্পর মিলিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন এবং উভয় দল পরস্পর পরস্পরের পোষণবিষয়ে যত্নপরায়ণ হইলেন।

অগ্নিদে বাণা এতবৎ পুরোগাঃ।১।১০।১০ম
পুরোগা অগ্নিদে বানাং গায়ত্রেণ সমজ্যতে,
স্বাহা কৃতীষু রোচতে।১।১৮।১ম

তত্র সায়ণঃ—......অয়মগ্নি দে'বানাং পুরোগাঃ অম্বুযুক্তং প্রতি পুরোগামী।
তখন মহর্ষি অগ্নিদেব উক্ত যুবক দেবগণের অগ্রগামী হইলেন। যুবকেরা ও অন্যান্য দেবগণ বলিতে লাগিলেন—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ ।১।১৮৯।১ম

হে অগ্নিদেব! তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও, যেন আমরা নূতন স্থানে যাইয়া ধনে জনে সুখে থাকিতে পারি। তথাহি—

অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ স্বস্তিভিঃ। অতি দুর্গাণি বিশ্বা,
পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা চ উর্বী। ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ ॥২ ঐ

হে অগ্নে! তুমি যুবা তুমি আমাদিগকে ভালয় ভালয় এই বিপদ্‌রাশি হইতে পার কর। আমাদিগের নূতন স্থানের পুরী ও ভূমি সকল যেন সংখ্যায় ও পরিমাণে অধিক হয়। তুমি আমাদিগের পুত্র ও পৌত্রাদি অনন্তরবংশ্য বর্গের শুভংযু হও। তথাহি—কৃষ্ণযজুঃ—

অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ।৯৩পৃ

অগ্নির আরাধনা কালে তাঁহার নামে আট সরা পরোটা উৎসর্গ করিবে। কেননা তিনি দেবগণের পথনির্ম্মাতা। তথাহি—

ত্বং নো গোপাঃ পথিকৃৎ বৃহস্পতে বিচক্ষণঃ। ৬। ২৩। ২ম

হে বৃহস্পতে (বৃহতাং দেবনাংপতে) ইন্দ্র! তুমি অতি বিচক্ষণ, তুমি আমাদিগের পথনির্ম্মাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। তথাহি—

উরুং হি রাজা বরুণ শ্চকার, সূর্য্যায় পন্থা মন্ব এতবৈ উ। ৮। ২৪। ১ম

রাজা বরুণ তদীয় ভ্রাতা সূর্য্যের ভারতাগমনের জন্য যথানুক্রমে পথ প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। তথাহি—

ইন্দ্রঃ পথিকৃৎ সূর্য্যায়। ৩। ১১১। ১০ম

দেবরাজ ইন্দ্রও ভ্রাতা সূর্য্যের জন্য বরুণ সহ মিলিত হইয়া পথ প্রস্তুত করাইয়াছেন।

এই সময়ে স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ ভারতাভিমুখে প্রস্থানপরায়ণ হইয়া এইরূপে সাম গান করিতে লাগিলেন—

শমগ্নি রগ্নিভিঃ করৎ, শং ন স্তপতু সূর্য্যঃ।
শং বাতো বাতু অরপা অপ স্রিধঃ ॥ ৯। ১৮। ৮ম

মহর্ষি অগ্নিদেব অগ্নিপ্রজ্বালনপূর্ব্বক আমাদিগের কল্যাণ করুন ; দিবাকর আমাদিগের উপর সুখকর তাপ বিতরণ করুন ; প্রভঞ্জন মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের কল্যাণ সাধন করুন ; আমাদিগের শত্রু সকলও ইঁহারা দূর করুন। তথাহি—

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নোবৃহস্পতি র্দধাতু ॥৬।৮৯।১ম

ধনশালী দেবরাজ ইন্দ্র, আমাদিগের কল্যাণ করুন, অভিজ্ঞ পূষা আমাদিগের কল্যাণ করুন ; শুভবিধাতা গরুড় আমাদিগের কল্যাণ করুন ; দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদিগের কল্যাণ করুন। তথাহি—

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত ওষধীঃ ॥৬

বায়ু অনুকূলে প্রবাহিত হউন নদ নদী সকল অনুকূলে প্রবাহিত হউন, ওষধি সকল আমাদিগের প্রতি মধুময় হউন। তথাহি—

মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥৭

রাত্রি এবং দিবস (উষসঃ—দিবার্থে প্রযুক্ত) সকল মধুময় হউন, পার্থিব জনপদ সকল মধুময় হউন, আমাদিগের পরিত্যক্ত পিতৃভূমি দ্যো বা স্বর্গলিয়া মধুময় হউন। তথাহি—

মধুমান্ নো বনস্পতি র্মধুমানস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৮

বট এবং অশ্বত্থপ্রভৃতি ছায়াতরু সকল মধুমান্ হউন, সূর্য্য মধুমান্ হউন, আমাদিগের গো সকল মধুমান্ হউন। তথাহি—

শং নো মিত্রঃ, শং বরুণঃ শং নো ভবতু অর্য্যমা।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণু রুরুক্রমঃ ॥৯।৯০।১ম

মিত্রদেব আমাদিগের কল্যাণ করুন, বরুণ ও অর্য্যমা আমাদিগের কল্যাণ করুন ; দেবরাজ ইন্দ্র ও উরুক্রম বিষ্ণু আমাদিগের কল্যাণ করুন। তথাহি—

শং নঃ সূর্য্য উরুচক্ষা উদেতু, শং ন শ্চতস্রোদিশো ভবন্ত।

শং নঃ পর্ব্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু, শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত আপঃ॥৮।৩৫।৭ম

বিশালচক্ষুঃ সূর্য্য আমাদিগের মঙ্গলকর হইয়া উদিত হউন, দিক্ চতুষ্টয় আমাদিগের কল্যাণকর হউন, অচল পর্ব্বত সকল মঙ্গলকর হউন, নদ নদী ও মহাসাগরের জলরাশি আমাদিগের কল্যাণ কর হউন। তথাহি—

সং পূষন্ অধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচোনপাৎ।
সক্ষ্বা দেব প্রণস্পুরঃ ॥১।৪২।১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্……হে পূষন্! অধ্বনো মার্গাৎ সন্তির অস্মান্ অভীষ্ট স্থানং সম্যক্ প্রাপয়। অংহো বিঘ্নহেতুং পাপ্মানং বিতির বিনাশয়; হে দেব পূষন্ নঃ পুরঃ অস্মাকং পুরতঃ প্রসক্ষ, প্রসক্তো ভব পুরতো গচ্ছ।

হে নপ্তা পূষন্! তুমি আমাদিগকে পথহইতে পার কর। আমরা যে স্থানে যাইতে চাহি, আমাদিগকে তথায় লইয়া যাও ও আমাদিগকে দুঃখ ক্লেশহইতে মুক্ত কর। এবং তুমি আমাদিগের অগ্রগামী হও। তথাহি—

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু। পূষন্ ইহ ক্রতুং বিদঃ ॥৭ ঐ

হে পূষন্ তুমি আমাদিগকে শত্রুর নিকটহইতে সুপথে অন্যত্র লইয়া যাও। আমাদিগের পথ সুগম হউক। হে পূষন্ এখন কি কি কর্ত্তব্য, তাহা তুমিই জান। তথাহি—

অভি সুযবসং নয়, ন নবজ্বারো অধ্বনে ।৮ঐ

তত্র সায়ণঃ……হে পূষন্! সুযবসং শোভনতৃণোপলক্ষিতসর্ব্বৌষধিযুক্তং দেশম্ অভিনয়। অস্মান্ অভিতঃ স্থাপয়। অধ্বনে মার্গায় নব জ্বারো নূতন সন্তাপঃ ন ভবতু।

হে পূষন্! তুমি আমাদিগকে উত্তম শস্যসম্পন্ন স্থানে লইয়া যাও, দেখিও পথে যেন আমাদিগের আবার কোনও নূতন বিপদ্ না ঘটে। তথাহি—

পূষেমা আশা অনু বেদ সর্ব্বাঃ।

সো অস্মান্ অভয়তমেন নেষৎ ॥৩২ ৬পৃ। ২য় খণ্ড।অথর্ব্ব

অদিতিনন্দন পূষা এই দিক্ সকল উত্তমরূপে জানেন। তিনি আমাদিগকে ভয়শূন্য পথে লইয়া যাউন। তথাহি—

সং পূষন্ বিদুষা নয় যো অঞ্জসা অনুশাসতি। য এব ইদমিতি ব্রবৎ ॥১।৫৪।৬ম

হে পূষন্! তুমি কোনও অভিজ্ঞ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা কর, যিনি আমাদিগকে ঠিক পথের কথা বলিয়া দিবেন। ও বলিবেন "হাঁ ইহাই প্রকৃত পথ"। তথাহি—

অগব্যূতি ক্ষেত্র মাগন্ম দেবা,উর্বী সতী ভূমি রংহুরণাহভূৎ।

বৃহস্পতে প্রচিকিৎসা গবিষ্টৌ, ইত্থা সতে জরিত্রে ইন্দ্র পন্থাম্ ॥২০।৪৭।৬ম

হে দেবগণ! আমরা আসিতে আসিতে একটী গোসঞ্চাররহিত দেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এখানে গোচারণের স্থান আদবেই নাই। এখানে আমাদিগের গো সকল সুখে বিচরণ করিতে পারিতেছে না। ভূমি বিস্তৃত এবং দোষশূন্যও বটে, কিন্তু এই স্থান দস্যুতস্করদ্বারা পরিপূর্ণ। হে দেবরাজ ইন্দ্র! আমরা যে পথে গেলে, আমাদিগের গোসমূহের অন্বেষণ লইতে পারিব, আমাদিগেরও কোন ক্লেশ হইবে না, এরূপ পথ প্রদর্শনকর। তথাহি—

আ তত্তে দস্র মন্তমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে। যেন পিতৄন্ অচোদয়ঃ ॥৫।৪২।১ম

হে জ্ঞানবান্ পূষন্! তুমি তোমার যে রক্ষণদ্বারা পিতৃলোকবাসী আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলে, আমরা তোমার সেই রক্ষাই পাইতে ইচ্ছা করি। তথাহি—

যো নঃ পূষন্ অঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।

অপ স্ম তং পথো জহি ॥২।৪২।১ম

হে পূষন্ যে সকল লোক আমাদিগকে ব্যাঘ্রাদিসঙ্কুল দুঃখকর কুপথ দেখাইয়া দেয় ও বলে যে ইহাই ভাল পথ, উহাদিগকে পথহইতে দূর করিয়া দেও। তথাহি—

মাকি র্নেশৎ মাকীং রিষৎ মাকীং সং শারি কেবটে।

অথ অরিষ্টাভি রাগহি ॥৭।৫৪।৬ম

হে পূষন্! আমাদিগের গো সকল যেন হারাইয়া না যায় ও ব্যাঘ্রাদি দ্বারা বিনষ্ট না হয়। অথবা উহারা যেন তৃণাদিপ্রচ্ছন্ন আরণ্য কূপে পতিত হইয়া মারা না যায়। তুমি আমাদিগের গো সকল লইয়া আগুয়াও।

অতঃপর আগন্তুকগণ সম্মুখে উত্তম পথ দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন—

অপি পন্থা মগন্মহি স্বস্তি গা মনেহসং।

যেন বিশ্বা পরিদ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু ॥১৬।৫১।৬ম

তত্র সায়ণঃ......পন্থাং পন্থানং মার্গমপি অগন্মহি, অপি গতাঃ প্রাপ্তাঃ স্মঃ, কীদৃশং? স্বস্তিগাং সুখেন গন্তব্যং, অনেহসং পাপরহিতং, যেন পথা কশ্চন্

বিশ্বাঃ সর্ব্বা দ্বিষো দ্বেষ্ট্রীঃ প্রজাঃ পরিবৃণক্তি পরিবর্জ্জয়তি বাধতে। যদ্ধ ধনঞ্চ বিন্দতে লভতে, তাদৃশং পন্থান মিত্যর্থঃ।

আমরা এতক্ষণে অতি সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা অতি নিরাপদ্। আমরা এই পথে গমন করিলে ফলমূলাদি আহার্য্য বস্তু (ধন) সকলও পাইতে পারিব, অথচ দস্যুতস্করাদির আশঙ্কাও নাই। অতঃপর বলিতে লাগিলেন যে—

তে যেৎ অগ্নে স্বাধ্যো অহা বিশ্বা নৃচক্ষসঃ।

তরন্তঃ স্যাম দুর্গহা।৩০।৪৩।৮ম

তত্র সায়ণঃ………হে অগ্নে তে যেৎ ত্বদর্থ মেব খলু বয়ং স্বাধ্যঃ সুকর্ম্মাণঃ সন্তঃ বিশ্বা বিশ্বানি অহা অহানি নৃচক্ষসঃ দ্রষ্টারশ্চ দুর্গহা দুঃখেন গাহয়িতব্যানি তরন্তঃ স্যাম ভবেম।

হে অগ্নে! আমরা তোমারই অনুগ্রহে এই দুরবগাহ সুদীর্ঘ পথ দেখিতে দেখিতে সহজেই অতিক্রম করিয়া যাইব।

স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা কোন্ পথে ভারতে আগমন করিতেছিলেন? বেদ পাঠে জানা যায় যে তাঁহারা তাতার ও তিব্বতের ভিতর দিয়া আফগানিস্থানের পথে ভারতে আসিতেছিলেন। তখন ত আফগানিস্থান স্থলে পরিণত হয় নাই? হাঁ তাহা ঠিক, কিন্তু আফগানিস্থানের পূর্ব্ব প্রান্ত স্থলে পরিণত হইয়াছিল। সেই অন্তরীপ পথে দেবতারা ভারতে আগম করেন। উহারই নাম "সুরবর্ত্ম" বা প্রথম "দেবযান" পথ। যদুক্ত শ্রুতি—

রাজা মেধাভিরীয়তে পবমানোমনাবধি।

অন্তরিক্ষেণ যাতবে॥১৬।৬৫।৯ম

বৈবস্বত মনু অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া যাইতে (যাতবে যাতুং) ছেন, এজন্য মেধাদ্বারা পূতচেতাঃ রাজা সোম (চন্দ্র) তাঁহার সহিত আসিতে লাগিলেন। তথাহি—

অনুক্ত শূর এতশং পবমানোমনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে॥৮।৬৩।৯ম

তত্র সায়ণঃ………পবমানঃ পূয়মানঃ সোমো মনৌ অধি মনুর্ম্মনুষ্যাঃ, তস্মিন্ মনুষ্যে ইত্যর্থঃ। অন্তরিক্ষেণ যাতবে গন্তুং সূরঃ প্রেরকস্য সূর্য্যস্য এতশম্ অশ্বং অনুক্ত যুঙ্ক্তে।

পূতচেতাঃ পণ্ডিতাগ্রণী চন্দ্র, যখন বৈবস্বত মনু, অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া ভারতাভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার গমনজন্ত একটী ঘোটক প্রদান করেন। তথাহি—

দিবি বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত জাগতেন ছন্দসা।

অন্তরিক্ষে বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ॥২৫।২অ যজুঃ

বামন বিষ্ণু মন্বাদি সহ সর্ব্বাদৌ দ্যো বা আদি স্বর্গের (দিব্ নহে—তখন দিব্ স্থলে পরিণত হয় নাই) এক স্থানে প্রথম পাদ বিক্ষেপ করেন। যাহা অদ্যাপি তিব্বতে "বিষ্ণুপদভূমি" নামে প্রসিদ্ধ, যে বিষ্ণুপদ ভূমির বিষ্ণুপদ সরঃ (হ্রদ) হইতে বিষ্ণুপদী গঙ্গা বিনিঃসৃত। বিষ্ণু তথাহইতে ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে সাম গান করিতে করিতে অন্তরীক্ষ বা আফগানিস্থানের পূর্ব্ব প্রান্তে আসিয়া দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপ করেন।

অতএব জানা গেল যে বিষ্ণু ও মনুপ্রভৃতি দেবগণ অন্তরীক্ষের পথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পক্ষান্তরে আমরা "হরিদ্বার" ও "স্বর্গদ্বার" প্রভৃতি স্থানের নামনির্ব্বচনহইতে ইহাও জানিতে পারি যে বিষ্ণু ঐ সকল পথেও (বদ্রিনারায়ণের পথে) অন্যান্য দেবগণকে ভারতে আনয়ন করেন ও বদ্রিনারায়ণের পথে যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঐ পথটী "হরিদ্বার" ও "স্বর্গদ্বার" নামে প্রখ্যাত হয়। আমরা অতঃপর বেদের একত্র এই মন্ত্রটী দেখিতে পাই—

উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নি মিন্ধং বহবঃ সনীলাঃ।১

হে বন্ধু সকল সকলে একমনাঃ হও ও সকলে একত্র সমবেত হইয়া অগ্নি প্রজ্বালিত কর, কেননা সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞ করিতে হইবে। তথাহি—

মন্দ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আতনুধ্বং নাবম্ অরিত্রপরণীং কৃণুধ্বম্।

ইষ্কৃণুধ্ব মায়ুধারংকৃণুধ্বম্ প্রাঞ্চং যজ্ঞং প্রণয়ত সখায়ঃ।।২।১০।১।১০ম

হে বন্ধুগণ! উচ্চৈঃস্বরে স্তব কর, বুদ্ধিকে প্রশস্ত কর, সমুদ্রের পরপারে গমনের উপযোগিনী নৌকা প্রস্তুত করিয়া উহাতে ক্ষেপণী যোজন কর। এবং আয়ুধ সকল শাণিত করিয়া দেহের শোভাসংবর্দ্ধন কর। তথাহি—

আনো নাবা মতীনাং, যাত পারায় গন্তবে। যুঞ্জাথামাশ্বিনা রথম্। ৭

হে অশ্বিদ্বয়। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা মনীষী, তাঁহাদিগের নৌকায় পারে গমনজন্য তোমরা যাও ও রথ যোজনা কর। তথাহি—

অরিত্রং বাং দিবঃ পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাম্।
রথো ধিয়া যুযুজ্রে ইন্দবঃ ॥৮।৪৬।১ম

হে অশ্বিদ্বয়! সিন্ধুর অবতরণ ঘট্টে স্বর্গের নৌকা এবং তোমাদিগের রথ বিদ্যমান। চন্দ্রবংশীয়গণ যাইয়া উহাতে বুদ্ধিপূর্ব্বক উপবেশন করুন।

রথায় নাব মুত নো গৃহায়, নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং রাসি অগ্নে।
অস্মাকং বীরাম্নুত নো মঘোনোজনাংশ্চ যা পারয়াৎ শর্ম্ম যা চ ॥১২।১৪০।১ম

হে অগ্নে! আমাদিগের রথ, বস্তুগৃহ, বীরগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচরগণের পারের জন্য দৃঢ় ক্ষেপণী ও দৃঢ়কর্ণ যুক্ত নৌকা আনিয়া দাও। তথাহি

সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যা মনেহসং, সুশর্ম্মাণং অদিতিং সুপ্রণীতিম্
দৈবীং নাবং স্বরিত্রা মনাগসং অস্রবন্তী মারুহেম স্বস্তয়ে ॥১০।৬৩।১০ম

হে বন্ধুগণ! এই যে দেবগণ নৌকা প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা নির্দ্দোষ, ইহাতে জলপ্রবেশের কোনও আশঙ্কা নাই, ইহা যেন আমাদিগের কল্যাণদায়িনী মাতা অদিতি। আমরা কল্যাণের জন্ত ইহাতে আরোহণ করিব। ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ দেখি না, আমরা এই নৌকায় আরোহণ করিয়া অতি সুখে নিরাপদে সমুদ্র পার হইয়া স্বর্গহইতে পৃথিবী অর্থাৎ ভারতে গমন করিব। তথাহি—

ইমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেব, ক্রতুং দক্ষং বরুণ সংশিশাধি।
যয়াতি বিশ্বা দুরিতা তরেম, সুতর্ম্মাণ মধি নাবং রুহেম ॥৩।৪২। ৮ম

হে বরুণদেব! আমরা জগতে আজি নূতন শিক্ষার্থী, তুমি সমুদ্রদর্শনে ভীত আমাদিগের প্রজ্ঞা (ক্রতু) ও বল (দক্ষ) বর্দ্ধিত (শাণিত শিশাধি) কর। যাহাতে আমরা সকল বিপদ্‌হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এই সুতারয়িত্রী (যাহাতে আরোহণ করিয়া সুখে পার হওয়া যায়) নৌকায় আরোহণ করিতে পারি। তথাহি—

আ যৎ রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎ সমুদ্রম্ ঈরয়াব মধ্যম্।
অধি যৎ অপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেঙ্খ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভে কম্ ॥৩।৮৮।৭ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—যৎ যদা বরুণে প্রসন্নে সতি অহং বরুণশ্চ উভৌ নাবং ক্রমময়ীং তরণসাধনভূতাং আরুহাব উভৌ আরূঢৌ বভূবিব, তাং চ নাবং যং যদা সমুদ্রং মধ্যং সমুদ্রস্য মধ্যং প্রতি প্রেরয়াব প্রকর্ষেণ গময়াব, যৎ যদা চ অপাম্ উদকানাম্ অধি উপরি স্নুভিঃ গন্তৃভিরন্যাভিরপি নৌভিঃ চরাব বর্তাবহৈ, তদানীং শুভে শোভার্থং প্রেঙ্খে নৌরূপায়াং দোলায়া মেব প্রেঙ্খায়াবহৈ নিয়োনৈস্তৈস্তরঙ্গৈঃ ইতস্ততশ্চ প্রবিচলন্তৌ সংক্রীড়াবহৈ। কমিতি পূরকঃ। যদ্বা ক্রিয়াবিশেষণং কং সুখং যথা ভবতি তথা ইত্যর্থঃ।

দত্তজানুবাদ.........যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়া ছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়া ছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিতেছিলাম।

অস্মদনুবাদ ......যখন আমি ও বরুণ নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্রের মধ্যভাগে নৌকা লইয়া যাই, তখন আমরা সমুদ্রজলের তরঙ্গদ্বারা যেন দোলায় দুলিতে লাগিলাম এবং উহাতে সুখ বোধ হইতে লাগিল। তথাহি—

বশিষ্ঠং হ বরুণো নাবি আধাৎ ঋষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।

স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাব স্ততনন্ যাদুষসঃ ॥৪

বরুণদেব অতি সুদিন দেখিয়া বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইলেন এবং তাঁহার রক্ষার জন্য সুবন্দবস্ত করিয়াদিলেন। বশিষ্ঠ জলের স্তব করিয়াছিলেন। এইরূপে সমুদ্র পার হইতে কতিপয় দিন ও কতিপয় রাত্রি কাটিয়া গেল।

আগন্তুক দেবগণ এইরূপে সমুদ্র পার হইয়া ভারতে পদার্পণ করিলেন। অনন্তর সমুদ্রের সৈকত প্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক অশ্মন্বতী নদীর তীরদেশে সমাগত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে—

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং উত্তিষ্ঠত প্রতরত সখায়ঃ।

অত্রা জহাম যে অসন্ অশেবাঃ, শিবান্ বয় মুত্তরেম অভি বাজান্* ॥

৮।৫৩।১০ম

* আমরা মনে করি বর্ত্তমান সিন্ধুনদ, পশ্চিম সমুদ্রের ভগ্নাবশেষ। খুব সম্ভব মুলতানের পশ্চিমে অশ্মন্বতী নামে পূর্ব্বে কোনও নদী ছিল, যাহা এখন মগরে পরিণত!

এই আমাদিগের পুরোভাগে অশ্মন্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। হে বন্ধুগণ! সকলে উৎসাহিত হও, উঠ, ও নদী পার হও। আর কোনও ভয় নাই, যাহা কিছু অশুভ ছিল, তাহা এই নদীতেই পরিত্যাগ করিতেছি। এখন আমরা ভালয় ভালয় নদী পার হইয়া অন্নের অভিমুখে যাইব। তথাহি—

যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সন্তরেয়ুঃ, গব্যন্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ।১।৩৩।৩ম

হে অশ্মন্বতি! এই ভরতবংশীয়গণ দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক সমাহূত (জূত—দ্রুত)। ইহাঁরা পার হইয়া গ্রামে যাইতে অভিলাষী।

এতদ্দ্বারা বেশ জানাগেল যে আগন্তুক দেবগণ এই সময়ে পঞ্চনদ প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানে "মূলতান" নামে একটী নগর বিদ্যমান, আমরা মনে করি ইহাই স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণের ভারতবর্ষের "মূলস্থান", মূলতান উহারই বিপরিণতিবিশেষ।

এই সময় কতিপয় আদিমনিবাসী ভারতসন্তান, আগন্তুকগণের অশ্বগবেশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কেষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়।
পরমস্যাঃ পরাবতঃ॥১।৬১।৫ম

তত্র সায়ণঃ ...... হে নরঃ নেতারঃ শ্রেষ্ঠতমা যূয়ং কেষ্ঠ কে স্থ কে ভবথ? যে যূয়ং এক একঃ প্রত্যেকং আয়য় আগচ্ছথ? কস্মাৎ ইতি উচ্যতে—পরমস্যাঃ পরাবতঃ – অত্যন্ত দূরদেশাৎ অন্তরিক্ষাৎ।

হে নরগণ! তোমরা কে? তোমাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে তোমরা অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া একে একে আসিতেছ। এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে যে তোমরা অতি দূর দেশ হইতে আগমন করিতেছ। তথাহি—

কবো অশ্বাঃ কাভীশবঃ? কথং শেক কথা যয়।
পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ॥ ২।৬১।৫ম

হে আগন্তুকগণ তোমাদিগের এই সকল অশ্ব কোন্ দেশীয়? অশ্বের লাগাম সকলই বা কোন্ দেশের? তোমাদের সকলই যে উল্টা দেখিতেছি। অশ্বের লাগাম মুখে না দিয়া নাকে দিয়াছ, পিঠে আস্তরণ রহিয়াছে। তোমরা ইহাতে কেমন করিয়া দ্রুত গমন করিতে সমর্থ হইতেছ।

পয়া বীরাস এতেন মর্য্যাসো ভদ্রজানয়ঃ ।

অগ্নিতপো যথাসথ ॥ ৪।৬১।৫ম

হে বীরগণ ! তোমরা অত্যুচ্চভদ্রবংশ-প্রভব, ও অতীব মর্য্যাদাশালী, কিন্তু তোমরা রৌদ্রোত্তাপে অগ্নিদগ্ধ তাম্রের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ ।

কিন্তু এই স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ কি সকলে একবারেই ভারতে আসিয়াছিলেন ? ন এরূপ মনে হয় না । কেননা বিষ্ণুকে তিনবার যাতায়াত করিতেহইয়াছিল । বেদেও দেখা যায় যে—

যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিৎ বিষ্ণু র্মনবে বাধিতায় ।১৩।৪৯।৬ম

যে বিষ্ণু দৈত্যদানবগণহইতে বাধাপ্রাপ্ত মনুর জন্য তিনবার ভারতে আগমন করেন । একবার আফগানিস্থানের পথে, অন্য দুইবার হরিদ্বারের পথে ।

আচ্ছা আগন্তুক দেবগণ কোথাহইতে ভারতে আসিতে ছিলেন ? তাঁহারা আদি দেবলোক বা আদিস্বর্গ দ্যো বা ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ মঙ্গলিয়াহইতে আসিতেছিলেন । কেন না উক্ত দ্যোই মানবের আদি সূতিকাগার । উচ্যতে চ

দৈব্যো বৈ এতা বিশো যং পশবঃ । ইতি শ্রুতেঃ । ২১৫ পৃ যজুর্ব্বেদভাষ্য ।

প্রজা বৈ পশবঃ ! ৩৮ পৃ কৃষ্ণযজুঃ ।

এই ভূমণ্ডলে যত লোক আছে, তাহারা সকলেই ভূতপূর্ব্ব স্বর্গবাসী । সকলেরই পূর্ব্ব পিতামহগণ স্বর্গপ্রভব । তথাহি—

ত্বং বিশো অনয়ো দিব্যো অগ্নে ।৭।১।৬ম

হে অগ্নে তুমি দ্যো বা আদিস্বর্গহইতে (দিব হইতে নহে) মনুষ্য সকলকে আনয়ন করিয়াছ ! কোথায় ?

অগ্নির্দেবেষু রাজতি, অগ্নির্মর্ত্তেষু আবিশন্ ॥ ৪।২৫।৫ম

অগ্নি পূর্ব্বে দেবলোক স্বর্গে ছিলেন, পরে তিনি মর্ত্ত্যলোক ভারতবর্ষে আগমন করেন । তথাহি সামবেদ ঋগ্বেদশ্চ ঃ—

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ ।

দেবেভির্মানুষে জনে ॥ ১।১৬।৬ম

হে অগ্নে তুমি যজ্ঞের হোতা ও সকলের হিতকারী । তুমি দেবগণ সহ মনুষ্যলোক ভারতবর্ষে আগমন করিতেছ ।

অগ্নির্বৈ দেবযোনিঃ। ৯২পৃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

মহর্ষি অগ্নিদেব দেবযোনি, অর্থাৎ দেবলোকপ্রভব। তথাহি—

তৎ হ এতৎ প্রথমমমৃতং যৎ বসব উপজীবন্তি
অগ্নিনা মুখেন। ছান্দোগ্য।

কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত প্রথম অমৃত লোক। মহর্ষি অগ্নিদেব তথায় ধ্রুব প্রভৃতি অষ্ট বসুর নেতা ছিলেন। তথাহি ছান্দোগ্যে শঙ্করভাষ্যম্—

দ্যুলোকাৎ অগ্নিভ্যো বয়ং জাতা অগ্নিস্বরূপাঃ।৩৫২ পৃ মহেশপালসং।

আমরা বহু ভারতীয় ব্রাহ্মণ স্বর্গে অগ্নিহইতে প্রসূত, আমরা অগ্নির অনন্তরবংশ্য। তথাহি—

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ॥ ১৬।২২।১ম।

একজন বিপন্ন ভারতীয় ঋষি স্বর্গের জ্ঞাতি দেবগণ উদ্দেশে বলিতেছেন যে, মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষির সপ্ত ধাম বা সপ্তভবনসমলঙ্কৃত যে উত্তম পৃথিবী দ্যো বা আদি স্বর্গহইতে বিষ্ণু পাদবিক্রম করিয়াছিলেন, দেবতারা আমাদিগকে সেই স্থানহইতে রক্ষা করুন। তথাহি কৃষ্ণযজুঃ—

সুবর্গোবৈলোকঃ প্রত্নঃ। দেবলোকাদেব মনুষ্যলোকে প্রতিতিষ্ঠন্তি।৩৮পৃ

এ ভূমণ্ডলে আদি স্বর্গ (সুবর্গ) দ্যোই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম জনপদ এবং উহাই আদি দেবলোক। সকলে সেই আদি দেবলোকহইতেই মনুষ্যলোক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তথাহি বায়ুপুরাণম্—

স এষ পর্বতো মেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে।

সেই মেরুপর্ব্বতই (সুতরাং ইলাবৃতবর্ষই) দেবলোক, সকলে সেই দেবলোকহইতে চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

একোনত্রিংশাধ্যায়।

দেবগণের ভারতে প্রতিষ্ঠা।

কেন ও কি প্রকারে স্বর্গের দেবতারা প্রিয়তম পিতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতে আগমন করেন, তাহা বিবৃত হইল। আমরা এইক্ষণ তাঁহাদিগের ভারতে গৃহপ্রতিষ্ঠার কথা বলিব। দেবতারা পশ্চিম সমুদ্র পার হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে—

স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথঃ॥ ১৫। ২২। ১ম

তত্র যাস্কঃ—সুখা নঃ পৃথিবি ভবা অনৃক্ষরা নিবেশনী ঋক্ষরঃ কণ্টকঃ, ঋচ্ছতেঃ। যচ্ছ নঃ শর্ম্ম যচ্ছস্ব শরণং সর্ব্বতঃ পৃথু ইতি। ২৩৬পৃ ২খ

সায়ণভাষ্যম্ .....হে পৃথিবি স্যোনত্বাদিগুণযুক্তা ভব। স্যোন-শব্দো বিস্তীর্ণবাচী। যদ্বা স্যোন শব্দঃ সুখবাচী। দয়ানন্দঃ—স্যোনা সুখহেতুঃ।

বস্তুতঃ এই "স্যোনা" শব্দ "সুখায়না" শব্দের অপভ্রংশমাত্র। ইহার প্রকৃতার্থ যেন ইহাই—

হে পৃথিবি ভারত ভূমি! তুমি আমাদিগের সম্বন্ধে সুখায়না বা সুখ জনিকা হও। আমরা যেন তোমাতে উপনিবেশ ভূমি করিয়া এখানে নিষ্কণ্টকে বাস করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে বিস্তীর্ণ বাসস্থান প্রদান কর। তথাহি—

প্র সপ্ত হোতা সনকাং অরোচত মাতুরুপস্থে॥ ১৪। ২৯। ৩ম

এইরূপে সেই সনাতন পিতৃভূমি হইতে সপ্ত হোতা মাতৃভূমি ভারতের ক্রোড় দেশে আসিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা সদলবলে ভারতে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাঁরা কে?

নঃ পূর্ব্বে পিতরো নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসঃ। ২। ২২। ৬ম

নবতী ভূম্যাবিৎ (নবগু—নবগাবঃ নবগ্বাঃ) এই বিপ্র সাতজন আমাদিগের

পূর্ব্ব পিতামহ। ইহাঁদিগের বংশধরগণই বেদে "সপ্ততন্তু" বলিয়া বিবৃত। তথাহি—

যো অগ্নিঃ সপ্ত মানুষঃ শ্রিতোবিশ্বেষু সিন্ধুষু।৮।৩৯।৮ম

যে অগ্নিদেব সাতজন নেতৃসহ সমগ্র সিন্ধুতটে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। তবে কি স্বর্গহইতে ভারতে কেবল সাতজন দেবতাই আসিয়াছিলেন? না তাহা নহে। ইহাঁরা প্রধান ছিলেন মাত্র। ফলতঃ দেবতাদিগের মধ্যে তেত্রিশজন দেবতা দলপতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভারতে আগমন করেন। উক্তঞ্চ—

অগ্নে তান্ গির্ব্বণঃ ত্রয়স্ত্রিংশত মাবহ।২।৪৫।১ম

হে অগ্নে তুমি তেত্রিশজন দেবতাকে ভারতে আনয়ন করিয়াছ।

কিন্তু এই দলপতিগণ সদলবলে বহু কাল ভারতে বসবাসের পর এখান হইতে এগার জন স্বর্গে ও এগার জন অন্তরীক্ষে চলিয়া যান। তাই বেদ বলিতেছেন যে—

যে দেবাসো দিবি একাদশস্থ, পৃথিব্যা মধি একাদশস্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনা একাদশস্থ॥১১।১৩৯।১ম

যে তেত্রিশজন দেবতার মধ্যে একাদশ জন স্বর্গে ও একাদশ জন অন্তরীক্ষে গমন করেন, অবশিষ্ট একাদশ জন এই ভারতেই থাকিয়া যান। তবে সেই একাদশ জন যে কে কে? আমরা তাহা ঠিক বলিতে অসমর্থ। তবে মহর্ষি অগ্নিদেব, ও বৈবস্বত মনুপ্রভৃতি ভারতহইতে আর অন্যত্র গমন করেন নাই। উক্তঞ্চ—

অগ্নিঃ পৃথিব্যাং নেতা সিন্ধুনাং বৃষভঃ।২।৫।৭ম

মহর্ষি অগ্নিদেব ভারতবর্ষে সিন্ধুনদপ্রধান জনপদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তথাহি—

ত্ব মগ্নে মনবে দ্যামবাশয়ঃ, পুরুরবসে, সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।
শ্বাত্রেণ যৎ পিত্রোর্মুচ্যসে, পর্য্যা ত্বা পূর্ব্ব মনয়ন্ আপরং পুনঃ॥৪।৩১।১ম

হে অগ্নে শোভনকর্ম্মা তুমি শোভনকর্ম্মা বৈবস্বত মনু ও বুধতনয় পুরুরবাকে স্বর্গহইতে (দ্যাং—দ্যোঃ) ভারতে আনয়ন কর (অবাশয়ঃ—অবাসয়ঃ—শকারবষং লিপিকরপ্রমাদাৎ) তুমি ইহাঁদিগকে সর্ব্ব প্রথম

আনয়ন কর, পরে অন্যান্য দেবগণকেও আনয়ন করিয়াছ। তুমি তোমার এই কার্য্যদ্বারা পিতৃভূমি স্বর্গ ও মাতৃভূমি ভারতবর্ষের নিকট ঋণমুক্ত হইয়াছ। তোমার পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ উভয়ই শোধ করা হইয়াছে, (ঋণ—ধন;ও ক্ষিপ্র নিঘণ্টু, আমরা মনে করি কর্ম্ম)। তথাহি—

যং মাতরিশ্বা মনবে পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবতঃ ॥২।১২৮।১ম

তত্র সায়ণঃ—ভাঃ—অভাসীৎ ঔচিত্যেন ভূমৌ স্থাপিতবান্।

মহর্ষি বায়ু যে অগ্নি দেবকে সুদূর হইতে ভারতে আনয়ন করেন। তথাহি—

প্রাগ্নয়ে বাচমীরয়, বৃষভায় ক্ষিতীনাম্ স নঃ পর্ষৎ অতি দ্বিষঃ ॥১

সেই অগ্নিদেবকে স্তুতিকর, তিনি পঞ্চক্ষিতির নেতা, তিনিই আমাদিগকে ভীষণ শত্রুহইতে পার করিয়াছেন। তথাহি—

যঃ পরস্যাঃ পরাবত স্তিরোধন্ব অতি রোচতে।

স নঃ পর্ষৎ অতিদ্বিষঃ। ২। ১৮৭। ১০ম

যে অগ্নিদেব আমাদিগকে ভীষণ শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া দূরের দূর স্বর্গ হইতে ধন্ব বা অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া ভারতে আনয়ন করিয়াছেন। তথাহি—

পিতৄন্ পৃথিব্যা মগন্ যজ্ঞঃ। ৬০ ক।৮ অ যজুঃ

যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণু (বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ) পিতৃলোকবাসী দেবগণকে পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। তথাহি—

যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিৎ বিষ্ণু র্মনবে বাধিতায় ॥১৩। ৪৯। ৬ম

দৈত্য ও দানবগণ বাধা প্রদান করিলে বিষ্ণু সেই উপদ্রুত মনুকে লইয়া ভারতে আগমন করেন। তথাহি—

পৃথিব্যাং বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা।

অস্মাৎ অন্নাৎ, অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ ॥ ২৫-২অ যজুঃ।

বামন বিষ্ণু গায়ত্রীচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে পৃথিবী বা ভারতে আগমন করেন। দৈত্য ও দানবগণ দেবতাদিগের অন্ন ও বাসস্থান কাড়িয়া নিয়াছিলেন। বিষ্ণু দেবগণের অন্ন ও বাসস্থানের জন্যই ভারতে আগমন করেন। তাঁহাকে তিনবার ভারতে আনাগোনা করিতে হইয়া ছিল। তথাহি—

বি চক্রমে পৃথিবী যেব এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণু র্মনুষে দশস্যন্।
ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাসঃ উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার ॥৪ ১০০।৭ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্‌......এষ দেবো বিষ্ণুঃ এতাং পৃথিবীং পৃথিব্যাদীন্ ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ ক্ষেত্রায় নিবাসার্থং মনুষে স্তুবতে দেবগণায় দশস্যন্ অসুরেভ্যঃ অপহৃত্য প্রদাস্যন্ বিচক্রমে বিক্রান্তবান্। অস্য চ বিষ্ণোঃ কীরয়ঃ স্তোতারো জনাসো জনাঃ ধ্রুবাসো নিশ্চলা ভবন্তি ঐহিকামুষ্মিকয়োর্লাভেন। স্থিরা ভবন্তি ইত্যর্থঃ। সুজনিমা শোভনানি জনিমানি কীর্ত্তনস্মরণাদিন সুখহেতুভূতানি যস্য, তাদৃশো বিষ্ণুঃ উরুক্ষিতিং বিস্তীর্ণনিবাসং চকার স্তোতৃভ্যঃ করোতি।

সায়ণ মানুষ বিষ্ণুকে স্বয়ং পরমেশ্বর বানাইয়া এই সকল অলীক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ ইহার প্রকৃতার্থ ইহাই—

বিষ্ণুর জন্ম সার্থক, তিনি সুজন্মা—কেননা তিনি উপক্রুত মন্বাদি দেবগণকে (মনুষে মনুকে) বাসস্থানপ্রদানের জন্য এই ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ফলতঃ যাঁহারা বিষ্ণুর স্তোতা,অর্থাৎ বিষ্ণুর শরণ লয়েন,তাঁহাদের ধনসম্পৎ স্থির থাকে। তিনিই উপক্রুত হৃতসর্ব্বস্ব দেবগণের জন্য পৃথিবী বা এই ভারত বর্ষে বিস্তীর্ণ বাসস্থান স্থির করিয়া দেন।

এই স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ প্রথমে ভারতের কোন্ স্থানে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন? পশ্চিম সমুদ্র পার হইলে প্রথমে সপ্তসিন্ধুপ্রধান পঞ্চনদপ্রদেশ সামনে পড়িয়া থাকে। সুতরাং তথায়ই যে আগন্তুকেরা প্রথমে বসবাস করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয়। উক্ত মন্ত্রসমূহও ইহার সমর্থন করিয়া থাকে।

য ঋক্ষাদংহসোমুচৎ যোবৈ আর্য্যাৎ সপ্ত সিন্ধুষু।২৭ ২৪।৮ম

সপ্তসিন্ধুষু তৎকূলেষু ইতি সায়ণঃ।

যিনি উপক্রুত দেবগণকে হিংস্র ভল্লুকদিগের ভয় হইতে মুক্ত করিয়া সপ্ত সিন্ধুপ্রধান পঞ্চনদ প্রদেশে আনয়ন করেন।

অগ্নিঃ পৃথিব্যাং নেতা সিন্ধূনাম্ বৃষভঃ।২।৫।৭ম

অগ্নিঃ ভারতবর্ষে সিন্ধুতটে দেবগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তথাহি—

অগ্নির্ঋষিঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। ২০। ৬৬। ৯ম

অগ্নি পঞ্চনদপ্রতিষ্ঠ দেবপঞ্চকের পুরোহিত বা নেতা। তথাহি—

যঃ পঞ্চচর্ষণীরভি নিষসাদ। দমে দমে কবি গৃহপতি র্যুবা ॥ ২।১৫।৭ম

যে কবি ও যুবা অগ্নিদেব পঞ্চনদ ভূমিতে উপনিবিষ্ট দেবপঞ্চকের গৃহে গৃহে গৃহপতিরূপে বিরাজ করেন।

পঞ্চদেব কেন? চর্ষণীই বা কাহাকে কহে? সর্ব্বাদৌ পঞ্চনদ প্রদেশে সকল দেবতারাই আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতৃগৃহহইতে যে সাতজন বিপ্র নেতৃরূপে আগমন করেন, তাঁহারাও এখানেই ছিলেন। কিন্তু এই সকল মন্ত্রপ্রণয়নের পূর্ব্বে অন্তরীক্ষ বা তুরুস্ক, পারস্য ও অপোগস্থান স্থলে পরিণত ও বাসযোগ্য হইলে; এখান হইতে মাতা মনুর সন্তান রাজা বরুণ (২য় বরুণ—Uranas) ও মহর্ষি ~~মনু~~দেব তথায় যাইয়া (পারস্যে ও ~~অপোগ~~-স্থানে) গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে এখানে পাঁচ জন নেতা অবশিষ্ট থাকেন। তাই মন্ত্রে সেই পঞ্চ জনের সমুল্লেখ হইয়াছে। চর্ষণি শব্দ "কর্ষণি" শব্দের অপ-ভ্রংশ। উহার অর্থ "কৃষক" বা কর্ষণকারী। সে সময়ে পদস্থব্যক্তিমাত্রই পবিত্র কৃষি কার্য্য করিতেন। তথাহি —

অগ্নে আয়ুং ন যং নমসা রাতহব্যাঃ, অঞ্জন্তি সুপ্রয়সং পঞ্চজনাঃ ॥৪।১১।৬ম

হে অগ্নে! নবাগত দেবপঞ্চক হবির্দানদ্বারা অবনতমস্তকে অতিথির ন্যায় তোমার সপর্য্যা করিতেছেন। তথাহি—

যা পৃতনাসু দুষ্টরা, যা বাজেষু শ্রবায্যা।
যা পঞ্চ চর্ষণীরভি, ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে ॥২।৮০।৫ম

যে ইন্দ্র ও অগ্নি সংগ্রামে অজেয়, অন্নদানে অগ্রগামী, যাঁহারা পঞ্চ কৃষককে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, আমরা সেই অগ্নিদেব ও দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করি। তথাহি—

সসর্পরী রভরং তূয়মেভ্যঃ, অধি শ্রবঃ পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু ॥১৬।৫৩।৩ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্ ......সসর্পরীঃ সর্বত্র গন্তপন্থাত্মকত্বেন সর্পণশীলা বাক্ দেবতা, পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু নিষাদপঞ্চমা শ্চত্বারো বর্ণাঃ, তৎসম্বন্ধিনাসু প্রজাসু যং শ্রবঃ অন্নং বিদ্যতে, তৎ এভ্যঃ অস্মভ্যং অধি অধিকং যথা ভবতি তথা তূয়ং ক্ষিপ্রং অভরৎ ভরতু সম্পাদয়তু।

আমরা এই সায়ণ ভাষ্য সমীচীন বলিয়া মনে করি না। মন্ত্রটীও সুখ বোধ নহে; পূর্ব্ব মন্ত্রে "চর্ষাস্য দুহিতা" এরূপ একটী বাক্য আছে, সুতরাং

মনে হয়, এই সসর্পরী (সা সর্পরী) সূর্য্যের কোনও কন্যার নাম। আর "পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিসু, নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারোবর্ণাঃ তৎসম্বন্ধিনীষু প্রজাসু, ইহাও" প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। অপিচ যাস্ক যে "পঞ্চজনাঃ গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি" ইত্যেকে, চত্বারো বর্ণাঃ নিষাদঃ পঞ্চমঃ, ইতি ঔপমন্যবঃ" ৮৫০ পৃ, এই কথা বলিয়াছেন, ইহাও ভ্রষ্ট ব্যাখ্যা।

ফলতঃ যখন পঞ্চনদ ভূভাগে দেবতারা গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন বা তাহার বহু সহস্র বৎসরের মধ্যেও ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রসঙ্গ কোথায়? চাতুর্ব্বর্ণ্য ত ত্রেতাযুগের অবসানসময়ে শ্রীরামচন্দ্রের দুই এক পুরুষ পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত! আর যদি পাঁচটী জাতি লইয়াই "পাঞ্চজন্য" কথার জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সায়ণ বা সায়ণশিষ্য কেন মূর্দ্ধাবসিক্ত বা অম্বষ্ঠকে গ্রহণ না করিয়া অবরজ পারশবকে গ্রহণ করিলেন? ফলতঃ এ "পাঞ্চজন্য" শব্দ স্বর্গাগত দেবপঞ্চকঘটিত। উক্তঞ্চ—

ভুবৎ বিশ্বেষু কাব্যেষু রন্তা, অনু জনান্ যততে পঞ্চ ধীরঃ ॥৩।৯২।৯ম

যাঁহারা সর্ব্বদা নানাবিধ কাব্যের আস্বাদনে সুখবোধ করিয়া থাকেন, সেই পঞ্চধীর আপনাদিগের অনুগত জনদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাকেন। তথাহি—

অমী যে পঞ্চ উক্ষণো মধ্যে তস্থুর্ম্মহোদিবঃ।
দেবত্রানু প্রবাচ্যং।১০।১০৫।১ম

যে পঞ্চ উক্ষা বা প্রধান পাঁচ ব্যক্তি, মহান্ স্বর্গে দেবতা বলিয়া গণ্য ছিলেন, তাঁহারা সকলে।

সুতরাং যাঁহারা স্বর্গের প্রধান দেবতা ছিলেন, তাঁহারা ভারতের বৈশ্য, শূদ্র বা নিষাদ নহেন। তথাহি—

ঋষিং নরৌ অংহসঃ পাঞ্চজন্যং ঋবীসাৎ অত্রিং মুঞ্চথো গণেন।
মিনন্তা দস্যোরশিবস্য মায়াঃ, অনুপূর্ব্বং বৃষণা চোদয়ন্তা ॥৩।১১৭।১ম

হে অভীষ্টদাতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তোমরা সেই দুষ্টচরিত্র দস্যু দৈত্য দানবগণের কপটতা বিনষ্ট করিয়া যে অত্রিঋষিকে শতদ্বারগৃহহইতে মুক্ত করিয়া ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলে, তিনি এই পঞ্চনদস্থ পঞ্চজনের মধ্যে এক জন। তথাহি—

পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু জমদগ্নয়ঃ।১৬.৫৩।৩ম

পঞ্চবদস্থ পঞ্চকৃষকমধ্যে জমদগ্নিপ্রভৃতিছিলেন। অতএব বেশ বোধ হইতেছে যে এই পঞ্চ জন মনু, অত্রি, শযু, জমদগ্নি ও অগ্নি. এই পঞ্চ দেবতা ভিন্ন আর কেহই নহেন। তাঁহারা কৃষক ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে "পঞ্চ চর্ষণীঃ" ও "পঞ্চ কৃষ্টি" বলা হইয়াছে। তথাহি—

যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশা ইন্দ্রে ঘোষা অসৃক্ষত। ৭।৫২।৮

পঞ্চজনবংশপ্রভব লোক সকল ইন্দ্রের জন্য স্তুতিমন্ত্র সকল রচনা করিয়াছিলেন।

পঞ্চনদ ভূভাগে এই প্রথম রচিত মন্ত্র সকলই মহামান্য ঋগ্‌বেদের আদি নিদান। যাহা হউক এই প্রধান দেব-পঞ্চকের ভারতে প্রথম উপনিবেশ ভূমিই যে বর্ত্তমান পঞ্চনদ প্রদেশ, তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। তবে বৈদিক যুগে উহা "পঞ্চক্ষিতি" (পঞ্চজনের বাসস্থান) বলিয়াই কথিত হইত। যথা—

যদিন্দ্র তে চতস্রো যৎ শূর সন্তি তিস্রঃ।

যদ্বা পঞ্চক্ষিতীনাং অবস্তৎ সু ন আভর॥ ২।৩৫।৫ম

হে শূর ইন্দ্র! তুমি যে তিন প্রকার কি চারি প্রকার রক্ষা কার্য্যদ্বারা পঞ্চ-ক্ষিতির লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছ, তদ্দ্বারা আমাদিগকেও রক্ষা কর। তথাহি—

এষাস্যা যুজানা পরাকাৎ, পঞ্চ ক্ষিতীঃ পরি সদ্যোজিগাতি।

অভি পশ্যন্তী বযুনা জনানাং দিবো দুহিতা ভুবনস্য পত্নী॥ ৪।৭৫।৭ম

এই সেই আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিতা জগৎপালনকারিণী স্বর্গদুহিতা উষা-দেবী,ইনি অতি দূরদেশহইতে মনুষ্যদিগের হর্ষভাব দেখিতে দেখিতে পঞ্চ-ক্ষিতির লোকদিগকে সদ্যই জাগরিত করিতেছেন (জিগাতি জাগরয়তি, জাগায়)। তথাহি—

যদিন্দ্র নাহুষীষু আঁ ওজো নৃম্নং চ কৃষ্টিষু।

যদ্বা পঞ্চক্ষিতীনাং দ্যুম্নমাভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা॥ ৭।৪৬।৬ম

হে ইন্দ্র নহুষবংশীয় কৃষকগণের মধ্যে অথবা পঞ্চক্ষিতিবাসীদিগের যে কিছু বল, ধন (নৃম্ন), অন্ন (দ্যুম্ন), যাগযজ্ঞ, যে কিছু শৌর্য্যবীর্য্য আছে, তৎ-সমুদায় আমাদিগকেও প্রদান কর।

সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে যাহা "পঞ্চানাং ক্ষিতিঃ"বা অবস্থান,তাহাই "পঞ্চক্ষিতি" শব্দের বিষয়ীভূত। পরন্তু উহাদ্বারা চারি বর্ণ ও নিষাদ বুঝাইতে পারে না—পঞ্চচর্ষণীর অর্থও পঞ্চকৃষক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই পঞ্চক্ষিতিরই বর্ত্তমান নাম "পঞ্চনদ" বা পাঞ্জাব। সিন্ধু, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা, এই পাঁচটী নদনদীদ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম "পঞ্চনদ"। পাঞ্জাব শব্দও "পঞ্চ অপ্" বা পাঁচটী জলপ্রবাহ ঘটিত বস্তু। কিন্তু পঞ্চক্ষিতি নাম পঞ্চ দেবতার বাসস্থান বলিয়া সমাগত। মূলতান উক্ত পঞ্চক্ষিতির তদানীন্তন প্রধান নগর,উহা "মূলস্থান" শব্দের অপভ্রংশ।

কালক্রমে বংশবৃদ্ধি হইলে ও অন্যান্য নানা কারণে সেই পঞ্চক্ষিতিবাসী ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দেবগণ ক্রমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া নূতন নূতন জন-পদের প্রতিষ্ঠা করিতে ছিলেন। ঋগ্বেদে বিবৃত আছে যে—

প্র পর্ব্বতানামুশতী—উপস্থাৎ অশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে, বিপাট্ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে ॥ ১

যে প্রকার দুইটী ঘোটকী পরস্পর স্পর্দ্ধাকরতঃ মন্দুরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ গরুর ন্যায় শুভ্রবর্ণা পর্ব্বতনিঃসৃতা বিপাশা ও শুতুদ্রী নদী জলের বেগে দ্রুত সাগরাভিমুখে যাইতেছে। তথাহি—

ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে, অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।
সমারাণে উর্ম্মিভিঃ; পিন্বমানে, অন্যা বামন্যামপি এতি শুভ্রে ॥২

হে শুভ্রবর্ণ নদীদ্বয়! তোমরা ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত, তোমরা তাঁহার নিকট ফল কামনাও করিয়া থাক। তোমরা পরস্পর মিলিত হইয়া তরঙ্গ-বিস্তারদ্বারা নানা দেশ বিদেশের মধ্য দিয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছ। বোধ হইতেছে যেন তোমরা দুইটী রাজপথ। তথাহি—

অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাম্ অযাসং, বিপাশমুর্বীং সুভগা মগন্ম।
বৎস মিব মাতরা সং রিহাণে, সমানং যোনি মনু সঞ্চরন্তী ॥৩

এই আমরা মাতৃসমা শুতুদ্রীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই আমরা সুভগা বিশালবপুঃ বিপাশাকে প্রাপ্ত হইলাম। ইহারা বৎসদেহলেহনাভি-লাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় একই সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। তথাহি—

রমধ্বং মে বচসে সোম্যায়, ঋতাবরীরুপ মুহূর্ত্ত মেবৈঃ।

প্র সিন্ধু মচ্ছা বৃহতী মনীষা, অবস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ ॥৫

হে জলশালিনী শুতুদ্রু ও বিপাশা নদি! আমি কুশিকপুত্র, তোমরা আমার কথায় মুহূর্ত্তকালের জন্য সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ কর, অতিবেগে ধাবিত হইও না। আমি মহতী স্তুতিদ্বারা তোমাদের নিকট রক্ষা প্রার্থনায় আহ্বান করিতেছি। তথাহি—

ওষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত, যযৌ বো দূরাৎ অনসা রথেন।

নি ষু নমধ্বং ভবতা সুপারাঃ, অধো অক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ ॥৯

হে ভগিনীস্বরূপ নদীদ্বয়! আমি স্তুতি করিতেছি, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। আমরা অতিদূরদেশহইতে শকট ও রথ লইয়া আসিতেছি। তোমরা শান্তমূর্ত্তি ধারণ কর, আমাদিগকে সুখে পার হইতে দেও। তোমাদের উত্তাল তরঙ্গ যেন আমাদিগের রথচক্রের অক্ষের নিম্ন দিয়া যায়। তথাহি—

অতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ সং, অভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্। ১২।৩৩।৩ম

এই আমরা গোধনাভিলাষী ভরতবংশীয়গণ নদী পার হইলাম। আমরা নদীগণের প্রশান্তভাব দেখিয়া প্রশংসা করিতেছি। তথাহি—

নি ত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।

দৃষদ্বত্যাং মানুষে আপযায়াং, সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥ ৪।২৩।৩ম

হে অগ্নে! যখন আমাদিগের সুদিন ছিল, তখন আমরা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান পিতৃভূমি ইলার পদ বা স্বর্গে তোমাকে স্থাপন করিয়াছি। এইক্ষণ আমরা তোমাকে মনুষ্যালোক এই ভারতবর্ষে দৃষদ্বতী, আপযা ও সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞার্থ স্থাপন করিতেছি। তুমি দীপ্ত হইয়া আমাদিগকে ধনদান কর।

বেশ জানা গেল যে আগন্তুকদিগের মধ্যে একদল লোক একবারে পঞ্জাবহইতে প্রয়াগের অদূরবর্ত্তিনী সরস্বতী তীরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। ভগবান্ মনুও বলিতেছেন যে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।

তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥১৭

দৃষদ্বতী এবং সরস্বতীনামক দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত জন-

পদের নাম "ব্রহ্মাবর্ত্ত" (ব্রহ্মণাং দেবানাম্ আবর্ত্তো বাসস্থানং) ইহা প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন।

সুতরাং যেন জানা যাইতেছে যে স্বর্গভ্রষ্ট ব্রহ্ম বা দেবগণ, পঞ্জাবস্থ দৃষদ্বতী (দিয়ারা) ও সরস্বতী নদীর মধ্যে একটী নূতন জনপদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক আপনাদিগের নামানুসারে উহার নাম "ব্রহ্মাবর্ত্ত" রাখিয়াছিলেন। এই স্থান পঞ্জাবের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে প্রয়াগের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তথাহি—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।

এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥১৯—২অ

উক্ত ব্রহ্মাবর্ত্তের পূর্ব্বহইতে মথুরার (শূরসেন) পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের নাম "ব্রহ্মর্ষিপ্রদেশ"। কেননা ইহা ব্রহ্মর্ষি বা দেবর্ষিগণদ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। এইদেশ কুরুক্ষেত্র, জয়পুর পঞ্চাল ও মথুরা লইয়া পরিগণিত।

বর্ত্তমান দিল্লী ও পাণ্ডবগণের "ইন্দ্রপ্রস্থ" এই জনপদের অন্তর্গত। মনে হয়, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, এই ইন্দ্রপ্রস্থের স্থাপয়িতা। তিনি ও তদনুজ বামন বিষ্ণু এই কুরুক্ষেত্রেই যজ্ঞ করিয়া "শতক্রতু" ও "যজ্ঞ পুরুষ" উপাধিতে সমলঙ্কৃত হয়েন। এখনও দিল্লীর দক্ষিণাংশে পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। ইহার পরই আমরা বেদে গঙ্গা ও যমুনাপ্রভৃতি নদীর সমুল্লেখ দেখিতে পাই।

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি, শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।

অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া, আর্জীকীয়ে শৃণুহি আ সুষোময়া ॥

৫।৭৫।১০ম

অনুবাদ......হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে সরস্বতি! হে পরুষ্ণি নদি! হে শুতুদ্রি! হে অসিক্নী ও বিতস্তা-সঙ্গতে মরুদ্বৃধে ও সুষোমাসঙ্গতে আর্জীকীয়ে নদি! তোমরা আমার সকল স্তুতি শ্রবণ ও গ্রহণ কর। তথাহি—

সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্মিভির্মহোমহীরবসায়ন্ত বক্ষণীঃ।

দেবীরাপো মাতরঃ সূদয়িত্ন্বো ঘৃতবৎপয়োমধুমন্নো অর্চত ॥

৯.৬৪।১০ম

অত্যুত্তুঙ্গতরঙ্গশালিনী সরস্বতী, সরযূ ও সিন্ধুনদ আমাদিগকে রক্ষা

করিতে আগমন করুন। আর মাতৃস্বরূপা এই সরণশীলা দেবী সকল আমাদিগকে তুষার (বরফ) ও মিষ্ট পানীয় জল প্রদান করুন।

এতদ্দ্বারা জানা গেল যে যাযাবর দেবগণ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থল অতিক্রম করিয়া শেষে ক্রমে ক্রমে সরযূ নদীর পুলিনদেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আমরা অথর্ববেদে এইরূপ ঐতিহ্য বিবৃত দেখিতে পাই—

অষ্টা চক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা।

তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥ ৭৪২পৃ ২খ

অযোধ্যা দেবগণের পুরী, উহার চাকলা আটটী, দ্বার নয়টী, তত্রত্য ধনাগার লৌহময় এবং উহা স্বর্গের সভ্যতাভব্যতাসমলঙ্কৃত।

কেন অযোধ্যাকেও দেবপুরী বলা হইল? যেহেতু উহাও তদানীন্তন ভারতাগত দেবগণদ্বারা বিনির্ম্মিত। যদুক্তং রামায়ণে—

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।

নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥৫

অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোকবিশ্রুতা।

মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥ ৬।৫সর্গ বালকাণ্ড

সরযূ নদীর তীরদেশে প্রভূত ধনধান্যবান্ অতি বিস্তৃত আনন্দময় কোশল নামে একটী মহান্ জনপদ আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বলোকপরিজ্ঞাত অযোধ্যা নগরী বিদ্যমান। মানবশ্রেষ্ঠ বৈবস্বত মনু যাহা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথাহি—

যস্য ইক্ষ্বাকুরুপ ব্রতে রেবান্, মরায্যী এধতে দিবীব পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ।৪।৬০।১০ম

স্বর্গবাসী পঞ্চ কৃষকের ন্যায় ধনবান্ শত্রু নিষূদন ইক্ষ্বাকু যে জনপদের রক্ষা করিয়া থাকেন।

এদিকে আমরা ভাগীরথীর তীরদেশে ভারতবিশ্রুতা কাশী নগরী দেখিতে পাই। হিন্দুরা ইহাকে শিবের কাশী বলিয়া থাকেন। কেন? বোধ হয় ভারতাগত আদি ভিষক্, সাহিত্যাচার্য্য মহাযোগী শিব ইহা স্থাপন করিয়াছিলেন, তবে কাশীর শিবলিঙ্গ ও অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিপ্রভৃতির সহিত শিবের কোনও সংস্রবই নাই। কিন্তু বেদে কাশীরাজ "দিবোদাসের" নাম পরিদৃষ্ট হওয়ায় মনে

হয় যে, সেই বৈদিক যুগেই কাশী নগরীর পত্তন হইয়াছিল। তবে বরণা ও অসী নদীর নাম হইতে কাশীর যে "বারাণসী" নাম হইয়াছে, ইহা তান্ত্রিক যুগের বিষয়। কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন—

রুদ্রাস্তো রুদ্রাঃ দিবং পৃথিবীঞ্চ সচন্তে একাদশাসো অপ্সুষদঃ।২৫।

দৈত্যদানবনিপীড়িত দিব্যান্তরীক্ষ (তাতার দেশ) বাসী শিবাদি একাদশ রুদ্র দিব ও ভারতে আগমন করেন।

কিন্তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবঃ, ন আশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ধর্ম্মম্।

আনোভর প্রমগন্দস্য বেদো, নৈচাশাখং মঘবন্ রন্ধয়োনঃ॥১৪।৫৩।১৪

হে মঘবন্ ইন্দ্র! কীকট দেশের গাভী সকল তোমার কি উপকারে আসিবে? তথায় আশিরের জন্য দুগ্ধ দোহিত হয় না, কেহ ধর্ম্মকার্য্যও করে না। অতএব তদ্দেশীয় রাজা প্রগমন্দের ঐ সকল গোধন আমাদিগের জন্য আনয়ন কর। উহারা নীচবংশীয় শূদ্র, উহাদের ধনসম্পৎ আমাদিগের জন্য গ্রহণ কর।

সায়ণ এই কীকটদেশকে অনার্য্যদেশ বলিয়াছেন—"কীকটেষু—অনার্য্য নিবাসেষু, জনপদেষু"—কিন্তু সে কোন্ দেশ? তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। অপি চ তিনি "মগন্দ" শব্দের অর্থ "সুদখোর" করিয়া প্রগমন্দ শব্দে "তৎ-পুত্র" করিয়াছেন। ফলতঃ এ অতি ভীষণ কষ্টকল্পনা। পক্ষান্তরে Weber বলিয়াছেন - ইহা কীকট দেশের রাজার নাম, আমরাও তাহাই সঙ্গত মনে করি। ঋগ্‌বেদের অনুবাদক শ্রীমান্ Wilson বলেন—কীকট দক্ষিণ বিহার বা মগধের নাম। যথা—

"Kikata is usually identified with south Behar, Weber বলেন যে—

In the Riksamhita, where the kikata—the ancient name of the people of Magadha.—Indian Literature P. 70

আমরা এখানে উইলসনের মতই সমীচীন বলিয়া মনে করি। তবে উইলসন ও ওয়েবর, কেহই কোনও প্রমাণদ্বারা স্বমতের সমর্থন করেন নাই।

যাহা হউক আমরা বেদের মধ্যে—ইহা ছাড়া ভারতের আর অন্য কোনও জনপদের নাম দেখিতে পাই না। কেন না তখন গয়ায় পিণ্ডদানের কথা

উদ্ভাবিত হয় নাই, কলিকাতারও জন্ম হইয়াছিল না—কালীঘাটের কালীও তন্ত্রপ্রণেতা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের ভবিষ্যবংশীয়গণের ভবিষ্য হৃদয়কন্দরে বিনিহিত ছিল। তবে তথাপি বঙ্গদেশ যে অতি প্রাচীন, বঙ্গভাষা যে গ্রীক্‌ভাষা হইতেও বর্ষীয়সী, তাহা আবার ৫ম বর্ষীয় মন্দারমালার আশ্বিনের প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে। বঙ্গ, কক্ষীবানের বৈমাত্রের ভ্রাতা। কক্ষীবান্ পারশব বহু বেদমন্ত্রের প্রণেতা, তিনি পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশের তদানীন্তন ভাষা অর্ব্বাচীন নহে।

কেবল বঙ্গদেশ নহে, তৎকালে দক্ষিণাপথেরও বহু স্থল স্থলে পরিণত হইয়াছিল না। ঐ সকল দেশে লোকে অশ্বারোহণে যাতায়াত করিত। যথা—

অশ্বক্রান্তা রথক্রান্তা বিষ্ণুক্রান্তা বসুন্ধরা।

বিষ্ণু আর্য্যাবর্ত্তে আগমন করেন। তজ্জন্য ভারতভূমি সে অংশে "বিষ্ণুক্রান্তা" বিশেষণের বিষয়ীভূত। তখন মহী, বসুন্ধরা, পৃথিবী ও ভূমি শব্দে কেবল ভারতবর্ষই অববোধিত হইত। কেননা তখন অন্য কোনও জনপদ ছিল না। তথাহি—

বিন্ধ্যপর্ব্বত মারভ্য যাবৎ চট্টলদেশতঃ।
রথক্রান্তেতি বিখ্যাতা দেবানামপি দুর্লভা॥

বিন্ধ্যপর্ব্বতহইতে চট্টলদেশপর্য্যন্ত সমগ্র স্থল রথগমনযোগ্য ছিল, তাই এই অংশের ভারত বসুন্ধরার নাম "রথক্রান্তা"। যাহা হউক তখন কলিকাতার জন্ম না হইলেও বঙ্গদেশের যে জন্ম হইয়াছিল, ইহা ধ্রুবই। রামায়ণ মহাভারত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বঙ্গদেশের নাম বিদ্যমান। বর্ত্তমান রামায়ণের বহু অংশ নূতন বাল্মীকির হইলেও বঙ্গদেশের নাম যখন মহাভারতে আছে, তখন ইহা নিতান্ত অর্ব্বাচীন নহে।

যাহা হউক এ সময়ে বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশের উৎপত্তি হইয়াছিল। উহা ত্রিভূমি ভারতের একটী অংশ। আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণাপথ ও পূর্ব্বোপদ্বীপ লইয়া ভারত ত্রিধা বিভক্ত। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ যাইয়া তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাই উহার নাম "ব্রহ্ম" বা "ব্রহ্মদেশ"। উক্ত "ব্রহ্ম" শব্দের বিকারেই "বর্ম্মা" ও "বহ্মম" শব্দ প্রসূত। ব্রহ্মলোক তিনটী—প্রথম ব্রহ্মলোক মেরু বা আলটাই পর্ব্বতের একটী উচ্চ শৃঙ্গ, দ্বিতীয় ব্রহ্মদেশ "বর্ম্মা", তৃতীয় ব্রহ্মদেশ উত্তর কুরু (সত্য বা সত্যলোক) বা উত্তর সাইবিরিয়া।

এখনও ব্রহ্মদেশে "অমরাবতী" নামে নগরী বিদ্যমান। উহা স্বর্গের অমরাবতীর অনুকরণে প্রতিষ্ঠাপিত। তথায় ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদির বহুকাল বসবাসনিবন্ধন উহাও কিয়ৎকালের জন্য "স্বর্গ" বলিয়া গণ্য হয়। যে প্রকার বর্ত্তমান ফ্রাঙ্কইঙ্গজর্ম্মাণযুদ্ধে ফরাশীরা রাজধানী পারি নগর ছাড়িয়া বোর্দ্দোতে নূতন রাজধানী করিয়াছেন, তদ্রূপ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারাও কিয়ৎকালের জন্য বর্ম্মায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আমাদিগের স্বর্গাদি ভারতের উত্তরে, কিন্তু রামচন্দ্র পরশুরামের স্বর্গমার্গসংরোধজন্য মিথিলার পথে পূর্ব্বদিকে বাণ নিক্ষেপ করেন। সুতরাং এক কালে যে বর্ম্মা স্বর্গে পরিণত হইয়াছিল, ইহা ধ্রুবই। ইন্দ্রাদির ভারতাগমনসম্বন্ধে বেদে এই মন্ত্রগুলি দৃষ্ট হয়। যথা—

য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্ব্বশং যদুং।

ইন্দ্রঃ সনো যুবা সখা ॥১।৪৫।৬ম

দূরাৎ ইন্দ্র মনয়ন্ আ সুতেন।

ইন্দ্রোঅবৃণীত বসিষ্ঠান্ ২।৩৩।৭ম

বশিষ্ঠের পুত্রগণ সুদূর স্বর্গহইতে ইন্দ্রকে ভারতে আনয়ন করেন। ইন্দ্রও বশিষ্ঠসন্তানগণকে বরণ করিলেন। তথাহি—

সপ্ত আপো দেবীঃ সুরণা অমৃক্তা যাভিঃ সিন্ধু মতর ইন্দ্র।৮।১০৪।১০ম

হে ইন্দ্র! এই যে অতি শোভমানা অহিংসিতা সপ্ত সিন্ধু বা সপ্ত নদী আছে, তুমি ইহাদিগের সাহায্যে সিন্ধু পার হইয়াছিলে।

এই সিন্ধু শব্দ সিন্ধুনদ কিংবা ভারতের পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী অপর সমুদ্রের অববোধক, তাহা চিন্তনীয়। যাহা হউক এতদ্দ্বারা ইন্দ্র যে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন হয়। তথাহি—

ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সুযবসিনী মনুষে দশস্যা।

ব্যস্তভ্না রোদসী বিষ্ণো এতে, দাধর্থ পৃথিবী মভিতো ময়ূখৈঃ ॥৩।৯৯।৭ম

হে স্বর্গ ও ভারতবর্ষ! মনুষ্যদিগকে দানের জন্য তোমরা অন্নবতী, ধেনুমতী ও উত্তমশস্যশালিনী হইয়া আছ। হে বিষ্ণো তোমারই প্রভাবে (ময়ূখৈঃ) এই উভয় স্থানের এই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথাহি—

অকৃণোঃ পৃথিবীং সন্দৃশে দিবে বঃ।৫।১৩।২ম

ইন্দ্রো দিবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা বিশ্বা বেদ।৫।১১।১০ম

ইন্দ্র পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে স্বর্গের ন্যায় ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন করিয়াছিলেন তিনি ভারতবর্ষকে সর্ব্বতোভাবেই স্বর্গের তুল্য বলিয়া জানিতেন। তথাহি—

আ বো বিবায় সচথায় দৈব্যঃ ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।

বেধা অজিন্বৎ ত্রিষধস্থ আর্য্যং ঋতস্য ভাগে যজমান মা ভজৎ ॥১।১৫৬।১ম

স্বর্গের অতিশয়শোভনকর্ম্মা যে বিষ্ণু শোভনকর্ম্মা ভ্রাতা ইন্দ্রের জন্য তাঁহার সহিত ভারতে আগমন করেন এবং মেরুর শৃঙ্গত্রয়বাসী বেধাঃ বা সুর জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা ভারতের আর্য্যগণকে দেবতাদিগের সমকক্ষভাবে যজ্ঞভাগী করিয়া প্রীত করেন। তথাহি—

ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো, দেব মহিম্নঃ পরমন্ত মাপ।

উদস্তভ্না নাক মৃষ্বং বৃহন্তং, দাধর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যাঃ ॥২।৯৯।৭ম

হে বিষ্ণো! যাহারা জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তন্মধ্যে কেহই তোমার মহিমার অন্ত পায় নাই। তুমি নিজপ্রভাববলে স্বর্গকে দর্শনীয় ও অত্যুচ্চ সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছ, এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশে অবস্থিত হইয়াছ। (দাধর্থ ধারিতবান্ ইতি সায়ণঃ)। তথাহি—কৃষ্ণযজুঃ—

প্রাচ্যাঃ দিশি ত্বমিন্দ্রাসি রাজা। ১৯২পৃ। ৪ খ মহীশূর সংস্ক

হে ইন্দ্র তুমি ভারতের পূর্ব্বদিকের রাজা। তথাহি অমরসিংহঃ—

ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতি নৈর্ঋতো বরুণো মরুৎ।

কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ॥

ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্বপ্রভৃতি দিকের অধিপতি ছিলেন।

এই পূর্ব্ব দিকই বর্ত্তমান বর্ম্মাপ্রভৃতি স্থান, ইন্দ্রের যুদ্ধসখা (কনিষ্ঠ ভ্রাতাও বটে) বিষ্ণু তথায় গমন করেন, সুতরাং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রও যে তথায় গিয়াছিলেন ইহা অনুমিত হয়। কেন না ইন্দ্র ও বিষ্ণু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মার আদেশ মতই সকল কার্য্য করিতেন। বর্ম্মার অমরাবতীও বর্ম্মায় ইন্দ্রগমনের সংসূচনা করে। ফলতঃ স্বর্গভ্রষ্ট সকল দেবতাই ভারতে আগমন করিয়া ইতস্ততঃ বসবাস করেন। বায়ুপুরাণও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা গুহ্যকাশ্চ সরাক্ষসাঃ।

সর্ব্বভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মানুষৈঃ।

স্বর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে দেবা ভুবি নিবাসিনঃ ॥২৮।৩৯অ উ খ

স্বর্গবাসী গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, যক্ষ, রক্ষঃ, গুহ্যক, ভূত, পিশাচ, নাগ, মনুষ্য ও দেবতারা সকলেই এই ভূলোক ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করেন। তাই শাস্ত্রকারগণ ভারতবর্ষকেও স্বর্গ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যদাহ মৎস্যপুরাণম্—

ভূর্লোকো২থ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকো২থ মহর্জনঃ।

তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ভূঃ (ভারতবর্ষ), ভুবঃ (অন্তরীক্ষ), স্বঃ, মহঃ, জন (চীন), তপঃ ও সত্য, এই সাতটী দেবলোক।

কেননা এই সপ্ত ভুবনে স্বর্গের দেবতারা যাইয়া ক্রমে ক্রমে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই জন্য স্বর্গের সেই মূল গীর্ব্বাণবাণী অন্য ছয়টী জনপদে যাইয়া কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া সপ্তভাগে বিভক্ত হয়। উক্তঞ্চ—

অক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ। ২৪। ১৬৪। ১ম

দূরে পারে বাণীং বর্দ্ধয়ন্ত। ৮। ১১। ২য়

একং গর্ভং দধিরে সপ্তবাণীঃ। ৬। ১। ৩য়

ঋষিগণ অক্ষরদ্বারা সপ্তবাণীকে ছন্দোবদ্ধ করেন। সুদূর দেশান্তরে প্রচার দ্বারা ভাষার সংবর্দ্ধন করেন। কালে একই মূল সংস্কৃত ভাষা সাতটী প্রাদেশিক সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়। কেবল ইহাই নহে, বহু দেবতার এই ভারতেই জন্মহেতু দ্যো বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও এই ভারতবর্ষ অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী বা রোদসী শেষে—

দেবপুত্রে (দেবাঃ পুত্রাঃ যয়োস্তে)

বিশেষণের বিষয়ীভূত হয়। তাই ঋষিরা বহু মন্ত্রেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

যে (দ্যাবাপৃথিবী) দেবপুত্রে। ১। ১৫৯। ১ম

ইন্দ্র অধারয়ো রোদসী দেবপুত্রে।

প্রত্নে মাতরা। ৭। ১৭। ৩য়

দেবী দেবস্য রোদসী জনিত্রী। ৮। ৯৭। ৭ম

রোদসী বা দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ স্বর্গ ও ভারতবর্ষ দেবগণের জন্মভূমি ইহারা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মাতৃভূমি। দেবতারা এই উভয় স্থানেই লব্ধজন্মা। তথাহি—অথর্ব্ববেদঃ—

ইন্দ্রজাতো মনুষ্যেষু।

একজন ইন্দ্র এই ভারতবর্ষেই জন্ম গ্রহণ করেন। তবে স্বর্গ পুনরধিকৃত হইলে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনরায় স্বর্গে চলিয়া যান, অন্যান্য দেবগণ ভারতেই বাস করিতে থাকেন। তাই তাঁহারা শাস্ত্রে—

"ভূদেব, ভূসুর ও মহীদেব"

নামে পরিচিত। ভূ ও মহীশব্দ পূর্ব্বে একমাত্র ভারতপর ছিল। কৃষ্ণ যজুও বলিতেছেন যে—

মনুঃ পৃথিব্যাং যজ্ঞিয় মৈচ্ছৎ।

বৈবস্বত মনু এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষে থাকিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মহর্ষি অগ্নিদেবও এই ভারতেই থাকিয়া যান। তাই সকলে তাঁহাকে "ভূস্থানদেবতা" বলিয়া অবগত ছিলেন। এবং তিনি ভারতে থাকিয়াই ব্রহ্মার আদেশে ভারতহইতে ঋগ্‌বেদের মন্ত্র সমাহার করিয়া দেন। তথাহি—

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীম্ অরম্নাৎ।০১। ১৪৯।। ১০ ম

ব্রহ্মার অন্যতম ভ্রাতা সবিতা আপনার যন্ত্রাদিসহ ভারতবর্ষেই সুখে অবস্থান করিয়া ছিলেন।

এইরূপে দেবগণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুকাল ক্ষেপণ করিলে, তাঁহারা "ভারতী প্রজা" বা "ভারতজন" বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাই বেদ বলিয়া গিয়াছেন যে—

"ভারতং জনং"। ১২। ৫৩। ৩ম, ভারতী ভারতীভিঃ ৮।৪।৩ম

ভারতবর্ষ ভারতী প্রজা বা আর্য্যগণদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই সময়েই সহসা পশ্চিম মহাসাগরগর্ভ, তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান স্থলে পরিণত হইয়া মনুষ্যের বাস যোগ্য হইয়াছিল।

ত্রিংশাধ্যায়।

দেবমনুষ্যের অন্তরীক্ষে গমন।

ক্রণহোপারপ্রভৃতি মাননীয় জার্ম্মাণ অধ্যাপকগণ বা অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য মনীষীই এই কথা বলিয়া থাকেন ও বলিয়া আসিতেছেন যে, জগতের মধ্যে "বেবিলোনিয়া" "মেষপটেমিয়া" ও "পণ্টাস"প্রভৃতি স্থানই প্রাচীনতম, এবং উহারাই মানবের আদিজন্মভূমি।তাঁহারা আশিয়ার মধ্যে বয়সে ও জ্ঞানে মাই-নর (Minor) আশিয়া মাইনরকেও সেই প্রাচীনতমত্বের অংশী করিতে প্রয়াস-বান্। কিন্তু যদি তাঁহারা জগতের আদি গ্রন্থ বেদ অধ্যয়ন করিতেন,বা উহা পাঠ করিয়া উহার প্রকৃতার্থ বুঝিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই এইসকল ভিত্তিহীন কথার উদ্গমন করিতেন না। তবে দ্যো ও পৃথিবী (দ্যাবা-পৃথিবী) অর্থাৎ আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়া এবং ভারতবর্ষের পরই যে অন্তরীক্ষ বা তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান প্রাচীন-পদবীভাক্, তাহাতে আর সন্দেহমাত্রই নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে তবে কেন যজুর্ব্বেদপ্রভৃতি প্রামাণ্যগ্রন্থসমূহ এরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন?

দিবি বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত জাগতেন ছন্দসা, অন্তরিক্ষে বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা, পৃথিব্যাং বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা।২৫।২অ

বিষ্ণু জগতীচ্ছন্দে সামগান করিতে করিতে দ্যো (দিব নহে, কেন না তখন দিব জন্মে নাই) বা আদিস্বর্গের এক দেশ তিব্বতের দক্ষিণপশ্চিম কোণে বিশ্রাম গ্রহণ করেন.তৎপর বিষ্ণু ত্রিষ্টুভ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে অন্তরী-ক্ষের একদেশ অপোগস্থানের পূর্ব্ব প্রান্তে দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপ করেন, তৎপর গায়ত্রীচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে পৃথিবী বা ভারতে আসিয়া তৃতীয় পাদবিক্ষেপ করেন। তথাহি কৃষ্ণযজুঃ—

প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত; প্রাচীং দেবাঃ, দক্ষিণাং পিতরঃ, প্রত্যচীং মনুষ্যা, উদীচীং রুদ্রাঃ। ৩৬০পৃ

স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা ও মনুষ্যগণ চারিদিকে যাইয়া প্রাচীনবংশের পত্তন করেন (যেমন ভারতের আর্য্য বা হিন্দুবংশ)। তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ পূর্ব্বদিকে বর্ম্মায় ; পিতৃলোকবাসী বৈবস্বত মন্বাদি দক্ষিণে ভারতবর্ষে এবং মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণ (Uranas) প্রভৃতি পশ্চিমে অন্তরীক্ষে (পারস্যে) এবং রুদ্রগণ উত্তরে ত্রিদিবে (সাইবেরিয়ায়) গমন করেন।

কিন্তু যজুর্ব্বেদের এই উভয় মন্ত্রই ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ এবং ত্রিদিব বা মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক স্বলে পরিণত এবং উহারা দ্যো ও ভারতের লোক সকলদ্বারা উপনিবিষ্ট এবং অধ্যুষিত হইলে পর বিরচিত হয়। এই সকল মন্ত্রপ্রণেতৃগণ যদি জানিতেন যে—জগতে—

দ্যাবাপৃথিবী (দ্যো ও পৃথিবী)—প্রাচীনতম,
অন্তরীক্ষ—বয়সে তৃতীয়,
দিব বা ত্রিদিব—বয়সে চতুর্থ,

তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। ফলতঃ যদি তখনই স্বর্গভ্রষ্ট বরুণাদি মনুষ্যেরা পারস্যাদিতে প্রবেশ করিতেন, তাহা হইলে কেন ঋষিরা

"দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে, দ্যাবাপৃথিবী দেবপুত্রে"

এরূপ কথা মুখেও আনয়ন করিবেন ? কেন ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ (তুরুস্ক পারস্যাদি) ঐ সকল বিশেষণহইতে বঞ্চিত হইবে ? কেন দেবগণের লীলা-ভূমি দিব প্রাচীন বলিয়া বিঘোষিত হইল না ? ফলতঃ অন্তরীক্ষ ও দিব,দ্যো ও ভারত-বর্ষের বহুকাল পরে উৎপন্ন এবং বহুকাল পরে স্বর্গ ও ভারতের লোকদ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। তবে বৃত্রাসুর,বলাসুর এবং পণিরা আর্য্যনামে সংসৃচিত ও ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার পর ভারতহইতে পারস্য ও তুরুস্কাদিতে গমন করেন, আর বরুণ,বায়ু ও মহর্ষি ত্বাতানপ্রভৃতি তৎপূর্ব্বেই ভারতহইতে পারস্য, অপোগস্থান ও তুরুস্কে গমন করিয়াছিলেন। কি প্রকারে ও কেন গমন করেন, তাহা একে একে বিবৃত হইতেছে।

মনুষ্যান্ অন্তরিক্ষ মগন্ যজ্ঞঃ। ৬০। ৮অ যজুঃ।

যজ্ঞ-পুরুষ বিষ্ণু (ভারতহইতে) মাতা মনুর সন্তান বরুণপ্রভৃতি মনুষ্য-গণকে অন্তরীক্ষে লইয়া যান। তথাহি—

প্রতীচীং মনুষ্যাঃ। ৩৬০ পৃ

মনুষ্যেরা ভারতবর্ষহইতে পশ্চিমে পারস্যাদি স্থানে গমন করেন। তথাহি

ত্রিতো বিভর্ত্তি বরুণং সমুদ্রে। ৪। ৯৫। ৯ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—ত্রিতঃ ত্রিষু স্থানেষু বর্ত্তমান ইন্দ্রঃ বরুণং শত্রূণাং নিবারকং এনং সোমং সমুদ্রে অন্তরিক্ষে বিভর্ত্তি, শত্রুবধার্থং ধারয়তি। যদ্বা ত্রিতঃ ত্রিষু স্থানেষু দ্রোণাধবনীয়পূতভৃদাখ্যেষু কলশেষু স্থিতঃ সোমঃ শত্রূণাং নিবারকং ইন্দ্রং দ্যুলোকে বিভর্ত্তি পোষয়তি।

বলা বাহুল্য যে ইহার মতন নিকৃষ্ট ব্যাখ্যা আর হইতে পারে না। ফলতঃ যে ত্রিতনামক দেবতা যমকর্তৃক জঙ্গলহইতে আনীত অশ্বের মুখে লাগাম লাগাইয়া দেন, তিনিই ধাতা মনুর সন্তান দ্বিপদ দ্বিহস্ত বরুণ দেবকে ভারতবর্ষহইতে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষে লইয়া যাইয়া স্থাপন করেন।

কোথায়? গ্রীকদিগের urauas পারস্যের রাজা ছিলেন। উক্ত uranas ও আমাদিগের এই বরুণ একই ব্যক্তি, সুতরাং ত্রিত বরুণকে পারস্যে লইয়া যান—ইহাই প্রকৃত ঐতিহ্য। তথাহি অথর্ববেদঃ—

যো দেবো বরুণোযশ্চ মানুষঃ। ৬০৫ পৃ ১খণ্ড।

যে বরুণদেব কশ্যপাঙ্গজত্ব ও বিত্তাবত্তানিবন্ধন দেবতাও বটেন, আবার ধাতা মনুর সন্তান বলিয়া মনুষ্যও বটেন। পরন্তু—তিনি সোমরস বা ইন্দ্র নহেন। তথাহি—

সমুদ্রো বরুণালয়ঃ।

সমুদ্র বা অন্তরীক্ষ (পারস্য) বরুণের আলয়, পরন্তু মহাসাগর নহে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় পৌরাণিক প্রমাদান্ধ একালের পণ্ডিতগণ বরুণকে সমুদ্রজলের কচ্ছপকুম্ভীর ভাবিয়া তাঁহাকে জলাধিপতি বলিয়া ঠাহরিয়া লইয়াছেন!!! অবশ্য অথর্ববেদ বলিয়াছেন যে—

বরুণো অপামধিপতিঃ। ১১৯ পৃ ১ম খ

বরুণদেব "অপাম্" অধিপতি। কিন্তু অপ্ শব্দে যেমন তরল জল বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ সমুদ্রপ্রধান ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষকেও বুঝাইত (আপঃ—অন্তরীক্ষং ১৯ পৃ নিঘণ্টু)। সুতরাং যাঁহারা প্রকৃতার্থের অনুসরণ করেন নাই, তাঁহারা কেন প্রমাদগ্রস্ত হইবেন না। তথাহি—

সর্ব্বং তৎ রাজা বরুণো বিচষ্টে।
যদন্তরা রোদসী পরস্তাৎ।৬০০ পৃ ঐ

দ্যাবাপৃথিবী বা স্বর্গ (মঙ্গলিয়া, তখন তিব্বত ও তাতার স্থলে পরিণত হয় নাই) ও ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম দিকে যে জনপদ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ বিদ্যমান, রাজা বরুণ তৎসমুদায়ের অধিপতি ছিলেন। তথাহি—

অপ্সু তে রাজন্ বরুণ গৃহো হিরণ্ময়ঃ। ৪৯০।২ণ

হে বরুণ রাজ! অন্তরীক্ষে তোমার যে গৃহ আছে, উহা লৌহময়। তথাহি—

যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবাঃ।
যদন্তি তাঃ, আপোদেবী রিহ মামবন্তু॥ ৪।৪৯।৭ম

অন্তরীক্ষের যে মহান্ জনপদে রাজা বরুণ, অত্রিনন্দন সোম (চন্দ্র) বিশ্বাপ্রভব বিশ্বেদেবগণ এবং মহর্ষি অগ্নিদেব যাইয়া আনন্দিত হইতেন, সেই অপ্ দেবী (অন্তরীক্ষ) আমাকে এখানে রক্ষা করুন। তথাহি—

সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ। ১২।৫৮।৮ম

হে বরুণদেব! তুমি দেবগণের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ। সপ্ত সিন্ধু বা পঞ্চনদ প্রদেশ পর্য্যন্ত তোমার অধিকারভুক্ত ছিল। তথাহি—ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্।

বায়ুমেব তদন্তরিক্ষলোকে আয়াতয়তি। ২৮১ পৃ

সকলে মহর্ষি বায়ুদেবকেও (ভারত হইতে) অন্তরীক্ষ লোকে লইয়া যান। তথাহি—অথর্ব্ববেদঃ—

বায়ুরন্তরিক্ষস্য অধিপতিঃ।৭৭৯ পৃ ১ম খ

মহর্ষি বায়ুদেবও অন্তরীক্ষের অধিপতি ছিলেন। ভগ, বায়ু, বরুণ ও ইন্দ্র সমসাময়িক, বায়ুদেব ইন্দ্রের ভ্রাতা ত্বষ্টার জামাতা, পক্ষান্তরে ত্বষ্টা মনুষ্য বরুণের মাতৃষ্বস্রেয় বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, সুতরাং মনে হয়, বায়ুদেব অন্তরীক্ষের পূর্ব্ব ভাগ অপোগস্থানের আধিপত্য গ্রহণ করেন। তথাহি—ছান্দোগ্যো-পনিষৎ—

বায়ু মন্তরিক্ষাৎ, বায়োর্বৃষ্টিঃ। ৩০০ পৃ মহেশপাল সংস্ক।

ব্রহ্মা বেদমন্ত্রসমাহারের জন্য অন্তরীক্ষের নেতা বায়ুদেবকে আদেশ করেন। তাঁহাহইতে যজুর্ব্বেদের মন্ত্র সকল সমাহৃত হয়। তথাহি—

অধ দ্যুতানঃ পিত্রোঃ সচাসাঽমনুত গুহ্যং চারু পৃশ্নেঃ।
মাতুঃ পদে পরমে অন্তি সৎ গোর্বৃষ্ণঃ শোচিষঃ প্রয়তস্য জিহ্বা॥ ১০।৫।৪ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অধ অথ দ্যুতানো দীপ্যমানঃ পিত্রোর্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সচা সহ মধ্যে ব্যাপ্তঃ সন্ পৃশ্নেঃ গোঃ সম্বন্ধি চারু রমণীয়ং গুহ্যং উধসি নিগূঢ়ং পয়ঃ, আসা স্বকীয়েন আস্যেন অমনুত পানায় অবুধ্যত। উক্ত মেবার্থং বিবৃণোতি মাতুঃ ক্ষীরাদি নির্মাত্র্যা গোঃ পরমে পদে উৎকৃষ্টস্থানে উধোলক্ষণে অস্তি সৎ সমীপে বিদ্যমানং ক্ষীরং বৃষ্ণঃ ফলানাং বর্ষিতুঃ শোচিষো দীপ্তস্য প্রয়তস্য আহবনীয়াদিরূপেণ নিয়তস্য বৈশ্বানরস্য জিহ্বা পাতুং ইচ্ছতি ইতি শেষঃ।

দয়ানন্দভাষ্যম্—অধ অথ দ্যুতানঃ প্রকাশমানঃ পিত্রোর্জনকয়োঃ সচা সত্যেন আসা আস্যেন অমনুত বিজানীত, গুহ্যং গুপ্তং চারু সুন্দরং পৃশ্নেঃ অন্তরিক্ষস্য মধ্যে মাতুর্মাতৃবৎ বর্ত্তমানস্য পদেপ্রাপণীয়ে পরমে উৎকৃষ্টে অন্তি সমীপে সৎ বর্ত্তমানং গোঃ বৃষ্ণো বর্ষকস্য শোচিষঃ প্রকাশমানস্য প্রয়তস্য প্রযত্নং কুর্বতঃ, জিহ্বা বাণী।

রমেশচন্দ্রদত্তানুবাদ—অনন্তর পিতামাতাস্বরূপ (দ্যাবাপৃথিবী) মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া দীপ্তিমান্ (বৈশ্বানর) উধোদেশে নিগূঢ় রক্ষণীয় (দুগ্ধ) মুখের দ্বারা পান করিবার জন্য প্রবোধিত করেন। অভীষ্টবর্ষী দীপ্ত এবং প্রয়ত বৈশ্বানরের জিহ্বা মাতা গাভীর (উধঃ প্রদেশরূপ) উৎকৃষ্টস্থানের সমীপে বিদ্যমান আছে।

এই ভাষ্যদ্বয় ও বঙ্গানুবাদ অতীব কল্পিত। অবশ্য উহাঁরা প্রত্যেক শব্দেরই প্রতিশব্দ বসাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু উহাঁদিগের সে সকল কথা যোড়া দিয়া কি কোন অর্থানুভূতি হইতে পারে? উহাঁরা যে প্রতিশব্দ দিয়াছেন, তাহাও কি সম্বন্ধে ঠিক হইয়াছে? ফলতঃ যিনি নিজে না বুঝিয়াছেন তিনি কি প্রকারে অন্যকে বুঝাইতে সমর্থ হইবেন? ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ। তৎপর "পৃশ্নি" শব্দের অর্থ যে "অন্তরীক্ষ" তাহা এই মন্ত্রের ভাষ্যকার জানিতেন না (পৃশ্নিঃ অন্তরিক্ষং—১।৬৬।৬ম)

দয়ানন্দ পৃশ্নি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ লিখিয়াও ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাববশতঃ উহাকে গগন ভাবিয়া অর্থ লাগাইতে পারেন নাই। দ্যুতান যে একজন ঋষি (১।২।৩।১৮১সূ।১০ম) সে জ্ঞানও ইহাঁদের ছিল না। আর কেন, তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানকে "পৃশ্নি" বলিত, তাহাও ইহাঁরা অবগত ছিলেন না। ফলতঃ কর্বুরবর্ণা গাভীর নাম "পৃশ্নি", পক্ষান্তরে ত্রিঅন্তরীক্ষ বা ত্রিধম (তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান) কচিৎ মরুময়, কচিৎ জলময়, কচিৎ স্থলময় ও অরণ্যময় ছিল বলিয়া বৈদিক কবিরা উহাকে "পৃশ্নি" বলিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ এ পৃশ্নি দুধের গাই নহে। কেন যে বৈশ্বানরকে এ রঙ্গভূমিতে অবতারিত করা হইয়াছিল, তাহাও চিন্তার অতীত পদার্থ। দ্যুতান—Teuton ভিন্ন অন্য জড় পদার্থ নহেন। এই মন্ত্রে তাঁহার ভারতহইতে অন্তরীক্ষে গমনের কথা বলা হইয়াছে। তিনিও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া বহুকাল ভারতে থাকিয়া তবে তুরুষ্কে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রকৃতার্থবাহিনী......দ্যুতানো দ্যুতানো নাম কশ্চিৎ সামবেদজ্ঞ ঋষিঃ, পিত্রোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ সচা সহ আস আসীৎ। পূর্বং স স্বর্গে আসীৎ পশ্চাৎ স্বর্গভ্রষ্টঃ সন্ মাতরি পৃথিব্যাং ভারতবর্ষে আগত্য তস্থৌ। অধ অথ অনন্তরং অন্তরীক্ষে, স্থলে পরিণতে সতি তৎ যদা বাসযোগ্যমভবৎ, তদা স দ্যুতানঃ পৃশ্নেঃ গোমাতুঃ অন্তরীক্ষস্য পরমে পদে উৎকৃষ্ট স্থানে অন্তি (কপোলচলমেতৎ) অন্তে পশ্চিমপ্রান্তভাগে তুরুষ্কদেশে ইতি যাবৎ (পণ্টাস বেবিলোনিয়ামেষপটেমিয়াপ্রভৃতিনগরবহুলে) সৎ বর্ত্তমানং চারু রমণীয়ং গুহ্যং গোপনীয়ং সুরক্ষিতং কিমপি বাসস্থানং অমমৃত অমনিষ্ট মেনে হৃদ্যত্বেন স্বীচকার (পছন্দ করেন) মনোনীতং চকার। অথ স দ্যুতানঃ শোচিষো দীপ্তেঃ দীপ্তিকরস্য তেজস্করস্য ক্ষীরস্য বৃক্ষো বর্ধিত্র্যা গো মাতুঃ প্রবতস্য দুগ্ধং পাতুং প্রবৃত্তস্য প্রবত্নপরস্য বৎসস্য বৎসানামিতি যাবৎ মধ্যে জিহ্বাস্বরূপঃ প্রধান ইতি যাবৎ আসীৎ। স দ্যুতানস্তু সর্বাভ্যঃ প্রজাভ্যো গুণবাহুল্যাৎ শ্রেষ্ঠো বভূব ইত্যর্থঃ।

দ্যুতান-নামক সামবেদজ্ঞ ঋষি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভারতে আসিয়া বাস করেন। সুতরাং তিনি পিতা স্বর্গ ও মাতা পৃথিবীর সহিত পরিচিত। পিতা দ্যো ও মাতা পৃথিবীর সেই দ্যুতান গোমাতা পৃশ্নি অর্থাৎ অন্তরীক্ষের পশ্চিম

প্রান্তে একটী রমণীয় সুরক্ষিত স্থান পছন্দ করিয়া ভারতহইতে তথায় যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত স্থানে যত লোক ছিলেন, তন্মধ্যে দ্যুতান উক্ত গো-মাতার দুগ্ধপায়ী বৎসদিগের জিহ্বাস্বরূপ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি সকল প্রজার মধ্যে প্রধান ছিলেন। তথাহি রুদ্রাঃ পৃথিবীঞ্চ সচন্তে একাদশাসো অপ্সুষদঃ। ২৫ কৃষ্ণযজুঃ।

দৈত্যদানবগণনিপীড়িত রুদ্রগণ ভারতে প্রবেশ করেন ও ভারতহইতে বরুণ, বায়ু ও দ্যুতানপ্রভৃতি একাদশজন দেবতা অন্তরীক্ষে গমন করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তথাহি অথর্ব্ববেদ :—

যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামহা
যে আবিবিশুরুর্ব্ব অন্তরিক্ষং।
যে আক্ষিয়ন্তি পৃথিবী মুত দ্যাং
তেভ্যঃ পিতৃভ্যো নমসা বিধেম॥ ১১৯ পৃ ৪র্থ খণ্ড।

একজন ভারতীয় ঋষি বলিতেছেন যে আমাদিগের যে সকল পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহপ্রভৃতি ভারতহইতে অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষহইতে পুনরায় স্বর্গে গিয়াছেন ও যাঁহারা এখনও ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে অবনতমস্তকে নমস্কার করিতেছি। তথাহি ঋগ্বেদঃ—

তে নব্যং নব্যং তন্তু মাতন্বতে দিবি সমুদ্রে। ৪।১৫৯।১ম

সেই দেবপুত্র দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ আদি স্বর্গ দ্যো ও ভারতবর্ষ, দিব্ (মহঃ, তপঃ, সত্য) ও অন্তরীক্ষে নূতন নূতন তন্তু বা প্রজা সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্তঞ্চ—

যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ পৃথিব্যামধি একাদশ স্থ
অপ্সুক্ষিতো মহিনা একাদশ স্থ।১১।১৩৯।১ম

মহর্ষি অগ্নিদেব স্বর্গহইতে তেত্রিশ জন প্রধান দেবতাকে ভারতে আনয়ন করেন। তন্মধ্যে একাদশ জন,দিব বা দ্যুলোকে(সাইবেরিয়া বা আদি স্বর্গ দ্যোতে কেননা অনেক ঋষি দ্যো ও দিব্ শব্দের প্রয়োগে নিরঙ্কুশ ছিলেন) একাদশ জন আপন মহিমায় অন্তরীক্ষে যান ও এগারজন ভারতবর্ষেই থাকেন। তথাহি—

দিবি অন্যঃ সদনং চক্রে উচ্চা
পৃথিব্যা মন্যঃ অধি অন্তরিক্ষে ॥৪।৪৪।২স

হে সোম ও হে পূষন্! তোমাদিগের মধ্যে তুমি পূষা দ্যুলোকে উচ্চ সদন করিয়াছ, আর সোম বা চন্দ্র পৃথিব্যপরনামা অন্তরীক্ষে সদন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথাহি—

বৈশ্বানরং অপ্সুষদং ৫।১।৩ম।

বৈশ্বানর দেবও অপ বা অন্তরীক্ষে সদ বা গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তথাহি—

বিশ্বে দেবা যে অন্তরীক্ষে যে উপ দ্যাবি ষ্ঠ।১৩।৫২।৬ম

বিশ্বেদেবগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ দ্যো বা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, কেহ কেহ অন্তরীক্ষে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন; তথাহি বায়ুপুরাণম্—

মরুতো মাতরিশ্বানো রুদ্রাদেবা স্তথাশ্বিনৌ।
অনিকেতাস্তরিক্ষাস্তে ভুবর্লোকা দিবৌকসঃ ॥২৯
আদিত্যা ঋভবো বিশ্বে সাধ্যাশ্চ পিতরস্তথা।
ঋষয়ো হ্যঙ্গিরসশ্চৈব ভুবর্লোকং সমাশ্রিতাঃ ॥৩০। ৩৯অঃ, প

মরুদ্গণ, মহর্ষি বায়ুদেব, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যদেবগণ এবং পিতৃলোকবাসী দেবগণের অনেকে ও অঙ্গিরোগণ নিকেতনশূন্য হইয়া ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এখানেও সকলে ইহা মনে করিবেন না যে এই সকল দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট বা গৃহহীন হইয়াই অন্তরীক্ষে প্রবেশ করেন। কেননা তখন অন্তরীক্ষ মহাসাগর গর্ভে শয়িত ছিল। ইহাঁরাও স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়া বহুকাল ভারতে বসবাসের পর তবে অন্তরীক্ষে গমন করেন। তবে তৎকালের আফগানিস্থান (যাহা অন্তরীক্ষের এক দেশ) বেলুর টাগ পর্যান্ত প্রসারিত ছিল। সুতরাং এই সকল দেবতারা বর্ত্তমান তুরস্কাদিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিংবা তাঁহারা সম্ভবতঃ সময়কন্দ, বাহ্লিক ও তুখার প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া থাকিবেন।

ভারতবর্ষ ও স্বর্গহইতে (স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা কেহ ভারতহইতে স্বর্গে

যাইয়া পুনরায় তথা হইতে অন্তরীক্ষে আগমন করেন। অঙ্গিরোগণ তাহার প্রমাণ। সায়ণের ৫৩ পৃ জীবানন্দ দেখ) বরুণ, বায়ু, ত্রিত ও অঙ্গীরঃ প্রভৃতি অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলেন।

এই বরুণ ও বায়ুপ্রভৃতি অন্তরীক্ষের প্রথম ঔপনিবেশিক। ইহার পর ভারতে আর্য্যগণের মধ্যে ভীষণ আত্মকলহ উপস্থিত হইলে, বৃত্র, বল ও পণি প্রভৃতি অসুরগণ ভারতবর্ষহইতে পারস্য ও তুরুস্কে গমন করেন। ইহাঁরা অন্তরীক্ষের দ্বিতীয় ঔপনিবেশিক। তৎপর হেন্দুনামধারী আর একদল অসুরীভূত—আপ্যসন্তান তৃতীয়বার অন্তরীক্ষে প্রবেশ করেন। আমরা ইহার পরই দেবগণের আর্য্যনামগ্রহণের কথা বলিয়া অসুরগণের অন্তরীক্ষ প্রবেশের কথা বলিব।

একত্রিংশাধ্যায়।

দেবগণের আর্য্যনামগ্রহণ।

কি পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ, কি এ দেশের যুবকবৃন্দ, সকলেরই ধারণা, বিশ্বাস এবং স্থির সিদ্ধান্ত ইহাই যে আর্য্যগণই দেশান্তরহইতে ভারতে আগমন করেন। কিন্তু তাহা নহে। "ইন্দ্র আর্য্যগণকে সপ্তসিন্ধুতে প্রেরণ করেন।" ইহা যে সকল মন্ত্রে বিদ্যমান, সেই সকল মন্ত্র ভারতাগত দেবগণের আর্য্যনামগ্রহণের পরে প্রণীত। ফলতঃ ভারতের উত্তরের কোনও জনপদের নামই আর্য্যঘটিত নহে। দেবতারাই ভারতে আগমন করিয়া আদিম নিবাসীদিগের উপর প্রভুত্ববিস্তারপূর্ব্বক আর্য্যনামে সমলঙ্কৃত হয়েন। পাণিনি বলিতেছেন যে—

অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ।

অর্য্য শব্দের অর্থ স্বামী বা বৈশ্য অর্থাৎ প্রভু ও কৃষক। এই অর্য্য শব্দের উত্তরে স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া 'আর্য্য' শব্দ ব্যুৎপাদিত। আগন্তুক দেবগণ আপনাদিগকে আর্য্যনামে সমলঙ্কৃত করিয়া এ দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে

"শূদ্র" নামে অভিহিত করেন। কেননা উহাঁদিগের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তাই অথর্ব্ব বেদে—

উত আর্য্য উত শূদ্রঃ

এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য কালে ব্রাহ্মণেরা আর্য্য শব্দের এইরূপ পরিভাষা রচনা করিয়াছেন—

কর্ত্তব্য মাচরন্ কালে অকর্ত্তব্যং অনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।

যাঁহারা কেবল কর্ত্তব্যকর্ম্ম করেন, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন না, ও প্রকৃত সদাচারণ করিয়া থাকেন,তাঁহাদিগের নামই"আর্য্য"। কিন্তু ইহা অত্যুন্নত যুগের কথা। পরন্তু যখন সমাগত দেবতারা ভারতে বদ্ধমূল হয়েন, তখন তাঁহারা স্বার্থের জন্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার করিতেন না। তাহা হইলে তাঁহারা কি পরের রাজত্ব, ভূমি ও ধনসম্পৎ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিতেন? কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা আর্য্যনাম লইয়া অনার্য্য শূদ্রগণের প্রতি এত অত্যাচার ও অবিচার করিতে ছিলেন যে—একজন সহৃদয় ভারতীয় ঋষি ক্ষুব্ধ হইয়া এই মন্ত্রটী প্রণয়ন করিতে বাধ্য হয়েন।

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্রে উতার্য্যে॥

৫৪০ পৃঃ ৪র্থখণ্ড অথর্ববেদ।

হে আর্য্যভ্রাতৃগণ! তোমরা কেবল দেবতা ও রাজগণের প্রতি প্রিয় ব্যবহার ও অনার্য্যদিগের প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিও না। কি আর্য্য, কি শূদ্র, সকলকেই সমান চক্ষে দেখ।

পাঠক দেখ, এখানে বৈদিক ঋষি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি কোনও জাতির নির্দ্দেশ করেন নাই। কেননা এ সময়ে ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা হইয়া ছিল না। কেবল আগন্তুকেরা 'দেব' বা 'দেবতা', রাজারা 'রাজা' ও আদিমবাসীরা "শূদ্র" বলিয়া সংসূচিত হইতেন। ফলতঃ যদি এদেশে আর্য্যেরা আগমন করিতেন—তাহা হইলে বিবেকশীল ঋষিগণ দ্যাবাপৃথিবীকে—

"আর্য্যপুত্রে"

না বলিয়া কেন "দেবপুত্রে" বিশেষণের বিষয়ীভূত করিবেন? ফলতঃ

দেবতারাই ভারতে আসিয়া অনার্য্যগণের (প্রকৃতপক্ষে পূতচেতাঃ নিরপরাধ আদিমবাসীদিগের) উপর অন্যায় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তবে আপনাদিগকে প্রভু (Lord) বা আর্য্য নামে সংসূচিত করেন। এবং আর্য্য ও অনার্য্যের ভেদ প্রদর্শনের জন্যই তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহা অর্থাৎ এই উপবীত তাঁহাদিগের আর্য্যত্বের অববোধক ছিল। যথা—

পদ্মসূত্রং কৃতে জ্ঞেয়ং ত্রেতায়াং কনকন্তু চ।
দ্বাপরে তাম্রসূত্রঞ্চ কলৌ কার্পাসসম্ভবঃ॥

সত্যযুগে পদ্মজ—ত্রেতায় স্বর্ণসূত্রজ—দ্বাপরে তাম্রসূত্রজ এবং কলিতে কার্পাস সূত্রবিনির্ম্মিত উপবীত গ্রহণ করা হইত।

কিন্তু ইহা নিতান্তই হাতগড়া বচন। কেননা স্বয়ং মনুই ত সত্যযুগে বা অন্ততঃ ত্রেতার শেষে এইরূপ বিধান করিয়াছেন ?—

কার্পাস মুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥ ৪৪।২ অঃ।

ব্রাহ্মণের কার্পাস সূত্রজ, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রজ এবং বৈশ্যের উপবীত মেষলোমজ হইবে।

সুতরাং উক্ত বচন শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ফলতঃ সেই বৈদিক যুগে যখন এদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যখন আর্য্যেরা আপনাদিগকে অনার্য্যগণহইতে পৃথক্ করিবার জন্য উপবীতের ব্যবহার আরম্ভ করেন, খুপসম্ভব তখনই ধনীরা স্বর্ণ সূত্রজ, মধ্যবিত্তেরা তাম্রসূত্রজ এবং দরিদ্রেরা স্থলপদ্মের ছালের সূত্রনির্ম্মিত পৈতা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তন্মধ্যেও দেবতা, পিতৃলোকবাসী ও মনুষ্যদিগের উপবীত ব্যবহারের প্রকারভেদ ছিল। উক্তঞ্চ কৃষ্ণযজুষি—

নিবীতং * মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৄণাং।
উপবীতং দেবানাং উপসব্যতে দেবলক্ষণ মেতৎ।১৪৪ পৃঃ।

অর্থাৎ মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি নিবীত, পিতৃলোকবাসী (যেখানে বিরাটের জন্ম হয়) বৈবস্বত মন্বাদি প্রাচীনাবীত, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও ভারতীয় ভূদেবেরা উপবীত ধারণ করিতেন। মনুও তদীয় সংহিতায় উপবীতের এই প্রকার ভেদের কথা বলিয়াছেন।

এখানেও কৃষ্ণযজুঃ আর্য্যনাম গ্রহণ না করিয়া দেবমনুষ্য ও পিতৃনাম

গ্রহণ করেন। ফলতঃ ভারতাগত দেবতারা ভারতে বদ্ধমূল হইবার বহুকাল পরে এই আর্য্যনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই বৃত্রাসুর আর্য্যনামে পরিচিত হয়েন। পক্ষান্তরে বায়ু ও বরুণাদি আর্য্যনামা ছিলেন। তাঁহারা অন্তরীক্ষে গমন করিলে পর ভারতস্থিত দেবতারা এই আর্য্যনাম গ্রহণ করেন। অতএব এদেশে স্বর্গহইতে দেবতারা আগমন করিয়াছিলেন, পরন্তু আর্য্যগণ নহে। তবে আর্য্যেরা ভূতপূর্ব্ব দেবতা এবং পৃথিবীর সমগ্র আর্য্য-সন্তানগণ ভূতপূর্ব্ব দেববংশপ্রভব বটেন। এমন কি এদেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎ শূদ্রগণ এবং অনুলোমজগণ সকলে ও প্রতিলোমজগণের মধ্যে সূত, মাগধ ও বৈদেহকগণ সকলেই সেই দেবসন্তান।

অন্যে পরে কা কথা? বঙ্গদেশে যে নাগোপাধিক ও "বাসুকি" গোত্রীয় কায়স্থগণ আছেন, তাঁহারাও সর্পাখ্য দেবতা বটেন। ঘোষগণের পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা বৈদ্যকন্যা, কিন্তু মিত্র, বসু ও গুহগণ অদিতিনন্দন মিত্র, ধরাদি অষ্টবসু এবং অগ্নিভূ কার্ত্তিকের অনন্তরবংশ্য, ইহা মনে করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয়। রুদ্র, ইন্দ্র, আদিত্য, সাধ্য, বিষ্ণু ও ব্রহ্মোপাধিক কায়স্থগণও ভূতপূর্ব্ব দেবসন্তান। "শাকসেনা" কায়স্থগণ, বিশুদ্ধ সূর্য্যবংশীয় ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, দাশ, নন্দী, দেব, ধর, কর, ধন্বন্তরিপ্রভৃতি গোত্রীয় সেন ও চন্দ্রপ্রভৃতি উপাধি-ধারী কায়স্থের অনেকেই ভূতপূর্ব্ব বৈশ্যসন্তান এবং সিংহ, বল, পাল ও পালিতেরা ভূতপূর্ব্ব মাহিষ্য (কৈবর্ত্ত নহে) সুতরাং দেবসন্তান। কিন্তু অহো কি দুর্ভাগ্য ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ কাহাকেও শূদ্র ভিন্ন ভদ্র মনে করেন না!!! যাহা হউক দেবতারা এদেশে বদ্ধমূল হইয়া কি প্রকারে আদিমনিবাসী (যাঁহারা আমাদিগের বহুপূর্ব্বে পিতৃভূমিহইতে ভারতে আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন) দিগের গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া, প্রভু বা আর্য্য হইয়াছিলেন, তাহা বলিব ঋগ্বেদের একত্র বিবৃত আছে যে—

তমিৎ চ্যৌত্নৈ রার্য্যন্তি তং কৃতেভিঃ।
চর্ষণয় এষ ইন্দ্রোবরিবস্কৃৎ॥ ৬।১৬।৮ম।

---

* যাহা মালার ন্যায় গলায় লম্বিত হয়, উহা নিবীত; যাহা দক্ষিণ স্কন্ধের উপরে ও বামকক্ষের নিম্ন দিয়া বিলম্বিত, উহা প্রাচীনাবীত এবং যাহা বর্ত্তমান প্রথায় ব্যবহৃত হয়, উহার নাম উপবীত।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—তমিৎ তমেব ইন্দ্রং চ্যৌত্নৈঃ বলকরৈঃ স্তোত্রৈঃ আর্য্যন্তি আর্য্যং অভিজ্ঞং ঈশ্বরং কুর্ব্বন্তি। চর্ষণয়ো মনুষ্যাঃ কৃতেভিঃ কৃতৈঃ কর্ম্মভিশ্চ আর্য্যন্তি এষ এবংগুণক ইন্দ্রো বরিবস্যঃ ধনস্য কর্ত্তা ভবতি স্তোতৄণাং।

দত্তজানুবাদ—সেই ইন্দ্রকেই বলকর স্তোত্রদ্বারা ঈশ্বর করা হয়। মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বর করেন। এই ইন্দ্রই ধনের কর্ত্তা হন।

বেশ জানা গেল যে ভারতের চর্ষণি বা কৃষকগণ (দেবতারা) ইন্দ্রের চ্যৌত্ন ও কার্য্যগুণে তাঁহাকে আর্য্যোপাধিতে সমলঙ্কৃত করেন। চ্যৌত্ন শব্দের প্রকৃতার্থ কি, তাহা কেহ অবগত নহেন। নিঘণ্টু ও যাস্ক এই সকল স্থলে "সুগনং" বলিয়া দোহাই লইয়াছেন। সম্ভবতঃ ভাবে বোধ হয় "চ্যৌত্ন" শব্দের অর্থ (চ্যুৎ+ক্ষরণ বা চ্যুত হওয়া) বলবীর্য্য বা বল, যাহা থাকিলে লোকের ক্ষরণ হয়না।

প্রকৃতার্থ—এই ইন্দ্র ধনবান্, তিনি বলবীর্য্যশালী ও কর্ম্মঠ, এইজন্য প্রজাগণ তাঁহাকে 'আর্য্য' বা 'ঈশ্বর' অর্থাৎ প্রভু (Lord) বলিয়া সংসূচিত করেন। তথাহি—

যস্য শ্বেতা বিচক্ষণা তিস্রো ভূমী রধিক্ষিতঃ।
ত্রিরুত্তরাণি পপ্রতুঃ বরুণস্য ধ্রুবং সদঃ।
স সপ্তানা মিরজ্যতি নভন্তা মন্যকে সমে॥ ৮।৪১।৯ম

যে বরুণের শ্বেতবর্ণ বিচক্ষণ আত্মীয়গণ, ত্রিভূমি ভারতবর্ষে বরুণে হইয়াছেন, সেই প্রভূতপ্রতাপ বরুণের বাসস্থান দৃঢ়ভিত্তিক। তিনি সপ্তসিন্ধুর অধিপতি। তথাহি—

অহং ভূমি মদদাম্ আর্য্যায় অহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।

অহম্ অপো অনয়ং বাবশানাঃ, মম দেবাসো অনু কেত মায়ন্। ৪।২৬।২ম:
আমি ইন্দ্র, আর্য্যকে ভারতবর্ষ দান করিয়াছি, আমি দাতা মনুষ্যদিগকে অর্থ দান করিয়াছি এবং কাময়মান দেবতারা আমার প্রদত্ত বাসস্থান (কেতং) প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাহি—

দস্যূন্ শিম্যূন্ চ পুরুহূত এবৈ হত্বা পৃথিব্যাং শর্বা নিবর্হীৎ।

সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ। ১।১০০।১৮ম:
বহুধা বা পুরুহূত ইন্দ্র সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রাবলী ভারতের অধিমানব সা শিম্যুং

দস্যুদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগের ক্ষেত্রসকল আপনার শ্বেতবর্ণ বন্ধুগণ ও ভ্রাতা সূর্য্যকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, অবরুদ্ধ পানীয় জলও মুক্ত হইয়াছিল। তথাহি—

ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমান মার্য্যং প্রাবৎ আজিষু মনবে শাসৎ অব্রতান্
ত্বচং কৃষ্ণা মরন্ধয়ৎ।৮।১৩০।১ম

ইন্দ্র সংগ্রামে আর্য্য মনুকে রক্ষা করিলেন এবং যজ্ঞহীন আচারভ্রষ্ট কৃষ্ণত্বক্-দিগকে হিংসা বা বধ করিয়া শাসন করিলেন। তথাহি—

স বৃত্রহা ইন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ পুরন্দরো দাসী রৈরয়ৎ বি।
অজনয়ৎ মনবে ক্ষামপশ্চ সত্রা শংসং যজমানস্য তূতোৎ॥৭।২০।২ম

সেই বৃত্রহন্তা শম্বরপুরবিদারী ইন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ দস্যু সেনাগণকে বিনষ্ট ও দুরী-ভূত করিলেন। মনুকে ভারতবর্ষ জয় করিয়া দিলেন এবং মনুর জন্য রুদ্ধ পানীয় জল মুক্ত হইল। তিনি যজমানদিগের যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। তথাহি :—

স হ শ্রুত ইন্দ্রো নাম দেবঃ, ঊর্দ্ধোভুবৎ মনুষে দস্মতমঃ।
অবপ্রিয় মর্শসানস্য সাহ্বান্ শিরোভরৎ দাসস্য স্বধাবান্॥৬ ঐ

সেই বিশ্রুতনামা স্বধাবান্ শত্রু-সংহারসুদক্ষ (দস্মতমঃ) ইন্দ্র যেন প্রিয়তম মনুর জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ধৈর্য্যশালী ইন্দ্র অর্শসান নামক দাসের মস্তক যেন অবনত করিয়াছিলেন। তথাহি :—

ত্বং পিপ্রুং মৃগয়ং শূশুবাংসং ঋজিশ্বনে বৈদথিনায় রন্ধীঃ।
পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা নিবপঃ সহস্রা অৎকং ন পুরো জরিমা বিদর্দঃ।১৩।১৬।৪ম

হে ইন্দ্র! তুমি বিদথিনের পুত্র ঋজিশ্বানের জন্য পিপ্রু, মৃগয় ও শূশুবাংস নামা দলপতিদিগকে ও পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণত্বক্ মনুষ্যকে নিহত করিয়াছ। এবং দুর্দ্দান্ত অৎকনামক কৃষ্ণযোনিকে যেন জরাজীর্ণ পুরীর ন্যায় বিদীর্ণ করিয়াছিলে।

হত্বী দস্যূন্ প্র আর্য্যং বর্ণ মাবৎ।৯।৩৪।৩ম

* [illegible] মন্ত্রের [illegible] মন্ত্রের [illegible] "[illegible]" এবং [illegible] মন্ত্রের [illegible] আমি [illegible] পারিলাম না।

সেই মহান্ ইন্দ্র দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্যজাতিকে রক্ষা করিলেন। তথাহি—

ইন্দ্রো বিশ্বস্য দমিতা বিভীষণো, যথা বশং নয়তি দাসমার্য্যঃ।৬।৩৪।৫ম

এইরূপে বিশ্বের দমনকর্ত্তা ভয়ঙ্কর ইন্দ্র, দাস জাতিকে আর্য্যগণের বশীভূত, করিলেন।

কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতের নিরীহ ও নিরপরাধ আদিমনিবাসী-দিগের প্রতি যে সকল অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাঁহাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিয়াছিলেন ভগবান্ তাহার প্রতিফল ও প্রতিদান দিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। আশ্চর্য্য এই যে, যে আর্য্যেরা পরমার্থতঃ নিজেরাই দস্যুবৃত্তি করিয়া দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেন, তাঁহারাই হইলেন সদাচারী আর্য্য অর্থাৎ পূর্ণ সভ্য, আর যাঁহারা অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে আর্য্য-দিগের গরু ও বাছুর চুরি করিতেন, তাঁহাদের নাম হইল "দস্যু" বা "দাস"।

এই দাস ও দস্যু উভয় শব্দের অর্থ ই "ডাকাত"। কিন্তু সেই নিরীহ লোকেরা যখন নাচারে পড়িয়া প্রবল আর্য্যগণের অধীনতা পাশে বদ্ধ হইলেন তখন সেই "দাস" শব্দ ভৃত্যার্থের অববোধক হইয়া গেল। বৈদ্যবংশাবতংস ক্রমদীশ্বর সূত্র রচনা করিলেন। যে—

দসো ভৃত্যো দাসঃ

তত্র বৈদ্যগয়িচন্দ্রকৃতটীকা—তসু দসু উৎক্ষেপণে ইত্যস্মাৎ দসধাতো ভৃত্যো বাচ্যে ণট্ ভবতি।

দস্ ধাতু ণট্=দাস। অর্থ ভৃত্য। কিন্তু দাস শব্দের মুখ্য অর্থ ছিল দস্যু বা ডাকাত, পরন্তু ভৃত্য নহে।

দ্বাত্রিংশাধ্যায়।

(দেবগণের স্বর্গে প্রতিগমন।)

(Paradise Rigain).

আগন্তুক দেবতা ও মনুষ্যেরা ভারতে বদ্ধমূল হইলে এবং বায়ু, বরুণ, ত্বাষ্ট্র (Teuton) ও রুদ্রপ্রভৃতি দেবমনুষ্যগণ অনেকে ভারত হইতে অন্তরীক্ষে (পারস্য ও তুরুষ্কাদিতে) যাইয়া উপনিবেশস্থাপনপূর্ব্বক গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলে স্বর্গভ্রষ্ট ব্রহ্মাদি দেবগণ পুনরায় স্বর্গাধিকারজন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। উক্তঞ্চ—

প্র ভূর্জয়ো যথা পথা দ্যা মঙ্গিরসো যযুঃ। ৫৩ পৃঃ সামবেদ।

১৭ অঃ ৬৭ যজুঃ। ৮৫পৃঃ, ৪র্থ খণ্ড অথর্ব্ববেদ।

যেমন কৃষ্ণত্বগ্‌দিগের হস্তহইতে ভূঃ বা ভারতবর্ষ আবদ্ধ হইল, অমনি অঙ্গিরঃ প্রভৃতি দেবগণ অন্তরীক্ষ বা আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া (পথা দেবযান পথেন) আদি স্বর্গ ইলাবৃত বর্ষে (দ্যাং) চলিয়া গেলেন (প্রযযুঃ)।

প্র বা এষঃ অস্মাৎ লোকাৎ চ্যবতে যঃ, সুবর্গায় হি লোকায় বিষ্ণুক্রমাঃ ক্রম্যন্তে। ৬১পৃঃ কৃষ্ণযজুঃ।

সুবর্গ অর্থাৎ স্বর্গের পুনরধিকার জন্য বামন বিষ্ণু ভারতবর্ষহইতে প্রস্থানপরায়ণ হইলেন। তথাহি—

স বিরাজং পর্য্যেত। ৬৪পৃ ঐ

তিনি ক্রমে ক্রমে যাইয়া বিরাজ বা বৈরাজ ভবন অর্থাৎ আদি স্বর্গে উপনীত হইলেন। তথাহি—ঋগ্বেদ :—

বি দেবাংসি ইন্দ্রহি বর্দ্ধয় ইলাং।

মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ॥৭।১০।৬ম

হে ইন্দ্র। আমাদিগের ইলাবৃতবর্ষহইতে শত্রুদিগকে দূর করিয়া

দেও, ইহার শ্রীবৃদ্ধি কর। ইহাতে আমরা বীরগণসহ শতবৎসর জীবিত থাকিয়া আনন্দ করিব। তথাহি :—

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্, তে দেবাঃ বিজয়মুপযন্তঃ।৩৩পৃ কৃষ্ণযজুঃ।

তাহাতে দেবতা ও দৈত্যদানবগণের মধ্যে স্বর্গে পুনরায় যুদ্ধ বাধিয়া গেল, দেবগণ জয়লাভ করিলেন। তথাহি—

যজ্ঞস্য বৈ সমৃদ্ধেন দেবাঃ সুবর্গং লোকম্

আয়ন্ যজ্ঞস্য ব্যৃদ্ধেন অসুরান্ পরাভাবয়ন্ ॥৫১ ঐ

দেবতারা যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর প্রভাবে পুনরায় স্বর্গে যাইয়া বিষ্ণুরই বাহুবলে দৈত্যদানবগণকে পরাভূত করিলেন। তথাহি ঋগ্বেদ :—

যেন বৈ ইদং স্বঃ, মরুত্বতা জিত মিন্দ্রেণ।৪।৬৫।৮ম

দেবরাজ ইন্দ্র আপনার আফগানসৈন্য (পৃশ্নিমাতরঃ মরুতঃ) মরুদগণের সহায়তায় পুনরায় স্বর্গাধিকার করিলেন। তথাহি—কৃষ্ণযজুঃ

এতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিঃ

তস্যা এতাবত এব ভ্রাতৃব্যং নির্ভজতি।৩৭৮পৃ ৪র্থ খণ্ড, মহীশূর সং,

ইলাবৃতবর্ষ পৃথিবীর শেষ উত্তর বেদী বা শেষ সীমা (এই সময়ে দিব্ স্থলে পরিণত হইয়াছিল না) দেবতারা এই স্থানহইতে ভ্রাতৃব্য (সহোদর ভিন্ন অন্যপ্রকারের ভ্রাতা Cousin) দৈত্যদানবগণকে নির্ব্বাসিত করেন। (নির্ভজন্তি—নির্ব্বাসয়ন্তি ইতি ভট্টভাস্করঃ) তথাহি—

দেবাসুরা এষু লোকেষু অস্পর্দ্ধন্ত তে দেবাঃ

প্রয়াজৈঃ এভ্যোলোকেভ্যঃ অসুরান্ প্রাণুদন্ত।১৪৮পৃ কৃষ্ণ।

দেবতা ও দৈত্যদানবগণ এই লোকে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন। তৎপর দেবতারা স্বীয় বাহুবলে স্বর্গাদিলোকহইতে ইহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন। (স্বর্গবিতাড়িত এই দৈত্যদানবগণই এখন আমেরিকার Red Indian রেডইণ্ডিয়ান নামের বিষয়ীভূত)। তথাহি—

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্ তে অসুরা

দিগ্‌ভ্য আবাধন্ত, তান্ দেবা ইষ্বা চ

বজ্রেণ চ অপানুদন্ত।১৯৮পৃ ১ম মহীশূর। ১৪৮পৃ বোম্বে

দেবতা ও দৈত্যদানবেরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। দৈত্যদানবেরা চারি-

দিক হইতে দেবগণকে বাধা দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবতারা ইষু ও বজ্র (কামান) প্রহারদ্বারা দৈত্যদানবগণকে দূর করিয়া দিলেন। তথাহি—

এতাবন্তো বৈ দেবলোকাঃ, তেষু এব যথাপূর্ব্বং প্রতিতিষ্ঠতি।

৩৪৯ পৃ ৪র্থ খ মহীশূর। ১৪৮প বোম্বে

এবং স্বর্গ জয় করিয়া দেবতারা পূর্ব্বের ন্যায় উহাতে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তথাহি

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী অধিপতিরাসীৎ ২৩৮ বোম্বে

সেই স্বর্গধামে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী বা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা পূর্ব্ববৎ অধিপতি হইলেন।

মূলে ত স্থানের নির্দ্দেশ দেখা যায় না? হাঁ তা ঠিক, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মা আদি স্বর্গে ছিলেন, সে পর্য্যন্ত তথায় তাঁহারই একাধিপত্য ছিল। উক্তঞ্চ—

পরমেষ্ঠিনো বৈ এষ যজ্ঞঃ অগ্রে আসীৎ। ৫১ পৃ ঐ বোম্বে

এই যজ্ঞ (যজ্ঞোবৈঃ স্বঃ) বা স্বর্গ অর্থাৎ মানবের আদি উৎপত্তিস্থান ইলাবৃতবর্ষ (স্বর্গ) পূর্ব্বে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মারই ছিল। তথাহি ঋগ্বেদ :—

জানন্তি বৃষ্ণো অরুষস্য শেবং উত ব্রধ্নস্য শাসনে রণন্তি।

দিবোরুচঃ সুরুচো রোচমানা ইলা যেষাং গণ্যা মাহিনা গীঃ ॥৩।৭।৫ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—বৃষ্ণঃ কামানাং বর্ষিতুঃ অরুষস্য রুষা হিংসকাঃ, তদ্রহিতস্য, শত্রুরহিতেন রোচমানস্য ইত্যর্থঃ। তথাবিধস্য অগ্নেঃ সম্বন্ধি শেব আগ্নেয়বিষয়ং সুখং জনা জানন্তি। উতাপিচ জানন্তস্তে ব্রধ্নস্য মহতঃ অগ্নেঃ শাসনে আজ্ঞায়াং সর্ব্বে জনাঃ রণন্তি রমন্তে। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ—

অস্য শাসুরুভয়াসঃ সচন্তে হবিষ্মন্ত উশিজো যে চ মর্ত্তাঃ।

অপিচ যেষাং মনুষ্যাণাং আগ্নিবিষয়া মাহিনা মহতা ইলা গীঃ স্তুতিরূপা বাক্ গণ্যা গণনীয়া পূজ্যা তে দিবোরুচঃ দ্যুলোকস্য রোচকাঃ সুরুচঃ শোভনদীপ্তয়ঃ রোচমানাঃ দেদীপ্যমানা ভবন্তি।

দয়ানন্দভাষ্যম্—জানন্তি বৃষ্ণঃ বলিষ্ঠস্য অরুষস্য অশ্বস্য ইব। শেবং সুখং (শেবমিতি সুখনাম (নিঘ ৩।৬) উত অপি চ ব্রধ্নস্য মহতঃ শাসনে শিক্ষায়াং আজ্ঞায়াং বা রণন্তি শব্দায়ন্তে। দিবো রুচঃ বিজ্ঞানপ্রকাশে রুচিকরাঃ,

সুরুচঃ সুপ্রীতিসম্পাদকঃ রোচমানাঃ রুচিমন্তঃ ইলা স্তোতব্যা বাক্, যেষাং গণ্যা সংখ্যাতুং যোগ্যা মাহিনা সৎকর্ত্তব্যা গীঃ বাণী।

দত্তজানুবাদ—লোকে অভীষ্টবর্ষী হিংসারহিত অগ্নির আশ্রয়জনিত সুখ-জ্ঞানে এবং মহৎ অগ্নির আজ্ঞায় রত হয়। যে সকল মনুষ্যের মহৎ স্তুতিরূপ বাক্য গণনীয় হয়, তাঁহারা দ্যুলোকের দীপ্তিকারী ও শোভন দীপ্তিবিশিষ্ট ও দেদীপ্যমান হয়েন।

এই শব্দের অর্থ "অগ্নি", ইহার প্রমাণাভাব। বিশেষতঃ যখন অগ্নি পৃথিবী বা ভারতেই থাকিয়া গেলেন, তখন আবার স্বর্গের ব্যাপারে তাঁহার অবতারণা কেন? ব্রধ্ন শব্দের অর্থ যে মহৎ (নিঘণ্টু তাহাই বলেন) ইহাও আমরা সত্য বলিয়া মনে করি না। ফলতঃ ১৬স্যা১ম মন্ত্র ও এই মন্ত্রের "ব্রধ্ন," সুর--জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা। অথর্ব্ববেদ ৪র্থ খণ্ড ৫৭৬ পৃষ্ঠাতেও এই ব্রধ্ন শব্দ বিদ্যমান। আর অরুষ শব্দের অর্থ অশ্ব হইলেও এখানে উহা হইতে পারে না। আর ইলা শব্দের অর্থও এখানে ইলাবৃতবর্ষ ভিন্ন অন্য কিছু হইবে না। "শেব" শব্দ শিবশব্দের অপভ্রংশ।

প্রকৃতার্থবাহিনী—ইলা ইলাবৃতবাসিনো জনা বৃষ্ণঃ কামানাং বর্ষিতুঃ অভীষ্টদাতুঃ অরুষস্য রুশা ক্রোধঃ তদ্রহিতস্য অক্রোধস্য অতএব প্রশান্তমূর্ত্তেঃ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বজনপ্রিয়স্য ব্রধ্নস্য সুরজ্যেষ্ঠব্রহ্মণঃ শাসনে আজ্ঞাপালনে তদধিকারে বাসে উত অত্যর্থং শেবং শিবং মঙ্গলং সুখমিতি যাবৎ ভবতি ইতি জানন্তি অতঃ তস্য পুনঃশাসনে সর্ব্বে রণন্তি রমন্তে অত্যর্থং হর্ষোৎফুল্লা বভূবুরিতি। ন কেবলং তৎ সর্ব্বে ব্রধ্নস্য শাসনাধীনাঃ সন্তঃ দিবোরুচঃ দিবো দ্যুলোকস্য রুচা শোভয়া উন্নতপ্রতিভয়া রোচমানাঃ দেদীপ্যমানাঃ সন্তঃ সুরুচঃ শোভনরুচয়ঃ অভবন্। যেষামিলাবৃতবাসিনাং দেবানাং গীর্বাণী গীর্বাণবাণী সংস্কৃতভাষা মাহিনা নিজমাহাত্ম্যেন গণ্যা গণনীয়া জগৎপূজ্যা ইতি।

ইলাবৃতবাসী জনসাধারণ ব্রধ্ন বা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার শাসনে কি সুখ, তাহা জানেন। কেন না যখন তিনি পূর্ব্বে ইহার শাস্তা ছিলেন, তখন ইহার শোভা দ্যুলোকের ন্যায় হইয়াছিল। অধিবাসীরাও জ্ঞানে বিজ্ঞানে অভ্যুন্নত হইয়া সুখসৌভাগ্যে ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই পরিচিত ব্রহ্মাকে শাস্তা পাইয়া অতিশয় হর্ষিত হইলেন। যে ইলাবৃতবর্ষের গীর্বাণ-

বাণী বা দৈবী বাক্ সংস্কৃত ভাষা আপনার মোহিনী শক্তিতে (বা মাহাত্ম্যে) জগজ্জনপূজনীয়া হইয়াছে। তথাহি—

তে অবর্দ্ধন্ত স্বতবসো মহিত্বনা আ নাকং তস্থু রুরু চক্রিরে সদঃ।

বিষ্ণু র্যদ্ধাবৎ বৃষণং মদচ্যুতং, বয়ো ন সীদন্ অধি বর্হিষি প্রিয়ে ॥১।৮৫।৭

তত্র সায়ণভাষ্যম্ :—তে মরুতঃ অবর্দ্ধন্ত বৃদ্ধিং গতাঃ কীদৃশাঃ? স্বতবসঃ স্বাশ্রয়বলাঃ, নান্যস্য কস্যচিৎ বল মপেক্ষন্তে। বৃদ্ধিং প্রাপ্যচ মহিত্বনা মহিম্না মহত্ত্বেন নাকং স্বর্গং আতস্থু রাস্থিতবন্তঃ সদঃ সদনং নভোলক্ষণং স্থানং চ স্বকীয় নিবাসায় উরু বিস্তীর্ণং চক্রিরে; যং যেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ যদর্থং বৃষণং কামাভি বর্ষকং মদচ্যুতং মদস্য হর্ষস্য আসেক্তারং যজ্ঞং বিষ্ণুর্যাবৎ বিষ্ণুরেব আগত্য রক্ষতি। হে মরুতো বয়ো ন, পক্ষিণো যথা শীঘ্র মাগচ্ছন্তু, এবং শীঘ্রমাগত্য বর্হিষি অধি অস্মদীয়ে যজ্ঞে প্রিয়ে প্রীতিকরে সীদন্, সীদন্তু উপবিশন্তু।

দয়ানন্দভাষ্যম্—তে মনুষ্যা অবর্দ্ধন্ত বর্দ্ধন্তে স্বতবসঃ স্বং স্বকীয়ং তপোবলং যেষাং তে মহিত্বনা মহিম্না। মহিত্বেন ইতি প্রাপ্তে বা ছন্দসি সর্ব্বে বিধয়ো ভবন্তীতি বিভক্তের্নাদেশঃ। অত্র সায়ণাচার্য্যেণ ব্যত্যয়ো নাভাবঃ কৃতঃ সঃ অশুদ্ধঃ। আ সমন্তাৎ নাকং সুখবিশেষং স্বর্গং তস্থুঃ তিষ্ঠন্তু। উরু বহু চক্রিরে কুর্ব্বন্তি। সদঃ সুখস্থানং, বিষ্ণুঃ শিল্পবিদ্যাব্যাপনশীলঃ, মনুষ্যাঃ, যং যং হ কিল আবং রক্ষণাদিকং কুর্য্যাৎ, বৃষণং অগ্নিজলবর্ষণযুক্তং যানসমূহং মদচ্যুতং যো মদং হর্ষং চ্যোততি তং, বয়ঃ পক্ষী ন ইব, সীদন্ গচ্ছন্ অধি উপরিভাগে বর্হিষি অন্তরিক্ষে প্রিয়ে প্রীতিকরে।

তদন্বয় :—হে মনুষা যথা বিষ্ণুঃ প্রিয়ে বর্হিষি বৃষণম্ অধি সীদন্ বয়োন যং মদচ্যুতং শত্রুনিরোধকং আবং স্বতবসঃ, তে হ মহিত্বনা বর্দ্ধন্তি। যে বিমানাদিযানেন তস্থুঃ উরু সদঃ গচ্ছন্তি আগচ্ছন্তি তে নাকং চক্রিরে।

মোক্ষমূলর :—(শেষার্দ্ধের অনুবাদ) when Vishnu descried the enrapturing soma, the Maruts sat down like birdss on their beloved altar.

আমরা এই সকল ভাষ্য ও অনুবাদের কিছুতেই তৃপ্তি বোধ করিতে পারিলাম না। "তে" কে? তাহা মন্ত্রে নাই, তবে সূক্তসমাহর্ত্তা বলিতেছেন যে এই সূক্তের দেবতা মরুদ্গণ। কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সর্ব্বাংশে ঠিক নহে। ১।৯।১১শ

মন্ত্রে মরুতের গন্ধও নাই, বিষয় সকলও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রস্তু৫ সপ্তম মন্ত্রের "তে" সর্ব্বনাম, মরুদ্‌গণেরও অববোধক হইতে পারে, অঙ্গিরঃপ্রভৃতি অন্যান্য দেবগণেরও অববোধক হওয়া বিচিত্র নহে। অপি চ এ মন্ত্রে যজ্ঞের কোনও কথাই নাই, আছে মাত্র "বর্হিষি" পদ। যজ্ঞ ভিন্ন কি উপবেশনাদিজন্য বর্হির প্রয়োজন হয় না? আর এই মরুদ্‌গণ কি বাতাস? এবং নভঃ ও অন্তরীক্ষ কি গগন? ফলতঃ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা যেন ইহাই—

প্রকৃতার্থবাহিনী—তে অঙ্গিরঃপ্রভৃতয়ঃ স্বর্গপ্রত্যাগতা দেবাঃ স্বতবসঃ স্বতবসা স্বীয়বলেন মহিম্না স্বপ্রভাবেণ চ অবর্দ্ধন্ত বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ শত্রূন্ দূরীকৃত্য স্বর্গাধিকারং কৃতবন্তঃ তেন হেতুনা তে নাকং স্বা মাদিশ্বর্গং আতস্থুঃ আস্থিতবন্তঃ। উক্তঞ্চ—

অঙ্গিরসো স্বাং প্রযযুরিতি (সামবেদঃ ৫৩পৃ)।

স্বর্গে কুত্র অবস্থিতাঃ? তে তত্র উরু বিস্তীর্ণং সদঃ সদনং বাসস্থানং হর্ম্ম্যা-দিকং চক্রিরে কৃতবন্তঃ। বৃষণং অভীষ্টপ্রদং কামনানুরূপং মদচ্যুতং হর্ষকরং যৎ সদঃ সদনং বিষ্ণু রিন্দ্রানুজঃ আবৎ অরক্ষৎ দৈত্যদানবেভ্যা ইতি ভাবঃ (সপ্ত রক্ষন্তি সদ মপ্রমাদং সত্রসদৌ শুক্লযজুঃ)। বয়ো ন পক্ষী ইব, যথা পক্ষী গগনে বহুক্ষণং উড্ডীয়মানঃ সীদন্ ক্লিশ্যন্ আগত্য প্রিয়ে প্রীতিকরে বর্হিষি বৃক্ষশাখায়াম্ অধি বৃক্ষশাখোপরি কুলায়ে বা উপবিশতি, তথৈব তে দেবাঃ স্বর্গভ্রষ্টা বহুকালং যত্র তত্র উষিত্বা ক্লিশ্যমানাঃ সাম্প্রতং প্রিয়ে প্রিয়তমে পিতরি পিতৃভূমৌ স্ববি পুনঃ আতস্থুরিতি।

সেই অঙ্গিরঃপ্রভৃতি দেবগণ স্বীয় বাহুবলে আপন মহিমায় পুনরায় স্বর্গা-ধিকার করিয়া আনন্দে স্ফীতবক্ষাঃ হইয়া পুনরায় স্বর্গে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক বিস্তীর্ণ বাসভবন প্রস্তুত করিলেন। ঐ সকল বাসভবন যেমন ইচ্ছানুরূপ হইল, তেমনই উহাতে বাস করিয়া তাঁহারা বড়ই হর্ষিত হইলেন। স্বয়ং বিষ্ণু ঐ সকল গৃহের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিলেন। ফলতঃ যে প্রকার পক্ষিগণ স্ব স্ব বৃক্ষশাখাদি ছাড়িয়া বহুক্ষণ গগনে সঞ্চরণ-পূর্ব্বক ক্লান্তি হইলে আসিয়া আপন আপন প্রিয়তমবৃক্ষশাখায় বা কুলায়ে উপবেশন করে, তদ্রূপ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারাও বহুকাল ইতস্ততঃ বসবাস করিয়া

আপনাদিগের প্রিয়তম পিতৃভূমি ইলাবৃতবর্ষে প্রত্যাগত ও অবস্থিত হইয়া সুখী হইলেন। তথাহি—

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদতি উক্থ্যং,

যস্মিন্ ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে ॥৫

তস্মৈ ইলাং সুবীরাং আযজামহে সুপ্রতূর্ত্তিং অনেহসম্। ৪।১৪।১ম

যে ইলাবৃতবর্ষ বড় বড় বীরগণে সমলঙ্কৃত, যে অন্যের পরাভবে সমর্থ, অথচ অন্য কেহ যাহার হিংসা করিতে পারে না, যে ইলাবৃতবর্ষে ব্রহ্মণস্পতি অর্থাৎ বেদস্বামী ব্রহ্মা সামমন্ত্রসকল পাঠ করেন, যে ইলাবৃতবর্ষে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা এবং অন্যান্য দেবগণ স্ব স্ব গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আমরা সেই জগদ্বরেণ্য ইলাবৃতবর্ষকে পূজা করি।

প্রশ্ন হইতে পারে যে এখানে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার বাসস্থানের কথা বলা হইল না কেন? তাঁহার জন্ম যে আদিস্বর্গ পুষ্করেই হইয়াছিল, আদিজন্মভূমি মেরুপর্ব্বতশৃঙ্গে তাঁহার বাসস্থান ছিল, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মা স্বর্গ পুনরধিকার করিয়া এখানে দীর্ঘকাল বাস করেন নাই, তিনি এখানহইতে দিবে গমন করেন, এজন্য তাঁহার গৃহনির্ম্মাণের কথা এম মন্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। তাই মন্ত্রান্তরে বলা হইয়াছে যে—

ইলঃ পতির্মঘবা।

মঘবান্ ইন্দ্র ইলা বা ইলাবৃত বর্ষের পতি বা রাজা বটেন। কিন্তু স্বর্গ পুনরধিকৃত হইলে ইন্দ্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাও কিয়ৎকাল এখানে রাজত্ব করেন। শেষে ইন্দ্রের প্রতি ইলার শাসনভার অর্পণ করিয়া তিনি দ্যুলোকে চলিয়া যান। তথাহি—

পরমেষ্ঠিনো বৈ এষ যজ্ঞঃ অগ্রে আসীৎ,

তেন স পরমাং কাষ্ঠাং অগচ্ছৎ। ৫২পৃ কৃষ্ণযজুঃ।

যজ্ঞ অর্থাৎ আদি স্বর্গ পূর্ব্বে পরমেষ্ঠিব্রহ্মার ছিল। পরে তিনি তথাহইতে উত্তর দিকে গমন করেন। তৎপরই ইন্দ্র ইলায় আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিতুঃ চিৎ চক্রুঃ সদনং সমস্মৈ মহি ত্বিষিমৎ সুকৃতো বি হি খ্যন্।

বিষ্কভ্নন্তঃ স্কম্ভনেন জনিত্রী আসীনা ঊর্দ্ধ্বং রভসং বি মিন্বন্ ॥১২।৩১।৩ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্ :—সত্রম্ অনুতিষ্ঠন্তঃ অঙ্গিরসঃ পিত্রে চিৎ পালকায় অস্মৈ ইন্দ্রায় মহি মহৎ ত্বিষীমৎ দীপ্তিমৎ সদনং উত্তমং স্থানং সং চক্রুঃ কথমিতি? তদুচ্যতে যতঃ সুকৃতঃ সমুপার্জিতকর্ম্মাণঃ তে অঙ্গিরসঃ তাদৃশং ইন্দ্রস্য উচিতং স্থানং বিখ্যন্ হি বিশেষেণ অদর্শয়ন খলু,কুতঃ? ইত্যত আহ—আসীনাঃ সত্র মনুতিষ্ঠন্তঃ তে অঙ্গিরসঃ জনিত্রী সর্ব্বস্য জগতো জনয়িত্র্যৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ স্তম্ভনেন স্তম্ভনসাধনেন অন্তরিক্ষেণ বিষ্কভ্নন্তঃ যথা তে রোদস্যৌ অধো ন পততঃ তথা বিষ্টব্ধে কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ রভসং বেগবন্তং তমিন্দ্রং উর্দ্ধং দ্যুলোকে বিমিমন্ হবিঃস্বীকরণার্থং বিশেষেণ আস্থাপয়ন্।

দয়ানন্দভাষ্যম্—পিত্রে পালকায় চিৎ অপি চক্রুঃ কুর্য্যুঃ সদনং স্থানং, সং অস্মৈ মহি মহৎ, ত্বিষীমৎ বহ্ব্যঃ ত্বিষয়ো দীপ্তয়ো বিদ্যন্তে যস্মিন্ তৎ; সুকৃতঃ যে শোভনানি ধর্ম্ম্যাণি কার্য্যাণি কুর্ব্বন্তি তে, বি—হি যতঃ খ্যান্ প্রকাশয়ন্তি, বিষ্কভ্নন্তঃ যে বিশেষেণ স্কভ্নন্তি ধরন্তি তে, স্কম্ভনেন ধারণেন জনিত্রী মাতৃবৎ-সর্ব্বেষাং মহত্ত্বাদীনাং উৎপাদিকা, আসীনাঃ স্থিরাঃ উর্দ্ধং রভসং বেগং বিমিমন্ বিশেষেণ প্রক্ষিপন্তি।

দত্তভাষ্যানুবাদ :—অঙ্গিরগণ পালক ইন্দ্রের জন্য মহৎ দীপ্তিমান্ স্থান সংস্কার করিয়াছিলেন। সুকর্ম্মশালী অঙ্গিরাগণ ইন্দ্রের উপযুক্ত ঐ স্থানটীকে বিশেষরূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞে উপবেশন করিয়া জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভরূপ (অন্তরীক্ষ) দ্বারে স্তম্ভকরত বেগবান্ ইন্দ্রকে দ্যুলোকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

মন্ত্রে অন্তরীক্ষ ও ইন্দ্রের কিংবা অঙ্গিরোগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের কোনও প্রসঙ্গই নাই। পিতার অর্থ পালক নহে, পরন্ত পিতৃভূমি স্বো। অপি চ "রভস" শব্দের অর্থও হঠকারী বা বলপ্রয়োগকারী দৈত্যদানবগণ।

প্রকৃতার্থবাহিনী—বিষ্কভ্নন্তঃ বিশেষেণ ধারয়ন্তঃ স্বর্গস্য পূর্ব্বসমৃদ্ধিং পুনঃ সংস্থাপয়ন্তঃ তে দেবাঃ অঙ্গিরঃপ্রভৃতয়ঃ ইলাবৃতবর্ষস্য শোভাসংবর্দ্ধনকামাঃ সন্তঃ রভসং রভসকারিণং বলাৎকারকারিণং, যো দৈত্যদানবগণো দেবান্ স্বর্গাৎ বলপূর্ব্বকং বিতাড়িতবান্, তং দৈত্যদানবগণং বিমিমন্ ব্যমিমন্ ব্যতাড়য়ন্। তে অস্মৈ পিত্রে অস্মিন্ পিতরি পিতৃলোকে ত্র্যাবি আদিস্বর্গে ইতি যাবৎ। মহি মহৎ ত্বিবিমৎ ত্বিষীমৎ দীপ্তিমৎ সদনং বাসভবনং হর্ম্ম্যাদিকং

চক্রু: চিৎ কৃতবন্ত এব। স্কন্ডনেন ইত্থং ধারণেন পারিপাট্যবিধানাদিনা সর্ব্বে নাগরিকাঃ সুকৃতঃ সুকৃতং ইতি হি নিশ্চিতং বিথ্যন্ ব্যখ্যম্ পরস্পরম্ অকথয়ন্। ইয়ং জনিত্রী জনয়িত্রী ভদ্রা দেবজন্মভূমিঃ উর্দ্ধং অস্মাকং ভারত-বর্ষাৎ উত্তরস্যাং দিশি আসীনাঃ আসীনা উপবিষ্টা বর্তমানা ইতি যাবৎ। যদ্বা ইত্থং স্কন্ডনেন সা জনয়িত্রী দ্যোঃ জগতি সর্ব্বেভ্যো জনপদেভ্যঃ উৎকর্ষেণ উর্দ্ধং আসীনা উপরি সংস্থিতা সা সর্ব্বেভ্যঃ শ্রেষ্ঠা ইতি।

অঙ্গিরঃপ্রভৃতি দেবগণ পিতৃভূমি ইলাবৃতবর্ষের শোভাসংবর্দ্ধনকামনায় তথায় অতি মহৎ অতি দীপ্তিমৎ বাসভবন সকল নির্ম্মাণ করিলেন। সকল উহা উত্তমকার্য্য বলিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন। "এইরূপে পিতৃভূমির সংস্কারসাধন করিলে, উহা জগতে একটী সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া গণ্য হইল। তথাহি—

ত্বামগ্নে প্রথমং আয়ুমায়বে দেবা অকৃণ্বন্ নহুষস্য বিশ্‌পতিম্।

ইলামকৃণ্বন্ মনুষস্য শাসনীং পিতুর্যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে ॥১।৩১।১১

তত্র সায়ণভাষ্যম্ :—হে অগ্নে ত্বাং প্রথমং পুরা দেবাঃ আয়বে আয়োর্মনুষ্য-রূপস্য নহুষস্য এতন্নামকরাজবিশেষস্য আয়ুং মনুষ্যরূপং বিশ্‌পতিং সেনাপতিম্ অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। তথা মনুষ্যস্য মনোঃ ইলাম্ এতান্নামধেয়াং পুত্রীং শাসনীং ধর্ম্মোপদেশকর্ত্রীং অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। তথাচ তৈত্তিরীয়ৈরাম্নায়তে—

"ইড়া বৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিনী আসীৎ" ইতি। তৈঃ ব্রাঃ ১।১।৪

বাজসনেয়িনোঽপি এবম্ আমনন্তি—প্রযাজানুযাজানাং মধ্যে মাম্ অবকল্পয়, ময়া সর্ব্বান্ অবাপ্স্যসি কামান্ ইতি সা মনুঃ অন্বশাসৎ ইতি। যৎ যদা মমকস্য মদীয়স্য হিরণ্যরূপসম্বন্ধিনো যঃ পিতা অঙ্গিরাঃ, তস্য পিতুঃ পুত্রোজায়তে। তদানীং হে অগ্নে ত্বমেব পুত্ররূপ আসীঃ ইতিশেষঃ। আয়বে ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যা ইতি চতুর্থী।

দয়ানন্দভাষ্যম্ :—ত্বাং প্রজাপতিং অগ্নে বিজ্ঞানান্বিত প্রথমং সর্ব্বেষু অগ্রগণ্যারং আয়ুং ন্যায়েন প্রজাং যন্তং গচ্ছন্তং আয়বে বিজ্ঞানায় দেবা বিদ্বাংসঃ অকৃণ্বন কুর্য্যুঃ। নহুষস্য মনুষ্যস্য। নহুষস্য ইত্যত্র সায়ণাচার্য্যেণ—

নহুষনামকরাজবিশেষো গৃহীতঃ তৎ অসৎ।

কর্হিচিৎ নহুষস্য ইদানীন্তনত্বাৎ বেদানাং সনাতনত্বাৎ তস্য গাথা অত্র ন

সম্ভবতি। নিঘণ্টৌ "নহুষস্ত" ইতি মনুষ্যনাম্নঃ প্রসিদ্ধেশ্চ। বিশ্‌পতিং বিশাং প্রজানাং পতিং পালকং সর্ব্বোত্তমং রাজানং ইলাং বেদচতুষ্টয়ীং বাচং অকৃণ্বন্‌ কুর্য্যুঃ। মনুষস্ত মনুষ্যস্ত,অত্র মনধাতোর্বাহুলকাৎ উষন্‌ প্রত্যয়ঃ। শাসনীং শাস্তি সর্ব্বান্‌ বিদ্যাধর্ম্মাচরণশীলান্‌ যথা সত্যনীত্যা তাং। অত্রাপি সায়ণার্য্যেণ মনোঃ পুত্রী গৃহীতা, তদপি অশুদ্ধ মেব। পিতুঃ জনকস্ত সকাশাৎ যৎ যথা (সুপাং সুলুক্‌ ইতি তৃতীয়ৈকবচনস্ত লুক্‌) পুত্রঃ যঃ পিতৃপাবনশীলঃ মমকস্য মাদৃশস্য অত্র বাহুলকাৎ মন্‌ধাতোর্ম্মকন্‌প্রত্যয়ঃ। জায়তে উৎপদ্যতে।

রমানাথসরস্বতী—হে অগ্নে যৎ যদা মমকস্য মদীয়পিতুরঙ্গিরসঃ পিতুঃ পুত্রোজায়তে, ত্বং পুত্ররূপেণ অজায়থাঃ, তদা দেবা আয়বে মনুষ্যায় লোকার্থং আয়ুং মনুষ্যরূপিণং ত্বাং নহুষস্য মনুষ্যস্ত মনুষ্যাণাং বিশ্‌পতিং রাজানং অকৃণ্বন্‌ অকুর্ব্বন্‌। ইলাম্‌ এতন্নামধেয়াং দেবীঞ্চ মনুষস্য মনুষ্যস্য মনুষ্যাণাং শাসনীং উপদেশকর্ত্রীং অকুর্ব্বন্‌।

তদনুবাদ :—হে অগ্নিদেব মদীয় পূর্ব্বপুরুষ অঙ্গিরানামক ঋষির পিতার পুত্ররূপে যখন আপনি জন্মিয়াছিলেন, তখন দেবগণ মনুষ্যরূপী আপনাকে মনুষ্যের হিতার্থ মনুষ্যের রাজা করিয়াছিলেন। এবং ইলানাম্নী দেবীকে মনুষ্যদিগের উপদেশদাত্রী করিয়াছিলেন।

দত্তানুবাদ :—হে অগ্নি! দেবগণ প্রথমে তোমাকে মনুষ্যরূপধারী নহুষের মনুষ্যরূপধারী সেনাপতি করিয়াছিলেন। এবং ইলাকে মনুর ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী করিয়াছিলেন। যখন আমার পিতার পুত্রের জন্ম হয়।

সরলচেতাঃ রমানাথ সরস্বতী স্বীকার করিয়াছেন যে—

"এই সূক্তের অর্থ দুরূহ"

আমরাও এইটী এবং আরও বহুমন্ত্রের দুরূহত্বনিবন্ধন অনেক স্থলেই কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি যুক্তির বাহিরে যাওয়া কাহারও উচিত নহে। দয়ানন্দ সায়ণকে দোষ দিয়াছেন, কিন্তু দয়ানন্দের এত দোষ যে যাস্ক বেশী দোষী, কি তিনি তাতোঽধিক দোষী,তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। দয়ানন্দ, রামায়ণ ও মহাভারতের বংশাবলী পাঠ করিয়া মনে করেন যে নহুষ ইদানীন্তন রাজা ও দেবতারা তদপেক্ষা বহুপ্রাচীনতম। কিন্তু ইহা তাঁহার গরীয়ান্‌ প্রমাদ। পুরূরবার পুত্র আয়ু (উর্ব্বশীগর্ভসম্ভব) আয়ুর পুত্র

নহুষ। পক্ষান্তরে বৈবস্বত মনু, তদ্‌ভ্রাতা বৈবস্বত যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ একই সময়ের লোক ও ইঁহারা এক সঙ্গেই স্বর্গ হইতে ভারতে আগমন করেন। অবশ্য আয়ু ও নহুষের জন্ম ভারবর্ষে হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহারা দেবগণের সমসাময়িক ভিন্ন ইদানীন্তন পদার্থ নহেন। ফলতঃ দেবগণ স্বর্গে গমন করার পর ভারতের শাসনভার কাহার হস্তে ন্যস্ত ছিল, কেন দেবতারা ইহাতে হস্তক্ষেপণ করিলেন, এই মন্ত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। তবে মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি বহু আড়ম্বর করিয়া সামান্য কথা বলিতে যাইয়া মন্ত্রের দুরূহত্ব ঘটাইয়াছেন। আর "পিতা" যে পিতৃভূমি, সায়ণ দয়ানন্দাদির এই সামান্য জ্ঞান না থাকাতে, তাঁহাদিগের ভাষ্য এত অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বেদ যে "সনাতন", ইহাই বা দয়ানন্দকে কে বলিল?

প্রকৃতার্থবাহিনী—হে অগ্নে দেবাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ প্রথমং সর্ব্বাদৌ নহুষস্য নহুষনামরাজবিশেষস্য পিতর মিতি শেষঃ আয়ুং আয়ুনামানং পুরূরবসঃ পুত্রং বিশ্‌পতিং বিশাং প্রজানাং পতিঃ তং রাজানং অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। সর্ব্বাদৌ দেবা আয়ুমেব ভারতবর্ষস্য রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিতবন্তঃ। পরন্তু আয়ুঃ অল্পবয়াঃ ইতি চেত্তোঃ অগ্নে তে দেবাঃ ত্বামেব আয়বে আয়োঃনিমিত্তং অভিভাবকং ইতি শেষঃ অকৃণ্বন্। ইদং কৃত্বাপি তে ন তোষ মাপুঃ। যৎ যস্মাৎ পুত্রঃ পুত্রে পিতুর্জনকস্য মমকস্য মমকং মমত্বং ভারতে যদি আয়ুবৈবস্বতমন্বাদয়ো ভারতশাসনে ন সমর্থা ভবেয়ু রিতি অতঃ ইলাং ইলাবৃতবর্ষং মনুষস্য মনুষ্য-লোকস্য ভারতবর্ষস্য শাসনীং শাস্ত্রীং শাসনকর্ত্রীং অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। ভারত-বর্ষং ইলাবৃতবর্ষস্য শাসনাধীনং চক্রু রিত্যর্থঃ।

যখন দেবতাগণ ভারতে ছিলেন, তখন অযোধ্যার সিংহাসনে বৈবস্বত মনু সমাসীন। পক্ষান্তরে যখন দেবতারা স্বর্গে গমন করেন, তখন চন্দ্রবংশের আয়ু অল্পবয়াঃ (নাবালক) ছিলেন। তজ্জন্য দেবতারা ভারতের তদানীন্তন প্রধান মনুষ্য অগ্নিদেবকে উক্ত আয়ুর জন্য নহুষবংশের রাজা এবং ইলাবৃতবর্ষকে ভারতের শাসনভার প্রদান করেন। কেন? যেহেতু পুত্রের (পুত্রস্থানীয় ভারতবর্ষের) প্রতি পিতার (পিতৃস্থানীয় আদি স্বর্গের) মমত্বই জন্মিবার কথা। তথাহি—

বিশ্বে দেবা যে অন্তরিক্ষে যে উপ দ্যবি ষ্ঠ ।১৩।৫২।৬ম

এইরূপে বহুসংখ্যক দেবতা ভারতহইতে কেহ কেহ অন্তরীক্ষে ও কেহ কেহ বা দ্যো বা ইলাবৃতবর্ষে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তথাহি—

ইলা দেবৈর্ম্মনুষ্যেভিঃ ॥৮।২।৭ম

তাহাতে ইলাবৃতবর্ষ আবার দেবমনুষ্যগণদ্বারা পরিপূর্ণ হইল। তথাহি—

এতে দেবান্ বিভ্রতী ন ব্যথেন্তে ।৮।৫।৪৩ম

দেবতারা এইরূপে স্বর্গ ও ভারতবর্ষে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বর্গ ও ভারতবর্ষ দেবগণকে অক্লেশে ধারণ করিলেন। ভারতস্থিত উশনা এবং স্বর্গগমনোদ্যত ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সহিত এইরূপ কথোপকথন হইতে ছিল।

অধ গন্তা উশনা পৃচ্ছতে বাং, কদর্থা ন আ গৃহং আজগ্মথুঃ।

পরাকাৎ দিবশ্চ গ্মশ্চ মর্ত্ত্যম্ ॥৬।২২।১০ম

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু তোমরা ভারতে মনুষ্যাদিকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া এইক্ষণ স্বর্গে গমন করিতেছ। সেই সুদূরস্বর্গ হইতে (দিব নহে দ্যো) সুদূর অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া (গ্মঃ মধ্যমপৃথিব্যাঃ আফগানিস্থানের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া) এই মর্ত্ত্য-লোক ভারতে আগমনের কি প্রয়োজন ছিল? অহো কেবল পরোপকার সাধনই তোমাদিগের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়।

ভারতে দেবাসুরযুদ্ধ।

মহর্ষি বায়ু, বরুণ ও মহর্ষি ত্ব্যতান (Teuton) অন্তরীক্ষে এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ ভারতহইতে স্বর্গে চলিয়া গেলে, ভারতীয় আর্য্যগণ শুভ বা অশুভক্ষণে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত

করেন। এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি ও নরপূজা আসিয়া তাঁহাদিগকে অস্থিসমেত আস্ত গিলিয়া ফেলে। কিন্তু একদল যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিমান্ লোক, তাঁহাদিগের এই সকল বর্ব্বরোচিত কার্য্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারাই ভারতে অসুর ও বোম্বাই অঞ্চলে পার্শীজাতি বলিয়া পরিজ্ঞাত। পাশ্চাত্য মনীষিগণ, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের শিষ্যানুশিষ্য ভারতীয় যুবকবৃন্দ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, আমরা হিন্দুরা, ইরাণীয়গণ বা পার্শীদিগকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু কল্পনা সাগরের এই ফেন বুদ্বুদের মূলে কোনও সত্যই বিনিহিত নাই। অন্যে পরে কা কথা? সশরীরে বর্ত্তমান একালের অধ্যাপক মিঃ ম্যাকডোনেল সাহেব পর্য্যন্ত তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়া বসিলেন যে –

Considering that the affinity of the oldest form of the Avestan language with the dialect of the Vedas is already so great that by the mere application of phonetic laws, whole Avestan stanzas may be translated word for word into Vedic so as to produce verses correct not only in form but in poetic spirit; considering further, that if we knew the Avestan language at early as a stage as we know the Vedic, the former would necessarily be almost identical with the latter. It is impossible to avoid the conclusion that the Indian branch must have separated from the Iranians only a very short time before the beginning of the Vedic literature and can therefore have hardly entered the North-West of India even as early as 1500 B. C. (P. 12).

আমরা ম্যাকডোনেল মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তপাঠে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলাম। যখন স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ ভারতে প্রবেশ করেন, তখন "ইরাণ" কোথায়? তখন কি আফ্রিকা, আরব, তুরস্ক ও পারস্য, চন্দ্রসূর্য্যের মুখ দেখিয়াছিল? তখন কি কেবল আফগানিস্থানের পূর্ব্বপ্রান্ত স্থলে পরিণত হইয়া পূর্ব্ব, পশ্চিম দক্ষিণ দিকে মহাসাগরের চলোর্ম্মিদ্বারা পুনঃপুনঃ আহত হইতে ছিল না?

তখন অন্তরীক্ষ বা তুরুস্ক, পারস্য ও অন্যান্য স্থান সাগরগর্ভ হইতে মাথা তোলা দিলে কি, ঋষিরা কেবল দ্যাবাপৃথিবীকে অর্থাৎ স্বর্গ ও ভারতবর্ষকেই "প্রত্নে মাতরা" ও "দেবপুত্রে" এই অনন্যসাধারণ বিশেষণের বিষয়ীভূত করিতেন? তাঁহারা কি ইহা বলিতে অবসর পাইতেন যে—

মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে বরিষ্ঠে। ১।১৫৬।৪ মঃ।
দেবী দেবপুত্রে। ২ঐ।
ঈলে দ্যাবাপৃথিবী পূর্ব্বচিত্তয়ে। ১।১১২।১ মঃ।
উভে রোদসী চর্ষণীনাং দেবী জনিত্রী।
অজীজনৎ। ১।১৩৪।১০ মঃ।

কেন তাঁহারা অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোককে পরিহার করিয়াছিলেন? কেন তাঁহারা ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষকে (তুরুস্কাদিকে) "জ্যেষ্ঠ","পূর্ব্বনিকেতন" বা "দেবপুত্রে" বিশেষণে সমলঙ্কৃত করিলেন না? যেহেতু তখন একমাত্র "সুরবর্ম" (আফগানিস্থানের পূর্ব্বভাগ, যাহা একটী সুদীর্ঘ অন্তরীপ ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা) ভিন্ন অন্তরীক্ষের আর কোনও অবয়বেরই পূর্ত্তি বা স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল না। ফলতঃ ভারতীয় পণ্ডিতগণের প্রমাদাভ্রান্তদুষ্টভাষ্য ও যাস্কের ব্যাহত নির্ব্বচন পাঠ করিয়া অশেষশেমুষীসম্পন্ন ইউরোপীয়গণও বেদের প্রকৃতার্থবোধে সমর্থ হয়েন নাই। সমর্থ হইলে তাঁহারাও আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া এককণ্ঠে সমস্বরে বলিতেন যে পার্শী বা অসুরেরা ভারত হইতে ইরাণ ও তুরুস্কে গিয়াছিলেন, পরন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ উহাঁদিগকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন না। জেন্দভাষা বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার ন্যায় সংস্কৃতের বিকারপ্রভব, সুতরাং সেই জেন্দভাষায় জেন্দা-বস্তা প্রণয়নের অন্যূন পৌনে দুই লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেই যে ভারতীয় ঋষিরা ভারতে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের মন্ত্র সকল রচনা করেন, তাহা ম্যাকডোনেলপ্রভৃতি পাশ্চাত্যগণের চিন্তারও সম্পূর্ণ অনধিগম্য বটে। ফলতঃ পার্শীগণ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান; তাঁহাদিগের ও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া এই ভারতেই আসিয়া বসবাস করেন। তৎপর আত্মকলহবশতঃ তাঁহারা পরা-ভূত হইয়া এই ভারতহইতে পারস্যাদিতে পলায়ন করেন। তাঁহাদিগের এই "অসুর" নাম, এই ভারতেই সংঘটিত হয়। আমরা, দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং

আর্য্য, তাঁহারাও সেই দেবতা, ব্রাহ্মণ ও আর্য্য ছিলেন। তাঁহারা ভারতে আসিবার বহুকাল পরে ভারতহইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য লইয়া তথায় প্রবেশ করেন। তবে ভাষার বিকারে তাঁহারা বলিতেন মাত্র—

ব্রাহ্মণকে——বর্ম্মন্,
ক্ষত্রিয়কে——চত্রী,
বৈশ্যকে——বাণ,
শূদ্রকে——শুদ বা শুদিন।

শুনিতে পাই তাঁহারা এখন আর জাতি মানেন না। কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের নরনারীগণ কটিদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্নি (আতস পরস্ত) ও সূর্য্যের উপাসনা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত আছে। তবে পৌরাণিকগণ ভাষ্যকারগণ এবং কোষকারগণ এই 'অসুর' শব্দের বহু বিকৃতার্থ ঘটাইয়াছেন। বৈদিক ঋষিরাও যে কেহ কেহ এ দোষে দোষী না ছিলেন, এরূপও নহে। 'অমর' বলিতেছেন যে—

অসুরা দৈত্যদৈতেয়দনুজেন্দ্রারিদানবাঃ।
শুক্রশিষ্যা দিতিসুতাঃ পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ॥

অসুর, দৈত্য, দৈতেয়, দনুজ, ইন্দ্রারি, দানব, শুক্র-শিষ্য, দিতিসুত, পূর্ব্বদেব ও সুরদ্বিট্, এই দশটী শব্দ একার্থক, কিন্তু পরমার্থতঃ অমরের এই নির্দ্দেশ, সর্ব্বাংশে সত্য নহে। কেন?

যেহেতু, দিতির পুত্রেরাই দৈত্য, দৈতেয় ও দিতিসুত। কিন্তু ইঁহারা কেহই "দানব" নহেন। কেননা যাঁহারা দনুর সন্তান, তাঁহারাই দনুজ এবং দানবপদবাচ্য বটেন।*

আবার দৈত্য ও দানবেরা অসুরদিগের ন্যায় ইন্দ্রারি ও সুরদ্বিট্ বটেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই অসুর নহেন। তাঁহারা অবশ্যই "শুক্র-শিষ্য" বটেন,

* বৈশ্যগণ আগরা প্রভৃতি অঞ্চলে "বাণে" শব্দে পরিচিত, ময়মনসিংহের "বাণুয়া" কায়স্থগণ এক বাণে বা বৈশ্য বটেন।

পক্ষান্তরে অসুরগণ শুক্রশিষ্য ছিলেন না। তবে কি অসুর, কি দৈত্য, কি দানব, ইহারা সকলেই সুরদ্বিট্ ও সকলেই "পূর্ব্বদেব"।

যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুষো দিবি অধ্যাসতে।

৪০৯ পৃঃ ৫ম খঃ মহীশূর কৃষ্ণযজুঃ।

যে দেবতারা স্বর্গবাসী, অথচ যজ্ঞদ্বেষ্টা ও যজ্ঞের দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেন, তাঁহারাই পূর্বদেব, দৈত্য ও দানব।

অবশ্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও সায়ণাদি ইঁহাদিগকেও 'অসুর' বলিয়াছেন, কেননা ইঁহারাও সুরবিরোধী (ন সুরঃ)। কিন্তু বেদের কোন স্থানে ইহা নাই যে দেবতারা 'সুর'। ফলতঃ যখন ভারতবর্ষে দেবতাদিগের মধ্যে পানভোজন ও উপাসনা লইয়া মতদ্বৈধ ও সংঘর্ষ ঘটিল, তখনই একদল দেবতা সুরাপায়ী আনাদিগকে সুর বা মাতাল বলিয়া গালি দিলেন। উক্তঞ্চ রামায়ণে—

সুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ সুরাখ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।

(এ বচন বর্ত্তমান রামায়ণে নাই, রঘুনাথের অমরটীকায় আছে)। তখন দেবভক্ত দেবপূজক বা নরোপাসক মাংসাশী সুর দেবগণ, হবিষ্যাশী ও অন্নপায়ী দেবতাদিগকে "অসুর" বলিয়া গালি দিলেন। এ "অসুর" শব্দ গালিবাচক হইল কেন? ইহা পরমার্থতঃ গালিবাচক নহে। বেদের বহুস্থলেই বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্রাদি দেবগণও এই সম্ভ্রমসূচক অসুর শব্দে বিশেষিত হইয়াছেন। যথা—

ত্বং রাজা ইন্দ্র নৄন্ পাহি অসুর ত্বং। ১।১৭৪।১মঃ।

ত্বং বিশ্বেষাং বরুণ অসি রাজা অসুর। ১০।২৭।২ মঃ।

পিতা যজ্ঞানাং অসুরো বিপশ্চিতাং অগ্নিঃ। ৪।৩।৩ মঃ।

হে অসুর ইন্দ্র! তুমি রাজা, তুমি মনুষ্যদিগকে রক্ষা কর। হে বরুণ! তুমি সকলের রাজা, তুমি অসুর। অগ্নি যজ্ঞসমূহের পালক ও পণ্ডিতদিগের মধ্যে অসুর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম। কেন?

অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইতি অসুরঃ।

যিনি সকলের প্রাণদান করেন, তাঁহারই নাম "অসুর"। পার্শী বা অসুরেরা তাঁহাদিগের আরাধ্য বরুণকে এই অর্থেই "অসুর" বলিতেন। পরিশেষেও

উহা তাঁহাদিগের আরাধ্য ভগবান্ হইলেন। এই অসুরো মহান্" শব্দই জেন্দ ভাষায়—

"অহুরো মজদা"

আকার ধারণ করিয়াছি। আমরাও বাঙ্গালা ভাষায় উক্ত মহান্ বা মহৎকে "মস্ত" করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মোক্ষ মূলর বলিয়াছেন যে—সংস্কৃত "মেধ্য" শব্দ হইতে মজ্দা শব্দ ব্যুৎপাদিত।

যাহা হউক আমরা উক্ত অসুরের সেবক বৃত্রাদি দেবগণকে "অসুর" বলিয়া ডাকিয়া "সুর" গালির প্রতিশোধ করিলাম। শেষে এমন একদিনও আসিল যে—বৃত্রাদির নিহন্তা অসুর ইন্দ্রও শেষে—

"অসুরঘ্নঃ" (অসুরং হন্তীতি)।

হইয়া পড়িলেন। যথা—ইন্দ্র। অসুরঘ্নঃ। ৪।২২।৬ মঃ।

এইরূপে দেবভক্ত দেবতারা "সুর" ও দেববিরোধী অসুরভক্ত দেবতারা "অসুর" নামের বিষয়ীভূত হইয়া গেলেন। কিন্তু ইহা উচিত হইয়াছিল না। কেবল ইহাই নহে, কেবল যে অসুর শব্দের ব্যভিচার ঘটিয়াছিল, তাহাও নহে, বহু বৈদিক ঋষি বৃত্র প্রভৃতিকে দানু বা দানব বলিয়াও ভ্রমের পরিধি আরও বিস্তৃত করিয়া দিলেন। যথা—

বৃত্রম্ অবাভিনৎ দানুং। ১৮।১১।২ মঃ।

তত্র সায়ণঃ—দানুং দনোঃ পুত্রং বৃত্রং।

দানুং আতিরঃ। ৭।৩০।৪ মঃ।

তত্র সায়ণ :—দানুং দনোঃ পুত্রং বৃত্রং আতিরঃ।

শসন্তং দানবং হন্। ৪।২৯।৫ মঃ।

সায়ণঃ—দানবং দনোঃ পুত্রং বৃত্রং।

কিন্তু বলা বাহুল্য যে বৃত্র দনু বা দিতির ভগিনী দনায়ুর পুত্র ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, তদীয় মহাভারতের আদিপর্ব্বে বলিতেছেন যে—

চত্বারিংশৎ দনোঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্ব্বত্র ভারত। ২১

তেষাং প্রথমজো রাজা বিপ্রচিত্তি র্মহাযশাঃ।

শম্বরো নমুচিশ্চৈব পুলোমা চেতি বিশ্রুতঃ॥ ২২

অসিলোমা চ কেশী চ দুর্জয়শ্চৈব দানবঃ।
অয়ঃশিরাঃ অশ্বশিরাঃ অশ্বশঙ্কুশ্চ বীর্য্যবান্॥ ২৩
তথা গগনমূর্দ্ধা চ বেগবান্ কেতুমাংশ্চ সঃ।
স্বর্ভানু রশ্বোঽশ্বপতি র্বৃষপর্ব্বাঽজকস্তথা॥ ২৪
অশ্বগ্রীবশ্চ সূক্ষ্মশ্চ তুহুণ্ডশ্চ মহাবলঃ।
ইষুপাদেকচক্রশ্চ বিরূপাক্ষো হরাহরৌ॥ ২৫
নিচন্দ্রশ্চ নিকুম্ভশ্চ কুপটঃ কপট তথা।
শরভঃ শলভশ্চৈব সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা।
এতে খ্যাতা দনোর্ব্বংশে দানবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৬
অন্যৌ তু খলু দেবানাং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ স্মৃতৌ।
অন্যৌ দানবমুখ্যানাং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা॥ ২৭।৬৫অ

অতএব দেখা যাইতেছে—বৃত্র ও বলপ্রভৃতি অসুরগণ, কেহই দানব নহেন। অবশ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—২৯ শ্লোকে দানবকেও "অসুর" বলিয়াছেন, কিন্তু সে "অসুর" শব্দ "সুরবিরোধী", এই অর্থের দ্যোতক মাত্র। ইহার পরই মহাভারত বলিতেছেন যে—

দনায়ুষঃ পুনঃ পুত্রাশ্চত্বারোঽসুরপুঙ্গবাঃ।
বিক্ষরো বলবীরৌ চ বৃত্রশ্চৈব মহাসুরঃ॥৩৩।৬৫অ

কশ্যপের পত্নী দনায়ুর বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র নামে চারিপুত্র। ইঁহারা সকলে মহান্ অসুর বটেন। সুতরাং ইঁহারা চারি ভ্রাতা দানব নহেন, দৈত্যও ছিলেন না। ফলতঃ দনায়ুর পুত্র বীর, বল, বিক্ষর ও বৃত্রাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ই অসুর পদবাচ্যে বটেন এবং তদিতর শম্বর প্রভৃতি—দেববিরোধী বলিয়া অসুরও হইতেছেন। কিন্তু তা বলিয়া দৈত্য ও দানবগণকে অসুর বলা ঠিক নহে। কেননা সুর ও সুরবিরোধী অসুর শব্দ ভারতীয় বস্তু। তবে দৈত্য, দানব ও অসুরেরা সমভাবে সুরদ্বিট্ ছিলেন বলিয়াই উঁহারা এক পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়া ছিলেন। যাহা হউক বল ও বৃত্রপ্রভৃতি আমাদিগের বেদ ও যাগযজ্ঞের, বিরোধী হইলে, আর্য্য উঁহাদিগকে আমরা শেষে "দাস বা দস্যু বলিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু উঁহারা আমাদিগের যেমন মাতৃষস্রেয় ভ্রাতা, তেমনই বৈমাত্রেয় ভ্রাতাও বটেন। তাই বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

অসুরা যে তদা আসন্ ভেষাং দায়াদবান্ধবাঃ।

অসুরগণ সেই দেবগণের দায়াদবান্ধব বা দায়েদীভাই ছিলেন। উক্ত কৃষ্ণযজুর্বেদ—

বৃত্রঃ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যঃ। ১৮৪ পৃ ৪৯ মহীশূর

অসুরপুঙ্গব বৃত্র মনুষ্যদিগের ভ্রাতৃব্যছিলেন। সুতরাং তাঁহারা আদিত্য দেবতাদিগেরও ভ্রাতৃব্য (cousin) ছিলেন। কেননা অদিতি, দিতি, দনু, দনায়ুঃ ও মনুপ্রভৃতি সহোদরা ভগিনী এবং সকলেই কশ্যপপত্নী।

এক্ষণে সকলে বলিতে পারেন যে পাণিনি ও অমরপ্রভৃতি ত "ভ্রাতৃব্য" শব্দের অর্থ শত্রু ও ভাইপো করিয়াছেন? কিন্তু সে বিষয়ে উঁহারা অপ্রমাদ ও নির্দ্দোষ নহেন। ফলতঃ পিতৃব্য যেমন পিতার ভাই, তদ্রূপ ভ্রাতৃব্যও ভ্রাতার ভাই। ইংরাজীতে cousin শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত, সংস্কৃত ভাষায় ভ্রাতৃব্য শব্দও সেই অর্থের দ্যোতক। আমরা মন্দার মালায় এ বিষয়ে গভীর গবেষণা করিয়াছি। যাহা হউক যে কারণে বৃত্রপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত ভারতীয় দেবগণের এই ভারতেই বিরোধ ঘটিয়াছিল, আমরা একে একে তাহার সমুল্লেখ করিব। কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন যে—

যে দেবা যজ্ঞহনোযজ্ঞমুষঃ পৃথিব্যাং অধ্যাসতে।

৮০৫ পৃ ৫ম খণ্ড মহীশূর সং।

পৃথিবী বা ভারতবর্ষে কতিপয় দেবতা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী দেবগণের যজ্ঞ ধ্বংস করিতেন ও যজ্ঞের উপকরণাদি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেন।

এই যজ্ঞ ধ্বংসকারী যজ্ঞোপকরণহর্ত্তা দেবগণই বৃত্র ও বলপ্রভৃতি অসুরগণ। তাঁহারা কি প্রকারে যজ্ঞোপকরণ হরণ করিতেন? ঋগ্বেদে বিবৃত আছে যে—

ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোঽধমঃ, স্বধাভির্যে অধি শুপ্তৌ অজুহ্বত। ১।৫১।৫ম

তত্র সায়ণভাষ্যং:—হে ইন্দ্র! ত্বং মায়াভিঃ জয়োপায়জ্ঞানৈঃ (মায়েতি-জ্ঞাননাম) যদ্বা মায়াভিঃ লোকপ্রসিদ্ধৈঃ কপটৈঃ মায়িনঃ উক্তলক্ষণমায়োপেতান্ বৃত্রাদীন্ অসুরান্ অপাধমঃ অপাজীগমঃ (ধমতির্গতিকর্ম্মা ইতি যাস্কঃ)। যে অসুরাঃ স্বধাভিঃ হবির্লক্ষণৈরন্নৈঃ শুপ্তৌ অধি শোভমানে স্বকীয়ে

মুখে এব অজুহ্বত অহোবুঃ, নাগ্নৌ। তান্ অসুরান্ ইতিপূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তথাচ কৌষীতকিভিরাম্নায়তে—

"অসুরা বৈ আত্মন্ অজুহবুঃ। উদ্‌বাঽহগ্নৌ তে পরাভবন্" ইতি। বাজসনেয়িভিরপি আম্নাতং দেবাশ্চ হ বৈ অসুরাশ্চ অস্পর্দ্ধন্ত। ততোহ অসুরা অভিমানেন কস্মৈচন জুহুম ইতি স্বেষু আস্যেষু জুহ্বতশ্চেরুঃ, তে পরাবভূবু" রিতি।

দয়ানন্দভাষ্যম্ঃ—হে সেনাধ্যক্ষঃ মায়াভিঃ প্রজ্ঞানোপায়ৈঃ অপ দূরীকরণে মায়িনঃ নিন্দিতা মায়া প্রজ্ঞা বিদ্যতে যেষাং তান্ মায়িনঃ তান্ অধমঃ। অধঃ কম্পয়, স্বধাভিঃ অন্নাদিভিঃ উদকাদিভির্বা যে চোরদস্যাদয়ঃ পরস্বাপহর্ত্তারঃ। অধি উপরিভাগে জুহ্বৌ শয়নে কৃতে সতি। অত্র বর্ণ ব্যত্যয়েন পঃ। অজুহ্বত স্পর্দ্ধন্তে।

দত্তজানুবাদঃ—যে অসুরগণ যজ্ঞ অন্ন আপনাদিগের শোভনীয় মুখে স্থাপন করিয়াছিল, হে ইন্দ্র সেই মায়াবীদিগকে তুমি মায়াদ্বারা পরাস্ত করিয়াছিলে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে একদা দেবভক্ত আর্য্যসন্তানগণ যজ্ঞে ক্ষীর, শর্করা তণ্ডুল ও কদলী দিয়া পিতৃগণোদ্দেশে পিণ্ডদান করিতেছিলেন, তখন বৃত্রাদি অসুদল (একালের ব্রাহ্মদিগের ন্যায়) বলিতেছিলেন যে—

হে ভ্রাতৃগণ! একি করিতেছ, এমন উপাদেয় বস্তুগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছ, উহা কি বাপ দাদারা পাইয়া থাকেন?

ইহা বলিয়া তৎসমুদয় পিণ্ডাদি আপনাদিগের চন্দ্রবদনে দিয়া টপাটপ গিলিয়া ফেলিতেন। তাই রক্ষণশীল দলভুক্ত দেবযুগণ উন্নতিশীল দলকে অসুর, মূঢ়, শিশ্নদেব এবং দাস ও দস্যুপ্রভৃতি মধুর সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। উক্তঞ্চ ঋচি—

বি পপ্রাণং কৃণুহি বিত্তমেষাং, যে ভুঞ্জতে অপৃণন্তো ন উক্‌থৈঃ।

অপব্রতান্ প্রসবে বাবৃধানান্ ব্রহ্মদ্বিষঃ সূর্য্যাৎ যবয়স্ব ॥৯.৪২।৫ম

হে ভ্রাতৃগণ! যাহারা কেবল উদরসর্ব্বস্ব, যাহারা আমাদিগের সামমন্ত্রদ্বারা উপাসনা করে না, কোনও ব্রতনিয়মেরও ধার ধারে না, অথচ কেবল বসিয়া বসিয়া বংশবৃদ্ধি করে (প্রসবে বাবৃধানান্) সেই ব্রতহীনদিগের বৃথা ধন

কাড়িয়া লও। সেই বেদদ্বেষীদিগকে স্বর্গের অধিকারহইতে দূর করিয়া দেও। তথাহি—

মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতং নঃ।৫।২১।৭ম

তত্র সায়ণঃ—শিশ্নদেবাঃ শিশ্নেন দীব্যন্তি ক্রীড়ন্তি ইতি শিশ্নদেবাঃ। অব্রহ্মচর্য্যা ইত্যর্থঃ। নঃ অস্মাকং ঋতং যজ্ঞং সত্যং বা মা অপিগুঃ মা অপিগমন্।

হে ইন্দ্র! দেববংশীয় যে সকল লোক কেবল উদর ও শিশ্নসর্ব্বস্ব, উহারা যেন আমাদিগের যজ্ঞের কোনও বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে। তথাহি—

পরার্চিষা মূরদেবান্ শৃণীহি।১৪।৮৭।১০ম

হে অগ্নে! তুমি এই মূরদেবগণকে তীব্রতেজদ্বারা বধ কর। এই মূঢ় অসুরেরাই আফ্রিকায় যাইয়া Moor নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তথাহি—

তীক্ষ্ণেণ অগ্নে চক্ষুষা রক্ষ যজ্ঞং প্রাঞ্চং বসুভ্যঃ প্রণয় প্রচেতঃ।

হিংস্রং রক্ষাংসি অভিশোশুচানং মা ত্বা দভন্ যাতুধানা নৃচক্ষঃ।৯।৮৭।১০ম

হে অগ্নে! তুমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিদ্বারা আমাদিগের বহুকালের যজ্ঞ রক্ষা কর যেন বিপক্ষেরা উহা নষ্ট করিতে না পারে। হে প্রজ্ঞাবন্ অগ্নে! আমাদিগকে ধনদানে প্রীতকর। আর এই অসুরেরা দেখিতে মানুষের ন্যায় (নৃ—চক্ষঃ) কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারা রাক্ষস। ইহারা তোমার নিকট কৃত্রিম শোক প্রকাশ করে—কিন্তু তুমি তাহাতে ভুলিও না, তুমি এই হিংস্র রাক্ষসগুলিকে বধ কর। তথাহি—

দহ অশসো রক্ষসঃ পাহি অস্মান্ দ্রুহো নিদঃ অবদ্যাৎ।১৫।৪।৪ম

হে অগ্নে যাহারা বেদমন্ত্রে আরাধনা করে না, সেই হিংসক নীচ রাক্ষসদিগহইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ও উহাদিগকে ভস্ম করিয়া বধ কর। তথাহি—

স স্বমন্দপবিষো যুযোধি জাতবেদঃ, অদেবীরগ্নে অরাতীঃ।।৩।১১।৮ম

হে অগ্নে তুমি দেবদ্বেষী শত্রুগণকে আমাদিগের নিকট হইতে দূর কর, তথাহি—

অগ্নে আসহ ইন্দ্রঃ উত্তরে।৩।৫।৫ম

হে অগ্নে তুমি আমাদিগের যজ্ঞরক্ষার জন্য ইন্দ্রকে ভারতে আনয়ন কর। তথাহি—

অতোদেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ ॥১৬।২২।১ম

ইন্দ্রানুজ বামন বিষ্ণু সপ্তর্ষিদিগের সপ্তভবনবিশিষ্ট যে উত্তমা পৃথিবী আর্য্য স্বর্গহইতে পাদবিক্ষেপপূর্ব্বক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, দেবতারা আমাদিগকে সেই স্থানহইতে রক্ষা করুন। তথাহি—

প্রতি প্রযাহি ইন্দ্র মীড়হুষো নৄন্ মহঃ পার্থিবে সদনে যতস্ব।
অথ যদেষাং পৃথুবুধ্নাস এতাঃ,তীর্থে ন অর্য্যাঃ পৌংস্যানি তস্থুঃ ॥৬।১৬৯।১ম

তত্র সায়ণঃ—হে ইন্দ্র ত্বং মীড়হুষঃ উদকসেক্তৄন নৄন্ জগন্নেতৄন্ নরাকারান্ বা মহো মহতঃ মেঘান্ প্রতি যাহি অভিগচ্ছ। মেঘানাং বৃত্ররূপেণ নরাকারত্বং যুক্তং। গত্বা চ পার্থিবে সদনে "পৃথিবী" ইত্যন্তরিক্ষনাম তৎসম্বন্ধিনি স্থানে যতস্ব প্রযত্নং কুরু। তৈঃ সহ যুধ্যস্ব ইত্যর্থঃ। যদ্বা হবিঃপ্রদাতৄন্ কর্ম্মনির্ব্বাহকান্ মহতো যজমানান্ প্রতি গচ্ছ। গত্বা চ পার্থিবে সদনে দেবযজনে যতস্ব যত্নং কুরু। হবির্ভোজনায়। অথ অপিচ যৎ যদা এষাং ত্বৎসহায়কারিণাং মরুতাং সম্বন্ধিনঃ পৃথুবুধ্নাসঃ বিস্তীর্ণমূলা এতাঃ পৃষবর্ণা গন্তারো বা অশ্বাঃ অর্য্যঃ অরেঃ শত্রোঃ পৌংস্যানি পুংস্ত্বকর্ম্মাণি তীর্থে ন যুদ্ধমার্গে ইব তস্থুঃ তিষ্ঠন্তি মেঘান্ আক্রমন্তে। যদ্বা এষাং মরুতাং পৃথুবুধ্নাসঃ বৃহন্মূলা এতাঃ কৃষ্ণবর্ণা মেঘাঃ তিষ্ঠন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—অর্য্যঃ অরণীয়স্য স্বামিনঃ পৌংস্যানি বলানি তীর্থে ন রাজবীথ্যাং যথা তিষ্ঠন্তি, তদ্বৎ।

দয়ানন্দভাষ্যং...প্রতি প্রযাহি গচ্ছ, ইন্দ্র প্রযতমান মীঢ়ুষঃ সুখৈঃ সেচকান্ নৄন্ নায়কান্ মহঃ মহতি পার্থিবে পৃথিব্যাং বিদিতে সদনে গৃহে যতস্ব যতমানোভব। অথ অনন্তরং যৎ যে এষাং পৃথুবুধ্নাসঃ বিস্তীর্ণান্তরিক্ষাঃ এতাঃ তীর্থে তরন্তি যেন, তস্মিন্, ন ইব অর্য্যঃ বৈশ্যঃ, পৌংস্যানি বলানি তস্থুঃ তিষ্ঠন্তি।

দত্তভাষ্যানুবাদ—হে ইন্দ্র তুমি উদকসেচক, পৌরুষবিশিষ্ট প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে গমন কর। অন্তরীক্ষ প্রদেশে স্থাপিত। [illegible] যুদ্ধক্ষেত্রে

শত্রুদিগের পৌরুষের ন্যায় মরুদগণের বিস্তীর্ণ পদ অশ্বগণ মেঘদিগকে আক্রমণ করিতেছে।

উদ্ধৃত ব্যাখ্যাত্রিতয়ই ভ্রষ্টাদপি ভ্রষ্ট। বৃত্র মেঘ, ইন্দ্র বারিবর্ষণের মালিক, পর্ব্বত মেঘ, এই সকল সিদ্ধান্ত অতীব অজ্ঞানতামূলক। তৎপর প্রস্তুত মন্ত্রে মেঘ, মরুৎ বা অশ্বের সহিত কেন যে ইহাঁদিগের মুলাকাত হইল, তাহা আমরা ভাবিয়াই অস্থির। অর্য্য শব্দের একার্থ বৈশ্য বটে, কিন্তু এখানে এই অর্য্য শব্দের অর্থ ইহাঁরা সে বৈশ্যও করিলেন না। অবশ্য এই মন্ত্রটী সহজবোধ্য নহে। কিন্তু তা বলিয়া যে যাহা একটা ব্যাখ্যা করিতেই হইবে, এরূপ নহে।

আমরা মনে করি যে, যখন ভারতবাসীরা স্বর্গের দেবগণের নিকট রক্ষা বা সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন স্বর্গস্থ কোনও ভারতহিতৈষী দেবতা (যেমন ব্রহ্মা বা বিষ্ণু) ইন্দ্রকে ভারতে পুনরাগমন করিতে বলেন। মন্ত্রে সেই ভাবের কথাই থাকা সম্ভব। সায়ণ ও দয়ানন্দপ্রভৃতি "তে তব", "মে মম" ও পদ্ধতি—গম লট্ তি, ঈদৃশ ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি লিখিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই, কিন্তু ইহাঁরা কেহই "মীহ্লুষঃ" বা "মীঢ়ুষঃ" পদের নিকট দিয়াও যান নাই। আর ইহার অর্থ যে কেন "উদকসেক্তৃন্" হইল, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন না।!! আমাকেও অনুমানের সাহায্যে এই শব্দটীর ব্যাখ্যা করিতে হইল।

প্রকৃতার্থবাহিনী...হে মহঃ মহন্! মহাত্মন্ সহৃদয় ইন্দ্র ত্বং পার্থিবে সদনে পৃথিব্যাং ভারতবর্ষে, মীঢ়ুষঃ অশ্রুবারি মুঞ্চতঃ নৄন্ জনান্ প্রতি তেষাং অশ্রুমোচনার্থং প্রবাহি প্রকর্ষেণ গচ্ছ। অধ অথ অনন্তরং গত্বাচ যতস্ব তেষাং দুঃখদূরীকরণায় প্রযত্নং কুরু। অহমেকাকী গত্বা কিং করিষ্যামি? ইত্যাশঙ্কানিরসনায় আহ—যৎ যতঃ পৃথুবুধ্নাসঃ পৃথুবুধ্নাঃ (ব্যত্যয়েন) পৃথুবুধ্নানাং ভারতে দৃঢ়মূলানাং এষাং প্রধানপুরুষাণাং অর্য্যঃ (ব্যত্যয়েন) অর্য্যাণাং কি মিতি শেষঃ এতাঃ (ব্যত্যয়েন) অস্মিন্ তীর্থে পুণ্যক্ষেত্রে রণভূমৌ পৌংস্যানি পুরুষকারাঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদীনি ন তস্থুঃ (ব্যত্যয়েন) ন তিষ্ঠন্তি বিষ্ণস্তে এব? ত্বং তৈঃ সহ মিলিত্বা বৃত্রাদীনাং শাসনং কুরু ইত্যর্থঃ।

হে ইন্দ্র! ভারতবাসিগণ অতি করুণভাবে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। তুমি তাঁহাদিগের দুঃখবিমোচনজন্য তথায় গমন কর ও

সে বিষয়ে যথাশক্তি যত্নপরায়ণ হও। আমি একক যাইয়া কি করিব? হে ইন্দ্র তুমি এ ভয় করিও না। ভারতে যে সকল প্রধান প্রধান লোক তথায় আপনাদিগের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া আছেন, তাঁহারা রণাঙ্গনে কি কোনও পুরুষত্বই প্রদর্শন করিতে পারিবেন না? তুমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে। তথাহি—

আ যো বিবায় সচথায় দৈব্যঃ
ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।
বেধা অজিন্বৎ ত্রিষধস্থ আর্য্যং,
ঋতস্য ভাগে যজমান মাভজৎ॥ ৫।১৫৬।১ম

স্বর্গবাসী শোভনকর্ম্মা বেধাঃ (বিষ্ণৌ চ বেধাঃ) বিষ্ণু শোভনকর্ম্মা ভ্রাতা ইন্দ্রের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। তিনি ভারতে আসিয়া আর্য্যগণকে যজ্ঞভাগপ্রদানপূর্ব্বক প্রীত করিয়াছিলেন।

এতদ্দ্বারা জানা গেল যে উপক্রত ভারতীয়গণের আহ্বানক্রমে ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয় ভ্রাতাই পুনরায় ভারতে আগমন করেন। তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভারতবাসী দেবযুগণ বলিতে লাগিলেন যে—

ইন্দ্র ভয়ামহে অভয়ং কৃধি।১৩।৫০।৮ম

হে ইন্দ্র! অসুরগণের অত্যাচারে আমরা বড়ই ভীত হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে নির্ভয় কর। তথাহি—

যচ্চিদ্ধি ত্বা জনা ইমে নানা হবন্ত উতয়ে।
অস্মাকং ব্রহ্মেদ মিন্দ্র ভূতু তেঽহা বিশ্বা চ বর্দ্ধনম্॥৩।১।৮ম

তত্র সায়ণঃ—ইমে দৃশ্যমানাঃ সর্ব্বজনাঃ হে ইন্দ্র ত্বাং উতয়ে রক্ষণায় হবন্তে। অস্মাকম্ ইদং ব্রহ্ম স্তোত্রমেব হে ইন্দ্র তে তব বর্দ্ধনং :বর্দ্ধকং ভূতু ভবতু।

হে ইন্দ্র! নানাশ্রেণীর লোক সকল তোমার রক্ষার জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদিগের বেদ মন্ত্র সকল চিরকাল তোমার যশোবর্দ্ধন করুক।

উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যত শ্চিদারত।
দধানা ইন্দ্রে ইদ্দুবঃ॥৫।৪।১ম

হে ইন্দ্র! আমাদিগের নিন্দকেরা বলিয়া বেড়াইতেছে যে আমরা তুমি ভিন্ন

অন্য কোনও দেবতার আরাধনা করিব না, কিন্তু তাহাতে আমরা বিচলিত হইবার নহি।

ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো।
বভূবিথ অধ তে সুম্নমীমহে ॥১১।৮৭।৮ম

হে শতক্রতো! তুমিই আমাদের পিতা ও মাতা, কেননা তুমি আমাদিগকে এই ভারতবর্ষে বাসস্থান প্রদান করিয়াছ। আমরা তোমারই সুখসৌভাগ্য প্রার্থনা করি।

ত্রাতারং ত্বা তনূনাং হবামহে
অবস্পর্ত্ত রধিবক্তার মস্ময়ুঃ।
বৃহস্পতে দেবনিদো নিবর্হয়
মা দুরেবা উত্তরং সুম্ন মুন্নশন্ ॥৮।২৩।২য়

হে বৃহস্পতে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে এই উপদ্রবকারীদিগের হস্তহইতে রক্ষাকর, তাই তোমাকে ডাকিতেছি। তুমি আমাদিগের হইয়াই বল। আর এই দেবনিন্দাকারিগণকে দূর করিয়া দেও। এই দুর্ব্বুদ্ধিরা যেন ভবিষ্যতে সুখী হইতে না পারে। তথাহি—

পরা ণুদস্ব মঘবন্ অমিত্রান্ সুবেদানো বসু কৃধি।
অস্মাকং বোধি অবিতা মহাধনে ভবা বৃধঃ সখীনাম্ ॥৩২।৭ম।

হে মঘবন্! এই শত্রুদিগকে একবারে তাড়াইয়া দেও। যাহাতে আমরা প্রচুর ধনলাভ করিতে পারি, তাহা কর। আমাদিগের রক্ষা করিয়াও এই ভীষণ সংগ্রামে বর্দ্ধয়িতা হও। তথাহি—

উক্থা মন্দন্তু স্তোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ।
অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥১।৫৩।৮ম

হে বজ্রধারিন্ ইন্দ্র! আমাদিগের স্তুতিমন্ত্র সকল তোমার মনকে মাতাইয়া তুলুক। তুমি আমাদিগকে ধন দান কর ও যাহারা আমাদিগের বেদে দ্বেষ করে, উহাদিগকে মারিয়া ফেল। তথাহি—

অন্যব্রতম্ অমানুষম্ অযজ্বানং অদেবয়ুম্।
অব স্বঃ সখা দুধুবীত পর্ব্বতঃ সুঘ্নায় দস্যুং পর্ব্বতঃ ॥১১।৪৯।৮ক

হে ইন্দ্র! যাহারা দেবতা মানে না, পরন্তু দেববিরোধী, যজ্ঞ করে না, পরন্তু

অব্রতী, যাহারা মনুষ্যনামেরও যোগ্যনহে, উহাদিগকে স্বর্গহইতে নিম্নে নিক্ষেপ কর। উহারা বড়ই আততায়ী (সুপ্রায় মৃষ্টু সুহন্তে) এই দস্যুদিগকে পর্ব্বে পর্ব্বে কাটিয়া বধকর। তথাহি—

রন্ধয় কঞ্চিদব্রতং ।৪।১৩২।১ম

হে ইন্দ্র! কোনও বিচার না করিয়া যে কোনও ব্রতহীনকে বাধা প্রদান-কর। তথাহি—

ত্বং নঃ পশ্চাৎ অধরাৎ উত্তরাৎ পুর ইন্দ্র নি পাহি বিশ্বতঃ।

আরে অস্মৎ কৃণুহি দৈব্যং ভয়ং আরে হেতী রদেবীঃ ॥১৬।৫০।৮ম(দস্তু৬১)।

হে ইন্দ্র তুমি আমাদিগের পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব্ব, সকল দিক্‌হইতেই রক্ষা কর। সজাতীয় দেবগণহইতে আমাদিগের যে ভয় জন্মিয়াছে, উহা দূর কর ও দেববিরোধীদিগের অস্ত্রশস্ত্রও যেন আমাদিগের কিছু করিতে পারে না। তথাহি—

মা ঘা মূর অবিদ্যবো মা উপহস্বান আ দভন্।

মাকীং ব্রহ্মদ্বিষোবনঃ ॥২৩।৪৫।৮ম

হে ইন্দ্র! উক্ত মূঢ়েরা যেন তোমাকে প্রতারিত করিয়া উপহাসাস্পদ না করে তুমি কখনই ঐ বেদদ্বেষ্টাদিগের পক্ষাবলম্বন করিও না। তথাহি—

অব নো বৃজিনা শিশীহি ঋচা বনেমানৃচঃ।

নাব্রহ্মা যজ্ঞ ঋধক্ জোষতি ত্বে ॥৮।১০৫।১০ম

হে ইন্দ্র! আমাদিগের কোনও অপরাধ হইয়া থাকিলে, উহা ক্ষমা কর। আমরাই তোমার প্রতাপে ও ঋকের প্রভাবে উক্ত ঋক্‌শূন্য লোক-দিগকে হিংসা করিব। বেদমন্ত্রহীন যজ্ঞ, যজ্ঞই নহে, উহা বৃথা। উহা তোমাকে প্রীত করিতে পারে না। তথাহি—

আরাৎ শত্রু মপবাধস্ব দূরং পুরুহূত ॥৭।৪২।১০ম

হে ইন্দ্র! তুমি এই শত্রুগণকে আমাদিগের নিকটহইতে দূরে তাড়াইয়া দেও। ইহারা বিনা বাধায় যাইবেনা। তথাহি...

অকর্ম্মা দস্যুরভি নো অমন্তুরন্যব্রতো অমানুষঃ।

ত্বং তস্য অমিত্রহন্ বধর্দাসস্য দম্ভয় ॥৮।২২।১০ম

হে অমিত্রহন্ ইন্দ্র! আমাদিগের চতুর্দ্দিকেই একরূপ বহু লোক আছে

যে, উহারা উদরসর্ব্বস্ব, কোনও ধর্ম্ম কর্ম্ম করে না, কিছু জানে না, উহাদিগের আচারব্যবহারও স্বতন্ত্র, উহারা মনুষ্যের মধ্যেই নহে। তুমি উক্ত সামহীন দিগকে বধের জন্য হিংসা কর। তথাহি…

সং ইন্দ্র গর্দ্দভং মৃণ নুবন্তং পাপয়ামুয়া ।৫।২৯।১ম

হে ইন্দ্র! ঐ গর্দ্দভটা পাপমুখে তোমায় নিন্দা করিতেছে, তুমি উহাকে মারিয়া ফেল। তথাহি…

অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বান্ অমিত্রান্ অপাপাচো অভিভূতে নুদস্ব।

অপোদীচো অপ শূরাধরাচঃ, উরৌ যথা তব শর্ম্মন্ মদেম ॥১।১৩১।১০ম

হে শূর শত্রুর অভিভবকারী ইন্দ্র! আমাদিগের পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে যে সকল শত্রু আছে, ইহাদের সকলকেই তুমি দূর করিয়া দেও। তাহা হইলে আমরা তোমার প্রদত্ত বিস্তীর্ণ গৃহে (শর্ম্মন্—শর্ম্মণি) বাস করিয়া সুখী হইতে পারিব।

মা নঃ স্তেনেভ্যো যে অভিদ্রুহঃ, পদে নিরামিণো রিপবো অন্নেষু জাগৃধুঃ।

আদেবানা মোহতে বিব্রয়ঃ হৃদি বৃহস্পতে, ন পরঃ সাম্নো বিদুঃ ॥

১৬।২৩।২ম

হে ইন্দ্র! যাহারা আমাদিগকে প্রাণে বধ করিতে চাহে, যাহারা আমাদিগের অন্ন কাড়িয়া খাইতে লোলুপ, যাহারা দেবগণকে বর্জ্জন করিতে অভিলাষী, যাহারা পরম পবিত্র সাম জানে না, তুমি আমাদিগকে সেই চোরদিগের হস্তে সমর্পণ করিওনা।

পদা পণীন্ অরাধসো নিবাধস্ব,

মহানসি, ন্বা কশ্চন প্রতি ।২।৫৩।৮ম

হে ইন্দ্র! তুমি অতি মহান্, এজগতে তোমার সমকক্ষ আর কেহ নাই। তুমি এই আরাধনাশূন্য পণিদিগকে পদাঘাতে বাধা দেও। তথাহি—

গ্রাবাণঃ সোমানোহি কং সখিত্বনায় বাবশুঃ।

জহি নি অত্রিণং পণিং বৃকো হি সঃ ॥১৪।৫১।৬ম

হে অগ্নে! সোমলতা ছেঁচা প্রস্তর খণ্ড, কাহার সহিত বন্ধুতা লাভের যোগ্য নহে। পণিরা বাঘ, উহাদিগকে মারিয়া ফেল। তথাহি—

নি অক্রতূন্ গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীন্ অশ্রদ্ধান্ অবৃধান্ অযজ্ঞান্।
প্রপ্র তান্ দস্যূন্ অগ্নির্বিবায়, পূর্ব্বশ্চকার অপরান্ অযজ্যূন্ ॥৭।৬।৩ম

অগ্নিদেব। ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞহীনদিগকে একবার অবগীত করিয়াছেন, এবারও তিনি কর্ম্মহীন, পরুষভাষী, অশ্রদ্ধেয় মনুষ্যসমাজে হেয় যজ্ঞহীন গাঁটকাটা দস্যু পণিদিগকে নিতান্তই দূর করিয়া দিউন (নির্বিবায়)। তথাহি—

খং বর্ত্তয় পণিং। ৩।১৫৬।১০ম

হে অগ্নে! এই পণিদিগকে শূন্যে চালান কর, ইহারা মনুষ্য সমাজে থাকিবার উপযুক্ত নহে। তথাহি—

জুরতং পণেরসুং ।৩।১৮২।১ম

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তোমরা পণিদিগকে প্রাণে বধ কর। তথাহি—

সুদস্ব অদেবয়ুং জনং ।২৪
ঘ্নন্তো বিশ্বা অপদ্বিষঃ। ২৬।৬৩।৯ম

হে সোম! যাহারা দেববিরোধী, ও আততায়ী তুমি তাহাদিগকে প্রহারপূর্ব্বক দূর করিয়া দেও। তথাহি—

জহি শত্রুমন্তিকে দূরকে চ যঃ।
উর্ব্বীং গব্যূতিং অভয়ঞ্চ নঃ কৃধি ॥৫।৭৮।৯ম

হে সোম! নিকটস্থ বা দূরস্থ সকল শত্রুকেই বধ করিয়া আমাদিগের বিস্তৃত গোচারণ ভূমি ভয়শূন্য কর। তথাহি—

বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ,
বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্ ॥৮।৫১।১ম

হে ইন্দ্র! আদিমনিবাসী অনার্য্যেরাও যাগ যজ্ঞ করে না, আর এই আর্য্য বৃত্রাদিও যাগযজ্ঞ করে না। এখন দেখ কে আর্য্য, আর কে অনার্য্য, বা কে দস্যু। উক্ত বৃত্রাদিও দস্যু ভিন্ন আর্য্য নহে। তুমি এই ব্রতহীনদিগকে যজ্ঞকারী আর্য্যদিগের জন্য শাসনপূর্ব্বক বশে আন (রধ্যতি বশগমনে যাক)।

কদা মর্ত্তা মরাধসং পদা ক্ষুম্প মিব স্ফুরৎ।
কদা নঃ শুশ্রবৎ গির ইন্দ্রো অঙ্গ ॥৮।৮৪।১ম

তাই ত, হে ভ্রাতৃগণ! ইন্দ্র কবে সর্পকণার ন্যায় এই আরাধনাশূন্য লোকগুলিকে পদাঘাতে বিনাশ করিবেন? কবে তিনি আমাদিগের এই কাতর প্রার্থনায় কাণ দিবেন?

দেবগণের বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন যে—

কিং মাং নিন্দন্তি শত্রবো অনিন্দ্রাঃ।৭।৪৮।১০ম

হে দেবগণ! এই ইন্দ্রবিরোধী শত্রুরা আমার কেন নিন্দা করিতেছে? তথাহি—

কিং মা মনিন্দ্রাঃ কৃণবন্ অনুকৃথাঃ।৩।২।৫ম

হে ভারতবাসী দেবগন! ইন্দ্রবিরোধী উক্থহীন এই লোক সকল আমার কি করিবে?

অহ মৎকং কবয়ে শিশ্নথং হথৈঃ,
অহং কুৎসম্ আব মাভিরূতিভিঃ।
অহং শুষ্ণস্য শ্নথিতা বধর্যমং,
ন যো ররে আর্য্যং নাম দস্যবে॥৩।৪৯।১০ম

হে দেবগণ, যে আমি উশনার জন্য অৎকনামক আদিমনিবাসীকে বহু প্রহারদ্বারা বধ করিয়াছি, আমি উপক্রত কুৎসকেও এইরূপ উপায়ে রক্ষা করিয়াছি, আমি শুষ্ণের বধের জন্য হননাস্ত্র ধারণ করিয়াছি, সেই আমি এই সজাতিবিরোধী দস্যুগণকে আর্য্যনাম দিব না। এখন হইতে ইহারাও দস্যু ও দাস বলিয়া পরিচিত হইবে।

অবক্ষৌমি দাসস্য নামচিৎ।২।২৩।১০ম

তত্র সায়ণঃ—অহমপি দাসস্য নামচিৎ অবক্ষৌমি অবহন্মি; নামধেয় মপি নাশয়ামি।

কেবল ইহাই নহে আমি এই দস্যু বা দাসদিগের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিব। উহাদিগকে সবংশে নির্ব্বংশ করিতে হইবে। তথাহি—

অয় মেমি বিচাকশৎ বিচিম্বন্ দাস মার্য্যম্।
পিবামি পাকসূত্বনো অভিধীর মচাকশং।
বিশ্বস্মাৎ ইন্দ্র উত্তরঃ॥১৯।৮৬।১০ম

হে দেবগণ! আমি আর কেহ নই, আমি ইন্দ্র, আমার উপর আর কেহ নাই, আমি ইন্দ্র, আমার উপর আর কেহ নাই। এই আমি চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিয়া (বিচাকশৎ—বিচিন্বন্) দেখিতেছি, কে বা প্রকৃত আর্য্য, আর কেই বা প্রকৃত দাস। যাহারা যজ্ঞান্ন পাক ও সোমাভিষব করে, আমি তাহাদিগের নিকট যাইয়া সোমপান করিব। কে বীর ও আর্য্য, আর কেই বা আর্য্যনামা, কিন্তু আচারব্যবহারে অনার্য্য, তাহা বাছিয়া বাহির করিব। তখন প্রোৎ সাহিত দেবগণ বলিতে লাগিলেন যে—

মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ, পরাবত আজগন্থা পরস্যাঃ।

সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং, বি শত্রূন্ তাড়্হি বিমৃধোনুদস্ব ॥২।১৮০।১০ম

হে ইন্দ্র! ভূচর ক্ষুদ্র মৃগ কখনও গিরিচর সিংহের ন্যায় ভয়ানক হয় না। তুমি স্বর্গবাসী দেবরাজ, আর ইহারা ভারতবাসী সাধারণ লোক। তুমি অতি দূরবর্ত্তী অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্গহইতে আসিতেছ, তোমার সহিত ইহাদিগের কোনও তুলনাই হয় না। হে ইন্দ্র তোমার বজ্রকে আরও শাণিত করিয়া উহাহইতে সুতীক্ষ্ণ বাণ (সৃক) নিক্ষেপপূর্ব্বক শত্রুগণকে দূরকর বা প্রাণে মারিয়া ফেল।

বয়ং জয়েম পৃতনাসু দূঢ্যঃ।১।৮২।৭ম

হে ইন্দ্র! হে বরুণ! আমরা যুদ্ধে এই দুষ্ট বুদ্ধি (দুধিয়ঃ) অসুরগণকে পরাজিত করিব।

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্। কৃষ্ণযজুঃ।

এইরূপে এই ভারতবর্ষে, ভারতে উপনিবিষ্ট দেবগণ ও দেবগণের ভ্রাতৃব্য অসুরগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহাই "দেবী যুদ্ধ" বলিয়া বিবৃত। দেবতারা কামান কোথায় পাইতেন? তখন কি বিজ্ঞানের এতদূর উন্নতি হইয়াছিল? বেদে রেল, বৈদ্যুতিক আলোক, শকটবাহ্য বজ্র / বা কামান, হস্তধার্য্য বজ্র বা বন্দুক এবং গর্ত্ত-সৈন্যের সমুল্লেখ আছে। উভয় পক্ষের রমণীরা কামানের যুদ্ধ করিয়াছেন—তাহাও বেদে রহিয়াছে। কামানের গোলাতে বিশ্পালা নাম্নী নারীর পদ উড়িয়া গেলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে লৌহপদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উক্তঞ্চ।

যুজং বজ্রং ততক্ষিরে নৃষদনেষু কারবঃ।৭।৯২।১০ম

শিল্পিগণ ভারতের গৃহে গৃহে উপযুক্ত বজ্র অর্থাৎ কামান বন্দুক প্রস্তুত করিতেন। তথাহি—

অস্মৈ ত্বষ্টা তক্ষৎ বজ্রং রণায় বৃত্রস্য। ৬।৬১।১ম

ইন্দ্র তব ত্বষ্টা ততক্ষ বজ্রং।৭।৫২।১ম

ইন্দ্রের অন্যতম ভ্রাতা দেবশিল্পী ত্বষ্টা ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিতেন। দেবতারা তদ্দ্বারা বৃত্র সহ যুদ্ধ করেন। তথাহি—

ত্বষ্টা যৎবজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং।৯।৮৫।১ম

যেহেতু ত্বষ্ট্রনির্ম্মিত লৌহময় বজ্র অতি উত্তম ছিল। তথাহি—

যৎ ইমান্ লোকান্ বৃণোতি। তৎ বৃত্রস্য বৃত্রত্বং।

তস্মাৎ ইন্দ্রো অবিভেৎ। স প্রজাপতিং উপধাবৎ

শত্রুর্মে অজনি ইতি। তস্মৈ বজ্রং সিক্ত্বা প্রাযচ্ছৎ,

এতেন জহীতি। কৃষ্ণযজুঃ—২২০পৃ।৪র্থ খণ্ড

বৃত্রের ইহাই বিশেষত্ব যে তিনি জনপদের সকল লোককে আপনার পক্ষে বরণ করেন। তাহাতে ইন্দ্র ভীত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে বজ্র দান করিয়া বলিলেন যাও ইহা দ্বারা শত্রু বধ কর।

গোর্দিবো অশ্মানমুপনীত মৃভ্বা।৯।১২১।১ম

ঋভুগণ ঐ সকল বজ্র স্বর্গহইতে ভারতে আনয়ন করেন। তথাহি—

ক্ষুদ্র যদীং মরুতো মন্দসানং

অদস্ত বজ্রম্ অভি যৎ অহিং হন্।২।২৯।৫ম

ইন্দ্রসৈনিক মরুতেরা ঋভুগণের আনীত সেই সকল বজ্র বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্রকে প্রদান করেন। যাহা হউক উত্তেজিত দেবগণ বলিতে লাগিলেন যে—

কৃণোত ধূমং বৃষণং সখায়ঃ, অস্রেধন্ত ইতন বাজ মচ্ছ।

অয় মগ্নিঃ পৃতনাষাট্ সুবীরঃ, যেন দেবাসো অসহন্ত দস্যুন্॥

৯।২৯।৩ম

আর আমরা এই দস্যুদিগকে ক্ষমা করিব না। হে বন্ধুগণ! বর্ষণযোগ্য ধুম (Gash) প্রস্তুত কর। কেহ আমাদিগের হিংসা করিতে পারিবে না

(অগ্রেধত্তঃ) এই সাহসে নির্ভর করিয়া রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হও। এই অগ্নিদেব অতি বীরশ্রেষ্ঠ, ইনিই আমাদিগের প্রধান সেনাপতি হইবেন।

বিদ্বান্ বজ্রিন্ দস্যবে হেতি মস্য আর্য্যং সহোবর্দ্ধয় দ্যুম্নমিন্দ্র ॥৩।১০৩।১ম

হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তুমি সর্ব্ববিৎ, তুমি ভাল মন্দ বুঝ, তুমি এই দস্যুদিগের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর। আর তোমার অনুচর আর্য্য আমাদিগের বল ও যশোবর্দ্ধন কর।

যুবাং নরা পশ্যমানাস আপ্যং, প্রাচাগব্যন্তঃ পৃথুপর্শবো যযুঃ।

দাসা চ বৃত্রা হত মার্য্যাণি চ, সুদাস মিন্দ্রাবরুণাবসাবতম্ ॥১।৮৩।৭ম

হে ইন্দ্র! হে বরুণ! তোমাদিগের সেই প্রাচীন বন্ধুতা এখনও ঠিক আছে, দেখিয়া স্থূলপঞ্জরাস্থি বিশালবক্ষাঃ লোক সকল ইচ্ছাপূর্ব্বকই (গব্যন্তঃ গবগন্তৌ) রণক্ষেত্রে যাইতেছে। এখন তোমরা উপদ্রুত সুদাসকে রক্ষা এবং বৃত্রপক্ষীয় দাস ও আর্য্য সৈন্যগণকে নিহত কর। তথাহি—

আ নোভর বৃষণং শুষ্মমিন্দ্র, ধনস্পৃতং শূশুবাংসং সুদক্ষম্।

যেন বংসাম পৃতনাসু শত্রূন্, তবোতিভিরুত জামি নজামিম্।৮।১৯।৬ম

হে ইন্দ্র! তোমার রক্ষাকৌশলে আমরা কি জ্ঞাতি অসুরসৈন্য, কি অনার্য্যাদি সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সকল শত্রুকেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইব। তুমি কেবল আমাদিগকে বেতনভুক্ (ধনস্পৃতং) তেজস্বী বৃষণ(বর্দ্ধনক্ষম) সুদক্ষ সৈন্য (শুষ্মং বলং) সংগ্রহ করিয়া দেও। তথাহি—

দাসস্য বা মঘবন্ আর্য্যস্য বাযবয় বধং।৩।১০২।১০ম

হে ইন্দ্র! শত্রু আর্য্যই হউক, আর অনার্য্য দাসজাতিই হউক, উভয়কেই বধ কর। তথাহি—

যো নো দাস আর্য্যোবা পুরুষ্টুত অদেব ইন্দ্র যুধয়ে চিকেতিতি।

অস্মাভিষ্টে সুসহাঃ সন্তু শত্রবঃ, ত্বয়া বয়ং তান্ বনুয়াম সঙ্গমে ॥১।৩৮।১০ম

হে পুরুহুত ইন্দ্র! আর্য্যই হউক, আর দাসই হউক, যে কেহ দেবতা ভিন্ন শত্রু আমাদিগকে যুদ্ধের জন্য সঙ্কল্পিত করে তাহারা তোমার প্রসাদে আমাদিগের দ্বারা পরাভূত হউক। আমরা তোমার সহায়তায় উহাদিগকে সংগ্রামে বধ করিব। তথাহি—

উৎক্রাভর প্রতিবিধ্যাধি অস্মৎ, আবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যানি অগ্নে।

অবস্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামি মজামিং প্রমৃণীহি শত্রূন্ ॥৫।৪।৪ম

হে সেনাপতে অগ্নে! উঠ, উদ্যুক্ত হও, শত্রুগণকে শরবিদ্ধ কর। আমাদিগের দৈব তেজঃ প্রকাশ কর। আমাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান এই রাক্ষসগুলিকে (যাতুজূনাং) বিনাশ কর। এখন আর জ্ঞাতি অজ্ঞাতি বিচার করিও না। জ্ঞাতি আর্য্য ও অজ্ঞাতি অনার্য্য উভয় বিধ শত্রুকেই বধ কর। তথাহি—

দেবাসো যুযুধুরহা নক্তম্ ।৩।৩০।৪ম

ইহার পরই দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। নক্তন্দিব যুদ্ধ হইতে লাগিল। তথাহি—

বৃত্রেণ বজ্রী নিজঘান শুষ্ণং ।৪।৩২।৫ম

বজ্রধারী ইন্দ্র সস্ত্রপ্রহারদ্বারা শুষ্ণনামক মহাসুরকে বধ করিলেন। তথাহি—

বধরদেবস্ত পীয়োঃ ।৭।১৯।২ম

হে ইন্দ্র! যাহারা দেবভক্ত নহে, সেই অদেব অর্থাৎ দেববিরোধী পীযুকে বধ করিয়াছ।

নাস্মৈ বিদ্যুৎ ন তন্যতুঃ সিষেধ, ন যাং মিহং অকিরৎ হ্রাদুনিঞ্চ।

ইন্দ্রশ্চ যৎ যুযুধাতে অহিশ্চ, উতাপরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে ॥১৩।৩২।১ম

মহাসুর বৃত্র ও ইন্দ্র, পরস্পর ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৃত্র, ইন্দ্রের পরাভবের জন্য যে সকল বৈদ্যুতিক অস্ত্র, যে সকল ধূম (তন্যতু gash) ও জলকণা (মিহ বরুণাস্ত্র) এবং হ্রাদুনি বা বজ্র (কামান) প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা ইন্দ্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া এই সকল বৈদ্যুতিক অস্ত্রাদিপ্রয়োগপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে পরাজিত করিলেন।

এইরূপে ভারতবর্ষে ইন্দ্র বহু অসুরসৈন্যের সংহার করিলে, বৃত্র ও বলপ্রভৃতি অসুর এবং বলের অনুচর হতাবশিষ্ট পণিরা ভারতবর্ষহইতে অন্তরীক্ষে পলাইয়া যান।

চতুস্ত্রিংশাধ্যায়।

অসুরগণের অন্তরীক্ষে পলায়ন।

এইরূপে সম্মুখ সংগ্রামে বহু সেনাপতি ও বহু সৈন্যের নিধন হইলে, বৃত্র ও বলপ্রভৃতি অসুরগণ এবং হতাবশিষ্ট বলানুচর পণি সকল অন্তরীক্ষ অর্থাৎ পারস্য, তুরুষ্ক ও অপোগস্থানে পলাইয়া যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে বৃত্র, পারস্যের উত্তরভাগে যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহার নামই।

আর্য্যায়ণ (আর্য্যাণাম্ অয়নম্)।

এই আর্য্যায়ণ শব্দের অপভ্রংশে প্রথমে "আইরাণ" হইয়া পরে "ইরাণ" হইয়াছে। অপর বৃত্রের অনুজ মহাসুর বল তুরুষ্কের দক্ষিণভাগে যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন, উহারই নাম—

আসুরীয় (অসুরস্য ইদম্ আসুরীয়ম্)।

এই আসুরীয় শব্দ কালে বিকৃত হইয়া Assyria ও Siyiaতে পরিণত হইয়াছে। বৃত্র আর্য্যনাম পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু বল আর্য্যগণের প্রতি এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাদিগের প্রিয়তম অসুর নামেই পরিচিত হয়েন। আর তাঁহার অনুচর পণিরা যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন, উহার নাম Phinisia এবং উহাঁরা Phinisian নামে প্রখ্যাত হয়েন।

যাহা হউক বৃত্রপ্রভৃতি অসুরগণ যে ভারতহইতে পলায়ন করিয়া পারস্য ও তুরুষ্কে গমন করেন এবং তৎপর যে ইন্দ্র সসৈন্যে গমনপূর্ব্বক উহাঁদিগকে নিহত করিয়া সমগ্র তুরুষ্ক, পারস্য এবং আফগানিস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আমরা বেদহইতে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ঋগ্বেদের একত্র বিবৃত আছে যে—

শূরোনি যুধা অধমৎ দস্যূন্ ।৮।৫৫।১০ম

ইন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দস্যু বৃত্রাদি অসুরগণকে ভারতবর্ষহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তথাহি—

বজ্রিন্ ওজসা পৃথিব্যা নিঃশশা অহিম্ ।১।৮০।১ম

হে বজ্রধারিন্ ইন্দ্র! তুমি তোমার বাহুবলে সর্পবৎ ক্রূর বৃত্রাসুরকে পৃথিবী বা ভারতবর্ষহইতে নিঃসারিত করিয়া দিয়াছ। কোথায়?

বেদাচার্য্য সায়ণ—তদীয় ভাষ্যে একটী "সকাশাৎ" পদের যোজনা করিয়া গোল ঘটাইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এ পৃথিবী ভারতবর্ষ, পরন্ত ভূমণ্ডল নহে। ইন্দ্র বৃত্রকে ভূমণ্ডলের বাহির পরলোকে পাঠাইয়াছিলেন না। ফলতঃ বেদই বলিতেছেন যে—

যং বি বৃত্রং পর্বশো রুজন্ অপঃ সমুদ্রং ঐরয়ৎ। ১৩।৬।৮ম

যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রকে পর্বে পর্বে বেদনা দিয়া ভারতহইতে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষে প্রেরণ করেন। তথাহি—

অর্ব্বাঞ্চং মুমুদে বলং। ৮।১৪।৮ম

অহো ইন্দ্র বৃত্রাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলনামক অসুরকেও ভারতবর্ষহইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন।

পণ্ডিতাগ্রণী কৃষ্ণমোহনবন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় এই বলকেই এসিরিয়ার কিউনিফরম ইনিস্ক্রপসনের বেল বা বিলুস বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (See Aryan witness P. 62) কিন্তু ইহা অনুমান নহে, পরন্ত ইহাই সম্পূর্ণ সত্য কাহিনী। ফলতঃ ভারতীয় বলই তুরুস্কে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। বেল শব্দ বলের ডাকনাম বটে। আমাদিগের ঋগ্বেদেও এই বীলু নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বীলু চিৎ আরুজত্নুভির্গুহাচিৎ ইন্দ্র।
বহ্নিভি রবিন্দঃ উস্রিয়া অনু ॥৫।৬।১ম

হে ইন্দ্র যদিও বীলুনামক অসুর (অঙ্গিরাদিগের) গাভীসকল (উস্রিয়াঃ) হরণ করিয়া নিয়া গুহাতে (গুহাচিৎ) লুকাইয়া রাখিয়া ছিল, তথাপি তুমি পর্ব্বতভেদী (আরুজত্নুভিঃ) আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগে (বহ্নিভিঃ) পর্ব্বতগুহা বিদীর্ণ করিয়া সেই সকল গাভীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে।

ফলতঃ কেবল বেদের পণি ও বেদের বলের সহিতই তুরুস্কের ফিনিসীয়ান ও বেলের মিল দেখা যায় না। আসীরিয়ায় যে "কিলিতরু" নামে এক রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তিনিও আমাদিগের বেদের কুলিতর নামক অসুর ভিন্ন আর কেহই নহেন।

যাহা হউক অসুরগণ সিন্ধুনদ পার হইয়া পারস্যাদিতে প্রবেশ করিলেও ভারতীয় দেবগণ আপনাদিগকে নিরাপৎ মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন যে ইন্দ্র স্বর্গে চলিয়া গেলেই বৃত্রাদি অসুরেরা আবার আসিয়া ভারত আক্রমণ করিবে। একারণ তাঁহারা ইন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন যে তুমি অন্তরীক্ষে যাইয়া অসুরদিগকে দূর করিয়া দেও। এ বিষয়ে ঋগ্‌বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়।

শত্রূন্ জহি প্রতীচো অনূচঃ পরাচঃ
বিশ্বং সত্যং কৃণুহি বিষ্ট মস্ত। ৬।৩০।৫ম

হে ইন্দ্র! যে সকল শত্রু তোমার সম্মুখের দিকে প্রতিকূলতা বিস্তারকরে যাহারা পরবর্ত্তী দেশে থাকিয়া শত্রুতা করে এবং যাহারা পলায়ন করিয়াছে, উহাদিগকেও বধ কর। সমুদায় জগতে অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ অব্যাহতভাবে চলুক।

ব্রহ্মদ্বিষে শোচয় ক্ষামপশ্চ। ৮।২২।৬ম

হে ইন্দ্র তুমি এই বেদদ্বেষীদিগকে কি ভারতবর্ষ ও কি অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্রই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেও। (শোচয় ভিন্ধি)। তথাহি—

জহি শত্রূন্ মৃধস্ব অভয়ং কৃণুহি বিশ্বতোনঃ। ২।৪৭।৩ম

হে ইন্দ্র শত্রুগণকে বধ কর, উহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়া আমাদিগকে সর্বত্র নির্ভয় কর। তথাহি—

সপ্তাপো দেবীঃ সুরণা অমৃক্তাঃ
যাভিঃ সিন্ধু মতর ইন্দ্র পূর্ভিৎ নবতিং।
স্রোত্যা নব চ স্রবন্তীর্দেবেভ্যো গাতুং মনুষে চ বিন্দঃ॥ ৮।১০৪।১০ম

হে শত্রুপুরভেদী ইন্দ্র! তুমি সুরক্ষিতা সপ্তনদী ও পশ্চিম সমুদ্র পার হইয়াছিলে। দেবতা ও মনুষ্যদিগের হিতের জন্য তোমাকে নিরনব্বই নদী পার হইতে হইয়াছিল। তথাহি—

অবিন্দাসি বৃত্রহা ব্যন্তরিক্ষ মতির ওজসা। ৩।১৫৩।১০ম

হে ইন্দ্র! তুমি যখন বাহুবলে সপ্তনদী ও সমুদ্র পার হইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছ, তখনই জানা গিয়াছে যে তুমি বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।

ভীমো বিবেশ আয়ুধেভি রেষাং অপাংসি বিশ্বা নর্য্যাণি বিদ্বান্।
ইন্দ্রঃ পুরো জর্হৃষাণো বি দূধোৎ বি বজ্রহস্তো মহিনা জঘান ॥৭।২১।৭ম

বজ্রপাণি ভয়ঙ্কর ইন্দ্র, কিসে ভারতবাসীর হিত হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। এজন্য তিনি অসুরদিগের অন্তরীক্ষে (অপাংসি অপঃ) সশস্ত্র প্রবেশ করিলেন (বিবেষ বিবেশ)। তাহাতে অসুর নগর সকল যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র নিজ বাহুবলে উহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

সপ্ত বিপ্রা বিশ্বা মবিন্দন্ পথ্যাং ।৫।৩১।৩ম

কেবল একাকী ইন্দ্র নহেন, ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু ও সূর্য্যপ্রভৃতি সপ্ত বিপ্র সমগ্র অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে।

উহাঁরা কি উপায়ে পরুষ্ণীপ্রভৃতি সপ্ত নদী ও অপর সমুদ্র পার হইয়াছিলেন? উহাঁদিগের আগ্নেয়াস্ত্র সকলই বা কি প্রকারে ভারতহইতে অন্তরীক্ষে নীত হইয়াছিল? সে বিষয়ে বেদে এইরূপ বিবৃতি পরিদৃষ্ট হয়—

যাস্তে পূষন্ নাবো অন্তঃ সমুদ্রে,
হিরণ্ময়ী রন্তরিক্ষে চরন্তি।
তাভি র্যাসি দূত্যাং সূর্য্যস্য
কামেন কৃত শ্রব ইচ্ছমানঃ ॥৩।৫৮।৬ম

হে পূষন্! ভারতবর্ষ ও অন্তরীক্ষের মধ্যে সমুদ্রে তোমার যে সকল লৌহময় অর্ণবযান সঞ্চরণকরে, তুমি তদ্দ্বারা সূর্য্যের দৌত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাক। তুমি আপন ইচ্ছাতেই এই যশস্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তথাহি—

পূষা সুবন্ধুর্দিব আ পৃথিব্যাঃ, ইলঃপতি র্মঘবা দস্মবর্চাঃ। ৪ঐ

পূষা স্বর্গ ও ভারতের হিতৈষী বন্ধু। তদুপরি সর্ব্বজনাপ্রিয় ইলাবৃতবর্ষপতি ইন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা।

এতদ্দ্বারা বেশ জানা গেল যে, ইন্দ্র ও তদনুজ বিষ্ণুর ভ্রাতা পূষা তাঁহার উক্ত অর্ণবযানসমূহদ্বারা সমগ্র দেবসৈন্য ও বজ্র বা কামানপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল পার করিয়াছিলেন।

উত স্ম তে পরুষ্ণ্যামূর্ণাঃ বসত শুন্ধ্যবঃ
উত পব্যা রথানাম্ অদ্রিং ভিন্দন্তি ওজসা॥ ৯।৫।২।৫ম

মরুতেরা কেবল যে ইন্দ্রকেই বজ্র দিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা পরুষ্ণীনদী পার হইয়া (উর্ণাঃ উত্তীর্ণাঃ) শকটবাহু বজ্রপ্রহারদ্বারা (রথানাং পব্যা) নগরের শোভা সকল বিনষ্ট করিলেন। তাঁহাদিগের বজ্রপ্রহারে পর্ব্বত সকলও বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। (শুন্ধ্যবঃ—অবোধ্য)।

বজ্রেণ বজ্রী নিজঘান শুষ্ণং। ৪।৩২।৫ম

বজ্রধারী ইন্দ্র, বজ্র বা কামানদ্বারা শুষ্ণাসুরকে বধ করিলেন। তথাহি—

উর্দ্ধোহি অস্থাদধি অন্তরিক্ষে, অধা বৃত্রায় প্রবধং জভার।
নিহং বসান উপহীম দ্রুদ্রোৎ তিগ্মায়ুধো অজয়ৎ শত্রুমিন্দ্রঃ॥৩.৩০।২ম

মহাসুর-বৃত্র অন্তরীক্ষের (পারস্যের) উত্তরভাগে (আর্য্যায়ণে) অবস্থিতি করিতে ছিলেন, ইত্যবসরে ইন্দ্র যাইয়া তাঁহার প্রতি অস্ত্র প্রহার করিলেন। তখন বৃত্র লৌহবর্ম্মে (মিহ ?) দেহ আবৃত করিয়া ইন্দ্রের অভিমুখে দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। অমনি ইন্দ্র তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রপ্রহারদ্বারা পরাভূত করিলেন। তথাহি—

প্রবাচ্যং বীর্য্যং তদিন্দ্রস্য কর্ম্ম যৎ অহিং বিবৃশ্চৎ বি বজ্রেণ
জঘান আয়ন্ আপো অয়নং ইচ্ছমানাঃ। ৭।৩৩।৩ম।

ইন্দ্রের বীর্য্য ও কর্ম্মের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্তরীক্ষস্থ আর্য্যায়ণে যাইয়া বজ্রপ্রহারদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছেন। তথাহি—

ইন্দ্রো বৃত্রস্য তবিষীং নিরহন্
মহৎ তদস্য পৌংস্যং বৃত্রং জঘন্বান্॥ ১০।৮০।১ম

ইন্দ্রের ইহাই মহান্ পুরুষকার যে তিনি বৃত্রের গোলাবর্ষণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া বৃত্রকে বধ করিলেন।

ইন্দ্র বৃত্রং হন্ বিষ্ণুনা সচানঃ। ২।২০।৬ম।

হে ইন্দ্র! তুমি তোমার ভ্রাতা বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া বৃত্রকে বধ করিয়াছ। তথাহি—

ইমে চিৎ তব মন্যবে বেপেতে ভিয়সা মহী।
যদিন্দ্র বজ্রিন্ ওজসা বৃত্র মরুত্বীঃ অবধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্॥১।৮০।১১ম

হে বজ্রধারিন্! ইন্দ্র তোমার ক্রোধের ভয়ে এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত কম্পমান। যেহেতু তুমি বৃত্রকে হত্যা করিয়া স্বর্গের গৌরব রক্ষা করিয়াছ। তথাহি—

বি অন্তরিক্ষ মতিরৎ ইন্দ্রো যৎ অভিনৎ বলং। ৭।১৪।৮ম

ইন্দ্রো অন্তরিক্ষং বিভেদ বলং, নুনুদে বিবাচঃ, অভবৎ দমিতা অভিক্রতূনাং।

১০।৩৪।৩ম

ইন্দ্র ভারতবর্ষহইতে অন্তরীক্ষে যাইয়া বৃত্রের অনুজ বলকে বধ করিয়াছেন, অপভ্রংশভাষাভাষীদিগকে অন্তরীক্ষহইতেও দূর করিয়া দিয়াছেন এবং যজ্ঞবিরোধী বলবান্ শত্রুগণকে দমন করিয়াছেন। তথাহি—

বৃত্রখাদো বলং রুজঃ। ২।৪৫।৩ম

হে ইন্দ্র! তুমি মহাসুর বৃত্র ও তদনুজ বলাসুর উভয়কেই নিহত করিয়াছ। তথাহি—

উত ব্রুবন্তু জন্তবঃ অগ্নির্বৃত্রহা অজনি। ৩।৭৪।১ম

সেই জন্তুগুলি আমাদিগের নিন্দা করুক না, আমরা তাহাতে ক্ষুব্ধ নহি। মহর্ষি অগ্নিদেবও বৃত্রবধে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন। তথাহি—

পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।

ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ॥৪।১১।১ম

ইন্দ্র কবি, যুবা অমিতবলশালী বজ্রবান্, বহু লোকই তাঁহার অনুরক্ত। তিনি আপনার কর্ম্মদ্বারা জগতে নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি অসুরদিগের বহুসংখ্যক পুরী ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন। কি প্রকারে?

পুরো অভেৎ সং বজ্রেণ ইন্দ্রঃ।১৩।৩৩।১ম

ইন্দ্র লৌহময় বজ্রের দ্বারা অসুরগণের বহুপুরী বিনষ্ট করেন। তথাহি—

বি শুষ্ণস্য দৃংহিতা ঐরয়ৎ পুরঃ।১১।৫১।১ম

ইন্দ্র শুষ্ণাসুরের সুদৃঢ় নগর বিনষ্ট করেন। তথাহি—

ত্বং বঙ্গৃদস্য অভিনৎ পুরঃ।৮।৫৩।১ম

হে ইন্দ্র তুমি বঙ্গৃদাসুরের বহুনগর বিনষ্ট করিয়াছ। তথাহি—

নবতিঞ্চ নব ইন্দ্রঃ পুরো বৈরৎ শম্বরস্য ৬।১৯।২ম

হে ইন্দ্র! তুমি মহাসুর শম্বরের নিরনব্বইটী পুরী বিনষ্ট করিয়াছ। তথাহি—

ইন্দ্রো বজ্রী ভিনৎ বলস্য পরিধীন্, ইব ত্রিতঃ ।৫।৫২।১ম

ত্রিতের ন্যায় বজ্রধারী ইন্দ্রও মহাসুর বলের রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ বিধ্বস্ত করেন। তথাহি—

ইন্দ্র ত্বং বিপ্রেভির্বি পণীন্ অশায়ঃ ।২।৩৩।৬ম

তত্র সায়ণ ঃ—পণীন্ বলস্য অনুচরাঃ অসুরাঃ পণয়ঃ, তান্ ব্যশায়ঃ বিশেষেণ অশায়ঃ, হতবান্ ইত্যর্থঃ।

হে ইন্দ্র! তুমি বিপ্রগণের সহ মিলিত হইয়া বলাসুরের অনুচর পণিদিগকে নিহত করিয়াছ। তথাহি—

ইন্দ্র অযজ্বানো যজ্বভিঃ স্পর্দ্ধমানাঃ

নিরব্রতান্ অধমো রোদস্যোঃ ।৫।৩৩।১ম

হে ইন্দ্র! যজ্ঞহীন ব্রতশূন্য লোকেরা যজ্ঞকারী ব্রতী লোকদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াছিল। তুমি উহাদিগকে একবারে স্বর্গ ও ভারতবর্ষহইতে দূর করিয়া দিয়াছ। তথাহি—

অনিন্দ্রা হতা অমিত্রা বৈলস্থান মশেরন্ ১।১৩৩।১ম

হে ইন্দ্র! যাহারা ইন্দ্র তোমাকে মানিত না, ইন্দ্রভক্ত আমাদিগের ঘোরতর শক্র ছিল, তাহারা এখন শ্মশানে শয়ন করিয়াছে। তথাহি—

হনো বৃত্রং জয়া অপঃ ।৩।৮০।১ম

হে ইন্দ্র! তুমি এত দিনে বৃত্রকে বধ করিয়া সমগ্র অন্তরীক্ষ (তুরুস্ক, পারস্য অপোগস্থান) জয় করিয়াছ। তথাহি—

যো হত্বা অহিং অরিণাৎ সপ্তসিন্ধূন্ যো গা উদাজৎ অপধা বলস্য।

যো অশ্মনো রন্তরগ্নিং জজান সংবৃক্ সমৎসু, স জনাস ইন্দ্রঃ ॥৩।১২।২ম

হে ভ্রাতৃগণ! যিনি বৃত্রকে বধ করিয়া সিন্ধুপ্রভৃতি সপ্ত নদীর জল নিরাপৎ করিয়াছেন, যিনি যুদ্ধে দুই প্রস্তরের ভিতরহইতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগে বলকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ গাভী সকল মুক্ত করিয়াছেন, সেই সর্ব্ববিজয়ী ব্যক্তিই ইন্দ্র। তথাহি—

যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি, যো দাসং বর্ণ মধরং গুহাকঃ।

শ্বঘ্নীব যো জিগীবান্ লক্ষ মাদৎ, অর্য্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৪।১২।২ম

যিনি শক্র বধ করিয়া সকল বিশ্ব হস্তগত করিয়াছেন,যিনি দাসবর্ণ অসুরগণকে

গুহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া খাট করিয়াছেন, যিনি কুকুরহন্তা ব্যাধের ন্যায় জয়ী হইয়াছেন, ও শত্রুগণের লকলক পুষ্টিকর দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই আর্য্য ইন্দ্র।

বিভক্তি চারু ইন্দ্রস্য নাম যেন বিশ্বানি বৃত্রা জঘান।১৪।১০৯।৯ম

হে ভ্রাতৃগণ যে ইন্দ্রকর্ত্তৃক সমস্ত অসুর-সৈন্য ও বৃত্রপ্রভৃতি নেতৃগণ নিহত হইয়াছেন, সেই ইন্দ্রের চারুনাম আজি দিগন্ত বিশ্রুত হইল।

প্র নু বোচা সুতেষু বাং বীর্য্যা যানি চক্রথুঃ।
হতাসো বাং পিতরো দেবশত্রবঃ। ইন্দ্রাগ্নী জীবথো যুবং॥ ১।১৯।৬ষ

হে ইন্দ্র হে অগ্নে! তোমাদিগের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা আর কি বলিব। তোমরা আমাদিগের পিতা ও আমরা তোমাদিগের পুত্র। তোমরা আমাদিগের জন্যই উক্ত শত্রুগণকে নিহত করিয়াছ, অথচ তোমরা এখনও অক্ষতদেহে বর্ত্তমান।

আজৌ বিশ্বে দেবাসো অমদন্ অনু ত্বা বৃত্রস্য বধেন। ১৫।৫২।১ম

অহো আজ যুদ্ধক্ষেত্রে জগদ্বৈরী বৃত্রাসুর নিহত হওয়াতে সকল দেবতারাই হর্ষান্বিত হইয়াছেন।

ইন্দ্র আসাং নেতা, বৃহস্পতিঃ, দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানা মভি ভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্তু অগ্রম্॥ ৮

দেবরাজ (বৃহস্পতি) ইন্দ্র এই দেবগণের নেতা, যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু তাঁহার দক্ষিণে অবস্থিত, অত্রিনন্দন সোম তৎপুরোবর্ত্তী। শত্রুকুলনিষূদন বিজয়োন্মত্ত এই মরুদ্গণ সকল দেবসেনার মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য হইয়াছেন।

ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞঃ, আদিত্যানাং মরুতাং শর্দ্ধ উগ্রং।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তা মুদস্থাৎ॥ ৯।১০৩।১০ম

অহো অভীষ্টদাতা ইন্দ্র, রাজা বরুণ, বিষ্ণুপ্রভৃতি আদিত্যগণ এবং মরুদ্গণের পরাক্রম ও বলবীর্য্য অতি ভীষণ। মহামনাঃ ভুবনবিজয়ী দেবগণের জয়ধ্বনি গগনভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

হত্বায় দেবা অসুরান্ যদায়ন্,
দেবা দেবত্ব মভিরক্ষমাণাঃ। ৪।১৫৭।১০ম

যখন দেবতারা অসুর বধ করিয়া, অন্তরীক্ষহইতে অক্ষতদেহে ভারতে ফিরিয়া

আসিলেন, তখনই তাঁহাদিগের দেবত্ব রক্ষা পাইল। অনন্তর ভারতবাসীরা ইন্দ্রকে বলিলেন

ইদং নমো বৃষভায় স্বরাজে, সত্যশুষ্মায় তবসে অবাচি।

অস্মিন্ ইন্দ্র বৃজনে সর্ব্ববীরাঃ স্মৎ সূরিভিস্তব শর্ম্মন্ স্যাম।১৫।৫১।১ম

হে ইন্দ্র! তোমারই বল ও বীর্য্য যথার্থ। তুমিই প্রকৃত উন্নত হইয়াছ, তুমিই প্রকৃত নেতা ও প্রকৃত স্বর্গাধিপতি। তোমাকে নমস্কার। আমরা সর্ব্বশ্রেণীর বীরগণ এই ভীষণ সংগ্রামে কেবল তোমারই কৃপায় অক্ষত দেহে বর্ত্তমান। আমরা পণ্ডিতগণ ও বন্ধুবান্ধব সহ তোমারই সুখে সুখী হইব।

এইরূপে দেবাসুরযুদ্ধের দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত হইয়াছিল। শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত দেবীর কোনও যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা, তাহা বেদপাঠে জানা যায় না। খুব সম্ভব, ইহার বহুকাল পরে পৌরাণিক যুগে হইয়াছিল, অথবা উহা মার্কণ্ডেয় মহর্ষির কবিত্বপ্রকাশবিশেষ।

বৃত্রপ্রভৃতি অসুরগণ আমাদিগকে "সুর" ও আমরা তাঁহাদিগকে "অসুর" বলিয়া গালি দিয়াছিলাম। পরে যখন আমরা ক্রোধান্ধ হইয়া নিরপরাধ তাঁহাদিগকে "দস্যু" ও "দাস" বলিয়াও প্রিয় সম্ভাষণ করিলাম, তখন উহাঁরাও আমাদিগকে "হেন্দু" বা গোলাম বলিয়া উহার প্রতিশোধ করিয়াছিলেন। এই "হেন্দু" শব্দের অপভ্রংশেই কি "জেন্দ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল? কতকগুলি "হেন্দু" কি অসুরধর্ম্মা হইয়া পারস্যে যাইয়া "জেন্দ" নামে বিশেষিত হয়েন? তৎপরই পহ্লবী অক্ষরে "জেন্দাভেস্তা" বিরচিত হয়?

পঞ্চত্রিংশাধ্যায়।

অন্তরীক্ষজয় ও ধর্ম্মবিস্তার।

এইরূপে বৃত্র ও বল, সসৈন্যে নিহত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র অন্তরীক্ষে অর্থাৎ সমগ্র তুরুক, পারস্য ও অপোগস্থানে আপন আধিপত্য স্থাপন করিলেন। যদাহঋগ্বেদঃ—

দীর্ঘং তম আশয়ৎ ইন্দ্রশত্রুঃ। ১০

সেই ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুর ভূমিতে শয়ন করিয়া দীর্ঘনিদ্রা প্রাপ্ত হইল।

ইন্দ্রো যাতো অবসিতস্য রাজা, শমস্য চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহুঃ।

সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনাং অরান্ ন নেমিঃ পরিতা বভূব॥ ১৫।৩২।১ম

এইরূপে বৃত্র নিহত হইলে বজ্রবাহু ইন্দ্র, অস্থাবর ও স্থাবর বস্তু সকল, শান্ত পশু ও শৃঙ্গী পশুসমূহ এবং সমগ্র পৌর এবং জনপদবাসী মনুষ্যাদিগের রাজা হইলেন। যে প্রকার চক্রনেমি, মধ্যস্থ কাষ্ঠসমূহকে ধারণ করে, তদ্রূপ তিনিও আপনার নেতৃত্বে সকলকে ধারণ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র অজয়োগাঃ, অজয়ঃ সোমং, অবাসৃজঃ সর্ত্তবে সপ্তসিন্ধূন্॥ ১২।৩২।১ ম

হে ইন্দ্র তুমি পণিদিগের অপহৃত গো সকল জয় করিয়াছ, সোমক্ষেত্র সকল জয় করিয়াছ, এবং সিন্ধু ও শতদ্রু প্রভৃতি সপ্তনদীতে লোকের যাতায়াত নিরাপৎ করিয়া দিয়াছ।

ত্বমিন্দ্র স্রাক্ত্য পারং নবতিং নাব্যানাং,

অধি কর্ত্ত নবর্ত্তয়ো অযজ্যূন্॥ ১৩।১২১।১ম

তত্রসায়ণঃ......হে ইন্দ্র! অপি চ ত্বং নাব্যানাং নাবা তার্য্যাণাং নদীনাং নবতিং নবতিসংখ্যাং অতীত্য বর্তমানং পারং তীরদেশং তীরদেশে অযজ্যূন্ অযজমানান্ যজ্ঞবিধিহীনান্ অসুরাদীন্ প্রাস্ত প্রক্ষিপ্য তত্র কর্ত্তং অবর্ত্তয়ঃ কর্ত্তব্যং অপি কৃত্য তান্ যজমানান্ অবর্ত্তয়ঃ প্রাপয়ঃ।

দত্তজানুবাদ—হে ইন্দ্র! তুমি নবতি নদীর পারে পঁহুছিয়া তথায় যজ্ঞবিহীনদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাও।

হে ইন্দ্র! তুমি যে কেবল অসুরীক জয় করিয়াই যৌনাবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা নহে। তুমি নব্বই নদীর পরপারে সেই অসুরীকে সেই যজ্ঞহীন অসুরগণকে কর্ত্তব্যকর্ম্মের উপদেশ দিয়া আপনার ধর্ম্মমতে আনয়ন করিয়াছিলে।

ইন্দ্র কিরূপে অসুরগণকে আপনার ধর্ম্ম দিয়াছিলেন? তিনি উঁহাদিগকে যজ্ঞ করিতে বাধ্য করেন, এবং উঁহারা ভারতবাসীদিগের ন্যায়—

ইন্দ্র, বরুণ ও নাসত্যদ্বয়ের

পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা আমাদিগের এই উক্তির সমর্থনজন্য এখানে ইংলণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীতে পঠিত একটী প্রবন্ধের অধ্যাহার করিব। উহাতে লিখিত আছে যে—

Among the documents found by Hugo Winckler there are treaties between Subbiluliuma, King of the Hittites. and Mattiuaza, King of Mitani (Ndrthern Mesopotamia), of the time about 1400 B. C. In these treaties deities of both these nations are invoked. Among the mitani gods Hugo Winckler found the following:—

ilani. *mi—it—ra*—as—si—il ilani *uru—w—na*—as—si—el

(Variant) *a—ru—na*—as—si—il ilu *in—dar* ilani *na—sa—a* (*t—ti—ia—a*) n—na.

(Variant) *iu—da —ra na—s* (*a*)—*at ti—ia —an—na*

The affixes *assil* and *anna* are not yet clear; they Probably belong to the Hittite idiom, The word *ilu* is the Babylonian for "god," and *ilani* is the Plural.

Here, then, we have Mitra, Varuna, Indra, and the Nasatyas or Asvins. The Plural *ilani* before Mitra and Varuna indicates, according to Prof. Eduard Meyer's plausible explaination, that both formed an aggregate, a pair; for in the usual '*dvanthva*'—compound Mitra Varuna both

words are in the dual, which is represented by the plural ilani, since the Babylonian language has no dual.

These five gods not only occur in the Rig-Veda, but they are grouped together here precisely as we find them grouped in the Veda.

In my opinion this fact establishes the Vedic character and origin of these Mitani gods beyond reasonable doubt. It appears, therefore quite clearly that in the 14th century B. C. and earlier the rulers of Northern Mesopotamia worshipped Vedic gods. The tribes who brought the worship of these gods, probably from Eastern Iran, must have adopted this worship in their original home about the 16th century. At that time, then, the Vedic civilization was already in its full perfection. This fact makes the late date of the Veda usually adopted impossible and is distinctly in favour of my theory,

But there is one difficulty which must be discussed. There is doubt as to the nationality of the Kings of Mitani who worshipped the Vedic gods. According to winckler (p. 37.) the dynasty of those kings was as follows.—
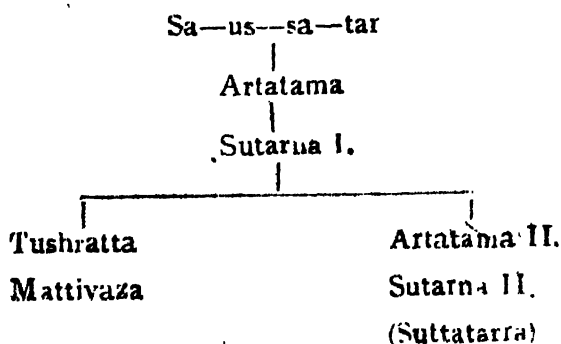
These names are certainly not Sanskrit, but look like Iranian names; and similarly the names of two later kings of Kommagene, who probably descended from the same stock, Kundaspi (854 B. C.) and Kustaspi (743 B. C.).

In two articles Professor Eduard Meyer fully recognizes the Iranic character of these names, and at the same time he is of opinion that the Vedic gods that were *native* gods of the tribe from which the rulers of Mitani descended. He supposes, therefore, that tribe was a member of the still undivided. Aryan branch of the Indo-Germanic family, and that their gods were Aryan gods. For Mitra is not only an Indian, but also an Iranian god. Indra, the Vedic god, is also mentioned in the Avesta, but only as a demon; and so is a Naonhaithy, (= Nasatya). And Baruna is thought by Prof. Meyer to be identical with Ahuramazda. Furthermore, the form Nasatya of the inscription, instead of the Zend form Naonhaithithya, would, in his opinion, prove that the inscription belongs to a time when, in the undivided Aryan Language S had not yet been changed into H, as in the Iranian languages. P. 723.

ইহার তাৎপর্য্য এই যে হিউগো উইংক্লিয়ার যে সমুদয় দলিল (খোদিত ইষ্টক) পাইয়াছেন তন্মধ্যে হিটিটিস্ রাজ স্থব্বি লুলিউমা এবং মিটানি (উত্তর মেসপটেমিয়া) রাজ মাটিউজায় খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০০ অব্দের সন্ধিপত্র রহিয়াছে। এই সন্ধিপত্রে এই উভয়জাতির দেবতাগণের স্তুতিসম্বন্ধে হিউগো উইংক্লিয়ার নিম্নোদ্ধৃত অংশ সন্দর্শন করিয়াছেন।

১। ইলানি মি—ইট—র—অশ্‌ শি—ইল, ইলানি উরু—ব—ন—অশ্‌ —শি—এল বা (অ—রু—ণ—অশ্‌—শি—ইল)

২। ইলু ইন্—ডর, ইলানি না—স অ বা (ত—তি—ইঅ—অ) ন—বা না (ইন্—ড—র—না—শ (অ) অত—ভি—ইঅ—অন—ন)।

"মন্ত্রধৃত অশ্ শিল ও অর শব্দে যে কি বোদ্ধব্য, তাহা এখনও পরিষ্কাররূপে জানা যায় নাই। ইহা সম্ভবতঃ হিট্টাইট দেশের বাগ্ধারা। ইলু বাবিলোনিয়ানদিগের দেবতা (god); এবং ইলানি উহার বহুবচন"।

"এখানে আমরা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্য বা অশ্বিদ্বয়ের নাম পাইতেছি। বহুবচনান্ত "ইলানি" শব্দ মিত্র ও বরুণ শব্দের পূর্ব্বে থাকাতে জানা যাইতেছে যে, (অধ্যাপক এডুয়ার্ড মায়াবের সহজ বলিয়া আভাসমান ব্যাখ্যা অনুসারে) উক্ত মিত্র ও বরুণ শব্দ মিথুন ভাবাপন্ন; উহা দ্বন্দ্বসমাসনিষ্পন্ন পদ এবং উহা বোধ হয় "মিত্রাবরুণৌ" এই দ্বিবচনান্ত পদ, যাহা বহুবচনান্ত ইলানি শব্দের সহিত অন্বিত। কিন্তু বাবিলোনিয়ান ভাষায় দ্বিবচন নাই"।

"ঋগ্বেদে যে কেবল এই পাঁচটী দেবতাই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এরূপ নহে। ঋগ্বেদে বহু দেবতার নামই একত্র মিলিত দেখা যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বাবিলোনিয়ানদিগের এই দেবতা ও বৈদিক আচারব্যবহারাদি বেদমূলক। সুতরাং ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে খৃঃ পূ ১৪০০ বৎসরে এবং তাহারও পূর্ব্বে উত্তর মেষপটেমিয়ার রাজগণ বৈদিক দেবতার উপাসনা করিতেন। বোধহয় খৃষ্টপূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচ্য ইরাণহইতে কোনও একটি জাতি এই বৈদিক দেবার্চ্চনা এখানে আনিয়াছিল। এবং ইহাও অনুমিত হয় যে তাঁহাদিগের আদিনিবাসস্থানে উহা খৃঃ পূঃ ষোড়শ শতাব্দীতেই গ্রহণ করিয়াছিল এবং ঐরূপ প্রাচীন সময়েই বৈদিক সভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বৈদিক সভ্যতা কখনই ইহার পরবর্ত্তী হইতে পারে না"।

"কিন্তু এখানে ইহাও একটি বড় কঠিন সমস্যা, ইহারও পূরণ হওয়া উচিত। মিটানি রাজগণের জাতিবিষয়েও অতীব গভীর সন্দেহ। যাঁহারা বৈদিক দেবতার উপাসক, উইঙ্ক্লার সাহেব উক্ত রাজগণের এই একটি বংশতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন"।
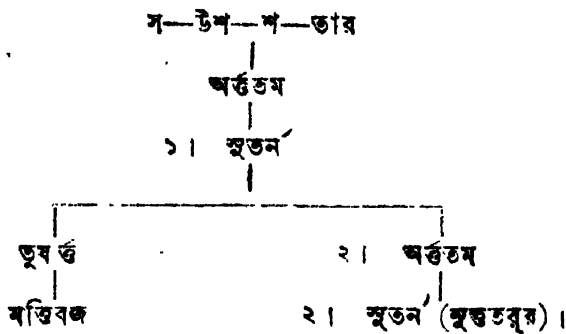
"এই নাম সকল পাঠ করিয়া মনে হয় যে ইহা সংস্কৃত ভাষার নাম নহে, পরন্তু ইহা ইরাণীয় নাম। অপিচ অনুমান হয় যে এই নামের সহিত কোনাজিনের দুইজন রাজার নামের সহিত সমতা আছে। যাঁহারা বস্তুবংঃ উক্ত মিটানিবংশপ্রভব, উক্ত রাজদ্বয়ের নাম যথাক্রমে কুণ্ডসপি) ৮৫০ খৃঃ পূঃ) ও কুষ্টসপি (৭৪৩ খৃঃ পূ)।

"অধ্যাপক এড্ওয়ার্ড মায়র মহোদয় সম্পূর্ণ স্বীকার করেন এই নাম ইরাণীয় এবং তিনি ইহাও মনে করেন যে মিটানি রাজগণ যে বংশহইতে সমুদ্ভূত, উক্ত বৈদিক দেবতাগণ সেই দেশের দেশীয় দেবতা। তিনি উক্ত বংশকে ইণ্ডোজারমণ আর্য্যবংশেরই শাখা বলিয়া মনে করেন। দেবতাও আর্য্যবংশীয় ছিলেন, কেননা "মিত্র," হিন্দু ও ইরাণী উভয় জাতিরই সাধারণ দেবতা। ইন্দ্রের নামও জেন্দাভেস্তাতে আছে। তবে দেবতা বলিয়া নহে, পরন্তু "দানব" বলিয়া। এবং ঐরূপ নাওন্ হৈথাও (নাসত্য) উক্ত উভয় জাতির সাধারণ দেবতা। অধ্যাপক মায়ার ইহাও মনে করেন যে বৈদিক বরুণ ও জেন্দাভেস্তার "অহুরো মজদা, একই। অধিকন্তু ইনেক্রিপসনের নাসত্য ও জেন্দাভেস্তার নায়ন্ হৈথাও একই। অপিচ মায়ারের অভিমত হইতে ইহাও সপ্রমাণ হয় যে, ইনেক্রিপ্সন্ সকল সেই সময়ের, যখন আর্য্যভাষা অবিভক্ত ভাষা ছিল। সেই সময়ে স—হ হইয়া গিয়াছিল না, কিন্তু ইরাণীয় ভাষায় স—হ হইয়া গিয়াছে"

আমরা এই প্রবন্ধহইতে ইহাই পাইতেছি যে, বাবিলনের মিটানি

রাজদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা খ্রীষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, পক্ষান্তরে প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন যে বৈদিক সভ্যতা অন্ততঃ খ্রীষ্টের ১৬০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি এই প্রবন্ধেই বৈদিক সভ্যতার বয়স খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০—৩০০০ বৎসর অনুমান করিয়াছিলেন। আমরা তাহা বাদ দিলেও একথা বলিতে অধিকারী যে এই প্রবন্ধলেখকের মতেও বাবিলনের সভ্যতা অপেক্ষা বৈদিক সভ্যতা দুইশত বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হইতেছে!

আমরা কিন্তু জেকোবি সাহেবকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়াও বলিতে বাধ্য হইব যে কেন যে তাঁহারা উক্ত সন্ধিপত্রকে ১৪০০ বৎসর খৃঃ পূঃ ও বৈদিক সভ্যতা খৃঃ পূঃ ১৬০০ বৎসর বলেন, তাহার কোনও হেতুই দেখা যায় না। ফলতঃ যখন উপনিষৎ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন, জ্যোতিষ ও গণিতাদি সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা বেদ সকল পুরাতন (অবশ্য বেদের সকল মন্ত্র নহে) তখন কাহারও শক্তি নাই যে তিনি উহার বয়স পৃথিবীর কোনও বৈদেশিক গ্রন্থের বয়সের সহিত তুলিত করিতে পারেন। কেন না জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদের দেশ মানবের আদি জন্মভূমি আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও জগতের দ্বিতীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদের দেশ জগতের দ্বিতীয় প্রস্লোকঃ ভারতবর্ষ জনপদ হইতেই বাবিলোনসনাথ তুরুক, পারস্য, আফগানিস্থান, মিশরসনাথ আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সমগ্র জনপদে লোক সকল যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং বৈদিক সভ্যতার বয়ঃক্রম সর্ব্বদেশের সর্ব্ববিধ সভ্যতার বয়ঃক্রম অপেক্ষা যে বর্ষিষ্ঠ, তাহাতে দ্বিধা ও সন্দেহমাত্রই নাই।

ইংরাজীসর্ব্বস্ব কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বাবিলোনিয়ার সভ্যতা বৈদিক সভ্যতাহইতে প্রাচীনতর। কিন্তু যে বাবিলোনিয়াব লোক সকল বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবতার নাম লইয়া শপথ ও সন্ধি করিতেন, তাঁহারা যে ভূতপূর্ব্ব বৈদিক জাতি, তাহাতেও কি কাহাকে সন্দেহ করিতে হইবে? তবে লেখক যদি মিটানি রাজবংশকে প্রাচ্য ইরাণীয় না বলিয়া ভূতপূর্ব্ব ভারতবাসী বলিতেন, তাহা হইলেই কথাটা ঠিক হইত।

কি ইরাণীয়াণ, কি বাবিলোনিয়ান, কি ফিনিশিয়ান, কি ককেশিয়ান, ইহারা সর্ব্বজাতিই ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। যে প্রকার জননী সংস্কৃতভাষার

বিকারে জেন্দভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্রূপ উক্ত উক্ত সংস্কৃত ভাষার বিকারেই মিটানি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। এবং বেবিলোনিয়া ও মেষপটেমিয়ার লোক সমস্ত যে ভুতপূর্ব্ব ভারত সন্তান, এবং ভারতের হ্যতান (Teuton) বরুণ (২য়) এবং বায়ু যাইয়া যে ব্যাবিলোনিয়া, মেষপটেমিয়া এবং পরে ইউরোপাদিতে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন, তাহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ?

সন্ধিপত্রের মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দই সংস্কৃতমূলক। অবশ্য সাহেবেরা ilu ও ilani শব্দ দুইটীকে একবচনান্ত ও বহুবচনান্ত মনে করিয়াছেন এবং এবং ইলু (ilu) শব্দ বাবিলোনিয়ান ভাষার দেবতা (god) বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন, কিন্তু পরমার্থতঃ তাহা নহে।

ilani me—it—ra—অশ্—শি—ইল ইলানি মিত্র—অশ্বিল

ইহার প্রকৃত পাঠ—ঈলেন্যৌ মিত্রাশ্বিন্যৌ এবং ilu in—dar ইলু—ইন্দর

ইহারও প্রকৃত পাঠ—ঈল্যঃ ইন্দ্র বা ঈলে ইন্দ্রং। ilani aru—na অশ্ শি—ইল

ঈলেন্যৌ বরুণাশ্বিনৌ।

ilani na—sa—at—ti—ia—an—na ঈলেন্যৌ নাসত্যার্য্যমাণৌ

ভাষার বিকারে যেমন ইন্দ্র ইন্দর হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ উক্ত ভাষার বিকারেই—ঈলেন্যৌ—ইলানি, ঈলে—বা ঈল্যঃ—ইলু এবং অশ্বিনৌ—অশ-শিইল্ ও অর্য্যমাও—অরুা—হইয়া গিয়াছে। কেন না অশ্ শিল ও অরু নামে কোনও বৈদিক, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক দেবতাও নাই। পক্ষান্তরে দেখ বেদে ঐরূপ ভূরিপ্রয়োগই রহিয়াছে। ঈলেন্যোনমস্যঃ অগ্নিঃ। ১৩।২৭।৩ম। ঈলেন্যোবো মনুষঃ (ঈলেন্যঃ—ঈড্যঃ স্তত্যঃ) ৪।৯।৭ম অগ্নিমীলে (১।১।১ম)।

পাঠকগণ এখানে ইহাও ভাবিয়া দেখিবেন যে বাবিলোনিয়ানগণের ভাষা সংস্কৃতের বিকারপ্রভব, সে বাবিলোনিয়ান জাতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার ভূমি বেদ ও বৈদিক যুগ অপেক্ষা বর্ষীয়ান্ কি কনীয়ান্ ? আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় যেমন দ্বিবচন নাই, তদ্রূপ পৃথিবীর আর কোনও ভাষাতেও দ্বিবচন দেখা যায় না (মাত্র দুই একটী শব্দ গ্রীক ভাষায় দ্বিবচনান্ত আছে) সুতরাং ইহাও বাঙ্গালা ও বাবিলোনীয় ভাষার অবরজত্বের অন্য একটী প্রধান চিহ্ন।

হাঁ একথা সত্য যে বরুণ ও বায়ুদেব যে সময়ে অস্তরীক্ষে যাইয়া যজুর্ব্বেদের মন্ত্র প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন, তখন সে অস্তরীক্ষ আমাদিগের প্রায় সমসাময়িক ও সমকক্ষই ছিলেন। কিন্তু যাঁহারা আদিস্বর্গ ও ভারতের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, তাঁহাদিগের সভ্যতা, তাঁহাদিগের আদি নিবাস স্বর্গ ও ভারতবর্ষের সভ্যতা অপেক্ষা একটু কনিষ্ঠ মনে করাই যেন সঙ্গত। ঋগ্বেদ কি এমন একটি কথাও বলিয়াছেন যে অস্তরীক্ষ বা বাবিলোনহইতে লোক সকল ভারতে আসিয়াছেন বা ভারতবাসীরা বাবিলোন বা মিশরে যাইয়া ক, খ, গ, ঘ, শিখিয়া আসিতেন? কিন্তু ঋগ্বেদ ইহা বলিয়াছেন যে আদিস্বর্গ ও ভারতের লোক যাইয়া অস্তরীক্ষে উপবেশন সংস্থাপন করিয়াছেন এবং স্বর্গের ভাষা ও অক্ষরই অস্তরীক্ষ, তুরুষ্ক, পারস্যে যাইয়া তথায় জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিল। এবং মনুও লিখিয়া গিয়াছেন যে—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

২০—২অ

পৃথিবীর সকল লোক (ইহার মধ্যে বিশুখ্রীষ্ট একজন) এই ভারতবর্ষে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিয়া যাইতেন। কেন মিশর, গ্রীক ও বাবিলোনিয়ার কোনও গ্রন্থে ভারতবাসীদের তত্তদ্দেশে শিক্ষাদীক্ষার্থ গমনের কথা দেখা যায় না?

প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন যে আভেস্তাতে ইন্দ্র, দানব (demon) বলিয়া বিবৃত। এ অতি সত্য কথা, আমরা যেমন অসুরবিদ্বেষ্টা ছিলাম, ভারতসন্তান ইরাণীয়গণও তদ্রূপ ইন্দ্রবিদ্বেষ্টা ছিলেন, সুতরাং ইরাণীয়দিগের কোনও শাখা (যেমন মিটানিগণ) মধ্যে ইন্দ্রোপাসনা প্রচারিত থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে এই ইন্দ্রোপাসনা প্রচলিত থাকার দুইটি হেতু দেখিতে পাই, উহার প্রথম হেতু এই যে যেমন ভারতাগত আমরা ইন্দ্রোপাসক ছিলাম, তদ্রূপ অস্তরীক্ষপ্রবিষ্ট বরুণ ও বায়ুর বংশধরেরাও ইন্দ্রোপসক ছিলেন। দ্বিতীয় হেতু এই যে যখন ইন্দ্র ভারতীয় সৈন্য ও মরুৎসৈন্যের সহায়তায় অস্তরীক্ষে যাইয়া উত্তর পারস্যে (ইরাণে) বৃত্র ও তুরুষ্কে (এসিরিয়ায়)গমনপূর্ব্বক ত্বদীয় ভ্রাতা বল ও পণিদিগকে বধ করেন,তখন তিনি

ঐসকল বিজিত জনপদে ইন্দ্রাদিদেবপূজার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই প্রকারেও ইন্দ্রশাসনে ইন্দ্রবিদ্বেষ্টা ইরাণীয়জাতীয় মিটানি জাতির মধ্যে পুনরায় ইন্দ্রপূজার প্রচলন হয়। (১৩।১২১।১ম) সুতরাং প্রবন্ধলেখক বিস্মিত না হইলেও পারিতেন। ফলতঃ যদি পাশ্চাত্যগণের বেদে প্রকৃত অধিকার থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদিগের ন্যায় সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইতেন। যাহাহউক যে দেশের, বরুণ ও বায়ু মঙ্গলিয়া ও ভারতের পূর্ব্বধিবাসী যে যজুর্ব্বেদে মূল "স্বর্গ" শব্দ বিকৃত হইয়া "সুবর্গ" ও "স্বঃ" শব্দ "সুবঃ" আকারে বিদ্যমান, যে দেশের যজুর্ব্বেদ উপনিষৎসমূহের সমবয়াঃ (কেননা যজুর্ব্বেদের শেষটাই ঈশোপণিষৎ) সে দেশের যে কোনও যুগের লোক সকলই যে মঙ্গলিয়া ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা সভ্যতাদি সর্ব্ব বিষয়েই অবরজ, তাহা যে কোনও চেতস্বান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

তবে কি সভ্যতাবিষয়ে ব্রহ্মার উত্তরকুরুপ্রভৃতি দ্যুলোক, "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" অর্থাৎ ভারতবর্ষ, তুরুষ্ক, পারস্য, আফগানিস্থান ও তিব্বত, তাতার এবং মঙ্গলিয়ার সভ্যতাদি হইতে বয়ঃকনিষ্ঠঃ

না তাহা নহে, অবশ্য দ্যুলোক মহঃ, তপঃ সত্যলোক (বা সমগ্র সাইবিরিয়া) তৃতীয় জনপদ অন্তরীক্ষের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি উহা সত্যতাবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভিন্ন অবরজবয়াঃ নহে ?

যেহেতু আদিস্বর্গের বৈয়াকরণ ও অক্ষরপ্রণেতা চন্দ্র যাইয়া মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবেরিয়া (উত্তর সংবৎসরে) এবং আদিস্বর্গের প্রধান যোদ্ধা বিষ্ণু ও সূর্য্যদেব যাইয়া মধ্যসাইবিরিয়ার তপোলোকে এবং আদিস্বর্গের সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বা সাধ্যদেবগণ যাইয়া সত্যলোকে বা উত্তরকুরু অর্থাৎ উত্তর সাইবিরিয়ায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দ্যুলোক বা উত্তরকুরু প্রভৃতি অভিনব স্থান হইলেও উহার সভ্যতা অপ্রাচীনতম নহে। বরঞ্চ ব্রহ্মা উত্তরকুরুতে যাইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাতজন পণ্ডিত পাঠাইয়া ভাষার শিক্ষাদান করেন, তাঁহারই আদেশে ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব অক্ষর প্রস্তুত ও ব্যাকরণ (ঐন্দ্র, চান্দ্র ও মাহেশ) রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে মহর্ষি অগ্নিদেব ভারতহইতে ঋগ্বেদ (অগ্নের্ঋচঃ), মহর্ষি বায়ুদেব অন্তরীক্ষহইতে যজুর্ব্বেদ

(বায়োর্বিজ্ঋষি) ও তাঁহারই আদেশে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যদেব আদি-স্বর্গহইতে সামবেদের মন্ত্র সমাহার করিয়া দেন (সাম আদিত্যাৎ)। যখন আফগানিস্থানের পথ্যাস্বস্তিদেবী ও ভারতের ব্রাহ্মণগণ তাঁহারই উত্তরকুরুতে ভাষা, লিখনপঠন, বেদ ও যাগযজ্ঞ শিক্ষা করিতে যাইতেন, যখন যোগীরা ভারতাদিহইতে ব্রহ্মলোকে যাইয়া জীবনের শেষ অংশ শেষ করিতেন, তখন উক্ত ব্রহ্মলোকপ্রভৃতি জনপদ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও সভ্যতায় বর্ষীয়ান্ ছিলেন। কেন না যাঁহারা আদিস্বর্গে সভ্যতা ও জ্ঞানের আদিপ্রবর্ত্তক ছিলেন, তাঁহারাই যাইয়া সত্যলোকাদিতে উপনিবিষ্ট হয়েন। সুতরাং সভ্যতায় আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া (ত্রিদিব উঃ৭ একাদ্রে দ্রষ্টব্য) প্রথম ভারতবর্ষ দ্বিতীয় বরুণালয় পারস্য তৃতীয় ও বাবিলোনিয়া চতুর্থ স্থানীয়। সুতরা সে বাবিলোনিয়া, মেষপটেমিয়া বা পণ্টাস, মানবের আদিজন্মভূমি হইতে পারে না।

ষট্‌ত্রিংশাধ্যায়।

দেবগণের ত্রিদিবে গমন।

এইরূপে ভারত নিঃসপত্ন ও তুরুষ্কপ্রভৃতি অন্তরীক্ষ দেবাধীন ও তথায় দেবোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইলে, ইন্দ্র ও বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণ পুনর্ব্বার স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে চলিয়া গেলেন এবং তথায় কিয়ৎকাল সুখশান্তিতে বসবাস করিবার পর ত্রিদিব বা মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক বা সাইবিরিয়া স্বর্গে পরিণত হইয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী হয়।

পূর্ব্বে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ (স্বো) এই তিনটী ভুবন বা ত্রৈলোক্য ছিল, অতঃপর ত্রিদিব বা দিবকে লইয়া ভুবনসংখ্যা চারিটি হইয়া গেল। তখন সুবজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, সাধ্যদেবগণ, ভ্রাতা সূর্য্য, খুল্লতাত চন্দ্র এবং পুত্র অথর্ব্বা এবং অঙ্গিরোগণ স্বজনবর্গসহ আদি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া ত্রিদিবে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। কেন ?

প্রথমতঃ ইহাই মনে হয় যে, উত্তরসমুদ্রগর্ভে নূতন জনপদ সকল উৎপন্ন হওয়াতে, উক্ত স্থান সকল অতীব উর্ব্বর হইয়াছিল, এই কারণে, অথবা ব্রহ্মা যে স্বকন্যা সরস্বতীতে উপগত হইয়াছিলেন,(৭ ৬ ।১০ম)সেই কারণে শিবপ্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া প্রিয়তম জন্মভূমি দ্যো বা মঙ্গলিয়া পরিত্যাগ করেন। আমরা দৈবতকাণ্ডে ইহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। ঐ কারণে সরস্বতীও স্বর্গ ত্যাগ করিয়া আপঃ বা অন্তরীক্ষে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়েন। তৎপর তিনি স্বীয় খুল্লতাত বামন বিষ্ণুকর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া পুনরায় স্বর্গে নীত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবে গমন করেন, সে বিষয়ে বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে এইরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সাম ও অথর্ববেদে বিবৃত আছে যে—

ইত এত উদারুহন্ দিবস্পৃষ্ঠানি আরুহন্।
প্র ভূর্জয়ো যথা পথা দ্যা মঙ্গিরসো যযুঃ ॥৫৩ পৃঃ সামবেদ।

অত্র সায়ণভাষ্যং······অথ দ্বিতীয়া, বামদেবো ঋষিঃ ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্। দেবতা—বিশ্বে দেবাঃ।

এতে অঙ্গিরসো পথা উৎ মার্গেণ এব, দ্যাং দিবং প্রযযুঃ প্রাপুঃ। কীদৃশাঃ? ভূর্জয়ো ভূজ্জতিঃ পাককর্ম্মা হবিষাং পক্তারঃ। তত্র দৃষ্টান্ত–পথা মার্গেণ জনাঃ গ্রামাদীন্ গচ্ছন্তি,তথা ইতঃ ভূমেঃ সকাশাৎ উদারুহন্ উদগচ্ছন্, আগত্য চ দিবঃ স্বর্গস্য পৃষ্ঠানি স্থানানি আরুহন্ প্রাক্রমন্তি।—৫৩ পৃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ·····অথ দ্বিতীয় মন্ত্র। এই দুইটী মন্ত্রই মহর্ষি বামদেবকর্ত্তৃক সমাহৃত। ইহা অনুষ্টুপ্ ছন্দে বিরচিত, এই মন্ত্রের উপাস্য দেবতা বিশ্বে দেবগণ।

এই অঙ্গিরোগণ যে প্রকার উন্মার্গদ্বারা (উত্তরদিকের পথে বা ঊর্দ্ধ পথে) দ্যো অর্থাৎ দিবে গমন করিয়াছিলেন। অঙ্গিরোগণ কি প্রকার? "ভূর্জয়"। ভ্রস্জ ধাতুর অর্থ পাক করা। ভূর্জয় শব্দের অর্থ হবির পাককর্ত্তা। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত—পথ দিয়া লোক সকল গ্রামাদিতে যাইয়া থাকে, সেই প্রকার এই ভূমির নিকটহইতে উত্তরে বা উর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন। যাইয়া দিব বা স্বর্গের পৃষ্ঠস্থ সকল স্থানে আরোহণ বা পাদবিক্ষেপ করেন।

সত্যব্রতসামশ্রমিকৃতানুবাদ—বিংশং। গোতমবংশীয় বামদেব। ছং অনুষ্টুপ. দেবং—বিশ্বদেবা। এই মন্ত্রটী ঐপ্রবরূপে ব্যবহৃত হইয়, শাক... ঋক্‌সংহিতাতে সংগৃহীত হয় নাই, এতন্মূলক সাম একটী মাত্র। গেয় গানের ৩—১—২য়। তাহার প্রকাশক অঙ্গিরোবংশীয় যম ঋষি। এবং নাম আরূঢ়বৎ। তদ্ যথা—

অনুবাদ—এই সকল হবিঃপাচক অঙ্গিরোগণ, উৎকৃষ্ট পথ দিয়া দ্যুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যেমন লোক সকল সমুচিত পথদিয়াই গ্রামাদিতে উপস্থিত হয়, ইহারাও সেইরূপ যথোচিত পথেই এখান (পৃথিবী) হইতে স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকেন এবং স্বর্গীয় প্রাপ্তব্য স্থান অধিকারও করিয়া থাকেন

অথর্ব্ববেদে সায়ণভাষ্যং...শবসংস্কর্ত্তারঃ পুরুষাঃ এতৎ মৃতশরীরং ইতঃ অস্মাৎ ভূপ্রদেশাৎ উদারুহন্ ঊর্দ্ধ্বং শকটাদিকং আরোহয়ন্। ইতঃ এতৎ ইতি শকটে শয়নে বা প্রেতং নিদধ্যাৎ ইতি বিনিযোগাৎ। অনন্তরং দিবো দ্যুলোকস্য পৃষ্ঠানি প্রষ্টব্যানি উপরিতনস্থলানি ভোগস্থানানি আরুহন্? ইতি তত্রাহ ভূর্জয়ঃ ভরণবন্তো ভুবং জিতবন্তো বা অঙ্গিরসঃ, যথা যাদৃশেন পথা মার্গেণ ত্বাং দ্যুলোকং প্রযযুঃ প্রাপ্তাঃ তেন মার্গেণ দিবঃ পৃষ্ঠানি আরুহন্ ইতি সম্বন্ধঃ। ৮৫পৃ ৪র্থ খণ্ড অথর্ববেদ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ........শবদেহ-সংস্কারকারী পুরুষেরা এই মৃত শরীরকে এই ভূপ্রদেশ হইতে ঊর্দ্ধে শকটাদিতে উঠাইলেন ইহাহইতে শবকে (প্রেতকে) শকটে (বিছানায়) শয়নে স্থাপন করিতে হয়। ইহা বিনিয়োগ দৃষ্টে জানা যায়। অনন্তর দিব বা দ্যুলোকের পৃষ্ঠে অর্থাৎ প্রষ্টব্য উপরিতন স্থল সকল অর্থাৎ ভোগ্যস্থান সকলে আরোহণ করাইয়াছিল। সে বিষয়ে বলা হইতেছে, ভূর্জয়—ভরণবন্ত, ভূকে জিতবন্ত অঙ্গিরোগণ যে প্রকার পথে দ্যুলোকে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে দিবের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিল।

এখন চেতস্বান্ ও বিবেকবান্ সহৃদয় পাঠকগণ এই ভাষ্যদ্বয় এবং সামশ্রমিকৃত অনুবাদের পদার্থগ্রহবিষয়ে সচেষ্ট হউন। আমি ত ইহার একটীরও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি ভারতীয় ভাষ্যকার দিগের মধ্যে স্বাধীনচেতাঃ পূজ্যপাদ শবরস্বামীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্

এবং কোন কোন সায়ণশিষ্যকেও অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি। কিন্তু সায়ণ, কিংবা তাঁহার যে দুই শিষ্য, এই দুইটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি কিছুতেই তাঁহাদিগের ভাষ্যের অনুমোদন করিতে সমর্থ নহি।

প্রথমতঃ দেখ,একটী মন্ত্রের এরূপ দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা হইবে কেন? এ মন্ত্রটী কি দ্ব্যর্থ-ঘটিত? মন্ত্রপ্রণেতৃগণ ত কোনও বেদের কোনও একটী মন্ত্রও একাধিক অর্থে রচনা করেন নাই। আর অথর্ববেদে সায়ণ যে বলিতেছেন যে মৃতদেহ শকটাদিতে তুলিবার বেলা ইহার বিনিয়োগ হয়, অর্থাৎ এই মন্ত্রটী পঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা কিছুতেই ঠিক বলিয়া বোধ হয় না ফলতঃ এক সময়ে পুরোহিতগণ অধিকাংশ বেদমন্ত্রেরই প্রকৃতার্থবোধে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বহু স্থলেই

"শালগ্রামকে দিয়া নোড়ার কাজ সারিয়া লইয়াছেন"

কিন্তু পরমার্থতঃ ইহা প্রেতদেহকে খাটিয়ায় তোলার মন্ত্র নহে, সায়ণ বা সায়ণশিষ্য সামবেদের ব্যাখ্যাকালেও এই মন্ত্রের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়া কেবল আন্দাজে কতকগুলি বাজে কথা বলিয়াছেন। উহার কোনওটী বা লাগিয়াছে, কোনওটি বা একেবারে লাগে নাই।

ফলতঃ দেবতারা মানুষ, স্বর্গ ভৌম—দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া "ভূঃ" বা ভারতে আগমন করেন, পরে পুনরায় স্বর্গাদিতে চলিয়া যান, এই সকল প্রাক্তন ঐতিহ্যে জ্ঞান না থাকাতেই শঙ্কর ও সায়ণাদি ভাষ্যকারেরা এরূপ মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সামশ্রমিমহোদয়ের কথা আর কি বলিব? তিনিও অন্যান্য ভাষ্যকারগণের মতন অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এই মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা—

প্রকৃতার্থবাহিনী.........এতে ভারতস্থিতা ভারতপ্রবাসিনঃ অঙ্গিরসঃ অঙ্গিরোবংশীয়া দেবাঃ উপলক্ষণাৎ অন্যে ব্রহ্মাদয়ো দেবাশ্চ যথা যদৈব ভূর্জয়ঃ ভূর্লোকস্য জয়ো বভূব, বৈবস্বতমন্বাদয়ঃ পুরূরবঃপ্রভৃতয়শ্চ ভারতবর্ষে দৃঢ়মূলা অভবন্, তদৈব ইতঃ অস্মাৎ ভারতবর্ষাৎ পথা অন্তরীক্ষমার্গেণ অপোগ-স্থানমধ্যবর্ত্তিনা দেবযানপথেন উদারুহন্ উদগচ্ছন্ উত্তরস্যাং দিশি অগচ্ছন্,

কুত্র? তদাহ—দ্যাং দ্যোলোকং আদিস্বর্গং ইলাবৃতবর্ষং প্রবদুঃ প্রকর্ষেণ গতবন্তঃ। ততঃ তত্র আদিস্বর্গে গত্বা এতে অঙ্গিরঃপ্রভৃতয়ো ব্রহ্মাদয়শ্চ কেচিৎ দেবাঃ উদারুহন্ উত্তরাং দিশং অগচ্ছন্। কুত্র? তে দিবঃ দ্যুলোকস্য পৃষ্ঠানি দ্যুলোকপৃষ্ঠে স্থিতান্ উত্তরসংবৎসরাহোরাত্রসত্যলোকান্ আরুহন্ আরূঢ়বন্তঃ, তত্র গত্বা উপনিবিবিশু রিত্যর্থঃ।

অনার্য্যদিগের হস্তহইতে, যেমন ভারতবর্ষ অধিকৃত হইল, অমনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র ও অঙ্গিরোবংশীয় দেবগণ অন্তরীক্ষ অর্থাৎ আফগানিস্থানের মধ্যবর্ত্তী দেবযান পথে উত্তরে দ্যো বা আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়ায় চলিয়া গেলেন। তৎপর আবার ব্রহ্মা, চন্দ্র সূর্য্য,ও সাধ্যাদি দেবগণ এবং অঙ্গিরোবংশীয়গণ উত্তরে দিবে অর্থাৎ উত্তরসংবৎসর, অহর্লোক, রাত্রিলোক এবং ঋতাপরনামা সত্যলোকে চলিয়া যাইয়া তথায় উপনিবিষ্ট হইলেন।

আচ্ছা দিব বা ত্রিদিব (ত্রিপিষ্টপ) ত মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক লইয়া গঠিত। তবে এখানে সংবৎসর, অহঃ ও রাত্রি লোকের নাম করা হইল কেন?

যেহেতু তখন উত্তর সংবৎসর, অহঃ, রাত্রি (২।১৯০।১০ম) এবং সত্য লোক (১।১৯০।১০ম) লইয়া ত্রিদিব পরিগণিত হইয়াছিল। কালক্রমে উত্তর সংবৎসরের নাম মহর্লোক এবং অহঃ ও রাত্রি জনপদের সমবায়-সমুথ বস্তুর নাম তপোলোক হইয়াছিল। পৌরাণিক যুগে উক্ত মহর্লোক—রম্য,কবর্ষ,তপোলোক—হিরণ্ময়বর্ষ এবং ঋত বা সত্যলোক উত্তর কুরুবর্ষ নামে প্রখ্যাতি লাভ করে। দেবতারা কে কোথায় গমন করিয়াছিলেন? কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন যে—

অঙ্গিরসো বৈ ইত উত্তমং

সুবর্গং লোকং আয়ন্।১৫১ পৃঃ

অঙ্গিরোগণ এই আদিস্বর্গহইতে উত্তমস্বর্গলোকে গমন করেন। উত্তমস্বর্গলোক কি? ব্রহ্মা উত্তর সাইবিরিয়ায় যাইয়া উহার নাম "ব্রহ্মলোক" (ইহাই তৃতীয় ব্রহ্মলোক), সত্যলোক, পরম স্থান ও পরম ব্যোম (উত্তম স্বর্গ) রাখেন। এই পরম ব্যোমেরই নামান্তর "উত্তর কুরু"। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের তেতাল্লিশ সর্গের শেষাংশ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে যে পরমব্যোম একসময়ে উত্তরকুরু নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল। উত্তরকুরু, আদি ব্যোম বা আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষহইতে উত্তর ছিল বলিয়া উহার

নাম উত্তমনাক বা পরম ব্যোম ও পরম স্থান হয়। এইস্থানে বসবাস-নিবন্ধনই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার নামান্তর পরমেষ্ঠী। তাই অথর্ব্ববেদ বলিয়া গিয়াছেন যে—

উত্তমং নাকং পরমব্যোম

নাক—আদিস্বর্গ, উত্তম নাক—উত্তরকুরু বা সত্যলোক এবং উহাই পরম ব্যোম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্বর্গ (ব্যোম—স্বর্গ), ব্রহ্মার উত্তরকুরুগমনবিষয়ে বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়।—

তিস্রো মাতৄ স্ত্রীন্ পিতৄন্ বিভ্রদেকঃ উর্দ্ধস্তস্থৌ ন ঈং অবগ্লাপয়ন্তি।

মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচং অবিশ্বমিন্বাম্ ॥১০।১৬৪।১০

তত্র সায়ণভাষ্যম্... .. একঃ প্রধানভূতঃ অসহায়ো বা পুত্রস্থানীয় আদিত্যঃ সংবৎসরাখ্যঃ কালো বা তিস্রো মাতৄঃ শস্যবৃষ্ট্যাদ্যুৎপাদয়িত্রীঃ ক্ষিত্যাদিলোক ত্রয়ান্ ইত্যার্থঃ। তথা ত্রীন্ পিতৄন্ জগতাং পালয়িতৄন্ লোকত্রয়াভিমানিনঃ অগ্নিবায়ুসূর্য্যাখ্যান্ বিভ্রৎ সন্ উর্দ্ধ তস্থৌ উন্নতঃ অত্যন্ত দীর্ঘঃ তিষ্ঠতি, ভূতভবিষ্যদাদ্যাত্মনা সূর্য্যপক্ষে সর্ব্বেভ্য উন্নতঃ, ঈং এনং ন অবগ্লাপয়ন্তি গ্লানিং নৈব কুর্ব্বন্তি, নহি কাল আদিত্যো বা অন্যেন পরাভূয়তে। দিবঃ পৃষ্ঠে দ্যুলোকস্য উপরি অন্তরিক্ষে মন্ত্রয়ন্তে গুপ্তং পরস্পরং ভাষন্তে দেবাঃ, কিং বিশ্ববিদং বিশ্ববেদনসমর্থাং বিশ্বৈর্বেদনীয়াং বা বিশ্বমিন্বাং অসর্ব্বব্যাপিনীং বাচং পরিভলক্ষণাং আদিত্যসম্বন্ধিনীং মন্ত্রয়ন্তে ইত্যর্থঃ।

দয়ানন্দভাষ্যম্ .....তিস্রঃ—মাতৄঃ উত্তমমধ্যমনিকৃষ্টরূপা ভূমীঃ, ত্রীন্ বিদ্যুৎপ্রসিদ্ধসূর্য্যস্বরূপান্ অগ্নীন্, পিতৄন্ পালকান্. বিভ্রৎ ধরন্ সন্ একঃ সূত্রাত্মা বায়ুঃ উর্দ্ধঃ তস্থৌ তিষ্ঠতি, ন, ঈং সর্ব্বতঃ অবগ্লাপয়ন্তি, মন্ত্রয়ন্তে গুপ্তং ভাষন্তে। দিবঃ প্রকাশমানস্য অমুষ্য দূরে স্থিতস্য সূর্য্যস্য পৃষ্ঠে পরভাগে বিশ্ববিদং বিশ্বে বিদন্তি, তাং বাচং বাণীং. অবিশ্বমিন্বাং অসর্ব্বসেবিতাং।

দত্তজ্ঞানুবাদ—একমাত্র আদিত্য, তিন মাতা ও তিন পিতাকে ধারণ করতঃ উন্নত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি হইতেছে না। দ্যুলোকের পৃষ্ঠদেশে দেবগণ আদিত্যের সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। সে কথা সকলের নিকট পৌঁছে না। কিন্তু তাহাতে সকলেরই কথা আছে।

বলা বাহুল্য, এই ভাষ্যদ্বয় ও অনুবাদ অতীব কলুষিত। আমরা মনে করি যে ইহার প্রকৃতার্থ এই—

প্রকৃতার্থবাহিনী···একঃ একাকী স সুরজ্যেষ্ঠো ব্রহ্মা, তিস্রো মাতৄঃ মাতৃ-ভূমিত্রয়ং আর্য্যাবর্ত্তদক্ষিণাপথপূর্ব্বোপদ্বীপাত্মকং ভারতবর্ষং তথা ত্রীন্ পিতৄন্ পিতৃভূমিত্রয়ং কিম্পুরুষবর্ষহরিবর্ষেলাবৃতবর্ষাত্মকং সমগ্রং ত্রিণাকং বিভ্রৎ ধরন্ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ শাসনভারং গৃহ্নন্ ঊর্দ্ধঃ ঊর্দ্ধে উত্তরস্যাং দিশি উত্তর কুরুষু তস্থৌ তত্র গত্বা স্থিতবান্। ঈং (কপোলচলনেনৈতৎ এনাকে) এনং একরমপি ব্রহ্মাণং ন কেঽপি অবগ্লাপয়ন্তি তস্য অবজ্ঞাং কর্ত্তুং শক্নুবন্তি সর্ব্বে তস্মাৎ বিভ্যতি ইতি ভাবঃ। অমুষ্য অমুষ্যাঃ দিব ইতি শেষঃ, পৃষ্ঠে উপরি অবিশ্ববিদাং অসর্বব্যাপিণীং অসর্বসেব্যাং বাচং সংস্কৃতভাষাম্ বিশ্ববিদং বিশ্ববেদনযোগ্যাং কর্ত্তুমিতি শেষঃ মন্ত্রয়ন্তে ব্রহ্মণা সহ সংলপন্তি ইত্যর্থঃ।

তিন মাতৃভূমি (আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণাপথ ও পূর্ব্বোপদ্বীপ), অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষ এবং তিন পিতৃলোক (তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়া) অর্থাৎ ত্রিনাকের শাসনভার গ্রহণপূর্ব্বক সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা একাকী উত্তর দিকে উত্তর কুরুতে (সত্যলোকে) যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। তিনি একাকী গেলেও কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিত না। অনন্তর অন্যান্য দেবগণ সেই ত্রিদিবের পৃষ্ঠদেশে, কি প্রকারে অল্প লোকের পরিজ্ঞাত সংস্কৃত ভাষা সকলের বোধগম্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ব্রহ্মার সহিত গোপনে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

পরমে ব্যোমন্ অধারয়ৎ রোদসী।১।৬২।১ম

ব্রহ্মা পরম ব্যোমে যাইয়াও রোদসী অর্থাৎ দ্যো ও ভারতবর্ষকে ধারণ করিলেন। অর্থাৎ তিনি পরম ব্যোমে থাকিয়া আদিস্বর্গ পিতৃলোক এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তথাহি—

যো অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্। ৭।১২৯।১০ম

এই ত্রৈলোক্যের অধ্যক্ষ বা অধিপতি যে ব্রহ্মা পরম ব্যোমে অবস্থিতি করিতেছেন। তথাহি মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।

ইন্দ্রে ত্রৈলোক্য মাধায় ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ॥ ২০। ২২২অ।

এইরূপে প্রভু ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে বরদানপূর্ব্বক ভ্রাতা ইন্দ্রের প্রতি ত্রৈলোক্যের শাসনভার প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মলোকে যাইয়া তিনি কি করিলেন? তিনি যখন উত্তরে চলিয়া যান, তখন সে স্থানের কোনও নাম ছিল না, পরে ব্রহ্মা যাইয়া উহাকে "সত্যলোক" প্রভৃতি নূতন নামে সমলঙ্কৃত করেন। উক্তঞ্চ—

ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং বক্তা পতির্ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যং নাম তৃতীয় মধিরোচনে দিবঃ॥ ২।৭৫সূ।১ম

তত্র সায়ণঃ—ঋতস্য যজ্ঞস্য জিহ্বা মুখ্যত্বেন জিহ্বাস্থানীয়ঃ সোমঃ প্রিয়ং মধু মধুকরং রসং পবতে ক্ষরতি। বক্তা শব্দকৃৎ। যদ্বা স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণাঃ স্তুতয়ঃ সাধীয়স্য ইতি প্রতিশ্রুবণস্য কর্ত্তা অস্যাঃ ধিয়ঃ এতস্য কর্ম্মণঃ পতিঃ পালয়িতা অদাভ্যঃ অন্যৈঃ হিংসিতু মশক্যঃ, পুত্রো যজমানঃ পিত্রোঃ মাতাপিত্রোঃ অপীচ্যং অন্তর্হিতং যন্নাম তৌ ন জানীতঃ নামকরণবেলায়াং তস্মাৎ তয়োরপরিজ্ঞায়মানং তৎ তৃতীয়ং নাম দিবোদ্যুলোকস্য রোচনে দীপ্যমানে সোমে অভিষূয়মাণে সতি অধিদধাতি অত্যন্তং ধারয়তি। নক্ষত্রব্যাবহারিকনাম্নী প্রত্যয্য সোমযাজীতি তৃতীয়মস্য নাম ইতি ভগবতা বৌধায়নেন উক্তম্।

দত্তানুবাদ—সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সেই জিহ্বাহইতে অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্যবর্দ্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের এরূপ একটী নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাঁহার পিতামাতা জানিতেন না।

এই মন্ত্রে "সোম" শব্দ আদবেই নাই। পুত্র ও পিতামাতা কাহাকে বলা হইল, তাহাও ভাষ্যকার ও অনুবাদক খুলিয়া বলিলেন না। সায়ণ যে রোচনে অর্থ "দীপ্যমানে" ও পণ্ডিত আলোকনাথ যে "আকাশ" করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই।

প্রকৃতার্থবাহিনী...... দিবঃ দ্যুলোকস্য রোচনে অধি কস্মিংশ্চিৎ জ্ঞানালোকসমুজ্জ্বাসিতে জনপদে জনপদস্য উপরি অদাভ্যঃ কেনাপি হিংসিতুমশক্যঃ পিত্রোঃ পিতামাতৃস্থানীয়য়োঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ পুত্রঃ পুত্রস্থানীয় এতয়োঃ পশ্চাৎ উৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমারোপিতম্। ব্রহ্মলোকঃ (উত্তর কুরবঃ) অপীচ্যম্ অপ্রাচীনং (অপভ্রষ্টঃ শব্দোঽয়ং) নূতনমিতি যাবৎ তৃতীয়ং নাম পরম ব্যোমব্রহ্মলোকসত্যলোকাদিকং দধাতি ধারয়তি। স পুত্রঃ ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মা

যা ঋতস্য যজ্ঞস্য জিহ্বা উৎপত্তিস্থানং (প্রজাপতিঃ যজ্ঞান্ অসৃজত ইতি তৈঃ সং) স বক্তা যাগযজ্ঞাদীনাং উপদেষ্টা বেদাদীনাঞ্চ ব্যাখ্যাতা প্রিয়ং মধু পবতে মিষ্টাবয়া মধুরং উপদিশতি। স চ অস্যা ধিয়ঃ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পতিঃ অধ্যক্ষঃ। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ইতিস্মরণাৎ।

ঋত বা যজ্ঞের জিহ্বা অর্থাৎ নিদান, প্রিয় ও মধুর বচনের বক্তা, সকল প্রকার বুদ্ধির আধার, অপরাজেয় স্বয়ম্ভোষ্ঠ ব্রহ্মা, পিতা বা পিতৃভূমি আদিস্বর্গ দ্যো এবং মাতা বা মাতৃভূমি ভারতবর্ষের পুত্রস্থানীয়। কেননা ত্রিদিবে দ্যো ও ভারতবর্ষের লোকসকল যাইয়া উপনিবিষ্ট হওয়াতে উহা স্বর্গ ও ভারতবর্ষের পুত্রস্থানীয়। ব্রহ্মা দিবি বা দ্যুলোকের রোচনা-ত্রয়কে (যে যে স্থান আলোময়, উহাদের নাম রোচনা) সংবৎসর,অহর্লোক, রাত্রিলোক, সত্যলোক, ও পরম ব্যোমাদি নূতন নূতন নামে সমলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন।

দ্যাবাপৃথিবী হইতে দিবে যে লোক সকল যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া ছিল, তাহার অন্য প্রমাণ কি? ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন যে—

তে জামী সযোনী মিথুনা সমোকসা।

নব্যং নব্যং তন্তুং আতন্বতে দিবি সমুদ্রে ॥৪।১৫৯।১ম

সেই দ্যো ও পৃথিবী, পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন, উভয় স্থানই তুল্যভাবে দেবগণের যোনি বা উৎপত্তি স্থান, ইহাদের ভূমিপরিমাণও সমান। এই দুই স্থান হইতেই অন্তরীক্ষ ও দিবে নূতন নূতন তন্তু বা বংশ সকল যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছে।

আচ্ছা ব্রহ্মা যে পূর্ব্বে আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ বহু। তন্মধ্যে আমরা কতিপয় প্রমাণের সমাহার করিব।

পরমেষ্ঠিনো বৈ এষ যজ্ঞো অগ্রে আসীৎ,

তেন স পরমাং কাষ্ঠাং অগচ্ছৎ।৫১ পৃ কৃষ্ণযজুঃ।

যজ্ঞ বা আদিস্বর্গ স্বঃ ("যজ্ঞো বৈ স্বঃ" ইতি শ্রুতেঃ) পূর্ব্বে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ছিল। পরে তিনি এখানহইতে সত্যলোকে চলিয়া যান, যে সত্যলোক সপ্তভুবনের সর্ব্বোত্তর ভাগে অবস্থিত। তথাহি—

তস্মৈ ইলা পিন্বতে বিশ্বদানীং, যস্মৈ বিশঃ স্বয়মেব নমন্তে।

যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব্ব এতি।৮।৫০।৪ম

সেই দেবরাজ ইন্দ্রকে ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ আদিস্বর্গ দ্যো, সর্ব্বদাই ধন ধান্যাদিদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তাঁহাকে সকল প্রজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নতকন্ধরে প্রণাম করে, তথায় পূর্ব্বে ব্রহ্মাই রাজা ছিলেন। তৎপরই ব্রহ্মা চলিয়া গেলে ইন্দ্র ইলা বা ইলাবৃতবর্ষের একাধিপত্য গ্রহণ করেন।

ইলঃ পতির্মঘবা।

মঘবা বা শতক্রতু ইন্দ্রই ইলা অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষের পতি বা শাস্তা। তথাহি—

তপসা সুসমৃদ্ধস্য আদিস্বর্গে স্বয়ম্ভুবঃ।
ওঙ্কারপূর্ব্বা গায়ত্রী নির্জগাম ততো মুখাৎ॥

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে, যখন তপঃপ্রভাবসমুজ্জ্বল সুরজ্যেষ্ঠ (স্বয়ম্ভু নহে) ব্রহ্মা আদিস্বর্গে ছিলেন, তখন তাঁহার মুখহইতে ওঙ্কারপূর্ব্বা বেদমাতা গায়ত্রী নির্গত হয়। সুতরাং ব্রহ্মা যে পূর্ব্বে আদিস্বর্গ দ্যো বা ইলাবৃতবর্ষে ছিলেন, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

আচ্ছা ব্রহ্মা কি তবে সত্যলোকে এককই গিয়াছিলেন? না, তাঁহাকে তথায় যাইতে দেখিয়া অন্যান্য দেবতারা বলিতে লাগিলেন যে—

স্বর্দেবা অগন্ম, অমৃতা অভূম,
প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম।২৯কা।১৮অ যজুঃ

আমরা দেবতারা প্রজাপতির নূতন স্বর্গে (ব্রহ্মা সত্যলোককে স্বঃ [illegible] স্বঃ লোকে পিতা বা পিতৃলোক নামে অভিহিত করেন) যাইব, তাঁহার প্রজা হইব। তথায় গমন করিলে আর আমাদের মৃত্যুভয় থাকিবে না। তথাহি কৃষ্ণযজুঃ—

ব্রহ্মণা বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোক মায়ন্।৩৫৬পৃ।

অনন্তর দেবতারা ব্রহ্মার সহিত নূতন স্বর্গ দিবে চলিয়া গেলেন। তথাহি বায়ুপুরাণং—

স্থানত্যাগে মনশ্চাপি যুগপৎ সংপ্রবর্ত্ততে।
উচুঃ সর্বে তদান্যোন্যং বৈরাজাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥৭৬
এবমেব মহাভাগাঃ প্রণবং সং প্রবিশ্য হ।
ব্রহ্মলোকে প্রবর্ত্তামঃ তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি॥৭৭।৩৯অ।

বিরাট্ আদি মানব, তজ্জন্য তাঁহার জন্মভূমি আদি স্বর্গের নাম "বৈরাজ ভবন" সেই বৈরাজভবনবাসী মহাভাগ্যবান্ শুদ্ধবুদ্ধি দেবগণের সকলেরই যুগপৎ এই অভিলাষ হইল যে, আমরা এস্থান ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইব, তাহাতেই আমাদের শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল হইবে। ইহা স্থির করিয়া সকলে ওঙ্কার উচ্চারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকের দিকে প্রস্থানপরায়ণ হইলেন।

আচ্ছা ব্রহ্মার সহিত কোন্ কোন্ দেবতা সত্যলোক বা উত্তর কুরুতে গমন করেন? ঋগ্ বেদ বলিতেছেন যে—

যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত দেবাঃ, তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত, যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬।৯০।১০ম

দেবতারা যজ্ঞ অর্থাৎ আদিস্বর্গে (যজ্ঞেন যজ্ঞে আদিস্বর্গে) অর্চনীয় অগ্নির উপাসনা করিতেন। উহাই জগতে প্রথম ধর্ম্মকার্য্য ছিল। সেই দেবতারা আপন মাহাত্ম্যে স্বর্গকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, তথায় পূর্ব্বে সাধ্যাভনয় সাধ্যগণ দেবতা ছিলেন।

সাধ্য দেবগণ কোথায় গমন করিয়াছিলেন? ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিতেছেন যে

অথ যৎ পঞ্চম মমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন।১৮১ পৃঃ

মহেশপালসংস্করণ।

তিব্বতহইতে উত্তরকুরু পর্য্যন্ত সমুদায় স্বর্গভূমি পাঁচটী অমৃত (Sanatarium) লোকে বিভক্ত। তন্মধ্যে সাধ্য দেবগণ পঞ্চম অমৃত ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুতে (৪৩ সর্গ শেষ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড দেখ) ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিতেন।

অতএব জানা যাইতেছে যে, সাধ্যদেবগণ আদিস্বর্গহইতে ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মার সহিত একত্র বাস করেন। আর কে কে দ্যুলোকে গমন করেন? ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

দিবি রুদ্রাসো অধিচক্রিরে সদঃ।২।৮৫।১ম

রুদ্রবংশীয় দেবগণ দিব বা দ্যুলোকে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তথাহি কৃষ্ণযজুঃ—

উদীচীং রুদ্রাঃ।৩৬০পৃঃ

রুদ্রগণ উত্তরে উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তথাহি—ঋগ্ বেদঃ—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ।৩।১৯০।১০ম

সূর্য্য ও চন্দ্রের আদিস্বর্গ স্রোতে এক একটী সামন্ত রাজ্য ছিল। ধাতা বা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, ভ্রাতা সূর্য্য ও খুল্লতাত চন্দ্রকে দিবে লইয়া যাইয়া তথায় তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় এক একটী নূতন রাজত্ব প্রদান করেন।

এ চন্দ্র ও সূর্য্য কি চাঁদ ও দিবাকর নহে? ভাষ্যকারগণ তাহাই মনে করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। ফলতঃ এই সূর্য্য সাবর্ণি মনুর পিতা এবং এই চন্দ্র অত্রিনন্দন বটেন। এই ঋকেরই অনুবাদচ্ছলে কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন যে—

অগ্নির্ভূতানা মধিপতিঃ, বায়ুরন্তরিক্ষস্য,
সূর্য্যো দিবঃ, চন্দ্রমা নক্ষত্রাণাং।১৯৪পৃ

অগ্নি বা শিব, ভূত অর্থাৎ ভুটানীদিগের, মহর্ষি বায়ু দেব অন্তরীক্ষ বা অপোগ স্থানের, অত্রিনন্দন চন্দ্র মহর্লোকস্থ নক্ষত্রনামা দেবগণের, এবং মহর্ষি সূর্য্যদেব দিবের একদেশ অহঃ এবং রাত্রি জনপদের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। তথাহি বিষ্ণু পুরাণম—

যদাভিষিক্তঃ স পৃথুঃ পূর্ব্বং রাজ্যে মহর্ষিভিঃ।
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি দদৌ লোকপিতামহঃ॥১
নক্ষত্রগ্রহবিপ্রাণাং বীরুধা ঞ্চাপ্যশেষতঃ।
সোমং রাজ্যে হদধাৎ ব্রহ্মা যজ্ঞানাং তপসামপি॥২।২২অ।১অংশ

যে সময়ে মহর্ষিগণ মহারাজ পৃথুকে অভিষিক্ত করেন, সেই সময়েই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা (লোক পিতামহ ব্রহ্মা আদি মানব, তখন রাজা ও রাজত্ব কোথায়। ইহা পুরাণপ্রণেতার প্রমাদ) চন্দ্রকে নক্ষত্র; (নক্ষত্রনামা দেবগণ), গ্রহ (গ্রহনামা দেবগণ) ও ব্রাহ্মণগণ (সোমো ব্রাহ্মণাণাং রাজা আসীৎ) ওষধি ভূয়িষ্ঠ সংবৎসরলোক(দক্ষিণ সাইবিরিয়া)এবং যজ্ঞ ও তপস্যার রাজা করিয়া দেন।

চন্দ্র যে সংবৎসর জনপদের রাজা, তাহা কে বলিল? প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন যে—

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য অয়নে দক্ষিণঞ্চ উত্তরঞ্চ। তৎ যে হ বৈ তৎ ইষ্টাপূর্ত্তে কৃত মিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমস মেব লোক মভিজয়ন্তে।
৯পৃঃ- ভুবন বসাক সং।

প্রজাপতি চন্দ্রের (যখন ব্রহ্মা স্বরাট, তখন চন্দ্র, তদধীন প্রজাপতি ছিলেন)

সংবৎসর নামে জনপদ আছে। উহার একটী উত্তরে ও একটী দক্ষিণে। দক্ষিণেরটী মেরুপর্ব্বতসানুসংস্থ, সেইটীই দক্ষিণ সংবৎসর, অন্যটী উত্তর মহা-সাগরগর্ভে সদ্যঃ প্রসূত (২।১৯০।১০ম), সেইটীই চন্দ্রের উত্তর সংবৎসর। ব্রহ্মা চন্দ্রকে আদিস্বর্গহইতে আনয়ন করিয়া এখানে নূতন রাজত্ব প্রদান করেন। ইহারই নামান্তর অর্চ্চিলোক। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে না থাকিয়া এখানে আসিয়া যজ্ঞ ও কূপবাপীখননাদিদ্বারা ভগবানের আরাধনা করিতে চাহেন, তাঁহারা এখানে আসিয়া বাস করিয়া সুখী হয়েন।

ইহাই চন্দ্রের উত্তর সংবৎসর এবং ইহা ত্রিদিবের দক্ষিণভাগ মহর্লোক। এস্থানের অধিপতি বলিয়া ঋগ্বেদে চন্দ্র "মহস্বান্" বিশেষণের বিষয়ীভূত। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও ইহার সমুল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

মহ ইতি চন্দ্রমাঃ।১৮পৃ

মহর্লোক চন্দ্রমাঃ অর্থাৎ চন্দ্রেব। ইহাই অতীব ওষধিপ্রধান ছিল বলিয়া চন্দ্রের নাম "ওষধিনাথ" ও এখানে মদ্য বা সুধা প্রস্তুত হইত বলিয়া এই মানুষ [illegible] বিশেষণ "সুধাকর"। ছান্দোগ্যও বলিতেছেন যে—

অথ যৎ চতুর্থ মমৃতং তৎ মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন।১৭৯পৃ

মহর্লোক চতুর্থ অমৃত, এখানে ইন্দ্রসৈনিক মরুদ্গণ, চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস [illegible]ন।

অতঃপর আমরা সূর্য্যের দিব বা দ্যুলোকে নূতন রাজত্বের কথা বলিব। কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন যে—

সূর্য্যো দিবঃ।

অদিতিনন্দন সূর্য্য, দিব্ বা দ্যুলোকের অধিপতি। সূর্য্য কি সমগ্র ত্রিদিবের অধিপতি ছিলেন? না, ত্রিদিবের দক্ষিণভাগ মহর্লোকে চন্দ্র নূতন রাজা হয়েন, সূর্য্য, ত্রিদিবের মধ্যভাগে অহঃ ও রাত্রি জনপদের রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিলেন। প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন যে—

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ।

তস্য অহরেব প্রাণঃ, রাত্রিরেব রয়িঃ।১৫পৃ

প্রজাপতি সূর্য্যের জনপদ দুইটী, একটী অহর্জনপদ, আর একটী রাত্রি জনপদ। অহর্জনপদের ভিতর দিয়া শুক্ল বা দেবযান পথ এবং রাত্রি জনপদের ভিতর

দিয়া কৃষ্ণ বা পিতৃযাণ পথ প্রসারিত। তন্মধ্যে অহর্জনপদ অতীব স্বাস্থ্যকর, সুতরাং প্রাণদাতা, এবং রাত্রি জনপদ অতীব শস্যশালী, সুতরাং উহা রয়ি বা ধনপ্রদ, যে লোকদ্বয় এক সময়ে তপোলোক বলিয়া প্রখ্যাত হয়, তপো লোকেরই পূর্ব্বভাগ রাত্রি ও পশ্চিমাংশ অহর্নামে পরিচিত।

অহর্বৈ দেবা অশ্রয়ন্ত, রাত্রি মসুরাঃ। ঐঃ ব্রা

এক সময়ে দেবতারা অহর্জনপদে এবং অসুরেরা (দৈত্য দানবেরা) রাত্রি জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইহা এক সময়ের কথা। ইহার পর সম্ভবতঃ সূর্য্যের উপরিতন পদে তদীয় ভ্রাতা বিষ্ণু যাইয়া সমগ্র অহর্জনপদ ও সমগ্র রাত্রি জনপদ অধিকার করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সময়েই উহারা "তপোলোক" নামে প্রখ্যাতি লাভ করে। ইহারই নামান্তর বৈকুণ্ঠ বা গোলোক। উক্তঞ্চ—

স্বর্গোকে বসতি বিষ্ণো বৈকুণ্ঠেহস্য মহাত্মনঃ।

স কথং মানুষে লোকে পদন্যাসং চকার হ॥ ৪।২৯অ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড।

মহাত্মা বিষ্ণু স্বর্গলোকে বাস করিতেন, তাঁহার সেই বাসস্থানের নাম "বৈকুণ্ঠ"। কি আশ্চর্য্য, তিনি কি প্রকারে তথাহইতে মনুষ্য লোক এই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

বিষ্ণুর্বৈ দেবানাং দ্বারপঃ, স এব অস্মৈ

এতদ্দ্বারং বিবৃণোতি। ১৩৪পৃ

যখন সূর্য্য অহঃ ও রাত্রিলোকে (তপোলোকে) ছিলেন, তখন বিষ্ণু, ব্রহ্মলোক ও তপোলোকের সন্ধিস্থলে বাস করিতেন। তিনি ব্রহ্মলোকের দ্বারপালস্বরূপ ছিলেন। তিনিই ব্রহ্মলোকগামী যোগী ও অন্তেবাসিগণকে দ্বার মুক্ত করিয়া দিতেন।

যাহা হউক বিষ্ণুর পূর্ব্বে তদীয় অন্যতম ভ্রাতা সূর্য্য, অহঃ ও রাত্রি লোকে আধিপত্য করেন। উক্ত জনপদদ্বয়ের মহিমা বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন যে—

অথ উত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানং অন্বিষ্য আদিত্যং অভিজয়ন্তে। এতৎ বৈ প্রাণানাং আয়তনং এতদমৃতং অভয় মেতৎ পরায়ণং এতস্মাৎ ন পুনরাবর্ত্তন্তে,ইত্যেষ নিরোধঃ। ১১পৃ

যে সকল যোগী উত্তরে যাইয়া তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যা, শ্রদ্ধা ও বিদ্যাবলে আত্মান্বেষী হয়েন, তাঁহারা অদিতিনন্দন সূর্য্যের (জড় দিবাকরের নহে)। এই অহর্জনপদে যাইয়া সুখে বাস করেন। এই আয়তন বা জনপদটী অতীব প্রাণপ্রদ, এখানে বাস করিলে অকাল মৃত্যু হয় না, কোনও ভয় থাকে না, ইহা অতীব শ্রেষ্ঠ জনপদ (পরায়ণ)। যাঁহারা এখানে গমন করেন, তাঁহারা আর (কাশীর ন্যায়) গৃহে প্রত্যাগমন করেন না, সেখানেই আটকিয়া থাকেন।

আচ্ছা মূল বেদে, সূর্য্যের ত্রিদিব গমনের কোনও কথা নাই কেন? কে বলিল নাই? বেদে না থাকিলে বেদভাষ্য ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ও পুরাণে আসিবে কোথাহইতে? ৩।১৯০।১০ম মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে কি চন্দ্র ও সূর্য্যের কথা বলা হয় নাই? বেদের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে—

ইন্দ্রো মহ্না সূর্য্য মরোচয়ৎ।৬।৩।৮ম

ইন্দ্র, নিজ মহিমাবলে ভ্রাতা সূর্য্যকে জ্ঞান বিজ্ঞানে ও শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত করেন। তথাহি—

যদা সূর্য্য মমুং দিবি শুক্রং জ্যোতি রধারয়ঃ।
আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥৩০।১২।৮ম

হে ইন্দ্র! যখন তুমি নির্ম্মলপ্রতিভ ভ্রাতা সূর্য্যকে দ্যুলোকে স্থাপন কর, তখন সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমার নিঃস্বার্থপরতা ও ঔদার্য্যে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে নিয়ন্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

আ সূর্য্যং রোহয়ো দিবি।৭।৭৮।৮ম

হে ইন্দ্র! তুমি ভ্রাতা সূর্য্যকে দিবে স্থাপন করিয়াছ। তথাহি—

বরুণো দিবি সূর্য্য মদধাৎ।২।৮৫।৫ম

ভ্রাতা বরুণও ভ্রাতা সূর্য্যকে দিবে স্থাপন করেন। আচ্ছা এ সূর্য্য কি দিবাকর নহে? দিবাকর পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দ লক্ষ গুণে বড়। মানুষ ইন্দ্র ও মানুষ বরুণ, উঁহাকে কি প্রকারে গগনে স্থাপন করিতে পারিবেন? ফলতঃ এ সূর্য্য একজন প্রধান দেবতা।

দূরে দৃশে দেবজাতায় কেতবে
দিব স্পত্রায় সূর্য্যায় শংসত।১।৩৭।১০ম

হে ঋত্বিগ্‌গণ! তোমরা দেববংশপ্রভব দূরদর্শী সূর্য্যদেবের স্তুতি কর। জড় দিবাকর কি দেববংশপ্রভব ? সুতরাং এ সূর্য্য নরদেবতা বটেন। আচ্ছা তবে দেবতারা আর কাহাকেও না নিয়া কেন কেবল সূর্য্যকেই দ্যুলোকে লইয়া গেলেন ? যেহেতু তিনি যজ্ঞে অতীব পারদর্শী ছিলেন।

যজ্ঞৈ রথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে,

ততঃ সূর্য্যো ব্রতপা বেন আজনি।৫।৮৩।১ম

ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বা সর্ব্বাদৌ যজ্ঞের পথ প্রসারিত করেন (তিনিই অগ্নির উৎপাদক ও তিনিই প্রথম যজ্ঞকারী), তৎপর তাঁহার খুল্লতাত বিম্বান্‌ (বেন—অপভ্রষ্ট) ব্রতপা সূর্য্য যজ্ঞ বিস্তারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

যে ঋতেন সূর্য্য মারোহয়ৎ দিবি,

অপ্রথয়ন্‌ পৃথিবীং মাতরং বি।৩।৬২।১০ম

যে অঙ্গিরোবংশীয় দেবগণ, মাতৃভূমি পৃথিবী বা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য পরিবর্দ্ধিত করেন,যাঁহারা যজ্ঞের জন্য সূর্য্যদেবকে দ্যুলোকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তথাহি—

উদগাদয় মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।১৩।৫০।১ম

এই অদিতিনন্দন সূর্য্য, আপনার সমুদায় বলবীর্য্য সহ উত্তর দিকে গমন করিলেন। কিন্তু সায়ণ ত এরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই ? তিনি বলিতেছেন যে—

অয়ং পুরোবর্ত্তী আদিত্যঃ অদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ, বিশ্বেন সহসা সর্ব্বেণ বলেন সহ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তবান্‌।

এই অগ্রে স্থিত অদিতিনন্দন সূর্য্য সমগ্র বলের সহিত উদিত হইয়াছেন।

হাঁ সায়ণ, এইরূপই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এ ব্যাখ্যা সাধীয়সী নহে। পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড় একটা জড়পিণ্ড কি অদিতি প্রসব করিতে পারেন ? ফলতঃ ইহাই পৌরাণিক ভ্রম। দিবাকরের নাম আদিত্য, ভগ, অর্য্যমা, বিবস্বান্‌ ও মিত্র নহে। দ্বাদশ আদিত্য, ব্রহ্মাদি দ্বাদশ অদিতি নন্দন। যাস্কও দিবাকরকে অদিতিনন্দন বলিতে নারাজ। তিনি বলিতেছেন—

আদিত্যঃ কস্মাৎ ? আদত্তে রসান্‌,

আদত্তে ভাসং জ্যোতিষাং আদীপ্তো ভাসা ইতি বা।

অদিতেঃ পুত্র ইতি বা অল্পপ্রয়োগঃ।৫৮৭পৃ

জড় সূর্য্যের নাম আদিত্য কেন ? উহা পৃথিবী হইতে রস, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি

হইতে ভাস গ্রহণ করে, বা যে নিজে ভাসদ্বারা দীপ্ত,তাই উহার নাম"আদিত্য" অদিতির পুত্র আদিত্য, ইহা অল্প লোকে বলিয়া থাকেন।

হাঁ আদত্তে রসান্ আদিত্যঃ। ইহা হইতে পারে, কিন্তু জড় সূর্য্যের "কাশ্য পেয়" নামের ব্যুৎপত্তি কি তবে? ফলতঃ কেবল পৌরাণিকভ্রান্তিবশতই জড় সূর্য্যকে আদিত্য ও কাশ্যপেয় (কশ্যপস্য অপত্যং পুমান্) বলা হইয়াছে ও হইয়া থাকে। তথাহি কৃষ্ণযজুঃ—

অসৌ আদিত্যঃ, অস্মিন্ লোকে আসীৎ,

তং দেবাঃ পৃষ্ঠে পরিগৃহ্য সুবর্গং লোকং অগময়ন্ '৪৫৮পৃ

উক্ত অদিতিনন্দন সূর্য্য, পূর্ব্বে এই আদি স্বর্গে ইলাবৃতবর্ষে ছিলেন (সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও বায়ু পুরাণ দেখ), পরে দেবতারা তাঁহাকে পিঠে করিয়া সুবর্গলোক অর্থাৎ ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ দিবে (অহলোঁকে) লইয়া যান।

ইহার পরও কি কোনও ভাষ্যকার বলিবেন যে বেদের এ সূর্য্য ও বেদের কোনও আদিত্য জড় সূর্য্য বা দিবাকর, হম্বুর কুটুম্ব ভানু? তথাহি—

যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ, পৃথিব্যা মধি একাদশ স্থ।

অপ্সুক্ষিতো মহিনা একাদশস্থ,তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্॥১১।১৩৯।১ম

স্বর্গে তেত্রিশ জন দেবতা নেতা বা প্রধান ছিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র ও সূর্য্যপ্রভৃতি একাদশ জন দিবে (সাইবিরিয়ায়), বৈবস্বত মনু, অগ্নি ও পুরূরবঃপ্রভৃতি একাদশ জন ভারতবর্ষে এবং বরুণ (২য়), বায়ু ও ত্বাতান (Teuton) প্রভৃতি একাদশ জন অন্তরীক্ষ বা তুরুষ্ক ও পারস্যাদিতে আপন মহিমায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল ইন্দ্র আদি স্বর্গে থাকিয়া যান। ফলতঃ দিবে সর্ব্বপ্রধানেরাই গিয়াছিলেন। তাই বলা হইয়া থাকে—

দিবি দেবাস আসতে

দিবে—দেবতারা থাকেন। ঐ সময়ে উত্তর কুরুর নাম স্বঃ হয়, একারণ আদি স্বঃ আদিজন্মভূমি পিতা (Father land) নামে পরিচিত হইতে থাকে।

এই আদি স্বঃ স্তোই মানবের "আদিজন্মভূমি"। পরন্তু উত্তর কেন্দ্র বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি নহে।

উপসংহার।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার সারমর্ম্ম ইহাই যে বেদের পিতৃলোক এবং বর্ত্তমান মঙ্গলিয়াই মানবের আদিজন্মভূমি। এ বিষয়ে আমাদিগকে বহু বিষয়ের অবতারণা করিতে হইয়াছে, সুতরাং এই সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত ব্যাপারের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই বিষয়টি সামাজিকগণের সহজ বোধগম্য করিতে চেষ্টা পাইব।

যিনি যে দেশে বাস করেন, তিনিই মনে করেন, আমরা এই দেশেরই আদিমনিবাসী। কিন্তু সকল দেশের সকল লোকের আচার ব্যবহার ভাষা ও আকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিতেরা ইহা স্থির করিয়াছেন যে মানবজাতি একনিদানসমুত্থ ও তাঁহারা পূর্ব্বে এক দেশবাসী ও একজাতীয় ছিলেন; সেই দেশই মঙ্গলিয়া ও সেই ভাষাই গীর্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষা; দৈত্যদানবগণকর্ত্তৃক স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা ভারতে আসিয়া আর্য্যনাম গ্রহণ করেন, এবং সেই আর্য্যস্রোতঃ ভারতহইতে তুরুক, পারস্য, আফগানিস্থান, মিশর বা সমগ্র আফ্রিকা, সমগ্র হরিয়ুপীয়া বা ইউরোপ এবং সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকার কিয়দংশ এবং জাভা, সুমাত্রা, লঙ্কা ও সিংহলপ্রভৃতি দ্বীপ উপদ্বীপ ও চীন, জাপান এবং শ্যামপ্রভৃতি দেশে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে কেবল স্বর্গভ্রষ্ট দৈত্যদানবেরা তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়া ও সাইবিরিয়াহইতে আমেরিকায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা কতিপয় অসুর-সন্তান ও কতিপয় নাগবংশীয় লোক, তাঁহারা এইক্ষণে আমেরিকার Red Indian নামের বিষয়ীভূত।

কোনও দেশের কোনও পুস্তকেই পিতা বা পিতৃলোক শব্দ নাই। কিন্তু জগতের আদিগ্রন্থ বেদে তাহা আছে। বেদে সেই পিতৃলোক "দ্যৌঃ" ও "স্বঃ" নামে পরিচিত। যথা—

দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা।৩৩—১৬৪সূ—১ম

পিতরশ্চ প্রয়ন্ স্বঃ।১—১৮৯সূ—১০ম।

ঋগ্বেদের ঋষি বলিতেছেন যে, দ্যোই আমাদিগের পিতা বা পিতৃভূমি ও

জন্মস্থান এবং উক্ত পিতৃলোক দ্যো ও স্বঃ বা আদিস্বর্গ অভিন্ন পদার্থ। অথর্ব বেদও বলিতেছেন যে—

কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ।

আমরা পিতৃলোকে গমনের জন্য 'পিতৃযাণ' নামক পথ প্রস্তুত করিতেছি, যে পিতৃলোক ও স্বর্গ একই। ঋগ্বেদের (১৮—৬২সূ—১০ম) মন্ত্রের ভাষ্যেও সায়ণ বলিয়াছেন যে—

"সা দ্যৌ র্নঃ অস্মাকং পরমা উৎকৃষ্টা নাভিঃ বন্ধিকা"

সেই দ্যোই আমাদিগের পরমার্চনীয় নাভি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। সায়ণ যে নাভি অর্থ উৎপত্তি স্থান না লিখিয়া "বন্ধিকা" লিখিয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রমাদ। তবে তাঁহার এক শিষ্য সে অর্থ একত্র বলিয়াছেন—নৌ আবয়োর্নাভি রুৎপত্তিস্থানং। ৪।১০।১০ম

যাহা হউক দ্যো বা আদিস্বর্গ যে পিতৃলোক বা মানবের আদি পিতৃভূমি, তাহা ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। অবশ্য অনেক বৈদিক ঋষি পৌরাণিক যুগের কুসংস্কারদ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভৌম পিতৃলোককে পারলৌকিক প্রেত-লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ মরিয়া প্রেতলোকে বা স্বর্গে যায় ছান্দোগ্যগণ বা কঠাদি উপনিষৎপ্রণেতৃগণ এরূপ কথা বলেন নাই, যুক্তিও উহার সমর্থন করে না, এবং স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোকের মালিক স্বয়ং যমও তাহা হইলে নচিকেতাকে সাফ জবাব দিতেন না যে, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, তাহা আমি ত জানি না, ব্রহ্মাদি দেবগণও উহা অবগত নহেন, ১০ম মণ্ডল—৫৮ সূক্তটী পাঠ করিলেও জানা যায় যে বেদও জানিতেন না যে মানুষ মরিয়া কোথায় যায়। অপিচ বেদ যে পিতৃলোককে স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই পিতৃলোক যে কি প্রকারে পাপী তাপীর যন্ত্রণাভূমি প্রেতলোক বা নরক হইতে পারে, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন। ফলতঃ ভৌম আদিস্বর্গ দ্যোই মানবজাতির আদি সূতিকাগার এবং উহাই বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া।

মঙ্গলিয়া কি প্রকারে আদিস্বর্গ দ্যোর সহিত অভিন্ন হইতে পারে, এ জিজ্ঞাসা অনেকের মনকেই উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া থাকে। কিন্তু যখন রাজপরি-বর্ত্তনে নগর বা জনপদের নামের পরিবর্ত্তন হয়, ভাষার পরিবর্ত্তনেও যখন

সর্ব্বদাই নামের বিকার ঘটিতেছে, তখন এ বিষয়ে সহসা অনাস্থা প্রদর্শন করা সমীচীন নহে।

কাশীর নাম এস্লামাবাদ ও মথুরার নাম মহম্মদাবাদ হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রয়াগ এলাহাবাদে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। ঐরূপ নাম পরিবর্ত্তনেই "দিব" বা "দ্যুলোক" এখন সাইবিরিয়া নামের বিষয়ীভূত। এবং ঐরূপ কারণেই দিবের উত্তরাংশ ঋতলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক, পরম ব্যোম, পরম স্থান ও উত্তরকুরুপ্রভৃতি সংজ্ঞায় সমলঙ্কৃত, এবং ঐরূপ কারণেই বেদের দ্যো বা স্বঃ—আদিব্যোম, পুষ্কর, আকাশ ও ইলাবৃতবর্ষাদি নামের বিষয়ীভূত। এই ইলাবৃত বর্ষই বর্ত্তমান সময়ে 'মঙ্গ' বা মঙ্গলিয়া নামে পরিচিত, সুতরাং বেদের পিতৃলোক দ্যোই যে মঙ্গলিয়া তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। বেদ বলিতেছেন যে—

> সংপশ্যামি প্রজা অহং ইড়্-প্রজসো মানবীঃ।৩৬পৃ কৃষ্ণযজুঃ।
>
> পশবো বৈ উত্তরবেদী।৪১৯পৃ, পশবো বৈ ইড়া।৪০৯পৃ কৃষ্ণযজুঃ।
>
> অভি ন ইলা যূথস্য মাতা।১৯—৪১সূ—৫ম।

আমি দেখিতেছি যে এই মনুপ্রভব প্রজা সকল ইড়া বা ইড়প্রভব। প্রত্যেক পশুমানবই উত্তরবেদী ইলাপ্রসূত। এই ইলাই জগতের নরনারী ও পশু-পক্ষী সকলেরই মাতৃভূমি বা উৎপত্তিস্থান।

অতএব বেদের স্বঃ বা দ্যোঃ যে প্রকার পিতৃলোক বা উৎপত্তিস্থান, বেদের ইলাও তদ্রূপ পশুমানবাদির পিতৃভূমি বা উৎপত্তি স্থান, সুতরাং বেদের স্বঃ, দ্যো ও ইলা তুল্যভাবে পিতৃলোক হইতেছে, তাহা হইলে উহারা যে একই বস্তু, তাহাও মানিয়া লইতে হইবে। বলিতেছেন যে—

> স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ।
>
> মেরুমধ্যমিলাবৃতম্॥

মেরু পর্ব্বত ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত, উক্ত মেরু পর্ব্বত সকল ভূত বা পশু মানবাদির "ভাবন" বা উৎপত্তিস্থান। সুতরাং এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে বেদের স্বঃ, দ্যো ও ইলা, পুরাণের ইলাবৃতের সহিতই অভিন্ন। বেদে ইহাও বিবৃত আছে যে—

অগ্নিরমৃতোঅভবৎ যদেনং দ্যৌ র্জনয়ৎ।৮—৪৫সূ.—১০ম
অগ্নিঃ প্রথম ইলস্পদে সমিদ্ধঃ।১—১০সূ—২য়
অগ্নির্ন্তা পৃথিব্যা জাতঃ পদে ইলায়াঃ।৬—১সূ—১০ম
অগ্নে ইলা সমিধ্যসে।২—২৪সূ—৩য়।
(অগ্নিঃ) ইলায়াঃ পুত্রো অজনিষ্ট।৩—২৯—৩য়

অগ্নি নিজগুণে অমৃত হইতেছে, যেহেতু দ্যো ইহাকে জন্ম দিয়াছেন। অগ্নি সর্ব্বপ্রথম ইলার পদে প্রজ্বালিত হইয়াছে। অগ্নি ইলার পুত্রস্বরূপ।

সুতরাং এতদ্দ্বারা আমরা দ্যো ও ইলার অভিন্নত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে বেদের স্বো ও ইলা, পুরাণের ইলাবৃতবর্ষের সহিত সমান, এখন দেখাইতেছি যে দ্যো ও ইলা সমান,তাহা হইলে এতদ্দ্বারাও বেদের দ্যো ও ইলা, পুরাণের ইলাবৃতবর্ষ সহ সমান, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে? এই ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে দেবনিবাস আদিস্বর্গ মেরুপর্ব্বত বর্ত্তমান, পক্ষান্তরে আমরা বর্ত্তমান মানচিত্রেও মঙ্গলিয়া জনপদে একটী

"আলটাই"

নামে পর্ব্বতের সত্তা দেখিতে পাই। এই আলটাই শব্দ "ইলাস্থায়ী" শব্দের আসন্নবিকার। সুতরাং—

মেরু পর্ব্বতও যাহা, "ইলাস্থায়ী" বা আলটাই পর্ব্বতও তাহা,

সুতরাং মেরু বা আলটাই পর্ব্বতের আধার ইলাবৃতবর্ষও যাহা, মেরু বা আলটাই পর্ব্বতের আধারভূমি মঙ্গলিয়াও তাহা, অতএব মঙ্গলিয়াই যে মানবের আদি-জন্মভূমি, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। উক্ত আদি স্বর্গ বা স্বোতে দেবতা ও মনুষ্য-গণের সহিত দৈত্যদানবগণের বিবাদ হইয়াছিল, তাহাতে দেবতারা ও মনুষ্য-গণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূপৃষ্ঠে আগমন করেন।

[illegible] এখন দেবতা নাই, সংস্কৃত ভাষা নাই ও নন্দনকানন বা [illegible] নাই থাকিতে পারে। কিন্তু সাত শত বৎসরের বঙ্গালের রাজধানী রাজপাটে যখন একখান ইষ্টকও দেখা যায় না, কয়েক ঝাড় কলা গাছ ও কয়েক ঘর মুসলমান তথায় কুটীরে বাস করে, তখন তোমরা এই লক্ষলক্ষ বৎসরের স্বো বা মঙ্গলিয়াতে কেমন করিয়া দেবতা বা দেবচিহ্ন দেখিবার আশা করিতে পার? উত্তম খনন যন্ত্রদ্বারা খনন করাও, তোমরা

এখানেও, ভূগর্ভে প্রাচীনতম দেবালয় ও সৌধাবলী দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে ত্বষ্টার নির্ম্মিত মহান্ লৌহ বজ্র সকল মৃত্তিকা-গর্ভে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে, দেখিতে পাইবে যত্র তত্র লৌহময় রেল সকল দেহ পাতিয়া দিয়া পড়িয়া আছে।

Ruius of Desert Cathay নামকগ্রন্থপ্রণেতা Mr. Aurel stein উক্ত দেশে মরুভূমির অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে—

এখনও স্থানে স্থানে দেখা যায় যে মার্ব্বেল প্রস্তরের গৃহ সকল ভগ্ন হইয়া স্তূপাকারে পড়িয়া আছে; কোনও গৃহের মার্ব্বেলপ্রস্তরনির্ম্মিত মেজে এখনও নূতনের মতন বোধ হইতেছে; কুত্রাপি বা মার্ব্বেলপ্রস্তরনির্ম্মিত, স্নানাগার, চৌবাচ্চা ও ছাত সকল অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারাও জানা যাইতেছে যে তদানীন্তন দেবগণ কতদূর ধনবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। অবশ্য এই সকল ভগ্নগৃহাদি মধ্য যুগের লোকদিগের, কিন্তু যদি কেহ খনন করিয়া দেখেন, তাহা হইলে এখনও তথায় দেবগণের প্রাচীনতম সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারিবে।

যাহা হউক আমরা মৃত্তিকার নিম্নে অনুসন্ধানেরও কোনও বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। কেননা যখন জগতের আদি গ্রন্থ বেদ, সশরীরে বর্ত্তমান, তখন আর উহাতে অবিশ্বাস করিবার কি আছে। যখন বেদ তারস্বরেই বলিতেছেন যে—

মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে

জগতের মধ্যে বিস্তৃত দ্যো (মঙ্গলিয়া) ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষ বয়সে জ্যেষ্ঠ, যখন বেদ বলিতেছেন যে—

ঈলে পূর্ব্বচিত্তয়ে। আমি প্রাচীন নিকেতন দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি করি। তখন কে না স্বীকার করিবেন যে—প্রাচীনত্বে দ্যাবাপৃথিবী জগতে শ্রেষ্ঠ-তম? প্রাচীনতম পূর্ব্ব নিকেতন দ্যো বা মঙ্গলিয়া ও ভারতবর্ষহইতে আর কোনও জনপদই প্রাচীনত্বে অগ্রগণ্য হইতে পারে না। সেই বেদই প্রশ্ন করিতেছেন যে—

কতরা পূর্ব্বা কতরা অপরা অয়োঃ

এই দ্যো ও পৃথিবী (ভারতবর্ষ) র মধ্যে কে বর্ষীয়সী? তদুত্তরে সেই বেদই বলিতেছেন যে—

পিতা এবাং প্রত্নঃ

পৃথিবীতে যত জনপদ আছে, তন্মধ্যে দ্যো পিতাই প্রাচীনতম। অপি চ জগতের মধ্যে অন্য কোনও দেশই পিতা বা পিতৃভূমি (Father land) পদ-বাচ্য নহে, অতএব দ্যোই মানবের আদিজন্মভূমি। সায়ণও বলিতেছেন যে—

সর্ব্বং একস্মাৎ জাতং

আমরা সকলে একস্থানহইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। বায়ুপুরাণও বলিতেছেন যে—

স এব পর্ব্বতো মেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ।
দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে।

এই মেরু বা আলটাই পর্ব্বতই দেবলোক, আমরা সকলে সেই দেবলোক হইতে এদেশে আগমন করিয়াছি এবং এদেশ ভারতবর্ষ হইতে সকলে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। বাইবেলও বলিতেছেন যে—

লোক সকল পূর্ব্বহইতে পশ্চিমে গমন করিয়াছে,

আফ্রিকার ইথীওপিয়ানগণও বলিতেছেন যে ভারতবর্ষই আমাদিগের পূর্ব্ব নিবাস। ভারতবাসীদিগের কৃষ্ণযজুও বলিয়া গিয়াছেন যে—

স্বর্গো বৈ লোকঃ প্রত্নঃ, দেবলোকাদেব মনুষ্যলোকে প্রতিতিষ্ঠন্তি। ৩৮পৃ

স্বর্গ দ্যোই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভূমি, উক্ত দেবলোকহইতেই আমরা সকলে মনুষ্যলোক এই ভারতে আগমন করিয়াছি। সুতরাং এই দ্যো বা মঙ্গলিয়াই যে—

মানবের আদিজন্মভূমি,

তাহাতে কে সন্দেহ করিতে পারেন? অবশ্য মুসলমান ভ্রাতৃগণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত নবীনেরা, আরেবিক সাহিত্য এবং অর্দ্ধাণসাহিত্যপ্রভৃতির নিকট মস্তক অবনত করিতে প্রয়াসী। কিন্তু তাঁহারা জানিবেন যে জগতের কোন গ্রন্থই বেদকে আদর্শ না করিয়া প্রস্তুত হয় নাই। তবে যে প্রকার পৌরাণিকগণ বেদের অনুবাদ করিতে যাইয়া নানা প্রমাদ ঘটাইয়াছেন, তদ্রূপ জগতের সর্ব্বজাতির পৈতৃক ধর্ম্মগ্রন্থ বা ইতিহাস বেদের অনুবাদ করিতে যাইয়া ভিন্ন দেশীয়গণও বহু প্রমাদ ঘটাইয়া গিয়াছেন। তাই ব্যাবিলোনিয়ান সাহিত্য, জার্মোনিক সাহিত্য, বাইবেল ও বৈশদিক প্রভৃতি ইত্যাদি নহে।

অবশ্য আমাদিগের এই সত্য কথাতে অনেকেই কর্ণপাত করিতে চাহিবেন না। কিন্তু তাঁহারা ইহা জানিবেন যে—

বেদ, উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, স্মৃতি, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, এবং বায়ু, বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণ, জগতে সকল নরনারী, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, সকলেরই সাধারণ পৈতৃক সম্পত্তি। বাইবেলপ্রভৃতি এই সকল হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদবিশেষ। এবং বাইবেলপ্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতৃগণও ভূতপূর্ব্ব ভারত সন্তান ভিন্ন অন্য কোনও ভূইকোঁড় নূতন পদার্থ নহেন। অবশ্য কোরাণে অনেক নূতন কথা আছে বটে, কিন্তু বাইবেলপ্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের একমাত্র ছায়া—বিশেষ! এখনও স্কাণ্ডিনেভিয়ার লোকেরা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থকে

"বেদ" Veda

বলিয়া থাকেন। হিন্দু চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণই পল্লীস্থানে যাইয়া হিন্দু শাস্ত্রের সত্য ও ভ্রান্তি দিয়া বাইবেল রচনা করেন। ফলতঃ—

যদিহাস্তি, তদন্যত্র
যন্নেহাস্তি, ন তৎ ক্বচিৎ।

যাহা এই ভারতে আছে, তাহাই নানা বিকারের ভিতর দিয়া অন্যত্র যাইয়া হাজির হইয়াছে, যাহা এখানে নাই, তাহা জগতের অন্য কোনও দেশেও নাই। ইউরোপীয়গণ এবং মুসলমান ভ্রাতারা বেদ পড়িয়া বুঝিতে পারিলেই তাঁহাদিগের এ মোহ ও সংশয় অপসারিত হইবে।

আমরা "যবনজাতির পদার্থনির্ণয়" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে ভারতের চন্দ্রবংশীয় তুর্ব্বসুসন্তান যবনেরা ভারতহইতে বর্ম্মায়, বর্ম্মাহইতে পারস্যের দক্ষিণভাগে এবং তথাহইতে মহারাজ সগরকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মিশরে গমন করেন। পরে তথা হইতে তুরুস্কে যাইয়া "পল্লীস্থান" নামে এক জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত যবনশব্দের বিকারেই "জোন" হইয়া উক্ত যবন জাতিরা তথায় "জুজাতি" নামে প্রথিত হয়েন। খুব সম্ভব যবন বা জুগণ, আপনাদিগের জ্যেষ্ঠভ্রাত যদুর নামে বংশ পরিচয় দেওয়াতে, তাঁহারা যুডা(যাদব) নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। সেই জুজাতির আর এক ভাগ মিশরহইতে

আরবে, আর এক ভাগ মিশরহইতে গ্রীশদেশে গমন করেন। বর্ম্মার (যাহা এখন চীনের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত) ইউনানি, পারস্ত ও গ্রীশপ্রভৃতির য়ুনানি, আইওনিয়ান ও ইউনান প্রভৃতি শব্দ, উক্ত যবন ও যাবনীন শব্দেরই বিকারসমূথ। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকাতে গ্রীক ও জর্ম্মাণপ্রভৃতি জাতি ও শব্দের যে নিদান ও নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূলে কোনও সত্য ও প্রমাণ বিনিহিত নাই। তৎসমুদায় কল্পনামহাসাগরের ফেনবুদ্বুদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুতরাং আরব, তুরুষ্ক, পারস্ত, আফ্রিকা ও গ্রীশদেশের লোক সকল ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, সুতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি হইতেছে? অনেকে বলিয়া থাকেন, মিশরের পীড়ামিড (পুরীমঠ) ও মৈশর সভ্যতা খৃষ্ট পূর্ব্ব বিংশতি সহস্র বৎসরের। কিন্তু যখন পেলেষ্টাইনের বাইবেলের বয়স ৩৯শত বৎসর ও গ্রীশের বয়স ২৭শত বৎসর, তখন মৈশর সভ্যতা কি প্রকারে এই উভয় জনপদের সভ্যতার বয়ঃক্রমের কিঞ্চিদধিক না হইয়া অত্যধিক হইতে পারে? যবনেরা কি তান্ত্রিক ধর্ম্ম লইয়াই মিশরে গমন করিয়া ছিলেন না? হায়রোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার দশ বার জনে দশ বার রকম করিয়াছেন, সুতরাং উহা সত্য বলিয়া গ্রহীতব্য বটে কিনা তাহা বিচার্য্য।

আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেরম্বলাল গুপ্ত বিএ, গ্রীশের এক হোটেলে যাওয়া জানিল যে হোটেলের অধ্যক্ষের নাম "Peter Nahus," এই নহুষ, বাইবেলের নোওয়া ও আরবির নু কি আমাদিগের তুর্ব্বশুর পিতামহ নহুষের সহিত অভিন্ন নহেন? গ্রীক যবনেরা নহুষের বংশীয় বলিয়াই কি তাঁহারা নহুষ কথাটি "Sur name" স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন না? সত্যতীক্ন পোকক কি গ্রীকগণকে ভারতসন্তান বলিয়াই যান নাই? সূর্য্যার্থক সংস্কৃত হেলিস্ (গ্রহমাত্র) ও হেলিন্ শব্দহইতেই কি গ্রীক, হেলাস ও হেলেনিক্ শব্দ বুৎপাদিত নহে? মৈশরদিগের আরাধ্য "আইশিস্" কি তন্ত্রের ঈশা বা ভগবতী নহেন?

সগরসম্তাড়িত গ্রীক যবনেরা কেহ কেহ ইটালীতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। সগরসন্তাড়িত কম্বোজ ক্ষত্রিয়েরাও কে ভুমালবর্ষের রোমক পত্তন (আফগানিস্থানস্থ) হইতে ইটালীতে যাইয়া টাইবরতীরে দ্বিতীয় রোমক পত্তনের পত্তন করেন। রুমের বাদশাহার রুম সহরও কম্বোজ ক্ষত্রিয় কনেষ্টান্টাইন দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। সুতরাং গ্রীক ও রোমকজাতিও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান এবং তজ্জন্য মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন হইতেছে। "বিশ্বা নহুষ্যাণি জাত" (২১৮৮ ঋক্মন্ত্র), নহুষসন্তান যবনজাতিদ্বারা পৃথিবীর বহুস্থান পূর্ণ হইয়াছিল।

সগরসন্তাড়িত শকসূনুরা (শকের পুত্রেরা) ককেশসের পাদমূলে যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। এবং আর্য্য তাঁহারা তথায় অর্জ্জরম (আর্য্যারাম) নামে জনপদ ও আরমানি (আর্য্যমানব) নামক জাতির সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে গমন করেন। এই শকেরা কাস্পীন সাগরের পশ্চিম বেলায় যে আবসথ স্থাপন করেন, তাহাই আজি "শিদিয়া" (শকাবসথ) নামের বিষয়ীভূত এবং তাঁহারা তথাহইতে উত্তরপশ্চিমে যাইয়া যে জাতি ও যে জনপদের সৃষ্টি করেন, তাহারই নাম শাকসন ও শাকসনি। পরে ভারতহইতে তুরুষ্কগত দ্রুহ্যুদের বংশধর শর্ম্মণেরা এরিয়ুপীয়া বা ইউরোপের মাঝখানে যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,উহার নামই 'শর্ম্মেশয়া"(Sarmetia) ও উহার দক্ষিণ পশ্চিমের জনপদের নামই জর্ম্মাণী এবং ভাষার বিকারে উক্ত শর্ম্মণেরা শেষে জর্ম্মাণ হইয়া যান। কিন্তু এখনও পোলণ্ডে শর্ম্মন্ জাতি বিরাজমান। এই শাকসন ও জো জর্ম্মাণ হইতেই ইংরাজ জাতির সমুদ্ভব,সুতরাং শাকসন,জর্ম্মাণ ও ইংরাজ জাতি ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান এবং তজ্জন্য মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি হইতেছে।

অবশ্য তোমরা শক বা শিদিয়ানগণকে ভারতের বাহিরের অনার্য্যজাতি বলিয়া থাক। কিন্তু আমাদিগের বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, বৈবস্বত মনুর এক পুত্র নরিষ্যন্তের পুত্রের নাম শক। তাহার বংশে জন্মগ্রহণনিবন্ধন মানবদেবতা বুদ্ধদেব "শাক্যসিংহ" নামের বিষয়ীভূত। সুতরাং শকেরা অনার্য্য, কি আর্য্য এবং মহান্ ক্ষত্রিয়বংশ্য, তাহা সকলে বিচার করিয়া দেখ।

মনু ও মহাভারতের মতে কিরাতগণ ভারতের ব্রাত্যক্ষত্রিয়। নেপালের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে কিরাত রাজ্য অবস্থিত। উক্ত কিরাতেরা পূর্ব্বদিকে যাইয়া বর্ম্মায় মগজাতিতে পরিণত হইয়াছেন, তাই ব্রহ্মরাজ বলিয়াছিলেন যে."আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়।" রামায়ণে এই হেমাভ প্রিয়দর্শন কিরাতদিগের কথা বিবৃত আছে। এই ব্রাত্যক্ষত্রিয় কিরাতদিগের আর এক দল বেলুচিস্থানে যাইয়া দ্বিতীয় কিরাতরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উহার নাম এখন "খিলাত"। এখান হইতে এক দল কিরাত বা কৈরাতিক ব্রাত্যক্ষত্রিয় ইউরোপে যাইয়া কেলট,কেলটিক্ ও গলজাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করেন। বেদের ত্বাতান ঋষির নাম হইতে বিলাতি "Teuton" শব্দ ব্যুৎপাদিত। সমগ্র ইউরোপের ভাষাও সংস্কৃতের বিকারসম্ভূত, সুতরাং সমগ্র ইউরোপীয়গণ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান এবং তজ্জন্য মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন হইতেছে।

তথাকথিত মধ্য এশিয়াহইতে এক দল লোক পশ্চিমে ইউরোপে ও আর একদল লোক ইরাণে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন,ইরাণহইতে পরাজিত দল ভারতে প্রবেশ করিয়া হিন্দুজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। এ কথা পাশ্চাত্যদিগের গ্রন্থে আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের এ উক্তির সমর্থনজন্য কি কি প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমরা অদ্যাপি অবগত নহি, উহা কাহার শ্রুতিগোচরও হয় নাই।

আফগানিস্থানের আমীর ওমরাহগণ রামের ভ্রাতা ভরতের পুত্র পুষ্কর ও তক্ষের অনন্তরবংশ্য। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ১০১ সর্গ ইহার প্রমাণ। অপিচ জরাসন্ধভয়ে প্রয়াগের সমীপবর্ত্তী প্রতিষ্ঠানবাসী যাদবেরা আফগানিস্থানে গমন করিয়া ভাষার বিকারে প্রতিষ্ঠানহইতে পুস্তন ও পুস্তনহইতে পাঠান নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং আফগানিস্থানের লোকেরাও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর বাহ্লীকের বংশীয়গণও স্বাধীন তাতারবাসী হইলেও ভারতসন্তান বটেন। সুতরাং মঙ্গলিয়া উহাদিগেরও আদি নিকেতন। পারস্যগত মাতা মনুর সন্তান বরুণের বংশধরগণ ভূতপূর্ব্ব মঙ্গলিয়াবাসী। পারস্য ও আফগানিস্থানহইতে যজুর্ব্বেদী মনুষ্যেরা ভারতে প্রবেশ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি আমাদিগের পিতৃভূমি হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

নেপালের প্রাচীন নাম "চীন"। এখান হইতে চীননামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ "জন" রাজ্যে গমন করিলে, উহা চীননামে প্রখ্যাতি লাভ করে।

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ
স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্। অথর্ব্ববেদ।

এই মন্ত্রানুসারে জানা যায় যে হিমালয়ের পূর্ব্বদিকের দেশের নাম জনলোক ছিল। চীনেরাও ভারতবর্ষকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বনিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এখনও চীনে দশমহাবিদ্যার পূজা ও আরতি হয়, এবং আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে দুইজন যুবক চীনাম্যান জুতা খুলিয়া ঠনঠনিয়ার কালীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই চীনহইতেই লোক যাইয়া জাপানে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। জাপানের দেবালয়সমূহে যে সাইনবোর্ড রুলান আছে, তাহা তিরুটী বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত। বহু বাঙ্গালী যাইয়া জাপানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাও জনশ্রুতি নির্দ্দেশ করে। আর কম্বোজ ক্ষত্রিয়গণদ্বারা কাম্বোডিয়া অধ্যুষিত। শ্যাম, মলয় ও বালিদ্বীপ এবং লঙ্কা ও সিংহলপ্রভৃতিও ভারতীয় উপনিবেশ-ভূমি, সুতরাং ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান. উঁহাদিগের পিতৃভূমিও মঙ্গলিয়া হইতেছে। তিব্বত, তাতারের লোক সকলও মঙ্গলিয়ার ঔপনিবেশিক, সুতরাং মঙ্গলিয়াই আশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সমগ্র মানবজাতির আদি নিকেতন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এখন আমেরিকার অধিবাসীদিগের কথা চিন্তনীয়। দক্ষিণ আমেরিকার মন্দির সকল হিন্দুমন্দিরের ন্যায় তুল্যাকৃতিক, এখনও সেখানে "রাম-সীতোয়া" মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তত্রত্য পেরুদেশ ভারতের পুরুবংশীয়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। তত্রত্য ইঙ্কারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া সংসূচিত করিয়া থাকেন। ভারত বা স্বর্গের দৈত্যরাজ বলির রাজ্য বলিভূমিও (বলিভিয়া) দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত।

বলিসদ্ম রসাতলম্। অমর

সুতরাং ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান উহাঁদিগেরও আদি নিকেতন মঙ্গলিয়া। অতঃপর আমরা দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য লোক ও উত্তর আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখিব। হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে সর্পরাজ বাসুকি সকলের নিম্নে থাকিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু

পৌরাণিকেরা ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধে সমর্থ হইয়াছিলেন না। ফলতঃ যাহাকে এক্ষণ "পেটাগোনিয়া" বলে, উহাই হিন্দুশাস্ত্রের পাতাল বা রসাতল; তথায় কশ্যপাত্মজ কদ্রুনন্দন নাগরাজ বাসুকি স্বর্গহইতে যাইয়া বাস করেন। সুতরাং তাঁহার আদি নিকেতনও মঙ্গলিয়াই বটে।

এদিকে আমরা হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে দৈত্য, দানব ও নাগগণের বাসস্থান যেমন স্বর্গ, তেমনই পাতাল বা আমেরিকাও বটে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে দেবতারা দৈত্যদানবগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিলে তাঁহারা পাতালে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। নাগেরা কেন পাতালবাসী হয়েন, তাহা জানা যায় না, বোধ হয় দেবগণের উৎপীড়নে কিংবা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহারা স্বর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। আমরা এই কারণে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদিগকে দৈত্য ও দানবগণের পরিবর্ত্তিবিশেষ বলিয়া মনে করি। হিন্দুশাস্ত্রে এই সকল কথাও বিবৃত আছে যে—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ
ওলে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ। ভুবনকোষ।

দেবতা ও সিদ্ধ ঋষিগণ মেরুপর্ব্বতে ও দৈত্যেরা নরকে বাস করিয়া থাকেন।

কিন্তু শাস্ত্রান্তরে দেখা যায় যম পিতৃলোক আদিস্বর্গ ও নরকের রাজা ছিলেন, তাহাতে মনে হয়, নরকের দৈত্যগণ বিতাড়িত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই নরক মানসসরোবরের উত্তরতীরে অবস্থিত। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

সর্ব্বে নাগাশ্চ নিষধে শেষবাসুকিতক্ষকাঃ।৬৪
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতপর্ব্বত উচ্যতে। ৩৫—৪৬অ

অনন্ত নাগ, বাসুকি ও তক্ষকগণ নিষধবর্ষ বা তাতারে এবং দৈত্য ও দানবগণ শ্বেতপর্ব্বতে বাস করেন। শ্বেত পর্ব্বত কোথায়? উহাঁরা বলিতেছেন—

রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তৎ হিরণ্ময়ম্। ৩০—১৪অ
দেবাসুরাণাং সর্ব্বেষাং শ্বেতপর্ব্বত উচ্যতে। ৪২—৬অ

অর্থাৎ হিরণ্ময়বর্ষ বা তপোলোকে (মধ্য সাইবিরিয়া) দেবতা ও অসুরগণ বাস করেন।

সুতরাং নরক ও নিষধবর্ষ এবং হিরণ্ময়বর্ষে দৈত্যদানবেরা বাস করিতেন, তদ্ভিন্ন সমগ্র স্বর্গভূমিও তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকৃত ও অধ্যুষিত হইয়াছিল। তৎপরই তাঁহারা তৎসমুদায় জনপদহইতে (প্রাগুক্ত) বিতাড়িত হয়েন। বিতাড়িত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছিলেন? পাতালে। পাতাল কোথায়? দক্ষিণ আমেরিকায় বলির নিকেতন রসাতলে ছিল বলিয়া আমরা সমগ্র আমেরিকাকেই পাতাল বলিতে অভিলাষী। কেননা পাতাল সাতটী জনপদে বিভক্ত। যথা—অগ্নিপুরাণে

অতলং সুতলং চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাতলং রসাতলং পাতালং সপ্তমং স্মৃতম্॥

অতল, সুতল, বিতল গভস্তিমৎ, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। যদিও শেষ জনপদ পাতাল নামে বিখ্যাত, তথাপি এই সাতটী জনপদাত্মক মহাদেশই সাধারণতঃ পাতালনামের বিষয়ীভূত। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

প্রথমে তু তলে খ্যাতম্ অসুরেন্দ্রস্য মন্দিরম্।
নমুচেরিন্দ্রশত্রোর্হি মহানাদস্য চালয়ম্॥ ১৭
কালিয়স্য চ নাগস্য নগরং কলশস্য চ। ১৮
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্। ১৯
দ্বিতীয়েঽপি তলে বিপ্রা দৈত্যেন্দ্রস্য সুরক্ষসঃ। ২০
শঙ্খাখ্যেয়স্য চ পুরং নগরং গোমুখস্য চ। ২১
কদ্রূপুত্রস্য চ পুরং তক্ষকস্য মহাত্মনঃ। ২৩
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্। ২৪
তৃতীয়ে তু তলে খ্যাতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
অনুহ্লাদস্য চ পুরং দৈত্যেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥ ২৫
চতুর্থে দৈত্যসিংহস্য কালনেমের্মহাত্মনঃ। ৩১
নগরং বৈনতেয়স্য চতুর্থেঽস্মিন্ রসাতলে। ৩৩
পঞ্চমে শর্করাভৌমে বহুযোজনবিস্তৃতে।
বিরোচনস্য নগরং দৈত্যসিংহস্য ধীমতঃ॥ ৩৪
ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেশরেনগরোত্তমম্।
সুপর্ব্বণঃ সুলোমশ্চঃ নগরং মহিষস্য চ॥ ৩৮

তত্রান্তে সুরসাপুত্রঃ শতশীর্ষো মুদাবৃতঃ।
কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান্ বাসুকির্নাম নাগরাট্॥ ৩৯
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্॥ ৪০
সপ্তমে তু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্ব্বপশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্॥ ৪১
মুচুকুন্দস্য দৈত্যস্য তত্র বৈ নগরং মহৎ। ৪২
অনেকৈর্দিতিপুত্রাণাং সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।
তথৈব নাগনগরৈ ঋর্দ্ধিমদ্ভিঃ সহস্রশঃ॥ ৪৩
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ॥ ৪৪—৫০অ

তাহা হইলে জানাগেল যে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ স্থান স্বর্গের দৈত্য, দানব ও নাগেরা যাইয়া অধিকৃত করেন। উত্তর আমেরিকার নিগ্রগণ আফ্রিকার ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, ইংরাজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্যগণ ইউরোপবাসী ছিলেন, রেড ইণ্ডিয়ানেরা দৈত্যদানবাদির পরিণামে ভিন্ন আর কিছুই নহেন। সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লোকদিগের আদি নিকেতনও যে মঙ্গলিয়া তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা এবং দৈত্যদানবেরা মঙ্গলিয়া হইতেই সমগ্র সাইবিরিয়াতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সুতরাং মঙ্গলিয়াই যে জগতের সমগ্র নরনারীর আদি সূতিকাগার, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতুই পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব আমরা আশা করি প্রত্যেক চেতস্বান্ অধীয়ান ব্যক্তিই বালটিক-বেল্ট, ইউরোপ, মিশর, পেলেষ্টাইন, টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেটিশের অববাহিকা, বেবিলন, মিডিয়া, ইরাণ, বাক্‌ট্রিয়া আমু বা জারজাক টাস নদীর পুলিন দেশ, ভারতবর্ষ, লঙ্কা (শরণদ্বীপ), বারিণদ্বীপ, আশিয়ার কোনও দক্ষিণ অংশ বা উত্তরকুরু ও উত্তর কেন্দ্রকে মানবের আদিজন্মভূমি না ভাবিয়া বেদোক্ত "পিতা" পিতৃভূমি দ্যোঃ অর্থাৎ মঙ্গলিয়াকেই আদি নিকেতন বলিয়া স্বীকার করিবেন।

সমাপ্তোঽয়ং তৃতীয়ভাগঃ প্রত্নতত্ত্ববারিধিঃ॥

সমাপ্তিশ্লোকাঃ

নত্বা পরব্রহ্মপদারবিন্দং চৈতন্যচন্দ্রং চরিতাবদাতম্।
শ্রীকেশবং বৈদ্যকুল-প্রদীপং বিতন্যতে "মানবজন্মভূমিঃ" ॥১
নির্ম্মথ্য বেদাদিকসর্ব্বশাস্ত্রং মতঞ্চ পাশ্চাত্যবিদাং সমীক্ষ্য।
যৎ সারভূতং তদিহৈব যত্নাৎ নিবেশিতং সজ্জনতোষণায় ॥২
ন জানে কিং তোষো মনসি নমু তেষাং হি ভবিতা,
রুচির্ভিন্না লোকে ভবতি ভবভাজামনুদিনম্।
কচিৎ কাচোধত্তে মরকতমণেঃ শোভনপদং
কচিৎ বোচ্চৈর্হেন্নাং ভজতি ভুবি হা হাটক মপি ॥৩
দাতাবদাতো মহতাং মহীয়ান্ বিদ্যানুরাগী বিদুষাং সহায়ো।
মণীন্দ্রচন্দ্রো ভুবি দেবরাজো মহান্ মহারাজপদস্য ভোক্তা ॥৪
যস্যৈব প্রভয়া ভাতি ব্রহ্মপুরান্তবর্ত্তিনী।
কাশীমবাজারাখ্যেয়ং কাশীব নগরী সদা ॥৫
তস্য মণীন্দ্রচন্দ্রস্য মহারাজস্য ধীমতঃ।
সাহায্যেন হি গ্রন্থোঽয়ং মুদ্রিতোঽভূৎ মহামতেঃ ॥৬
বৈদ্যশালিবাহনস্য পূতাব্দে শালসংজ্ঞকে।
গ্রহেন্দ্বগ্নীন্দুমে তাবৎ গ্রন্থোঽয়মবধিং গতঃ ॥৭
শ্রীকালিয়া নগরনাগরচক্রবর্ত্তী তত্ত্বার্থবিৎ বিপুলতন্ত্রপুরাণবেত্তা।
আসীদশেষগুণসাগরসত্যসিন্ধুঃ ঈশানচন্দ্র ইতি বৈদ্যকুলারবিন্দম্ ॥৮
কালীচন্দ্রঃ প্রথমজতনয়ঃ কৃষ্ণচন্দ্রো দ্বিতীয়ঃ।
যুগ্মং জাতঃ পুনরহমুমেয়োমেশচন্দ্র তৃতীয়ঃ।
মাতা গৌরী জগতি গিরিসুতাহস্মাক মস্মৎপুরোক্তা,
বামাদেবী তদনু মদনুজা মুক্তকেশী বরাকী ॥* ৯
ললামভূতা ললনাকুলানাং সাধ্বী সুধাস্বাদুরুদারচেতাঃ।
শ্রীকামিনী প্রাণসখা প্রিয়াসীৎ তস্যাং বভূবুর্নব পুত্রকন্যাঃ ॥ ০

শ্রীঅংশুঃ ভাবে বণধীরধীরো, হেরম্বনামা হরিদাসদাসঃ ।
লীলাবতীজানিচুণী চ ষষ্ঠঃ শ্রীমন্মনোরঞ্জননামধেয়ঃ ॥১১
এতে সুতা হন্ত চতুর্থ এবাং ষষ্ঠশ্চ কালেন নিপাতিতৌ মে ।
অন্বর্থনামা কিল ষষ্ঠ আসীৎ, ক্ষীরোদধেরিন্দুরিবৈব সৌম্যঃ ॥১২
কুতঃ প্রেতো গচ্ছেৎ ? যদি ভবতি জন্মান্তর মহো
ত্বয়া সাক্ষাৎকারো ন খলু ভবিতা রঞ্জন ! পুনঃ ।
ত্বং স্রোতঃক্ষিপ্তঃ ভবসি যদি সঙ্কলিত উত
স্বকীয়ৈর্বা কার্য্যৈঃ ক পুনরয় মেবাপি ভবিতা ॥১৩
সরযুবালা দেবীয়ং জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর্মম ।
আসন্নপ্রসবা তস্যাঃ কন্যকাত্রয়মেব হি ॥১৪
সুরমা সুষমাভাজং বীণাপাণিস্তু মধ্যমা ।
লাবণ্যবালা তৃতীয়া সর্ব্বা এব সুদর্শনাঃ ॥১৫
ভূপেন্দ্রবালা নাম যা মধ্যমা মে স্নুষা বরা ।
শ্রীসুধীরকুমারস্তু তস্যাঃ শোভনপুত্রকঃ ॥১৬
মাতুশ্ছায়েব তিস্রশ্চ কন্যকা মম জজ্ঞিরে ।
প্রসন্নহৃদয়া জ্যেষ্ঠা শর্ম্মিষ্ঠা বরবর্ণিনী ॥১৭
শৈবালিনী দ্বিতীয়া চ নম্রতায়া মহোদধিঃ ।
কনিষ্ঠা সরযূবালা প্রাণপ্রিয়তমা পরম্ ॥১৮
মহীন্দ্রো জামাতা প্রথম ইতি কান্তাস্তনলিনী
দ্বিতীয়ো বৈ তাবৎ বিবিধগুণধামপ্রিয়তমৌ ।
নগেন্দ্রোঽথ প্রাণপ্রতিম তনুবোধো গুণনিধিঃ
সদাঃ মার্গস্থা মে নয়নমনআনন্দজনকাঃ ॥১৯
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কুমারাস্তাঃ সুতা হিমাদ্রিমলয় ।
শ্রীনর্ম্মদাশ্রীনীলেন্দুহিল্লোলা শোভনায়কাঃ ॥২০
কন্যা শকুন্তলাদেবী লাবণ্যজলধাবিব ।
প্রফুল্লনলিনী সদ্যো রেণুকা কোমলাঙ্গরা ॥২১

পটুয়াখালিতে পাণিনিকাশে গ্রথিতা সুতা।

শৈবালিন্যাঃ সুতাশ্চৈব কুমারাস্তাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
অজিতরঞ্জিত জগজ্জিতঃ কন্যে মনোহরে।
শ্রীকনকলতা শ্রীতিলতাসন্নপ্রসোরিমে ॥২২
পুত্রঃ কনিষ্ঠকন্যায়াঃ শ্রীমৎকেশবচন্দ্রকঃ।
জলবহ্নি রিবাভাতি সাবিত্রী নর্ম্মদা (অশোকা) সুতে ॥২৩
সাবিত্রী সদৃশী সাতু সাবিত্রী ভবিতা কিল।
ক্ষুদ্রাপি মহতীং বুদ্ধিং ধত্তে মাতামহীব সা॥২৪
স জয়তি ভুবি বৃদ্ধঃ শুদ্ধচেতাঃ সদৈব,
জয়তি জগতি খৃষ্টো ভারতে লব্ধভব্যঃ
সকলজনগণানাং মানসে গৌরচন্দ্রো
লসতি চ সিতচেতাঃ কেশবো বৈদ্যরত্নম্ ॥২৫
ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ওঁ।
সংস্করণং দ্বিতীয়ং মে গ্রন্থস্যাস্যাভবৎ শুভে।
ঋতুপক্ষাক্ষিশুভ্রাংশু-মানে শাকে শুভাবহম্ ॥
শ্রমোঽস্মাকং ভূরিঃ সমজনি সতাং প্রীণনবিধৌ
স্তুতির্বা নিন্দা বা ভবতু ভবিতব্যং কিমপি যৎ।
শ্রুতিভ্যঃ শাস্ত্রেভ্য স্তুতলজলধিভ্যো মুহুরহো,
নিমজ্জন্ যত্নেস্তে তদিহ সুধিয়াং বৈ উপহৃতম্ ॥
প্রত্নেতিহাসভূয়িষ্ঠা বেদাঃ পূজ্যা মহীতলে।
হিত্বা হন্ত তমিক্ষুং ভো বালা দূর্ব্বাতৃণেচ্ছবঃ ॥
পাশ্চাত্যশিক্ষাগতদোষরাশি, যাবান্ হি যূনাং হৃদয়ং প্রবিষ্টঃ।
এতস্য পাঠাৎ বিলয়ং স যাতি, চেৎ চেত এতস্য সুখং ভজেত ॥
সন্তাপা স্তৃণ মন্তরা সমভবন্ শ্রীরঞ্জন শ্রীহরি
দাসৌ দ্বৌ প্রিয়পুত্রকৌ দয়িতয়া ; শর্ম্মিষ্ঠয়া কন্যয়া।
জামাতা চ মহীন্দ্রমোহন ইতো লোকান্তরং হা গতাঃ,
কারাদণ্ড মগাচ্চ মে প্রিয়সুতো হেরম্বলালোঽভলে ॥

প্রসূয় নীহারকণাং হি শর্ম্মিষ্ঠা দেবলোকং সহসা জগাম।
জ্যেষ্ঠঃ সুতঃ সা মম সৈব মাতা, আসীৎ তদৈঃ সন্ততিষু প্রধান॥
প্রাগস্য সন্তোষ কু মার সুশীলকৌহি প্রৌত্রৌ ভুবি চাবিরাস্তাম্
অন্যে চ পৌত্রাদয় এব জাতাঃ, তত্তংবঃ সন্তু সতাং সদৈব॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।”

PUBLIC OPINION

THE BENGALEE, *4th February*, 1913.

THE ORIGINAL HOME OF THE HUMAN RACE

I

"MANABER ADI JANMABHUMI"—or the Original Home of the Human Race—is the name of a book in Bengali by Pandit Umesh Chandra Vidyaratna. Pandit Umesh Chandra has established his reputation as a profound Vedic scholar, and from what we have been able to see of the present book it will not only take nothing from that reputation, but will considerably add to it. The object of the book, as the author himself states, is to show that the originial home not only of what is called the Aryan stock but of the whole human race was Mongolia and that the first man, Virat, lived on the slopes of Mount Meru or Altai in Mongolia. This originial home of man, says our author, is not only named, but its location clearly described in the Vedas, Upanishads, Smritis, Puranas, Ramayan, Mahabharat, etc, in other words in the ancient literature of the Hindus which, he asserts, is the common inheritance of Hindus, Parsis, Buddhists, Christians and, Moslems alike. It is perfectly obvious that the position which the author seeks to establish is materially different from the conclusions at which antiquarian scholarship, whether in the West or in the East, has so far arrived. It differs from those conclusions not only in locating the original home of the Aryan Race on the slopes of Mount Meru or Altai in Mongolia, but in trying to show that all the several Races of men, by whatever name they may be called,

had their original home at one and the same place and, what is even more, that they are all alike descended from the first man, Virat. This is a very bold position to take up —a position, which, in some of its aspects, cannot, it seems to us, be either proved or disproved merely on the basis of Vedic or literary scholarship, however profound it may be. That the whole human race, for instance, is descended from a single pair or that there was only one single original Race of men is, it will perhaps be admitted, a little more difficult to prove to the satisfaction of the modern man—especially if the proof is undertaken practically without any reference to Biology and Sociology—than that Mongolia is the place which the Hindu scriptures are unanimous in regarding as the original home of man or what they take to by such, How far our Author has succeeded in establishg either of these positions is a question in regard it is impossible for us to express a confident opinion. He is aspecialist himself, and it must be left to other specialists to do full and complete justice to his work. What we can unhesitatingly say is that the book displays an amount of erudition and research which is very uncommon and that it discloses a familiarity with the whole range of ancient Hindu literature which is simply marvellous. The critical acumen which the author has shown in combating the conclusions which he does not accept is also worthy of all praise We earnestly hope the book will be not only widely read, as it deserves to be, but will be translated into one or other of the European languages, so that it may attract the attention of those savants who have made the deeply interesting subject with which it deals peculiarly their own. The only other Indian who during the last couple of decades has written on this subject -whose work, by the way, extorted

praise and admiration, not only from European savants and antiquarians, but even from the hostile Anglo-Indian press—is Mr. Tilak—as great a scholar as he is a patriot; and Mr. Tilak is one of the writers whose positions are assailed in the volume before us. We can only hope that Mr. Tilak will soon be liberated and the public afforded an opportunity of knowing what that gteat authority thinks of the startling discoveries made by our author—discoveries which, if they are finally accepted even in part, will constitute a decisive landmark in the history of antiquarian research. We have no hesitation in commending the book to the public as one which will amply repay a careful perusal.

THE INDIAN MIRROR,

12th March 1913.

II

PUNDIT Umesh Chandra Vidyaratna is a Vedic Scholar of established fame. The Vedas, indeed. have been the subject of his life-long study. To his knowledge of the Vedas, he adds, to no small extent, that of the Puranas and other branches of Sanskrit literature. As a result of his combined studdies, he has brought out a book in Bengali entitled 'Manaver Adi Janmabhumi' or the original home of the human race, which deserves more attention at the hands of antiquarians than it seems to have hitherto secured. In this book he has shown that the birth-place of mankind was not the Arctic region as stated by Mr. Titok, nor the various places named by different European scholars, but that it was Mongolia. He has shown step by step how from this place which is called in the Vedas 'Swarga' or 'Devaloka.' the human race went out and settled in different parts of Asia,

Europe, Africa and America. The learned Pundit's conclusions are calculated to upset the Hindu conception of Heaven, Hell, and the different *lokas*, for according to the Pundit, these are not mythic places on gradually ascending spiritual places but are actually portions of the terrestrial plane as indicated in the map he has drawn out. The Pundit asserts that, unlike those of Western scholars, his conclusions are based not on imagination, but on the four Vedas and the earlier Puranas from all which he copiously quotes in support of his thesis. He not only rejects the conclusions of the Western Savants as being the result of misreading the texts, but also. in some places. combats the correctness of Sayana's commentaries of the Vedas and the translation of the Rig Veda made by the late Mr. R. C. Dutt. The book before us is very remarkable for its originality of thought and boldness of utterance, and above all, for the earnestness, born of deep conviction, with which the writer presses his conclusions on the attention of his readers. The book ought forthwith to be translated into some of the languages of Europe, so that Western scholars might have the opportunity of acquainting themselves with the writer's arguments, and combating them if they are erroneous. In the meantime, the or'ginal work in Bengali, which, by the way, has been published through the liberality of the Hon'ble Maharaja Manindra Chandra Nundy, ought to be seriously examined by Bengali scholars of antiquarian attainments.

সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার 'প্রত্নতত্ত্ববারিধি তৃতীয়ভাগ' এ দেশের সাহিত্যে গৌরবের জিনিস, আপনার পাণ্ডিত্য এবং 'তত্ত্বদর্শনক্ষমতা অসাধারণ কোন কোন

বিষয়ে আপনার মত পণ্ডিতের সহিত আমার মত ক্ষুদ্রব্যক্তির মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু সেই মতভেদ কোন প্রকারে আপনার গুণদর্শনে আমার সম্বন্ধে বাধা উপস্থাপিত করিতে পারে না। এদেশের অনেক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন; তাঁহারা আপনার গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন, এবং কোন শাস্ত্র কি প্রকারে অধ্যয়ন করিলে ফললাভ করিতেন পারিবেন তাহা বুঝিয়া লইবার সুযোগ পাইবেন। কত যে অসার theory বা মতবাদ কেবল নামের জোরে এবং অবস্থার আনুকূল্যে চলিতেছে, তাহা অল্পাধিক সকলেই অনুভব করিতেছি। এ ক্ষেত্রে, সকল দেশের সকল শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের মধ্যে আপনার সিদ্ধান্তগুলি প্রচারিত এবং বিচারিত হইবার সুবিধা হওয়া উচিত। আপনি যে প্রকার সাহসে অনেক প্রাচীন টীকাকার এবং ব্যাখ্যা-কারকদিগের মত উপেক্ষা করিয়া নিজের মন্তব্য লিখিয়াছেন; আপনার মত পাণ্ডিত্যের অভাবে আমাদের সে সাহস নাই। আমি নিজে বেদব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রাচীন নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণসাহিত্যহইতে সায়ণাচার্য্যের টীকাপর্য্যন্ত সকল প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়াই চলিয়া থাকি, আমার পক্ষে উপায়ান্তর নাই। আমি মুক্তকণ্ঠে আমার এই ক্ষুদ্র অভিমতি জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনার গ্রন্থখানি পড়িয়া অনেক উপকার লাভ করিয়াছি, এবং আমার উদ্দিষ্ট তথ্যনির্দ্ধারণে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইব। সুপ্রসিদ্ধ তিলকের মতবাদের অসারতাসম্বন্ধে আপনার অনেক মন্তব্য বড়ই চমৎকার হইয়াছে; আমি নিজে বহুদিন হইতেই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি যে ঋগ্বেদ, সংহিতারূপে গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে সামবেদ-সংহিতা সৃষ্ট হইয়াছিল, আপনার এ গ্রন্থে এবং অন্য প্রবন্ধে আমার সেই মতের অনুকূলে অনেক কথা পাইয়াছি। আপনার গ্রন্থখানি ইংরাজিতে ভাষান্তরিত হইলে বিশেষ আনন্দলাভ করিব।

সম্বলপুর, বিনীত

৭—২—১৯১৩। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার,

সমালোচনা

৪

৺ভূতত্ত্ববারিধি তৃতীয়ভাগ বা মানবের আদি জন্মভূমি—কলিকাতার অন্তর্গত ৪৫।৫, সিমলা নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্রবিদ্যারত্নপ্রণীত। মূল্য ১॥• টাকা, ভাল বাঁধাই ২৲ টাকা। ২৬৪ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই গ্রন্থমুদ্রণের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়াছেন।

আমরা বহুকাল এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ দেখি নাই। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক বলিয়াছেন যে, মানবের আদিজন্মভূমি উত্তর কেন্দ্রে, তৎপূর্ব্বে ওয়ারেণ এই সিদ্ধান্ত করেন, উত্তর কেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি। কোন কোন পণ্ডিত ভারতবর্ষকে, কেহ ইরাণ দেশকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় ৪৫ বৎসর কাল সমস্ত বেদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মঙ্গলিয়ার অন্তর্গত আল্টাই পর্ব্বতের সানুদেশেই মানবের আদি জন্মভূমি ছিল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রথমতঃ ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে আদিজন্মভূমি আর কোথায়ও নয়। তিনি একে একে বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ককেশশ, ইউফ্রেটিশতীর, বালটিকসাগরতীর, মিশর, মিডিয়া, ইরাণ, বাকট্রিয়া, বারিণ দ্বীপ, উত্তরকেন্দ্র বা ভারতবর্ষ আদি জন্মভূমি নহে। বেদের রাশি রাশি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মঙ্গলিয়াই প্রকৃত আদি জন্মভূমি।

এইরূপ গ্রন্থ যদি ইউরোপে প্রচারিত হইত, তবে সমস্ত ভূমণ্ডলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইত। যাহা হউক আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, পৃথিবীময় এই গ্রন্থ আদৃত হইবে। একজন বাঙ্গালী যে তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, পৃথিবীর বিদ্বজ্জনগণ তাহা মস্তক পাতিয়া স্বীকার করিবেন। ৮ই ফাল্গুন, ১৩১৯ শাল।

সঞ্জীবনী

Pandit Umesh Chandra Vidyaratna is known to me from a long time. I have the greatest pleasure to go through his commentaries on the Rig-veda Sanhita, which seems

I had the pleasure of meeting and conversing with Panidt Umes Chandra Uidyaratna of Calcutta through Mr. A. C. Sen's kindness. His researches in the ancient Hindu lore are very deep and profound. At times his views appear to be novel, but they are based on thorough and critical study of the Hindu scriptures. He has written several works which are mostly in the Bengali Language. Had they been in English, he would have met early appreciation even amongst all scholars here and elsewhere. He has undertaken to publish a very learned and scholarly commentary on the Rigveda in Sanskrit, for which much pecuniary help is required which I hope will be liberally accorded by the literary public throughuot the country. *India must be proud of such a profound* scholar and thinker. I am much struck with his wonderful memory to quote verses with their numbers and chapters of most of the Srutis, Smritis, Maha bharat, Ramayana and other works. I wish him every success in his project.

(Sd.) Rai Bahadur Pt. Gopinath, M. A.
22nd, Dec. 1915. Rajputana.

I fully concur with the remarks laid down above. His researches will be the basis of true Ancient History.

(Sd.) Hari Narayan, B. A. Vidyabhusan.
Special Officer, Jaipur Estate.

Pondit Umes Chandra Vidyaratna was my guest for sometime. He is a Sanyasi, now about 70 years old and has devoted all his life to Vedic studies. But though old in body, he still possesses youth's mental vigour and originality. He has been educated according to the old Shastric methods, but his interpretations of the Vedic texts are marked by a singular freedom from traditional shastric bias and the reasons which he gives for his interpretations of the sacred texts are at once original and interesting. One may not accept all his views, but one cannot, on that account,

fail to appreciate his line of thought and the value of the work he has done and intends to do hereafter. He deserves every encouragement.

Poona City. } (Sd.) BALGANGADHAR TILAK
18th January 1916. }

I have had the privilege of listening to a lecture in Sanskrit given by Pandit Umes Chandra Vidyaratna in Poona, and thereafter had an hour's talk with him. I was much struck with the learning and especially with the novelty of some of his views and methods. One may not always agree with him, but his is an honest effort to understand and interpret our sacred texts, and as such, he deserves every encouragement.

Poona, } (Sd.) S. K. Belvalkar, M.A. Ph. D.
17th January, 1916. } Professor of Sanskrit, Deccan College.

I am very glad to say that I have come to know Pandit Umes Chandra Vidyaratna for the last two or three years. I have never seen such a profoundly learned scholar in the Vedas and Philology. Had he been born in Europe his reputation would have spread throughout the world. His reccarches in the Vedas and our Sastras are original and rational in quite a new line. His theories and conclusions may appear revolutionary to those who are satisfied with the second hand or third hand informations. Indian scholarship has not yet entered into competition in this field with the works of Europe. I believe no such serious attempt has yet been made to interpret the Vedas from a rational point by any scholar of our country. Though his commentaries may not be absolutely free from errors, yet he deserves to be accepted by us as a new worker, and encouraged in his researches.

I have carefully gone through his "Manaver Adi Janmabhumi" and I must say that he is right in exploding many of the theories of other vedic scholars. I know of no other

book contain'ng such deep and thorough-going research He is going to bring out three other books connected with Vedic research *viz* : —

1. The Daivata kanda, 2. The Bhauma kanda 3. The Saraswata kanda.

I believe these also will be very valuable contributions to the Vedic liteaature. For publishing these work about Rs. 20000 will be required. My countrymen will recognise the work in which this venerable Pandit is engaged and help him accordingly. It is a duty which we owe to ourselves.

Dated, Calcutta
25th October 1919.

(Sd.) S. Tribhuban Deb
Raja and Feudatory Chief of
Bamara Raj State.

वङ्गदेशाभिजनः श्रीमान् उमेशचन्द्रविद्यारत्नमहोदयः सत्यमेव विद्यारत्नतामधिगतवान्। अस्य महापुरुषस्य वैदिकविषयपरिशीलनेन को न मुदमापन्नो भवेत्। मन्ये यत्र यत्र विषये व्याख्यानं दीयते तत्र तत्र वैदिक-विचारोऽस्य तपूर्वः श्राव्यते तेन विविधविचारनिष्णातता एव अव्याहता इति किं वर्णयाम एषां यथार्थविद्यारत्नानां विषयम्।

जयपुरे महामहोपाध्याय पण्डित शिवदत्तशर्म्मा दाधिमथः
बुधरामदासपरमहंसानामपि इदमेव कथनं।

पण्डित उमेशचन्द्रविद्यारत्नजीसे मुझे मिलने और वार्त्तालाप करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनको विद्वत्ता प्राचीन आर्य्यजातिके विषयके इनके शोधसे जो वेदादि भारतीय संस्कृतसाहित्यपर निर्भर है, मुझे बहुत हो आनन्द प्राप्त हुया इनको गवेषणा विद्वत्तापूर्ण और आदरणीय है आप जैसे भारतके रत्नरूप है।

श्रीगौरीशङ्कर हीराचांद ओझा, रायबाहादुर।

आजमेर।

'पण्डित उमेशचन्द्रविद्यारत्न इत्येतेषां महाभागानां व्याख्यानं शास्त्रस्य सत्यनिर्णय:' इत्यस्मिन् विषये अवत्यायां संस्कृतवाग्व्यवहारविवर्द्धिन्यां सभायां पादोनहोराद्वयपर्य्यन्तं जातम्। व्याख्यातृभि: स्वीयो विषय: सप्रमाणं प्रतिपादित:। तेषां शास्त्रावलोकनं तु प्रमोदावहम्। तेषां प्रतिपादनपद्धतिरपि सुलभा। परंतु सिद्धान्ता न तथा। ते विवादविषयतां नातिक्राम्यन्ति। यतस्तैर्महाशयैर्यद्यपि नाधिक्षेपार्थं तथापि मध्ये मध्ये सायणमेधातिथिप्रभृतयो महावैदिका अपि किं बहुना भगवान् पाणिनिरपि व्याकरणसूत्रनिर्म्माता च भ्रान्तत्वं प्रापिता इत्येतत् प्राचीनपण्डितानां न सुसहम्। तथापि तेषां वैदुष्यं प्रशस्यतरं वेदविषये विचारश्च महान्। वेदे आधुनिकानि यानादीनि सर्वाण्यपि साधनानि उपलभ्यन्ते इति तेषां राद्धान्त:। यथा भूलोक: अत्रैव विद्यते तथैव भुवरादिसत्यलोकान्ता लोका अपि ऐहिका एव नतु पारलौकिका इति तेषां मति:। यथा तथा वा भवतु श्रीमताम् उमेशचन्द्रविद्यारत्नानां शास्त्रपरिचय: सर्वथा प्रशंसार्हं इति कथने न कोऽपि प्रत्यवाय:। गतवयस्केष्वपि तेषु यश्च विद्याविषयको वेदविद्याविषयकश्च आदर: स तु सविशेषं तान् विभूषयतीति मे मति:।

'पुण्यपत्तने सदाशिव-वीथ्यां पौष शुं एकादश्यां रवौ शाके १८३७। } विष्णुशर्म्मा वापटोपाह्व आचार्य्यपत्रिकाया: सम्पादक:।

মানবের আদি-জন্মভূমিপ্রণেতা
পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বিশ্বসমুজ্জ্বলকারী হেমঅংশুমাল
প্রভাতে. বিক্ষিন যথা দেবঅংশুমালী,
ঘন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দিবস ধূসর,
কম কান্তি প্রশমন্তি, তেমন হে তুমে !
মনস্বী উমেশচন্দ্র রবিরূপে আহা !
আদিম বিস্মৃতি গর্ভে চির লুকায়িত
ভারত মহার্হরত্ন সনাতন সত্য
পূত বেদউপনিষদ্ পুরাণাদি গ্রন্থ

সত্য রশ্মি প্রকাশনে অসত্য কুয়াসা
দূর করি দেখাইল আদি লীলাগার।
ইলাবৃতবর্ষে বেড়া মহামেরুস্থলী
নিখিল জগত জন রতন প্রসূতি
বিরাট পুরুষবর জন্মনিকেতন,
পিতৃলোকে বলি যারে এবে কুসংস্কারে
চালুছন্তি পিণ্ডোদক পনস পল্লবে।
সামশ্রমী, সত্যব্রত, মহীধর, দুর্গা
উবট, দত্তজা, যাস্ক, তিলক, মূলার।
আদি ভাষ্যকারবৃন্দ সায়ণাচার্য্যক,
টীকারে এজন যারি মনীষী মণ্ডলু
পাইথিলে পরিত্রাণ, কিন্তু হে সুধীর!
সে অলীক টীকার্থয়ে নব লাই মতি,
হে সত্যপিপাসু পশি বাগ্দেবীভাণ্ডারে
খোজিন প্রকৃত তত্ত্ব দেখাই মানবে,
সত্যরত্ন, উপকার সাধিল বিশ্বর।
ভূগোল দর্শন তন্ত্র বেদান্ত সাহিত্য—
চিকিৎসা গণিতশাস্ত্র গবেষি গবেষি
কোবিদ! এরূপে বিভু ভূমা অনুকূলে
দীর্ঘজীবী হই রথ দেশ দেশান্তরে
ভারতজননীমান, জননীবৎসল!

শ্রীবলভদ্র দেব।
বড় কুমার।

১৮ই জুলাই, ১৯১৪।
বামড়া।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম-এ, কাশী কুইন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর মহাশয়ের একখানি পত্র—

শ্রীউমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বিদ্যারত্ন মহোদয়েষু

সারস্বতগেহ,
45-5, Simla Street, Calcutta

সাদর বিজ্ঞপ্তি :— ৯ই শ্রাবণ।

এইমাত্র আপনার রচিত "প্রত্নতত্ত্ববারিধি" তৃতীয় ভাগ কয়েক দিনের পাঠের পর সমাপ্ত করিলাম। ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের পর বাঙ্গালীর মধ্যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত বর্ত্তমান আছেন, তাহা জানিতাম না। আপনার রচিত

ও মুদ্রিত পুস্তকগুলির তালিকা ও প্রাপ্তিস্থান জানাইলে বাধিত হইব। আমার ইচ্ছা এই সকল অবলোকন করি। আপনি যে অসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন বহুজ্ঞ শাস্ত্রী, তাহার পরিচয় আপনার প্রত্নতত্ত্ববারিধিতে পাইলাম।

নিঃ শ্রীআদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য।

"BHARATI" OFFICE.

3, SUNNY PARK, OLD BALIGANGE ROAD,

Calcutta, 8*th July*, 1914.

সবিনয়নিবেদনমিদং—

পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী-সম্পাদিকা মহাশয়ার অনুমতি অনুসারে অত্র মহাশয়কে এই পত্র লিখিতেছি। আপনার লিখিত প্রবন্ধাদি অতি সারগর্ভ এবং উদারভাবাপন্ন পরিলক্ষিত: হওয়ায় তিনি আপনার সম্পাদিত "মন্দার-মালা" নিয়মিত পাঠ করিয়া থাকেন। বিনীত—

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতী-কার্য্যাধ্যক্ষ।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসরনিবেদন—

আপনার রচিত "মানবের আদি জন্মভূমি" প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত ও প্রীত হইলাম। এরূপ পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণা আজিকার দিনে অতীব। বিরল। আপনার ন্যায় পণ্ডিত এখনও বঙ্গদেশে আছেন, মনে করিয়া, গর্ব্ব ও আনন্দে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

গুণমুগ্ধ—

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১। শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

আপনার প্রণীত "প্রত্নতত্ত্ববারিধি" ও "জাতিতত্ত্ব-বারিধি" নিম্নলিখিত ঠিকানায় ভ্যালুপেএবল করিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া চিরানুগৃহীত করিবেন।

"মানবের আদি জন্মভূমি"র প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি। এরূপ বিস্তানন্দ্রী, স্বাধীন চিন্তা ও গভীর গবেষণার একত্র সমাবেশ বাঙ্গালীর পক্ষে যেন অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। আপনি যে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন।

রাজসাহী, ১৭।১১।১৬।

সেবকাধম—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত,

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পোষ্ট আফিস, রাজসাহী ডিভিসন।

২। পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

মহাশয়, আপনার বেদভাষ্য পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি যদিও ভগবান্ শঙ্করের গোঁড়া, তথাপি যে সকল বিষয়ে আপনি তাঁহার

ভ্রম দেখাইতেছেন, তাহা আমি অবনতমস্তকে স্বীকার করি। শঙ্করাচার্য্যের যে ভ্রম থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। এখন আপনার প্রদর্শিত জ্ঞানালোকদ্বারা হিন্দুশাস্ত্র সমুদায় অতি সরল ও বোধগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনার প্রচারিত বেদভাষ্য অতি উপাদেয় হইয়াছে। শীঘ্রই আপনাকে প্রেরিতকর্ম্মাগুলি ফেরত পাঠাইব। আপনি খণ্ড খণ্ড করিয়া শীঘ্র বাহির করুন এবং যখনই যাহা বাহির হইবে, ভিঃ পিঃ করিয়া তাহা আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। এ বৎসরের মন্দারমালা এখনও কেন প্রেরণ করিলেন না? মানবের আদি জন্মভূমি কবে পাঠাইবেন? বোধ হয় ভাগবত বাবুর পত্র পাইয়াছেন। আপনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, এজন্য গুরুস্থানীয় হইতেছেন, আপনাকে দেখিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা আছে। আপনার ন্যায় পণ্ডিত যে এ দেশে আছে, তাহা আমার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এ হতভাগ্য মূর্খদেশে কয়জন আপনাকে বুঝিতে পারিবে? কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এবং পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি অন্ধভক্তি এ দেশের সাধারণকে স্বাধীন চিন্তা করিতে দেয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল।
মেদিনীপুর, ১৮।৯।১৭।

৩। সম্মানপূর্ব্বক নিবেদনবিশেষ

মহাশয়! আপনার মন্দারমালা ও ঋগ্-বেদভাষ্য পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। এই পুরাণপ্লাবিত দেশে আপনার পত্রিকার যে সম্যক্ আদর হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনি নির্ভীক ও দৃঢ়ব্রত। সেইজন্য আশা করি দেশের কুসংস্কার দূর করিতে অজ্ঞানান্ধ বঙ্গবাসীর হৃদয়কন্দরহইতে অন্ধবিশ্বাস অপনীত করিয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। আমি জনৈক উৎকল ব্রাহ্মণ। হিন্দু-শাস্ত্রসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া থাকি। পুরাণগুলির মধ্যে অনৈক্য থাকা সম্বন্ধে মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজে কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে স্থানীয় সংবাদপত্র "মেদিনীপুর হিতৈষী" আমার প্রবন্ধগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। আমি মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখি। একদিন উক্ত সমাজে বসিয়া আছি, আপনার প্রকাশিত মন্দারমালা পত্রিকার একখণ্ড আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া অন্যমনস্কভাবে উহার পাতা উল্টাইতে ছিলাম। আমি অন্ততক পাঁচ বৎসর যাবৎ কোন মাসিক পত্রিকা পাঠ করি নাই বলিলেও চলে, কারণ পত্রিকাগুলির অঙ্গ কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণে পরিপুষ্ট। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সহসা এমন একটা প্রবন্ধের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল যে তাহা তৎক্ষণাৎ পাঠ করিয়া ফেলিলাম। আমার মতের সহিত মত মিলিয়া গেল। আমি সমাগত সভ্যগণকে সেই প্রবন্ধ পাঠ

করিয়া শুনাইলাম। আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। আমি মন্দার-মালার সমস্ত খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলাম। এবং আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পড়িতে দিলাম। তিনি আমার সমানধর্ম্মা সুতরাং তিনিও পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ঋগ্বেদের ভাষ্য আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা নূতন বোধ হইল। আমি পুরাণগুলি পাঠ করিয়া তিব্বতেই স্বর্গ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কারণ পুরাণমতে স্বর্গ সমস্ত মেরুপর্ব্বতে, মেরু ইলাবৃতবর্ষে, ইলাবৃতবর্ষে মানস-সরোবর, মানস-সরোবর বর্ত্তমান তিব্বতে। সুতরাং ইলাবৃতবর্ষ ও তন্মধ্যস্থ মেরু পর্ব্বত ও স্বর্গ বর্ত্তমান তিব্বতে বলিয়া আমার ধারণা ছিল। আপনি বেদ মন্ত্রবলে মঙ্গোলিয়াই স্বর্গ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, আমি অবনতমস্তকে তাহা স্বীকার করিলাম এবং আমার মতের সামান্যপরিবর্ত্তনজন্য দুঃখিত হইলাম না।

আপনার কার্য্যের গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝিবার সময় এ হতভাগ্য দেশে এখনও আসে নাই। আপনার পত্রিকা ও ভাষ্য যদি বিলাতে প্রকাশিত হইত এবং আপনার নামের পূর্ব্বে "শ্রী" না থাকিয়া যদি "Mr" থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত সভ্যজগৎ আজ আপনাকে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ভাবিয়া সম্মান করিত কিন্তু হায় বাঙ্গালীর কুসংস্কার! হায় বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে আপনি প্রকাশ্য ভাবে সভাসমিতিতে অপমানিত হইতেছেন।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাহইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রকাশিত সমস্তখণ্ড মন্দার-মালা আমার নামে ভিঃ পিঃ করিয়া, পাঠাইবেন, আমাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে যে সমস্ত খণ্ড প্রকাশিত হইবে, তাহাও পাঠাইবেন, ঋগ্বেদভাষ্যেরও আমাকে গ্রাহক করিয়া লইবেন। আপনার প্রকাশিত পুস্তকসমূহের একটা সম্পূর্ণ তালিকা পাঠাইবেন। আপনার গ্রন্থগুলি ভবিষ্যদ্বংশধরগণের পক্ষে একটি মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করি, সুতরাং তাহার কতক ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে। ঈশ্বরের নিকট আপনার ও আপনার পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীভাগবতচন্দ্র দাশ, বি, এল।

উকিল, জজকোর্ট, মেদিনীপুর